# দর্শন ও সমাজবিদ্যা

মনীষা

অনুবাদক

কালিদাস সিকদার

প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩

১৫ই আগস্ট ১৯৮৩

প্রকাশক

মণি সান্যাল

মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড

৫৪এ, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ

সোমনাথ ঘোষ

মুদ্রাকর

শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী

লক্ষ্মী নারায়ণ প্রেস

৪৫/১/এইচ/১৪ মুরারি পুকুর রোড,

কলিকাতা—৫৪

## —ঃ সূচীপত্র ঃ—

## দ্বিতীয় অধ্যায়



### প্রথম পরিচ্ছেদ



### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ



### তৃতীয় পরিচ্ছেদ



### চতুর্থ পরিচ্ছেদ



### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## তৃতীয় অধ্যায়

# মুখবন্ধ

জিয়র্জি ক্রান্তসোভ ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানী যিনি দর্শন, ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম্ এবং সমাজবিদ্যায় বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উৎসাহী প্রচারক, একজন বিশিষ্ট জননেতা ও রাজনৈতিক নেতা, একজন দক্ষ সাংবাদিক আর বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও আকর্ষণীয় মানুষ ছিলেন। উনি ছিলেন বিশ্বকোষের ন্যায় জ্ঞানের অধিকারী একজন মানুষ। সমাজ বিকাশের সমস্যায় ওঁর ব্যাপক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আর সেই সাথে পার্টিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উনি ইতিহাসে বস্তুবাদ এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অনেক মূল সমস্যার ওপর সৃষ্টিশীল ভাবে কাজ করতে এবং বর্তমান কালের বুর্জোয়া সমাজবিদ্যার ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে গভীর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করাতে সমর্থ ছিলেন। ওঁর জীবদ্দশায় উনি অনেক তরুন বিজ্ঞানীকে সমাজবিদ্যার গবেষণায় ও বুর্জোয়া সমাজবিদ্যাব ধারণাগুলির সমালোচনার পথ ধরতে সাহায্য করেছিলেন। জি, পি, ক্রান্তসোভ* তাঁদের খুবই সদাশয়তার সঙ্গে নিজের জ্ঞানের ভাগ দিতেন। নিজে একজন বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী মানুষ ক্রান্তসোভ তাঁর নিজের ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানের জন্য গভীর ভাবে আত্মনিবেদন করার মনোভাব তৈরী করায় সচেষ্ট থাকতেন।

তিনি জননেতা, বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড ও কর্মী তালিমদানের সংগঠক হিসাবে সুপরিচিত ও সম্মানভাজন ছিলেন। উনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ইউ, এস, এস, আরের বৈদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলের সংবাদ বিভাগের প্রধান, সি, পি, এস, ইউ'র

---

* তাঁর অনেক রচনা ওয়াই পি ক্রাটসভ এবং ওয়াই, ইউ, ক্রাটসভ প্রভৃতি নাম সহ অনেক ছদ্মনামের আড়ালে প্রকাশিত হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে সমাজবিজ্ঞান আকাদেমীর রেক্টর ওয়ার্লর্ড মার্কসিষ্ট রিভিউ-এর প্রধান সম্পাদক এবং সি, পি, এস, ইউ, কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ইনষ্টিটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টর থেকে সমস্ত পদেই নিজের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং তীক্ষ্ণ মানসকে প্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি জি, পি, ফ্রান্তসোভ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের স্বার্থে একজন সংগ্রামী ছিলেন।

তাঁর বই, পুস্তিকা ও প্রবন্ধাবলী এমন একটা বিরাট, মূল্যবান বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে যেটা তাঁর জীবদ্দশায় বিশাল পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাট আগ্রহের সঞ্চার করেছিল। এর কারণ হল এই যে, তাঁর লেখা একটা বিজ্ঞান সম্মত এবং গভীর দার্শনিক বিশ্লেষণ সমন্বিত আর কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষপাতী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল কারণ, তিনি বর্তমানকালের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া প্রবণতার বিরুদ্ধে অবিচল অবস্থান গ্রহণ করতেন। এটা আমরা ওঁর প্রধান প্রধান রচনাবলী এবং সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেখতে পাই। শেষোক্ত-গুলো যতই সংক্ষিপ্ত ও ছোট হোক না কেন তৎসত্ত্বেও সেগুলো তাঁর বিজ্ঞানসিদ্ধ জ্ঞান ও পার্টি সাংবাদিকের চমৎকার দক্ষতার মিশ্রণ।

যে বইয়ে তাঁর রচনার বড় অংশটা রয়েছে সেটা ১৯৬৫তে প্রকাশিত বই "সামাজিক চিন্তার ঐতিহাসিক পথ।" গ্রন্থকার নিজেই এটাকে সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে তাঁর গবেষণার সার সংকলন বলে গণ্য করেছিলেন—যেটা মানব সমাজের গোটা ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করেছে সেই ইতিহাসেরই আর শ্রেণীসংগ্রামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সামাজিক চিন্তার দ্বন্দসমন্বয়বাদের ব্যাপক দৃশ্যপটটিই এতে উপস্থাপিত হয়েছে। এই বইটিতে বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের পূর্ব ইতিহাসের গভীর সারসংকলন দিয়ে এবং কেমন করে প্রগতিশীল চিন্তানায়করা যে পর্যন্ত না বুনিয়াদী মোড় ঘোরার সীমাবিন্দুতে এসে পড়েছিল সেই পর্যন্ত সত্যের অনুসন্ধান চালিয়েছেন

যখন মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা ইতিহাসেরই গতিপথে উপস্থাপিত প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক জবাব দিয়েছেন সেটা দেখিয়ে ক্রান্তসোভ তাঁর দার্শনিকের এবং ঐতিহাসিকের মেধা প্রদর্শন করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা কি বিপ্লব এনেছিলেন আর বর্তমানকালের বুর্জোয়াদের চিন্তার সংকট, তার প্রতিক্রিয়াশীল এবং অবৈজ্ঞানিক প্রকৃতি, সমাজপ্রগতির বিশ্লেষণে তার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্জন এবং তার তাত্ত্বিক ক্লীবতাকে গ্রন্থকার দেখিয়ে দিয়েছেন।

লেনিনের মার্কসীয় মতবাদের বিকাশের আলোচনা বইটির যে অংশগুলিতে আছে তাতে রয়েছে নির্দিষ্ট ঘটনার সম্পদ আর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক আলোচনা। বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়াদের যে সমস্ত মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রবণতা শ্রমিকশ্রেণী এবং গোটা ঐতিহাসিক প্রগতির উদ্দেশ্যের প্রতি বৈরী তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেই যে লেনিনবাদের আবির্ভাব সেটা তিনি দেখিয়েছেন।

গুরুত্বকে কমিয়ে দেওয়া এবং অভিজ্ঞতাকে আঞ্চলিক চৌহদ্দির মধ্যে সীমায়িত করার জন্য আমাদের মতাদর্শগত বৈরীদের প্রচেষ্টাকে চূর্ণ করে তিনি ভালভাবেই সারা বিশ্বে সমাজ প্রগতির পতাকা হিসাবে লেনিনবাদের গুরুত্ব এবং বিশ্বের প্রথম বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহত্ত্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান ও সার্বিক নিয়মানুগততার ভূমিকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়েই তিনি এটা করেছেন। তিনি এও দেখিয়েছেন কেমন করে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধ্যান-ধারণা ও তার অভিজ্ঞতা সারা ভূমণ্ডল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বৈপ্লবিক চিন্তা কর্মকে অফুরন্ত এবং জীবনদায়ী উৎস জুগিয়ে দিচ্ছে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সমাজ-তান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মতাদর্শগত সংগ্রামে তার ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু অধ্যায় এই বইটিতে রয়েছে।

জি, পি, ক্রান্তসোভ মার্কসীয় মতবাদের বিকাশের একটা গভীর বিশ্লেষণ দিয়েছেন এবং লেনিন কেমন করে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের বৈজ্ঞানিক নীতির অনমনীয়তার প্রতি আনুগত্যকে গভীর উদ্ভাবক ও সৃষ্টিশীলতার পথ অনুবর্তী হয়ে তার সঙ্গে নতুন ঘটনার এবং আগাগোড়া ইতিহাসে সারা বিশ্বের সামাজিক প্রয়োগের মধ্যে প্রবণতাগুলিকে নির্ভীকতার সঙ্গে সামান্যীকরণ করাকে যুক্ত করেছেন সেটা ভালভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও লেনিনের ওপর এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ওপর লেখা জি, পি, ক্রান্তসোভের প্রবন্ধগুলি বেশীর ভাগই তাঁর জীবনের অন্তিম বৎসরগুলিতে লেখা হয়েছিল। এদের প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজ কিন্তু সবগুলোই একটি চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত, যেটা অঙ্গাঙ্গীভাবে আগাগোড়া চলে গেছে। এই সব প্রবন্ধে জি, পি, ক্রান্তসোভ অনেক ধারণা তুলে ধরেছেন যেগুলো তাত্ত্বিক দিক থেকে চমকপ্রদ এবং বাস্তব কাজে গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলো নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র গবেষণা হিসাবে আরও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এই সমস্ত প্রবন্ধের কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করা হলো।

জি, পি ক্রান্তসোভ কমিউনিষ্ট নির্মাণ কার্যের বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন এবং এইসব পৃষ্ঠা তাঁকে একজন বিরাট মেধাবী বিজ্ঞানী হিসাবে এবং তাত্ত্বিক নির্ভীকতা এবং কমিউনিষ্ট কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আবেগসম্পন্ন সংগ্রামী হিসাবে তুলে ধরেছে।

# ভূমিকা

## সামাজিক চিন্তার ইতিহাস-এর তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা

পৃথিবী ভবিষ্যতের দিকে পূর্বাপেক্ষা আরও মনোযোগ নিবদ্ধ করে উঁকি দিচ্ছে। সোভিয়েতের মানুষ যেপথ দিয়ে যেদিকে চলেছে সি, পি, এস, ইউ-এর কর্মসূচী তার ইঙ্গিত দিয়েছে। আরেক-বার এটা ১৮৮৩ তে এঙ্গেলস্ যা বলেছিলেন সে কথা কাউকে মনে করিয়ে দিতে পারে, "রাশিয়া এযুগের ফ্রান্স। ......একটা নতুন সমাজবিন্যাসের উদ্যোগ নেবার দায়িত্ব ন্যায্যতঃ এবং নিয়মানুগ-ভাবে তার ওপরই ন্যস্ত হয়েছে।" (১)

ফরাসী বিপ্লব ১৮শ শতাব্দীর অন্তিমলগ্নের এবং ১৯শ শতাব্দীর অধিকাংশের মূল সুরটি বাজিয়েছিল যার মধ্যে ছিল প্যারিস কমিউনের পর্ব। ফরাসী বিপ্লব ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার সরণী নির্মাণ করেছিল। মার্কসবাদ ১৮৪৮ এবং ১৮৭১ এর বিপ্লবের অগ্নিশিখার মধ্যে পোড় খেয়েছিল যাকে অনুসরণ করে আবির্ভাব হয়েছিল সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির, শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনে যাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল। ২০শ শতাব্দীর প্রারম্ভিক বছরগুলিতে বিশ্ব ইতিহাসের অঙ্গনে সেইসব লেনিনবাদী পার্টির আবির্ভাবের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল যা জনগণের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং লেনিন যেমন বলেছিলেন এই শতাব্দীর প্রারম্ভে রুশীয় প্রলেতারী-য়েতকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রবাহিনী করে তুলেছিল। এর উদ্যোগই সমাজের বিরাট পরিবর্তন আনার এবং সামাজিক চিন্তায় নতুন অগ্রগতির স্ফুলিঙ্গ নির্গত করেছিল।

---

১। মার্কস ও এঙ্গেলসের স্মৃতি, মস্কো, ১৯৫৭ ইং ২০৫ (রুশ)

মার্কস্, এঙ্গেলস্ এবং লেনিন বিপ্লবী উদ্যোগ এবং উদাহরণের ক্ষমতার ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন। যেসব নতুন উপাদান সামাজিক বিকাশে পুরাতনকে পরাজিত করার জন্য পরিপক্ক হয়ে উঠেছে তাদের সাহায্য করার জন্য বিপ্লবী উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল ঐতিহাসিক সম্ভাবনা, যা উপলব্ধি হয়েছে তাকে রূপায়িত করতে এবং বৈপ্লবিক চিন্তা এবং বিপ্লবী ক্রিয়ার মিশ্রণ ঘটানোর জন্য বিপ্লবী উদ্যোগ সাহায্য করে থাকে।

মানব জাতির দীর্ঘ বিকাশ এবং সামাজিক চিন্তার ইতিহাস একটা নতুন স্তরে পৌঁছেচে। সমাজ বিকাশের সম্ভাবনা এবং ঐতিহাসিক সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে বাস্তবায়িত করায় জনগণের কর্মকাণ্ডের একটা বিজ্ঞানসিদ্ধ বিশ্লেষণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জুগিয়ে দিয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিষয়গত দ্বান্দ্বিকতাকে আবিষ্কার করতে, সমাজবিকাশের বিশ্লেষণ করতে প্রত্যেকের পক্ষেই এর উৎসকে বিশ্লেষণ করা এবং গোটা সমাজের নিজস্ব গতির অনুধাবন করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। সেখানেই, বাস্তবতঃ, বিষয়গত দ্বান্দ্বিকতার শক্তি রয়েছে যেটা সামাজিক চিন্তার বিপ্লবীকরণের সামর্থ জুগিয়ে দিয়েছে। সমাজ সংক্রান্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ ইতিহাস সম্মত বীক্ষণের দ্বারা সম্পৃক্ত, আর এর একটি বিরাট সাফল্য হল সামাজিক বিকাশে স্তরের প্রতিষ্ঠা। লেনিন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, সামজিক ব্যাপারে ইতিহাসসম্মত বীক্ষণ মার্কসবাদেরই বৈশিষ্ট্য, "কেবলমাত্র অতীতকে ব্যাখ্যা করার অর্থেই নয় অধিকন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জোরালো ভবিষ্যৎ দর্শন এবং তাকে অর্জন করার জন্য সাহসিকতাপূর্ণ বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ডের অর্থেও···।" (২)

এই উল্লেখযোগ্য কথাগুলি সমাজভাবনায় মার্কসবাদ যে বিপ্লব এনেছে তাকে ব্যাখ্যা করেছে। সৃজনশীল মার্কসবাদী চিন্তাধারা

---

২। ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী, ২১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২ (রুশ)

সমাজবিকাশের সুপ্ত শক্তিকে বের করে আনতে এবং সেইমত মানুষের বাস্তব কাজকর্মে নতুন এবং নির্দিষ্ট কর্তব্য স্থাপনে সাহায্য করে। এখানেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির অনুসৃত রাজনৈতিক লাইনের গুরুত্বটা রয়েছে। এইভাবে তত্ব নীতিতে, কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাতে, শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক আন্দোলনের সম্মুখে উপস্থিত নির্দিষ্ট কর্তব্য রূপায়িত করে।

বিকাশের বিষয়গত প্রবণতার উপলব্ধি প্রত্যেকেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, ঐতিহাসিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে এবং এই সম্ভাবনাগুলিকে রূপায়িত করার জন্য মানুষের জোরালো আন্দোলন গড়ার সামর্থ সম্বন্ধে ভাবাবে। এটাই বিষয়গত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে সামাজিক চিন্তার ভূমিকাকে যাচাই করার কষ্টিপাথর। এই কারণেই, বিজ্ঞান-সম্মত কমিউনিজম সমাজ ভাবনার পরম সাফল্য।

একবার যদি সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা মেনে নেওয়া হয় তা হলে ঐ ধরণের পরিবর্তনের ওপর মানুষের সচেতন প্রভাব খাটানোর সম্ভাবনার কথা ভাবা প্রত্যেকের পক্ষেই প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞান এবং বিপ্লবীতত্বের বিকাশের মধ্যে সংযোগটা দৈব বা অপ্রাকৃতিক নয় যা নাকি বুর্জোয়া সমাজবিদরা তাদের নিজেদের আলোকে নতুন করে ইতিহাস লিখে প্রমাণ করতে সচেষ্ট। সমাজ ভাবনার ইতিহাস এই বর্দ্ধমান সম্পর্ক, এর উদ্ভব ও বিকাশ কে দেখিয়ে দিচ্ছে।

সামাজিক চিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ কেবল তখনই হতে পারে যখন মানুষ আর বর্তমানকে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বলে গণ্য করে না, কারণ যখনই সামাজিক ব্যাপারাদিকে চিরস্থায়ী বলে ধরা হয় তখনই সে সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শনের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সমাজ বিকাশে মানুষের সচেতন মনোভাবের উদ্ভব হয়েছে তার উপলব্ধির মধ্যে যে বিদ্যমান ব্যবস্থাটি কোন মতেই, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত, চিরস্থায়ী, আরম্ভ ও শেষ ছাড়া কোন শাশ্বতঃ ব্যবস্থা নয়। "এটা এমন একটা ধারণা নয় যা ইতিহাসে একবারে আবির্ভূত হয়েছে।

এটা সমাজভাবনার সূত্রপাতকে চিহ্নিত করেছে এবং এর স্বরূপ নির্ণয় করা বিজ্ঞানেরই কাজ।

সামাজিক চিন্তার বিকাশ অতীতের বিশ্লেষণ বর্তমানের উপলব্ধি এবং ভবিষ্যতের মধ্যে ডুব দেবার একটা প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কারণ বর্তমান সম্বন্ধে একটা গভীর উপলব্ধি প্রবণতাগুলির সুব্যাখ্যা এবং সম্ভাবনাকে প্রশস্ত করার সঙ্গে বিজড়িত। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সুপ্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবে অনুদিত করতে মানুষের কি করা দরকার? সমাজ ব্যাপারে ইতিহাসসম্মত ও বস্তুবাদসম্মত বীক্ষণই এর উত্তর দেয়।

এটাই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা আজকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং বেসুরো ঐকতানে পুরনো গানটাই গাইতে থাকে, ওরা দাবি করে, বাস্তবের বিজ্ঞানসিদ্ধ বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের বিবেচনাকে বাতিল করে যেটা নাকি বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের বিষয় না হয়ে আবছা স্বপ্ন হয়ে থাকে। আজকের মতাদর্শগত সংগ্রামে এটা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা এটা স্বীকার করতে পারেনা যে, সমাজবিকাশের সত্যিকারের তত্ত্ব সমাজের বুনিয়াদী পরিবর্তনেরও তত্ত্ব। এটা নাকি কতকগুলো আত্মগত ইচ্ছা এবং আরাম কেদারায় উপবিষ্টদের ধারণা সমূহের উত্তরাধিকার বদল ছাড়া আর কিছুই নয় এই যুক্তি দেখিয়ে এবং সমাজের পরিবর্তনের যে কোন ধারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তারা তাদের শ্রেণীগত পূর্বকল্পনার আলোকে সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে জালিয়াতি করেছে।

বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা সামাজিক চিন্তাসম্বন্ধে অনেক বই লিখেছেন কিন্তু এগুলোতে নানা রকম বিকৃত পাঠ দিয়ে বিকৃত ধারণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ধারণাগুলোর আসল অর্থ কি? এর মধ্যে সমাজ ভাবনার সেই প্রবণতাগুলিও রয়েছে যে গুলো সমাজ বিকাশের ওপর আলোকপাত করতে চায় এবং সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাড়চাড়া করতে চায়। অবশ্য, সমাজ ভাবনার ইতিহাস রাজনৈতিক

ভাবনার ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যেটা সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নগুলোর এবং তার সঙ্গে দার্শনিক প্রবণতা-গুলিকে প্রধানতঃ বের করে নিয়ে আসে। যে প্রধান প্রশ্নের জবাব চিন্তাবিদরা শতাব্দী ধরে দেবার চেষ্টা করেছেন সেটা হ'লো সামাজিক ও জাতীয় নিপীড়নের উদ্ভব এবং সারমর্ম নিয়ে এই প্রশ্নটারই জবাব স্মরণাতীতকাল থেকে চিন্তাবিদরা দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে জবাবগুলো ছিল মামুলি কারণ ওগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না। যেমন যেমন সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটলো তেমনি পাওয়া গেল বেশী বেশী তথ্য যেটা বিশ্বাসযোগ্য হ'ল। সত্যিকারের জবাবটা এলো পুঁজিবাদের কবরখননকারী, প্রলেতারিয়েতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যখন ইতিহাসে প্রথম প্রশ্নটা উপস্থাপিত করলো যে শোষক সমাজকে নির্মূল করা যায় কিনা। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম উত্তরটা জুগিয়েছে।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সামাজিক চিন্তার মধ্যে, বিকাশের মধ্যে যুক্তি দেখতে অস্বীকার করে এবং সবরকমেই ইতিহাসকে বিকৃত করার ফিকিরে থাকে। তারা শ্রমজীবী মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কে বিকৃত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের যাতে কোন ইতিহাস সম্মত লক্ষ্য না থাকে এবং ঠকিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে এইটি তারা ভাবাতে চায় যে, তাদেরকে সংস্কৃত, পালিশ করা পুঁজিবাদকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ ইতিহাস না কি অন্য কোন বিকল্প এগিয়ে দেয় নি। যদি বিপরীত পরামর্শ দেওয়া হয় তাহলে কল্পনা বিলাসী বলে অভিযোগ উঠবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে এবং পুঁজিবাদের নানা উপাদান থেকে সেই পুঁজিবাদকে তাদের নিজেদের "আদর্শ সমাজ" বানিয়ে নিয়ে যেটাতে নাকি থেকে যাবে উৎপাদন উপায়ে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সংস্কারবাদীরা কমিউনিজমকে শাপ-শাপান্ত করেছে এবং একে কল্পনাবিলাস বলে চিহ্নিত করেছে।

তাদের "সমাজতন্ত্রটি" শেষ একচেটিয়া স্তরের অলঙ্কার পরানো পুঁজিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। বুর্জোয়া মতাদর্শীরা সমাজ ভাবনার ইতিহাসকে এমন একটা আলোকে উপস্থিত করতে চায় যা থেকে মনে হয় যেন তারা দীর্ঘ সমাজ বিকাশের পর সংস্কৃত পুঁজিবাদকে অন্তিম স্তর বলার মত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দাখিল করেছে। তারা সামজিক চিন্তাকে এমন ভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছে যাতে মনে হয়, একদা কল্পনামূলক, সমাজতন্ত্র, কোনদিনই বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি, এই যুক্তিতে যে এগুলি "সামাজিক চিন্তার দুটি প্রধান ধারা"— কল্পনামূলক ও বিজ্ঞানসম্মত— যাতে শেষোক্তটি কখনই ভবিষ্যৎ সমাজের কথা বিবেচনা করে না।

বুর্জোয়া মতাদর্শ এবং পুঁজিবাদী সমাজ, যা এই মতামত গড়ে তুলেছে তাকে এখন শক্তিশালী এবং উন্নয়নশীল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমাজ এবং তার মতাদর্শের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং যেটা মানব-জাতির সামাজিক প্রগতির নতুন স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই দুটি বিপরীত মতাদর্শের সংঘাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সংগ্রাম মানবজাতির ভবিষ্যতের বিষয় নিয়ে। এখন কমিউনিজমের যে জাঁকালো সৌধ নির্মিত হচ্ছে এবং যেটা গড়ে উঠছে লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রম প্রচেষ্টার দ্বারা, গড়ে উঠছে আর বেশী বেশী করে রূপরেখা পরিস্ফুট করে, তা মার্কস্‌বাদের আবির্ভাবে পর থেকে বুর্জোয়া মতাদর্শের ওপর চরমতম আঘাত হানছে। এখন কমিউনিজম নির্মাণরত সি, পি, এস, ইউ এবং সোভিয়েট দেশের বৈপ্লবিক উদ্যোগ লক্ষ লক্ষ নর-নারীর ওপর একটা উন্নততর ভবিষ্যতের, একটা নতুন বিশ্বের জন্য সংগ্রামে প্রভাব ফেলেছে। সমস্ত মানবজাতির রাজনৈতিক ও আত্মিক জীবনের ওপর পুনর্জন্মের পরিণাম এসেছিল। সমস্ত সৎমনোভাবের মানুষের কাছে সমাজ বিকাশের বুর্জোয়া ধারণাগুলি নিশ্চলতা যথার্থতা প্রতি-পাদন করে এবং পশ্চাদ্‌গামীতার উৎসাহদানকারীর আসল রং নিয়ে হাজির হচ্ছে। বর্তমানকালের যে গলিত পুঁজিবাদের স্পষ্ট সমর-

সজ্জা তার প্রতি বুর্জোয়া মতাদর্শীদের প্রশস্তির কথা বিবেচনা করুন। এই প্রশস্তিগুলি বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি ও সমাজ বিকাশের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্বের ফলে মন্থরগতিকে ভাল ভাবেই দেখিয়ে দিচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রিমণ্ডলীগুলিই দ্রুত বাতিল হ'য়ে যাওয়া মালপত্রের উচ্চমূল্যে খরিদ করার আদেশ দেবার বড় মক্কেলে পরিণত হয়েছে। এটা চমৎকার ব্যবসা। সম্ভবতঃ সামন্ততান্ত্রিক সর্বময় কর্তৃত্বের শাসনের পর থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সামাজিক কতৃপক্ষ আর পালন করেনি। সামন্ত সম্রাট ও তাদের অধস্তন সামন্তরা সৌখিন স্বর্ণমণ্ডিত পোষাকে বেদম হ'য়ে পড়তো। তারও আগে ক্রীতদাসধারী রোম সে যুগের মানানুযায়ী আপাদ মস্তক অস্ত্র সজ্জিত হ'য়ে আশা করতো যে তার বাহিনী ইতিহাসের উত্থিত তরঙ্গকে রোধ করবে। সে যাই হোক, এ সবই পুরনো ব্যবস্থার ধ্বংস হ'য়ে যাওয়ার চিহ্ন মাত্র।

নতুন ও পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলাফল শেষ পর্যন্ত মানব কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র উৎপাদনেই নির্দ্ধারিত হ'য়েছিল। বাস্তবিকই এটা নতুন ব্যবস্থাকে সামাজিক সুবিধাও দিয়েছিল। আজকে এই অর্থে পরিস্থিতি বদলে গেছে যে নতুন সমাজ ব্যবস্থা যেটা সমাজের জীবন থেকে যুদ্ধকে মুছে দেবার কর্তব্য স্থির করেছে সামরিক ক্ষেত্রেও তার প্রাধান্য বিস্তার করেছে, নতুন ও পুরাতনের ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যাপারটাকে টেনে নিয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধে ময়দানে নিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। নতুন ব্যবস্থা আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এটা ভাল ভাবেই জেনে যে সে শান্তিপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই জিতবে। সামাজিক চিন্তার দীর্ঘ বিকাশের ফল থেকেও স্থায়ী শান্তির ধারণা সারা বিশ্বে বেশী সমর্থক ও সক্রিয় সংগ্রামীকে জিতে নিচ্ছে। জনগণের মনে এই ধারণা কমিউনিজমের ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এবং সেটা শান্তির পতাকার নীচে এগিয়ে চলেছে এবং মানব জাতির কাছে শান্তি বহন করে আনছে।

পশ্চিমের কিছু দূরদর্শী তাত্ত্বিক বুঝছেন যে পুঁজিবাদের ইঞ্জিন মাপা হচ্ছে আর সেখানে সমাজতন্ত্রেরটি ঊর্ধ্বমুখী। পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীদের বেশী বেশী সংখ্যা পুঁজিবাদকে সমালোচনা করছেন, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের শক্তিকে বেশী বেশী স্বীকৃতি দিচ্ছেন। যেটাকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সবচেয়ে বেশী ভয় করেন সেটা হ'লো পুঁজিবাদী দেশে লোকেরা বিষয়গতভাবে ভবিষ্যতের কথা, মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রগতিশীল প্রবণতাকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করার প্রয়োজনের কথা না ভেবে পারে না। এসবেরই অর্থ এই যে লোকেরা সামাজিক বাস্তবতা সম্বন্ধে আগের চেয়ে বেশী সচেতন মনোভাব গ্রহণ করছে। বাস্তবের প্রতি সচেতন মনোভাব জেগে ওঠা এবং বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য সম্ভাবনাগুলির সঠিক মূল্যায়ণ ঐতিহাসিক প্রগতিরই গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমরা গোটা সমাজ চিন্তার ইতিহাসেই এর সাক্ষ্য দেখতে পেয়েছি।

এই কারণেই বুর্জোয়া মতাদর্শীরা এইটাই প্রমাণ করাতে সচেষ্ট যে, সমাজ বিকাশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আগেই কোন মূল্যায়ণ চিরকালই বিষয়ীগত হয়েছে এবং হবেও এবং কখনই ঐতিহাসিক প্রবণতার গভীর বিশ্লেষণভিত্তিক বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত হবে না। এখন থেকে মোটামুটি এক শতাব্দী হয়ে গেল, বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা কঠোর ভাবে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্যটি সমাজ বিকাশের বিষয়গত গতিপথের মধ্যে নিহিত নয়। সমাজবিকাশের মার্কসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে এই পুরনো আপত্তি নতুন পালিশ লাগিয়ে উপস্থাপিত করা হচ্ছে, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্যগুলি বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের বাস্তব কর্তব্য হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই বুর্জোয়া মতাদর্শীরা সমাজবিকাশের মার্কসীয়তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাদের আপত্তিকে শক্তি জোগানোর জন্য দ্বন্দ্ববাদের কাছে আবেদন জানিয়েছে। তাই, সোরবোর্ণের অধ্যাপক জর্জ গুরভিচ দ্বন্দ্ববাদ ও সমাজবিদ্যা সম্বন্ধে একখানা বই লিখেছেন যার মধ্যে উনি পরামর্শ দিয়েছেন যে,

সমাজবিদ্যাকে যদি সাফল্যের সঙ্গে বিকশিত করতে হয় তাহলে দ্বন্দ্ববাদী পদ্ধতির প্রয়োগ দরকার। সেটা অবশ্যই চমৎকার হবে কেবল এই ব্যাপারটা ছাড়া যে অধ্যাপক গুরভিচ্ দ্বন্দ্ববাদ ও দ্বন্দ্ববাদী পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন। তিনি দ্বন্দ্ববাদের তার বিশ্লেষণাত্মক এবং বিপ্লবী চরিত্রের জন্য প্রশংসা করে শুরু করেন এবং সেইজন্য ওটা কোন মতান্ধধারণা ও পূর্ব কল্পনার সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু তারপরই উনি বললেন যে, সমাজবিদ্যায় দ্বন্দ্ববাদ যে কোন প্রগতির ধারণার সঙ্গে গরমিল। তবে, মার্কসবাদের কাছে দ্বন্দ্ববাদ মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে পৌঁছানোর পথ হিসাবে থেকে যাচ্ছে। মার্কসের দ্বন্দ্ববাদ বিপ্লবের মাধ্যমে মানবজাতির সকল প্রকার দাসত্ব থেকে চরম মুক্তি এবং নিজের সঙ্গে সমন্বয়ের বিজয়ী পদযাত্রা। (৩)

বাস্তবে, অধ্যাপক গুরভিচ্ দ্বন্দ্ববাদের পরিবর্তে একটা বিশেষ পদ উদ্ভাবন করেছেন যেটাকে উনি গ্রহণ করতে পারছেন না। তিনি ওটাকে বলছেন "ডায়েলেকটিকে এসেনডেন্টে", "আরোহী দ্বন্দ্ববাদ"।

মার্কসের অনেক আধুনিক "সমালোচকের" মতই অধ্যাপক গুরভিচ্ ঘোষণা করেছেন যে মার্কসের 'ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদ' একটা "ইতিহাসের দর্শনকে আবৃত করার উদ্দেশ্যে চালিত এবং ইতিহাসের বাস্তবতাকে, ইতিহাস বিজ্ঞানকে (বা ইতিহাসের জ্ঞানকে) এবং স্বর্গতত্ত্বের এবং ভবিষ্যৎ সমাজের কল্পনামূলক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে তাল-গোল পাকিয়ে ফেলে।" (৪) এর সঙ্গে উনি যোগ করেছেন "দ্বন্দ্ববাদকে বাদ দিয়েও" মার্কস্‌বাদী তাত্ত্বিকেরা মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত আছেন, যে কারণেই মার্কসের "ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদ" মতান্ধ হয়ে পড়েছে, কারণ নাকি ওটা মানুষের ভবিতব্য সম্বন্ধে আগাম কল্পনা করার সুযোগ দেয়। গুরভিচ্ এও দাবি করেছেন যে এই দ্বন্দ্ববাদ "কমিউনিজমের দ্বিতীয় পর্যায়ের" সমর্থনে কৈফিয়ৎ হয়ে দাঁড়ায়। (৫)

---

৩। জি, গুরভিচ্ ডায়েলেকটিকে এট সোসিওলগি প্যারিস্, ১৯৬২। পৃঃ ১৫৫
৪। জি, গুরভিচ্ ডায়েলেকটিকে এট সোসিওলগি, প্যারিস ১৯৬২। পৃঃ ১৪৯
৫। " " " " "

আমি এইসব সংজ্ঞার উক্তির বেশ কিছুটা উদ্ধৃত করেছি কারণ ওগুলো সেইসব আধুনিক বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌দের বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয় যাঁরা গোটা সমাজবিজ্ঞানের সংগ্রামের ময়দান মার্কসবাদী লেনিন-বাদী আক্রমণের মুখোমুখি কঠোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা এই অখণ্ডনীয় তথ্যকে অস্বীকার করেন যে একশতাব্দী আগে সমাজ ভাবনার বিরাট একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। তারা এই ঘটনা মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, সমাজতন্ত্র আর কল্পনামূলক নেই এবং বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে এবং বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের উদ্ভব হয়েছে এবং বিকশিত হচ্ছে। গুরভিচের "দ্বান্দ্বিক অভিজ্ঞতাবাদ" সহ নব্য প্রত্যক্ষবাদের নানা আকার মানুষকে এই আশ্বাস দেবার ফিকিরে আছে যে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যে পথটি নেবে তার প্রশ্নটি নাকি বিজ্ঞানের চৌহদ্দির বাইরে রয়েছে। নব্য প্রত্যক্ষবাদ সামাজবিদ্যাকে কোন দার্শনিক আন্তঃ উপাদান দিতে এবং সমাজবিদ্যার তত্ত্বের সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বের সম্পর্ক গড়তে অস্বীকার করে। কিন্তু মানবচিন্তাকে সমাজবিকাশের সম্বন্ধে সামান্যীকরণ করার অধিকার না দিলে সামাজিক চিন্তাকেই হত্যা করা হয়, ভবিষ্যতকে অস্বীকার করা এবং অতীতকে মুছে ফেলা হয়।

সমাজ জীবনের বিকাশের সামান্যীকৃত একটি চিত্র তৈরী করতে একশতাব্দীর প্রচেষ্টা লেগেছিল। এই প্রচেষ্টা অতি সরল, দুর্বল ও কল্পনামূলক হওয়ায় যতদিন শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রাম নিম্নমাত্রায় চালানো হচ্ছিল। যে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক লক্ষ্য বিশ্বের রূপান্তর ঘটানো তার হাতিয়ার বিপ্লবী বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের উদ্ভব হয়নি ততদিন এই প্রচেষ্টা ছিল ভাববাদী এবং অধি-বিদ্যক। এই হাতিয়ারকে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে ধারালো করা হয়েছে। আজকে পুঁজির বিরুদ্ধে খুবই দক্ষতার সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে, তাদের নবজীবনের গঠনে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আজকে ধ্বংসাত্মক আঘাত হেনে সর্বত্রই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বুর্জোয়া নব্যপ্রত্যক্ষবাদী ধ্যান-ধারণাকে বহিষ্কার করছে। যাঁরা "আরোহী

দ্বন্দ্ববাদের" সমালোচনা করেছেন এমন কিছু সমাজবিদ দ্বন্দ্ববাদকে সমাজ ইতিহাসে নিম্নতম রূপ থেকে উচ্চতর রূপে আরোহন ধরে নিয়ে, সমাজের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি হতে পারে না ধরে নিয়ে, বিকাশের ধারণাটিকেই অস্বীকার করায় সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে, সমাজ ভাবনার ইতিহাস উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ক্রমান্বয়ে তরঙ্গগতির ক্রমান্বয়ী বিস্মৃতির ইতিহাস, যে তরঙ্গ-গতিকে স্থানচ্যুত করছে প্রত্যক্ষবাদী "বিজ্ঞানসম্মত" ছক্‌ এবং সেটা এমনকি বুনিয়াদী সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে চিন্তার ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারী করছে। এমনি হ'ল সামাজিক চিন্তার ইতিহাসের বুর্জোয়া হাস্যকৌতুক। মুক্তির জন্য মানবজাতির সংগ্রামের ইতিহাসে সামাজিক চিন্তার ভূমিকা সম্বন্ধে এমনি বুর্জোয়া বিকৃতি।

সে যাই হোক, যখন সমাজবিজ্ঞান মানুষের আত্মপ্রত্যয় এবং প্রগতির জন্য তাদের কার্যকলাপের উদ্দেশ্যকে রূপদান করা বন্ধ করে দেয় তখন সেটা প্রতিক্রিয়ার সেবা করতে শুরু করে তা "বিষয়নিষ্ঠতা" এবং বিজ্ঞান ও মতাদর্শের মধ্যে বিচ্ছেদ সম্বন্ধে তাদের প্রবক্তাদের দাবির বিষয়ে যাই তারা বলুক না কেন। এদের মধ্যে পশ্চিমের কিছু আধুনিক বিজ্ঞানী, যাঁরা কোন অর্থেই মার্কসবাদী নন, তাঁরা অবহিত আছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক সমস্যার গবেষণার জন্য সোসাইটিতে যিনি বাৎসরিক সভাতে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেই অধ্যাপক আলভিন্‌ গুডনার সেই সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজবিদ্‌দের বুনিয়াদী সূত্রগুলোকে তীব্র আক্রমণ করেন যাঁরা, দাবি করেন যে সমাজ জীবনের তথ্যের মূল্যায়ণ করা তাঁদের কাজ নয় আর যারা সমাজবিদ্যার প্রত্যয়টিকে মূল্য বিচার থেকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করছেন যাতে তারা তাদের রচনা থেকে যে নৈতিক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে তার প্রতি নির্লিপ্ত থাকে। অধ্যাপক গুডনার নানা রকমের বস্তুনিষ্ঠতার দাবিকেও আক্রমণ করেছেন। যেটা তিনি বিশ্বাস করেন, সেই দর কষাকষি থেকে উদ্ভূত যেটা বিশ্বে সমাজ-বিদের পদমর্যাদা নির্দ্ধারণ করে, তাকে মতাদর্শগতভাবে অপক্ষপাতী

এবং বিশুদ্ধ প্রযুক্তিগত গবেষণা সরবরাহ করতে বাধ্য করে যেটা কিম্বা যে কোন সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে জোগান দেওয়া যায়। গুডনার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, "হিরোশিমার" আগে পদার্থবিজ্ঞানীরাও সামাজিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে ঐ রকমই নিরপেক্ষতার দাবি করতেন। আজকে, উনি যোগ করলেন, অনেক পদার্থবিদ্‌ই এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় নয়। গুডনার মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রদের জন্য প্রযুক্তিগত তালিমের ওপর জোর দেওয়া এবং তাদের নৈতিক বোধকে কোন দায়ভার বহনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া বা তার অভাব এমন একটা প্রজন্ম সৃষ্টি করতে পারে যারা আগ্রহের সঙ্গেই আরেকটা ভবিষ্যতে অসউইজের ( অসউইসিম্‌ ) সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। যারা সমাজবিজ্ঞানে নব্যপ্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে এটা তাদের পক্ষে চমৎকার সতর্কবাণী ছিল। যে সমাজবিজ্ঞান সমাজ প্রগতির মহান উদ্দেশ্যের সেবা করে না সেটা আর সমাজবিজ্ঞান থাকে না কারণ, সে বিজ্ঞানসম্মত সত্যের অন্বেষণ পরিত্যাগ করে. যার জন্যে ভবিষ্যতের দিকে তাকানো বেশ কয়েক প্রজন্মের মানুষ পুড়িয়ে মারার খোঁটায় ও ফাঁসির মঞ্চে গিয়েছিল। অধ্যাপক গুডনার বলেন, 'এই ধরণের বিজ্ঞান' প্রযুক্তি নিয়মাবলীর তালিকার বেশী আর কিছুই নয়।

তবে, অধ্যাপক গুডনার মানুষের আদর্শ এবং সমাজবিকাশের দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে সত্যিকারের এবং বাস্তব সম্পর্ক দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। যেখানে অধ্যাপক গুরভিচ্‌ জোর দিচ্ছেন যে সমাজ-বিকাশের দ্বান্দ্বিকতা কোন আদর্শ ছাড়াই চালাতে হবে, সেখানে গুডনার সমাজবিকাশের দ্বান্দ্বিকতার প্রাসঙ্গিকতার বাইরে অনেক ধরণের আদর্শের কথা বিবেচনা করছেন। কিন্তু আসল উত্তরটা কি?

নিজেদের পরিবেশের প্রতি মানুষের সচেতন মনোভাবের কোন গভীরতা থাকতে পারে না। ঘটনার সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ছাড়া, কিন্তু নিয়মতন্ত্রতা এবং বিকাশের প্রবণতা আবিষ্কার করার জন্য কেবল তথ্যগুলোকে সংযুক্ত করেই এটা পাওয়া যেতে পারে। বিদ্যমান

বাস্তবতার প্রতি কোন সচেতন মনোভাব দাঁড়িয়ে থাকে ঐতিহাসিক বিকাশের নিগূঢ় শক্তি, সম্ভাবনা এবং প্রবণতার বীক্ষণের ওপর। বিজ্ঞানসম্মত বীক্ষণ ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যে সুপ্ত নিগূঢ় শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং পরিণামে মানুষের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের নিগূঢ় শক্তির উন্মেষের একটা বাস্তব সংজ্ঞা প্রদান করে।

বাস্তব বীক্ষণের পদ্ধতি যতই কম বিজ্ঞানসম্মত হবে ততই ব্যাপক ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রকৃত সম্ভাবনা স্বল্প স্বচ্ছতায় বের হবে। যে পর্বে সমাজ ভাবনা একটা ভাসাভাসা কল্পনা নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছিল তখন এর পক্ষে ঠিক জনগণ কি ভাবে সংগ্রাম করবে তা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম শ্রমজীবী মানুষকে দেখিয়ে দিল সংগ্রামের সঠিক পথ কি।

পশ্চিমের বহু সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক ঘটনাবলীর গবেষণায় অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি ধরে নব্যপ্রত্যক্ষবাদীদের সমর্থনে নিম্নলিখিত "যুক্তির" দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। পশ্চিমের মানুষদের স্কুলে শেখানো হয় যে, সামাজিক তত্ত্ব কখনই দুই ধরনের অবধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা অনুমোদন করবে না: তথ্যের উপস্থিতি সম্বন্ধে অবধারণ এবং তাদের মূল্য সম্বন্ধে অবধারণ। তাদের বলা হয় যে বিজ্ঞান কেবলমাত্র প্রথম ধরনেরটা নিয়ে কাজ চালাবে কারণ তথ্যের মূল্যায়ন ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, যেটা আত্মগত এবং সেইজন্যই বিধিনিয়ম বহির্ভূত। খুব বেশী হলে মূল্যায়নটা মতাদর্শের জন্যে ছেড়ে দেওয়া যায়, কারণ ওগুলোও নীতিশাস্ত্র ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের, স্বপ্নের এবং কল্পনাবিলাসের অন্তর্ভুক্ত।

"সমাজে জনসংখ্যার শতকরা এতজন গরীব" এই বিবৃতিটি একটা তথ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবধারণ। কিন্তু সামাজিক চিন্তা কি এই ধরনের একটা সামাজিক ঘটনার অস্তিত্ব দর্শিয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে পারে? এই ধরনের ঘটনার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের পক্ষে কি মনোভাব হবে তা কি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরী করার প্রয়োজন নেই? শ্রেণী সংগ্রামের মাত্রার ওপর নির্ভর করে এই সব

মনোভাবের মধ্যে গভীরতার তারতম্য হবে। কেবল মাত্র সমাজ-বিকাশের এবং শ্রেণী সংগ্রামের একটা উচ্চ মাত্রাই এই ঘটনার একটা সত্যিকারের গভীর এবং বিজ্ঞানসিদ্ধ বিশ্লেষণ জুগিয়ে দিতে এবং এর উদ্ভব ও বিকাশের ঝোঁককে এবং কোন একটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এর নির্মূলনের সম্ভাবনা দেখিয়ে দিতে সাহায্য করে। সাদামাঠা আকারে বিকাশের বিজ্ঞানপূর্ব পর্বেও এই প্রশ্নগুলি সামাজিক চিন্তা বিবেচনা করেছিল, যখন কিনা এর ওপর প্রভাব খাটতো কল্পনামূলক প্রকল্পের সেই সময়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ-ভাবনা একটা বিদ্যমান জ্ঞানের ভিত্তিতেই বিকশিত হয়েছিল, যত অপর্যাপ্তই হোক সেটা—কল্পনা এবং উদ্ভাবনের জন্যে অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে। সে সময় পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করার প্রশ্নটা ইতিহাস উপস্থিত করে উঠতে পারেনি, কারণ যে শক্তি ঐ কর্তব্যের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতো সমাজে তার জন্মগ্রহণ বাকি ছিল। সামাজিক জীবনের ভ্রূণাকার এবং নিজের সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব বিজ্ঞানপূর্ব স্তরে সমাজ ভাবনার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতো।

যখন আমরা বলি পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্রের রাস্তা ছেড়ে দিতেই হবে তখন আমরা সামাজিক বিকাশের অপবিহার্যতা, যেটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই ঐতিহাসিক নিয়মতন্ত্রতার কথা বলি। সেই সঙ্গে, এর বলে বলীয়ান হয়ে, আমরা আমাদের কর্তব্য, শ্রমিক শ্রেণীর এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন মানুষদের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করি। ঐ পথেই সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্যের ধারণা গড়ে উঠেছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক সংগ্রাম করার বিষয়টি নির্দ্ধারিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একজন ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থান সামাজিক ব্যাপারের এবং তাদের বিষয়গত সংযোগগুলোর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে বাধা দিতে পারে বা সাহায্য করতে পারে। এটাই সমাজবিজ্ঞানে পার্টি দৃষ্টিকোণ নিয়ে চলার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। সে যাই হোক, ঐ যুক্তিতে ঘটনাবলী এবং তাদের সংযোগ আত্মগত হয়ে পড়ে না কারণ তাদের অবস্থান বীক্ষণকারীর বাইরে। বাস্তবিক,

তার সামাজিক অবস্থানটিই শেষ পর্যন্ত বিষয়গত পরিস্থিতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কেবল মাত্র আত্মগত বাছবিচারের ফলে, স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিকোণ ব্যবহারে বা কল্পনার খেলায় হচ্ছেনা।

নৈতিকমূল্যবোধের প্রশ্নটিতে ফিরে এসে এই কথাটা যোগ করা যাক যে ক্রিয়ার প্রতি নৈতিক কর্তব্য বোধ এবং নৈতিক প্রেরণা পুরোপুরি বিকাশ লাভ করতে পারে কেবল তখনি যখন মানুষ বিদ্যমান বাস্তবতাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

যে সমস্ত মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা এই বিষয়ের ওপর লিখেছেন তার মধ্যে এন্টোনিও গ্রামশ্চিই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে ব্যাপক উপলব্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "ইতিহাসে বাস্তববাদের নৈতিকতার বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তির জন্য, আমার মতে, তাকাতে হবে এই যথার্থ উক্তির মধ্যে যে সমাজ এমন কোন কর্তব্যই নিজের জন্য উপস্থাপিত করে না যার বাস্তবায়নের পরিস্থিতি অনুপস্থিত।" যেখানে এই পরিস্থিতি বিদ্যমান, কাজগুলির সমাধানই হয়ে পড়ে 'কর্তব্য', ইচ্ছা হয়ে পড়ে "মুক্ত"। তাহলে নৈতিকতা হয়ে ওঠে "এক অর্থে ইচ্ছার স্বাধীনতার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির অনুসন্ধান, কোন একটা লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত এবং দেখিয়ে দেওয়া যে পরিস্থিতি রয়েছে" (৬) এটাই, বাস্তবিক, সামাজিক ভাবনার একটা প্রধান কর্তব্য। ঐতিহাসিক অপরিহার্যতার বীক্ষণ এবং সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের জরুরী কাজ এবং উদ্দেশ্য ব্যক্তির, গোষ্ঠীর এবং শ্রেণীর যাতে ঐ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত তার নৈতিকতাযুক্ত কার্য্যকলাপের ভিত্তি জুগিয়ে দেয়। যেটা সে অবশ্যই খোঁজে সেইটাই মানুষ বুঝতে পারে যে কর্তব্যটি যুগ নিবেদিত, তার সামনে স্থাপিত প্রদত্ত সামাজিক বিকাশের স্তরটি কিসে উদ্দেশিত। যতটা গভীর তার উপলব্ধি, ততই দৃঢ় তার প্রত্যয় আর যত শক্তিশালী বাস্তব ও নৈতিক প্রেরণা তত বেশী কার্যকর তার ক্রিয়াকর্ম। এটা জুগিয়ে দিচ্ছে সমাজবিজ্ঞান,

---

৬। এন্টোনিও গ্রামশ্চি—জেলখানার নোট বই থেকে নির্বাচিত, নিউ ইয়র্ক ১৯৭৩, পৃ ৪০৯-১০

সমাজবিকাশের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব। এখানেই রয়েছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির শক্তি, যারা তাদের রাজনীতিকে, দাবিকে এবং সমাজবিকাশের ঝোঁককে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সূত্রায়িত করে এবং জরুরী কর্মসাধনে ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণকে সমাবেশ করে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক রাজনৈতিক লাইন এখন ব্যাপক কর্মকাণ্ডের এবং সামাজিক চিন্তার বিকাশের জন্য উঁচু সড়ক। কল্পনাবাদকে এখন প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিকরাই বেশী বেশী করে প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনাবিলাস সৃষ্টি করার দিকে ঝুঁকছে। যেখানে প্রধানতঃ সমাজ ভাবনায় পাতিবুর্জোয়া ঝোঁকের আওতায় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কল্পনাবিলাস ঢুকছে সেখানে বর্তমান কালের মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে জনগণের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। সমাজ বিজ্ঞানে প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনাবিলাসীদের আক্রমণ-এর বৈজ্ঞানিক চিন্তার অনুসন্ধিৎসাকে হত্যা করছে। প্রেরণাহীন অভিজ্ঞতাবাদের দ্বারাও বিজ্ঞান ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে যেটা আসলে সামাজিক চিন্তাকে সেই স্তরে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা যেটা সে অনেক আগে ছেড়ে এসেছে, যে কালে তার নিজের পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের প্রত্যয়কে বিজ্ঞান রূপ দিতে অসমর্থ ছিল।

পরের পৃষ্ঠাগুলিতে সামাজিক চিন্তার গঠনের কতকগুলি মৌলিক দিক নিয়ে কল্পনা থেকে বিজ্ঞানে বিকশিত হওয়া এবং কমিউনিষ্ট লাইনে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের বাস্তব অবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরে একটি বিরাট শক্তি হয়ে ওঠার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

# প্রথম অধ্যায়

সামাজিক চিন্তা পথ খোঁজে এবং বের করে।

# প্রথম পরিচ্ছেদ

## কেমন করে সামাজিক চিন্তার বুনিয়াদি প্রশ্নের উদ্ভব হোল।

সামাজিক ভাবনার উদ্ভবে নিয়ে আজকে বুর্জোয়া সমাজবিদরা প্রায় যে কোন একটা কাল্পনিক ভাবে তাদের বিবরণ দেবার দিকে ঝুঁকছে: মানুষের উদ্ভবের পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে জুড়ে; রাজার ক্ষমতার উদ্ভব সম্পর্কে প্রারম্ভিক আন্দাজী রচনা ইত্যাদি নিয়ে। কিন্তু তারা সর্বদাই বিরাট দার্শনিক গুরুত্ব সম্পন্ন প্রশ্নটিকে রাখাটা এড়িয়ে যায় যে কেমন করে মানুষ বুঝলো যে তাদের সামাজিক অবস্থাটা একটা শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়, একেবারে অপ্রতিরোধ্য-ভাবে প্রকৃতির নির্দেশিত কিছু নয়।

ঐ ভাবটির ওপরই মার্কস প্রাচীন গ্রামীন গোষ্ঠীকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে এবং চমৎকার ভাবে জোর দিয়েছিলেন। তিনি লিখলেন ঃ……"মানুষকে পরিস্থিতির ওপর সার্বভৌম করে তোলার বদলে তারা মানুষকে বাইরের পরিস্থিতির অধীনস্থ করে দিল—তারা স্বয়ং বিকশিত একটি সামাজিক অবস্থাকে পরিবর্তনহীন প্রাকৃতিক নিবন্ধতে পরিণত করলো।" (১)

এখানেই আমরা মানুষের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সুপ্রাচীন কালের নানারকমের পৌরাণিকী ও ধর্মীয় ধ্যান ধারণার সারমর্মকে পাই। যথাযথ বলতে গেলে, সামাজিক ব্যাপারে প্রয়োগ করলে পৌরাণিক উপাখ্যান কোন কিছুরই ব্যাখ্যা দেয়না শুধু এই বা ঐ ঘটনাকে সুদূর প্রাচীন কালে চালান করে এবং এর উদ্ভবের

বিষয়টাকে ভগবানের ইচ্ছার ওপর চাপায়। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য কোন পৌরাণিক কাহিনীর বিশিষ্টতা ও মৌলিক রক্তশূন্য ভাবনার কাঠামো জুগিয়েছে তার মধ্যে সামান্য কয়েকটি মানব পর্যবেক্ষণের শক্তি, ঐতিহাসিক যুগের বিশিষ্টতা এবং সামাজিক সম্পর্কের চিহ্ন বহন করে। সামাজিক চিন্তার কোন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস যে উত্তর দেবে সেটা হ'ল কোথায় এবং কখন এইসব মানবশৃঙ্খল, ধর্মীয় ধারণাগুলি ভাঙ্গলো। মানুষের সামাজিক অবস্থা যে একটা প্রকৃতি নির্দেশিত নিয়তি এই ক্ষতিকর পূর্বকল্পনাটি থেকে মানুষের মুক্তি—এটাই জাগ্রত সামাজিক চিন্তার অন্যতম বিরাট সাফল্য।

ধর্মীয় কাহিনী বিদ্যমান সামজিক সম্পর্ককে ধর্মীয় অলঙ্ঘনীয়তা এবং ধর্মীয় অনুমোদন দিয়েছিল এবং পরিণামে বিদ্যমান বিন্যাসকে অপরিবর্তনীয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

যেমন, সোভিয়েট নৃ-বিজ্ঞানী এল, ওয়াই, ষ্টার্নবার্গ দেখিয়েছেন (২) অসাম্যের উৎপত্তির সর্বপ্রথম ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাটি ধর্মীয় মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যে পর্বে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙ্গে পড়ল মানুষ প্রথম অসাম্যের এবং "ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে"র ফলে ধনসম্পদের ধারণা তৈরী করলো: উত্তম সম্পদ ভগবান তাঁর অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিকে দিয়ে থাকেন। ষ্টার্নবার্গ একে "দিব্য নির্বাচন ভাব" সমাহার বলেছেন যেটা প্রধানতঃ এই ঘটনার দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিল যে উদ্ভূত ধনীরাই পুরোহিতের কাজ করতো এবং উপাসনা পদ্ধতির এবং অতিপ্রাকৃত ক্ষেত্রের ওপর তার সরাসরি সম্পর্ক ছিল। কিন্তু অনিবার্য ভাবেই এই প্রশ্নটি ওঠে কেমন করে এবং কখন এই ধারণাটি ভাঙ্গতে শুরু করে, কেমন করে ও কখন মানুষ পীড়নকে ঈশ্বর নির্দেশিত বলে গণ্য করা বন্ধ করে? সেটাই সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে মূল প্রশ্ন।

---

২। এল, ওয়াই, স্টার্নবার্গ—প্রিমিটিভ রিলিজিয়ান ইন দি লাইট অফ এথনোগ্রাফি লেনিনগ্রাদ, ১৯৩৬, পৃষ্ঠা ১৪০-৭৮ দেখুন। এথনোগ্রাফির জারনাল দেখুন ১৯২৭, ১নং দেখুন (রুশ)

তাঁর দর্শনের ইতিহাস বক্তৃতায় হেগেল সঠিক ভাবেই ইতিহাস আর দর্শনের মধ্যেকার পার্থক্য উল্লেখ করেন যেটা এই তথ্যের মধ্যে রয়েছে যে সত্যকে দর্শন করতে হবে কিন্তু ধর্মে এটা আগে থেকেই দেওয়া রয়েছে, যদিও আমরা জানিনা কোথা থেকে সেটা এসেছে যার জন্য ওটা মানুষের অবনত মস্তকে গ্রহণ করার জন্যই রয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং দিব্য দূরদর্শিতার প্রসঙ্গ অপ্রতিষ্ঠিত এই সত্যের উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় যে সামাজিক জীবনের নীতি আদিকালের এবং তাদের উৎপত্তির কোন ব্যাখ্যা নেই। মানব চেতনার ইতিহাস থেকে অন্ধবিশ্বাস আর জ্ঞানের মধ্যে বিরোধকে নির্মূল করা অসম্ভব, ঠিক যেমন সামাজিক চিন্তার ইতিহাস থেকেও।

আরেকটা বাধা যেটার মুখোমুখি উদ্ভূত সামাজিক চিন্তাকে পথে মুকাবিলা করতে হ'য়েছিল এবং যেটাকে পরে পর্যুদস্ত করা হ'য়েছিল সে সম্বন্ধে মার্কসের এই ধারণার কথাটা স্মরণ করা যাক্। মার্কস লিখেছিলেন যে বৈরী শ্রেণীসমাজ "সামাজিক শক্তি......এইসব ব্যক্তির কাছে আবির্ভূত হয়, যেহেতু তাদের সহযোগিতাটা স্বেচ্ছামূলক নয় বরং স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে, নিজের ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে নয় বরং বাইরের বিদ্যমান একটা বহির্শক্তি হিসাবে যার উৎপত্তি এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ..." (৩)

শ্রেণী সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শক্তির ধারণাটি ক্ষমতার, শোষকদের দ্বারা কর্তৃত্ব করার বিকৃত রূপ ধারণ করলো। ক্ষমতার উৎপত্তি সম্বন্ধে ধর্মীয় কাহিনী বলা হোতো শোষকদের ওপর দেবত্ব এবং তাদের ওপর অতিপ্রাকৃত পূর্ব যোগাযোগ আরোপিত হোতো। সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে মানব চিন্তার বিরাট সাফল্যটি ছিল এই ধারণাটিকে ধ্বংস করা যে সামাজিক ক্ষমতা একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি যেটা মানুষের ওপরে

---

৩। কার্ল মার্কস এণ্ড এফ্ এঙ্গেলস—দি জারম্যান আইডিওলজি ১৯৬৪ পৃ ৪৬

এবং ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে নিপীড়ন করছে।

ঐতিহাসিক তথ্যের পরীক্ষা ও সেই কালের বিবেচনা করার সুযোগ এলো তখনই যখন সমাজের বিজ্ঞান আবির্ভূত হ'লো। বাস্তবিক, প্রকৃতির বিজ্ঞানের উৎপত্তির মধ্যে প্রারম্ভিক স্তরগুলো সম্পর্কে আমাদের বিস্তৃত গবেষণা রয়েছে। এটা সুবিদিত যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং বস্তুবাদী দর্শন একই প্রক্রিয়ায় উঠেছিল। সূত্রপাত পর্বের পরেই যখন প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চিত হচ্ছিল তখনই প্রাচীন গ্রীস, চীন ও ভারতবর্ষে একটা পর্ব এল যার মধ্যে পরমাণু তত্ত্ব সহ প্রথম বিজ্ঞান সম্মত দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা হ'লো যার সামনে রইলো বিরাট ভবিষ্যৎ। কিন্তু যে কালে সমাজের বিজ্ঞান উদ্ভূত হ'লো তার তারিখটা কি করে আমরা ঠিক করবো? প্রশ্নটাকে সেইসব বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ভীষণ ভাবে গুলিয়ে দিয়েছে যারা, যেমন আমি বলেছি, সমাজ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের উৎপত্তির ধর্মীয়, পৌরাণিক কাহিনী এবং মরমীবাদের মধ্যে খুঁজছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও নৃ-বিজ্ঞানী হেইনরিচ্ সারজ আদিম সংস্কৃতির বিকাশ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বিষয়টি লিখেছিলেন, "সমাজের যে দাবির সঙ্গে অহং-এর যে বিবাদ কেউ প্রায়ই দেখতে পায় সেটাই তাকে ভাবায় এবং যতবারই জরদগব আচার-অনুষ্ঠানকে একটা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা হয়ে থাকুক না কেন, যতবারই যুক্তি সূত্রটা ছিঁড়ে কোন পৌরাণিক কাহিনী বা উপকথা স্থান দখল করুক না কেন কারণের মুখ্য প্রশ্নটিকে সুষুপ্তিতে পাঠানোর জন্য মানবজাতি তা সত্ত্বেও পথে পৌঁছে গেছে যা তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মসচেতনতায় পৌঁছে দেবে। প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় নিয়ম এবং মানুষের আচার-আচরণ এবং অভ্যাসগত প্রথার মধ্যে পার্থক্যের বিষয় একটা ক্রমবর্দ্ধমান বোধগম্যতা

রয়েছে। (৪) এখানে একটা ভুল জিনিস ধরে নেওয়া হ'য়েছে ঃ অন্য সমস্ত সামাজিক বিরোধের মতই সমাজ ও ব্যক্তির বিরোধও কেবল মাত্র সেই পর্বেই উঠেছিল যখন শ্রেণী সমাজ গড়ে উঠেছিল। আদিম সাম্যের সমাজে এই ধরনের কোন বিরোধই ছিল না। এঙ্গেলস আদিম সাম্যের সমাজ এবং শ্রেণীগত দাস মালিকানার সমাজের জীবনের তুলনা করেছিলেন এবং সজোরে বলেছিলেন, "ওখানে জীবন ধারণের উপায়গুলির উৎপাদন পদ্ধতি যেটা বছরের পর বছর অপরিবর্তনীয় থাকে তা কখনই যেন বাইরে থেকে চাপানোর জন্য ঐ ধরনের বিরোধের, ধনী দরিদ্রের বিরোধ, শোষক ও শোষিতের বিরোধের জন্ম দিতে পারে না।" (৫) যার অধীনে জীবনধারণের ধরন অপরিবর্তনীয় ছিল সেই সাম্যের জীবনে ভাঙ্গন মানুষের সামাজিক সত্তা সম্বন্ধে মানুষের মনোভাবে শ্রেণী পার্থক্য এবং শ্রেণী সংগ্রাম গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হ'তে শুরু করলো। জীবন তার সামনে আরও বেশী বেশী করে প্রশ্ন উত্থাপন করতে লাগলো। প্রাচীন সাহিত্যের অনেক স্মৃতিই সাম্য সম্পর্কের ভাঙ্গনের, উপজাতীয় সম্পর্কের ছেদ, পিতৃতান্ত্রিক নৈতিকতার ভাঙ্গন এবং এই শাসন ব্যবস্থায় উদ্ভবের কথা বর্ণনা করেছে যার মধ্যে কিছু মানুষ অন্যকে লুণ্ঠন করেছে, যখন বলপ্রয়োগ চলছে সর্বত্র শাসন, যখন কেউ কেউ সর্বময় কর্তা আর কেউ কেউ অধিকার বঞ্চিত তার বর্ণনা করেছে। সে যাই হোক, এই সব পরিবর্তনকে ভগবানের দেওয়া শাস্তি বলে, স্বর্গীয় প্রতিশোধ বলে গৃহীত হ'য়েছে।

প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় এবং মানব জীবনের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য তা থেকেই সামাজিক চিন্তার উৎপত্তি হয়েছিল এ কথাটি সারজও ঠিক বলেন নি। প্রকৃত পক্ষে প্রক্রিয়াটি ভিন্ন

---

৪। হেইনরিচ্ সারজ আরজেন্‌চিখ টে ডের কুলটুর, লাইপাজিগ আণ্ড উয়েন ১৯১২, পৃঃ ৬৩৯

৫। কে. মার্কস. এণ্ড এফ্ এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ইন থ্রি ভলিউমস, তৃতীয় খণ্ড, মস্কো, ১৯৭৩ পৃঃ ২৭৮

খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। ঘটনাটা এই যে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক উভয় ঘটনাই মানুষের কাছে আর অপরিবর্তনীয় বলে এবং কিছু অতিপ্রাকৃত শক্তির কোন নিয়তির বা ঈশ্বরের খুশীমত কাজকর্মের অধীন বলে মনে হচ্ছিল না।

বিজ্ঞান বিক্ষিপ্ত জ্ঞান থেকে জন্মায়। কিন্তু এগুলো জমে ওঠার সাথে সাথে বিষয়গত সামাজিক জীবনের দৃষ্টিকোণগুলি এবং তারা যে নিয়মতন্ত্রতা প্রকাশ করে সেই ভাবে একে সাজানো হয়। এ থেকে জন্মায় পৃথক পৃথক সামাজিক বিদ্যা। সমস্ত নির্দিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞানের সামান্যীকরণ রয়েছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মধ্যে যার অর্থ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নীতিগুলিকে সামাজিক ব্যাপারে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

তবে, এর অর্থ এই নয় যে, এইসব অপর্যাপ্ত জ্ঞানের সামান্যীকরণের কোন প্রারম্ভিক চেষ্টা হয় নি। অনেক আগেই অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে জ্ঞানের সংঘাত সুরু হয়ে গিয়েছিল।

ক্রীতদাস ব্যবস্থাযুক্ত সমাজের আদি স্তরেই সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থারই সম্প্রসারণ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ঠিক যেমন তাঁরা গাছ গাছড়া, প্রাণীকুল এবং গোটা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তেমনি তাঁরাই শাসকদের নিযুক্ত করেছেন শাসন করবার জন্যে। তাদেরও এ জন্য দায়ী করতে হবে যে পৃথিবীতে লোকেরা সুখী, ধনী আর দুঃখী, নির্ধনে বিভক্ত। ঈশ্বরের আদেশে যে ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে তা অপরিবর্তনীয় এই ধারণাটিই ছিল প্রবল। মানুষ এই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করলে তাকে পাপ বলে গণ্য করা হবে, যাকে নাকি প্রায়ই কোন দুষ্ট অতিপ্রাকৃত শক্তির হস্তক্ষেপের ফলাফল বলে মনে করা হোতো। এইসব ধারণাকে সামাজিক চিন্তার সূত্রপাত বলে গণ্য করা ভুল, যা নাকি ভাববাদীরা করে থাকেন। বিপরীত পক্ষে সামাজিক চিন্তা সুরু হয়েছিল এইসব সামাজিক ধর্মীয় মতান্ধ ধারণার উৎপাটনে।

দাস মালিকানার সমাজে স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ গড়ে উঠছিল এবং এইসব ঋজু ধর্মীয় ধারণাকে আঘাত করেছিল। খুব সাদামাঠা আকারে এটা জোর দিয়ে বলেছিল যে পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে কিছু নেই— প্রকৃতিতে বা সমাজেও নয়। বিশ্ব গড়ে উঠেছে নিজের নিয়মানুসারে। ঐশ্বরিক ক্ষমতা এবং তথাকথিত জগত যা নাকি আসবে তার ভীতি মানুষদের ছাড়তে হ'য়েছিল। প্রাচীন মিশরের একটি লোকপ্রিয় পাঠ্য পুস্তক "বীণা বাদকের সঙ্গীত" পৃথিবীতে মানুষকে নিজেদের ব্যাপার স্বহস্তে বন্দোবস্ত করতে পরামর্শ দিয়েছিল। একই ধরনের ধারণা গড়ে উঠেছিল প্রাচীন চীন, ভারত ও পরে গ্রীসে। মানুষের মনে একটা সাধারণ নিয়মতন্ত্রতার ধারণা গড়ে উঠলো যা নাকি প্রকৃতি, সমাজ এবং পৃথিবীতে চলে। প্রাচীন গ্রীসে এর নাম দেওয়া হ'য়েছিল লগস্ ( বিশ্বনিয়ন্ত্রক শক্তি )। তারই ভিত্তিতে মানুষ নানা ধরনের সামাজিক ব্যাপার ও প্রতিষ্ঠানের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে দুঃসাহসিকতাপূর্ণ আন্দাজ করেছিল এবং এটাই সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও জ্ঞান সঞ্চয়ের রাস্তা তৈরী করেছিল।

বিপরীতের সংঘাত কেবল যে প্রকৃতিতেই শাসন করে না সমাজেও করে এই ধারণাটি আবিষ্কারের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন হেরাক্লাইটাস। কিছু সামাজিক ঘটনার উৎপত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ-যোগ্য ভাবে বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে আন্দাজ করেছিলেন ডেমোক্রিটাস। এপিকিউরাসের কাছ থেকে ধারণা গ্রহণ করে লিউক্রেটিয়াস সমাজ বিকাশের একটা ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে এগুলোই সমাজবিজ্ঞানের, সামাজিক ব্যাপারের মূল্যায়নে ভ্রূণাকার ধারণার সূত্রপাত। এ সমস্ত চিন্তানায়করা নীতিশাস্ত্রকে অতিপ্রাকৃত শক্তির ওপর আস্থার প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিলেন এবং সজোরে বলেছিলেন যে মানব-আচরণের মান নিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছু করবার নেই।

সে যাই হোক, স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদ চেতনা ও সত্তার মধ্যেকার

সম্পর্ক নিয়ে বিবেচনা করেনি কারণ সে তার বস্তুবাদী নীতিকে স্বতঃপ্রদত্ত বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর ছাড়া মানুষের সচেতন কার্যকলাপকে এবং তার ফলে সমাজের বিকাশকে বোঝা অসম্ভব। একবার যখন চেতনা ও সত্তার মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নটি উপস্থাপিত হ'লো, প্রাচীন পৃথিবীর চিন্তানায়করা বিশ্বকে অধ্যাত্ম ও বাস্তব, স্বর্গীয় ও পার্থিব হিসাবে বিভক্ত দেখলেন। যেটা জোরালো হ'লো সেটা মানুষের কর্মকাণ্ডের ভাববাদী ব্যাখ্যা, মিশরের এক পুরোহিত যেমন বলেছিলেন, "হাতের কাজ" কে ব্যাখ্যা করার জন্য চেতনা থেকে সুরু করার অভ্যাস।

তবে, এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে সামাজিক সম্পর্কের, ব্যাপারের এবং প্রক্রিয়াগুলির জ্ঞান অদৃশ্য হ'লো বা ওটা আর সঞ্চিত হচ্ছিল না। ভাববাদী দৃষ্টিকোণ নিয়ে এগোনোর জন্য এই জ্ঞানের যথাযথ সামান্যীকরণে বাধা সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু একে নির্মূল করতে পারলো না। যেমন যেমন শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ হচ্ছিল এবং জীবনের জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল মানুষের সামনে জীবন বেশী বেশী করে প্রশ্ন উত্থাপন করছিল।

সামাজিক চিন্তা কোন রকমেই অতীন্দ্রিয়তাতে প্রোথিত নয় যেটা বিশ্বাসের এলাকা, কিন্তু বাস্তবে, মানুষের সামাজিক জীবনেই রয়েছে। কিন্তু এটার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন বিরোধ নেই। সে প্রারম্ভে সামাজিক চিন্তা দৃঢ় ভাবে বিজ্ঞানের ওপর আস্থা রাখতে, সমাজ বিকাশের জন্য একটা বিজ্ঞান সম্মত ভবিষ্যৎ চিত্র তুলে ধরতে পারে নি এবং প্রধানতঃ অলৌকিকতা ও কল্পনা নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল। যেটাকে তারা অধিবিদ্যার ধারায় পরস্পর থেকে পৃথক করে ফেলে সেই সামাজিক চিন্তার দুটি স্তরের পরিবর্তে দুটি রূপকে বেছে নিয়ে বিবেচনা করার জন্য বুর্জোয়া দার্শনিক ও সমাজবিদ্‌রা সামাজিক চিন্তার বিকাশে বিজ্ঞান পূর্ব ও বৈজ্ঞানিক স্তরের ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হয়েছে। বিজ্ঞান পূর্ব প্রথম রূপটিকে প্রায়ই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের বিপরীতে 'মতাদর্শ' সংজ্ঞা দেওয়া

হয়ে থাকে যে ভাগটা দাঁড়িয়ে আছে দার্শনিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের প্রত্যক্ষবাদী তুলনামূলক বৈপরীত্যের ওপর। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন প্রাপ্ত জ্ঞানের সামান্যীকরণ নয় বরং জ্ঞান বহির্ভূত একটা কিছু। সামাজিক চিন্তা ও সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্ক একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

সমাজবিকাশের কোন সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব বিবর্তিত হওয়ার আগেও মানুষ সামাজিক ঘটনাগুলোকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছিল এবং সামাজিক ঘটনার জ্ঞান তাদের যতই কম হচ্ছিল ততই তারা দৈনন্দিন ধারণার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল আর ততই তারা বিভ্রান্তি ও অলৌকিকতার বশীভূত হচ্ছিল।

সামাজিক চিন্তার ইতিহাস অর্থাৎ সামাজিক ঘটনা এবং তাদের নিজেদের সামাজিক অবস্থার প্রতি মানুষের সচেতন মনোভাবের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছে শোষকদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের মধ্যে যেটা তারা সুরুতে চালিয়েছিল সহজাত উপায়ে আর সামান্য বোধ নিয়ে। এই সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই নিজের মধ্যে বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার চিরস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে। এটা অনিবার্যভাবেই মানুষকে ভাবিয়েছিল যে চিরকাল এটা টিঁকে থাকবে কি না। পরিণামে, সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাপারটা ধরে নেওয়াটাই একটা প্রচণ্ড বৈপ্লবিক গুরুত্ব সম্পন্ন।

একদিকে, মানুষের সামাজিক সত্তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়া যে পরিবর্তন মানুষকে ঐ ধরনের ভাবতে বাধ্য করবে তা ছাড়া ঐ ভাবে ধরে নেওয়াটা অসম্ভব ছিল। যখন শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের সংগ্রাম আদিস্তরে থাকে তখন সেটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং তাতে একটা ভ্রূণাকার বোধ ছাড়া আর কিছুই বিজড়িত থাকে না। অন্যদিকে, ঐ পর্বে সামাজিক বিজ্ঞানও ভ্রূণাকার ছিল এবং তখন সেটা সংগ্রামে কার্যকরী সাহায্য করতে পারতো না। সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশের নিহিত তাৎপর্য হ'ল সমাজ বিকাশের ও শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের উঁচু স্তর এবং

একটা সামাজিক শক্তির আবির্ভাব যারা সমাজ সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানের জন্য ঝুঁকি নেবে যাতে তারা এর বিকাশের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও ধারা সৃষ্টি করতে পারে।

এটা ধরে নেওয়া ভুল যে সামাজিক ঘটনাবলীর এবং শ্রেণী সংগ্রামের সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের বৃদ্ধি দুটি অসম্পর্কিত প্রক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে, শ্রেণী সংগ্রামের বৃদ্ধি সামাজিক চিন্তায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করে। প্রথমে চিন্তাবিদরা নিছক টুকরো টুকরো ঘটনা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ফাঁকগুলো ভর্তি করার জন্য তাদের কল্পনাকে ব্যবহার করে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করে।

ইতিহাস সম্মত ভাবে বলতে গেলে, এটা প্রকৃতির বা নিয়তি বা ঈশ্বরের পূর্বনির্দ্ধারিত এই সুপ্রাচীন ধারণার বিপরীতে স্বয়ং বিকশিত সামাজিক রাষ্ট্রসত্তার ধারণাটি, অবশ্যই 'সাধারণ ভাবের সামাজিক রাষ্ট্রের' বিমূর্ত আকারে উত্থিত হয় নি। সুপ্রাচীন যুগে মানুষের প্রধান ভাবনা ছিল সামাজিক রাষ্ট্রের প্রতি তাদের মনোভাবকে নির্ণয় করা কিন্তু সদ্য চালু হওয়ার ফলে কেউ কেউ দাসত্বে পশুর জীবনে নিমজ্জিত আর অন্যেরা সম্পদে ও বিলাসিতায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। কেউ কেউ সজোরে বলছিল যে এটা ঈশ্বরের আদেশ এবং অন্যরা প্রকৃতির খেলা বলে দাবি করছিল, দুটোই দিব্য ইচ্ছা বা প্রকৃতির দ্বারা নির্দ্ধারিত ভাগ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। বাস্তবিকই, যদি সামাজিক চিন্তা ঐ ধরনের উত্তরে সন্তুষ্ট হোতো তাহলে ওটা চিরকাল দোলনাতেই থাকতো। তবে, সামাজিক চিন্তা জীবন আর তার সঙ্গে মুক্ত মানুষের দাসত্বপ্রাপ্তি, কিছু মানুষের বিনাশ ও ধ্বংস আর বিরাট ধন পুঞ্জিতকারী অন্য মানুষের জয় প্রভৃতি সামাজিক দুর্বিপাকে সামাজিক চিন্তাকে উদ্দীপিত করেছে। প্রবঞ্চিত কতকগুলো লোকের প্রকৃত ঘটনার হঠাৎ চোখ খুলে যাওয়ার ফলে সমাজ জীবনের বিকাশ হয়নি বরং গোটা ইতিহাসে প্রজ্বলিত শ্রেণী সংগ্রামের পরিণামে হয়েছে।

## প্রাচীন কালের সমাজ চিন্তা।

বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বরকে এবং দিব্য দূরদর্শিতাকে অস্বীকার করে স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদী চিন্তার প্রারম্ভিক সাফল্য সামাজিক চিন্তার অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসর্ত সৃষ্টি করেছিল। প্রাচীন গ্রীসের বস্তু-বাদীরা প্রকৃতি সম্পর্কে ধর্মীয় ধারণাকে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল এবং মানবজীবনের বিকাশ এবং পরিবর্তন সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদর্শন করেছিল।

প্রাচীন কালের চিন্তাবিদ্‌রা তাদের সাদামাঠা বস্তুবাদী ধারণার বলে সামাজিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিল যার অনুসারে বলা হয় সামাজিক ব্যবস্থা ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি এবং সামাজিক ঘটনাকে কোন অপ্রাকৃত শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে না। অন্ধ বিশ্বাসকে ধীরে ধীরে পেছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল এবং সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। তবে ঐ পর্যন্তই প্রাচীন কালের চিন্তাবিদরা যেতে পেরেছিল।

সামাজিক নিশ্চলতার ধারণার বিরুদ্ধে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার মধ্যে এই প্রশ্ন নিহিত আছে: মানব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রভু, মালিক, নিপীড়ন ও দাসত্ব কি চিরস্থায়ী? এটাই প্রধান প্রশ্ন যেটা প্রাচীন চিন্তাবিদরা অবতারণা করেননি কারণ যে প্রকৃত পরিস্থিতিতে এই ধরনের প্রশ্ন উপস্থাপিত হয় তখনও গড়ে ওঠেনি। দাসত্বের পরিস্থিতি উন্নততর সমাজের স্বপ্নজাত কল্পনা সহ প্রাচীন কালের সৃষ্ট সমস্ত সামাজিক তত্ত্বের ভিত্তি যুগিয়ে ছিল।

আদিম সাম্যের সমাজ থেকে দাসত্বে উত্তরণটাই ছিল প্রাচীন সমাজের বহু প্রজন্মের জীবন কালে সবচেয়ে শক্তিশালী অভ্যুত্থান। প্রাক্ শ্রেণী সমাজ থেকে দাস মালিকানার সমাজের দিকে প্রচণ্ড দোলন জনগণের বিরাট অংশ এবং তাদের কিংবদন্তি ও ঐতিহ্যের ওপর গভীর এবং অদ্ভুত প্রভাব ফেলে ছিল।

এই পর্বেই সুদূর কালে কোথাও নাকি "স্বর্ণ যুগ" * ছিল এই কিংবদন্তী গড়ে উঠেছিল। পাপ এবং বল প্রয়োগের হিংস্রতম রাজ্যের কাছে অবনত হওয়ার আগে অতীতের কোন সময়ে পৃথিবীতে সুখী জীবনের অস্তিত্বের কিংবদন্তীটি দাস-মালিকানার সমাজের আবির্ভাবের প্রতিচ্ছবি, যেখানে ইতিহাসের প্রথম বৈরী শ্রেণীগুলির উদ্ভব হয়েছিল। ঐটিই বোধ হয় সামাজিক পরিবর্তনের আবছা ধারণা। আদিম সাম্যের সমাজের পৌরাণিক কাহিনীটি এই ধারণার সঙ্গে তুলনা করা যায় না, যদিও এটা স্বীকার করতেই হবে যে পৌরাণিক কাহিনী-গুলোও মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বাস্তব পর্যবেক্ষণের দলিল। কিন্তু এই সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার উৎপত্তিকে অনৈসর্গিক শক্তিতে আস্থার মাধ্যমে "ব্যাখ্যা" করেছিল। নতুন কিংবদন্তীগুলো একস্তর থেকে আরেক স্তরে উত্তরণকে বোঝা ও মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টায় সমাজ—ইতিহাসের দুটো প্রধান স্তর—আদিম সাম্যবাদী ও দাস প্রথার বৈপরীত্যের তুলনা করার জন্য মানুষের একটা চেষ্টা। যারা দাসত্বে পতিত হ'লো তারা উপজাতীয় ব্যবস্থায় মানুষের অবস্থার স্মৃতির প্রতি মায়া পোষণ করতো, যেটা নাকি চির কালের মত বিলুপ্ত হয়েছিল। যখন তারা ভবিষ্যতের কথা ভাবতো তখন তাদের অতীতের স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই থাকতো না।

"স্বর্ণ যুগের" কিংবদন্তী এইটিই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে মানুষের সুখী জীবন হয়তো সুদূর অতীতে ছিল নয়তো কোথাও সীমাহীন ভূমির বা সমুদ্রের বিস্তারে হারিয়ে গিয়েছিল, এমন একটা জায়গায় যেখানে দৈবাৎ কোন পথিক সৌভাগ্যক্রমে একবার গিয়ে পড়েছিল। সেই থেকে সেই দেশে যাবার রাস্তা হারিয়ে গেছে। এই ধরনের কিংবদন্তী সুদূর প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে জানা ছিল।

আদিম সমাজ ব্যবস্থার মোটামুটি যথাযথ তথ্য প্রথম পাওয়া গেলে আবিষ্কার হ'লো যে "স্বর্ণ যুগের" কিংবদন্তী ধোপে টেঁকে না কারণ

---

* সত্যযুগ—অনুবাদক

এর ঝোঁকটা এই তথ্যটিকে গুলিয়ে দেবার দিকে যে আদিম পর্বের তুলনায় দাস-মালিকানার সমাজ তার সঙ্গে এনেছিল একটা উন্নত সংস্কৃতি। এই ঘটনাটাই প্রাচীন বিজ্ঞান সম্মত চিন্তাবিদরা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন, কিন্তু ঐ সীমার ওপারে আর তাঁরা যান নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা ওদিক থেকে যে আকারে 'স্বর্ণ যুগের" কিংবদন্তী পাই তা শুধু এই ধারণাটির ওপরই জোর দেয়নি যে ঐ সুপ্রাচীন কালে মানুষ তখন বলপ্রয়োগ, প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ ছাড়া বাঁচতো সেই সঙ্গে তাদের নাকি বেশী কষ্টকর শ্রম করতে হতো না কারণ ধবিত্রী তাদের জন্য সব কিছুর ফল প্রসব করতো।" এটা সুস্পষ্ট ভাবেই অতীতের সুখকল্পনার মস্তিষ্কপ্রসূত কাহিনী, প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্রের বিষম বিকৃতি। ধারণাটা তক্ষুনি বিজ্ঞান সম্মত চিন্তায় ধরা পড়েছিল কিন্তু তবু "স্বর্ণ যুগের" স্বপ্ন আর কিংবদন্তীর উপস্থাপিত প্রশ্ন থেকে গেল—এ যুগকে কি আমবা অতীতে খুঁজবো অথবা ভবিষ্যতে—উত্তরটা এলো না।

দাস মালিকানার রাষ্ট্র নানা প্রকারের বর্ব্বর উপজাতির দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তুটোর জীবনের তুলনা করে অতীতের চিন্তানায়করা বুঝতে পেরেছিলেন যে সমাজ বিকাশে তুটি স্তর ছিল এবং ঐ পর্বে সামাজিক চিন্তার একটা নজরে পড়ার মত একটা সাফল্য বর্বরতা ও সভ্যতাকে পাশাপাশি দাঁড় করানো (প্রত্যয়টি রূপ পরিগ্রহ করছিল যদিও সঠিক পদটি তখনও ঠিক করা হয় নি)। তারপর এলো রাষ্ট্র, রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রাচীন তত্ত্ব। সে যাই হোক, এ সবের মধ্যে দাস শ্রম অনিবার্য ভাবেই সমাজের ও ও সভ্যতার এবং মানুষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি।

সুপ্রাচীন কালের চিন্তানায়করা ধরে নেন নি যে দাসত্ব অদৃশ্য হবে এবং আর একটা ব্যবস্থার দ্বারা স্থানচ্যুত হবে। তাঁরা সমাজের বিকাশে আর কোন স্তরের কথা বিবেচনা করেন নি। দাসত্বের ভিত্তিতে সম্পর্কগুলোর সংকীর্ণ দিগন্তের ওপারে মানুষের পরবর্তী ভবিষ্যতের অথবা মানুষের মধ্যে অন্য ধরণের সামাজিক সম্পর্কের

কথা কল্পনা করা তখনও অসম্ভব ছিল। এটা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে উন্নততর সমাজ সম্বন্ধে প্লেটোর (৪২৭ ?—৩৪৭ খৃঃপূ) আলোচনায়, যেটা কখনও দাস মালিকানার চৌহদ্দির বাইরে যায় নি। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র যেটাকে নাকি শাসন করছেন দার্শনিক ও যোদ্ধৃগণ। যেখানে কারিগর এবং চাষীদের অবস্থা দাসদের চেয়ে একটু ভাল। আকাদেমিসিয়ান ভি. পি. ভোলগিন ঠিকই বলেছেন "প্লেটোতে আমরা পাই কমিউনিষ্ট সমাজের লোকেরা কাজ করে না, যেখানে শ্রমজীবিরা বাস করেন সমাজ ব্যবস্থার বাইরে" (৬) ওটা দাস মালিক-দের অভিজাত বর্ণের বদ্ধজোট আর সামরিক ব্যক্তি যারা প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান তাদের স্বার্থে "স্বর্ণ যুগের" ধারণাটিকে জবর দখল করার প্রচেষ্টা। তা সত্ত্বেও, প্লেটোর রচনা ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দীতে কল্পনামূলক ধ্যান ধারণার বিকাশে কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল।

প্লেটো সামাজিক বিকাশের ঐতিহাসিক চিত্র তৈরী করার কোন চেষ্টাই করেন নি এবং কেবলমাত্র তাঁর যুক্তি শাস্ত্রীয় নক্সা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মানুষের মধ্যে তাঁর চিরস্থায়ী "শ্রমবিভাগের" ধারণাটির উদ্দেশ্য ছিল নিছক এটা প্রতিষ্ঠিত করা যে কোন ভবিষ্যত সমাজে সামাজিক পদমর্যাদার এবং মানুষের দ্বারা কৃত সামাজিক কাজে অসাম্য থেকে যাবে। বাস্তবিকই, কেউ যত বেশী প্লেটোর ধারণাগুলির বিবেচনা করবে ততই এটা পরিস্কার হবে যে এর মধ্যে ভ্রূণাকারেও স্ব-বিকাশী সামাজিক রাষ্ট্রের কোন ধারণাই নেই। বিপরীত দিকে তার ধারণার উদ্দেশ্য ছিল এই ভাবনাটিকে শক্তি জোগানো যে সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে দাসত্বকে প্রকৃতি নিজে আগেই নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে, যে রাষ্ট্রটিকে প্লেটো কিছুটা সংস্কার করে ভবিষ্যতের সমাজে পাচার করেছেন।

---

৬। ভি. পি. ভোলগিন কাম্পানেলা : কমিউনিস্ট টি কাম্পেনেলা, সিটি অফ্ দি সান—দেখুন মস্কো—লেনিনগ্রাদ, ১৯৩৪, পৃঃ ১১-১২ (রুশ)

প্লেটোতত্ত্বের মার্কামারা বুর্জোয়া প্রবক্তাদের সঙ্গে বিতর্কে সোভিয়েতের বিজ্ঞানীরা অনেকদিন আগেই এটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে তাঁর কল্পনা-মূলক মতটি সেই সামাজিক সম্পর্ককে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছিল যেটা ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং যেটা গ্রীসের গোড়াকার সমাজেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রাচীন প্রাচ্যের দাস-মালিকানার সমাজের বিকাশের গোড়ায় সামাজিক বিন্যাসের দ্বারা উৎসাহিত হ'য়ে অন্য গ্রীক চিন্তাবিদ্গণ ঐ ভাবেই আদর্শ সমাজের জন্য বর্ণ ব্যবস্থা-ওয়ালা কাঠামোর প্রস্তাব দেন। ওঁরা ভবিষ্যতের দিকে তাকান নি তাকিয়েছেন অতীতে, যা ইতিহাসে অস্তমিত হ'য়েছিল তার থেকে এটা বা ওটার বিন্যাস। শোষণের শেষ পরিণতি কি হবে তা ঠিক করতে না পেরে এ পর্বে সামাজিক চিন্তানায়কেরা জ্ঞানকাণ্ড হারিয়ে ফেললেন এবং ভাসাভাসা দেখতে শুরু করলেন এবং তাই বিদ্যমান ব্যাপারের সাফাই জোগাতে না পেরে কোন না কোন ভাবে বাতিল হ'য়ে গেলেন।

এটা সত্য যে অ্যারিষ্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রীঃ পূঃ) যিনি পারিবারিক জীবন থেকে শহুরে জীবন এবং তা থেকে বিরাট রাষ্ট্র স্থাপনে লোকেদের উত্তরণকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি দাসত্বের প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রকৃতির ওপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে কিনা তার অনসন্ধান করেছিলেন। প্রশ্নটাই সামাজিক চিন্তার জাগরণকে দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষীণ পদক্ষেপটুকু করেই ওটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সময়ক্ষেপ করতে লাগলো। অ্যারিষ্টটলের উত্তর দ্ব্যর্থহীন: কেউ কেউ জন্মেছেন শাসন করতে আর অন্যরা শাসিত হ'তে। আর এটা অপরিহার্য ও দরকারী, কারণ কারুর অদৃষ্ট জন্ম থেকেই মাথা নীচু করা আর অন্যদের চেপে বসার। যুক্তরাষ্ট্রের সমাজবিদ্, এইচ্. ই. বার্নেস ও এইচ্. বেকারের অ্যারিষ্টটলের ওপর নীচে দেওয়া মন্তব্যগুলো কৌতুকপ্রদ তথ্য: "এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই যে পরবর্তীকালের কিছু লেখকের তুলনায় অ্যারিষ্টটল সত্যের অনেক সান্নিধ্যে আছেন, বিশেষতঃ অষ্টাদশ এবং তার পরের

শতাব্দীর, যাঁরা সকল মানুষের প্রাকৃতিক-জৈবিক সাম্যের ওপর উপদেশ দিয়েছেন। (৭) বাস্তবিকই আমাদের কালের দাস-মালিকরা প্রাচীন যুগের দাস-মালিকদের মধ্যে থেকে সমর্থন খুঁজছে বলে মনে হচ্ছে।

সমাজের ইতিহাসে লক্ষ্যনীয় অন্তর্দৃষ্টি দেখতে পাওয়া যায় সুপ্রাচীন কালের একজন মহান বস্তুবাদী টিটাস লিউক্রেটিয়াস কারুসের (৯৯-৫৫ খ্রীঃ পূঃ) লেখায়। তাঁর কবিতা, ডি রেবাম ন্যাচুরা (বস্তুপ্রকৃতির ওপর) বর্বরতা থেকে সংস্কৃতির সূত্রপাতে মানুষের জীবনে পরিবর্তনের এবং প্রকৃতির শক্তির ওপর মানুষের আধিপত্যের একটি চিত্র দিয়েছে। এখানে আমরা সমাজের ইতিহাসের একটা বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানের সূত্রপাত এবং বিকাশের ধারণা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি, নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে আরোহণ দেখতে পাই। "স্বর্ণ যুগের" কিংবদন্তীকে জায়গা ছেড়ে দিতে হ'লো সত্যিকারের চিত্রকে যেখানে আদিম মানুষ কঠোর এবং বন্ধ্যা জীবন যাপন করতে হয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল ব্যাপারটার একটা দিক।

বর্বরতা থেকে আদি সভ্যতায় আরোহণে মানব জাতির সাফল্যে লিউক্রেটিয়াস উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলেন আর সভ্যতার যুগে প্রবেশ করে মানুষ তার আদিম পর্বের মূল্যবান সাম্য হারিয়েছে বলে রুশো পরবর্তী কালে যে সন্দেহ ব্যক্ত করেছিলেন তার কোনটাই ওঁর ছিল না।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের চিন্তানায়কেরা কেবল অতীত ও ভবিষ্যতে দৃষ্টিপাত করতেন সমাজ বিকাশে প্রথম দুটি স্তরকে যুক্ত করার প্রচেষ্টায়। অতীতের দীর্ঘ ও কষ্টকর প্রচেষ্টার দ্বারাই বর্তমান তৈরী হ'য়েছে— এটাই ছিল একটি ফলবান ধারণা যা ছাড়া খুব আদিম রূপেও সমাজ বিকাশের কোন ধারণাই করা যেতো না।

---

৭। এইচ্. ই. বার্নেস এণ্ড এইচ্. বেকার— সোশ্যাল থট ফ্রম লোর টু সায়েন্স ১ম খণ্ড, ওয়াশিংটন ১৯৫২ পৃঃ ১৮৯

সে যাই হোক প্রাচীন চিন্তানায়কেরা মানবজাতির ভবিষ্যতের অবস্থা বিবেচনা করেন নি। তাঁরা যেটা লক্ষ্য করেছিলেন সেটা হ'লো যেটাকে তখন নানা ধরণের দক্ষতা বা জ্ঞান বলে মনে হোতো তার ওস্তাদ হ'য়ে তাঁদের কাল পর্যন্ত মানুষ একটা দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করছে।

প্রাচীন যুগের চিন্তানায়কদের মানস দিগন্ত ছিল অতীত বর্বর যুগে, যাকে অনুসরণ করে দাস মালিকানা সম্পর্কের আধিপত্যের একটা পর্ব সভ্যতা নিয়ে, বিজ্ঞান ও কলা আর আইনের শাসন ও রাষ্ট্র ক্ষমতার সমৃদ্ধি নিয়ে এসেছিল।

যে সমস্ত চিন্তানায়কেরা বর্তমানকে স্থায়ী ও পরিবর্তনাতীত বলে প্রশংসা করতে পারলো না বা করতো না তারা সমাজের পরবর্তী পরিবর্তনকে অস্বীকার করে শেষ করলো। বস্তুবাদী লিউক্রেটিয়াসের লেখায় আমরা অনিবার্যভাবে পৃথিবীর অন্তিমক্ষণে পৌঁছনোর, কোন দূর ভবিষ্যতে মানব জাতিকে একটা বিপর্যয় ভীতি প্রদর্শন করছে এমন একটা আভাস পাই। একদল ভাববাদী পীথাগোরীয়গণ একটা চক্রতত্ত্বের মধ্যে বিশ্বের বিপর্যয়ের আশঙ্কার কথাটা বানায় যার প্রত্যেকটাই নতুন করে সুরু হয় আর একটি বিপর্যয়ে শেষ হয়।

কিছু চিন্তানায়ক "স্বর্ণ যুগের" কিংবদন্তীকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার এর সঙ্গে নতুন কিছু যোগ করতে পারলো না এবং এটা রূপকথাই থেকে গেল। কয়েকযুগ লাগলো কিংবদন্তীর জায়গায় ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য প্রথম প্রকল্প কল্পনার তত্ত্বটি আসতে যা শোষণের সারমর্ম ও ভবিতব্যের প্রশ্নটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল।

প্রাচীন সমাজে এমন কোন শ্রেণী ছিল না যারা সামাজিক চিন্তায় লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি ঘটাতে পারতো। যখনই সামাজিক চিন্তা ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে সুরু করে তার অর্থ এই যে সমাজে একটি সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হ'য়েছে, ভবিষ্যতটা তাদেরই

অধিকারভুক্ত। প্রাচীন সমাজে দাস বা তাদের প্রভু কারুরই কোন ভবিষ্যতে তাকানোর দরকার ছিল না। কারণ নতুন সামন্ত-তন্ত্রের উদ্ভবে উভয় শ্রেণীই ধ্বংসের পথে এগোচ্ছিল। দাসদের হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য অতীতে ফিরে যাবার স্বপ্ন ছিল। দাস মালিকরা দাসত্বের ওপর নির্ভর না করে কোন সমাজ বা সভ্যতার কথা ধারণা করতে পারতো না।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের উদ্ভবের তত্ত্বটার মত অনেক তত্ত্ব উঠলো, যে সব তত্ত্ব প্রধানতঃ ছিল অতীত মুখী সেগুলোর উদ্ভব হ'ল। কতকগুলোর মধ্যে বর্তমান সমাজ সম্পর্কে চলতি সামাজিক সংঘাত সম্পর্কে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ছিল এবং সামাজিক চিন্তার এই আরম্ভটাকে পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হ'য়েছে। কিন্তু প্রাচীন তুনিয়ায় সামাজিক চিন্তা ঐ আরম্ভের বাইরে যায়নি।

ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা তুললো গল্প লিখিয়েরা। রোমের কবি ভার্জিলের ধর্মীয় তুর্বোধ্যতার আড়ালে আবৃত ভবিষ্যত দৃষ্টি ছিল: উনি প্রস্তাব দিলেন যে "স্বর্ণ যুগ" ঈশ্বর নির্বাচিত একজন মানুষের প্রত্যা-বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসতে পারে। অতি প্রাকৃত মুক্তির এই ধারণা আদি খৃষ্টানদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। গোষ্ঠী-স্ত্রী সহ বণ্টন ও ভোগের সমতা নিয়ে "স্বর্ণযুগের" প্রত্যাবর্তনের আবছা স্বপ্ন মানুষকে "দারিদ্র্যের পবিত্রতার" মধ্যে বাস করতে, সমস্ত সম্পদ এবং এবং বিলাসিতা সহ তুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে, যেমন বাতাসে পাখী বাঁচে তেমনি বাঁচতে, অতিপ্রাকৃত শক্তি, ত্রাতা ও ঐশ্বরিক মুক্তিতে আস্থা রেখে সব কিছুকে বিশ্বাস করার জন্য উৎসাহ দিল। যেখানে এই সব ধারণা হয়তো বিদ্রোহাত্মক বলে মনে হয়েছিল ওগুলো কোনভাবেই শোষণকারী ব্যবস্থার বিপদ সৃষ্টি করেনি। সময় কেটে গেল আর উচ্চতর শ্রেণী থেকে মানুষ খৃষ্টান গোষ্ঠীতে যোগ দিতে লাগলো, শোষিতদের শক্তিহীনতার প্রকাশ এইসব অদ্ভুত এবং বিদ্রোহাত্মক মনোভাবকে দমন করা হ'ল এবং আইনের দ্বারা সরিয়ে দেওয়া হ'ল যা ঐ একই অতি প্রাকৃত শক্তির দোহাই দিল এবং দাসদের ওপর প্রভুদের

মেনে চলবার আদেশ দেওয়া হল।

প্রাচীনকালের সামাজিক চিন্তা দেখিয়ে দেয় যে সমাজ বিকাশের প্রত্যাশাই সমাজ সম্পর্কীয় তত্ত্বের মূল প্রশ্ন গড়ে তোলে। বর্তমানকে বুঝতে হ'লে তার মধ্যে বিকাশের প্রবণতাগুলোকে আলাদা করে আবিষ্কার করার দরকার আছে। বর্তমানই ভবিষ্যতের রাস্তা বানায়। বর্তমানের বিশ্লেষণ অনিবার্যভাবেই অতীতের মূল্যায়নের সঙ্গে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত। এটাই হল সমাজ বিকাশের তত্ত্বের যুক্তি। যখন প্রাচীন সমাজের চিন্তানায়করা জোর দিয়ে বললেন যে দাসত্ব একটা স্থায়ী অবস্থা এবং অদৃশ্য হ'তে পারে একমাত্র ছুনিয়া অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গেই তখন তারা কার্যতঃ এই তথ্যেরই পক্ষ সমর্থন করছিলেন যে স্ববিকাশী সামাজিক রাষ্ট্রের ধারণা প্রাচীন ছুনিয়ায় ছিলনা।

## সমাজ প্রক্রিয়ার মধ্যযুগীয় তত্ত্ব।

মধ্যযুগে, সামাজিক চিন্তা প্রবলভাবে সরকারী খ্রীষ্টীয় মতবাদে প্রভাবিত হোতো যেটা ঘোষণা করলো মানুষ ইচ্ছার দ্বারা সমাজে কোন পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম। সেন্ট আগষ্টিনের (৩৫৪-৪৩০) থেকে সুরু করে চার্চ সমাজ বিকাশের ধর্মীয় ধ্যান ধারণার ওপর জোর দিত সেটা পর্যবসিত হতো ক্রমে ক্রমে ভগবানের রাজ্যের" প্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম সংস্রবহীন ব্যাপারে চার্চের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা ও জয়। আগষ্টিনের প্রধান ধারণাটাই ছিল এই যে গোটা ইতিহাসটাই ঈশ্বরের দ্বারা, একটি অতিপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা নির্ধারিত, সমাজ জীবনের সমস্ত ত্রুটি স্বর্গ থেকে বিচ্যুতির ফল আর মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করাটা ঈশ্বরের কৃপা। সম্ভবতঃ সামাজিক অবস্থা দিব্য নিয়তির দ্বারা আদিষ্ট এই প্রাচীন ধারণাটি এত সরাসরি বেমানান ভাবে আর-বলা হয়নি যেমন "চার্চের পিতা"দের রচনায় বলা হয়েছে।

টমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪) সজোরে বলেছেন "মানব সমাজ অসাম্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত যার সঙ্গে মানুষকে খাপ খাইয়ে নিতে

হবে। শাসকশ্রেণীকে তাদের চেয়ে নীচু শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে করুণার সাথে আচরণ করতে হবে আর শেষোক্তগণের পক্ষ থেকে ধৈর্য্য ও নম্রতা প্রদর্শনই কর্তব্য হবে। অসাম্যটা কোনরকমেই স্বর্গচ্যুতির ফলে হয়নি এবং ওটা অনিবার্যই কারণ ঈশ্বরের ঐরকম্ ইচ্ছা।

কয়েক শতাব্দী ধরে চার্চ শ্রমজীবি মানুষের মাথায় এটা ঢোকানোর চেষ্টা করেছে যে তার ভবিষ্যতে যে পৃথিবী আসবে তাতেই সুখী হ'তে পারবে এবং এই পৃথিবীতে তাদের অদৃষ্টে ধৈর্য ও নম্রতা দেখানোই কর্তব্য কারণ পৃথিবীতে কোন শক্তিই তাদের সামাজিক অবস্থা বদলাতে পারবে না যেটা অতি প্রাকৃতভাবে পূর্বাদিষ্ট।

সে যাই হোক, এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে মানব বিচারবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। যেমন যেমন নিপীড়িতরা তাদের শ্রেণী সংগ্রামে নিবিড় করেছিল তেমন তেমন মানুষ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিল। এটা সত্যি যে ধর্মীয় মোহ, অপ্রাকৃত মুক্তিতে আস্থা এবং অলৌকিকতার আশাও মধ্যযুগীয় বিদ্রোহীদের মধ্যে 'ন্যায়ের যুগের' স্বপ্নের উপাদান ছিল। ১৯ শ শতাব্দীর রুশ ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তা এখানে দেওয়া হ'ল ঃ যেমন কিম্ভূত কিমাকার আকার ধারণ করলেও ব্যক্তি চেতনার কার্যকলাপ ঘুমের মধ্যেও বন্ধ হয় না তেমনি মধ্যযুগের অন্ধকার পর্বেও মানুষের আত্মা মুহুর্তের জন্যও কাজ বন্ধ করেনি আর যেমন মানুষ যা জাগ্রত অবস্থায় দেখে স্বপ্ন তার পুনরাবৃত্তি করে তেমনি এটাও সুস্থির যুগের ধ্যান ধারণার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। (৮) ভগবানের অতি-প্রাকৃত শক্তির ইচ্ছার ধারণাই বিদ্রোহী মনকে সে সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতির ওপর জমিদারদের অধর্মীয় ক্ষমতা দাঁড়িয়েছিল তার সম্পর্কে সত্যধারণায় উপনীত হতে বাধা দিয়েছিল। মনে হোতো

---

৮। এম, স্টাসুলেভিচ্ — দি ফিলসফি ইন হিষ্ট্রি ইন ইটস প্রিন্সিপ্যাল এইম, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯০২ পৃঃ ১০৬ (রুশ)

যে সবচেয়ে মৌলিক উপায়টা ছিল শাসনকারী রূপে মানব ব্যাপারে "ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ", যেটাই কেবল পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এটা সত্যি যে কখনও কখনও এই ভর্ৎসনাকারী দিব্যশক্তি কুঠার ও কাস্তে ধারী চাষীদের দল রূপে দেখা দিত। তবে এটা কেবল সামাজিক সত্তা কোন দিব্যশক্তির পূর্ব আদিষ্ট এই ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের সূত্রপাত। সমাজ বিন্যাসের পরিবর্তনের ধারণায় উদয় হলেও পরিবর্তনাকে ঈশ্বর প্রদত্ত ভিক্ষা" কে বাদ দিয়ে বোধগম্য হোলনা কারণ সামাজিক শক্তির ধারণাটি আয়ত্ত করা বাকি রইল আর এর সত্যি-কারের সম্ভাবনাকে তখনও খাটো করে দেখা হচ্ছিল।

যখনই জমিদার ও চার্চের শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক ও অধিকার-বঞ্চিতদের আন্দোলনের তরঙ্গ উত্তাল হ'য়ে উঠতো তখনই জনগণের আশা আকাঙ্খার ধর্মীয় খোলসটিতে ভাঙ্গনের প্রবণতা দেখা দিতো।

সে যাই হোক, গণবিপ্লবী আন্দোলনে যতই স্বতঃস্ফূর্ততা থাকতো ততই তার মধ্যে আমরা সদর্থক কর্মসূচী, সংগ্রামের লক্ষের বা সামাজিক সংস্কারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কম প্রমাণ আমার পাই। তাই চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর ইটালীতে যিনি কৃষক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করেছিলেন সেই ফ্রাউলসিনো সাধারণ ভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের কথা বিবেচনা করেননি বরং নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন ঐ প্রয়োজনটুকুর মধ্যে যে নেতাদের একটা "ঈশ্বর-বাণী প্রচারকের" জীবনধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, নিজেদের সম্পত্তি থাকবেনা, এবং "অন্যদের সামনে পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে অর্থাৎ সম্পত্তিহীন জীবন, দারিদ্র্যের জীবন, ঈশ্বর-বাণী প্রচারকের জীবনকে ত্রুটি হীন জীবনের আদর্শ। (৯) সেই সঙ্গে ডলসিনো প্ররোচনা দিয়েছেন যে চার্চমেন, পাদরি এবং সন্ন্যাসীদের "নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ড" ( মর্টি ক্রুডেলিসিমা ) দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে।

---

৯। এস. ডি. স্কাজকিন, "ডলসিনোজ কাল্ট এপিস্টিল" ইন দি কালেকশন ফ্রম দি হিস্টরি অফ সোসিও-পলিটিক্যাল আইডিয়াজ, মস্কো, ১৯৫৫ পৃঃ ১২৯ (রুশ)

এখানেই কেবল তার কর্মসূচী মূর্ত। পরিণামে, মোট আক্রমণের লক্ষ্য ছিল সমাজের ওপরতলার লোকদের খতম করা।

দুই শতাব্দী পরে যিনি জার্মানীতে কৃষক যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই টমাস মুনজের যে সদর্থক কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছিলেন তাতে ডলসিনো কর্মসূচীর চেয়ে অনেক বেশী সারবস্তু আছে,—কিন্তু তাঁর আদর্শ—পৃথিবীতে "ঈশ্বরের রাজত্ব" স্থাপন রয়ে গেল ভাসাভাসা আর যা মানুষের ওপর প্রভুত্ব করছে সেই নিছক সেই নিপীড়ন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর ক্ষমতাকে ধ্বংস করার দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বাস্তবিকই, মনে হয় কৃষক অভ্যুত্থানের নেতার ভাগ ও শ্রেণী পার্থক্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা জনগনের বেরী সরকারকে বাদ দিয়ে সামাজিক ব্যবস্থার ধারণাটি ছিল ভাসাভাসা। পরে অবশ্য, এই ভাসাভাসা উত্তেজনা কল্পনাবাদী ধারণার নানা ভাস্যে যা শ্রমজীবি মানুষের আকাঙ্খিত মানবজীবনের বিস্তৃত দৃশ্যপটের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

শহরতলীর গরীব আর কৃষকদের আন্দোলন সম্পর্কে, এঙ্গেলস বলেছিলেন, "তখনও বিকশিত হয়নি তেমনি একটা শ্রেণীর এইসব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সঙ্গে মিলযুক্ত তাত্বিক ব্যাখ্যা ছিল: ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আদর্শ সামাজিক অবস্থার কল্পনামূলক চিত্র; অষ্টাদশে প্রকৃত কমিউনিষ্ট তত্ত্ব ( মর্লি ও ম্যাবলি )" (১০) সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে এর গুরুত্ব বিরাট। ১৬শ থেকে ১৮শ পর্যন্ত কল্পনাবাদীদেরকে দিবাস্বপ্ন দর্শনকারী, মেঘে আবৃত মস্তক এবং বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য হিসাবে উপস্থাপিত করা উচিত নয়। তবে এটা ঠিক যে তাদের স্বপ্ন ও চরম কল্পনাবাদ ঐ পর্বের শ্রেণী সংগ্রামের মাত্রার দ্বারা নির্ণীত হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রাশিয়াতে সামাজিক চিন্তার বিকাশকে বিশ্লেষন করতে গিয়ে এটাই ছিল ঠিক লেনিনের দৃষ্টিকোণ। যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল তাত্বিক যারা ভেকৃহি ( দূরত্ব নির্দেশক চিহ্ন ) সংগৃহীত রচনাতে তাদের লেখা

১০ এফ্ এঙ্গেলস—এন্টিডুরিং মস্কো ১৯৫৯ প্ঃ ২৭

ছেপেছিলেন তারা বেলিনিস্কি এবং অন্যান্য নববৈধানিকরা যে ধ্যান-ধারণা পোষণ করতেন সেটাকে বুদ্ধিজীবিদের, সমাজের উচ্চ শ্রেণীরই মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। উত্তরে লেনিন লিখলেন: "সম্ভবতঃ আমাদের জ্ঞানী গ্রন্থকারদের মতে গোগলের কাছে বেলিনিস্কির লেখা চিঠি ভূমিদাসদের অনুভূতির ওপর নির্ভর করেনি? আমাদের প্রচার সাহিত্য কি সামন্ততান্ত্রিক শোষকের অবশেষের বিরুদ্ধে জনগণের লোকায়ত বিক্ষোভের ওপর নির্ভর করেনি?" (১১) শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমজীবি মানুষের মনোভাবের দ্বারাই সামাজিক চিন্তা খোরাক পায় এবং শক্তিশালী উদ্দীপনা পায়। শ্রেণী সংগ্রামে অপর্যাপ্ত মাত্রার বিকাশ সামাজিক চিন্তার অপরিপক্কতা ও কল্পনাবাদের মধ্যে প্রকাশ পায়।

তাঁর 'কি করতে হবে' রচনায় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত উপাদান সম্বন্ধে লেনিন একথা লেখেন: "এমনকি আদিমতম বিদ্রোহও চেতনার জাগরণকে খানিকটা প্রকাশ করে। সেটা তাদের পীড়ন কোরতো সেই ব্যবস্থার স্থায়িত্বে তারা তাদের যুগ সঞ্চিত আস্থা হারিয়ে ফেলছে এবং বুঝতে…শুরু করেছে সে কথা আমি বলব না, বরং বলা যায় নিশ্চিতই কর্তৃপক্ষের কাছে গোলামের মত মাথা নত করা পরিত্যাগ করে সমষ্টিগত প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা অনুভূতি লাভ করছে। সে যাই হোক, এর প্রকৃতিটা সংগ্রামের চেয়ে মরিয়া ভাব ও প্রতিহিংসা ভাবের বিস্ফোরণ।" (১২)

সামাজিক চিন্তার সূত্রপাত ও বিকাশের জন্য শক্তিশালী প্রেরণা রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত লোকায়ত বিদ্রোহে উদ্ভবশীল চেতনার জাগরণের মধ্যে যে জাগরণটা এই ঘটনাতে প্রকাশিত হচ্ছে যে শ্রমজীবি মানুষ দেখতে শুরু করে যে পীড়নকারী সমাজব্যবস্থাটি অপরিবর্তনীয় নয়। এটা এরকম শোষণ-উপাদান মুক্ত একটা সমাজের স্বপ্নের রূপ গ্রহণ

---

১১। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী ১৬ খণ্ড পৃ. ১২৫ (রুশ)
১২। ,, ,, ,, ১৫ ,, ,, ৩৭৪-৭৫ ,,

করে। জনগণের মনে এই স্বপ্ন প্রথমেই কোন নির্দিষ্ট রূপরেখা বা বিস্তৃত আকার গ্রহণ করে না যেটা প্রাথমিক কল্পনাবাদী ধারণায় উদ্ভূত হয়। কিন্তু এটাতেও তাদের আদর্শ সমাজ কি কি থেকে মুক্ত যথা পীড়ন, অর্থ, এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদির ঘোষণাতেই পর্যবসিত হয়। সে সমাজব্যবস্থাকে সম্প্রতিও দৃঢ়বলে মনে হয়েছে সেটার সঙ্গে আর কি কি থেকে আদর্শ ও যুক্তিসিদ্ধ বিন্যাসযুক্ত সমাজ মুক্ত থাকবে। সেই প্রশ্নের সুবিন্যস্ত উত্তর তৈরী করার আগে সামাজিক চিন্তাকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে হ'য়েছে।

অবশ্য, সেটা তখনও সমাজ বিকাশের একটা তত্ত্বের সমতুল্য নয়, তবে ভ্রূণাকার হলেও ওটা একটা প্রস্তাব যে আরেকটা সমাজব্যবস্থাও থাকতে পারে। কালে কালে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষয়ে যেতে লাগলো যেটা সমাজকে বুর্জোয়া সম্পর্কের অনিবার্য জয়ের কাছাকাছি নিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির একটা বিরাট পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেল যেটা ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীয়ই বৈশিষ্ট্য। কোপারনিকাশের আবিষ্কার এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক অগ্রগতির দ্বারা অধ্যাত্ম জগতের পরিস্থিতি প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল যেটা একটা নতুন প্রয়োজন সহ নতুন একটা সমাজের আগমনী ঘোষণা করলো। যেমন "নিশ্চল" পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতে সুরু করলো সেই সঙ্গে অপার্থিব এবং পার্থিব সকল জিনিস অপরিবর্তনীয় এই ধারণাটা ভিত্তি নড়ে গেল। সামন্ত প্রভুদের থেকে আকাশের পরী ও হুরী পর্যন্ত প্রবহমান দৃঢ়ভাবে প্রোথিত মান্ধাতার আমলের পদমর্যাদা ও ক্ষমতার সম্বলিত স্তর বিভাগের—সব কিছুই কেঁপে উঠলো। পৃথিবীর বুকে সমাজটাও তাহলে পরিবর্তন যোগ্য। যেমনি ঋজু বদ্ধমূল ধারণা একটা প্রধান সংযোগে বিচ্ছিন্ন হ'লো অমনি সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি কেঁপে উঠলো, দুলে উঠলো। কিন্তু সামাজিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে দৃষ্টিকোণ তক্ষুনি পরিবর্তিত হল না।

মান্ধাতার আমলের পূর্ব ধারণার নিবিড় পর্দা ঠেলে সমাজ বিকাশের ধারণাকে রাস্তা করে নিতে হোলো।

## একটা সামাজিক তত্ত্ব ও কল্পনাবাদী ধারণা তৈরী করার প্রচেষ্টা

আজকালের বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানীরা ইচ্ছে করেই আধুনিক সমাজ চিন্তার ইতিহাস সুরু করেন নিকোলো ম্যাকিয়াভিলি (১৪৬৯-১৫২৭) থেকে আর মতামত দিয়ে দুজন প্রখ্যাত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজবিদদের প্রকাশিত একটা বই সুরু হ'য়েছে। এটা এমন হোল কেন? কারণ এইচ্. ই. বার্নেস ও এইচ. বেকার আমাদের বলেছেন, "ম্যাকিয়াভিলির বিশ্লেষণ খোলাখুলি এই পূর্বানুমানের ভিত্তিতে করা হ'য়েছে যে মানব কর্মকাণ্ডের প্রধান উৎসের সৃষ্টি করেছে চক্রান্তশীল আত্মস্বার্থ এবং অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা"। (১৩) ব্যাখ্যাটা এই যে ম্যাকিয়াভিলির যুগ জমানো টাকার শাসন, আদিম সঞ্চয় কালের আবির্ভাব, মানব ইতিহাসের একটা ভয়ঙ্কর পর্বের আবির্ভাব ঘোষণা করে পুঁজিবাদের রক্তাক্ত অগ্রগতির সূত্রপাতকে চিহ্নিত করেছে। আত্মস্বার্থ এবং অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা ইতিহাসের উৎসের ধারণাটি এইটেই বোঝায়। শোষণকারী সমাজে সামাজিক কর্মকাণ্ডের পেছনে আত্মস্বার্থকে পদ্ধতি হিসাবে তুলে ধরার গুরুত্বকে সমাজ বিজ্ঞানে কেউই অস্বীকার করতে পারেনা. কিন্তু যদি তাকে সত্যি বিজ্ঞানসম্মত হ'তে হয় তাহলে প্রয়োজন হ'লো শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব এবং তাদের বিরোধযুক্ত স্বার্থকে দেখিয়ে দিতে হয় এবং বুঝতে হয় যে সমাজের ভিত্তিতে রয়েছে শোষণ। ম্যাকিয়াভিলির কাছে যা ছিল সেটা অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষার মুঠোতে ধৃত ব্যক্তিমানুষ ছাড়া আর কিছু নয়— শোষণের, ব্যক্তিগত সম্পত্তির এবং সামাজিক অসাম্যের প্রধান বক্তব্যটি ছিল আড়াল করা। বাস্তবিক, ম্যাকিয়াভিলি নয়, তবে, অন্য মানুষ ছিল যারা অনেকটা এগিয়ে গিয়ে, ব্যক্তির কাজের পেছনে উদ্দেশ্যকে টেনে বের করে অগ্রগামী সামাজিক চিন্তার পথ প্রদর্শক হয়েছেন।

---

১৩। এইচ্ বার্নেস এণ্ড এইচ্ বেকার, সোশ্যাল থট ফ্রম লোর টু সায়েন্স প্, ৩০২

বুর্জোয়া সমাজ সম্পর্ক জনগণের পক্ষে বিপর্যয় বহন করে নিয়ে এলো। যিনি অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষাকে মানব স্বভাবজাত বলে নির্ণয় করেছিলেন সেই ম্যাকিয়াভিলি থেকে পৃথক যুক্তি দিয়েছিলেন তাঁরা যাঁরা ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দী এটা চাক্ষুষ দেখেছিলেন। এই অন্য লোকেরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্তাক্ত দুনিয়া যে দুনিয়ায় সবকিছুই বিক্রির জন্য থাকে তাব বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দী সামনের দিকে নজর করা মানুষদের পক্ষে তখনও শোষণ ছাড়া মানব সমাজের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা বাকি ছিল। কি করে এই আবিষ্কার হলো এবং কি সর্তে?

শোষণব্যবস্থার এবং নিপীড়নের তীব্র সমালোচনা এবং উন্নত জীবন ও সুখী ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা কল্পনাবাদী ধারণার মধ্যে প্রকাশ হ'লো যেটা সেই যুগে উদ্ভূত হ'লো যে যুগে পুঁজিবাদ গড়ে উঠছিল। এই রচনাগুলোই প্রথম সামাজিক ন্যায়ের স্বপ্নকে এবং সেই ধারণাটিকে ব্যক্ত করলো যাতে আছে যে ধনী ও দরিদ্রের ধারক সমাজ ন্যায় বিবর্জিত। কতগুলি কল্পনাবাদী লেখা যে সমাজে সব জিনিসই সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে, সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কৃষকদের আদর্শযুক্ত এমনি সমবণ্টনের কমিউনিজমকে ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু কল্পনাবাদী লেখা এও পরামর্শ দিয়েছিল যে সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়াও থাকতে পারে এবং একে নির্মূল করলে মানব সমাজ ধ্বংস হবে না বরং সমৃদ্ধ হবে। ঐ পর্বেই সামজিক চিন্তার ঐটাই প্রধান অগ্রগতি। যতই বিমূর্ত এবং সাদামাঠা ভাবে ব্যক্ত হোক না কেন এই ধারণাকে বিরাট গুরুত্ব দিলে অতিমূল্যায়ণ বলা যাবে না। এটা দেখিয়ে দেয় যে স্বপ্নময় রূপেও সমাজের ধারণা ব্যক্তিগত সম্পত্তির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল।

প্রথমে এই ভাবনাটাকে যুক্তি দিয়ে ধরে নেওয়া হ'য়েছিল। এমনকি ঐ পর্বেও কিছু চিন্তানায়ক অনুভব করেছিলেন যে বুর্জোয়া

সম্পর্ক যে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে কর্তৃত্ব গ্রহণ করছে তা জনগণের কাছে কোন প্রতিশ্রুতি বহন করে আনছে না। এই চিন্তানায়কদের সেই ধরনের সমাজব্যবস্থার কথা ভাবতে হয়েছিল যেটা মানুষের কাছে সুখ আনবে। এটা নিরাপদেই বলা যেতে পারে যে সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে কল্পনাবাদই সমাজের প্রগতিশীল বিকাশ তত্ত্বের পুরোধা। যে কোন রূপেই থাকুক ওগুলোর মধ্যে সমকালীন সমাজেব, সামাজিক জীবনের নীতি হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমালোচনা ছিল এবং পরামর্শ দিয়েছিল যে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বন্ধন, নির্লজ্জ আত্মস্বার্থ সন্ধান বা টাকা হাতানো ছাড়াই তাদের সামাজিক জীবনকে বিন্যস্ত করতে পারে।

পুঁজিবাদের প্রত্যুষে ম্যাকিয়াভিলি সমাজের অগ্রগতির পেছনে ব্যক্তিস্বার্থকে চালক শক্তি হিসাবে দেখেছিলেন যেখানে মহান কল্পনাবাদের রচয়িতারা নিজেদের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন যে এই শক্তিটাকে নির্মূল করা যায় কিনা আর যদি তা করা যায় তাহলে সমাজের কি হবে। কিন্তু সে সময় কেউই একথা বলতে প্রস্তুত ছিলেন না যে এ ধরনের সমাজ অনিবার্য সেখানে পৌঁছনোর প্রস্তাব দূরে থাকুক। সে যাই হোক প্রশ্নটির দিকে এগিয়ে যাওয়টাই সামাজিক সম্পর্কের ভাঙ্গনের সেই মহাপর্বে সামাজিক সত্তার পরিবেশ থেকেই উদ্ভুত হয়েছিল।

টমাস মূরের ১৪৭৮-১৫৩৫ প্রধান ধারণাটি তাঁর 'ইউটোপিয়া' বইতে এই কথাগুলো দিয়ে ব্যক্ত করেছিলেন, "তাই আমি নিজেকে এই বলে বুঝিয়েছি সব জিনিষের সমান ও ন্যায় সঙ্গত বণ্টন সম্ভব নয়, ঠিক ঠিক সম্পদও মানুষের কখনও থাকবে না, যদি না এই সম্পত্তিকে নির্বাসিত করা যায় ও বিতাড়িত করা যায়। কিন্তু যতদিন এটা টিকে থাকবে ততদিন থাকবে বেশীর ভাগ এবং সর্বোৎকৃষ্ট মানুষদের মধ্যে দারিদ্র্যের এবং দুর্ভাগ্যের অনিবার্য গুরুভার।" (১৪)

---

১৪। টমাস মূর ইউটোপীয়া, এল. জে. এম. ডেন্ট এন্ড সন্স লিঃ ১৯৩৫ পৃঃ ৪৪

মূর কি করে এই প্রগতিশীল সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন? ইউটোপীয়াতে তাঁর যুক্তিধারা দেখিয়ে দিচ্ছে যে তিনি একজন মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন এবং সামাজিক ব্যাপারে গভীরভাবে স্পর্শকাতর মানুষ ছিলেন। তাঁর সমসাময়িকদের বক্তব্য অনুসারে মূর তাঁর সুরা বিপণির চাকরী থেকে সম্পত্তিজাত সম্পর্কের একটা চমৎকার জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা উনি সম্পত্তি, ধন ও ক্ষমতার মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে ভেবেছিলেন। আইন সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল, সরকারী গুপ্ত তথ্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিলেন এবং তার সারমর্মের মূল্যায়ন করার মত তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক মন ছিল। মানবিক নীতি থেকে আরম্ভ করে তিনি তার সঙ্গে বাস্তবের তুলনা করেছেন। "এটা কি একটা অন্যায় এবং নির্দয় জনসম্পদ নয় যাদের ভদ্রলোক আখ্যা দেওয়া হয় তাদের আর স্যাকরাদের এবং ঐ ধরনের অন্যদের মোটা পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দেয়, (অন্যস্থানে মূর এই তালিকার মধ্যে সুদখোরদের ধরেছেন) যারা হয় অলস মানুষ বা স্তাবক নয়তো বৃথা মজা মারার ফন্দি আঁটে : আর বিপরীতদিকে সেই গরীব চাষী, খনি শ্রমিক, শ্রমিক গাড়োয়ান ও লোহার ও ছুতোরদের ভদ্রভাবে বাঁচার ব্যবস্থা নেই, তাদের বাদ দিয়ে কোন সাধারণ সম্পদ টিকে থাকতে পারে কি? (১৫) সেই কালের বিচারে ঐ ভাবনাটি একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির। তিনি তারপরেও প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে লিখেছেন : "তাই যখন আমি বিবেচনা করি এবং মনে মনে এই সব সাধারণ সম্পদের ওজন করি, যেগুলো নাকি এখন সর্বত্র ফুলে ফেঁপে উঠছে, ঈশ্বর ক্ষমা করুন, আমি কিছুই বুঝতে পারি না কেবল ধনী ব্যক্তিরা সাধারণ সম্পদের নামে নানা পণ্য কিনছে— এ ছাড়া...... । (১৬) এই "কলা কৌশল যখন ধনী ব্যক্তিরা আয়ত্তে রাখার এবং নজর

---

১৫। টমাস মূর, ইউটোপীয়া, এস, জে, এম ডেণ্ট এণ্ড সন্স ১৯৩৫।

১৬। ঐ

নিয়ম করেছে অর্থাৎ বলতে হয়, গরীবের জন্যেও, তাহলে তার জন্য আইন করা হোক।" (১৭) কারুর মনে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে যে তাঁর ইউটোপীয়াতে মূর 'গরীবদের পক্ষে' ধনীদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন? সেই সময় অলস ও অভিজাত-দের মধ্যেকার পাঁড় মাতালদের বিপরীতে তৃতীয় বর্গের (third estate) ধারণা সবে গড়ে উঠছিল সেইজন্যে মূরের 'ধনীরা' ছিল নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবাদী সামন্ত রাষ্ট্রের অভিজাত, উচ্চ শ্রেণীর মানুষ, সুদখোর আর রাজকীয় দরবার এবং ঐ সাঙ্গ-পাঙ্গদের সেবাকারী ভৃত্য ও অধস্তন কর্মচারী। ঐ চরম ক্ষমতাবাদী সামন্তরাষ্ট্র সম্পর্কে মূরের কোন মোহই ছিলনা যেটা নাকি ধনী ও দরিদ্র উভয়ের পক্ষ থেকেই আইন জারী করতো কিন্তু অনুগ্রহ করতো কেবল ধনীদেরই এবং যেটা ধনীদের একটা আইনসঙ্গত ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিল গরীবদেরবিরুদ্ধে। ধন এবং কুঁড়েমী, সমাজের ভিত্তি শ্রমজীবী মানুষকে, যাদের বাদ দিয়ে সমাজই থাকে না, তাদের নষ্ট করে দিচ্ছিল। মূরের মত যারা বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে এসেছিল তাদের অনেকের কাছেই ঐ মতটি গ্রহণযোগ্য। মূর অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন কারণ কার্যতঃ তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে সমাজ কুঁড়ে এবং ধনীদের বাদ দিয়েই থাকতে পারে।

আরেকটা মারাত্মক প্রশ্ন মূর তাঁর ইউটোপীয়াতে তুলেছিলেন সেটা ছিল এই যে এই রকম প্রগতিশীল মতবাদে বিশ্বাসী কোন মানুষ রাজনৈতিক উপায় বাদ দিয়ে কোন বিষয় সাফল্য লাভ করতে পারে কিনা, এখনকার ভাষায় আমরা যেমন বলি। এই বিষয়টাই মূরের সন্দেহ পোষণকরা এবং কঠোর চিন্তা করার কারণ হয়েছিল। রাজ-নীতিকে প্রভাবিত করার একমাত্র উপায় রাষ্ট্রের কাউন্সিলার হওয়া কিন্তু মূর জানতেন ঐ ভাবে বিশেষ কিছু লাভ করা যাবেনা।

তাঁর রচনার প্রথম বইটিতে মূর ১৬শ শতাব্দীর প্রগতিশীল ভাবনার

---

১৭। টমাস মূর, ইউটোপীয়া, এল, জে, এম ডেন্ট এণ্ড সন্স ১৯৩৫

মানুষ এবং সুশিক্ষিত লোকেদের বিয়োগান্ত পরিণতি দেখিয়েছেন। তিনি নিজেই সরকারী দপ্তরে উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন কিন্তু ক্যাথলিকবাদ সমর্থন করে চরমক্ষমতাবাদী রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর রুচি-হীনতা দেখিয়েছিলেন ঠিক যে সময়টা ইংলণ্ডের রাজা ক্যাথলিকদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন। এর জন্য মূরকে জীবন দিতে হ'য়েছিল। যার সঙ্গে তাঁর প্রগতিশীল মত মেলে এমন একটা রাজ-নৈতিক লাইন খুঁজে তিনি ব্যর্থ হ'য়েছিলেন। তিনি ক্যাথলিকদের সমর্থন, লুথার ও জার্মানীর সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক মত এইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল যে রাজা যেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার করবেনা, জনগণও খুব ইচ্ছে জাহির করবে না।

তিনি জানতেন যে এটা পদস্খলন, কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর প্রগতি-শীল মতামতের কোন নিকাশী পথ বের করতে পারেননি।

টোমজ্জো কাম্পানেল্লার ( ১৫৬৮–১৬৩৯ ) কতকটা অন্য লাইনে গিয়েছিল।

উভয়তঃ, একটি কমিউনিষ্ট সমাজের স্বপ্ন এবং যেটা তিনি প্রধানতঃ ক্যাথলিকবাদের সাহায্য নিয়ে লাভ করবেন আশা করেছিলেন সেই সমকালীন বিশ্বের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপনের পরিকল্পনা সহ ডমিনিক্যান সন্ন্যাসীটির দৃষ্টিভঙ্গি বড়ই স্ব-বিরোধী ছিল। বস্তুবাদের একটা উপাদানের সঙ্গে আর মানুষের জ্ঞানের ক্ষমতার ওপর একটা ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ আস্থা সহ তাকে আমরা জ্যোতিষীতে আস্থাবান বলে দেখতে পাই যাকে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান বলে মনে করতেন আর মধ্যযুগীয় স্কোলাষ্টিক দর্শনের কিছু উপাদান আঁকড়ে থাকতে। স্ব-বিরোধী যুগে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ ব্যাপক ছিল যার জন্যে নিরীশ্বরবাদের ভয়ঙ্কর প্রবক্তা যাঁকে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল সেই লুইসিলিও ভানিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের অদৃষ্টের ওপর নক্ষত্রের প্রভাব আছে। তাঁর জ্যোতিষীর যোগে প্রাপ্ত জ্ঞানের বলে কাম্পানেল্লা পুরাতন পৃথিবীর দ্রুত বিনাশের

এবং 'স্বর্ণযুগের' আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যতবাণী করলেন। ছাপাখানা, আগ্নেয়াস্ত্র এবং চুম্বকের ব্যবহারকে চমৎকার জিনিস বলেছেন যা নাকি তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবে। পূর্ববর্তী ৪০০০ বছরের চেয়ে তাঁর শতাব্দীতে অনেক বেশী বিকাশ হয়েছে, পূর্ববর্তী ৫০০০ বছরের তুলনায় তাঁর শতাব্দীতে বেশী বই ছাপা হয়েছে এ জন্য তিনি গর্ব অনুভব করতেন। (১৮)

বিরাট প রিবর্তনের অগ্রাভাস তিনি পেতেন কিন্তু, তার কারণ চাপাতেন গ্রহ ও নক্ষত্রের পাশাপাশি অবস্থানের ওপর, "যেটা... নতুন নৌপরিবহন, নতুন রাজত্ব এবং নতুন অস্ত্র আনবে, এবং যার প্রভাবে আইন ও বিজ্ঞানের রূপান্তর ও নবীকরণ হবে।" (১৯)

কেমন করে কাম্পানেল্লা এই সব ধারণায় পৌঁছলেন? আকাদেমিসিয়ান ভি, পি, ভোলোগিন বলেন, সম্ভবতঃ কাম্পানেল্লা ১৬শ শতাব্দীর একজন লেখক ডোনীর দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে থাববেন যিনি সর্বপ্রথম কল্পনাবাদীর ধারণার রূপরেখা গড়ে তোলেন। কাম্পানেল্লা সিটি অফ্ সান বইটির মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে ভোলোগিন বলেন "১৬শ শতাব্দী শেষে ও ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুদ্ধিজীবীদের একটা স্তরের উদ্ভব হ'য়েছিল যাদের সামাজিক কাঠামোর কোন স্তরে জায়গা হয়নি, যারা স্বাভাবিকভাবে এর বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সেইমত জনগণের কষ্টের প্রতি খুবই সংবেদনশীল ছিলেন।" (২০)

কাম্পানেল্লা বলেছেন: "যাঁরা শিল্পকলা ও কারিগরী বেশী বেশী শিখেছেন, যাঁরা প্রচুর জ্ঞান নিয়ে ওগুলো প্রয়োগ করতে পারেন, মহত্তম এবং যোগ্যতম বলে, তারাই সম্মান পায়। সেই জন্যেই ওরা কারিগরদের ইতর না বলাব জন্য এবং যারা কোন কারিগরী জানে না, যারা অলসতায় বাঁচে আর কুঁড়েমির জন্য এবং ব্যাভিচারের জন্য অনেক চাকর রাখে তাদের মহান বলে না গণ্য করার জন্য বিদ্রুপ করে" (২১)

---

১৮। টোমাজ্জো কাম্পানেল্লা, সিটি অফ দি সান, মস্কো ১৯৫৪, পৃ ১২০ (রুশ)
১৯। ঐ
২০। ঐ
২১। ঐ পৃ ২৫ দেখুন।

সিটি অফ দি সান (সূর্য নগরী) শ্রমজীবী মানুষের একটা প্রজাতন্ত্র আর কোন কুঁড়ে বা মাতাল সেখানে নেই। কাম্পেনেল্লার প্রধান ধারণা হলো সমাজকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সংগঠিত করা যেতে পারে বিজ্ঞানীদের প্রধান ক'রে যাতে বাচ্চারাও শহরের দেয়ালে অঁকা নক্ষত্র, চারাগাছ ও প্রাণীদের আঁকা চিত্রের দিকে কেবল তাকিয়েই অনেক অনেক কিছু শিখতে পারে। এখানে এটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে কাম্পানেল্লার বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জোতিষীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যৌবনে কাম্পানেল্লা দক্ষিণ ইটালীর কালাব্রিয়াতে একটা বিপ্লবী ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিল। ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হ'য়েছিল এবং কাম্পানেল্লা ২৫ বছর জেলে কাটিয়েছিল। জনসাধারণের সঙ্গে ষড়যন্ত্রীদের যোগা-যোগ ছিল এবং কৃষকদের বিদ্রোহ করার জন্য আশা করেছিল। সে সময় আদি খৃষ্টানদের সম্বন্ধে এবং ধনসম্পদ বা জনগণের কাছে সম্মানিত জীবন ছাড়া ঈশ্বরের বাণী প্রচারকদের জীবন সম্বন্ধে কথা বলা হচ্ছিল। এই সমস্ত ভাবনাকে কৃষকদের সমবণ্টনের এবং সমান অংশীদারত্বের মনোভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল। কাম্পানেল্লার রচনায় এর প্রতিধ্বনি আছে এবং তিনি খৃষ্টান লেখকদের উল্লেখ করেছেন আর তাঁর সমষ্টিগত স্ত্রীর দাবীকে ব্যাখ্যা করেছেন আদি খৃষ্টান ঐতিহ্য দিয়ে। তিনি বলেছেন যে সমাজের মধ্যে তিনি বাস করেন যেখানে "সম্পদের উদ্ভব ও রক্ষা হয়ে থাকে এই ঘটনায় যে প্রতেকেরই ব্যাক্তিগত বাড়ী নিজের স্ত্রী ও বাচ্চা আছে," (২২) যেখান থেকেই সম্পদ পুঞ্জীভূত করার ও বাচ্চাদের জন্য রেখে যাওয়ার প্রচেষ্টা হ'য়ে থাকে। কাম্পানেল্লার লেখা প্লেটোর ধ্যানধারণার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল বিশেষতঃ বৈবাহিক সম্পর্কের উপস্থাপন।

মুরের ইউটোপীয়াতে আমরা যে ব্যাখ্যা ও চিন্তার মাত্রা দেখতে পাই, অনেক দিক থেকেই, কাম্পানেল্লার রচনায় তার অনেক ঘাটতি

---

২২। টমাজ্জো কাম্পানেল্লা, সিটি অফ দি সান, মস্কো পৃঃ ৪৫

কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষোক্তটি আগের চেয়ে অগ্রগামী। মূর ছিলেন প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন একজন মানবতাবাদী, একজন মহান চিন্তানায়ক যিনি রাজনৈতিক বাস্তবতায় তাঁর মতামত প্রয়োগ করতে পারেননি। কাম্পানেল্লাই কল্পনাবাদী কমিউনিজমের ধারণার প্রথম ব্যাখ্যাতা, উন্মাদনাপূর্ণ প্রত্যয়ী মানুষ এবং অন্যদের সেই সত্য উপলব্ধি করায় সচেষ্ট হন। এটা সত্য যে কাম্প্যানেল্লাও তাঁর আদর্শ প্রয়োগ করার কোন পথ পাননি। বিস্ময়ের কিছু নেই যে এই জন্য তিনি জোতিষী ধরেছিলেন। মূরের মতোই তিনি ছিলেন ক্যাথলিক এবং প্রটেষ্টাণ্টবাদ বিরোধী। কিন্তু প্রটেষ্টাণ্টবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনায় তিনি আক্রমণ শানিয়েছিলেন পূর্ব নির্দ্ধারণের অন্ধ ধারণার ও মুক্ত ইচ্ছার অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে। অবশ্য তিনি নিজেই এ বিষয় পরিষ্কার ছিলেন না কারণ তিনি নাকি ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা ও জোতিষের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিলেন।

কিন্তু একজন উন্মাদনাপূর্ণ সংগ্রামী কাম্পানেল্লা, যিনি অত্যাচার সহ্য করেছেন, দি সিটি অফ সানের নাগরিকদের সম্বন্ধে তাঁর বইয়ের শেষে লিখেছিলেন, "মানুষ মুক্ত, আর এটা বলা হয় যে ৪০ ঘণ্টা ধরে যে শারীরিক নির্যাতন একজন শ্রদ্ধেয় দার্শনিকের ওপর ( কাম্পানেল্লা স্বয়ং ) চলেছে তাতেও তাঁর কাছ থেকে একটি কথাও প্রশ্ন করে বের করতে পারেনি কারণ তিনি হৃদয়ের গভীরে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত করেছিলেন, এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে নক্ষত্রগুলো দূর থেকে যে মৃদু প্রভাব বিস্তার করে তা আমাদের স্থির প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে কাজ করাতে পারে না।" (২৩) কাম্পানেল্লার কণ্ঠস্বর একজন সংগ্রামীর যা কল্পনাবাদী কমিউনিজমের ইতিহাসে আমাদের কাছে চলতি মরমীবাদ, জ্যোতিষী ও ক্যাথলিক কচ্‌কচির চীৎকারের মধ্য দিয়ে এসেছে।

যে ভাবনায় মূর ও কাম্পানেল্লা তাঁদের গ্রন্থাবলী রচনা করেছিলেন সেটা এই যে যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, যতদিন সাধারণ সম্পদ মুষ্টিমেয়র হাতে থাকবে আর বিরাট সংখ্যার নরনারী দারিদ্র্যে

২৩। টমাজো কাম্পানেল্লা, সিটি অফ দি সান, মস্কো ১৯৫৪, পৃ ৪৫

নিষ্পেষিত হবে ততদিন মানুষ সুখী হবে না।

মূরের ইউটোপীয়া এবং কাম্প্যানেল্লার সিটি অফ্ দি সান ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শোষণ বর্জিত সমাজের প্রথম সুবিবেচিত ছক এবং সেই কারণেই তারা ইতিহাসে গৃহীত হ'য়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যতীতও সমাজ থাকতে পারে এই বিমূর্ত অঙ্গীকার স্বাভাবিকভাবেই সমাজ বিকাশের পথ বিবেচনা করার দিকে পরিচালিত করবে বিশেষতঃ এই ঘটনায় যে উভয় লেখকই সর্বদা বর্তমান আসন্ন ভবিষ্যত সমাজ ব্যবস্থার উপমা দিয়েছেন।

**প্রগতির আদর্শ**

সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ছেদবিন্দুতে সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন থেকে গেল স্বপ্ন হিসাবেই। মানবজাতির ঐতিহাসিক বিকাশে নিয়মতন্ত্রতার ধারণাটি ধর্মীয় নিয়তিবাদী ধারণাকে অবদমিত করে সবে উদ্ভূত হচ্ছিল।

১৭শ শতাব্দীর মধ্যেই সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান লাভ হ'য়েছিল আর শুধু যে অনেক প্রাচীন তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তাই নয় অধিকন্তু আদিম সমাজে বসবাসকারী উপজাতি সম্বন্ধেও জানা গিয়েছিল। আগে, ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে নানা উপজাতি ও জনগোষ্ঠীর আচার আচরণ সম্পর্কে মৌলিক বিবরণ বেরিয়েছিল। (২৪) যাতে আদিম সমাজ সম্পর্কে মোটামুটি ভাল বিবরণ ছিল, ১৭শ শতাব্দীর ইংরেজ বস্তুবাদীরা, তাঁদের রচনায় আমেরিকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবন ধারণ পদ্ধতি ও রীতিনীতি সম্বন্ধে এই ধরনের বর্ণনা গুলো ব্যবহার করেছিলেন এবং উপজাতীয় ও পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান রাখতেন। এমনিই লক্ ব্রাজিল, পেরু ও আফ্রিকার মানুষদের জীবনের উল্লেখ করেন। ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে "সরল অসভ্যদের এবং যাদের তখনও সম্পদ বা গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কোন

---

২৪। পি. সেন্টিয়েভস, লে অরিজিনেস ডি লা মেথোডে কমপ্যারেটিভ এট লা নেইসান্স ডু ফোকলোর ডেস্ সুপারষ্টিশানস্ অউক্স সারভাইভেন্স রেভ্যু ডি এল. হিস্টোইয়ে ডেস রিলিজিয়ন্স, টি সি ভি নং প্যারিস ১৯৩১।

ধারণাই ছিল না এমন মানুষদের সুখী জীবন সম্বন্ধে অনেক বই প্রকাশিত হ'য়েছিল। বিষয়টা ছিল এই যে মানুষ স্বভাবতঃই ভাল কিনা অথবা তার জন্য শাসনের একটা লাগাম এবং মানুষের ওপর মানুষের আধিপত্যের দরকার আছে কিনা। (২৫) শোষণ ব্যবস্থার সমালোচনার জন্য আদিম সম-সমাজের এবং কৃষকদের কমিউনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই মানবজাতির হস্তগত হয়েছিল যেটা মধ্যযুগেও টিঁকে ছিল। যে আদর্শের প্রতি কৃষক অভ্যুত্থানের নেতাদের নজর দিতে হচ্ছিল, কৃষকদের মধ্যে সমতা ও সমবণ্টনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটা সমাজ মূর্তির বিষয় এই অভিজ্ঞতা থেকেই পাওয়া গিয়েছিল।

১৯শ শতাব্দী একজন সমাজবিদ্, ম্যাক্সিম কোভালেভস্কি মূর এবং কাম্পানেল্লার কল্পনাবাদী ভাবনার মধ্যে প্রতিফলিত সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত যে কথাগুলো বলেছিল সেটা সম্পূর্ণ সঠিক ছিল ঃ "যেটা একসময় কেবল যে দক্ষিণী শ্লাভদের মধ্যে জাক্রুগা বা সাধারণ কৃপা হিসাবেই জানা ছিল, জানা ছিল তা নয় অধিকন্তু পশ্চিম ইয়োরোপের মানুষের মধ্যে নানা নামে ছিল সেই পারিবারিক কমিউনের মতই বাহ্যতঃ সাদৃশ্যযুক্ত ছিল এই সামাজিক বিন্যাসগুলো।" (২৬) কোভালেভস্কি আরও দেখিয়েছেন যে কল্পনাবাদীদের "নগর-প্রজাতন্ত্র বা নগর-প্রজাতন্ত্রের ফেডারেশন পছন্দসই ছিল" (২৭) যে ধারণা অবশ্যই প্রাচীন ইতিহাস থেকেই এসেছিল। মূর বা কাম্পানেল্লা কেউই চরম ক্ষমতাবাদী সামন্ত রাষ্ট্র দেখে সুন্দরতর সমাজের স্বপ্ন দেখেন নি, যেটা নাকি সেই সময় গড়ে উঠেছিল। এই সব সামনের দিকে

---

২৫। আর ওয়াই ভাইপ্‌পার— সোস্যাল ডক্‌ট্রিন এণ্ড হিস্টোরিক্যাল থিওরিজ্‌ ইন দি এইটিন্থ এণ্ড নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরীস্‌, মস্কো ১৯০৮ পৃ, ৩০-৩১ (রুশ)

২৬। এম, কোভালেভস্কি ঃ ফ্রম ডাইরেক্ট পপুলার রুল টু রেপ্রেজেন্টেটিভ রুল এণ্ড ফ্রম প্যাট্রিয়ার্কেল মনার্কি টু পার্লিয়ামেন্টারিজম ১ম খণ্ড, মস্কো ১৯০৬, পৃ, ৫০০ (রুশ)।

২৭। ঐ পৃ, ৪৮৩

তাকানো মানুষ এই সকল সামন্ত রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করার কোনও পথই দেখেন নি আর তাই একটা নতুন ব্যবস্থার ভাবমূর্তি দেখার জন্য তাদের নজর ঘুরিয়েছিলেন সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া দূর দেশে।

বিপরীত দিকে, উদীয়মান বুর্জোয়াদের প্রবক্তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশংসা করলো, এবং শাসক শ্রেণীর হাতের হাতিয়ার রাষ্ট্রকে প্রশস্তি করলো। সম্ভবতঃ হবসই সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে রাষ্ট্রের তত্ত্বকে সূত্রায়িত করেছিল ঃ রাষ্ট্র, একটা শান্তি স্থাপনকারী ক্ষমতা যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যুদ্ধ থেকে, সরকারের অভাব এবং সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচায় এবং মানুষকে প্রায় অসভ্য অবস্থা থেকে বের করে নিয়ে যায়। রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তির মধ্যযুগীয় তত্ত্ব পরিত্যাগ করে আর সমস্ত রাজনৈতিক সংস্থার ওপর পবিত্রতার জ্যোতির্বলয় ঘেরা পবিত্রতা আরোপ করে বুর্জোয়া মতাদর্শীরা উচ্চতর শ্রেণীগুলোর সীমাহীন আধিপত্যের প্রচার চালিয়েছিল। সেটা অবশ্য সমাজেব রাজনৈতিক সংগঠনে ও গোটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর নির্দিষ্ট নিয়তির 'তত্ত্ব' থেকে এক ধাপ অগ্রগতি ছিল।

ইতিমধেই যে জ্ঞান পাওয়া গিয়েছিল তার ওপর নির্ভর করে উদীয়মান বুর্জোয়ারা মানবজাতির স্বাভাবিক অগ্রগতির ধারণা ঘোষণা করলো যেটা ঈশ্বরেচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয় কিন্তু বুর্জোয়া সমাজেই সেই আন্দোলনের অন্তিম লক্ষ্য। জঁা বোডিন, টমাস হবস্ এবং অনেক বুর্জোয়া লেখকদের রচনাতে প্রধানতঃ এই ধারণার মূল সুরটি রয়েছে যে শোষক সমাজের স্তম্ভগুলি এবং রাষ্ট্র ধ্বংসাতীত। মূর এবং কাম্প্যানোল্লা এই ধারণাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন এবং বর্তমানকে পরিত্যাগ করেছেন তার বিপরীত এক স্বপ্নবাদী ধারণার জন্যে।

১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে নেপলস্ নিবাসী দার্শনিক গিওভান্নি বাট্টিস্টা ভাইকোর লেখায় এখানে ওখানে নিয়ম নিয়ন্ত্রিত সামাজিক বিকাশের ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বুর্জোয়াদের নতুন যুগকে প্রশংসা করতে বা সুখী সমাজের স্বপ্ন পোষণ করতে অস্বীকার

করলেন। তবে তাঁর সমাজ বিকাশ তত্ত্বের কোন ভবিষ্যৎ ছিলনা। ভাইকোর বিশ্বইতিহাস তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে ঃ ঐশ্বরিকপর্ব, বীরপর্ব এবং মানবপর্ব। প্রারম্ভিক পর্বটি পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হ'য়েছে— যেটা মানবজাতির সংস্কৃতির দিকে যাত্রার আদি কাহিনী ; দ্বিতীয় পর্বটা হোমারের মহাকাব্য এবং অভিজাতদের আধিপত্য নিয়ে ; তৃতীয়টা আরম্ভ হ'য়েছে তখন যখন মানুষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং জন্মসূত্রে অভিজাতদের আধিপত্য শেষ হয়েছে। তবে, মানবযুগ আবার অধঃপাতে যাচ্ছে এবং চক্রটার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

সামাজিক চিন্তার বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা এই রহস্যভরা লেখক সম্বন্ধে অনেক "অসম্ভব কথা লিখেছেন কিন্তু খুব হিসেব করে প্রধান বিষয়টা ধামাচাপা দিয়েছেন যেটাই কিনা ভাইকোর মনোভাবের ব্যাখ্যা করে। ভাইকোর ধ্যান ধারণা আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিটা কি ? ভাইকোর জন্মভূমি ইটালী তখন উতরা-ইয়েব দিকে, যেকারণে উনি উদীয়মান বুর্জোয়াদের এবং পুঁজিবাদী সভ্যতার চারণ গীতিকার হননি। এই ইতালীয় চিন্তানায়ক শুধু প্রগতিই দেখেননি অধোগতিও দেখেছেন। যে পর্ব নিয়ে ভাইকোকে কাজ করতে হয়েছিল সে সময় ইতিহাসে কি ধারণা এবং কি কাল চলছিল ? মানবতাবাদী লেখকরা প্রাচীন দুনিয়া এবং নবজাগৃতির পর্বের মধ্যবর্তী কালকে "মধ্যযুগ" নামে আখ্যাত করেছিলেন যার মধ্যে তাঁরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মধ্যযুগকে অধোগতিমুখী আর নবজাগৃতি 'স্বর্ণযুগ' এনেছে এই ধারণাকে ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে ইতিহাসের এই ভাগাভাগি পূর্বাপেক্ষা অধিক গৃহীত হয়েছিল। পরে ভল্টেয়ার বলেছিলেন যে মধ্যযুগকে ঘৃণা করার জন্যই অনুশীলন করা উচিত অন্য কোন উদ্দেশ্যের জন্য নয়। ১৭শ শতাব্দী শেষে যে সমস্ত রচনা বেরোয় তার কতকগুলোর শিরোনাম ছিল প্রাচীন ইতিহাস, মহান কনস্টান্টিনের পর্ব থেকে তুর্কীদের দ্বারা কনস্টান্টিনোপল বিধ্বস্ত হওয়া

পর্যন্ত মধ্যযুগের ইতিহাস এবং আধুনিক ইতিহাস (২৮)। শেষোক্তটির মধ্যে রেনেসাঁকে প্রথম গৌরব জনক স্থান দেওয়া হ'য়েছিল এবং নজর দেওয়া হ'য়েছিল ইটালির ওপর গোটা কালটাকে তার গৌরব মনে করে। কিন্তু চিন্তাশীল ইতালীয়রা বুঝতে পারলেন যে ১৮শ শতাব্দীতে ইতালির পক্ষে অন্ততঃ ঐ পর্ব শেষ হয়ে এসেছিল এবং একটা নতুন অন্ধকার যুগ শুরু হ'য়েছিল। এই প্রশ্নটা উঠলো ঃ এটাকি ইতালির একার ভাগ্য অথবা ইতালিতে যে' মানব যুগ একঝলক আলোর মধ্যে ইতালিতে শুরু হয়েছিল গোধুলির ফিকে আলোয় তা মিলিয়ে যাবে'?

ভাইকো সমাজ বিকাশে দুটো প্রহেলিকার মুখোমুখি হ'য়েছিলেন। কেমন করে এটা ঘটতে পারলো যে বর্বরতা থেকে গ্রীস-রোমক সভ্যতায় অগ্রসর হ'য়ে মানবজাতি মধ্যযুগীয় বর্বরতার মধ্যে তাকে হারিয়ে ফেলতে বসলো? রেনেসাঁর যুগে যে ইতালি সকল প্রগতিশীল মনের ধ্রুবতারা ছিল আর যে সগর্বে "মানব যুগে" প্রবেশ করেছিল সেই অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে? অন্যভাবে বলা যায় কেন ১৭শ—১৮শ শতাব্দীর সভ্যতা অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজ ধ্বংস, তীব্র দ্বন্দ্ব ও মার্কামারা ত্রুটির ছাপ নিয়ে উদ্ভূত হ'ল?

ভা'ইকো নিশ্চিত ছিলেন যে "মানব যুগ" কোন অর্থেই একটি স্থায়ী সমৃদ্ধির পর্ব নয় ঃ নৈতিকতা ও আচরণ অধঃপাতে যাচ্ছিল আর আত্ম-সুবিধা সন্ধান ও ক্ষমতালিপ্সা ছড়িয়ে পড়ছিল। এ যুগের দিগন্তের প্রান্তে বর্বরতা উঁকি দিচ্ছিল যেটা একবার রোমক সভ্যতাকে স্থানচ্যুত করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল। নতুন "মানব যুগে" বর্বরতার সাক্ষ্য পেয়ে ভাইকো সিদ্ধান্ত করলেন যে অধঃপতন ও ধ্বংসের বীজ ঐ যুগের ইতিহাসের মধ্যেই সুপ্ত ছিল। একজন

---

২৮। ভি, এন, লাজায়েভ "দি প্রবলেমস অফ রেনায়েসেন্স এ্যাজ ডেসক্রাইভড বাই রেনায়েসেন্স রাইটার্স এণ্ড এনলাইটেনার্স" ইন দি কলেকশন ঃ ফ্রম দি হিস্ট্রি অফ সোসিও পলিটিক্যাল আইডিয়াজ, মস্কো ১৯৫৫ পৃ, ১৩৭ (রুশ)।

নিঃসঙ্গ মানুষ সমাজের মানব যুগে প্রবেশের সাধারণ আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে এই একটা নতুন ধারণা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু ভাইকো ভবিষ্যতে যাবার কোন রাস্তা পেলেন না, ইতিহাসকে তার গতিমুখ ফেরাতে হলো। পরিণামে, মূর এবং কাম্প্যানেল্লার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবেনা।

তবে, যাঁরা উদীয়মান বুর্জোয়াদের মতামতকে প্রকাশ করতেন ১৮শ শতাব্দীর জ্ঞানালোক প্রজ্বলনকারীরা (Enlighteners) ইতিহাসের পক্ষে উল্টোদিকে যাবার সম্ভাবনায় বা আরেকটি অধঃপতনের পর্বের কাছে নতি স্বীকার করবে একথায় বিশ্বাস করতেন না এবং সেই অনুযায়ী মানবজাতির সীমাহীন অগ্রগতির ধারণার উপর জোর দিতেন। তাঁরা জোর দিয়ে বলতেন সামাজিক বিকাশ কোন ঐশ্বরিক ব্যাপার নয়, বরং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। ১৭শ শতাব্দীতে, স্পীনোজা আগেই জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে যুক্তি মানুষকে অন্য মানুষের সঙ্গে মিলে প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে অনুপ্রাণিত করে আর সমাজের মধ্যে মানুষের গ্রন্থিবন্ধন একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া আর যে রাষ্ট্র তাদের একত্রিত করেছে তা মানুষেরই ক্ষমতা প্রকাশ করে।

মণ্টেসকিউ এর ল্'এস্পিরিট ডেসলোইস (আইনের ভাব) ১৭৪৮ এ প্রকাশিত হয় এবং রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্তনের পেছনে প্রাকৃতিক কারণের ধারণাটিকে আরও গভীরভাবে প্রকাশ করে। মানব সমাজের বিকাশের ব্যাখ্যায় মণ্টেস্কিউ ভৌগোলিক পরিবেশ, ভূমির প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার ওপর জোর দেন, কিন্তু তিনি সমাজ বিকাশের ধারণাটি উপলব্ধি করা থেকে তখনও অনেক দূরে ছিলেন কারণ তাঁর চিন্তা কেন্দ্রীভূত ছিল রাজনৈতিক সংস্থার উপর, প্রথমতঃ রাষ্ট্রে।

মানবজাতির সীমাহীন বিকাশের ধারণাটির ব্যাখ্যা টারগট নিজস্ব ধরনে করেছিলেন। তিনি ম্যাকিয়াভিলির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না এবং তাঁর ডিসকোর্স অন ইউনিভার্সাল হিষ্ট্রীতে (১৭৫১) বলেছিলেন যে, "আন্দোলন ও শান্তি, ভাল ও মন্দকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লাগিয়ে মানবজাতির গোটা মানুষ তাদের ত্রুটিহীন অবস্থার দিকে

নিরন্তর মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছে।"(২৯) আরেকজন ফরাসী প্রবুদ্ধকারী কনডরসেট বলেছিলেন ঐ প্রগতি সম্পর্কে যার বলে মানুষ "তার মনকে নতুন সত্যের দ্বারা পুষ্ট করতে, বুদ্ধির উৎকর্ষতা সাধন করতে, গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে, নিজের ভালর জন্য এবং সাধারণ মঙ্গলের জন্য তাকে প্রয়োগ করার জন্য ভাল করে শিখতে পারছে।"৩০

জার্মান প্রবুদ্ধকারী মানুষদের কাছেও প্রগতির ধারণা অপরিচিত ছিলনা, যাদের মধ্যে ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একজন চিন্তানায়ক হার্ডার ছিলেন, যিনি এ কথাটা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে সামাজিক বিকাশটা এমন প্রক্রিয়া যার মূল প্রকৃতিতে প্রোথিত। জার্মান প্রবুদ্ধকারী মানুষরা বিশ্বাস করতেন যে যদি ইতিহাসের একটা অধঃ পতনের যুগ—মধ্যযুগ থেকে থাকে শেষ পর্যন্ত সেটা মানুষকে তা থেকে শিক্ষা নিতে সাহায্য করে কারণ বিশ্বইতিহাসের সারমর্ম হল মানুষের শিক্ষা আর আত্মিক শক্তির প্রস্ফুটন। এসব সত্ত্বেও, সামাজিক প্রগতির প্রশ্নটা দুর্বোধ্য প্রশ্নই থেকে গেল।

সমাজ বিকাশের উত্থানশীল তত্ত্বগুলোর কাছে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ভাববাদ। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারণাটাকে খুব খাড়াখাড়ি এবং অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে করে ফেলা হ'ল একপেশে। সমস্ত প্রবুদ্ধকারীরা মানতেন যে প্রগতি বিজ্ঞানের অগ্রগতি জ্ঞানের বিস্তার আর কুসংস্কার ও ভুলবিশ্বাসের ক্ষীয়মানতা যা অন্ধকারের ওপর যুক্তিকে স্থান করে দেয় তার মাধ্যমেই প্রগতি প্রকাশিত হয় ও এটাই ফরাসী প্রবুদ্ধকারীদের প্রতিষ্ঠিত সমাজবিকাশ তত্ত্বের প্রধান ভাব। ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে কয়েক প্রজন্মের চিন্তানায়করা মানবজাতির বিকাশের জন্য বিজ্ঞান জ্ঞানের বিকাশের গুরুত্ব দেখিয়েছেন যেটা প্রকৃতিকে জয় করার জন্য দরকার। ওঁরা মানবজাতির নৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রগতির মধ্যে সম্পর্কও দেখিয়েছিলেন কিন্তু গোটা

---

২৯। এইচ্, ই, বার্নেস এণ্ড এইচ্ বেকের সোস্যাল থট ফ্রম লোর টু সায়েন্স, ১ম খণ্ড, পৃ ৪১৩।

৩০। ঐ পৃ ৪৭৪

ধারনাটাকে এই মতে পর্যবসিত করেছিলেন যে শেষপর্যন্ত জ্ঞানের বিস্তার ও নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আত্মিক উন্নতি ছাড়া ও঳দের মতে প্রগতির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্থার বিকাশ, বিশেষতঃ রাষ্ট্রের যেটাকে নাকি মধ্যযুগীয় অতিপ্রাকৃত ঐশ্বরিক শক্তি উদ্ভূত বলে জ্যোতির্বলয় দিয়ে ঘেরা হয়েছিল তা থেকে মুক্ত করা হ'য়েছিল, যাকে এখন মানুষের সৃষ্ট মনে করা হচ্ছিল সেটাও অন্তর্ভুক্ত। এর বলে এ কালের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হ'লো সমাজের রাজনৈতিক বিকাশের প্রশ্ন কিন্তু উদীয়মান বুর্জোয়াদের চিন্তানায়কগণ বিশ্বাস করতেন যে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ শেষ পর্যন্ত জ্ঞানের প্রসার, নৈতিকতা ও আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে জড়িত।

সমাজের সামাজিক সংগঠন প্রত্যয়টি ১৮শ শতাব্দী প্রবুদ্ধকারীদের যেটা রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মবোধক। সামাজিক বিন্যাস হিসাবে—"পৌর সমাজ" সংজ্ঞাটি ঘন ঘন দেওয়া হচ্ছিল সেটা তখনই সূত্রায়িত হ'য়েছিল কিন্তু এবিষয়ের সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা এর "পৌর সমাজ" সংজ্ঞাটি রয়ে গেল ভাসাভাসা। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ এবং সমাজবিকাশে তার ভাগ্য সামাজিক তত্ত্বের এই মৌলিক প্রশ্নর অবতারণা তখনও হয়নি, অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন পড়ে রইল যেগুলো খাড়াখাড়ি প্রগতির ছকে খাপ খেলোনা।

ঠিক তখনই জঁা জ্যাকোয়েস রুশো, ১৮শ শতাব্দীর অন্যতম মহান প্রবুদ্ধকারী তাঁর সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেণ। ডিজোনে আকাদেমীতে উপস্থাপিত তাঁর প্রথম গবেষণা প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমালোচনা করলেন যেটা, তাঁর বিশ্বাসানুযায়ী, কোন অর্থেই অমিশ্র আশির্বাদ নয়। সম্পদ একটা, বিরাট ক্ষতিকর জিনিস, আর বিজ্ঞান ও কলা ঐ সম্পদ ও বিলাসিতা থেকে উদ্ভূত। রুশোর যুক্তি আরেকবার অতীতে কোন স্থানে স্থিত "স্বর্ণ যুগের", সুখী অসভ্যজাতির কিংবদন্তীর প্রতিধ্বনি করলো, দুটোই মন গড়া

আদর্শ অতীত যুগের প্রতিধ্বনি করে।

রুশোর লেখা দেখিয়ে দিল বুর্জোয়া তত্ত্বের পক্ষে সোজাসুজি এগিয়ে যাওয়া অতো সোজা নয়। বাস্তবিক, যদি প্রগতি থেকেই থাকে তবে সেটা দুর্বলের ওপর সবলের আধিপত্যকে টেনে নিয়ে বেড়ায় কেন?

সামাজিক অবিচারের কঠোর মুষ্ঠি থেকে সমাজ কি রেহাই পেতে পারে?

রুশো স্বর্ণযুগে ফিরে যাবার আহ্বান জারী করেন নি। তিনি লিখলেনঃ "তাহ'লে আমরা কি করবো? আমরা কি সমাজকে ধ্বংস কোরবো? তোমারটা ও আমারটাকে ধ্বংস করা আর জঙ্গলে ফিরে ভালুকের পাশে থাকা?" (৩১) এই প্রশ্নে রুশোর কোন সদর্থক উত্তর ছিল না। রুশো বিশ্বাস করতেন ইতিহাসের উপস্থাপিত কঠিন সমস্যা মানুষকে সমাধান করতে হয় তবে তাকে এগিয়ে যেতে হবে পশ্চাদ্‌পসরণ করা যাবে না। কিন্তু কোন পথে সে অগ্রসর হবে? ভবিষ্যতে নজর দিয়ে তার একমাত্র উত্তর হলো বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোর সংস্কার এবং একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন।

এটা সত্যি যে প্রায়ই রুশো একটা রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে বলতেন যেটা "ভালভাবে সংগঠিত।" তাঁর সোস্যাল কনট্রাক্ট (সামাজিক চুক্তি) বইতে তিনি লিখেছেন, "রাষ্ট্রের সংবিধান যত ভাল হবে ততই নাগরিকদের মনে সাধারণের বিষয়গুলো চেপে থাকবে। বাস্তবিক ব্যক্তিগত ব্যাপার খুব সামান্যই আছে কারণ সাধারণের মোট মঙ্গল থেকে বেশ একটা বড় অংশকে প্রত্যেকটি ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য রেখে দেওয়া হয় যাতে নিছক ব্যক্তির ব্যাপারে তাকে কম সচেষ্ট থাকতে হয়।" (৩২) পরের কালের চিন্তানায়কেরা যারা সমাজবিকাশের সমস্যা,

---

৩১। কালেকশন কম্‌প্লিট ডেস ওইভ্রেস ডি জে জে রুশো, জেনেভা ১৭৮২ টোম প্রিমিয়ার পৃ ২০৯ নোট ৯

৩২। জে জে রুশো লে কণ্ট্রাক্ট সোস্যাল প্যারিস, লিভরে ৩ অধ্যায় ১৫পৃ ৩০৫

তার প্রবণতা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন তারা সকলেই এই ধরণের ন্যায্য এবং গভীর ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু রুশো বা তার পরে যারা এসেছিলেন তারা কেউই "জন কল্যাণে" কি করে এমন প্রাচুর্য সৃষ্টি করা যায় যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে টেনে আনা যায় এবং ব্যক্তিগত উদ্বিগ্নতা পাশে ঠেলে দিতে পারে তা জানতেন না। মূর এবং কাম্পেনেল্লা আগেই বুঝেছিলেন যে সেটা সাধারণ সম্পত্তি না হ'লে করা যায় না। কিন্তু তাঁরাও জানতেন না কি ক'রে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এ অবস্থায় পৌঁছে দেবে বা সে তা মোটেই করবে কিনা। এ প্রশ্নটির উত্তর কার্যত তাঁরাও দিতে পারেন নি। রুশো মনে করতেন যে মানুষের কল্যাণের জন্য কাউকে কেবলমাত্র সম্পদ ও দারিদ্রের অতিরিক্ততাকে এড়িয়ে যেতে হবে যে জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে সমানভাবে বণ্টন করতে হবে। ওটা ছিল পাতিবুর্জোয়াদের ব্যর্থ আদর্শ। আমরা তাই দেখি যে রুশো বা তাঁর অনুগামীদের কেউই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা বিবেচনা করেন নি যেটা হ'লো শোষণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তার সম্পর্কে কি করা হবে তার প্রশ্ন।

রুশোর অনুগামীরা নাম সর্বস্ব বুর্জোয়া সাম্যের এবং স্বাধীনতার বিমূর্ত ধারণা ছড়ানোর মধ্যেই পথ খুঁজেছিলেন। তারা বিশ্বাস করতো যে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিই চালাকীটা খেলবে। ১৭৮৯ এর বিপ্লবের বহু নেতাই এইসব ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন এবং বুর্জোয়া মতাদর্শীরা একে স্বাধীনতা, সাম্য আর অধিকন্তু ভ্রাতৃত্বের যুগ বলে আখ্যাতক বহুকণ্ঠে এর যুগের প্রতি স্তব সঙ্গীত নিবেদন করেছিলেন। তারা ঘোষণা করেছিল যে সামন্ততন্ত্রও মধ্যযুগের শৃঙ্খলে অবসন্ন এবং আর্ত মানবজাতির জন্য নতুন ব্যবস্থার গর্ভে চির সুখ রয়েছে। একবার সামন্ত ও বিশপদের গর্বিত এবং দুর্ভেদ্য দুর্গ ধ্বংস করে, তাদের দেওয়ালকে মাটিতে মিশিয়ে দিলে, গড়গু লোকে বুঁজিয়ে দিলে মানুষের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের মধ্যে সাম্যপ্রতিষ্ঠার জন্যে একজনকে মোট যা করতে হবে সেটা হ'লো

সামন্ত প্রভুদের অস্বাভাবিক সুবিধাভোগের অবসান কারণ অধ্যাত্ম জগতের প্রভু ও পার্থিব জগতের প্রভু ছাড়া আর সবকিছু "তৃতীয় বর্গের" (থার্ড এষ্টেট) অধিকারভুক্ত যে বুর্জোয়াদের তখনও পর্যন্ত আসল রূপটি দেখাবার খুব সুযোগ জোটেনি কেউই আশা করতে পারে না যে তারা শ্রমকারীদের খুব একটা ক্ষতি করবে এবং সেইজন্যে 'জনগণের' সাধারণ ধারণা থেকে বিশেষ আলাদা করে দেখা হতোনা। যেহেতু মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের প্রশ্নটি স্পষ্ট করে সূত্রায়িত করা হয়নি সেইহেতু সমাজ বিকাশের ধারণা এবং তার ভবিষ্যতও ঘোলাটে এবং ভাসাভাসা রইলো।

বুর্জোয়াদের স্বাধীনতার আওয়াজের আসল অর্থ হ'লো কেবল ব্যক্তি-উদ্যোগের স্বাধীনতা আর সেইসব আবিষ্কারের অবসান যেগুলো সামন্ত-তান্ত্রিক ভূমিস্বত্ব থেকে উঠেছিল আর সাম্যের আওয়াজ আনুষ্ঠানিক অধিকারের ঘোষণা যা ভোগ করবার প্রকৃত সম্ভাবনা খেটে খাওয়া শ্রমিক ও কৃষকের ছিল না।

সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে ১৮শ শতাব্দী একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাল। বুর্জোয়ারা প্রগতির পতাকাতলে জনগণকে নিয়ে সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার স্তম্ভগুলির ওপর ঝটিকা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এই দাবী করে যে সামন্ততন্ত্রের জায়গায় যে নতুন ব্যবস্থা স্থাপিত হবে সেটা যুক্তি ও ঐতিহাসিক ন্যায়ের দাবী পূরণ করবে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা কারণ এর নিহিতার্থ হ'লো সমাজ বিন্যা-সের রূপান্তর ঘটানোর সম্ভাবনা ও অপরিহার্যতা এবং ভবিষ্যৎ এরই পক্ষে। এটা সমাজ বিকাশের উদ্ভবশীল তত্ত্বের একটা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিকে চিহ্নিত করেছে যেটা জনগণের ঐতিহাসিক এবং বিপ্লবী কার্যকলাপ থেকে অবিচ্ছেদ্য। তারপর থেকেই সামাজিক চিন্তার ইতিহাস মোহচূর্ণ করেই গড়ে উঠেছে, শ্রেণী সংগ্রামের গতিপথে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পুঁজিবাদের সামর্থ্য সম্বন্ধে এবং এর দ্বারা প্রকৃত জয় এবং সামাজিক ন্যায়ের পথ খুলে দিতে।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ভবিষ্যতের বার্তাবাহী দূত

সে যাই হোক, এমনকি ১৮শ শতাব্দীতেও সামন্ততন্ত্রের অন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে নির্ভীকতম চিত্ত ঐপর্বের বাইরে দৃষ্টি মেলে দেখতে চেষ্টা করলো ভবিষ্যতে, যেটা বাস্তব হ'য়ে উঠছিল সেই দিকে। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আর সমাজবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভাব্যতার আলোচনা করতে গিয়ে এই সব চিন্তানায়কেরা আরেকবার মানুষের ওপর মানুষের শোষণকে এবং শ্রেণীভিত্তিক অসাম্যকে নির্মূল করা সম্বন্ধে বিবেচনা করলো। একটা অন্যরকম সামাজিক বিন্যাসের স্বপ্ন তাদের ছিল যেটা যুগ যুগ ধরে মানুষকে ধনী-দরিদ্রে, পাওয়া আর না-পাওয়ার দলে বিভক্ত করেছে তাকে নির্মূল করবে। যে পর্বে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছিল আর যখন কৃষক এবং কারিগর জাতীয় উপাদানগুলো গতিলাভ করেছিল এই বিপ্লবকে সুযোগ এবং শক্তি দিয়ে তখন এই পর্বের শ্রেষ্ঠ চিত্তের অধিকারীরা অনিবার্যভাবেই লোকের মেজাজ ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিল। সেটা সমাজবিকাশের তত্ত্বের এবং ঐতিহাসিক প্রগতির পথ অন্বেষণের পক্ষে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। এই সব চিন্তানায়করা এটা বলবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল ঃ যে নতুন সমাজের আলোচনা হচ্ছে তা যদি সব দিক থেকেই আসতে বাধ্য হয়, যদি এটা মানব স্বভাবের দাবী পূর্ণ করতে পারে তবে নতুন সমাজের বহু প্রবক্তাদের প্রস্তাবগুলিকে ছেড়ে আরও কিছু করতে হবে।

### অষ্টাদশ শতাব্দীর কল্পনাবাদী কমিউনিষ্ট

১৮শ শতাব্দীতে অন্যতম ভয়শূন্য চিত্তের মানুষ ছিলেন ফরাসী লেখক মোরলী যিনি তাঁর কল্পনাবাদের মধ্যে "ধারাতে বিভক্ত আগাম

প্রস্তুত আইনের খসড়া"র একটা নতুন কায়দা ব্যবহার করেছিলেন।(১) এটা মোরলির আর মুর ও কাম্পানেল্লার কল্পনাবাদের মধ্যবর্তী পর্বের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। এটা বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় ছিল এবং চিন্তানায়করা সমাজের রূপান্তরের নিশ্চিতি প্রদান করে তাঁদের স্বপ্নকে আইনের ধারার আবরণে আবৃত করতে শুরু করলেন।

আকাডেমিসিয়ান ভোলগিন ঠিকই বলেছিলেন যে মোরলিই প্রথম সমাজতন্ত্রের একটি মৌল নীতিকে সূত্রায়িত করেন ঃ প্রত্যেককেই সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে, সাধারণের মঙ্গলের জন্য। মোরলি এই ধারণার দিকে ঝুঁকেছিলেন যে প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন করতে হবে। ভোলগিন লক্ষ্য করেছেন যে এই ধারণাটা মুর এবং কাম্পানেল্লার লাইনগুলোর মধ্যেও প্রচ্ছন্ন আছে। তাই, যে মানবতার শুরু হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য, অনিবার্যভাবেই সেটা একটা নতুন দাবীর দিকে এগিয়ে গেল ঃ ব্যক্তিকে নিজের গুণাবলীর উৎকর্ষতা সাধনের জন্য, সাধারণের কল্যাণে তাকে ব্যবহার করার জন্য এবং তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য সুবিধা দিতে হবে। যদি মানুষের সামর্থ্যের প্রকাশ ঘটানোর জায়গা না থাকে যদি তার প্রয়োজন মেটানো না হয় তবে ব্যক্তির বিকাশের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এটা মানবতার বিকাশে একটা যুক্তিসিদ্ধ অপরিহার্য স্তর।

এখানে, সামাজিক চিন্তা কমিউনিজমের একটা মূল নীতি, সামাজিক ন্যায়ের একটা বুনিয়াদী দাবী সূত্রায়িত করার কিনারায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর বাকি রয়ে গেল সেটা হ'ল ঃ কখন এবং কেমন করে এই নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ঐ নিয়ম সহ, যে প্রত্যেককেই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ ক'রতে হবে প্রয়োজন অনুসারে পাবার জন্যে ?

---

১। ভি, পি, ভোলগিন "মোরলির কমিউনিস্ট তত্ত্ব" মোরলির বই দেখুন দি কোড অফ নেচার অফ দি ট্রু স্পিরীট অফ ইটস ল, মস্কো লেনিনগ্রাদ ১৯৫৬ পৃ ৩৬ (রুশ)

কমিউনিষ্ট সমাজের আলোচনা তখনও রয়ে গেল বিমূর্ত কল্পনার মধ্যে, কারুর মতে কমিউনিজম বাস্তবে অসম্ভব কারণ এটা মানব স্বভাব বিরোধী আর অন্যেরা বললেন যে এটা সম্ভব কারণ এটা সামাজিক ন্যায়ের দাবির সঙ্গে ও মানব স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়। এর বিপরীতে মোরলি যুক্তি দিয়েছে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই মানব স্বভাবকে বিকৃত ও নষ্ট করেছে। স্বর্গচ্যুতির অদ্ভুত পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এসে —ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রচলন--মানুষ নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে এবং "স্বর্ণ যুগের" সমাজ বিন্যাসে ফিরে যেতে বাধ্য হবে।

হয়তো এই বিতর্ক কল্পনামূলক কিন্তু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নতুন দৃষ্টিকোণ এবং মানুষের সামাজিক বিকাশের মূল সমস্যার দিকে যাবার পথ প্রস্তুত করলো। সামাজিক ন্যায়ের এবং শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন ফুটে উঠলো উজ্জ্বলভাবে সাধারণ মানুষের মনে, যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৭শ শতাব্দীর জমির সাধারণ মালিকানার জন্য খনক আন্দোলনে ( Digger's movement ) শ্রমজীবী মানুষ আশা করেছিল যে চরম ক্ষমতাবাদী রাজতন্ত্রের পতনে সমাজ বিপ্লব আসবে কিন্তু এটা বিমূর্ত সম্ভাবনা কারণ এর প্রকৃত পরিবেশ তখনও তৈরী করা বাকি ছিল। তবে এটা মানব জাতির সামাজিক চিন্তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিকে চিহ্নিত করেছে: বিপ্লবের ধারণা, বিপ্লবী ক্ষমতার সামনে উন্মুক্ত সুযোগ এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণা কাছাকাছি আসছিল।

ইংরাজদের বিপ্লবে তুটো সবচেয়ে প্রগতিশীল ঝোঁক ছিল সমতলকারীরা (Levellers) এবং খনকরা (Diggers) যারা, জমির সাধারণ মালিকানা চেয়েছিল, যেখানে লোকেরা জমির দখল করে থাকবে সামাজিক সম্পত্তি হিসাবে। এই আন্দোলন প্রথম ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন কৃষকরা জমির সীমায় ঝোপঝাড়ের বেড়া ও খানা নিশ্চিহ্ন করে সম্পত্তি চিহ্ন মুছে দেবার চেষ্টা করেছিল। ১৬০৭ সালে তারা একটা ঘোষণা করে যাতে বলা হ'লো: জবরদখলকারী অত্যাচারীরা—আমাদের মাংসকে দারিদ্রের উদুখলে চূর্ণ কর যাতে ওগুলো

নিজে নিজেই মোটা ছিন্ন ভিন্ন দেহের মধ্যে বাস করতে পারে। ওরা গোটা শহরকে জনশূন্য করেছে ও ছুঁড়ে ফেলেছে এবং তাকে ভেড়া চরানোর মাঠ করেছে যেটা আমাদের যৌথ সম্পদের কোন কাজেই আসবেনা। (২) খনকদের (Diggers) মতামতকে পরে, বিপ্লবের গতিপথে কমবেশী সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থিত করা হয়েছিল।

তাঁর স্বাধীনতার আইনে (১৬৫২) জেরার্ড উইনষ্টানলি একটা সমাজচিত্র খাড়া করেছিলেন যার মধ্যে, দেশস্থ কৃষক ও ব্যবসায়ীদের অথবা দেশের বা বিদেশের দিকে নৌচালনার দ্বারা শ্রমজাত সম্পদ একটা সাধারণ যৌথ ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩) যৌথ ভাণ্ডার থেকে প্রত্যেকে তার "প্রয়োজন অনুযায়ী পাবে।" তিনি লিখলেন "যেমন যেমন প্রত্যেকে যৌথ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে তেমনি প্রত্যেকে-রই তার আনন্দের এবং আরামপ্রদ জীবনের জন্য, ক্রয় বিক্রয় না করে বা কোনটা থেকে বঞ্চিত না করে যে কোন পণ্যে বাধা-হীন প্রবেশাধিকার থাকবে"। (৪) প্রজাতন্ত্রে সামাজিক সম্পত্তিরই আধিপত্য থাকবে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে মোরলি একশো বছর আগে কল্পনাবাদী স্বপ্নকে একটা প্রকল্প হিসাবে উপস্থাপিত করেন যেটা বিপ্লবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে। (৫) উইনষ্ট্যানলি ক্রমওয়েল সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার ওপর একটা প্রজাতন্ত্র গড়ার আশা করেছিলেন যেখানে মোরলির কল্পনায়—কে নতুন আইন পাশ করবে তা মোটেই পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু দুজনেই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের আওতায় সামন্ত সমাজ থেকে সমাজকে, আইন পাশ করে কমিউনিষ্ট ব্যবস্থায় নিয়ে যাবে বলে আশা করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের লাফিয়ে যাওয়া কল্পনার রাজ্যেই থেকে গিয়েছিল। উইনষ্ট্যানলি আশা করেছিলেন যে

২। ডব্লিউ, এইচ. আর কার্টলার—দি এনক্লোজারস এণ্ড রি ডিষ্ট্রিবিউসন অফ আওয়ার ল্যাণ্ড, অক্সফোর্ড ১৯২০ পৃ ১৩২

৩। জেরার্ড উইনস্ট্যানলি সিলেকশন, ল অফ ফ্রিডম, লণ্ডন পৃ ১৭৯

৪। ঐ

৫। এম, এ বার্গের "উইনস্ট্যানলিস্ সোস্যাল ইউটোপীয়া" ইন দি কলেকশন এ হিষ্ট্রি অফ সোস্যাল ডকট্রিনস্, মস্কো ১৯৬২, পৃ ৫৮-৮৮ (রুশ) দেখুন

ইংলণ্ডে নিরঙ্কুশ সামন্ত প্রথার ধ্বসে পড়া বুনিয়াদী সমাজ পরিবর্তনে পথ তৈরী করবে, যে ধারণাটি ফ্রান্সেও প্রসার লাভ করেছিল, নিরঙ্কুশ সামন্তপ্রথা৲ উল্টে ফেলার সংগ্রামের চূড়ান্তপর্ব আসন্ন হ'য়ে উঠেছিল। সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদী পরিবর্তনের প্রথম দিককার আশাগুলি জ্বলে উঠেছিল এবং নিভেও গিয়েছিল।

উইনষ্ট্যানলির কল্পনার যেটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হ'লো এই যে সেটা সরাসরি ব্যাপক বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৮শ শতাব্দীতে ফ্রান্সেও সামাজিক চিন্তা একটা নতুন স্তরে প্রবেশ করেছিল যেখানে নিরঙ্কুশ সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে উল্টে ফেলে দেবার জন্য কল্পনাবাদী কমিউনিষ্ট ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ব্যাপক বৈপ্লবিক সংগ্রামের যোগাযোগ আরও বেশী জোরালো ছিল। ফরাসী কৃষকদের নির্দয় শোষণ এবং তাদের দুর্দশা লক্ষ্য করে একজন গ্রাম্য ধর্ম-যাজক, জঁা মেস্‌লায়ার শোষণ ও অবিচারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থার আওতায় মুষ্টিমেয় যে একদল মানুষ শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর প্রভুত্ব ফলায় তার মোকাবিলায় বিপ্লবী সংগ্রামই যে একমাত্র উপায় এ কথার ওপর জোর দিয়ে নিপীড়ক ও নিপীড়িত বর্জিত নতুন কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার স্বপ্ন তাঁর সুসমাচারে (Testament) তুলে ধরেন।

অধ্যাপক বি. এফ. পরসনেভ মেস্‌লায়ারের মতামত সম্বন্ধে তাঁর রচনায় বলেছেন, "যে সবের মধ্যে এগুলো ঘটে সেই বিচিত্র কারণ, পরিস্থিতি যাই থাকুক সমস্ত লোকায়ত হাঙ্গামা, দাঙ্গা এবং অভ্যুত্থান সম্পত্তি বা সম্পত্তির ব্যাপারের ওপর কেন্দ্রীভূত"। এই সমস্ত দাঙ্গায় "জমিদার বাড়ী বা প্রাসাদ লুণ্ঠনে যারা যোগ দিয়েছিল তারা নিজেদের দস্যু মনে করতো আর নিজেদের বা আত্মীয়দের কাছে যত ভাসাভাসা-ভাবেই হোক আদর্শের কথা, অবিচার ও জনগণের কাছ থেকে অপহৃত সম্পদের অন্যায্যতার সাফাই দেয়নি একথা বিশ্বাস করা কঠিন"। (৬)

---

৬। বি, এফ, পোরস্‌নেভ "দি পপুলার সোরসেস অফ জঁা মেসলায়ার" ইন দি কলেকশন ফ্রম দি হিস্ট্রি অফ সোসিও পলিটিক্যাল আইডিয়াজ পৃ ১২১-২২ (রুশ)।

এই সব ভাসাভাসা ভাবনা এবং খণ্ড খণ্ড ধারণাকে একত্র করে ব্যাখ্যা করেছিলেন মেস্‌লায়ার।

পরসনেভ জোর দিয়ে বলেছেন যে হয়তো লোকায়ত আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত এবং নেতিবাচক ছিল তবে তারা লোকায়ত অভ্যুত্থানের বিজয়ের, বিদ্যমান কর্তৃত্বের উৎখাত এবং লোকায়ত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়েছে—এই ধারণা মেস্‌লায়ার প্রকাশ করেছেন এবং বিকশিত করেছেন। কৃষক অভ্যুত্থান ছিল "চার্চের জারী করা সবচেয়ে পবিত্র নিষেধাজ্ঞা ও বিশ্বাসের—বিদ্রোহের উপর নিষেধাজ্ঞায় ফাটল ধরানো।" এইসব ধর্মযাজক বিরোধী এবং ধর্মবিরোধী মনোভাবকে মেস্‌লায়ার বস্তুবাদের ভিত্তিতে সম্প্রসারিত করেছিলেন এবং নিজে এসে পৌঁছেছিলেন বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে।

ফ্রান্সে ১৮শ শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্লবের পর্বে সামাজিক চিন্তায় ও কর্মকাণ্ডে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছিল। একটা কমিউনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে বিপ্লব করতে হবে এই সিদ্ধান্তকে এবং ন্যায়বিচারের ধারণাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করা হ'য়েছিল। বিপ্লবী একনায়কত্বের ধারণা ছিল। খনকরা (Diggers) ক্রমওয়েলের একনায়কত্বের ওপর তাদের সামাজিক ন্যায়ের আশাকে নিবদ্ধ করেছিল। ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লবীরা এই ধরনের মোহ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। যাঁরা প্রলেটারিয়েট, প্যারিসের গরীব, শহরের কারিগর ধরনের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছিলেন সেই গ্রেবাস্‌ বাবুফের অনুগামীরা সমাজকে কমিউনিষ্ট লাইনে পুনর্গঠিত করার জন্য বিপ্লবী একনায়কত্ব স্থাপনের আশা করেছিলেন।

কবি ও দার্শনিক পিয়েরে নিলভাইন মারিচাল একদল সমকক্ষদের ( equals ) পক্ষ থেকে লেখা "মেনিফেস্তি দেস্‌ ইগায়ুখে" বললেন, "ফরাসী বিপ্লব আরেকটি চমকপ্রদ ও জাঁকজমকপূর্ণ বিপ্লবের প্রথম সারির অশ্বারোহী মাত্র—সেটা হবে শেষ বিপ্লব ······সাম্য কথাটা নিয়ে আইনের চমৎকার এবং নিবীর্য জালিয়াতি ছাড়া আর

কিছুই হয়নি," এখনকার কর্তব্য সেটাকে আনা, বাবুফপন্থীরা জোর দিয়ে বললেন। আসন্ন বিপ্লবের ধারণাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিকই ক্রুদ্ধদল ( Enrages ) জানতো যে ১৭৮৯-এর বিপ্লব একটা উঠতি বড় লোকের ( Nouveaux riches ) স্তর সৃষ্টি করেছিল এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সাফল্য লাভ করেনি। এই দলের একজন সদস্য বলেছেন যে অভিজাত ও ধর্মযাজক-অভিজাতদের জায়গায় একটা বুর্জোয়া ও ব্যবসায়ী অভিজাতদের বসানো হয়েছে। (৭) তাই ক্রুদ্ধগণ (Enrages) ইতিপূর্বেই ধর্মযাজক অভিজাতদের সুবিধা নির্মূল করে 'জনগণের' শাসন আসবে এবং সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে এই আশাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারা বাবুফপন্থীদের মত প্রগতিশীল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি।

যে প্রাথমিক দাবী "সমকক্ষদের দল" উপস্থিত করেছিল তাতে বলা হ'ল "জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর নয়, জমি কারুর অধিকারে নয়" তারা ঘোষণা করলো যে মানুষ "খাদ্যের একই অংশ ও পরিমাণে সন্তুষ্ট" (৮) হ'তে পারে। বাবুফপন্থীদের প্রধান ধারণাটা ছিল এই যে বিপ্লব শেষ হ'য়ে যায়নি, ক্ষমতা গ্রহণের জন্য আবেকটা নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি দরকার; প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা এখনও বাকি, সমাজের সকল লোকেদের দিয়ে কাজ করাতে হবে, গরীব বা বড়লোক থাকবে না, আর কেউই শিল্পগত বা ভূমিগত পৃথক অধিকার পাবে না।

"বাবুফপন্থীদের প্রকল্প, বিপ্লবের লক্ষ্য হিসাবে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করাকে যে প্রথম বিপ্লবদল ঘোষণা করেছিল তারা দ্ব্যর্থহীনভাবে

---

৭। এম, জাখের 'কনসারনিং দি ইমপরটেন্স্ অফ দি ভিউজ অফ দি 'এনরেজেস' ইন দি প্রি হিস্ট্রি অফ স্যোসালিষ্ট আইডিয়া" ইন দি কলেকশন 'এ হিস্ট্রি অফ স্যোস্যালিষ্ট ডকট্রিন' পৃ ১৩৬ (রুশ)

৮। ফিলিপ্পি বুয়োনারোট্টি—গ্রাচাস্ বাবুফ এট লা কনজুরেশন ডেস ইগাউল, প্যারি ১৮৬৯ পৃ ৬৯-৭০

কেন্দ্রীকতাবাদী" (৯) কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত দফাগুলি ছিল (১) সমস্ত সম্পদ প্রজাতন্ত্রের দ্বারা অধিগৃহীত হবে (২) প্রত্যেক সমর্থদেহী মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে তাদের সামর্থ্য ও অভ্যাসানুযায়ী। (১০) দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক সংস্কারের প্রকল্প এই তথ্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল যে "আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন একটা গোষ্ঠী" হবে আর্থনীতিক একক এবং যৌথ সম্পত্তির ব্যবস্থাপক। ১১ এখানে মোরলি ও কাম্পানেল্লার প্রকল্প প্রসঙ্গে একই ধারণার কথা মনে করা যেতে পারে। বাবুফপন্থীরা এই পুরনো ধারণাকে বর্জন করেছিলেন এবং প্রজাতন্ত্রের পরিমাপে সামাজিক সম্পত্তির কথা বলেছিলেন।

তাই সারা বিশ্বে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার যে আরেকটি এবং চমকপ্রদ বিপ্লবের ধারণা গড়ে উঠেছিল সেটার উদ্ভব হ'য়েছিল ফ্রান্সের ১৮শ শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্লবে। বিপ্লবের পরিণাম হিসাবে একটা বিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে কিন্তু "সমকক্ষগণ" (Equals) বিশ্বাস করতেন যে এই বিপ্লব যখন তখন একদল ষড়যন্ত্রকারীই শুরু করতে পারে। কোন শ্রেণী এই বিপ্লব করতে পারে এবং কোন শ্রেণীর ভিত্তিতে নতুন বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্বন্ধে তাদের খুবই ভাসা ভাসা ধারণা ছিল।

তবুও সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে বাবুফপন্থীরা বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের হোলী ফ্যামীলির (পূত পরিবার) লেনিনের সারসংক্ষেপে তিনি মন্তব্য লিখেছেন "ফরাসী বিপ্লব কমিউনিজমের ধারণার জন্ম দেয় (বাবুফ) যেটা নিরন্তর বিকশিত হয়েছে, বিশ্বব্যাপী একটা নতুন সমাজব্যবস্থার (Weltzustand) ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ১২

---

৯। ভি, পি, ভোলগিন, "দি লিগ্যাসি অফ ইউটোপীয়ান সোসিয়ালিজম 'ইন দি কলেকশন' এ হিষ্ট্রি অফ সোস্যালিস্ট ডকট্রিনস্, পৃ ১০

১০। ঐ পৃ ১৭

১১। ঐ পৃ ৯

১২। ভি, আই, লেনিন রচনাবলী ৩৮ খণ্ড, পৃ ৪০ (রুশ)

১৮শ শতাব্দীতে সমাজ বিকাশের যে সব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সামনে এগিয়ে এসেছিল তার সারসংক্ষেপ করলে আমরা এটা লক্ষ্য করতে পারি যে প্রগতির তত্ত্ব ছাড়া নিচের বিষয়গুলোকেও দেখতে পাই। ইতিহাসের প্রত্যূষকালে ব্যক্তিগত সম্পত্তিছাড়া একটা সমাজব্যবস্থা ছিল। এটা একটা এমন ব্যবস্থা ছিল যেখানে সামাজিক সম্পত্তির আধিপত্য ছিল যেটা প্রকৃতির আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্পত্তির ভাগাভাগি মানবজাতির ইতিহাসে একটা বিরাট অনিষ্ট। কেবল সাম্যই মানব স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে; মানুষের ওপর অসাম্যের একটা জঘন্য প্রভাব পড়েছে এবং তাদের ধ্বংস করা হ'য়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিই রয়েছে সমস্ত অনিষ্টের মূলে। সমাজ বিকাশের তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞাগুলি প্রতিষ্ঠিত হলো, কিন্তু রুশোর সুত্রায়িত স্ববিরোধ রয়ে গেল; ব্যক্তিগত সম্পত্তির আওতায় কয়েকশতাব্দী সভ্যতায় কলা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।' ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ কি এই সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতিকে প্রতিহত করবে না? কল্পনাবাদী কমিউনিষ্টরা বিশ্বাস করতো যে নতুন ব্যবস্থা "শ্রমন-দারিদ্র্যের" ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সামাজিক সম্পদের বিকাশ ও বহুগুণ বর্ধিত হ'য়ে প্রবাহিত হওয়ার প্রশ্নটি তখনও বিবেচিত হয় নি। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিকাশ ও উৎপাদনকে অনুশীলন করেই ঐ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব ছিল। পরিণামে ১৮শ শতাব্দীতে সমাজ-বিকাশের মৌলিক প্রশ্নের সমাধান হয়নি বরং মনে হচ্ছিল সমাধানাতীত।

যে নতুন যুগ ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পরে এলো সেটা সেই সামাজিক ব্যবস্থার স্বপ্ন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল যাদের চালু হবে "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার দরকার" অনুসারের নীতি। ফরাসী এবেই ডি ম্যাবলি বিশ্বাস করতেন যে কার্যতঃ কোন সমাজ ব্যবস্থায় সোজা পথ নেই যাতে করে আংশিক সংস্কার চালু করা যায়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের অসাধারণ লোভকে

আটকানো যায়। যে মানুষগুলো "সমকক্ষদের ষড়যন্ত্রে" অংশ গ্রহণ করেছিল তারা জোর দিয়ে বলতো যে ব্যবস্থা সোজা চালু করা যায় বিপ্লবের এবং একটি বিপ্লবী একনায়কত্বের মাধ্যমে। মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্নগুলোকে বাছাই করে তাদের মতকে প্রকাশ করার দায়িত্ব পড়লো ১৯শ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের ওপর।

সেই অনুসারে ম্যাবলি তাঁর একটি প্রধান গ্রন্থের শিরোনাম দিলেন 'এইভাবে রাজনৈতিক সমাজগুলির প্রাকৃতিক ও মৌল বিন্যাস সংক্রান্ত ব্যাপারে সংযুক্ত দার্শনিক ও অর্থশাস্ত্রবিদ্‌দের কাছে সংশয়' (১৭৮৬) যাতে সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সামাজিক সম্পত্তি ও সমতাযুক্ত কমিউনিষ্ট বণ্টনের ভিত্তিতে স্থাপিত ব্যবস্থাতে যে সমাজ ব্যবস্থা, তিনি নিশ্চিত ছিলেন, মানব স্বভাবের সঙ্গে এবং সমাজ ইতিহাসের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সেদিকে অগ্রসর হওয়া যায় সেই প্রশ্নটির বিবেচনা করেছেন। মানবসমাজ জমি ভাগাভাগি করে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রচলন করে বিরাট ভুল করেছে।

ম্যাবলি বিশ্বাস করতেন সে নিপীড়িতদের "মানবজাতির অধিকার রক্ষার্থে" অভ্যুত্থান করার, বিপ্লব সংঘটিত করার অধিকার আছে। তিনি বলেছিলেন ঃ "কার চোখে পড়বেনা যে আমাদের সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষে ভাগাভাগি যেটা, ভূসম্পত্তি তাদের অর্থলিপ্সা ও অহঙ্কার থাকার কারণে এতো স্বার্থযুক্ত যে যার জন্যে, আমি বলতে চাই না, সেগুলো পৃথক বরং বলবো পরস্পরের বিপরীত ?

এই ধরনের সম্পত্তিয়ালা এবং সম্পত্তিহীনদের বিপরীত স্বার্থ নিয়ে, 'কেমন করে আপনি, যাদের কিছু নেই, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক তাদের বোঝাবেন যে তাঁরা স্পষ্টতঃই এমন একটা সমাজে বাস করছেন যেখানে তারা প্রভূত আনন্দ ও সুখ খুঁজে পাবেন ? (১৩) প্রভূত সুখ ও আনন্দের এইধারণাটিকে কমিউনিষ্ট আদর্শ হিসাবে স্থাপন করায় ম্যাবলিকে সেই অন্যান্য কল্পনাবাদী কমিউনিষ্ট থেকে পৃথক করে দেয়

---

১৩। অউভ্রেস কমপ্লিটেস ডি ল্ ওব্বি ডি মাবলি, প্যারিস ১৮১৮, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ ২৬-২৭

যাদের এমন একটা ব্যবস্থার স্বপ্ন ছিল যেটা সকলের সর্বনিম্ন প্রয়োজনকে সমভাবেই সন্তুষ্ট করে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আওতায় কয়েকটি শতাব্দী মানুষকে এতো দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে যে সরাসরি প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলা এবং সরাসরি কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা প্রচলিত করা অসম্ভব একথা বিশ্বাস করার পর কেমন করে 'স্বর্ণযুগ' আনা যায় তা আবিষ্কার করার জন্য ম্যাবলি সচেষ্ট ছিলেন।

মানুষের প্রয়োজনের উন্নতি বিধান করতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির দ্বারা উৎপাদিত উন্মত্ততাকে আঘাত করা, উত্তরাধিকার আইনকে নিয়ন্ত্রণ করা, জমির মালিকানাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য ভূমিসংস্কার কবা এবং একটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে ম্যাবলি রুশোর প্রকাশিত কিছু ধ্যান-ধারণার কাছাকাছি এসেছেন, তবে তাকে ছাড়িয়েও গেছেন যখন তিনি বলেছেন যে আংশিক সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বল্গাহীন আধিপত্য এবং কমিউনিষ্ট কল্পনার মধ্যবর্তী পর্বে মধ্য উপাদান হ'তে হবে। তাঁর "কল্পনা"র মধ্যে তিনি তাদের আপত্তির জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন যারা ফিজিওক্রাটদের মত জোর দিয়ে বলছিল যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই কেবল মানুষকে কাজে জোরালো প্রেরণা দেয়। ম্যাবলি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে "যে সমস্ত চাষীর জমি অধিক উৎপাদন করে, যে সব রাখালের পশুরা সবচেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সংখ্যাবৃদ্ধিকারী, যেসমস্ত শিকারীরা সবচেয়ে নিপুণ এবং ক্লান্তি ও আবহাওয়ার জঘন্য পরিবর্তনকে বরদাস্ত করতে পারে, সবচেয়ে পরিশ্রমী তাঁতী; গৃহকর্মে অতিব্যস্ত মহিলা, পরিবারের মধ্যে যে পিতা মানব কর্তব্যে সবচেয়ে নিবেদিত প্রাণ, এবং যে ছেলেরা পাঠে অতি উৎসাহী এবং বড়দের গুণাবলীর অনুকরন করে" (১৪) তাদেরই প্রতিযোগিতায় ছাপিয়ে যাবার জন্য পুরস্কৃত করে প্রেরণা

---

২৪। কলেকশন কমপ্লিটেস ডি ল্'এব্বি ডি মাবলি, প্যারিস, ১৮১৮ পৃ ২৬ -২৭

দিতে হবে।

ভিন্ন ভিন্ন সামর্থ্যের ফলেই নাকি মানুষের মধ্যে "স্বাভাবিক অসাম্য" রয়েছে এবং অর্থসঞ্চয়ের উৎসাহই যে শ্রমের একমাত্র প্রেরণা এই ধারণাকে ম্যাবলি কঠোরভাবে সমালোচনা করেন।

সে যাই হোক, ম্যাবলি নতুন সমাজের সভ্যদের কাজকর্মের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুসারে বেতনদানের সমস্যাটি নিয়ে ভাবেন নি এবং সমবণ্টনবাদী কমিউনিষ্টদের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছিলেন। তবুও সাধারণের কল্যাণে অননুকরণীয় প্রচেষ্টাকে সমাজ পুরস্কৃত করবে এই ধারণাটি, পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে কাজ করে কাজের পরিমাণ অনুযায়ী পুরস্কার পাওয়ার ধারণাটির বার্তাবাহী। এ বীজটিই উর্বর জমিতে পড়েছিল। কয়েক শতাব্দী পরে, সেণ্ট সাইমন ও ফোরিয়ার ঐ সমস্যার বিবেচনা করেছিলেন, তাঁদের অনুগামীরা সুস্পষ্টভাবে "প্রত্যে-কের কাছ থেকে সামর্থ অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী" নীতিটিকে সূত্রায়িত করেছিলেন। সমাজ জীবনের জন্য একটা ছক খোঁজায় ম্যাবলির প্রচেষ্টা যেটা নাকি কমিউনিজমে যাবার পথ তৈরী করবে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। সেটাকে ম্যাবলি সাধারণ ভাবে সূত্রায়িত করেছিলেন ১৯শ শতাবদী সামাজিক চিন্তানায়কদেরকেও তার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। যেমন ম্যাবলি বিশ্বাস করতেন, সত্যিই কি তেমনি-ভাবে মানবজাতিকে নতুন ব্যবস্থায় পৌছনোর জন্যে সংস্কারের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে হবে? তবে আর একটা পথও ছিল যার আবিষ্কার হওয়া তখনও বাকি রয়ে গেল। এঙ্গেলস ম্যাবলিকে উচ্চমূল্যায়ন করেছেন। তাঁর এ্যান্টি ড্যুরিংএ ১৮শ শতাবদীর কমিউনিষ্ট তত্ত্বগুলির আলোচনা করতে গিয়ে যে দু'জন চিন্তানায়ক ১৯শ শতাবদীর সামাজিক চিন্তার রাস্তা বানিয়েছেন সেই মোরলি ও ম্যাবলির নাম করেছেন।

## স্থায়ী শান্তির স্বপ্ন

জাতিসমূহের মধ্যে স্থায়ী শান্তির সঙ্গে জীবনের সামাজিক পুনর্গঠনের স্বপ্ন যাঁরা দেখেছিলেন বোধহয় ম্যাবলি তাঁদের মধ্যে

অন্যতম। তিনি ঘোষণা করেন যে মানুষ যেখানে বেঁচে থাকতে পারে শান্তি হ'লো সেই "স্বাভাবিক অবস্থা" আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও আত্ম স্বার্থ সন্ধান যেটা এর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল তা লুণ্ঠনকারী এবং আগ্রাসক যুদ্ধের উৎস। তার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থায়ী শান্তির প্রধান অবলম্বন যেখানে আগ্রাসক যুদ্ধ অপরাধ বলে গণ্য। শত্রুর আক্রমণের মখোমুখি যখন প্রজাতন্ত্র সমস্ত নাগরিকের কাছে অস্ত্রধারণ করবার জন্যে এবং সামরিক শৌর্য প্রদর্শনের জন্য আহ্বান জানাবে তখনই শুধু আত্মরক্ষার যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হবে। সাধারণভাবে, ম্যাবলির গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের দিক থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য রেখে বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করবে। এটা স্থায়ী শান্তির ধারণার বিকাশে একটা নতুন স্তর। (১৫)

বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের উৎপত্তি হ'য়েছিল মধ্যযুগে ইয়োরোপে ; যেটা সামন্ত রাজাদের মধ্যে নিরন্তর লড়াইয়ের এলাকা হয়ে উঠেছিল। সামন্তদের সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটানোর জন্যে এটা একটা ধারণা হিসাবে উৎপন্ন হ'য়েছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটানোর পরামর্শ দিয়েছিল। এখানেই আমরা আন্তর্জাতিক আইন মানা একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাসংক্রান্ত পাশ্চাত্য ধারণার উৎপত্তিকে দেখতে পাই।

ইতিমধ্যে অন্যদের মধ্যে ক্যাথলিক চার্চের ব্যক্ত সরকারী ও চালু মতামত ছিল এই যে যুদ্ধটা হয় আশির্বাদ নয় অভিশাপ—দুটোই ঈশ্বরেচ্ছার কারণে উদ্ভূত। সেন্ট আগষ্টিন মনে করতেন যে রোমানরা ঈশ্বরের করুণাতেই আগ্রাসক যুদ্ধ চালাতে পেরেছে। (১৬) মানুষ

---

১৫। সক্রোনভ, 'ম্যাবলিজ পলিটিক্যাল এণ্ড সোস্যাল আইডিয়াজ' ইন দি কলেকশন, 'ফ্র্ম দি হিস্ট্রি অফ সসিও-পলিটিক্যাল আইডিয়াজ, পৃ ২৫৮ (রুশ) দেখুন

১৬। এন গোলুবৎসেভা, "দি আইডিওলজিক্যাল স্ট্রাগল ইন রোম ইন দি ফোর্থ ফিফ্থ সেঞ্চুরী ইন দি কালেকশন : ফ্র্ম দি হিস্ট্রি অফ সসিও পলিটিক্যাল আইডিয়াজ পৃ ৭০-৭১ রুশ

স্বেচ্ছায় সমস্ত যুদ্ধের অবসানে রাজনৈতিক উপায় ব্যবহার করবে এই প্রস্তাব হয়তো সেই সময় কাল্পনিক ছিল কিন্তু সামাজিক চিন্তাকে মুক্ত করার ব্যাপারে এর একটা ভূমিকা ছিল।

কিছু কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন যে ১৩শ শতাব্দীতেই ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির একটা রাজনৈতিক মিলনের সর্বপ্রাচীন প্রকল্পটি ধর্মযুদ্ধের (Crusades) কালে উদ্ভূত হয়েছিল। একজন আইনজীবী, পিয়েরে দুবয়েস বলছিলেন যে খৃষ্টানদের নিজেদের মধ্যে লড়াই করা উচিত নয় এবং অপার্থিব ও পার্থিব প্রভুদের অধিনায়কত্বে খৃষ্টান শাসকদের একটা মিলমিশের প্রস্তাবও তিনি দেন। ১৫শ শতাব্দীতে মারিনি এই একই ধারণা গড়ে তুলেছিলেন যিনি সংঘর্ষের মীমাংসার একটা আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। এসবই, কার্যতঃ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে ক্যাথলিক চার্চের মতাদর্শ ও রাজনৈতিক প্রভাবের আওতায় ঐক্যবদ্ধ করার প্রকল্প, এই প্রকল্পগুলি কিছু মধ্যযুগীয় শাসকচক্রের রাজনৈতিক চেতনার অদ্ভুত আতসকাঁচের মাধ্যমে দেখা শান্তির ধারণার পরোক্ষ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রকল্প শক্তির শাসন এবং সামন্ত রাজাদের মধ্যে নিরন্তর রক্তপাতকে এড়িয়ে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার একটা অভ্যাস গড়ে তোলারও প্রচেষ্টা। (১৭)

১৬শ শতাব্দীতে, ভিটোরিয়া এবং সুয়ারেজ মনে করতেন যে যখন সমস্তরকম শান্তিপূর্ণ উপায় অকেজো বলে প্রমাণিত হয়েছে তখনই যুদ্ধ আইনসঙ্গত। দুজনেই ছিলেন স্পেনদেশীয় সন্ত এবং আইনজীবী এবং ওঁদের রচনার মধ্যে "প্রাকৃতিক নিয়মের" ধারণা ছিল। নিরঙ্কুশ সামন্ত শাসনের সৃষ্ট ধ্যান ধারণাগুলো বর্জন না করে ওঁরা বিশ্বাস করতেন যে স্বরাটদের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপকে কিছুটা সীমাবদ্ধ করে এই ব্যবস্থাকে নরমপন্থী করার প্রয়োজন আছে।

১৬শ শতাব্দীতে মানবতাবাদীরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন।

---

১৭। জি বউসউল, লেস্ গুয়েরেস, এলিমেন্ট ডি পলেমোলগি, প্যারিস ১৯৫১ পৃ ৪৮২

প্রখ্যাত মানবতাবাদী এবং টমাস মূরের বন্ধু এরাসমাস্ রোটারোডামাস্ "যারা স্বাদ পায়নি যুদ্ধটা তাদের কাছে মিষ্টি" এই অদ্ভুত শিরোনামা দিয়ে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করলেন : মানুষের মধ্যে একটা "মানবিক" সম্পর্কের প্রত্যয় থেকে এরাসমাস শুরু করলেন এবং মানবতার আলোকে যুদ্ধের সমালোচনা করলেন। "শান্তির নালিশ" (১৫১৭) নামে অন্যতম বইতে তিনি লিখলেন ঃ "সমস্ত বিপর্যয়ের ও অনিষ্টের মূল কারণ যুদ্ধ, একটা সীমাহীণ মহাসাগর নির্বিচারে সকলকে গ্রাস করে। যা কিছু সমৃদ্ধশালী তা নিশ্চল হয়ে যায়, যা কিছু জীবন্ত তার মৃত্যু ঘটে, যা অটুট তা ধ্বসে পড়ে, যা সুন্দর ও প্রয়োজনীয় তা ধ্বংস হয়, যা কিছু মিষ্ট তা তেতো হ'য়ে যায় যুদ্ধের কারণেই।" (১৮) আমরা এরাসমাসকে সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধের নিন্দা করতে দেখি। তিনি বলেন, "আজকে, রাজারা যুদ্ধ করে এবং নিরাপদে থাকে, তাদের সামরিক নেতারা মহান মানুষ হয় আর সমস্ত অনিষ্টের গুরুভার বহন করে ভূমির কর্ষকরা, সাধারণ মানুষেরা, যারা যুদ্ধ চায়নি এবং কারণ সৃষ্টি করেনি।"(১৯) তাঁর লেখা বিক্ষোভ ও অভিযোগে ফেটে পড়েছে ঃ "বেশীর ভাগ মানুষ যুদ্ধকে ঘৃণা করে এবং শান্তির প্রার্থনা করে।. যাদের মঙ্গল জনগণের দুর্ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে তারাই যুদ্ধ চায়।" তিনি এই আহ্বান জানান ঃ অত্যাচারীর প্রতিরোধকারীদের ঐক্যের মধ্যে যে বিরাট শক্তি আছে তাকে বোঝবার চেষ্টা কর।" (২০)

কিন্তু, এই ধারণাটি আধিপত্যকারী হ'য়ে ওঠে না কারণ এরাসমাস বিশ্বাস করতেন যে জনগণের শক্তি নয় রাজাদের প্রজ্ঞাই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাবে। প্রধান বিষয়টা হল যুদ্ধের নৈতিক নিন্দা করা।

---

১৮। এরাসমাস রোটারোডামাস, কুইরেলা প্যারিস্ ১৬৪১ পৃ ১০

| | | |
|---|---|---|
| ১৯। | ঐ | পৃ ৫৪ |
| ২০ | ঐ | পৃ ১০ |

১৭শ শতাব্দীতে, এমেরিক ক্রুশে সার্বজনীন শান্তি এবং সমস্ত বিশ্বের জন্য বাণিজ্যের স্বাধীনতার ওপর লে নৌভি সৈনেই নামের আলোচনাটি লেখেন। বইটা বেরুলো ১৬২৩-এ এবং দ্ব্যর্থহীন-ভাবে যুদ্ধকে নিন্দা করা হ'লো, গ্রন্থকার জোরালোভাবে নেমে এলেন সামন্তবাদী 'সম্মানের' ধারণার বিরুদ্ধে, যেটা "রক্তপাতের বিনিময়ে লভ্য হলে জঘন্য।" কিন্তু গ্রন্থকার বিশেষভাবে বাণিজ্যের এবং সম্পদের বৃদ্ধির ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন আর যা কিছু বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটায় তেমন দরকারী প্রচেষ্টায় মানুষের যুক্ত হওয়া উচিত। তাঁর কল্পনাবাদী প্রকল্প শুধু ইয়োরোপের শাসকদের নিয়েই নয় অধিকন্তু চীন, জাপান, পারস্য, তাতার ও মহান মোগল শাসকদের নিয়ে একটা সম্মিলিত রাষ্ট্র সংঘ গড়ার কল্পনা করেছিল। এই সংঘ প্রথমে শান্তিপূর্ণ থাকবে কিন্তু দরকার হ'লে বলপ্রয়োগ করবে। (২১) যুক্তি বদলালো, কিন্তু স্থায়ী শান্তির দাওয়াই একই রয়ে গেল।

১৭শ শতাব্দীতে সার্বজনীন শান্তির ধারণার মানবতাবাদী আদর্শকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা ও প্রমাণযুক্ত করেছিলেন মহান চেক চিন্তানায়ক জান আমোস কোমেন্স্কি (১৬৪৩-১৬৭০) যিনি সম্মিলিত রাষ্ট্রের ধারণাটি নিয়ে ভেবেছিলেন। তিনি একটা বিরাট সংকলন রচনা করেন যার প্রধান বক্তব্য ছিল সমস্ত রকমের অমানবিকতা বর্জন করা। সত্যিকারের মানব সম্পর্ক তিনটি নীতির ভিত্তিতে হ'তে হবে। প্রথমত, নীতিটা মানুষের মধ্যে মতবিরোধ, কলহ এবং গালাগালির নিন্দা; দ্বিতীয়ত, অন্যলোকের নিজস্ব দার্শনিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মত কারুর ওপর চাপানোর জন্য বলপ্রয়োগকে বাতিল করতে হবে; আর তৃতীয়টা, যা কিছু সকলের জন্য ভাল তার ভিত্তিতে সাধারণ মিলনের নীতি। কোমেনস্কি দার্শনিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তিনটি ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে মতবিরোধকে দূর করার আশা পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন যে প্রজাতন্ত্রের বা রাজ্যের

---

২১। জি, বউথোউল, লেস্ গুয়েরেস, এলিমেন্টাস ডি পলোমালগি পৃ ৪৮৩

প্রত্যেকটিতে থাকবে, 'জ্ঞানের অধিরক্ষক', "বিশ্বাসের অধিরক্ষক" এবং "শান্তির অধিরক্ষক"। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইয়োরোপ, আফ্রিকা ইত্যাদিতে এক একজন যোগ্য লোককে নির্বাচিত করতে হবে। রাষ্টগুলিকে মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি সত্যিকারের বন্ধন হ'তে হবে', এবং চেষ্টা করতে হবে যে মানব সমাজের সঙ্গে আর নানা রকম সম্পর্কও বন্ধনের মধ্যে সে কখনই জ্ঞানের নিয়মকে পরিত্যাগ করবে না। (২২)

সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে এই প্রথম যদিও এইসব বন্ধনের ভিত্তি খুঁজে বের করার জন্য গ্রন্থকারের অনেক পথ পরিক্রমা বাকি ছিল, তবু এই ধরণের প্রাঞ্জলতার সঙ্গে সামাজিক বন্ধনের ধারণাকে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। সার্বজনীন শান্তির জন্য তাঁর প্রকল্প, যার মধ্যে নানা ধরনের যে অন্তরাষ্ট্রীয় কর্ম্মখিলের ধারণা ছিল সেটা একার্থে "সামজিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার" বিষয়ে শেষ কারিকুরী। কোমেনস্কি লিখেছিলেনঃ "সার্বজনীন শান্তি এবং নিরাপত্তা মানবসমাজের লক্ষ্য"। যতদূর আমাদের জানা আছে কোমেনস্কিই প্রথম "অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা···আক্রমণকারীর ওপর বন্দুক ব্যবহারের ঔচিত্য··· কামান ভেঙ্গে ঘণ্টা নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।" (২৩)

বাণিজ্যের বিকাশ এবং দেশসমূহের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির ওপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ইয়োরোপে স্থায়ী শান্তির আইনের ভাষ্যে যৌক্তিকতা দেখিয়েছিলেন আমেরিকান কোয়েকার উইলিয়াম পেন্ (১৬৪৪-১৭১৮) যার নামে আমেরিকার পেন্সিলভানিয়া রাজ্যের নামকরণ হয়েছে। পেন্ বিশ্বাস করতেন ইয়োরোপের একটা সুবিন্যস্ত "রাষ্ট্র ব্যবস্থার" দরকার কারণ সেটা ছাড়া কোন আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রয়োগ করা যাবে না। তিনি একটা সার্বজনীন বা ইয়োরোপীয় ডায়েটের, ইয়োরোপের রাষ্ট্র সমূহের পার্লিয়ামেণ্ট, স্থাপনের একটা বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছিলেন যেটা শুধু সমস্ত যুদ্ধেরই

---

২২। ট্রিয়েটিজ অন লাস্টিং পীস, মস্কো ১৯৬৩ পৃ ৭৮ (রুশ) দেখুন

২৩। ঐ

অবসান ঘটাবে না তার সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি এবং ইয়োরোপীয় দেশগুলির মধ্যে দুরভিসন্ধিরও অবসান ঘটাবে।

ইয়োরেপেীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইউনিয়ন গঠনের দ্বারা সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটানর কাল্পনিক ধারণা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করলো ১৮শ শতাব্দী। ১৭১৩ থেকে ১৭১৭ মধ্যে তাঁর 'ইয়োরোপে স্থায়ী শান্তি' রচনাতে এ্যাবি ডি সেইন্ট পিয়েরে এই ধারণার অবতারণা করলেন। নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধিকারী সামন্তশক্তিদের মধ্যে একটি ঘোষণার মাধ্যমে ১৭১৩ থেকে ইয়োরোপের রাষ্ট্র সমূহের সীমান্তকে অলঙ্ঘনীয় করে যুদ্ধ বন্ধকরার প্রেরণার উপরে এর ভিত্তি রচনা করা হ'য়েছিল ঃ সব রাষ্ট্রের যা সীমানা সে সময় ছিল তাই থাকবে, কোন অংশকে উত্তরাধিকার সূত্রে, রাজবংশের চুক্তিতে, নির্বাচনে, দানে, বিচ্ছিন্ন হয়ে, বিক্রয় করে, জয় করে, প্রজাদের স্বেচ্ছামূলক বশ্যতা স্বীকারে বা যে কোন উপায়ে কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন করা বা যোগ করা চলবেনা। (২৪) আমরা গ্রন্থকারকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধারী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধের কারণগুলি অনুসন্ধানরত দেখতে পাই। এটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে চূড়ান্ত স্থায়িত্ব ও সেই ভিত্তিতে সার্বভৌমদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের একটা কল্পনাবাদী প্রকল্প। সেই সঙ্গে পণ্ডিত এ্যাবি সমস্ত সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের সমস্ত ইচ্ছাকে অস্বীকার করেছিলেন।

তাঁর প্রকল্পকে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়করা উপহাস করলো। তাই প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিখ ভলটেয়ারের কাছে লিখলো ঃ "জিনিসটা যেমন আছে তেমন সম্ভব তবে একটা জিনিসের অভাব, সেটা ইয়োরোপের সম্মতি এবং ঐ ধরনের কয়েকটি তুচ্ছ বিষয়।" (২৫)

এখানে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবাদী সামন্ততান্ত্রিক ইয়োরোপের সামরিক-রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করছিল যেটা বিশ্বে সার্বিক শান্তির স্বপ্ন থেকে বহুদূর।

---

২৪। জি, বউথউল, লেস গুয়েরেস, এলিমেন্টস ডি পলেমোলগি পৃ ৪৮৬

২৫। জি, বউথোউল, লেস গুয়েরেস, এলিমেন্টস ডি পলেমোলগি পৃ ৪৮৬

এটা প্রাচ্যের দেশগুলির বিরুদ্ধে সামরিক মিতালীতে মূর্ত হয়ে উঠলো। "ইয়োরোপীয় সংগঠন" সম্বন্ধে ১৭শ শতাব্দীর ফরাসী রাজনৈতিক নেতা সম্বলি এই রকম মতই দিয়েছেন এবং জার্মান দার্শনিক লিবনীজ এই মতের পক্ষপাতী। (২৬)

তাই রাজনৈতিক উপায়ে শান্তি স্থাপন সেই রাজনৈতিক শক্তির প্রশ্নের সঙ্গে অনিষ্টভাবে যুক্ত যারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি রক্ষা করতে এবং সংঘাতগুলিকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণত হওয়া বন্ধ করতে পারে।

রাজনৈতিক চিন্তানায়কেরা প্রথমে এটা ধরে নেবার দিকে ঝুঁকেছিলেন যে শক্তিশালী নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধারী সামন্ত রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং সম্রাট ও রাজাদের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা সামন্ত প্রভুদের সোজা রাখতে সাহায্য করবে এবং দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণাবিদ্ধ ইয়োরোপে শান্তি স্থাপনের দিকে নিয়ে যাবে। (২৭) কিন্তু "সামন্তপ্রভুদের দুর্বল হয়ে পড়া এবং সামন্তপ্রভুদের অন্তর্ধান ইয়োরোপে যুদ্ধ নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মধ্যযুগীয় বিবাদের ধুলিকণা থেকে উত্থিত হ'লো শক্তিশালী রাজাদের পরিচালিত বিরাট বিরাট যুদ্ধ।" (২৮) নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবাদী সামন্ত চক্রগুলির আগ্রাসক আকাঙ্খা প্রায়ই আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারের জন্য বংশগত দাবী ও সংগ্রামের পর্দায় ঢাকা থাকতো। এ্যাবি ডি সেইন্ট পিয়েরের প্রকল্পে যুদ্ধের এই সব কারণ দেখানো হয়েছিল এবং তিনি আশা করেছিলেন যে একটা সর্ব ইয়োরোপীয় চুক্তি এটা নির্মূল করতে পারবে। ১৭শ শতাব্দীতে ও ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মনে হ'য়েছিল যে কোন একধরনের ইয়োরোপীয় সংগঠন সামন্ত সম্রাটদের মধ্যে সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে পারে। এই সমস্ত কল্পনাবাদী স্বপ্নের ওপর শেষ রায়টি ১৮শ শতাব্দীর অন্তিম পর্বের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

---

২৬। ঐ পৃ ৪৮৪
২৭। ঐ পৃ ৪৭৩
২৮। ঐ ঐ

১৮শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক চিন্তা সম্পূর্ণ নতুন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছলো ঃ সেটা হ'লো রাজতন্ত্র, প্রজাপীড়ন এবং স্বৈরশাসকের অস্তিত্ব যেটা যুদ্ধের জন্মদেয় আর সেইজন্য "প্রজাতন্ত্রের শান্তিবাদী শক্তি" জেগে উঠলেই ইয়োরোপে সামরিক সংঘাত শেষ হবে।

১৮শ শতাব্দীতে বোধ হয় ভলটেয়ারই যুদ্ধের সবচেয়ে ঝাঁঝালো সমালোচক ছিলেন। তাঁর ডিকশনায়রে ফিলোসফিকেতে মণ্টেস্কিউকে একটা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বোধক সশস্ত্র শান্তি প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তীব্র সমালোচনা করেন। ভলটেয়ার মনে করতেন যে যুদ্ধ একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ যেটাকে "প্রাকৃতিক ধর্ম" নিষিদ্ধ করেছে আর কেবল "কৃত্রিম ধর্ম" তার অনুমোদন করে। যুদ্ধ মানুষের প্রকৃতিরই বিরোধী। একজন আলোকপ্রাপ্ত সম্রাট, তাঁর নীতিতে যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কেব বিকাশকে শান্তির দিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। সমস্যার এই ধরনের 'প্রগতিশীল' সমাধানে কেবলমাত্র রাজাকে বদলানো এবং ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের সংগঠন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় করে ফেলে।

তবে, অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির বিপদের প্রতি যিনি সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেই প্রথম রাজনৈতিক চিন্তানায়ক আইনের সারমর্মের লেখক মণ্টেসকিউ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের ব্যাপারে ভলটেয়ার ঠিক পক্ষপাতহীন ছিলেন না (১৭ অধ্যায়, ১৩ পরিচ্ছেদ)। বারুদের আবিষ্কার, এবং শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ তার মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র বদলানোর মধ্যদিয়ে চলছিল; অস্ত্রশস্ত্র রাজনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠছিল এবং মণ্টেসকিউ এটা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "ইয়োরোপে একটা নতুন ব্যাধি ছাড়িয়ে পড়ছে; এটা আমাদের রাজাদের সংক্রামিত করে ফেলছে এবং একটা অস্বাভাবিক সংখ্যার সৈন্যদল রাখতে বাধ্য করছে।" তিনি জোর দিয়ে বললেন, "ব্যাধিটা বাড়ছে এবং সংক্রামক হ'য়ে পড়ছে কারণ যখনই একটি রাষ্ট্র যাকে তারা বলে সৈন্য দল তাকে বাড়াচ্ছে তখনই অন্য রাষ্ট্র তাদেরটা বাড়াচ্ছে, এমনভাবে যে কেউই ধ্বংস

হ'য়ে যাওয়া ছাড়া কোন কায়দা ওঠাতে পারছে না ” তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই ধরনের অস্ত্রবৃদ্ধি মানুষকে দরিদ্র করে আর সংস্কৃতি ও ও বাণিজ্যের অধঃগতিতে নিয়ে যায়। ওখানেই আমরা ১৮শ শতাব্দীর রাজনৈতিক চিন্তাকে অস্ত্র বৃদ্ধির প্রশ্নের মুখোমুখি দেখতে পাই। কামেনস্কি আগেই “অস্ত্র নিরোধের” প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কিভাবে সেটা করা যাবে ?

রুশো স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন কারণ ধারণাটা “গ্রহণ করার পক্ষে এতো ভাল যে সেটা অসম্ভব কারণ পাপ এবং অপব্যবহার, যা থেকে বহুলোকই মুনাফা লোটে ওগুলোকে অবলম্বন করে জীবনে পদার্পণ করে আর যেটা সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় সেটাকে বলপ্রয়োগ করেই প্রচলিত করতে হয় কারণ এটা সব সময়ই ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছ থেকে বিরোধিতা পায়।” তাই, সাধারণের মঙ্গলের জন্য “ব্যক্তি স্বার্থকে” বলপ্রয়োগ দমন করতে হয়। এই ধারণাটি প্রকাশ করে, আমরা দেখছি রুশো শঙ্কিত হ'য়েছেন এবং বলছেন, “বাহ্যত মৈত্রী জোটগুলো কেবল বিপ্লবের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়; এই নীতির ওপর, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যিনি সাহস করে বলবেন যে এই ইয়োরোপীয় মৈত্রী বাঞ্ছনীয় কিংবা শঙ্কাজনক ? সম্ভবত, এটা কয়েকশতাব্দী ধরে যতটুকু প্রতিরোধ করা গেছে তার চেয়ে একখোঁচায় বেশী খারাপ করবে।” (২৮) বিপ্লবের সদ্যোজাত ধারণার মধ্যে প্রকাশিত নতুন শক্তিশালী প্রবণতা সম্বন্ধে এবং বিদ্রোহী জনগণের দ্বারা বলপ্রয়োগে রাজনৈতিক বিন্যাসকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে রুশো শঙ্কিত ছিলেন।

১৮শ শতাব্দীতে নেতৃস্থানীয় ভাবুকরা বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধ কেবলমাত্র সম্রাটদের খেয়াল খুশীতে ঘটে এই মতকে ১৭৮৯ বিপ্লবের নেতারাও গ্রহণ করেছিলেন যে কারণে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে

---

২৮। কলেকশন কম্‌প্লিট ডেস্‌ অইভ্রেস ডি জে, জে, রুশো জেনেভে, ১৮৮২ ২৩ খণ্ড, পৃ ৫৩-৫৪

অত্যাচারীকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াটা সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং একমাত্র পথ।

ফ্রান্সে যে ১৭৮৯ এর বিপ্লব নিরঙ্কুশ সামন্ত শাসনব্যবস্থাকে ধ্বংস করলো, শান্তিকে নিজেদের নীতি বলে ঘোষণা করলো। সমস্ত মানবজাতিকে তাদের অত্যাচারীদের ছুঁড়ে ফেলতে হবে যার পরেই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ডেপুটি ইসনার্ড আইন সভায় বললেন, "জনগণ সিংহাসনচ্যুত অত্যাচারীদের সামনেই পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে। (২৯) পরিণামে, ১৮শ শতাব্দীতেও রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ স্থায়ী বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করছিলেন নেতৃস্থানীয় মনীষীরা মধ্যযুগের এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধারী সামন্তবাদী পর্বের যুদ্ধ-গুলিকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে ঘোষণা করলো। সমস্ত জাতির পক্ষেই অস্ত্রবৃদ্ধির বিপদের কথা জোর দিয়ে বললো এবং রাষ্ট্র-গুলিকে বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করতে, বাস্তব সম্পদের উৎপাদন করতে এবং অস্ত্র উৎপাদনকে নিষিদ্ধ করার বাঞ্ছনীয়তার বিষয়ে পরামর্শ দিল। তারা মনে করতো যে শান্তিপূর্ণ উপায়কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিন্যাস ও প্রতিষ্ঠা করার কাজে এবং যে বিতর্ক উঠবে তার মীমাংসাকে ব্যবহার করতে হবে। তবে, কি ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে তা জানতোনা। ১৭৮৯ এর ফরাসী বিপ্লব জনগণের ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে আর অত্যাচারী এবং রাজতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এই ধারণাকে কিছুটা পরিবর্তিত করতে সাহায্য করলো।

শান্তির এই অষ্টাদশ শতাব্দীর ধ্যান-ধারণায় শেষ কারিকুরি করলো কান্টের দার্শনিক রচনা "চির শান্তি" (১৭৯৫) যেটা অনেকগুলি প্রয়োজনকে সূত্রায়িত করলো যেগুলো নাকি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। তিনি বললেন শান্তিচুক্তিগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজ নিহিত থাকা উচিত নয়, কোন স্বাধীন রাষ্ট্রকে অপর কোন রাষ্ট্র গ্রাস করবেনা, কালে কালে স্থায়ী সৈন্যদল শেষ করে দেওয়া

২৯। জি, বউথোউল, লেস গুয়েরেস, এলিমেন্টস ডি পলেমোলজি পৃ ৪৭৫

হোক, রাষ্ট্রের ঋণকে বৈদেশিক নীতির সংগ্রামে পরিণত করা উচিত নয় এবং কোন রাষ্ট্রই জবরদস্তি অন্যরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় ও সাংবিধানিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবেনা। তিনি এটাও জোর দিয়ে বলেছেন যে যুদ্ধের সময় "অসৎ রণনীতি" ব্যবহার করা উচিত নয় যেহেতু এটা "ভবিষ্যতে একটা শান্তির আওতায় পারস্পরিক আস্থা অসম্ভব করে তুলবে।" কাণ্ট ১৮শ শতাব্দীর নেতৃস্থানীয় ভাবুকদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিয়মগুলোর সারসংক্ষেপ ও সম্প্রসারণ করলেন।

তিনি "সংস্কৃতিবান এবং প্রধানত বাণিজ্যিক দেশগুলির সে সমস্ত বিপর্যয় মানব সমাজকে পর্যুদস্ত করছে তার স্তবগানকে দূরবর্তী দেশে চালান করার জন্য ঔপনিবেশিক নীতির নিন্দা করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে "আন্তর্জাতিক আইনের ভিত থাকা উচিত মুক্ত রাষ্ট্রগুলির জোটের ওপর।"

জোট বলতে উনি বুঝেছেন জাতিগুলির মৈত্রী যেটা রাষ্ট্রের মাথায় আরেকটা রাষ্ট্র হ'য়ে তাদের সার্বভৌম অধিকারকে দমন করবে না। এর অর্থ এই যে "প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের পৌরব্যবস্থা হবে প্রজাতান্ত্রিক"। এটা ঠিক যে এসব কথা বলে কাণ্ট স্বীকার করছেন যে ঐ ধরনের বন্দোবস্ত করা ও বজায় রাখা কঠিন।

দার্শনিকটি এই প্রশ্নের উত্তর চেয়েছেন যে কখন এবং কেমন করে স্থায়ী শান্তি সম্ভব হবে এবং বলেছেন যে এটা ঘটবে বিষয়গত প্রয়োজনে আত্মগত সদ্ ইচ্ছায় নয়—এ ব্যাপারে এটা একটা নিশ্চিত একধাপ অগ্রগতি। কিন্তু এটা থেকে এও দেখা যায় যে সমাজ বিকাশের একট বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব ছাড়া শান্তির সমস্যার দিকে সঠিক পদক্ষেপ সম্ভব নয় ও কাণ্ট "প্রকৃতির কলা-কৌশলের" ওপর আশা নিবদ্ধ করেছিলেন, যা নাকি মানুষের ও রাষ্ট্রেরও স্বার্থপর প্রবণতা দিয়েছে যেটা পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এই দ্বন্দ্ব শুধু সশস্ত্র যুদ্ধের সম্ভাবনার মধ্যেই সুপ্ত নেই তা ছাড়াও শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার মধ্যেও রয়েছে যেটা সমস্ত শক্তির দুর্বল হ'য়ে যাওয়ার মাধ্যমে কিছু স্বৈরতন্ত্রীদের (স্বাধীনতার

কবরস্থানে) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সুনিশ্চিত হয়নি বরং তাদের ভারসাম্যের এবং তাদের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হয়েছে।" (৩০)

জাতিগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সমস্যার বিবেচনা করে কাণ্ট তাঁর সমস্ত আশা নিবদ্ধ করেছিলেন বাণিজ্যের ওপর এবং বিস্ময়োক্তি করেছিলেন, "বাণিজ্যের সারসত্তা যে শীঘ্র বা বিলম্বে সমস্ত জাতিকে নিজের অধীনস্থ করে তা যুদ্ধের পাশাপাশি থাকতে পারেনা।" তিনি, অবশ্য, একথাটা ঠিকই বলেছিলেন সমাজ নিছক যুদ্ধের অবস্থায় টিঁকে থাকতে পারেনা আর অর্থনৈতিক বন্ধনের বিকাশের দ্বারাই শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু তাঁর যুগের মানুষ হিসাবে, কেন এই শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক সমস্ত যুদ্ধকে বাতিল করবে একথা বলতে সক্ষম হননি। তিনি নিজের নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করেছিলেন; "বাস্তবিকই এই কারণে, মানব প্রবণতার আঙ্গিক কলাকৌশলের মধ্যে দিয়েই প্রকৃতি একটা আশ্বাস দিয়ে স্থায়ী শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করে, অবশ্য, সেটা প্রতিষ্ঠার সন তারিখ কবে তার (তাত্ত্বিক) ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয় কিন্তু সেটা বাস্তবে সম্ভব এবং আমাদের ওপর তার জন্য এই লক্ষ্যে (অদ্ভুত কিছু নয়) কাজ করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে"। (৩১)

শান্তির প্রশ্নে ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিককার কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীরা স্থায়ী শান্তি অর্জন করার জন্যে সমাজের নতুন সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর ভাসাভাসাভাবে হলেও, জোর দিয়ে, বেশ খানিকটা এগিয়েছিলেন। যুদ্ধ যে সামাজিক বিকাশের ক্ষতি করে এবং মানুষের প্রচেষ্টাগুলো সামরিক সংঘর্ষে বিভক্ত হওয়ার পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন যে সামাজিক প্রগতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। স্থায়ীশান্তি সম্পর্কে কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার সম্পর্কে রাশিয়ার বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা সুস্পষ্ট সূত্রায়ণ করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার হার্জেনের

---

৩০। আই, কাণ্ট— জাম ইউইজেন ফ্রাইডেন লিপ জিগ ১৯৫৪ পৃ ৭৩

৩১। আই, কাণ্ট—জাম ইউইজেন ফ্রাইডেন, লিপজিগ, ১৯৫৪ পৃ ৭৪

বই "অতীতের ওপর চিন্তা"র প্রথম সংস্করণে বললো : "কেবল সমাজতন্ত্রই শান্তি আনবে……উদীয়মান যৌথ সমাজ বিন্যাসের আলোকোজ্জল প্রত্যুষে, এখন যারা রক্তের মধ্যে আজানু নিমজ্জিত, সেই জাতিগুলি পরস্পর সম্পর্কে ভাল জ্ঞান অর্জন করবে ; ঈর্ষান্বিত জাতিগুলির বন্য চীৎকার আর শিকারী দেশপ্রেম মৃত্যু মুখে পতিত হবে। এই ঘৃণা জাতির অধিকারভুক্ত নয়—রাষ্ট্রের ; জাতিগুলি কেবল অজ্ঞতার দায়ে অপরাধী কিন্তু যখন তাদের কাছে রক্ত আর উন্মত্ততা, জাতীয় সংকীর্ণতা পতাকার সম্মান, বলার অধিকার, এই সমস্ত একঘেয়ে ও দেশপ্রেমিক অহমিকার সীমাবদ্ধ শৌর্য যার বিরুদ্ধে আদি খৃষ্টানরা বিদ্রোহ করেছিল এবং যেটা পরের যুগের খৃষ্টানরা অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচার করে চলেছে এইসব মিথ্যা ধর্মের প্রচার চলছে তখন তারা কি করে জানবে।"(৩২) তাই, যুদ্ধের মূল স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রোথিত। এটুকু অন্তত হার্জেন বলেছেন : "স্বৈরতন্ত্র মানে সংকীর্ণতা এবং ঘৃণা ; সাম্রাজ্য মানে যুদ্ধ, এই কারণেই নেপোলিয়ন একে শান্তি বলতেন।" (৩৩) এখানে আমরা দেখতে পাই যে হারজেনের ধারণা ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবের ধারণার ওপারে যায়নি। তিনি 'স্বৈরতন্ত্রের' চাপিয়ে দেওয়া বলে রক্ত ও উন্মত্ততার মানে এই কথা বলে যাচ্ছিলেন। এ সবই খুব ঠিক কিন্তু এই "ধর্মের" শেকড়কে আবিষ্কার করা তখনও বাকি ছিল।

যেমন ১৮শ শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্লবের নেতারা সরকারের রাজনৈতিক রূপ বদলে বিশ্বাস করতেন মার্কসবাদই কেবল প্রমাণ দিল যে সেটাই যথেষ্ট নয়। আসল বিষয়টা হ'লো সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে বুনিয়াদী পরিবর্তন আনা।

---

৩২। এ, আই, হারজেন, সিলেক্টেড ফিলোসফিক্যাল ওয়ার্কস, ২য়খণ্ড, মস্কো, ১৯৪৮ পৃ ৩৩৬ (রুশ)

৩৩। ঐ পৃ ৩৩৫

দেখা গেল যে শান্তির প্রশ্নটাও অবিচ্ছেদ্যভাবে সমাজ বিকাশের বিজ্ঞান সম্মত তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত।

## ১৯শ শতাব্দীর গোড়ায় কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্র এবং সমাজ বিকাশের ধারণা।

সারসংক্ষেপ করতে গিয়ে আমাদের এটা দেখতে হবে যে সমাজ বিকাশের বুনিয়াদী ও জটিল সমস্যার এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার দিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানবজাতির এগোনোর ব্যাপারটা বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের প্রদর্শিত পথ থেকে একেবারে পৃথক।

সমাজবিকাশের তত্ত্ব এবং তার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত বিরাট সামাজিক সংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামের উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তর এবং খোদ জীবন ছাড়া কখনই উত্থিত হোতো না। সমাজ বিকাশের প্রবণতা ও ভবিষ্যতকে বাছাই করা ও মানব ইতিহাসের গর্ভে কি সঞ্চিত আছে তাকে আবিষ্কার করার প্রেরণা থেকেই এই তত্ত্ব জন্মেছিল। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের বিরাট শ্রেণীসংগ্রাম সমাজ বিকাশের বুনিয়াদী সমস্যার সম্মুখীন করে সমাজচিন্তকদের প্রেরণা দিয়েছিল। সমাজ ভাবনার ইতিহাস স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিল যে সমাজবিকাশের সত্যিকারের তত্ত্ব সমাজের বুনিয়াদী পরিবর্তনের তত্ত্ব হতে বাধ্য। ১৯শ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে সামাজিক চিন্তার বিকাশের ঐ পরিণাম হ'য়েছিল।

তাদের নিজেদের মত করেই ১৯শ শতাব্দীর মহান কল্পনাবাদী সামজতন্ত্রীরা বাবুফপন্থীদের ওঠানো প্রশ্নের বিবেচনা চালিয়ে যাবার জন্যে এই সমস্যাগুলোতে হাত লাগিয়েছিলঃ ফরাসী বিপ্লবের উৎপাদিত সমাজ নিয়ে কি করা হবে, এর বিকাশের ভবিষ্যৎ কি? এই সমস্যার সমাধান ছাড়া ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার তত্ত্বকে এগিয়ে নেওয়া যেতোনা। যেখানে ১৬শ—১৮শ শতাব্দীর কল্পনাবাদী কমিউনিষ্টরা কার্যত পুঁজি-বাদী বিকাশের পথকে সোজা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল, নবযুগের ভাবুকরা এই তথ্য থেকে শুরু করলো যে পৃথিবীটা ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদী

পথে পেঁাছে গিয়েছিল। পথের কিছু অংশ অতিক্রান্ত, "শিল্পোন্নয়নের যুগ" শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইয়োরোপের ঝড়ের বেগে শিল্পোন্নয়ন ঐতিহাসিক ঘটনা এবং মানবশ্রমে প্রকৃতির শক্তির ওপর প্রভুত্ব করার বিরাট সাফল্য সকলেরই চোখে পড়ার মত ছিল। জীবনের উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টায় কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীরা জোর দিয়ে বললেন মানবজাতিকে একটা নতুন সমাজে বিবর্তিত হ'তে হবে যার প্রধান ধর্ম লোভ বা লাভ নয়—শ্রম। তবে, সামাজিক সম্পর্ক এবং শ্রমের বিকাশ এবং উৎপাদনে নতুন স্তর তাদের একথা ভাবতে বাধ্য করলো। সবার ওপর যা কিছু ইতিমধ্যেই অর্জন করা গিয়েছে তার দৃষ্টান্তে কেমন করে শ্রম প্রক্রিয়াকে ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় সংগঠিত করা হবে। ১৮শ শতাব্দী কল্পনাবাদী কমিউনিষ্টদের চেয়ে তাদের নতুন সমাজের চিত্রটি পৃথক ছিল। ১৯শ শতাব্দীর কল্পনাবাদী কমিউনিষ্টরা বিশ্বাস করতো না যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও টাকা বানানোর রাজত্বের পরেই এমন একটা ব্যবস্থা আসবে যার পতাকায় লেখা থাকবে ঃ "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী।" নতুন সমাজের প্রত্যেকটি সভ্য তার সামর্থ অনুযায়ী কাজ করবে এবং কাজ অনুযায়ী বেতন পাবে এই ধারণার দিকেই তাদের ঝোঁক ছিল।

তারা বিশ্বাস করতো যে, যে সমস্ত সদর্থক উপাদান ইতিমধ্যেই সমাজ জীবনে আবির্ভূত হয়েছে তাকে রজায় রাখতে হবে এবং সমস্ত নেতিবাচক উপাদানকে বাতিল করতে হবে। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে কোন জিনিসগুলোকে "সদর্থক" মনে করা হবে এবং কোনগুলোকেই বা ইতিহাস বাতিল করবে? সামাজিক চিন্তাকে অনেকটা অগ্রসর করে কল্পনাবাদী কমিউনিষ্টরা বুর্জোয়া জীবনে বহুদিকেরই কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু যখন বুর্জোয়া সমাজে অর্জিত সেই সদর্থক উপাদানগুলিকে সনাক্ত করার প্রশ্নে এসে দাঁড়ালো, যেগুলো নাকি নতুন সমাজ নির্মাণের পূর্বশর্ত হবে, তখন কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লেন এবং লক্ষ্যচ্যুত হলেন। ওঁরা নতুন

সমাজে পুঁজিবাদীদেরও নিয়ে যাবার দিকে ঝুঁকলেন যারা নাকি ঐ উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে যাবেন।

ওঁরা পুঁজিবাদের আওতায় পুঁজিবাদী শোষণের সারমর্মকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হলেন না, বুর্জোয়া সমাজের অর্থনীতি সম্বন্ধে ওঁদের মতামত ছিল ভাসাভাসা এবং এই অর্থনীতি যে ধরনের সামাজিক কাঠামো তৈরী করেছে তাকে বুঝতে পারলো না। শ্রমিকশ্রেণীকেই যে শোষক সমাজের সামাজিক কাঠামোকে ধ্বংস এবং একটা নতুন সমাজ সৃষ্টি করতে হবে একথা তাদের বোধগম্য হয়নি।

ওরা বলে বেড়াতো যে এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ প্রকৃতির ওপর সমাজের আধিপত্যের জন্যে সকলের সহযোগিতার নীতির কাছে কাছে নতি স্বীকার করবে, যে পর্বে সামাজিক ন্যায় শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবে। প্রগতি হবে চিরস্থায়ী, এটাতে আর জোয়ার-ভাঁটা থাকবেনা আর সমাজ ব্যবস্থাকে মানুষের সীমাহীন উন্নতির উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে হবে।

"এতদিন যে অন্ধ ঐতিহ্য স্বর্ণযুগকে আমাদের পেছনে রেখেছে এখন তা আমাদের সামনে" এই চমৎকার কথাগুলো দিয়ে সাঁ সিমঁ (সেণ্ট সাইমন) (১৭৬০—১৮২৫) প্রথিতযশা ফরাসী কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী তাঁর সাহিত্যিক, দার্শনিক শিল্পের ওপর আলোচনা (৩৪) বইটি শুরু করেন। মানবজাতির "স্বর্ণযুগ" শুরু হবে "এমন একটা সংগঠন স্থাপনায় যেটা সমস্ত দরকারী সামর্থগুলোকে বিকশিত করে তুলবে।" (৩৫) নগ্ন আত্মস্বার্থ সন্ধানে নিরত সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রয়োজনের তুষ্টি বিধান এবং তাদের যোগ্যতার বিকাশ করা সম্ভব নয়। শিল্প ও কৃষিকে বিকশিত করা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের সেবা করার জন্য সমাজকে তেমনিভাবে সংগঠিত করা দরকার।

---

৩৪। অইভ্রেস বোয়ারসিয়েস ডি সাঁ সিঁম ৩য় খণ্ড, ব্রাসেলস ১৮৫৯, পৃ ২২৫

৩৫। অইভ্রেস বোয়ালিয়েস ডি দি এইচ ডি সাঁ সিঁম ৫ম খণ্ড ১৯৬৬ পৃ ১৭২

সাঁ সিম্ঁ বিশ্বাস করতেন যে "যারা সামাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের প্রাথমিক অভাবগুলিকে মেটানোর জন্য সমস্ত উপায় ও সুবিধাগুলির যোগান দিয়ে তাদেরকে সুখী করার শর্তগুলিকে গড়ে তোলার অনুকূল যেটা সেটাই হ'লো সবচেয়ে ভাল সামাজিক সংগঠন"। (৩৬) মানব-জাতির সর্বোচ্চ বিকাশ সম্বন্ধে তাঁর মতামত এই কথায় ব্যক্ত হয়েছিল "এতদিন পর্যন্ত মানুষকে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, বলতে গেলে, ব্যক্তিগত এবং বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না। তাব চেয়ে বড় কথা, তাদের প্রচেষ্টাগুলো প্রধানত পারস্পারিক ধ্বংসাত্মক কারণ এতদিন পর্যন্ত মানবজাতি দু'টো অসমান অংশে বিভক্ত ছিল, যার ছোটটি নিরন্তব নিজের সমস্ত ক্ষমতা এবং প্রায়ই বড় অংশেরও একটি ভাগের ক্ষমতাকে শেষোক্তদের ওপর আধিপত্য বিস্তারে প্রয়োগ করেছে ইতিমধ্যে বড় অংশটি এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তার শক্তির অনেকটাই ক্ষয় করে ফেলেছে, তবে এটা নিশ্চিত যে প্রচেষ্টায় এই বিরাট অপচয় সত্ত্বেও বেশীরভাগ সভ্যদেশেই, মানবজাতি মোটামুটি উল্লেখযোগ্য কল্যাণ ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এ কথার আলোকে যে কেউই বুঝতে পারে যে যদি কোনশক্তিরই অপব্যয় না হোতো এবং যদি মানুষ একের ওপর অন্যের আধিপত্য জারী না করতো, প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য তাদের চেষ্টাকে সংগঠিত করতো এবং যদি জাতিগুলি তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা নিতো তাহ'লে কতটা অর্জন করা যেতো।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সাঁ সিম্ঁর মত এরকম হওয়ার সঙ্গে তাঁর সমাজবিদ্যা সম্বন্ধে মতটা কি? বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের একটা তৈরী উত্তর আছে: তারা সাঁ সিঁমর লেখার সেই সব কিছু ওপরি জোর দেয় যেগুলো অগাস্ত কোঁতে (কোমৎ) ধার করেছিলেন এবং তারপর বিকৃত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসে সাঁ সিঁমর স্থান মোটেই কোঁতের মাধ্যমে নয় বরং নিম্নোক্ত সাফল্যের দ্বারা নির্ণীত হয়।

৩৬। ঐ পৃ ৫৬

প্রথমত, সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে সমাজবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিকে সূত্রায়িত করেছিলেন সাঁ সিঁম যে সমস্যাটার আলোচনা আগে সেই জার্মান ও ফরাসী প্রবুদ্ধরা করেছিলেন যে প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় মন্টেসকিউর নাম যাঁরা এই ধারণাটার ওপর জোর দিয়েছিলেন যে সমাজ বিকাশের ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের একটা প্রভাব আছে। কণ্ডরসেট ও অন্যান্য ফরাসী প্রবুদ্ধদের ধারণাকে সম্প্রসারিত করে সাঁ সিঁম এই ধারণাটি সামনে এনেছিলেন যা মানুষ দৃঢ়পদক্ষেপে প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্তাধীন করছে এবং সমাজ পরিবেশের ওপর সক্রিয় প্রভাব ফেলছে সাঁ সিঁমর মতে ঐটাই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সারমর্ম। উনি উৎপাদন ও মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের,—সম্পদ ও সমৃদ্ধির সত্যিকারের উৎসের ওপর খুব গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু ওর বেশী আর সাঁ সিঁম এগোন নি। একজন ভাববাদী থেকে গিয়ে উনি বোঝেন নি যে উৎপাদনই সমাজ বিকাশের ভিত্তি এবং ঐতিহাসিক যুগ শেষ পর্যন্ত নির্ণীত হয় মতাদর্শের পরিবর্তনের দ্বারা এই কথাতে আস্থা স্থাপন করে যেটা নাকি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নিয়ন্তা, যুক্তির ওপর আশা নিবদ্ধ করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, সাঁ সিমঁ প্রকৃতির শক্তির ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য সমাজের সামাজিক সংগঠনের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন। সমাজের সামাজিক সংগঠন তখনই খুব প্রগতিশীল যখন সেটা মানুষের বিকাশের জন্য এবং প্রকৃতির শক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তারে তাদের শক্তিকে সংহত করার জন্যে সবচেয়ে বেশী স্বাধীনতা দেয়। মানুষের ওপর মানুষের আধিপত্য এবং জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ এই প্রচেষ্টার নিছক অপচয় যেটা প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং তার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্যে ঐক্যবদ্ধ করা যেতো। ধারণাটি খুবই সাধারণ আকার প্রদত্ত একটি সাধারণ রূপরেখা, কিন্তু এর সামনে রইলো বিরাট ভবিষ্যৎ।

তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দিকে সাঁ সিমঁর এগোনোর ধরন তাঁকে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং মানুষের সামাজিক

সংযোগের সমস্যা সম্পর্কে বিবেচনা করার সুযোগ দিয়েছিল যেটাকে তিনি প্রকৃতির ওপর তাদের প্রভাব খাটানোর জন্যে মানুষের যৌথ কার্যকলাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে মনে করতেন। অবশ্য সেখানেও বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের মধ্যে মিলনাত্মক যোগাযোগ ঘটানো যায় এটা ধরে নিয়ে তিনি ভাববাদী রয়ে গেলেন। মানব সমাজকে একটা বিরাট কারখানা বিবেচনা করলে কিছু লোকের দ্বারা মানুষের ওপর শোষণ যথার্থ নয় ববং সমস্ত মানুষ মিলে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করা উচিত।

মানুষের সামর্থের, তাদের যৌথ শ্রম-সম্ভাবনার, সৃজনশীল প্রচেষ্টা এবং উৎপাদনেব যথাসম্ভব বিকাশের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সংগঠনের কর্তব্য। সাধাবণ কল্যাণের জন্য সে তার যতটুকু সামর্থ প্রয়োগ করবে তা থেকেই সমাজে মানুষের অবস্থান নির্ণয় করা উচিত, ধনসম্পদ থেকে নয়।

এই প্রয়োজনের সঙ্গে পূর্বেকার যুগগুলির মিল ছিল না আর পুরোহিতদের সঙ্গে মিলে যোদ্ধাদের আধিপত্য, আইন নির্মাতা ও অধিবিদ্যাবিশারদদের প্রভুত্ব মানুষের সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছে, "উৎপাদকদের" বদলে অলসদের প্রাধান্য দিয়ে এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অগ্রগতিকে মন্থর করে। তবে, সাঁ সিঁমর এই সমস্ত ধারণা ভাসাভাসা কারণ তিনি শ্রেণীর ও শ্রেণীসংগ্রামের ধারণা সুস্পষ্টভাবে করতে পারেন নি এবং শোষণের সারমর্ম সম্বন্ধে ঝাপসা ধারণা ছিল। (৩৮)

অবশ্য, সাঁ সিমঁর মতামত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও শোষণকারী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চিহ্ন একথা বলা যায় না। কিন্তু, অন্যদিকে সাঁ সিমঁকে পুঁজিবাদের একজন সাধারণ পৃষ্ঠপোষকও

---

৩৮। সাঁ সিঁমর দ্বি-শত বার্ষিকী পালনে যে সমস্ত বুর্জোয়া রচনা প্রকাশিত হয়েছে কাহিয়েরস ইন্টারন্যাশনাউথ ডি সোসিওলগিতে জি, গারভিচের রচনাটি অনন্য কিন্তু তিনিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্পষ্ট করেছেন এবং সাঁ সিঁমর মতকে মার্কসের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছেন।

বলা যায় না যেটা নাকি আজকালকার অনেক বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা জোর দিয়ে বলছেন। সাঁ সিমঁর বেশীরভাগ রচনাই সংস্কারবাদী কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে তিনি যে সমাজের প্রবক্তা তার কাঠামোটি শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে না। তিনি এর প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন কেবলমাত্র পুঁজিবাদের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে অনিষ্টকারী ক্ষমতাকে হ্রাস করা, ক্ষতগুলিকে নির্মূল করা এবং এটাকে একটা নতুন সমাজে রূপান্তরিত করার জন্য। সাঁ সিমঁ বিশ্বাস করতেন যে এটা পুঁজিবাদের অন্ত্রের মধ্যে কোষ সৃষ্টি করে করা যায়। যদিও তিনি সমাজ বিকাশে বিবর্তনশীল ও বৈপ্লবিক ধরনের পারম্পর্য নিয়ে, "সংগঠিত" ও "সন্ধিকালীন" যুগের পারম্পর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু মনের গভীরে ছিলেন বিবর্তনবাদী। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও সাঁ সিমঁর মতামতের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা ঠিক নয় কারণ তাঁর চেষ্টাটা ছিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবণতা আবিষ্কার করা যেটা ইতিহাসে শেষপর্যন্ত শোষণকারী সমাজকে উত্তরণকালীন সমাজে পরিণত করে। সাঁ সিমঁ সমাজ বিকাশের গতিপথের পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি মনে করতেন অতীতের ক্রীতদাস-মালিকানার সমাজ "জ্ঞানের অগ্রগতির সুযোগ দিয়েছিল এবং শাসক শ্রেণীকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে নিযুক্ত হওয়ার সুবিধা দিয়েছিল।" (৩৯) মধ্যযুগ ও সামন্ততন্ত্র সম্পূর্ণ অধঃপতন ও পশ্চাদ্‌গতির পর্ব ছিল না, 'বর্বর মানুষেরা গ্রীক ও রোমানদের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সংগঠনকে ধ্বংস করে মানব সমাজের বিরাট একটা উপকার করেছে,(৪০) ক্রীতদাসদের ভাগ্যকে কিছুটা স্বস্তি দিয়ে এবং দাসত্বকে পুরোপুরি নির্মূল করার রাস্তা তৈরী করে।' (৪১) ক্রীতদাসদের সহজতর ভাগ্য ও দাসত্বের স্থানে ভূমিদাস প্রথার উদ্ভব সমাজবিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সূচনা করলো যে কারণে

---

৩৯। অইভ্রেস ডি সি এইচ ডি সাঁ সিঁম ৫ম খণ্ড পৃ ১৩
৪০। ঐ পৃ ৭৩
৪১। ঐ পৃ ৯১

মধ্যযুগকে একটা পশ্চাদ্‌গতি ও নিশ্চলতা বলে গণ্য করা উচিত নয়।

মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা একটা নতুন বিন্যাসের দ্বারা ভগ্ন হ'লো। "১৫শ শতাব্দী থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত ইউরোপীয়রা ধর্মীয় ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অবিন্যস্ত করার জন্যে অত্যুৎসাহে কাজ করে চললো, কিন্তু যেটাকে তারা ধ্বংস করলো তার জায়গায় আরেকটি নতুন ব্যবস্থাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হোলনা।" (৪২) সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফরাসী বিপ্লব একটা বলপ্রযুক্ত কাজ কিন্তু এটা সংগঠনে ভাঙন নিয়ে এলো কারণ "অভ্যুত্থান......সম্পূর্ণভাবে শিল্পস্বার্থ বিরোধী।" (৪৩)

সামনের কর্তব্য ছিল একটা নতুন সমাজ সংগঠন সৃষ্টি করা এবং সাধারণ কল্যাণের জন্য সাধারণ প্রচেষ্টার নীতির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ওপর সংখ্যালঘিষ্ঠের ভূমিকার অবসান ঘটানো।

সমাজবিকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে সমস্ত উল্লেখযোগ্য আন্দাজী কাজের জন্য, সাঁ সিঁম নতুন সমাজব্যবস্থার একটা ভাসাচিত্র উপস্থাপিত করেছিলেন। এটা প্রকৃতি জয় করার একটা সংঘ বলে যারা কাজ করবেনা তাদের জায়গা ওখানে হবে না। প্রশাসনের কাজ হবে সমাজের সকল কাজের পরিচালনা করা। রাষ্ট্রের আগের গুরুত্ব হ্রাস হবে এবং লুপ্ত হবে, কারণ সমাজে এর প্রয়োজন থাকবে না। সাঁ সিঁম বিশ্বাস করতেন, সভ্যদের প্রয়োজন অধিকতম তুষ্টি বিধান, প্রথমত, প্রলেতারিয়েত, সবচেয়ে দরিদ্রদের তুষ্টি বিধান করাই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। "মহান উদ্দেশ্যে পৌছতেই হবে।" (৪৪)

কিন্তু "ধনীদের বিরুদ্ধে দরিদ্রদের যুদ্ধকে" সাঁ সিঁম ভয় করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠাতে এই ধরনের "যুদ্ধ"

---

৪২। ঐ পৃ ৯১

৪৩। অইভ্রেস ডি সাঁ সিঁম পার অলিন্দে রডরিকস, প্যারিস ১৮৪১ পৃ ৩৪৮

৪৪। আইভ্রেস ডি, সি এইচ ডি সাঁ সিঁম ৩য় খণ্ড, প্যারিস ১৯৬৬ পৃ ১৭২

যুক্ত হবে না বরং "নতুন খ্রীষ্ট মতবাদী" তাদের ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে" (৪৫) এটাই ছিল সাঁ সিঁমর মতের প্রতিক্রিয়াশীল দিক আর এটাকেই ধরে এবং সম্প্রসারিত অগাস্তে কোঁতের গোটা মতবাদ গড়ে উঠলো।

অন্যদিকে সাঁ সিঁমর অনুগামীরা তাদের গুরুর রচিত রূপরেখাকে নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেন: "যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ, কাজ অনুযায়ী বেতন।" ওরাই প্রথম এই দাবীটির সঠিক সূত্রায়ণ করেন। কিন্তু এটা তাঁরা বুঝতে পারেননি যে ওটা কেবল নতুন সমাজের প্রথম দশারই বৈশিষ্ট্য হ'তে পারে আর মনে করলেন যে এই-টাই বুঝি অন্তিম লক্ষ্য। (৪৬) তারা জোরের সঙ্গে মানুষের ওপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটানোর কথা বলছিল এবং এই দাবী সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে সূত্রায়িত করে: "অতীতে সামাজিক ব্যবস্থা নানাভাবে সর্বদাই মানুষের ওপর মানুষের শোষণের ভিত্তিতেই ছিল; এখন থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি যে ভাবেই যেটা বোঝা হোক না কেন শোষণের অবসান ঘটিয়েই গড়ে উঠবে"। (৪৭) সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলায় তাদের পরিকল্পনা তারা এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মেনে চলেনি, কিন্তু ইতিহাসের অর্থে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে অলসদের যুগের অবসানের একটা নতুন যুগের, শ্রমের যুগের আগমনী বার্তা দিয়ে একটা সাধারণ নীতি ঘোষিত হ'ল। প্রকৃতিকে দোহনের জন্য মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলতে হ'য়েছিল। সাঁ সিমঁর কিছু কিছু অনুগামী তাঁর 'নব্য খ্রীষ্টান বাদ' মানেন নি, এবং নাস্তিকের অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন আর অন্যরা বেশী বেশী করে একটা ধর্মীয়

---

৪৫। এম, এ, আলপাটভ "দি ফ্রেঞ্চ ইউটোপীয়ান সোশিয়ালিস্ট এণ্ড দি বুর্জোয়াজিস থিওরি অফ ক্লাস স্ট্রাগল ইন দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী। ইন দি কালেকশন ফ্রম দি হিস্ট্রী অফ সোশ্যালিস্ট আইডিয়াস। পৃঃ ৪০১—৪০২। গ্রন্থকার সাঁ সিঁমকে বিপ্লব সম্বন্ধে বোধ সম্পন্ন দেখিয়েছেন।

৪৬। ভি, পি, ভোলগিন "দি লিগ্যাসি অফ ইউটোপীয়ান স্যোসালিজম ইন দি কলেকশন, এ হিস্ট্রি অফ স্যোসালিস্ট ডকট্রিন পৃঃ ২০-২১, (রুশ)

৪৭। ডকট্রিন সাঁ সিম নিয়েম্নে, এক্সপোজিশন, প্যারিস, ১৮৫৪ পৃ ২০৭

গোষ্ঠীতে পরিণত হ'লেন।

সাঁ সিঁম বা তাঁর অনুগামীরা কেউই তাদের আদর্শের বাস্তবায়নের প্রকৃত পথ দেখতে পাননি এবং শ্রেণী সংগ্রামের গুরুত্বকে ইতিহাসের বৃহত্তম চালক শক্তির গুরুত্বকে বুঝতে অক্ষম হ'য়েছিলেন। সেইজন্য তাদের ভবিষ্যৎ সমাজচিত্র ছিল ভাসাভাসা: শিল্পপতিরা উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং 'শিল্পপতি' প্রত্যয়টির মধ্যে পুঁজিবাদী ও শ্রমিক দুটিই রয়েছে।

হয়তো সাঁ সিঁম বা তাঁর অনুগামীদের সঙ্গতিপূর্ণতার অভাব ছিল কিন্তু যেখানে প্রত্যেকেই সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং কাজ অনুসারে টাকা পাবে তেমনি একটা সমাজব্যবস্থার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাদের ধারণাটাই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতিটা সমাজতন্ত্রের কর্মসূচীতে একটা পাদানী হ'য়ে দাঁড়ালো। সমাজটি মানুষের ওপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটিয়ে বিরাট সৃজনশীল ক্ষমতা লাভ করলো এই আদর্শ নিয়ে যে মানুষের সেবায় প্রকৃতির বিরাট শক্তিকে ব্যবহার করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ করতে হবে, এই ধারণাটিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটানো,. প্রশাসনের যন্ত্র থেকে সমাজের কাজের পরিচালন যন্ত্রের ধারণাটির সামনে রয়েছে বিরাট ভবিষ্যৎ।

তাঁদের কমিউনিষ্ট পার্টির ম্যানিফেষ্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন, সাঁ সিঁম, ফোরিয়ার এবং আওয়েন ও অন্যান্য কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীদের ব্যাখ্যাত "কল্পনাবাদী ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ সমাজের অলৌকিক চিত্র, এমন সময়কার আঁকা যখন প্রলেটারীয়েটরা খুব দুর্বল এবং নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণা" যার সঙ্গে মিল রয়েছে "সমাজের একটা সাধারণ পুনর্গঠনের জন্য ঐ শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার।"(৪৮) কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীদের সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল সমাজে একটা সাধারণ পুনর্গঠনের জন্য প্রলেটারিয়েটদের ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষার ওপর এমন একটা সময় যখন এই ধরনের পরিবর্তনের আশা প্রভাবিত

৪৮। কে, মার্কস ও এফ, এঙ্গেলস সংরচনাবলী (৩ খণ্ড) ১ম খণ্ড পৃ ১৩৫

হয়েছিল বুর্জোয়ার উদারনীতিবাদের দ্বারা, কারণ বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েতদের মধ্যে সংগ্রাম সবে শুরু হ'তে যাচ্ছিল। বুর্জোয়াদের লেখকরা অনেকদিন ধরেই সাঁ সিঁমর কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব থেকে সমাজবিকাশের তত্ত্বকে পৃথক করার চেষ্টা করছেন, যে চেষ্টাটা বড়জোর অতিসরলীকরণ। তাঁর ভাববাদের আলোকে সাঁ সিঁম সমাজবিকাশের একটা তত্ত্ব ও সমাজ পুনর্গঠনের একটা আদর্শ খাড়া করবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা দেখিয়ে দেয় যে সমাজের বুনিয়াদী পুনর্বিন্যাস, পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ, সামাজিক অন্যায়ের অবসান এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানকে অন্তর্ভুক্ত করে একটা সমাজবিকাশের তত্ত্ব সৃষ্টি করার সময় পরিপক্ক হয়েছে এবং এটা ভাববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে করা যায় না। কেবলমাত্র ভাববাদ ও অধিবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেই এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের আবিষ্কারই সমাজের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের জরুরী প্রয়োজন মেটাতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ফরাসী বুর্জোয়া তাত্ত্বিক অগাস্তে কোঁৎ পৃথক পথ ধরলো: সে মুক্ত হস্তে সাঁ সিঁমর ধ্যান-ধারণার সম্পদের ভাণ্ডার থেকে ধার করলো এবং তাঁর মতের প্রতিক্রিয়াশীল দিকটির ওপর জোর দিল। শ্রেণীস্বার্থের ঐক্য, সমাজবিকাশে বিপ্লবের গুরুত্ব অস্বীকার, ধ্যান-ধারণার ভূমিকার ওপর জোর দান, যেটা নাকি ঐতিহাসিক যুগকে নিয়ন্ত্রণ করে ইত্যাদির ওপর জোর দিয়ে কোঁৎ তার নিজস্ব সমাজবিদ্যা সৃষ্টি করলো। সংক্ষেপে, সাঁ সিঁমর তত্ত্বের জীবন্ত সারমর্ম পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থাব সমাজ কাঠামোর প্রশ্নটি বিবেচনা করায় তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাকে সে নাকচ্ করার চেষ্টা করছিল। তাঁর অসঙ্গতি এবং সীমাবদ্ধতার ব্যবহার করে, সমাজ বিষয়ে বিবেচনার্থে তাঁর ভাববাদের জোর দিয়ে এবং সবকিছুকেই সন্দেহবাদ ও রহস্যবাদের কবলে পরিত্যাগ করে সাঁ সিঁমর রেখে যাওয়া টুকরো টুকরো ধ্যান-ধারণা থেকে কোঁৎ তার নিজের 'ব্যবস্থা' গড়ে তোলেন। বুর্জোয়া উদারনীতির সেবায় এবং পুঁজিবাদের কৈফিয়ৎদানে কোঁতের ব্যবস্থা বিশ্বস্ত ছিল। এরই বলে

বলীয়ান হ'য়ে বুর্জোয়া সমাজবিদরা সামাজিক চিন্তার বিকাশের সত্যিকারের চিত্রকে বিকৃত করে সাঁ সিঁমকে কোঁতের "পূর্বসূরীর" পদে বসাতে আর এমনকি প্রত্যক্ষবাদের প্রবক্তা বলেও দাবী করতে শুরু করে। বাস্তবিক সাঁ সিঁম সমস্ত বিজ্ঞান ব্যবস্থার মুকুট একটা হিসাবে "রাজনীতি বিজ্ঞান" সৃষ্টির কল্পনা করেছিলেন কিন্তু তাঁর মতের সীমাবদ্ধতা ও অসঙ্গতির জন্যে তিনি কোনদিনই এই বিজ্ঞানকে বুর্জোয়াসমাজের কৈফিয়ৎদানকারীর ভিত্তি করতে চাননি। (৪৯)

চার্লস ফোরিয়ার ( ১৭৭২--১৮৩৭ ) সমসাময়িক সামাজিক চিন্তার ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং সমাজবিকাশের তত্ত্বে অবদান রেখেছেন। তাঁর গোটা রচনার মধ্যে সমাজের পরিবর্তন এবং সমাজের সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের ধারণা আগাগোড়া বিদ্ধ হ'য়ে আছে। তাঁর ভাববাদী এবং ধর্মীয় ভ্রান্তি যেটা তাঁর মনকে শৃঙ্খলিত করেছিল তা সত্ত্বেও ঐ ধারণাটি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

যত ভাসাভাসা ও অসঙ্গতিপূর্ণ হোক না কেন তাঁর সামাজিক তত্ত্বে ফোরিয়ার এই ধারণা উপস্থাপন করেন যে মানুষ সামাজিক জীব আর তার সারমর্ম প্রকাশিত হয় এবং তার প্রবণতার উৎকর্ষতা বাড়ে কেবলমাত্র সমাজের মাধ্যমে অন্য মানুষের সংযোগের মাধ্যমে। ১৮শ শতাব্দীর বুর্জোয়া তত্ত্বের একটা বৈশিষ্ট্য হল এক ধরনের সামাজিক-পরমাণুবাদ—"নিঃসঙ্গ রবিনসন ক্রুশোকে মরুদ্বীপে" রাখা হয়েছে—সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি "বাকি" সকলের মাথার ওপর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমরা এই মতের প্রকাশক একদল রবিনসনবাজ। এর বিপরীতে ফোরিয়ার পরামর্শ দিলেন যে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সারমর্ম তার সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তবে, ফোরিয়ার এইপথে মাত্র প্রথম পদক্ষেপটি করেছিলেন কেননা

৪৯। এন, ওয়াই, জাস্টেঙ্কের "হেনরী ডি সাঁ সিঁম" ইন দি কালেকশন দি হিস্ট্রী অফ সোসিয়ালিস্ট ডকট্রিন পৃ ২০৮ (রুশ)

তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ তার ভাবাবেগের দ্বারা কর্মপ্রেরণা পায়। এই ভাবাবেগ স্থায়ী এবং বিমূর্ত মানুষ এর দ্বারা সম্পৃক্ত। পরিণামে, ফোরিয়ার মানুষের সারমর্মকে বুঝতে এবং দেখাতে পারলেন না।

ফোরিয়ার সাঁ সিঁমর চেয়ে সমাজের সামাজিক সংগঠনের ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে শিল্প বিকাশের সঙ্গে একাত্ম করেন নি এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে শেষোক্তটি একটা নতুন সামাজিক কাঠামো চায়, তা না হ'লে তার ভাণ্ডারে লোকের জন্য সুখহীনতা ও দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কিন্তু সমাজবিকাশে এই দ্বন্দ্বকে বুঝতে পেরে ফোরিয়ার অপরিহার্য সিদ্ধান্তটি টানেন নি এবং দ্বন্দ্বের কোনরকমের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় "সামাজিক" মিলের মধ্যে বহির্গমনের পথ খুঁজেছেন।

উপরন্তু ফোরিয়ার ১৮শ শতাব্দীর বুর্জোয়া প্রবুদ্ধদের বেশ কিছু ধারণার সামালোচনা করেছেন যখন তিনি বলেছেন যে রাষ্ট্রটা একটা সর্বজনীন মিতালির প্রকাশ "কোন সামাজিক চুক্তি" নয় বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর সংখ্যালঘিষ্ঠদের, ধনীদের নিস্পেষণের ফল। তিনি সরাসরি প্রগতির ধারণাকে বাতিল করে দেন। তিনি অহঙ্কৃত বুর্জোয়া সভ্যতাকে এইরকম বীতরাগের আলোকে দেখেছেন যে এটা তিনি প্রগতিশীল বিকাশের সর্বোচ্চ সাফল্য বলে বিবেচনা করতে অস্বীকার করেন। এটা ঠিক যে ফোরিয়ার প্রগতির বিষয়গত ভিত্তিকে দেখেন নি এবং সমাজবিকাশের উর্ধ্বগতি ও অধোগতি উভয় রেখা ধরেই চলবে বলে বিশ্বাস করতেন এবং ভাইকোর মতই এই বিশ্বাসে এসে পৌঁছলেন যে বিকাশটা চক্রাকার। শেষ পর্যন্ত প্রগতির বিচারের অকাট্য ভিত্তি কেবলমাত্র উৎপাদন বিকাশের সামাজিক সম্পর্ক এবং উৎপাদন পদ্ধতির পারম্পর্য থেকে বোঝা যায়। এই সমস্যার দিকে ভাববাদী দৃষ্টিকোণ সবসময়েই এটা ধরে নেবার সুযোগ রেখে দেয় যে সমাজের বিকাশ কখনও অগ্রগতি, কখনও পশ্চাদ্‌গতির বক্ররেখায় চলে। ফোরিয়ার তাঁর ভাববাদী পদ্ধতির

জন্য ভুল এবং ক্ষতিকর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

তবে, ফোরিয়ার প্রাচীন দুনিয়ার মতাদর্শীদের সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "তাঁদের দার্শনিক নীতিতে অভ্যস্ত, সর্বদাই অতীতের মুখোমুখি দাঁড়াতে গেলে এবং বর্বরদের তুলনায় নিজেদের প্রশংসা করতে গেলে ওঁরা প্রত্যেকটা সামাজিক অবস্থাকে "আন্দোলনের শেষ" বলে মনে করেন ; অতীতের প্রত্যেকটি দার্শনিক এই ধারণায় সমর্থন করতেন যে ভূমির কর্ষকদের এবং গৃহভৃত্যদের দাসত্ব ছাড়া সভ্যতা থাকতে পারতো না" (৫০) কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীরা ভাববাদীদের এই ধারণাকে আক্রমণ করে বিজ্ঞানের জন্য একটা বিরাট কাজ করেছিলেন যে বুর্জোয়া সমাজের সমাজব্যবস্থা "আন্দোলনের শেষকে" চিহ্নিত করেছেন। ওরা বলতেন সমাজকে এগোতেই হবে। ক্রীতদাসরা "আধুনিককালের মুক্ত মানুষ হ'য়েছিল আর সভ্যতা অধঃপাতে যাওয়া দূরে থাকুক এই স্বাধীনতার জন্যে কার্যত এগিয়েছে" ফোরিয়ার বললেন। (৫১) তিনি আরও বলেছেন "আধুনিক সভ্যতা ভয়াবহ ক্রীতদাসদের অদৃশ্য করে দিয়ে প্রাচুর্যে পৌঁছেছে।" (৫২)

ফোরিয়ার জোর দিয়ে বলেছেন যে গ্রীক ও রোমানদের অধীনে যে স্বাধীনতা তারা পায়নি, সামন্ত বন্ধন ধীরে ধীরে জনগণকে সেই স্বাধীনতায় উত্তীর্ণ করছে। এটা যে দাসত্বভিত্তিক, কঠোর শ্রমের জন্য তাড়িত এই কথাটাকে সর্বদা বাদ দিয়ে এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে শোষণভিত্তিক একথা ভুলে গিয়ে যখন বুর্জোয়া মতাদর্শীরা প্রাচীন দাস মালিকদের গণতন্ত্রের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই সময় এই কথাগুলোর শক্তিশালী আওয়াজ যে কি প্রভাব ফেলেছিল তা বোঝার জন্য একজনকে একটু নিজের কল্পনা শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। ফোরিয়ার সজোরে বলেছেন যে গ্রীস ও রোমের বিখ্যাত গণতন্ত্রীরা,

---

৫০। চার্লস ফোরিয়ার এগারেমোট ডি লা রেইসন-প্যারিস, ১৮৪৭ পৃ ৪৮

৫১। ঐ

৫২। ঐ

স্বাধীনতার একনিষ্ঠ প্রেমিকরা ঘাতকের কাজটাকে খেলাধূলোর সামিল করেছিল। (৫৩) তারা দাসদের সঙ্গে নির্দয় আচরণ করতো, তাদেরকে তারা মানুষ বলে মনে করতোনা। হাঁ হয়ে ওঠা ঘা টাকে চাপা দেবার জন্য যে বুর্জোয়া সভ্যতা কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছিল তার অগ্রদূতের উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণীতেও ফোরিয়ারের আস্থা ছিল না।

বর্তমান কালের সভ্যতা, অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা পাপে পূর্ণ। বেকারদের পরিবারের সঙ্গে অসভ্যদের পরিবারের তুলনা করে, ফোরিয়ার সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে একটা সভ্য সমাজে পূর্বোক্তদের ভবিতব্য অতি ভয়াবহ। আধুনিক সভ্যতার সমাজ কাঠামো ত্রুটিপূর্ণ। ধনীর শাসনভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে ফোরিয়ার পুঁজিবাদী সমাজের মুখব্যাদানকারী ক্ষতস্থানকে উন্মুক্ত করে দেন।

যেমনভাবে প্রাচীন দাসযুগের তাত্ত্বিকরা দাসত্বকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছিল ফোরিয়ারও তেমনিভাবে বুর্জোয়া সভ্যতাকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন "বাণিজ্যিক দুর্নীতি সম্বন্ধে দার্শনিকদের জঘন্য সৌজন্য প্রদর্শনকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? যারা পোপ ও রাজাদের অপরাধের কথা ঢাক পিটিয়ে বলেছে তারা বাণিজ্যের অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস করে না।" (৫৪) স্বাভাবিকভাবেই ফোরিয়ার পুঁজিবাদের আওতায় শোষণের মূলে যাননি, কিন্তু তাঁর আরম্ভটা ভাল। "বর্বরতার ও সভ্যতার ধ্বংসস্তুপের ওপর একটা নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।" (৫৫) ফোরিয়ার একটা চমৎকার ধারণা প্রকাশ করেছিলেন যে সভ্য ব্যবস্থায় শ্রম শিল্প কেবলমাত্র সুখের জন্য কতকগুলো উপাদান সৃষ্টি করে, সুখকে নয় আর "শ্রমশিল্পের অতিরিক্ত বৃদ্ধি সভ্যতাকে বিকট দুর্ভাগ্যের মধ্যে টেনে নিয়ে যায় যদি না সমাজের বিকাশের পরিমাপে সত্যিকারের প্রগতিকে আবিষ্কার করা

---

৫৩। ঐ

৫৪। ঐ

৫৫। অইভ্রেস কমপ্লিটেস ডি চার্লস ফোরিয়ার টৌম প্রিমিয়ার প্যারিস, ১৮৪৬ পৃঃ ১০১

যায়।" (৫৬) শুধু শ্রমশিল্পের বিকাশই প্রয়োজন নয় সেইসঙ্গে সামাজিক সংগঠনের উন্নতি দরকার আর দরকার সেই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা যার আওতায় কিছু লোকের সম্পদ আর সুখ অন্যের দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে মানব জাতির সুখী ভবিষ্যৎ রয়েছে কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও শিক্ষার মধ্যে সেই "শিল্পপতি" বা পুঁজিবাদের প্রবক্তাদের ফোরিয়ার সমালোচনা করেন। যার জীবনধারণের কোন উপায় নেই সেই দুর্ভাগার আবার শিক্ষা দিয়ে কি হবে? ফোরিয়ার বলেছেন যে সভ্যতার আওতায় প্রাচুর্য থেকেই দারিদ্র্য জন্মায় এবং মানবজাতির বিকাশের এই স্তরে পাপচক্রকে ভেঙে ফেলতে হবে। সামাজিক চিন্তার বিকাশ এবং সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের আবির্ভাবের জন্য ঐ সব ধ্যান-ধারণা ছিল শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ।

যে বুর্জোয়া "সভ্যতার" জন্য বুর্জোয়া মতাদর্শীরা এতো গর্বিত তার সমালোচনাই ফোরিয়ারের মধ্যে শক্তির দিক। যার সাহায্যে পুঁজিবাদের প্রবক্তারা বুর্জোয়া সমাজের প্রকৃত ত্রুটিগুলি ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে সেই মিথ্যার ঘোমটাটিকে তিনি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফোরিয়ার ঘোষণা করেন যে অনেকগুলি "কাগুজে অধিকার" আছে আর এইভাবে যুক্তি প্রদর্শন করেন: যখন কেউ অধিকার প্রয়োগ করতে পারেনা তখন সেটা অলীক। এর দৃষ্টান্ত জনগণের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে সাংবিধানিক অধিকার। এই চমৎকার অধিকারটি থাকা সত্বেও এক পয়সা পকেটে নেই এমন সাধারণ মানুষকে সান্ধ্যভোজন ছাড়াই থাকতে হয়। (৫৭) তিনি ঘোষণা করেন যে "কাজ পাবার অধিকার" সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: "সভ্যতার মধ্যে এটা সত্যি সত্যি কার্যকর করা সম্ভব নয় যদিও ওটা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার

৫৬। অইভ্রেস কমপ্লিটেস ডি চার্লস ফোরিয়ার ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৮৪৮ পৃ ৩৬

৫৭। "লা ফ্যালাঞ্জি," রিভ্যু ডি লা সায়েন্স সোসিয়ালি, টোম প্রিমিয়ার, প্যারিস, ১৮৪৫, পৃ: ৪৬

অকেজো"। (৫৮)

মহান কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী দেখেছিলেন পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য অতিউৎপাদন যার আওতায় সমস্ত আঙ্গুর ফসল গাদা করে ফেলে রাখা হয় অতিউৎপাদনের জন্য। তিনি বুর্জোয়া সভ্যতার দ্বন্দ্ব অবগত ছিলেন যার অধীনে সম্পদ বাড়ে কিন্তু উৎপাদন বা শ্রমিক বর্দ্ধমান ধনের ভাগ পায় না।" (৫৯)

যে কাজকে শোষণমূলক সমাজের মতাদর্শীরা অভিশাপ বলে থাকে সেটাকে কি করে আনন্দের উৎসে পরিণত করা যায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সামনে এনেছিলেন ফোরিয়ার। তবে সঠিক উত্তর ফোরিয়ার দিতে পারেন নি। ক্যাপিটালের প্রস্তুতি পাণ্ডুলিপিতে মার্কস বলেছেন ফোরিয়ার এটা ধরে নিয়ে ভুল করেছেন যে ভবিষ্যৎ সমাজে কাজটা হবে হাস্য তামাসা। কাজ মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন হবে, কিন্তু এটা কোনদিন শূন্যগর্ভ খেলার বস্তু হবে না।

মানুষের ভাবাবেগের ওপর ফোরিয়ার খুব গুরুত্ব দিয়েছেন এবং যে সমাজে যে মিলন প্রতিষ্ঠিত হবে তার ভিত্তি হবে ভাবাবেগের পূর্তি। তিনি মানুষের ভাবাবেগের বেশ একটা জটিল তালিকা তৈরী করেন কারণ উনি বিশ্বাস করতেন যে এটা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক মিল-যুক্ত সম্পর্ক পাতাতে সাহায্য করবে। এখানে ম্যাবলির চালু লাইনটি-কেই টেনে নিয়ে গেছেন যিনি বিশ্বাস করতেন যে ভাবাবেগ সামাজিক সম্পর্ককে চালায়। কিছু ভাবাবেগ গুণসম্পন্ন সেগুলো জন্মেছিল সামাজিক সম্পত্তির আরোহীগতির সঙ্গে আর অন্যগুলোর জন্ম হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে এবং সেগুলো ক্ষতিকর (লোভ, আত্মস্বার্থ ইত্যাদি)।৬০ সামাজিক মনোবিজ্ঞানের একজন আধুনিক ফরাসী বিশেষজ্ঞ

৫৮। আইভ্রেস কম্‌প্লিটেস ডি চার্লস ফোরিয়ার, প্যারিস, ১৮৪৬, টোম প্রিমিয়ার পৃঃ ২২১

৫৯। চার্লস ফোরিয়ার অইভ্রেস কমপ্লিটেস ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২৮

৬০। এস সাফ্রোনভ, "ম্যাবলিজ পলিটিক্যাল এণ্ড সোস্যাল আইডিয়াজ" ইন দি কালেকশন 'ফ্রম এ হিস্ট্রি অফ সোসিও পলিটিক্যাল আইডিয়াজ পৃঃ ২৩৯ (রুশ)

ফোরিয়ারকে আধুনিক বিশেষজ্ঞদের পূর্বসূরী বলে মনে করেন। উনি দাবী করেছেন যে "ফোরিয়ারের সমাজতন্ত্র এই সামাজিক মনোবিজ্ঞানের ওপর বিন্যাসিত" (৬১) যা তিনি তাঁর ভাবাবেগের মতবাদে খাড়া করার চেষ্টা করেছেন।

এই মতবাদ অনুসারে শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষের সহযোগিতার ভিত্তি হওয়া উচিত সহানুভূতি। ফোরিয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে শ্রমের প্রক্রিয়াটা এমন ভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত যাতে সেটা মানুষকে নিরন্তর জোর করে একধরনের কাজ করা থেকে বাঁচানো এবং তার সামর্থ্য ও ঝোঁকের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় এমন কাজ বেছে নেবার সামর্থ্য তৈরী করার জন্য একটা সন্তোষের উৎস হয়। তাই আমরা দেখতে পাই যে ফোরিয়ার পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগের অবসান ঘটানোর পথ এবং উপায় খুঁজছেন যেটা কিনা মানুষের বিকৃতি ঘটায় এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্য থাকে। এটা নিঃসন্দেহে একটা বিরাট সাফল্য কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার জন্য ফোরিয়ারের দাওয়াই কল্পনাবাদী এবং সম্পূর্ণ ভ্রান্তধারণাভিত্তিক।

একাডেমিসিয়ান ভোলগিন ঠিকই বলেছেন যে "বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের আবির্ভাবের রাস্তা বাঁধিয়ে দেবার সঙ্গে সামাজিক সম্পত্তির প্রশ্নে সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে দু'ধরনের প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়।" (৬২) যারা বিশ্বাস করতেন যে একটা ছোট অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন গোষ্ঠীকেই নতুন সমাজের ইউনিট, অন্য কথায়, সামাজিক সম্পত্তির অধিকার থাকবে ঐ গোষ্ঠীর হাতে, তাদের মধ্যে ফোরিয়ার একজন। সাঁ সিঁমর অনুগামীরা অন্য মত পোষণ করতেন এবং "স্পষ্টভাবে একটা সাধারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রেখে" একটা কেন্দ্রীভূত জাতীয় অর্থনৈতিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। (৬৩) যেমন আমি

৬১। জে, স্টোয়েটজেল—লা সাইকোলগি সোসিয়েলে, প্যারিস, ১৯৬৩ পৃঃ ১৫

৬২। ভি, পি, ভোলগিন—দি লিগ্যাসি অফ ইউটোপীয়ান সোসিয়ালিজম ইন দি কলেকশন অফ এ হিস্ট্রি অফ সোসিয়ালিষ্ট ডকট্রিন পৃঃ ৯ (রুশ)

৬৩। ঐ পৃঃ ১১

বলেছি কথাটাকে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে বাবুফপন্থীরা সমস্ত মানুষের মালিকানায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ধারণার কাছাকাছি এসে ছিলেন। ফোরিয়ারের লেখায় আমরা দেখতে পাই সহযোগিতা ও সমবায় সমাজের রূপান্তর ঘটাবে। এখানে তিনি রবার্ট ওয়েনের পূর্ব-সূরী—সমবায়ের দ্বারা পুঁজিবাদী সমাজের রূপান্তর ঘটানোর ধারণা তাঁরও। ওয়েনের আশা ছিল তাঁর সমবায়গুলি প্রথমতঃ কারখানা ও কলে বিস্তৃত হবে আর সেখানে ফোরিয়ার বিশ্বাস করতেন যে নতুন সমাজের নতুন ইউনিটগুলি কৃষি ও শ্রমশিল্পোৎপাদনের অদ্ভুত একটা সংযুক্তির ওপর দাঁড়াবে। ফোরিয়ারের সমাজ সংগঠিত পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর ওপর এবং সেইজন্যে তার কোন সামগ্রিক সংগঠন নেই। এর জীবন শুরু হ'য়েছিল বিচ্ছিন্ন কোষ প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে, এবং কার্যতঃ গোটা সমাজ জীবন তাদের কার্যের দ্বারাই সূচিত হচ্ছে। এটা সত্য যে ফোরিয়ার ধরে নিয়েছিলেন যে গোষ্ঠীগুলো উৎপাদন সমস্যার মুকাবিলা করার জন্য পরস্পর সম্পর্ক রাখবে যাতে কোন গোষ্ঠীই একলা তা না করে কিন্তু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যোগসূত্রের কোন বিস্তৃত ব্যবস্থা তার ছিলনা।

এখনকার দিনের বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌গণ জোর দিয়ে বলছেন যে সমাজবিকাশের তত্ত্বের ওপর ফোরিয়ারের মতামতে কোন সরাসরি প্রভাব নেই এবং সমাজ ভাবনায় বুনিয়াদী ইতিহাসের রচনার মধ্যে ফোরিয়ারের ওপর কয়েকলাইন মাত্র লেখা হ'য়েছে। অবশ্য, ফোরিয়ার একজন কল্পনাবাদী এবং বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব থেকে অনেক দূরের মানুষ। কিন্তু তিনি সমাজ বিকাশের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি চিরস্থায়ী ও স্থির এই ধারণায় আপত্তি করেছিলেন। শ্রমবিভাজনের পেছনে প্রতিষ্ঠিত নীতির সঙ্গে, শ্রমের প্রকৃতির এবং কাজের প্রতি মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণা, নিঃসন্দেহে বহু মনকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। সমাজবিকাশের মূল সমস্যা হিসাবে সহযোগী মানুষের সামাজিক ক্ষমতা বাড়ানোর সঙ্গেই ছিল ফোরিয়ারের সম্পর্ক এবং সামাজিক বিন্যাস যে স্থবির

তিনি এই বক্তব্যের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। কিন্তু বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতা ছাড়া ঐ সমস্যার কোন সমাধান নেই। ফোরিয়ারও মরমীবাদের কিনারায় পদচারণা করছিলেন। জীবন এমন সব সমস্যা উপস্থিত করছিল যেটা ভাববাদের আলোকে সমাধান করা যেতোনা।

মানুষের বিকাশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বড় বাধা হ'য়ে পড়েছে এই ধারণা আরও বেশী জোরালোভাবে এবং স্পষ্টরূপে ফোরিয়ার তুলে ধরে ছিলেন তার চেয়ে বেশী করেছিলেন, কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী রবার্ট ওয়েন যিনি ব্রিটেনের শ্রমিক শ্রেণীকে অজ্ঞানতামুক্ত করার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন। সমাজে যে অন্যায়ের রাজত্ব চলছে তার প্রধানমূল হিসাবে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে আক্রমণ করেছিলেন। "ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষের কাছে অন্তহীন অপরাধ এবং দুর্দশার কারণ ছিল এবং আছে। (৬৪) যে সমস্ত অপরাধ এবং দুর্দ্দশা এ থেকে ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হ'ল ঃ "ব্যক্তিগত সম্পত্তি একমন থেকে আরেক মনকে বিচ্ছিন্ন করে, গোটা সমাজ জুড়ে জঘন্য কার্যকলাপের স্থায়ী কারণ, মানুষের মধ্যে প্রতারণা ও জালিয়াতির অনিবার্য উৎস এবং নারীদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তির শক্তিশালী প্রেরণা। বিগত যুগগুলোর জ্ঞাত ইতিহাসে এটাই যুদ্ধের কারণ এবং অসংখ্য ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ডের উৎসাহপ্রদানকারী।" (৬৫)

জোরালো যুক্তি দিয়ে ওয়েন বলেছেন যে "সামাজিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক প্রগতির প্রধান কর্তব্য গড়ে উঠেছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করার মধ্যে যখন নিছক ব্যক্তিগত হবে সাধারণ সম্পত্তি এবং সাধারণ সম্পত্তি সকলের জন্যে অবারিত থাকবে তখনই কেবল মানব জাতি স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলবে।" (৬৬) অন্য কথায় মানব জাতির সত্যিকারের সুখ আসবে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠায়। ওয়েন

---

৬৪। রবার্ট ওয়েন, দি বুক অফ দি নিউ মর‍্যাল ওয়ার্ল্ড, লণ্ডন. ১৮৪৯ পৃঃ ৪০

৬৫। ঐ পৃঃ ৪১

৬৬। ঐ পৃঃ ৪২

বিশ্বাস করতেন যে "সময় আসবে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে যে অন্যায় জন্মাচ্ছে তার ওপরে সাধারণ সম্পত্তি ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব যথাযথভাবেই প্রশংসিত হবে।" (৬৭)

ফোরিয়ার ও সাঁ সিঁমর চেয়ে ওয়েন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে সাধারণ সম্পত্তিতে উত্তরণের প্রগতিশীল গুরুত্বের ওপর অনেক বেশী জোর দিয়েছিলেন। তিনি এই ধারণার অক্লান্ত প্রচারক ছিলেন এবং সামাজিক চিন্তার বিকাশে অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছেন। সমাজ বিকাশের বুনিয়াদী প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁর দৃঢ়পণ বিবেচনা, তাঁকে কেমন করে এবং কেন সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধিপত্যে এসে পৌঁছলো এবং সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের পথ কি এই প্রশ্নে নিয়ে গেল। এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তরদানের অর্থ সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের আবির্ভাব।

তবে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যে মানুষের মতামতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় একথা বিশ্বাস করে ওয়েন নিজেই ভাববাদী দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেন এবং সেই কারণেই সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদী পরিবর্তনের পথ খুঁজে পাননি। যেহেতু এটা যুক্তিসিদ্ধ সেইজন্যে যুক্তিপূর্ণ ধ্যান-ধারণাই জয়লাভ করবে একথাটা তিনি খুবই সরল চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন আর সেইজন্যেই তৎকালীন সরকারের কাছে সংস্কারের জন্য প্রস্তাব করে গেছেন। কিন্তু সাধারণ সম্পত্তির ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার পক্ষে নিরন্তর ওকালতিই তাঁর সাফল্য।

যেটা আমরা এখনও ফরাসী কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীদের লেখায় দেখতে পাই সেই ধর্মীয় ও মরমী উপাদানগুলিকে দৃঢ়ভাবে তত্ত্ব থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ওয়েন সমাজবিকাশের তত্ত্বে সাঁ সিঁম ও ফোরিয়ারের চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন। ধর্মীয় মতামত যে প্রগতির ভিত্তি হ'তে পারে একথা ওয়েন বিশ্বাস করতেন না। সাঁ সিঁমর নব্য খ্রীষ্টানবাদ বা ফোরিয়ারের মরমীবাদী ধারণা কোনটাকেই তিনি গ্রহণ করেন নি। সমাজবিকাশে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার প্রতি-

৬৭। ঐ

ক্রিয়াশীল ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে, নতুন অবস্থায় ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী প্রবুদ্ধদের নাস্তিকতাবাদী ঐতিহ্যকে সাহসের সঙ্গে চালিয়ে গিয়ে ওয়েন নাস্তিক রয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে, ১৯শ শতাব্দীর জার্মানীর কিছু আদি কল্পনাবাদী সমাজ-তন্ত্রী প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকার ভাসাভাসা ধারণা গড়ে তুলছিলেন। ১৮৪০-এ ভিলহেলম ভাইটলিং একটা "নতুন অবতার" হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীকে নি.য় লিখলেন, "যারা নাকি পুরনো সমাজের ঘুনধরা কাঠামোটাকে ধ্বংস করবে, অশ্রুজলের ঝরণাকে খালকেটে সাগর জলে মিশিয়ে দেবার জন্যে এবং পৃথিবীতে স্বর্গ প্রতিষ্ঠার জন্যে।" (৬৮) আমরা দেখতে পাই জার্মান কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী ফরাসী কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারও দৃষ্টিকোণ ভাববাদী এবং সমাজবিকাশের নিয়মভিত্তিক নয়, তার সামাজিক এবং রাজ-নৈতিক কর্মসূচী অত্যন্ত কল্পনাবাদী। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ্ ফ্রাঞ্জ মেহ্‌রিং কথাটা ঠিকই বলেছিলেন যে প্রলে-তারিয়েটের শ্রেণী সচেতনতায় পৌঁছুতে ভাইটলিং এর অনেক পথ অতিক্রম করা তখনও বাকি ছিল, কিন্তু তিনি প্রলেটারীয় বিপ্লবকে তেমনিভাবেই দেখেছিলেন যেমনভাবে ফোরিয়ার লক্ষপতিদেরকেই রক্ষাকর্তা হিসাবে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু ভাইটলিং বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি থেকে উত্থিত হবেনা, হবে ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা থেকে। (৬৯) তখন থেকেই সমাজের রূপান্তর নির্ভর করতে লাগলো প্রলেটারিয়েটের বিপ্লবী কার্যকলাপের ওপর, কারণ এরাই ছিল পুঁজিবাদের কবর খননকারী। এটাই সমাজতন্ত্রের কল্পনাবাদী যুগের অবসানকে চিহ্নিত করলো সমাজতন্ত্রের জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের যুগকে এনে এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের তত্ত্বকে সূত্রায়িত করার জন্যে।

---

৬৮। ফ্রাঞ্জ মেহরিং জেস্‌চিষ্টে ডের ডুয়েটমেন সোজিয়েল ডেমোক্রাটি—এরষ্টার টেইল—ইন জেসামেলটি শ্রিফটেন—১ম খণ্ড ডায়েটজ্‌ ভারলাগ বার্লিন ১৯৬০ পৃ ১০৫

৬৯। ঐ পৃ ১০২

এখানে, সামাজিক চিন্তার বিকাশে বিরাট অবদান রেখেছেন রাশিয়ার বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা, যাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই হার্জেন, চের্নিশেভ্স্কি এবং ডোব্রোলিউবভের মত চমৎকার বিপ্লবী তাত্ত্বিকদের। বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী ধারণার মিশ্রণ ঘটানোয় তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্যেই প্রধানত রয়েছে তাঁদের কীর্তি। শুধু রাশিয়াতেই নয়, সারা বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে তাঁরা ভেবেছিলেন।

## রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীগণ এবং সমাজ বিকাশের সমস্যা

যে যুগে সাহিত্যিক মেধায় পরিপূর্ণ, সেইযুগের একজন চমৎকার ভাবুক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ আলেকজাণ্ডার হার্জেন এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি বিপ্লবের জন্য আত্মনিবেদন করেছিলেন, জনগণের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত হ'য়েছিলেন এবং মতাদর্শগত সংগ্রামে গভীর প্রভাব রেখে গেছেন। বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাসে তাঁর নাম অনন্যসাধারণ। লেনিন মন্তব্য করেছিলেন যে "হার্জেন ঠিক দ্বন্দ্ব সমন্বয়ী বস্তুবাদে পেঁাছেছিলেন এবং থেমে গিয়েছিলেন—ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সামনে।" (৭০) হার্জেনই প্রথম সামাজিক চিন্তক যিনি ১৯শ শতাব্দীতে বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় রাশিয়ার ভূমিকার কথা বিবেচনা করেছিলেন। এটার একটা বুনিয়াদী গুরুত্ব ছিল কারণ এটা ঐ প্রক্রিয়ার মধ্যে শিল্পোসমৃদ্ধ দেশের পেছনে-পড়া অধিক কৃষক জনসংখ্যা সম্বলিত কৃষিপ্রধান দেশের ভমিকার প্রশ্নে নিয়ে গেল। বিশ্ববিকাশে ওটা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, সমাজতত্ত্বগত গভীর সমস্যা এবং রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন।

প্রগতিশীল পশ্চিম ইয়োরোপীয় চক্র রাশিয়াকে মনে করতো, বিশেষত ১৮৪৮ এর পরে, একটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যেটা সমাজের রূপান্তরে কেবল নেতিবাদী ভূমিকাই নিতে পারে। প্রথম নিকোলাসকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই ইয়োরোপের পুলিস বলা হোতো।

হার্জেন এই ধারণা বদলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং লিখলেন,

৭০ ভি, আই, লেনিন সংরচনাবলী ১৮ খণ্ড পৃ ২৬

"আমরা কোন ভবিষ্যদ্বাণী করছি না; কিন্তু আনরা এটাও বিশ্বাস করি না যে মানব জাতির অদৃষ্ট পশ্চিমী ইয়োরোপে আটকে আছে। যদি ইয়োরোপ সমাজ রূপান্তরে উত্থিত হতে অকৃতকার্য হয় তবে অন্য দেশ নিজেদের রূপান্তর ঘটাবে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা এখনই এই আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত। এদের মধ্যে একটি উত্তর আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র বলে পরিচিত; আরেকটি যেটাও শক্তিতে পূর্ণ কিন্তু সেই সঙ্গে অসভ্য, অল্পই পরিচিত।" (৭১)

১৮৪৮ এর পরে পশ্চিম ইয়োরোপে সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে হার্জেন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যেটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর মত পাল্টাতে সাহায্য করেছিল। হার্জেন ঐ বিপ্লবের ওপর বিরাটভাবে আশা নিবদ্ধ করেছিলেন এবং খুবই আশাহত হ'য়েছিলেন। তাঁর আশার ভিত্তি কি ছিল? হার্জেন ধরে নিয়েছিলেন যে বুর্জোয়াদের শাসন ক্ষণস্থায়ী হবে আর ১৮৪৮ এর বিপ্লব এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা গভীর সামাজিক পরিবর্তন আনবে। বাস্তবিক, তিনি প্রলেটারীয়েটের প্রথম অভ্যুত্থানকে শেষ এবং চূড়ান্ত সংগ্রাম বলে ভ্রান্তিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিলেন। "প্রজাতন্ত্র" বুর্জোয়া শাসন নয় বরং শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতা গ্রহণ এবং গভীর সামাজিক পরিবর্তন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

এই বিশ্বাস ভেঙে যাওয়ার পরে হার্জেন ১৯শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগের বুর্জোয়া সমাজ ও দাস-মালিক সমাজের অন্তিম ভাঙন ও দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছিলেন। এই দার্শনিক-ঐতিহাসিক ধারণার সমালোচনা করেছিলেন চের্নিশেভস্কি যাঁর যুক্তি ছিল এই যে পশ্চিমী সমাজের তখনও বেশ সৃজনশীল শক্তি ছিল এবং তার পক্ষে বাইরে থেকে মুক্তি আনার কোন দরকারই ছিলনা।

"প্রজাতন্ত্র" নিয়ে খুব বাগাড়ম্বর করা আর বিনা পরিবর্তনে ১৭৮৯এর বিপ্লবের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পুরনো অন্তর্বস্তুকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার জন্য হার্জেন বুর্জোয়া প্রগতিবাদের প্রচণ্ড

---

৭১। এ, আই. হার্জেন, ওয়ার্কস, ৩য় খণ্ড, মস্কো, ১৮৫৬ পৃ ৩৯০-৩৯১ (রুশ)

সমালোচনা করেন। ইতিমধ্যেই, "প্রজাতন্ত্র"টা এমন একটা শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেটা নতুন সংগ্রামের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না কারণ সংগ্রামটি শব্দের গণ্ডীর অনেক বাইরে চলে গিয়েছিল। হার্জেন সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার একজন দৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন এবং অসাম্য ও শ্রেণীগুলোর ঐতিহাসিক প্রকৃতির ধারণা নিয়ে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব বিশিষ্টতা লাভ করেছিল। তিনি লিখেছিলেনঃ "সামাজিক বর্গের উত্থান একটা বড় পদক্ষেপ, কারণ এর অর্থ অজ্ঞানতা অপসারণ, জান্তবতার সমাপ্তি, শ্রমবিভাজন। এই কাঠামোয় ভাঙন আরও একটা বড় পদক্ষেপ।" (৭২) ওটাই মানবজাতির সামাজিক অগ্রগতির সারমর্ম।

নিজের সম্বন্ধে হার্জেন লিখেছেনঃ "আমি রাতারাতি সমাজতন্ত্রী হইনি। ৩০ বছর আগে জার নিকোলাস আমার ঘাড়ে ঐ উপাধিটি চাপিয়ে দেন।" (৭৩) তবে তখন পশ্চিমে যে সমকালীন প্রবণতা আধিপত্য করছিল তার কোনটার মধ্যেই তাঁকে রাখা যায় না। হার্জেন লক্ষ্য করেছিলেন যে ১৮৩০ এর পর সাঁ। সিমঁর তত্ত্বের আবির্ভাবের পর মস্কোতে মানুষের মনে সমাজতন্ত্রীরা একটা বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। তিনি জোর দিয়ে কথাটা বলেছেন যে "মস্কোতে সমাজতন্ত্রের বিকাশ হ'লো হেগেলের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আর "নতুন দর্শনকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হ'তে হবে এবং বিজ্ঞান ও বিপ্লবের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে হবে।" (৭৪) তিনি সাঁ। সিমঁর তত্ত্বকে ভাসাভাসা ও ধর্মীয় বলে স্বীকার করেছেন এবং সাঁ। সিমঁ থেকে এগিয়ে তাঁর সঙ্গীদের মতাদর্শগত বিকাশকে এইভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "তাঁর লেখা পড়ে, যেমন তাঁরা হেগেল থেকে ফয়ারবাখে পৌঁছেছিলেন তেমনি স্বাভাবিকভাবেই প্রুধোঁতে পৌঁছলেন।" (৭৫) তবে হার্জেনকে নিঃশর্তভাবে প্রুধোঁর

---

৭২। এ, আই, হার্জেন, সিলেক্টেড ফিলোসফিক্যাল ওয়ার্কস, মস্কো, ১৯৫৬, পৃ৫৯১

৭৩। ঐ, পৃ ৫৪৯

৭৪। ঐ, আই, হার্জেন, ওয়ার্কস, ৩য় খণ্ড, পৃ, ৫০১ (রুশ)

৭৫। ঐ পৃ ৫০২

সমর্থক বলা উচিত নয় কারণ তিনি তাঁর কতকগুলি মতকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু গোটা মতামতের বিন্যাসকে গ্রহণ করেননি।

পরে, হার্জেন রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর মতকে বিশদভাবে রেখেছেন। ১৮৬৯ এ উনি লেখেন, "রাষ্ট্রের অব্যবহিত ভাঙন এবং সম্মিলিত যৌথ জীবনের ধারায় পদার্পণ সম্পর্কে ক্লান্তিকর ভাষণ ও লাসালের মতামতের মধ্যে রয়েছে সাধারণ জন্ম এবং প্রসব করানোর মাঝখানের গোটা পর্বটা। একজন নারী গর্ভবতী এই ঘটনা থেকে এটা বলা যায় না যে কালই তার প্রসব হবে। রাষ্ট্র উত্তরণকালীন রূপ এই তথ্য থেকে এটা আসে না যে এটা বিগত।" (৭৬) এটাই ছিল প্রুধোঁবাদ ও বাকুনিনবাদের খোলাখুলি সমালোচনা। হার্জেন প্রশ্ন করেছেন, "এমন পরিপক্ক মানবগোষ্ঠী কি ছিল যাদের ওপর থেকে রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব তুলে নেওয়া যেতো?" এর সঙ্গে উনি একথা যোগ করেন যে, "কোন জাতিই" বিনাদণ্ডে এরকম পরীক্ষা করতে পারতো না, যেহেতু চার পাশে অন্য জাতিগুলি ভাবাবেগে নিজ নিজ রাষ্ট্রকে আঁকড়ে ছিল...... যখন স্থায়ী সৈন্যদল এবং নিরস্ত্রীকরণ সুদূর আদর্শ তখন একটা রাষ্ট্রহীন ব্যবস্থা অতি আসন্ন একথা বলা কি ঠিক?" (৭৭) এটা খুবই নির্ভীক অনুমান। কিন্তু হার্জেনের মতামতের সদর্থক দিকটাও সীমাবদ্ধ। উনি লাসালের সঙ্গে একমত হ'য়ে লিখেছিলেন: "লাসাল এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন একটা সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রচলিত করার জন্য। তিনি ভেবেছিলেন, যখন এর পাথরগুলো আমাদের ময়দা ভাঙবে তখন মিলটাকে ভেঙে ফেলার দরকার কি?" (৭৮) সেই সময়ের মধ্যে ইতিহাস এবং উন্নত বিপ্লবী তত্ত্বে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভাঙার ও তার পরিবর্তে প্রলেটারিয়েটদের একনায়কত্ব—একটা নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন তুলেছিল।

হার্জেন ফোরিয়ারের মতামতের সদর্থক দিকটা দেখেছিলেন,

---

৭৬। ঐ ২০ খণ্ড, পৃ ৫৯১

৭৭। ঐ

৭৮। এ, আই, হার্জেন, ওয়ার্কস, ২০ খণ্ড, পৃ ৫৯১

ব্যবস্থার মোট বিষয়টার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি লিখলেন: "গোষ্ঠী বিভাগটা (Phalanstery) রাশিয়ার কমিউন, শ্রমিকদের ব্যারাকঘর, অসামরিক ধারায় একটা সামরিক বসতি, ফ্যাক্টরির কর্মীদের বাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (৭৯)

গোঁড়া কেতাবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর পথ ধরে বিপ্লব এগোবে একথায় হার্জেন বিশ্বাস করতেন না এবং মনে করতেন সেটা থেমে গেছে। "অসাবধান প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের পরিবর্তে শ্রমিকরা গভীরভাবে চিন্তা-মগ্ন আর বিপ্লবীদের গিল্ডের সঙ্গে বা পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ না করে বরং তারা চাষীদের সঙ্গে করছেন।" (৮০) হার্জেন জোর দিয়ে বলেছেন যে কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবের তরঙ্গ ইতিমধ্যেই বেড়েছে: "কৃষকদের হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা সঞ্চিত হয়েছে···সে ধনী মালিক, দলিল লেখক, সুদখোরের দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে কিন্তু সে দেখে যে একজন যত কাজই করুক মুনাফা যাচ্ছে অন্যের হাতে—আর তাই শ্রমিকদের কথা শুনছে।" (৮১) হার্জেন শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীর ওপর বিরাট আস্থা স্থাপন করেছিলেন আর ভেবেছিলেন যে যখন শ্রমিকদের কাছ থেকে কৃষকদের কথা শোনা শেষ হবে এবং সে তাকে বুঝবে তখন "চাষীদের কঠোর দৃঢ়তা নিয়ে, প্রত্যেক কাজে তার বুনিয়াদী কাঠিন্য নিয়ে সে তার শক্তির হিসাব করবে এবং তারপর পৃথিবীর বুক থেকে পুরনো সমাজবিন্যাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। ওটাই হবে জনগণের একটা নতুন বিপ্লব।" (৮২) পরিণামে হার্জেন বিশ্বাস করতেন যে শ্রমিকের পরিবর্তে বিপ্লবে কৃষকরা পশ্চিমেও চূড়ান্ত ভূমিকা নেবে।

লোকায়ত বিপ্লবই কেবল পশ্চিমকে ধ্বংস ও দুর্নীতির হাত থেকে

---

৭৯। ঐ ৩য় খণ্ড, পৃ ৫০২

৮০। ঐ ৩য় খণ্ড, পৃ ২০৯

৮১। ঐ পৃ ২১১

৮২। এ, আই, হার্জেন, ওয়ার্কস, ৩য় খণ্ড পৃ ২১০

রক্ষা করবে তার সম্পর্কে হার্জেনের ধারণা ছিল ভাসাভাসা কিন্তু "আধুনিক কালের রাষ্ট্রব্যবস্থা তার সভ্যতাসহ মরবে, নিশ্চিহ্ন হবে, যেমন প্রুধোঁ অমায়িকতার সঙ্গে বলেছিলেন "(৮৩) তার সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। হার্জেন অনুভব করেছিলেন যে এই ধরণের "অমায়িক প্রকাশ" এই বিপ্লবের সঙ্গে খাপ খায় না কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে "প্রলেটারিয়েটদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা হ'য়েছে তেমন আচরণই তারা করবে। কমিউনিজম ঝড়ের মত, ভয়ঙ্করভাবে, রক্তাক্ত পথে, অন্যায়ভাবে এবং দ্রুত দুর্বার ক্রোধে ফেটে পড়বে। বজ্র আর বিদ্যুতের মধ্যে, জ্বলন্ত প্রাসাদের আলোকে, ফ্যাক্টরী ও সরকারী অফিসের ধ্বংসস্তুপের ওপর নতুন আদেশ ধ্বনিত হবে।" স্পষ্টতঃই হারজেন বিশ্বাস করতেন যে প্রলেটারীয় বিপ্লব সর্বোপবি ধ্বংসাত্মক হবে, সৃজনশীল শক্তি হবে না।

হার্জেন কিভাবে পৃথিবীর বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে এবং তাতে রাশিয়ার ভূমিকাকে দেখেছিলেন সেই প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখা যাক। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাশিয়া ইয়োরোপের পুলিশ থেকে গিয়েছিল! "এই সৈন্য শিবিরের রাশিয়াই, বিশ্বের বুকে আন্দোলিত সমস্ত কিছুকে বেয়নেট দিয়ে শেষ করে দিতে চায়।" (৮৪) কিন্তু বিপ্লবী ইয়োরোপেব বিরুদ্ধে জারের প্রচেষ্টাতেও বিপ্লব নিভে যাবে না। "সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া বিপ্লবী ইয়োরোপকে পরাস্ত করতে পারবে না। যে রাশিয়াকে একটা ভয়াবহ সঙ্কট থেকে বাঁচাবে এবং রাশিয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবে।" (৮৫) হার্জেন নিশ্চিত ছিলেন যে রাশিয়াতে বিপ্লবী শক্তি পরিপক্ক হয়ে উঠছে এবং সভ্যতার বিরুদ্ধে জয়লাভ করে স্বৈরতন্ত্র কৃষকদের ক্রোধের সম্মুখে, একটা বিরাট অভ্যুত্থানের মুখোমুখি দাঁড়াবে, যেমন পুগাচভের নেতৃত্বে হ'য়েছিল। হার্জেন বিশ্বাস করতেন দুটো বিপ্লবী তরঙ্গ বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে সংযুক্ত হবে।

৮৩। ঐ পৃ ২২১

৮৪। এ, আই, হার্জেন, ওয়ার্কস ৩য় খণ্ড, পৃ ৫০৬

৮৫। ঐ

ফলতঃ তিনি বিশ্বাস করতেন না যে বিপ্লব পশ্চিমী ইয়োরোপেই সীমাবদ্ধ কিন্তু রাশিয়ায় যে বিপ্লবী তরঙ্গ উঠছিল তার সম্পর্কে একটা ভুল দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর মনে হ'য়েছিল যে রাশিয়া "বিপ্লবী ইয়োরোপের আশা ও আকাঙ্ক্ষা" নিয়ে বেঁচে আছে এবং বিশ্বাস করতেন রাশিয়াকে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। "যে জাতীয় উপাদান রাশিয়া দান করেছে সেটা তারুণ্যের সতেজতা আর সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য স্বাভাবিক প্রবণতা।" (৮৬)

যার জন্যে দরকার মানুষের কর্মকাণ্ড, অগ্রপথিকদের উচিত সেই বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন। বিপ্লবের জন্য প্রচারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি রাশিয়ার প্রতি তাঁর পত্রে বলেছিলেন যে তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হ'লো রুশ জন গণের প্রতিবন্ধকতাবিহীন কণ্ঠস্বর হয়ে কাজ করা যে কারণে তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে আসার চেষ্টা করেননি বরং রাশিয়ার সঙ্গে ইয়োরোপের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য "তার অননুমোদিত মুখপাত্র" হয়ে ইয়োরোপেই থেকে গিয়েছিলেন। (৮৭) হার্জেন নিশ্চিত ছিলেন যে বিপ্লব বিজয়ী হবেই এবং বিজয় পনের বছরের মত পিছিয়ে যেতে পারে আর বিপরীত দিকে "প্রতিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিজয় এমন একটা প্রতিঘাত ডেকে আনবে এবং এমন বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত হবে যে আমরা স্বপ্নেও তা কখনও ভাবিনি।" (৮৮)

হার্জেন রাশিয়ায় যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি "স্বাভাবিক ঝোঁক" দেখেছিলেন সেটা বহু পুরনো কৃষক কমিউন, রাশিয়া ও ইয়োরোপে যার ভিন্ন ভিন্ন নিয়তি ছিল। তিনি লিখেছিলেনঃ "যৌথ জীবনের সম্পূর্ণ বিরোধী সামন্ততন্ত্র ও রোমান আইনের, দুটো বিরোধী ধারণার সম্মুখীন হ'য়ে জার্মান ও সেলটিক কমিউন ধ্বসে পড়লো। সুখের কথা আমরা আমাদের কমিউন নিয়ে এমন একটা যুগে পৌঁছেছি

৮৬। ঐ পৃ ৫০৪

৮৭। এ, আই, হার্জেন, ২৪ খণ্ড, পৃ ২০০

৮৮। সিলেক্টেড ফিলসফিক্যাল ওয়ার্ক'স, পৃ ৫০৫

যেখানে ব্যষ্টির ও সমষ্টির অধিকারের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে বুনিয়াদী নীতির দরুণ সমাধানে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়ে যৌথজীবন বিরোধী সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।" (৯০) যৌথ সম্পত্তিই ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বকে সমাধান করেছে এবং পশ্চিমে যে "যৌথজীবন বিরোধী" সভ্যতা রয়েছে তার ওপর জয়ী হ'য়েছে। হার্জেনের প্রধান ভুলটা হ'লো এই যে রাশিয়ার কমিউনকে ক্ষীণকায় করার শক্তি ও সামর্থ ছিল তেমন একটা বর্দ্ধিষ্ণু পুঁজিবাদের পরিবর্তে একটা মুমূর্ষ পুঁজিবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে বলে তিনি মনে করলেন।

তবে, ১৮৬৯ এ হার্জেন লিখলেন "ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে সম্পত্তির উত্তরণের ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ও ভাসাভাসা।" (৯১) পশ্চিমী কৃষকদের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির গুরুত্ব উনি বুঝতে পারলেন এবং কি ক'রে বহু যুগের স্বপ্নকে কৃষকরা পরিত্যাগ করবে তা বুঝতে পারেননি। "জমির অভাবে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত জমির যৌথ চাষের আশাই কেউ করতে পারে।" (৯২) চের্নিশেভস্কি যেমন পশ্চিমে জমিতে পুঁজিবাদের প্রবেশ এবং বড় বড় খামারে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্রমবর্দ্ধমান সম্ভাবনা দেখেছিলেন. হার্জেন তা দেখতে পাননি।

হার্জেন নিশ্চিত ছিলেন যে রুশ কৃষকরা তার উত্তরাধিকারকে ছাড়তে পারবে না। (৯৩) যা থেকে গেল সেটা যৌথ চাষ আর এটাই উনি "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য স্বাভাবিক ঝোঁক বলতে যা বুঝেছেন তাই।" ইতিমধ্যে চের্নিশেভস্কি যৌথ মালিকানাকে যৌথ উৎপাদন দিয়ে অপসারিত করার ধারণা করলেন, সুতরাং হার্জেনের ধারণা থেকে অনেকদূর এগিয়ে গেলেন।

---

৯০। এ, আই, হার্জেন, ওয়ার্কস ৩য় খণ্ড, পৃ ৫১১-৫১২ ( রুশ )
৯১। এ, আই, হার্জেন, সিলেকটেড ফিলোসফিক্যাল ওয়ার্কস পৃ ৫৮৫
৯২। ঐ পৃ ৫৮৫
৯৩। ঐ

রাশিয়া বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনে "সতেজতা ও তারুণ্য" দেবে সে সম্বন্ধে হার্জেন মন্তব্য করেছিলেন সেটা সেই রুশ কৃষক জনগণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন যারা দুর্দশার সময় মাথা নত করতো যাতে সেটা মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায় তাদেরকে স্পর্শ না করে, এই কারণেই, তার অবস্থা সত্ত্বেও রুশ কৃষকরা এই সামর্থ্য, এই ধরনের বুদ্ধি এবং সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল যে কাষ্টাইন ও হ্যাকস্ থাউসেনের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। (৯৪) সে যাই হোক, তাঁর ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার কারণে হার্জেন শ্রমিকশ্রেণীকে, তাব চারিত্রিক শক্তিকে বুদ্ধি, সামর্থ্য এবং সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হননি। এটাই বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ায় রাশিয়ার ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিকোণকে চিহ্নিত করেছে।

তিনি রুশ জনগণকে কল্পনার রঙে বাড়িয়ে আদর্শ করে তুলেছিলেন এই অভিযোগকে অস্বীকার করে তিনি লিখলেন "আমরা আমাদের আদর্শকে রুশ জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিইনি আর তারপরে তাকে আমাদের আবিষ্কার বলে প্রশংসা করতে শুরু করিনি যেমন সহজেই কিছু মানুষ ভেসে যাওয়াতে অভ্যস্ত হয়। আমরা শুধু পরস্পরে মিলেছি। বিগত কয়েকবছরের ঘটনা এবং চাষীদের স্বার্থ যে প্রশ্নকে তুলে ধরেছে অন্ধের চোখ এবং বধিরের কান খুলে দিয়েছে। তখন থেকেই সেই বিশাল উত্তর হিমানীপুঞ্জ এগিয়ে চলেছে আর রাশিয়াতে উল্টোপাল্টা যাই করা হোক বা ঘটুক এটা একটি সামাজিক প্রশ্ন থেকে আরেকটি সামাজিক প্রশ্নে এগিয়ে যাবে।" (৯৫) এটা রাশিয়ার শ্রেণী দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে সুন্দর অনুমান আর খুব গুরুত্ব-সম্পন্ন সমস্যার প্রাচুর্যের স্বীকৃতি যেটা সমাজ বিকাশের মধ্যে দেশকে ইতিমধ্যে সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল।

চের্নিশেভ্স্কি ও ডব্রোলিউবভ হার্জেনের বস্তুধারণার সমালোচনা করেছিলেন এবং দরকারী পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। মহান প্রবুদ্ধ-গণ পুঁজিবাদ সম্বন্ধে অন্য দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছিলেন এর সম্বন্ধে

---

৯৪। এ, আই, হার্জেন, ওয়ার্ক'স, ৩য় খণ্ড, পৃ ৫১৩ ( রুশ )

৯৫। এ, আই, হার্জেন সিলেকটেড ফিলোসফিক্যাল ওয়ার্ক'স—১৮ খণ্ড পঃ ৭৭

তাঁদের সমালোচনা ছিল অনেক গভীর এবং তাঁরা কমিউন সম্বন্ধে অন্য ধরনের দৃষ্টিকোণ নিয়েছিলেন।

পুরনো সমাজ সম্পর্কে ভাঙন, রুশ পুঁজিবাদের আদি পদক্ষেপ গুলি, শ্রেণীদ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং বিপ্লবী সংগ্রাম সামাজিক চিন্তার জাগরণকে সাহায্য করলো এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে-ছিল। চের্নিশেভস্কি এবং ডোব্রোলিউবভ দেশের মধ্যে যে বুর্জোয়া উদারনীতি উঠছিল তার বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের কৈফিয়ৎ দানের বিরুদ্ধে আর ভূমিদাস মালিক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। পশ্চিম থেকে অনুপ্রবেশকারী কল্পনাবাদী সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বুর্জোয়া উদারনৈতিক ও সংস্কারবাদী চরিত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছিল যেটা নাকি ১৮৪০ এর দশকে তারা ইয়োরোপে অর্জন করেছিল। সাঁ সিঁম ও ফোরিয়ার এগুলোর মধ্যে যে মরমীবাদকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেগুলোকেও পরিষ্কার করা হোলো। এই দুজন মানুষ এগুলোকে বস্তুবাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হোল। বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা সমাজ জীবনের একটা বস্তুবাদী চিত্র সৃষ্টি না করলেও বস্তুবাদের উপাদান তাদের সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে মতামতের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। চের্নিশেভ্স্কির শক্তিশালী মন ফয়ারবাখের বস্তুবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলনা এবং তিনি হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকে সামাজিক ঘটনায় প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। চের্নিশেভ্স্কি ফয়ারবাখের মানুষ প্রত্যয়টির চারদিকে যে ধর্মগন্ধী জ্যোতির্বলয় ছিল তাকে পরিত্যাগ করেন। ফয়ারবাখের বিপরীতে এই রুশ বস্তুবাদী জোর দিয়েছিলেন সামাজিক বিষয়গুলির ওপর। চের্নিশেভ্স্কির লেখা থেকে শ্রেণী সংগ্রামের মনোভাব প্রকাশিত হোতো কারণ তিনি সমাজকে বৈরী শ্রেণীতে বিভক্ত দেখেছিলেন এবং ইতিহাসে শ্রেণী সংগ্রামের মহান ভূমিকাকে প্রায় উপলব্ধি করেছিলেন। চের্নিশেভস্কি পৃথিবীর ঘটনাবলীর এবং বিশ্বের বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ দিককে বিবেচনা করেছিলেন।

এঙ্গেলস বলেছিলেন যে চের্নিশেভস্কি ও ডব্রোলিউবভ দুজন ছিলেন সমাজতন্ত্রী লেসিং এর মত এবং তাদের কার্যকলাপকে জার্মান প্রবুদ্ধ-

দের প্রধান প্রধান নায়কদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই দুই মহান বিপ্লবী প্রবুদ্ধ সমভাবেই কলা ও সাহিত্যের সঙ্গে অর্থনীতি ও ইতিহাসের সঙ্গে এবং পশ্চিম ইয়োরোপ ও রাশিয়ার রাজনৈতিক সংগ্রামের নানা কর্তব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। লেনিন বলেছিলেন যে "তাঁর কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্র সত্ত্বেও চের্নিশেভস্কি পুঁজিবাদের এক জন চমৎকার গভীর সমালোচক ছিলেন।" (৯৬) দুজন বিপ্লবী গণতন্ত্রী সামাজিক চিন্তার বিকাশের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন কারণ তাঁরা পুঁজিবাদের এবং "প্রবুদ্ধ পুঁজির কৈফিয়ৎদানকারী উদানীতিক পুঁজিবাদীদের গভীর সমালোচনাসহ সামন্ততন্ত্র এবং রাশিয়ায় তার অবশেষের বিরুদ্ধে তীব্রতম সমালোচনাকে যুক্ত করেছিলেন।"

ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে অক্লান্ত যোদ্ধা, নিকোলাই চের্নিশেভস্কি বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তা অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে ১৮শ শতাব্দী থেকে পেছনে হটে গেছে এবং এই কথাগুলোর মাধ্যমে তাঁর মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন: "এ্যাডাম স্মিথ মূলতঃ ফরাসী এন সাইক্লোপিডিষ্টদের অনুগামী, যেমন ঠিক তাঁরা কল্পনা করেছিলেন যে বুর্জোয়াদের যাতে প্রয়োজন তা ছাড়া লোকেদের আর কোন প্রয়োজন নেই, আর ঠিক যেমন তখন লোকে জানতো না যে তাদের চাহিদাটা ঠিক সেই মধ্যশ্রেণীর চাহিদার মত নয়, যারা নাকি তখন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের নেতৃত্ব করছিল তেমনি এ্যাডাম স্মিথও তাঁর তত্ত্বের অন্তর্বস্তু, যা মধ্যবিত্তর স্বার্থের সঙ্গে মিলতো তার সঙ্গে শ্রমই সমস্ত মূল্যের উৎস তাঁর নিজের এই নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারলেন না।" (৯৭)

যখন বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী উভয়েই "মধ্যশ্রেণী" ভুক্ত ছিলেন সে কাল কেটে গেছে। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকে প্রকাশ করে এমন

৯৬। ভি, আই লেনিন সংরচনাবলী, ২০ খণ্ড পৃ ২৯৬

৯৭। এন, জি, চের্নিশেভ্স্কি, সিলেকটেড ইকোনমিক ওয়ার্ক'স, ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৩৮ পৃ ৩৪৫

একটা তত্ত্বের প্রয়োজন হ'লো। তিনি লিখলেন: "পুরনো তত্ত্ব বলে যে: সব কিছুই শ্রমদ্বারা উৎপন্ন: নতুন তত্ত্ব যোগ করে: সেই জন্যেই সব কিছুই অবশ্যই শ্রমিকের অধিকারে থাকবে।" (৯৮) চের্নিশেভস্কি এই ভিত্তিতে বললেন, শ্রমজীবী মানুষের একটা তত্ত্ব থাকা দরকার······আমরা যে নামে তাকে আখ্যাত করতে চাই যেটা নতুন পর্বের সঙ্গে মিলবে অনগ্রসর কিন্তু আধিপত্যকারী তত্ত্বের বিপরীতে যাকে আমরা পুঁজিবাদী তত্ত্ব বলি।" (৯৯) "শ্রমজীবী মানুষের এই তত্ত্ব" ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে সৃষ্টি করা হ'চ্ছিল। "দীর্ঘকাল ধরে, মধ্যশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী বিশেষত ব্রিটেনে তুটো পার্টির মত আচরণ করছিল, তাদের দাবী ভিন্ন। ফ্রান্সে সাধারণ মানুষ ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে ঘৃণার ফলে অর্থনৈতিক তত্ত্বে কমিউনিজমের জন্ম হ'য়েছে।" (১০০) কিন্তু এর দ্বারা চের্নিশেভ্‌স্কি কল্পনাবাদী কমিউনিজমকে বুঝিয়েছেন যেটাকে তিনি ঐ পর্বে রুশদেশের অনগ্রসরতার জন্য জয় করতে পারেন নি।

চের্নিশেভ্‌স্কি সমাজ বিকাশের বুর্জোয়া তত্ত্বের কতকগুলি মূল নীতিকে আক্রমণ করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা "আমাদের আশ্বাস দেন যে বর্তমান অবস্থায় উৎপাদনের উন্নতির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা দরকার। তিনি তারপরেও ব্যঙ্গ করে বলেছেন "মনে ওরা ভাবে যে একজন মানুষের কাছে রুটিটা মিষ্টি লাগে যখন ওটা কারুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।" (১০১) তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রতিযোগিতাই যে কেবল প্রযুক্তিগত প্রগতিসহ সমস্তপ্রগতির চালকশক্তি এটা ধরে নেবার কোনভিত্তি নেই। তিনি বলেন: "পুঁজিপতিদের মতই শ্রমিককেও যদি নিজের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হয় তাহলে নিজের হাতিয়ারের উন্নতির সুবিধার

---

৯৮। ঐ পৃ ৩০৯

৯৯। এন, জি, চের্নিসেভ্‌স্কি সিলেক্টেড ইকোনমিক ওয়ার্ক'স ২য় খণ্ড, মস্কো ১৯৫৮ পৃ ৩৫২

১০০। ঐ পৃ ৩৪৬

১০১। ঐ পৃ ৩৬৩

কথাটাও ভাবতে হবে।" (১০২) এমনকি আজকের দিনেও কথাগুলো "মুক্ত প্রতিযোগিতার" প্রবক্তাদের সোজা আঘাত করে এবং তার ন্যায়সঙ্গতা সমাজতান্ত্রিক দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজের দ্বারা প্রমাণিত হ'য়েছে। যেটা অর্থের নেশার ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থের বিপরীতে শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে সাথীত্বের সাধারণ স্বার্থ রয়েছে। তিনি লিখলেনঃ "অন্যের অনিষ্ট করার কোন যুক্তি না থাকায় শ্রমজীবী মানুষদের পরস্পর থেকে আলাদা হ'য়ে থাকার কোন দরকার নেই। বিপরীত দিক থেকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দ্বারা একটা সাধারণ মৈত্রী গড়তে বাধ্য।" (১০৩) কিন্তু এই সঠিক বিবৃতি থেকে চের্নিশেভস্কি শ্রমজীবী মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্ত করলেন। যাঁদের প্রভাব চের্নিশেভস্কি তাঁর 'শ্রমজীবী মানুষের সমাজের বর্ণনা করেছেন যাদের হাতে থাকবে ওয়ার্কশপ, হাসপাতাল, স্কুল, লাইব্রেরী, কনসার্ট হল, খাবার ঘর এবং দোকান, সেই সাঁ সিঁম ও ফোরিয়ারকে তিনি ছাড়িয়ে যাননি। এই সমাজের মানুষ চাষের কাজেও নিযুক্ত। শ্রমজীবী মানুষ বেতন পান, এবং সমাজ তাদের বাসগৃহ দেয় যার জন্য ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়। "সংক্ষেপে, যেমন ফ্যাক্টরির মালিক এবং জমিদারদের সঙ্গে তাদের শ্রমিক ও প্রজাদের সম্পর্ক থাকে সমাজের সঙ্গেও এদের এমনি সম্পর্ক থাকবে।" (১০৪) কার্যতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিপরীতে সামাজিক সম্পত্তির ধারণা বিস্তৃত করাই ছিল উদ্দেশ্য আর চের্নিশেভস্কি অকাট্য যুক্তি দিয়েছেন যে সামাজিক সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের সঙ্গেই মানব জাতির সত্যিকারের অর্থনীতিক, সামাজিক ও মননগত প্রগতিকে যুক্ত করা দরকার।

এরই আলোকে চের্নিশেভস্কি কমিউনের ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের বিবেচনা করেছিলেন। যাঁরা দাবী করেছিলেন যে কমিউন রুশ ও

---

১০২। ঐ পৃ ৩৬২

১০৩। এন, জি, চের্নিশেভ্স্কি, সিলেকটেড ইকোনমিক ওয়ার্ক'স ২য় খণ্ড, পৃ৩৬৩

১০৪। ঐ পৃ ৩৭৩

শ্লাভ ইতিহাসের নিজস্ব জিনিস তিনি সেই শ্লাভপ্রেমীদের মতামতকে বিদ্রূপ করেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে "যে আকারে বর্তমান কমিউনের জমি ব্যবস্থা এই দেশে রয়েছে সেটা যাদের এখনও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাছাকাছি কোন ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা বাকি আছে এমন অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে এবং যখন তারা ঐ ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ ছিল তখন অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ছিল··· · জমির সম্পর্কের মধ্যে কমিউনকে সংরক্ষিত করা অর্থে, যেটা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, শুধু এইটেই দেখিয়ে দেয় যে আমরা অন্যান্য লোকেদের চেয়ে কমদিন আছি।" (১০৫) জমিতে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠা ছিল প্রগতিশীল স্তর ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে যৌথ মালিকানা কেবলমাত্র বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বজায় রাখা বা অতীতে প্রত্যাবর্তন হবে না। এটা হবে সমাজ বিকাশে একটা উচ্চতর স্তর যেটা কেবল সূত্রপাতে কেবলমাত্র আকারেই এক হবে। ভাষাতত্ত্ব সহ প্রাকৃতিক এবং সমাজ বিজ্ঞান থেকে তথ্য নিয়ে চের্নিশেভ্স্কি দ্বন্দ্ববাদের—নেতিকরণের নেতিকরণ নিয়মটির কার্যপদ্ধতি বিবেচনা করেন এবং তারপর কমিউনের ইতিহাস বিবেচনা করার জন্য ফিরে আসেন।

কি পরিস্থিতিতে সম্পত্তির যৌথরূপ একটা নতুন উচ্চতর স্তরের সূচনা করবে? প্রশ্নটার উত্তর দেবার জন্য কৃষির ইতিহাসের সেই পর্বে বিষয়টাকে বিবেচনা করেন যখন "জমির চাষ সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষীর হাতে সঞ্চিত পুঁজির চেয়ে বেশী পুঁজির দাবী করে আর কৃষি এমন একটা পরিমাপ দাবী করে যেটা স্বতন্ত্র পরিবারগুলির ক্ষমতা বহির্ভূত এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষীদের অর্থনীতিক কার্যকলাপের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে (পুঁজিবাদের আওতায়) এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠকে বেতনভোগী শ্রমিকে পরিণত করে। এই পরিবর্তন প্রাচীনকালে বিদ্যমান যৌথ মালিকানা থেকে ব্যক্তি মালিকানার সুবিধাকে নষ্ট করে দেয়।" (১০৬) তাই যৌথ সম্পত্তিতে উত্তরণ

---

১০৫। এন, জি, চের্নিশেভ্স্কি সিলেকটেড ইকোনমিক ওয়ার্ক'স ১ম খণ্ড মস্কো পৃ ৬৯৬

১০৬। ঐ, পৃ৭১৬, ৭১৭

পুঁজিবাদের বিকাশের কৃষিতে আক্রমণের, পশ্চিমের মতই, রাস্তা প্রস্তুত করেছিল। এইসব নতুন পরিস্থিতিতে চের্নিশেভস্কি বিশ্বাস করতেন, যৌথ সম্পত্তির চেয়ে ব্যক্তি সম্পত্তির চেয়ে যে সুবিধা ভোগ করতো সেটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল এবং যৌথ সম্পত্তির শুধু চাষী শ্রেণীর মঙ্গলের জন্যই উদ্ভূত হোলনা অধিকন্তু, খোদ কৃষির জন্যে হোলো : দেখা গেল এটাই কেবল যুক্তিসঙ্গত এবং চাষীদের কল্যাণ এবং জমির এবং সংগ্রামের সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের পুরোদস্তুর পথ।"(১০৭) সভ্যতা সেই উচ্চস্তরে পৌঁছেছে কিনা যেখানে যৌথ মালিকানা অপরিহার্য হ'য়ে পড়েছে এ প্রশ্নের বিবেচনা চের্নিশেভস্কি করেননি কারণ তিনি সমাজবিকাশের যুক্তি তার ঐক্য, যার বলে জমিতে সামাজিক সম্পত্তি অনিবার্যভাবেই ব্যক্তি সম্পত্তির স্থান গ্রহণ করবে, উচ্চতর স্তরে উঠবে তাতেই আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁর পর্বে, ভবিষ্যতের দিকে ভাল করে তাকিয়েও এবং কৃষিতে সামাজিক সম্পত্তির অনিবার্য বিজয়ের প্রশ্নটি বিবেচনা করে চের্নিশেভ্স্কি স্পষ্টতঃই বস্তু জগতের বিকাশের মৌল দিকটির চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

পশ্চিমে কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ থেকে সামাজিক সম্পত্তির সুবিধার ওপর যে জোর দেওয়া হয়েছিল সেটা রাশিয়ার পক্ষে পশ্চিমী পথে এগোনো অপ্রয়োজনীয় করেছে এই ধারণা করে চের্নিশেভ্স্কি ভুল করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে চের্নিশেভ্স্কির সামনে যে সমস্যা উঠেছিল এবং যেটার জন্য খুবই তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন সেটা হ'লো ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা। তিনি লিখেছিলেন : "আমরা এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত : প্রত্যেকটি সমাজের প্রকৃত জীবনে প্রদত্ত কোনো সামাজিক সমস্যাকে কি সমস্ত যুক্তিসিদ্ধ দিকগুলোর মাধ্যমেই যেতে হবে অথবা সেটা অনুকূল পরিস্থিতিতে বিকাশের প্রথম বা দ্বিতীয় স্তর থেকে সরাসরি মধ্যবর্তীগুলোকে বাদ দিয়ে পঞ্চম বা ষষ্ঠ স্তরে পৌঁছতে পারে, যেমন আমরা ব্যক্তির জীবনে বা ভৌত প্রাকৃতিক

---

১০৭। ঐ, পৃ ৭১৭

প্রক্রিয়ায় দেখতে পাই ?" (১০৮) চের্নিশেভ্স্কি সঠিক উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন ঃ "যখন কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার কোন সামাজিক ঘটনা উচ্চস্তরে পৌঁছেছে, পেছনে পড়া অন্য জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঐ গতিপথটুকু অগ্রসর জনগোষ্ঠীর চেয়ে দ্রুত পেরিয়ে যেতে পারে।" (১০৯) এই প্রসঙ্গে চের্নিশেভস্কি বলেছিলেন যে "যে কোন ঠাকুরমার মতই সবচেয়ে কচি নাতি-নাতনীর প্রতিই ইতিহাসের বেশী ভালবাসা থাকে।" (১১০)

মার্কস ও এঙ্গেলস বিশ্বাস করতেন যে কেবল পশ্চিমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পরেই পেছনে পড়া দেশের পক্ষে বিকাশে সংক্ষিপ্ত পথ গ্রহণ সম্ভব হবে।

কিন্তু যেখানে চের্নিশেভস্কি পেছনে পড়া দেশের অপুঁজিবাদী বিকাশের পথের প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে উপস্থিত করেছিলেন এবং সঠিক দার্শনিক ও সমাজবিদ্যাগত প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন সেখানে তাঁর উত্তরটা কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পশ্চিমে পুঁজিবাদী বিকাশের স্তর প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে এবং রাশিয়াতে পুঁজিবাদের কোন সম্ভাবনাই দেখতে পাননি। এটাই তাঁর কল্পনাবাদকে দেখিয়ে দিচ্ছে। তিনি সমাজ বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সঠিক উত্তরের কাছাকাছি এসেছিলেন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কল্পনাবাদী ধারণার প্রভাবে সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। সঠিক উত্তর পেতে একজনকে প্রলেটারিয় বিপ্লব, ইতিহাসে তার ভূমিকা এবং পশ্চিমে তার প্রস্তুতি সম্বন্ধে জানতে হোতো। ওটাই বিজ্ঞানসম্মত সমাজবিদ্যার মূল পদার্থ যা চের্নিশেভস্কির জানা ছিল না।

তিনি পশ্চিমের ভূমি সম্পর্কের একজন নিবিষ্ট অনুশীলনকারী এবং সেখানে কৃষিতে যে বিরাট আকারে পুঁজি নিয়োজিত হচ্ছিল

---

১০৮। এন, জি, চের্নিশেভ্স্কি, সিলেকটেড ইকোনমিক ওয়ার্ক'স, ১ম খণ্ড, পৃ ৭২৮

১০৯। ঐ, পৃ ৭১৯

১১০। ঐ ২য় খণ্ড, পৃ ৭২৭

সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যার ফলে ক্ষুদ্রাকার কৃষি খামারের বিকাশ বা উন্নতি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিলনা কারণ, "ক্ষুদ্র উৎপাদকরা বড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অক্ষম।" (১১১) এর ফলে, দৃষ্টান্ত হিসাবে, ফ্রান্সে 'কৃষি ইউনিয়ান' স্থাপনের উৎসাহ ছিল—এই কথাটাকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেন।

চের্নিশেভস্কি জানতেন যে পশ্চিমে প্রলেটারিয়েটরা একটা সংগ্রামী পর্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কারণ, "একদিকে, প্রলিটারিয়েটদের দাবী অপূর্ণ রয়েছে, প্রলেটারিয়েটদের সংখ্যা বাড়ছে আর অন্যদিকে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাদের নিজেদের শক্তি সম্পর্কে বোধ বাড়ছে এবং নিজেদের প্রয়োজন সম্বন্ধে উপলব্ধি সুস্পষ্ট হচ্ছে। (১১২) এটা গভীর পর্যবেক্ষণ। কিন্তু উদীয়মান প্রলেটারিয়েটদের প্রয়োজন কি? চের্নিশেভস্কি প্রেস থেকে একটা বিষয় তুলে নেন এবং পুরোপুরি সেটাকে গ্রহণ করেন: "সমিতি গড়ার অধিকারকে তাদের শ্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে এই দাবী করে এবং সরকার ও যৌথ ওয়ার্কশপ থেকে কাজ পাবার ওপর সজোর ঘোষণা করে পশ্চিম ইয়োরোপের শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছে।" (১১৩) তবে চের্নিশেভস্কি এই আন্দোলনের গুরুত্ব সঠিক বুঝতে পারেননি কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে এটা সমাজতান্ত্রিক কল্পনাবাদী কর্মসূচীর পূর্বাভাস এবং এটাই আবার তাঁর কল্পনাবাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

চের্নিশেভস্কি বাহ্যত ব্রিটেনে শান্তিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা ধরে নিয়েছিলেন, কিন্তু মনে করতেন যে ফ্রান্সে এর সঙ্গে বলপ্রয়োগ জড়িত হবে। মোটের ওপর চের্নিশেভস্কি দুটো দেশের তুলনা করেছিলেন: "ব্রিটেন ও ফ্রান্স—দুটো দেশের তুলনা কর: দুটো দেশেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধিপত্য; সেক্ষেত্রে কোথা থেকে ব্রিটেনে কৃষির সাফল্য এলো যার জুড়ি ফ্রান্সে মেলেনা? ব্রিটেনে একটা শক্ত আইনের ব্যবস্থা

---

১১১। এন, জি, চের্নিশেভস্কি, সিলেকটেড ইকোনমিক ওয়ার্ক'স, ১মখণ্ড, পৃ৩২৩
১১২। ঐ পৃ ৩০১
১১৩। ঐ পৃ ৩০৫

রয়েছে যেটাকে কেউই উল্টে দিতে সাহস করে না বা চায় না কারণ সমাজ যা কিছু প্রয়োজন সম্বন্ধে অবগত আছে সেটা ন্যায়সঙ্গত দাবীর শান্তিপূর্ণ পথ ও বিতর্কের মধ্যে দিয়ে জয়লাভ করে ; এরকম কিছুই ফ্রান্সে নেই, সেখানে সংস্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধে সমাজ যত স্বচ্ছ ধারণাই পোষণ করুক অথবা যত যুক্তি দিয়েই কোন একটার পক্ষে দাঁড়াক না কেন, সংস্কারটাকে কেবলমাত্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই অর্জন করতে হবে—আর এটাই মূল পার্থক্য।" (১১৪) কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে ফ্রান্সে বলপ্রয়োগ করে শ্রমিকদের সমিতি গড়ে উঠেছে। চের্নিশেভস্কি নিশ্চিত ছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটা অপ্রতি-রোধ্য আন্দোলন কিন্তু পশ্চিমী বিপ্লবে তাঁর মতামত ভুল ছিল।

তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে যৌথ মালিকানাসহ পিতৃতান্ত্রি-কতার অবশেষ সহ রাশিয়াও ঐ অপ্রতিরোধ্য প্রক্রিয়ায় বিজড়িত হ'চ্ছে এবং যেটাতে হার্জেন জোর দিয়েছিলেন, পশ্চিমের পক্ষে নতুন কিছুই নয়। চের্নিশেভস্কি অনুভব করেছিলেন যে রাশিয়ার যৌথ সম্পত্তি থেকে পশ্চিমের শেখার কিছু নেই কিন্তু তিনি রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে অতীত থেকে প্রাপ্ত কমিউনকে একাত্ম করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কমিউনের মধ্যেযেটা এক সেটা কেবল এই যে তাদের মূল নীতিটা একই আর সেইজন্যে মনে করতেন যে বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক পর্ব পর্যন্ত কমিউনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ভূমিদাস-কৃষকদের প্রতিউদ্দিষ্ট একটি ইশতেহারে চের্নিশেভস্কি একটি কর্মসূচী উপস্থিত করেন যাতে ছিল' যে "জনগণই সব কিছুর প্রধান হবে আর এর জ্যেষ্ঠরা গ্রামের সমষ্টির কাছে নতি স্বীকার করবে, সমভাবে সুবিচার করা হবে এবং প্রত্যেকের জন্য, কেউই কৃষকদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করবে না" (১১৫) ঐ একই আবেদনে চের্নি-শেভস্কি বললেন উদাহরণ, ফ্রান্সে আইনের দিক থেকে মানুষে মানুষে

১১৪। ঐ পৃ, ৩০০
১১৫। ঐ পৃ, ৯১৩

কোন পার্থক্য ছিলনা। "ভূমিতে সে নিজেই চাষবাস করুক, বা নিজের চাষের জন্যে অন্যকে ভাড়া নিক ; তার অনেক জমি থাকুক ও ধনী-থাকুন বা কম জমি থাকুক এবং গরীব হোনআইনগত অধিকারের কোন তারতম্য ছিল না"। (১১৬) তিনি বলেন যেটা প্রথমেই করা দরকার ছিল সেটা হ'ল বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমে এই ধরনের আদেশ সংগ্রহ করা, এর জন্যে প্রয়োজন এই যে কৃষকরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং তাদের দক্ষতা থাকবে ও নিজেদের শক্তি গড়ে তুলবে"। (১১৭) কেবল বিপ্লবের পরে, যখন উন্নততর ব্যবস্থার কথা উঠল তখনও কি সামাজিক পরিবর্তনের বুনিয়াদী সমস্যাগুলোকে চালনা করার জন্য সং-গঠন হিসাবে কমিউনের প্রয়োজন থাকবে। তিনি জনগণকে বিপ্লবের জন্য প্রেরণা দিলেন এবং প্রস্তুতি শুরু করলেন।

তাঁর পরিচ্ছন্ন এবং কল্পনাসমৃদ্ধ চিন্তাধারা দিয়ে এন, এ, ডব্রো-লিউবভ চের্নিশেভস্কির সামাজিক ধারণাকে সম্প্রসারিত করেন। তিনি-পুঁজিবাদের পক্ষে কৈফিয়ৎদানকে আক্রমণ করেন এবং সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ—দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুগের তুলনা করেন—তাদের সাধারণ শোষণকারী ভিত্তিকে দেখান—এবং এটা দেখিয়ে দেন যে, "শোষণকারী শ্রেণীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার কেবলমাত্র শোষণের ধরনকে পরিবর্তিত করে,—চাতুর্যপূর্ণ এবং আরও সুক্ষ্ম হয় ; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত শোষণের সুযোগ থাকে এর সারমর্ম একই থাকে।" (১১৮) দু'টি সমাজরূপের এই বিশ্লেষণ সাঁ সিমঁ ও ফোরিয়ারকে ছাড়িয়ে মার্কস-বাদের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

ডব্রোলিউবভ বুর্জোয়া উদারনৈতিকতার সমালোচনা করেন এবং সাধারণ শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে বুর্জোয়া ও ভূমির প্রতিক্রিয়াবাদীদের মৈত্রীর মুখোস খুলে দেন। তিনি লিখেছিলেন, "মোটাদাগের স্বেচ্ছাচার এবং শিক্ষিত পুঁজিবাদের মধ্যে বাহ্য-বিরোধ থাকা সত্ত্বেও নজর

---

১১৬। ঐ ২য় খণ্ড পৃ ৬১১

১১৭। ঐ পৃ ৬১৪

১১৮। এ এন, ডব্রোলিউবভ, কালেকটেড ওয়ার্কস ( ৩ খণ্ডে ) ২য় খণ্ড মস্কো ১৯৬২ পৃ ৬৫৮ ( রুশ )

করে দেখলে তার মধ্যে গোপন অন্তর্নিহিত মৈত্রীকে দেখতে পাওয়া যাবে ......যাদের লক্ষ্য একদিকেই : যৌথ প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে দৃঢ়তা প্রদর্শনকে বাধাদান......"। (১১৯) এই ধারণাটিকে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে ডব্রোলিউবভ এই মৈত্রীর ঐতিহাসিক উদ্ভবের চিত্র আঁকেন : "সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে শহরের লড়াই একটা জায়গা পর্যন্ত উত্তপ্ত এবং জোরালো ছিল যে পর্যন্ত না বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের পার্থক্য এ পক্ষ বা ও পক্ষের আবির্ভূত হতে শুরু করে নি। একবার এই পার্থক্য সূচিত হয়ে যাবার পর বাহ্যত নতুন এবং সাধারণ শত্রুর মুখোমুখি নিজেদের ভাবাবেগকে সংযত করা আর এমনকি মিটমাটের চেষ্টা শুরু হয়ে গেল"। (১২০) ১৮৫৯ ইয়োরোপে মার্কস ও এঙ্গেলস ছাড়া আর খুব বেশী মননশীল ব্যক্তি ছিলেন না যিনি "শিক্ষিত পুঁজি" এবং ভূমির প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে মিটমাটের সামাজিক সারমর্মকে এতো সুস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন।

এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ডব্রোলিউবভ সিদ্ধান্ত করেন যে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক কাজগুলো করা বাকি আছে : "পশ্চিম ইউরোপের প্রত্যেকটা বিপ্লবে এটা ঘটেছে এবং পরিস্থিতিটা নিঃসন্দেহে, ইতিমধ্যে দুর্বল হ'য়ে পড়া দল সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলি টিঁকে থাকার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু পাতিবুর্জোয়াদের পক্ষে এই ভীরুতা, সংযম ও মিটমাট মোটেই সুবিধাজনক ছিল না :" দুর্বল হয়ে পড়া দলের ওপর চূড়ান্ত পরাজয় চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে এবং যে নীতির ওপর তার প্রতিষ্ঠা তাকে ধ্বংস না করে বাকি লোকেদের সঙ্গে অধিকার ভাগ করার হীনমন্য ভীরুতায় তারা এটাকে শক্তিশালী হ'তে দিল।" (১২১) যেটা পশ্চিমী ইয়োরোপে রূপপরিগ্রহ করলো সেই শাসকশ্রেণীর মধ্যে এটাই ছিল শক্তিগুলির ভারসাম্য : সাধারণ শত্রুর

---

১১৯। ঐ পৃ ৬৬৩

১২০। এ, এন, ডব্রোলিউবভ, কালেকটেড ওয়ার্কস ( ৩খণ্ডে ) ২য় খণ্ড মস্কো, ১৯৫২ পৃ ৬৬৩

১২১। ঐ পৃ ৬৬৪

মুখোমুখি জমিদার ও বুর্জোয়াদের মধ্যে একটা আপোষ এবং বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের কাপুরুষতা।

পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই শক্তিগুলির ভারসাম্য প্রতিফলিত হ'লো ঃ "এই আত্মস্বার্থ সিদ্ধির ভ্রান্তির পরিণামে সামন্ততন্ত্র ও তার নীতিগুলি—স্বেচ্ছাচার, বলপ্রয়োগ ও লুণ্ঠনকে পশ্চিমী ইয়োরোপ থেকে উচ্ছেদ করা বাকি থেকে গেল আর এখানে ওখানে নানা রূপে, এমনকি সভ্য-ভব্য রূপে প্রকাশ পেতে লাগল।" (১২২) বুর্জোয়াদের 'আত্মস্বার্থ সন্ধানী ভ্রান্তি' প্রতিক্রিয়া স্বেচ্ছাচার এবং বলপ্রয়োগে জয়লাভকে সুনিশ্চিত করলো।

যেখানে পুঁজিবাদ বিজয়ী হ'য়েছিল সেই পশ্চিম ইয়োরোপের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বলে ডব্রোলিউবভ রাশিয়ায় নিজের বিকাশের জন্য কিছু সিদ্ধান্ত করেন, "বাস্তবিক, এটা সৌভাগ্যজনক, যে আমরা ইতিহাসের জীবনে অন্য লোকেদের চেয়ে দেরীতে এসেছি। পশ্চিম ইয়োরোপের মানুষদের বিকাশের দিকে তাকিয়ে এবং যে স্তরে তারা পৌঁছেছে সেটা উপলব্ধি করে আমরা এই আত্মসন্তোষের আশা পোষণ করতে পারি যে আমাদের পথটা উন্নততর হবে।" (১২৩) কিন্তু ডব্রোলিউবভ কোনমতেই বিকাশের কোন বিশেষ অপুঁজিবাদী অর্থে বোঝেন নি এবং স্পষ্টভাবেই বলেছেন ঃ "আমাদেরও ঐ একই পথে হাঁটতে হবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই এবং কোন অর্থেই অনুশোচনাযোগ্য নয়।" (১২৪) ডব্রোলিউবভ উদারনীতিকদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেন যাঁরা ঐ একই কথা বলেছিলেন কিন্তু ঐখান থেকেই উনি শেষোক্তদের সঙ্গে খাড়াখাড়ি মতপার্থক্য প্রকাশ করেন তাঁর প্রধান কথাটার ওপর জোর দিয়ে ঃ "অন্য লোকেরা যা করেছে তা এখনও সামান্যই।" পরিণামে, আরও এগিয়ে যাওয়া দরকার এবং পশ্চিমী ইয়োরোপ থেকে আরও বেশী সঙ্গতিপূর্ণভাবে করা দরকার ঃ

---

১২২। এন, এ, ডব্রোলিউবভ, ঐ পৃ ৬৬৪
১২৩। ঐ—পৃ ৬৬৭
১২৪। ঐ

"সন্দেহের কোন অর্থ হয় না যে আমরাও বিকাশের পথে পুরোপুরি ভুল এবং পথচ্যুতি এড়াতে পারবো না। কিন্তু সে যাই হোক আমাদের পথ সহজ হবে, মোটের ওপর যে সব দশার মধ্যে দিয়ে পশ্চিম ইয়োরোপ অতিধীরে অতিক্রম করেছে আমাদের নাগরিক জীবনের উন্নতি তার চেয়ে দ্রুততর হতে পারে। আর প্রধান বিষয়টা হল : আমরা অবশ্যই আরও বেশী দৃঢ়ভাবে ও সঙ্কল্পবদ্ধ হ'য়ে এগিয়ে যেতে পারি, কারণ অভিজ্ঞতা জ্ঞান দ্বারা প্রস্তুত।" (১২৫) অন্য কথায় বললে, রুশ বিপ্লব ভূমির প্রতিক্রিয়াশীলদের ও বুর্জোয়াদের মধ্যে আপোষে জড়িয়ে পড়বে না। এবং তার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কর্তব্য পূরণ করা উচিত ও করবেও। ডব্রোলিউবভের এই কথাগুলোর ওপর কারুর পক্ষে কলম চালানো কঠিন।

সরকারী নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বাঁধা পত্রিকায় প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত লাইনগুলিকে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মোট সমাজবিদ্যাগত ধারণাগুলি প্রায় সমস্তটাই ধরা আছে।

এর মধ্যে সংগ্রামে অন্তিম লক্ষ্য বা কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রের আদর্শ সম্বন্ধে কোন কথা নেই কিন্তু আমরা জানি ডব্রোলিউবভ এই মতের অংশীদার ছিলেন। মহান কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী ওয়েনের আদর্শকে যথাসাধ্য জনপ্রিয় করবার জন্য তিনি ছাপাখানার ওপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দীর্ঘ রচনা লিখেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা প্রচারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে চের্নিশেভ্স্কি ঐ রচনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। বিপ্লবের জয়ের পর কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়িত হবে চের্নিশেভস্কির এই মতে ডব্রোলিউবভ যে বিশ্বাস করতেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। হার্জেন যেমনভাবে বলেছিলেন "বিজ্ঞান ও বিপ্লবের" সমন্বয় হিসাবে রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা একটা বিপ্লবী তত্ত্বের রূপরেখা আঁকার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করেন নি।

বিশ্বের বিপ্লবী প্রক্রিয়া এবং তার মধ্যে যে রাশিয়া বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তার স্থান সম্বন্ধে তাঁদের বিবেচনা করার চেষ্টাটি

---

১২৫। এন, এ, ডব্রোলিউবভ—ঐ

বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ দরকারী প্রশ্নগুলোকে তাদের বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টাটা সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে একটা নতুন স্তরের আগমনী বার্তা ঘোষণা করলো যেটা মানবজাতির গোটা আত্মিক জীবনকে নতুন করে বাঁচিয়ে তুলল এবং সামাজিক বিকাশের সত্যি-কারের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বকে সূত্রায়িত করেছিল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে বিপ্লব

সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে একটা মোড় ঘোরার সীমা চিহ্নিত করে ১৮৪৮ সালে ম্যানিফেস্টো অফ দি কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশিত হ'লো। ঐ পর্বের মুক্তি আন্দোলনে জড়িত তাত্ত্বিকদের মধ্যে এক মাত্র মার্কস ও এঙ্গেলসই কাল অনুযায়ী অবশ্য করণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলেন। তাঁরা সবচেয়ে অগ্রসর সামাজিক চিন্তাগুলিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সমালোচনাব পর নতুন করে সূত্রায়িত কবেছিলেন আর জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলনে বাস্তবে যোগ দিয়ে অনুশীলন করেন এবং অভিজ্ঞতাগুলিকে সংহত করেন। লেনিন কথাটা গুরুত্ব দিয়ে বলেন "মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম মনীষীরা যে প্রশ্নগুলি ইতিপূর্বেই উপস্থিত করেছিলেন সেগুলির উত্তব দেবার মধ্যেই রয়েছে মার্কসের প্রতিভা।" (১) মানব সমাজের অতীতের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে, বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বাভাস দিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস ছিলেন বিপ্লযী চিন্তা ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অতিমানব।

পূর্বেকার সমস্ত সামাজিক চিন্তা সামন্ততন্ত্রের পতন, ভূমিদাস প্রথা এবং পুঁজিবাদের উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। যুগের সর্বাপেক্ষা জটিল সংঘাত, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ বিপ্লবগুলি এবং অভ্যুত্থানগুলি যুগের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সমাজের ভাগ্য, তার বিকাশের পথ এবং এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে সামাজিক চিন্তার বিকাশকে উদ্দীপ্ত করেছিল যেটা, তাঁরা ভেবেছিলেন, ইতিহাসের অগ্নি পরীক্ষায় ক্ষতবিক্ষত মানুষের ক্ষতস্থানকে নিরাময় করবে। সামাজিক

১। ভি, আই লেনিন, সং, রচনাবলী—১৯ খণ্ড, পৃ ২৩

ন্যায়ের প্রশ্নের প্রতি মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই গভীর চিত্তনিবেশ করেছে। বাস্তবিক যখন পুঁজিবাদ দোলনাতে শায়িত ছিল তখনই মানুষের ওপর মানুষের শোষণকে নৈতিক দিক থেকে নিন্দা করা হয়েছে। সেই চীৎকার আরও উচ্চগ্রামে উঠলো যখন পুঁজিবাদের বিকাশ হ'লো আর তার ভয়াবহ ক্ষতস্থানগুলি উন্মুক্ত হ'লো। সামাজিক চিন্তকরা বহু প্রশ্নের অবতারণা করলেন কিন্তু হাতের কাছে কোন জবাব ছিল না। একটা সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের সূত্রায়ণ তখনও বাকি ছিল।

ইতিমধ্যে ১৮শ শতাব্দীর শেষপাদে মনে করা হোতো বিজ্ঞানের আধিপত্যের যুগ হাতের কাছাকাছি। বাস্তবিকই, বিজ্ঞান একের পর এক জয়লাভ করছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা এমন একটা সীমায় পৌঁছল যে তার পূর্ববর্তী পবকে নিছক প্রাগৈতিহাসিক বলে মনে হোতো। যে বাষ্পীয় যুগ পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়েছিল সেটা শেষ হয়ে আসছিল আরও বিপ্লবী শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তির পথ ছেড়ে দিয়ে, এটা পরিষ্কার বোঝা যেতে লাগলো। মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য এসব নতুন বিকাশের গুরুত্ব কি? ১৮৫০-এ প্রথম বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন লণ্ডনের রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে দেখানো হচ্ছিল আর যাঁরা দেখতে এসেছিলেন মার্কস তাঁদের মধ্যে একজন। প্রযুক্তিবিদ্যার আরও দ্রুত অগ্রগতির চিহ্ন এবং জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য দেখতে পাওয়া গেল। ন'বছর পরে বইয়ের দোকানে ডারউইনের প্রজাতির উদ্ভব ( The origin of Species ) বইটি দেখতে পাওয়া গেল। বিজ্ঞানে প্রত্যেকটি শাখায় বিকাশের ধারণা ঢুকে পড়ছিল। এটা রসায়নে বিপ্লব নিয়ে এলো। বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিওর বিরাট আবিষ্কার পর্বের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ঐ পর্বে সামাজিক চিন্তা ভ্রূণাকারে ছিল। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বদৃষ্টির উদ্ভব হ'তে এবং সাফল্যের সঙ্গে বিকাশ লাভ করতে দরকার ছিল সামাজিক চিন্তায় বিপ্লবের যার ভিত্তি কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপরই থাকবেনা সেইসঙ্গে সমাজের ভাগ্যের জন্য তাদের গুরুত্ব কি তার উপলব্ধিতেও। সামাজিক চিন্তার অনগ্রসরতা দর্শনকে

আর গোটা মানব মতাদর্শকে পেছন টানছিল। বুর্জোয়াদের শ্রেণী স্বার্থের বিকৃতকারী প্রভাব থেকে মতাদর্শকে মুক্ত করা ছিল প্রাথমিক প্রয়োজন যেটা বাস্তবের মধ্যে আরও গভীরভাবে অনুপ্রবেশের পথে বাধাসৃষ্টি করছিল এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অগ্রগতির সঠিক সামান্যীকরণ করা অসম্ভব করে তুলেছিল। ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি পৃথক সামাজিক বিষয়গুলির মধ্যে অর্জিত জ্ঞানের সামান্যীকরণ করাও সম্ভব হচ্ছিল না। সমস্ত নেতৃস্থানীয় মনীষীরাই বিজ্ঞানগুলির সংশ্লেষণের প্রয়োজন সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে সমাজ বিকাশের পক্ষে একটা বিরাট সুপ্তশক্তি অবারিত হচ্ছে।

প্রগতিশীল চিন্তকগণ বেশীবেশী করে বুঝছিলেন যে আত্মিক উন্নতি, বিজ্ঞানের বিকাশ ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সারবস্তু হিসাবে শেষে শিক্ষার জয় সম্বন্ধে আলোচনা করাটা আর যথেষ্ট নয়। নতুন সমস্যায় মন আচ্ছন্ন আর সাময়িক পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশিত পুস্তকগুলি "সামাজিক প্রশ্ন" এবং "শ্রমিকের প্রশ্ন" ইত্যাদি নতুন শব্দ ব্যবহার করছিল। সমাজ বিকাশের তত্ত্বের জন্য এইসব সমস্যার গুরুত্ব কি? বিরাট শ্রেণীসংগ্রাম করে, ধর্মঘট লাগিয়ে, এবং ব্যারিকেড বসিয়ে প্রলেটারিয়েটরা তাদের আবির্ভাবের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলো। নতুন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সামন্ত রাজনৈতিক সমাজবিন্যাসকে হটিয়ে দিয়ে বুর্জোয়া ক্ষমতার প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ ঘোষণা করে রাজনৈতিক প্রগতির তত্ত্বে এবং মানবজাতির বৌদ্ধিক বিকাশের তত্ত্বে নিজেকে সীমাবদ্ধ করা আর কারো পক্ষেই সম্ভব হচ্ছিল না। মানব জাতির সামাজিক সংগঠনের অগ্রগতিটাই দিনের প্রধান প্রশ্ন হ'য়ে দাঁড়ালো। এটা কি সত্য যে, শোষণের অবসান এবং সামাজিক সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শদাতা কল্পনাবাদগুলো বৃথা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়? এটা কি সত্য যে বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক কাঠামো 'যুক্তির নিয়ন্ত্রণ' এবং মানব স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যার জন্যে সামাজিক বিকাশে এইটিই শেষ সীমা? এই প্রশ্নগুলোই মতাদর্শের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠলো।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ঘোষণা করলেন যে মানুষের ওপর মানুষের শোষণের ব্যাপারে বিজ্ঞানের কোন কিছু করার নেই। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তন, যেটা নাকি আর অস্বীকার করা হয় না এমন একটা ব্যাপার তাকে নিয়ে বিজ্ঞান। ইতিমধ্যে মানবজাতি কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কি না এই ধরণের প্রশ্ন একটা প্রধান মতাদর্শগত সমস্যা হয়ে উঠলো এবং সমাজবিজ্ঞানেও আলোচনার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন হ'য়ে দাঁড়ালো।

১৮শ শতাব্দীর শেষপাদে এবং ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দার্শনিক-গণ যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত করেছিলেন, বুনিয়াদী প্রশ্নের উত্তরে তার খুবই গুরুত্ব ছিল।

## বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিকোণ এবং কমিউনিজম

১৮শ শতাব্দীর শেষপাদে বুর্জোয়ারা যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন লেনিন নিম্নোক্ত কথায় তার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন, "ইয়োরোপের আধুনিক ইতিহাসের আগাগোড়া এবং বিশেষতঃ ফ্রান্সে, ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে যেখানে প্রতিষ্ঠানে এবং মতবাদে সর্বপ্রকারের মধ্যযুগীয় আবর্জনার বিরুদ্ধে, ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হচ্ছিল সেখানে বস্তুবাদ নিজেকে একমাত্র দর্শন বলে প্রমাণ করেছে যেটা সঙ্গতিপূর্ণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রতি অনুগত এবং কুসংস্কার, ভণ্ডামী ইত্যাদির বিরুদ্ধে।" (২) এইভাবেই বিজ্ঞান, সামাজিক চিন্তা ও মুক্তি সংগ্রামের বিকাশে বস্তুবাদের বিরাট বৈপ্লবিক শক্তিকে ইতিহাসে, সর্বপ্রথম বের করে নিয়ে আসা হোল। তবে, বিজয়ী বুর্জোয়ারা দার্শনিক বস্তুবাদের পতাকাকে পরিত্যাগ করলো এবং তার ক্ষমতা রক্ষার্থে ধর্ম এবং অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নানা ধরনের ভাববাদের আশ্রয় গ্রহণ করলো। তার চেয়ে বড় কথা, অতীতের বস্তুবাদীরাও প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে কাজ করার সময়ই কেবল বস্তুবাদী হতেন কিন্তু সামাজিক

২। ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী ১৯ খণ্ড, পৃ ২৪

ঘটনা বিবেচনা করতে গিয়ে ভাববাদী হ'য়ে পড়তেন। সামাজিক বিকাশের প্রশ্নে ভাববাদ যুক্তিযুক্ত নয় বলে দেখতে পাওয়া গেছে। সমাজচিন্তার অগ্রগতির পক্ষে এটা একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাজ জীবনের আত্মিক ও বাস্তব দিকের মধ্যেকার সম্পর্কের বুনিয়াদী প্রশ্নটিকে ভাববাদ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। তবে, মনুষ্য কর্মকাণ্ডের, চেতনার এবং ইচ্ছার প্রতিফলনকারী সামাজিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার জন্য আরও পদক্ষেপ নেওয়া এই প্রশ্নের উত্তর ছাড়া অসম্ভব ছিল। সামাজিক জীবনে বাস্তব ভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কার হওয়ার আগে সমাজ বিকাশের তত্ত্ব অনিবার্যভাবে মনগড়া ব্যাপারে পর্যবসিত হোতো যাতে ঐতিহাসিক প্রগতিতে মানব ইচ্ছা এবং চেতনাই নির্ণায়ক উপাদান রূপে আবির্ভূত হয়ে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মানুষের ওপর মানুষের শোষণ অবসান সম্বন্ধে কিছু করা এবং শোষণকারী সমাজ ব্যবস্থা বদলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এসবে কেবল সদিচ্ছার প্রকাশই হোতো।

সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্কের সম্মুখীন হবার চেষ্টা করে ছিলেন এমন কিছু ভাববাদী চিন্তক যাঁরা সমাজবিকাশের মূল সমস্যা, সামাজিক শ্রমের সমস্যা বিবেচনা করেছিলেন তাঁরা সব সময়েই তাঁদের ভাববাদী গোঁড়া মতবাদের জন্য সঠিক উত্তর থেকে সরে যেতেন। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে বস্তুর উপরে মানুষের প্রভাব বিস্তারের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে উৎপাদন কিন্তু তথ্যের স্বীকৃতি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দার্শনিক বস্তুবাদ প্রয়োগের পূর্বশর্ত ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই যদি কেউ ওখানেই থেমে যায় তাহলে সে সামাজিক বিকাশের মূল প্রশ্নে প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক বস্তুবাদ প্রয়োগই করেনি।

প্রথমত প্রয়োজন ছিল প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করা আর এখানেই ভাববাদীদের ঘোষণা করার সুযোগ ছিল যে সেটা মানুষের যুক্তির ও আত্মারই বিকাশ যেটা নাকি শেষপর্যন্ত বস্তু এবং তার শক্তিসমূহের ওপর মানুষের প্রযুক্ত বর্ধমান এবং গভীর প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করছে। দার্শনিক বস্তুবাদের প্রয়োজন

ছিল এই প্রক্রিয়ায় স্ব-বিকাশের উৎসকে বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা।

দ্বিতীয়ত শ্রম প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধনের সারমর্মকে ব্যাখ্যা করা দরকার ছিল। এর কারণ যেখানে মানুষ একাকী বা বিচ্ছিন্ন ছিলনা, সেখানেও আবার ভাববাদ ওঁৎপেতে বসেছিল চিন্তকদের কাছে এই প্রস্তাব দিয়ে যে, সব বন্ধনের সারমর্ম পাওয়া যাবে চেতনার ক্ষেত্রে, যেন মানব মানসিকতায় যার ফলে ধারণা ও মনোভাবকে শেষপর্যন্ত সমস্ত সমাজ বিকাশের ভিত্তি বলে ধরা হোলো।

যা বলা হোলো, তা থেকে এটা পরিষ্কার যে সামাজিক ঘটনাবলীকে বোঝাবার জন্যে দার্শনিক বস্তুবাদের প্রয়োগ সম্ভব যদি কেবল এটা দ্বন্দমূলক বস্তুবাদ হয় যেটা সমাজের ইতিহাসে সামাজিক অবস্থান পারম্পর্যকে বস্তুবাদের আলোকে সামাজিক আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ উৎসকে দেখিয়ে তাদের স্বকীয় গতিকে ব্যাখ্যা করে।

সে যাই হোক অতীতের সীমাবদ্ধ, অধিবিদ্যক বস্তুবাদ সামাজিক চিন্তার বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মনে করুন ফরাসী বস্তুবাদের একটি ধারা সম্বন্ধে মার্কস কি বলেছিলেন যেটা "সরাসরি সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে নিয়ে গিয়েছিল"।(৩) মার্কস যা বলেছিলেন তার সার সংক্ষেপ করে লেনিন তাঁর হোলি ফ্যামিলির রূপরেখাতে লিখেছিলেন যে বস্তুবাদী প্রতিজ্ঞা থেকে সমাজতন্ত্রের সিদ্ধান্ত করা সবচেয়ে সহজ। (৪) এই প্রতিজ্ঞা "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তার দিকে উৎসাহিত করলো। তাই দর্শনের মৌলিক প্রশ্নের সঠিক উত্তরের মধ্যেই সমাজতন্ত্রের এবং মানুষের চারপাশের বাস্তবজগতকে পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন বিধৃত হয়েছিল। বস্তুবাদী প্রতিজ্ঞা থেকে যে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত টানা হবে তার সম্বন্ধে মার্কস এই কথা বলেছিলেন "যদি মানুষ তার পরিবেশের দ্বারা বিশেষ আকারে পরিবর্তিত

৩। কে মার্ক'স এণ্ড এফ এঙ্গেলস, দি হোলি ফ্যামিলি, মস্কো, ১৯৫৬ পৃ ১৭৫
৪। ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী ৩৮ খণ্ড, পৃ ৪৪

হয় তাহ'লে তার পরিবেশকে মানবিক বানাতে হবে।" (৫) তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ডি জামীর ও ওয়েনের মত কমিউনিষ্টরা ও বস্তুবাদের শিক্ষাকে প্রকৃত মানবিকতারূপে এবং কমিউনিজমের ভিত্তিরূপে গড়ে তুলেছে"। পরিণামে মানবিকতার বিকাশ বস্তুবাদে নিয়ে যায়, কারণ কেবল বস্তুবাদই প্রকৃত মানবিকতাবাদ সৃষ্টি করতে পারে। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে "ফোরিয়ার ফরাসী বস্তুবাদীদের থেকে সরাসরি এগিয়েছেন"। কমিউনিজম এবং সমাজতন্ত্রবাদ অনিবার্যভাবেই বস্তুবাদী প্রতিজ্ঞা থেকে এগিয়েছিল কারণ তারা ব্যক্তির মুক্তি ও বিকাশের জন্য মানব জীবনের পরিবেশকে বদলানোর প্রয়োজন বুঝেছিলেন। দার্শনিক চিন্তায় বস্তুবাদী ঐতিহ্য না থাকলে সমাজতন্ত্রী মতবাদ গড়ে উঠতে পারতো না। মার্কস জোর দিয়ে বলেছেন, "বাবুফপন্থীরা ছিল চাষাড়ে, সভ্যতাহীন কিন্তু পরিপক্ক কমিউনিজমও সরাসরি ফরাসী বস্তুবাদ থেকে এসেছিল।" (৬)

একই প্রসঙ্গে মার্কস ফয়ারবাখের কাছে লিখেছিলেন ওঁর চিঠি সম্বন্ধেঃ "এই সব রচনায় আপনি, আমার জানা নেই সচেতনভাবে বা অন্যভাবে, সমাজতন্ত্রকে একটা দার্শনিক ভিত্তি দিয়েছেন এবং কমিউনিষ্টরা ঠিক ঐ ভাবেই বুঝেছিল। মানুষের মধ্যেকার সত্যিকারের পার্থক্যের ভিত্তিতে, মানবজাতির সঙ্গে মানুষের ঐক্য—মানব জাতির প্রত্যয়টি—বিমূর্তের স্বর্গ থেকে প্রকৃত পৃথিবীতে স্থানান্তরিত—এটা সমাজের ধারণা ছাড়া আর কি হতে পারে!" (৭)

এই সমস্ত উদাহরণে বস্তুবাদী প্রতিজ্ঞা নিয়েই কাজ করতে হয়েছিল, কিন্তু এটা কেবল কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সিদ্ধান্তে পৌছনোর ভিত্তি ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের উত্তরের জন্য দরকার ছিল বস্তুবাদের নিজস্ব বিকাশ যাতে সামাজিক ঘটনাবলীকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং

---

৫। কে, মার্কস এণ্ড এফ, এঙ্গেলস, দি হোলি ফ্যামিলি, পৃ ১৭৬
৬। কে মার্কস এণ্ড এফ, এঙ্গেলস, ঐ পৃ ১৭৬-৭৭
৭। ওয়ার্লড মার্কসিষ্ট রিভিউ ১৯৫৮, ২ নং

একটা গভীর ও সম্পূর্ণ বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। দার্শনিক বস্তুবাদ এবং সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে সামাজিক মতবাদগুলির মধ্যেকার উদ্ভবশীল সংযোগ গুলিকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করার দরকার ছিল।

প্রকৃত মানবিকতা ও কমিউনিজমের যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি হিসাবে বস্তুবাদ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মার্কস কয়েক শতাব্দী দর্শন এবং সামাজিক চিন্তার মধ্যে সম্পর্কটা দেখিয়েদেন। দর্শনে বস্তুবাদী ঐতিহ্য এবং মানবিকতার মধ্যে একটা যুক্তিসম্মত ও ঐতিহাসিক সংযোগ ছিল, যেটাএর দিক থেকে যুক্তিসম্মতভাবে এবং ঐতিহাসিক ভাবে কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবনের অন্যতম পূর্বশর্ত ছিল। মানবিকতাবাদী ধারণা কল্পনাবাদীদের মানুষের পক্ষে উপযুক্ত সমাজ ব্যবস্থার সন্ধানে উৎসাহিত করেছিল। এটা মানবিকতার ধারণার আরও বিকাশ ও গভীরতা লাভ এবং বস্তুবাদী পূর্বশর্তের স্বীকৃতি। যেটা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকৃতি ঘটাচ্ছিল সেই শোষণ ব্যবস্থা এবং চরম ব্যক্তি সম্পত্তির আত্মস্বার্থ সন্ধানকে মানবিকতাবাদী আদর্শ যুক্তিসিদ্ধ ভাবেই অস্বীকার করার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তবে, মানুষের সম্মিল বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সমাজ পরিস্থিতির সমস্যা সমাধানে পুরনো বস্তুবাদের পূর্বশর্তটি যথেষ্ট ছিল না। দরকার ছিল উন্নত রূপের বস্তুবাদের। দরকার ছিল মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ও বাস্তব পদার্থ আর সমাজ সম্পর্কের ভিত্তিকে বোঝা যেটা নাকি মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমাজ বিকাশের বিষয়গত শক্তি হিসাবে কাজ করে। প্রয়োজন ছিল সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়ার। এসরের কিছুই অধিবিদ্যক বস্তুবাদ দিতে পারতো না। বস্তুবাদী পূর্বশর্ত থেকে শুরু করে বহু চিন্তাবিদরা যুক্তিসম্মতভাবেই সত্যিকারের মানবিকতাবাদ হিসাবে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের ধারণায় পৌঁছেছিল কিন্তু কেমন করে এই আদর্শে পৌঁছনো যায় তার উত্তর দিতে তারা সক্ষম হয়নি এবং প্রকৃত আদর্শ কি নিয়ে গড়ে উঠবে সে কথা বাদ দিলেও এর দিকে এগোনোর প্রকৃত পথের বর্ণনা দিতে পারে নি। এখানে তারা ভাববাদের হাতে বন্দী।

বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম সামাজিক সত্তা হিসাবে মানুষের সঠিক বিজ্ঞান, তার পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তের একটা বিজ্ঞান হ'য়ে উঠলো। কেবলমাত্র মার্কসবাদের উদ্ভবের সঙ্গেই প্রকৃত মানুষই সামাজিক চিন্তার বিষয় হ'য়ে উঠলো।

মার্কস ও এঙ্গেলস বস্তুবাদকে তার ১৮শ এবং ১৯শ শতাব্দীর সীমাবদ্ধতার হাত থেকে উদ্ধার করলো। বস্তুর ধারণাটাকেই একটা নতুন গুণগতভাবে উচ্চতলে ওঠানো হ'য়েছিল। বস্তুগত প্রত্যয়টির মধ্যে কেবল প্রাকৃতিক বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হোলনা, অধিকন্তু যাকে ঐ অবস্থায় অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় বসানো যায় না কিন্তু যেটা সুস্পষ্টভাবেই আর অপ্রতিরোধ্য-ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রিয়ায় সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই উৎ-পাদন সম্পর্ককেও ধরা হো'লো। মানুষ দার্শনিক চিন্তার পরিপূর্ণ বিষয় হ'য়ে উঠলো। অধ্যাত্ম পদার্থের অবস্থানে পর্যবসিত সে আর প্রকৃত মানুষের আবছা মূর্তি বা বহির্জগত থেকে সংকেত প্রাপক একটা নিষ্ক্রিয় যন্ত্র নয় বরং দার্শনিককে এখন বিবেচনা করতে হবে সক্রিয় আর পৃথিবীও নিজের পরিবর্তনকারী মানুষ। লেনিন লিখেছিলেন, "মার্কস ১৮শ শতাব্দীর বস্তুবাদে থেমে যান নিঃ তিনি দর্শনকে একটা নতুন স্তরে তুললেন। তিনি জার্মান মার্গীয় দর্শনের সাফল্য দিয়ে বিশেষতঃ সেই হেগেলের ব্যবস্থা দিয়ে সমৃদ্ধ করলেন যেটা পালাক্রমে ফয়ারবাখের বস্তুবাদে উপনীত হ'য়েছিল।" (৮) লেনিন জোর দিয়ে বললেন যে প্রধান সাফল্যটা হ'লো দ্বন্দ্ববাদ, সেটা যে কোন ধরনের একদেশদর্শিতামুক্ত, পূর্ণতম ও গভীরতম বিকাশের মতবাদ।

## দ্বন্দ্ববাদ এবং বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম

এক সময়ে কম বেশী পর্যাপ্ত অনুমানগত, সমাজ বিকাশের তত্ত্বের পক্ষে প্রকৃত বিজ্ঞান হ'য়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন ছিল, বিকাশ প্রত্যয়-

৮। ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী—১৯ খণ্ড, পৃ ২৪

টিকে সম্প্রসারিত করা, গভীরতা ও পূর্ণতা দান করার।

১৮শ শতাব্দী বৈশিষ্ট্যমূলক বিকাশকে একটা সরলরেখা অনুসারী মনে করার ভ্রান্ত ধারণার সমালোচক ১৯শ শতাব্দীর প্রথম পাদের কিছু বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের, বিশেষতঃ হেগেলের সিদ্ধান্তগুলি এর জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। ফোরিয়ার এই ধারণা পরিত্যাগ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এক পা এগিয়ে তিনি চক্রাকার তত্ত্বের খপ্পরে পড়লেন। কেবল দ্বন্দ্ববাদেই যেটা উচ্চস্তরে চলেছিল তা থেকে পশ্চাদপসরণ ও পুনরাবৃত্তি সহ সামাজিক বিকাশের ধারণা কেবল দ্বন্দ্ব-বাদই দিয়েছিল।

সমাজ বিকাশের বিবর্তনমূলক ও বৈপ্লবিক পথ সম্বন্ধে উপলব্ধি আনার জন্য সাঁ সিঁমর ধ্বংসাত্মক ও সৃজনাত্মক যুগের অধিবিদ্যক বৈপরীত্য প্রদর্শন একটা সাদামাঠা প্রচেষ্টা ছিল। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ সমস্যাটির সূত্রায়ণে একটা সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছিল। বিকাশ একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া যার মধ্যে নতুন উদ্ভূত হ'চ্ছে এবং পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'চ্ছে, নিম্নতল থেকে উচ্চতলে আরোহন করছে। প্রত্যেক জায়গাতে দ্বন্দ্ব গতির জন্ম দিচ্ছে আর ক্রমান্বয়ী সংখ্যাগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে পর্যবসিত হচ্ছে হেগেলের এই ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি অতীতের খ্যাতনামা চিন্তানায়কদের বহু ধ্যান-ধারণা সারসংক্ষেপিত ও বিকশিত করেছিলেন এবং হার্জেন সঠিক ভাবেই বলেছিলেন যে "দ্বন্দ্ববাদ বিপ্লবের বীজগণিত।"

তবে, সমাজ বিকাশের তত্ত্বের উপস্থাপিত সমস্যাগুলিতে হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকে তৈরী অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় নি কারণ এর দ্বারা আসল জিনিসটির, সমাজের নিজস্ব গতির উৎসকে পাওয়া যেতো না। ফোরিয়ারের ভাবাবেগের জায়গায় পরম ব্রহ্মের আবির্ভাবের ঘটনা থেকে বাস্তবে বিজ্ঞান এগোয় নি। উদাহরণস্বরূপ ফোরিয়ার যেটা দেখেছিলেন, পুঁজিবাদের মূর্ত প্রকাশের কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পরম ব্রহ্ম দিতে পারেনি। প্রকৃতি জয়ে মানুষের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ সাঁ সিমঁর বিবেচনার সমাধান ধারণার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব দ্বারা সমাধান করা

যায় নি।

মার্কসের জীবিত কালের আগেই কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের সঙ্গে হেগেলের ভাববাদী দর্শনকে নতুন একটা বিশ্ব-দৃষ্টি সৃষ্টি করার আশায় সংযুক্ত করার নিরর্থক প্রচেষ্টা হ'য়েছিল। তাই, হেগেলবাদী বামপন্থী মতবাদ ও কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রকে যুক্ত করার প্রচেষ্টায়, জার্মান সাংবাদিক হেস ১৮৪২ সালের শেষে ন্যায়-পরায়ণদের লীগের (league of the just) সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য প্যারিসে আসেন। হেস সর্বপ্রকার সংগ্রামের দর্শন "সংগ্রামী দর্শনকে" উচ্চ প্রশংসা করছিলেন কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক ধারণা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের ওপারে যায় নি। (৯) বামপন্থী হেগেলবাদী এ, রুজও জার্মান ভাববাদীদর্শন প্রচারে এবং তাকে কোন ফরাসী বামপন্থী মতধারার সঙ্গে "যুক্ত" করার জন্য প্যারিসে এসেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে "ফরাসী মনোভাবের সঙ্গে মিশে না গিয়ে জার্মান দর্শন প্যারিসে যতদিন কাজ না করছে" ততদিন সেটা একটা শক্তি হ'য়ে উঠবে না। (১০) আসলে সমস্তটাই মানবিকতা সম্বন্ধে দুর্বোধ্য ভাববাদী আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা ছিল বামপন্থী হেগেলবাদ এবং কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের একটা যান্ত্রিক সংযুক্তি ঘটানোর নিরর্থক প্রচেষ্টা। তাঁদের প্রথম-দিককার রচনাতে মার্কস ও এঙ্গেলস এই সব প্রচেষ্টার একটা বিধ্বংসী সমালোচনা করেছিলেন।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ একমাত্র দার্শনিক ভিত্তি জুগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুক্তিসঙ্গত বিপ্লবী বিশ্ব দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করার জন্য দরকার ছিল ফরাসী সমাজতন্ত্রের ঐতিহ্য এবং জার্মান মার্গীয় দর্শনের ভিত্তিকে মৌলিকভাবে পুনঃসূত্রায়িত করা যাতে ভাব-

---

৯। অগাস্টে কর্নু, কার্ল মার্কস এণ্ড ফ্রিডরিস এঙ্গেলস, লেবেন আণ্ড ওয়্যের্ক এর ষ্টার ব্যাণ্ড ১৮১৮—১৮৪৪, আউফ বাউ ভারলাগ, বার্লিন ১৯৫৪ পৃ, ৪৫৫

১০। ঐ

বাদের শৃঙ্খল থেকে দ্বন্দ্ববাদকে মুক্ত করা যায় এবং সমাজব্যবস্থার নিছক নৈতিক নিন্দা করার পরিবর্তে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার সমালোচনাকে তার ভিত্তির দিকে, তার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্কের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়।

তাঁর ইতিহাসের দর্শনে হেগেল নিজেই ইতিহাসে বিকাশের ধারণাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ইতিহাসকে মানবজাতির উচ্চতর আত্মিক উৎকর্ষে পৌছনোর সিঁড়ি হিসাবে চিত্রিত করেছিলেন, এটা অতীতকে ভাববাদী ছকের প্রোকাস্ট্রিয়ান বিছানায়* অতীতকে আঁটানোর চেষ্টা ছিল। মানবজাতির ভবিষ্যৎ এবং ইতিহাসের তরঙ্গকে থামিয়ে সমকালীন জার্মান বাস্তবতাকে তার চরমতম পরিণতি বলে চালাতে গিয়ে হেগেল বিরাট বাধা পেলেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু চমৎকার অনুমান করেছিলেন এবং সমাজ বিকাশে শ্রম প্রক্রিয়ার মৌলিক গুরুত্ব উপলব্ধি করার কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। এখানেই তার তত্ত্বের মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্র রয়েছে। এটা মার্কস ও এঙ্গেলসের নজরে পড়েছিল যারা সেটাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্বে দাঁড় করিয়েছিলেন। ইতিহাসের দর্শনের ওপর হেগেলের বক্তৃতার সারসংক্ষেপ করে লেনিন নিম্নোদ্ধৃত গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলিকে সূত্রায়িত করেছিলেন ঃ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তব আচরণ করে ; তার নিজের সন্তোষের জন্য সে তাকে ক্ষইয়ে ফেলে, সেইভাবে মধ্যবর্তী হ'য়ে কাজ করে। তার কারণ প্রাকৃতিক জিনিসগুলি শক্তিশালী এবং নানা ভাবে বাধা দেয়। সেইগুলোকে দমিয়ে দেবার জন্যে, মানুষ অন্যান্য প্রাকৃতিক জিনিসকে লাগায়, সেই ভাবে প্রকৃতিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড় করায় এবং এই জন্যে সে এই উদ্দেশ্যে হাতিয়ার আবিষ্কার করে"। (১১)

*গ্রীক উপকথার বিখ্যাত দস্যু লোকদের ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বিছানার মাপ অনুযায়ী মাথা বা পা কেটে সমান করতো (অনু)

১১। ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী—৩৮খণ্ড, পৃ ৩১১

যার ভিত্তিতে সমাজ বিকশিত হয় তার সেই শ্রম প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে ওটাই সঠিক দৃষ্টিকোণ। নিম্নোক্ত শব্দগুলি দিয়ে হেগেল ভাবটিকে ব্যাখ্যা করেছিলেনঃ "যদিও তার অন্তিম পরিণামের জন্য সে তার অধীনস্থ তবু তার হাতিয়ারের মধ্যেই মানুষ বহিঃপ্রকৃতির উপর ক্ষমতা জারী করে।" (১২) হেগেলের উদ্ধৃতি দিয়ে লেনিন যোগ করলেনঃ "আসলে মানুষের অন্তিম লক্ষ্যের জন্ম দেয় বাইরের দুনিয়া এবং সেটার পূর্ব অস্তিত্ব থাকা চাই—তারা দেখে যে একটা কিছু দেওয়াই আছে—উপস্থিত আছে" (১৩) হেগেলের এই ধারণা থেকে বোঝা গেল যে প্রধান সামাজিক সমস্যা, মানুষের সমগ্র কার্যকলাপের ভিত্তির বিশ্লেষণা বস্তুবাদ প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। হেগেলের ধ্যান-ধারণার অনুশীলন করে লেনিন এই বলে তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলেনঃ "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—একজন প্রতিভাধরের ধারণার অন্যতম প্রয়োগ ও বিকাশ—বীজ হেগেলের মধ্যে ছিল।" (১৪) তাই, ভাববাদী রীতির দ্বারা শৃঙ্খলিত হলেও দ্বন্দ্ববাদ বিকাশের পূর্ণ মতবাদ সেই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই রাস্তা বানিয়ে নেওয়ার এবং সমাজ-জীবনের মূল দিকের সম্বন্ধে কিছু সঠিক সিদ্ধান্তের সূত্রপাত করে-ছিল।

হেগেলও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্যতার প্রশ্নে এবং বিশ্ব ইতি-হাসের যুগগুলিকে বিকাশের অপরিহার্য স্তর বলে ভাববাদী দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেন। যে তত্ত্বগুলি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে আকস্মিক ঘটনা-পুঞ্জ হিসাবে, খেয়াল খুশিমাফিক বিকাশের ক্ষেত্র বলে মনে করে তিনি তার বিরোধিতা কবেন। এটা ঐ পর্বের মতাদর্শের সংগ্রামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভাববাদী ধরনে হলেও, ব্যক্তিগত সম্পত্তি-সম্পর্কের আওতায় মানুষের কর্মকাণ্ডে বিচ্ছিন্নতা বোধের প্রশ্নটিকে

---

১২। ঐ পৃ ১৮৯

১৩। ঐ

১৪। ঐ পৃ ১৯০

তোলেন যার ফলে বুর্জোয়া সমাজের মতাদর্শ ও সামাজিক সম্পর্কের সমালোচনার পথ তৈরী করে দেন।

বস্তুবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সংযুক্ত দ্বন্দ্ববাদী পদ্ধতি সামাজিক বিকাশের তত্ত্বের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যায় ভাববাদ বুনিয়াদী সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে অক্ষম বলে প্রমাণিত হ'য়েছিল। দেখাগেল সামাজিক সম্পর্কের সারমর্মকে ভাববাদের আলোকে নির্ধারণ করা যাচ্ছিল না। মার্কস লিখলেন "হেগেল মানুষের জায়গায় আত্মসচেতনাকে বসিয়েছেন "যার ফলে, মানুষের বিচিত্র বাস্তব ব্যাপারগুলো একটা নির্দিষ্ট আকার নিয়ে আত্ম-সচেতনতার নির্ণয় হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে।" (১৫) আসল প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে, তাদের বিষয়গত নিয়মকে দেখিয়ে, এবং এই প্রক্রিয়াগুলো কেমন করে মানুষের মনে প্রতিফলিত হয় সেটা নির্দেশ করে বাস্তব সম্পর্কে অনুমানের বদলে সমাজবিকাশের একটা বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব গড়ে তুলতে প্রচণ্ড মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল।

সমাজবিকাশের সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের এবং মানব কর্মকাণ্ডের পূর্ণতম এবং সর্বাপেক্ষা গভীর উপলব্ধির ভিত্তিতে কমিউনিজমের উদ্ভবের জন্যে শুধুমাত্র দর্শনেই নয় অধিকন্তু মানব কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষ ক্ষেত্র, উৎপাদনেও বিরাট অগ্রগতির প্রয়োজন ছিল। বাস্তব উৎপাদনের বিশ্লেষণ না করে সামাজিক জীব হিসাবে মানুষকে বোঝা অসম্ভব, তা না হ'লে চিন্তা ফয়ার-বাখের বিমূর্ত মানুষের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবে। কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী, বিশেষতঃ সাঁ সিমঁর লেখায় যেমনভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে সেটা মানবজাতির ভবিষ্যতে এই ক্ষেত্রটি কি ভূমিকা গ্রহণ করবে সেই প্রশ্নে এসে পৌঁছেছিল। হেগেল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় শ্রমের মর্ম সম্বন্ধে একটা দার্শনিক উপলব্ধির চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ভাববাদের দ্বারা প্রতিহত হ'য়েছিলেন।

---

১৫। কে মার্কস এণ্ড এফ এঙ্গেলস, দি হোলি ফ্যামিলি, পৃ ২৫২

ইতিমধ্যে, মানব কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র উৎপাদনকে চেনা এবং অনুসন্ধান চালানোর জন্য অন্য অনেক বিজ্ঞানী এবং চিন্তকরা পূর্বশর্তকে তৈরী করে অর্থনীতি বিজ্ঞানের নানা প্রশ্নের ওপর অবিচলভাবে কাজ করে চলেছিলেন। একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী মানবজীবনের বাস্তব পরিস্থিতি অনুসন্ধান করে কিছু সঠিক ধারণা প্রকাশ করেছিলেন এই কথা ঘোষণা করে যে শ্রমই সমস্ত সম্পদের উৎস এবং যার আও-তায় সময়ের মাপে শ্রমের পরিমাণ দ্বারা মূল্য নির্ণীত হয়, সেই সঙ্গে পণ্য বিনিময়ে শেষপর্যন্ত শ্রমকর্ম বিনিময় হয় সেই মূল্যের শ্রম তত্ত্বকে সূত্রায়িত করলেন।

১৬৬২ সালে উইলিয়াম পেট্টি ঘোষণা করেন যে উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্ণয় হয়। মানব শ্রমের ফল থেকেই মূল্য জন্মায় এটা জন লকও গ্রহণ করেছিলেন। এ্যাডাম স্মিথ মুনাফাকে বেতনজীবী শ্রমিকের বেতনের না দেওয়া অংশ বলে মনে করলেন। এই প্রসঙ্গে মার্কস লিখলেন, "মূল্যকে শ্রমে পর্যবসিত করা যেমন খুব দরকার ছিল তেমনি সমভাবেই প্রয়োজনীয় ছিল বাড়তি মূল্য [দেখিয়ে দেওয়া] যেটা বাড়তি উৎপাদনের মধ্যে বাড়তি শ্রম হিসাবে প্রকাশ পায়। এটা বাস্তবে এ্যাডাম স্মিথ ইতি-পূর্বেই দেখিয়েছিলেন।" (১৬)

তাই, সমাজবিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মানুষের ওপর মানুষের শোষণ এবং শ্রেণীসমাজে উৎপাদনের সামাজিক মর্মের উত্তর পাবার উপক্রম হ'য়েছিল। কিন্তু স্মিথ বা অন্যান্য বুর্জোয়া রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র পুঁজিবাদী সম্পর্কের সারমর্মকে দেখাতে বা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত গভীর দ্বন্দ্বকে টেনে বের করতে অক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের ভূমিকাকে

---

১৬। কে, মার্কস, থিওরিজ অফ সারপ্লাস ভ্যালু, ৩য় খণ্ড, মস্কো, ১৯৭১, পৃ.২৩৯.

দেখতে এবং সমাজ বিকাশের তত্ত্বে এগিয়ে যেতে সক্ষম হলেন না।

তবুও, অখণ্ড তৃতীয় বর্গের ( Third estate ) পুরনো ধারণা বা "ধনী" এবং "দরিদ্রের" সাদামাটা ধারণার তুলনায় সামাজিক কাঠামোর প্রশ্নটি বেশ এগিয়ে গেল। স্মিথ পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক, পুঁজিবাদী এবং জমিদার—তিনটি শ্রেণীকে দেখেছিলেন বেতন, মুনাফা ও খাজনার সঙ্গে—যে আকারে তাদের প্রত্যেকের আয় হোতো সেই ভাবে।

তাই, মানব কর্মকাণ্ডের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, উৎপাদনের মোকাবিলা করা বিজ্ঞানের পক্ষে তখনও বাকি ছিল। ইংরেজ অর্থনীতিবিদরা পুঁজিবাদের এবং তার ফলাফল বিশ্লেষণে আর বিজ্ঞান সম্মত সমালোচনার পূর্বশর্ত তৈরী করে এবং মূল দ্বন্দ্বকে চিনে নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে মানুষের বাস্তব কর্মকাণ্ডের অনুসন্ধানের ওপর নজর কেন্দ্রীভূত করেছিলেন এবং এদিকে অনেকটা এগিয়েছিলেন। পুঁজিবাদের সমালোচকরা কোন সমাজব্যবস্থাকে শেষ সীমা হিসাবে ধরার অবৈজ্ঞানিক মতবাদকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। বাস্তবিক, সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করা কোন অর্থেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার শেষ সীমা নয়।

কিন্তু ইংরেজ অর্থনীতিবিদরা কেবলমাত্র এক কদম উঠিয়েছিলেন কারণ পুঁজিবাদকে ধ্বংস করা এবং তার বদলে অন্য কোন ব্যবস্থাকে বসানোর কোন মতলবই তাদের ছিল না। বিপরীত দিকে তারা পুঁজিবাদকে "স্বাভাবিক ব্যবস্থা" বলে গণ্য করতেন যেটা নাকি "মানব স্বভাবের" সঙ্গে মেলে। সামাজিক জীবনের জ্ঞান লাভে দার্শনিক বস্তুবাদের প্রয়োগ করার জন্য সেটার বাস্তব ভিত্তিকে প্রকাশ করা দরকার ছিল যার জন্য প্রয়োজন ছিল বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রকে সূত্রায়িত করার। তারপর থেকেই, সামাজিক চিন্তা দ্বন্দ্ববাদ এবং বস্তুবাদের ওপর, মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ওপর নির্ভর না করে আর

অগ্রসর হ'তে পারতো না।

ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক এবং পুঁজির লড়াইয়ে বুর্জোয়া সমাজের অর্থনীতির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হ'য়ে উঠলো; এই তত্ত্বের মৌলিক বিবৃতিগুলি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার এবং শোষকদের পরাজিত করার সংগ্রামে একটা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়েছিল।

মার্কস ব্যাপক একটা দার্শনিকতার আলোকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলিকে বিবেচনা করেছিলেন। তাঁর ১৮৪৪ এর অর্থনীতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপিতে শ্রমিক ও পুঁজির মীমাংসাতীত-বিরোধিতার ওপর জোর দিয়ে এবং অর্থনৈতিক বিকাশের গতিই যে বিপ্লবের দিকে ও শ্রমিকদের মুক্তির দিকে নিয়ে যায় যার অর্থ সমস্ত মানবজাতির মুক্তি এটা আবিষ্কার করে তিনি পুঁজিবাদী শোষণের বৈশিষ্ট্যকে বের করে নিয়ে আসার কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। ইতিমধ্যে এঙ্গেলস লণ্ডনে বাস করতে এসেছিলেন এবং এতে মার্কসের রাজনৈতিক-অর্থনীতির গবেষণায় বিরাট সাহায্য হয়েছিল। এঙ্গেলস চাটিষ্ট আন্দোলন এবং ওয়েনের কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করেন তার "রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার রূপ রেখা" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যেটা "ডুয়েশ ফ্রাঙ্কোসিস্শে জহরবাচের" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যার মধ্যে তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুশীলন থেকে কিছু সিদ্ধান্ত ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎখাৎ করার সঙ্গেই যে মানুষের আধিপত্য এবং তার সম্পূর্ণ পূর্ণজাগৃতি এটা দেখানোর জন্যে মার্কস ও এঙ্গেলস দার্শনিক বস্তুবাদ ও অর্থনৈতিক তত্ত্বকে সংযুক্ত করেছিলেন। পরে মার্কস এই কথা গুলোর মধ্যে দিয়ে তাঁর ধারণাকে প্রকাশ করেছিলেন: "আমার অনুসন্ধান এই পরিণামে পৌঁছেছে যে আইনঘটিত সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের রূপকে তাদের নিজেদের থেকে বা মনের তথাকথিত সাধারণ বিকাশ থেকে বুঝলে চলবে না বরং তাদের মূল রয়েছে জীবনের বাস্তব অবস্থার মধ্যে যার মোটমাট ব্যাপারটাকে হেগেল

১৮শ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসীদের অনুসরণে "পৌর সমাজ" নামের তলায় সংযুক্ত করেছেন, তবে "পৌর সমাজের" অস্থিমজ্জার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে রাজনৈতিক-অর্থনীতির মধ্যে।" (১৭)

সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির গভীর বিশ্লেষণ বিশ্বইতিহাসের চেহারা এবং তার চালকশক্তিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করলো। সমাজের গতিকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার নিজস্ব গতি হিসাবে সঠিকভাবে বোঝার জন্য হেগেল রাস্তা বের করেছিলেন কিন্তু তিনি বিশ্বইতিহাসকে মানুষের চেতনার, তার চিন্তার, তার মনোভাবের সৃষ্টি হিসাবে ঘোষণা করে মানুষের মনের মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন। অর্থনীতির গবেষণা সমাজের সামাজিক কাঠামো বুঝতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ইংরেজ চিন্তাবিদ্‌রা সেই কাঠামোর বিকাশের ও তার দ্বন্দ্বের সমস্যার কথাটা বিবেচনা করেননি, যেটা কিনা কাঠামোর মধ্যে কাজ করে চলে। যদিও ১৯শ শতাব্দীর গোড়ায় ইতিহাস বিজ্ঞানে সামাজিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ জমে উঠেছিল, এটা সামাজিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি এবং এর বর্ণনা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

## শ্রেণী সমাজের বিকাশের উৎস

ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালীন বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা ভালভাবেই দেখিয়েছিলেন যে ইতিহাসে শ্রেণীসংগ্রামের (তাদের ভাষায় এস্টেট) অস্তিত্ব ছিল। যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে যুক্তির দ্বারা অজ্ঞতাকে জয় করা ছাড়া ইতিহাসটা আর কিছুই নয়, ১৮শ শতাব্দীর সেইসব ফরাসী প্রবুদ্ধদের মতের তুলনায় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল।

---

১৭। কে, মার্কস এণ্ড এফ, এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী (৩খণ্ডে), ১ম খণ্ড, পৃ ৫০৩

ইতিহাসকে দ্বান্দ্বিকে বলার সঙ্গে তাকে অধ্যাত্ম শক্তির কর্মকাণ্ডে পর্যবসিত করতেন যে হেগেল তার তুলনায়ও এটা একধাপ অগ্রগতি। ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল বর্গগুলির সংগ্রামের দ্বারা, ফ্রাঙ্কোয়েস গিজোর এই সদর্থক উক্তিও সাঁ সিমঁ ও ফোরিয়ার থেকে অগ্রগতি। ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের বিরাট শ্রেণীসংগ্রামগুলি বৃথাই অনুষ্ঠিত হয়নি এবং বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা শ্রেণীগুলির সংগ্রাম সম্বন্ধে বলতে শুরু করেছিলেন। ফরাসী ঐতিহাসিক গিজো, থিয়েরী ও মিগ্‌নেটের রচনাগুলি "বর্গগুলির সংগ্রামের" ভিত্তিতে লেখা।

কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস কবতেন যে বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের অবসান ঘটেছে। ওঁরা তৃতীয় বর্গের (Third estate) সংগ্রাম দেখেছিলেন এবং ওখানেই থেমে গিয়েছিলেন। বুর্জোয়াদের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে হোলো যেন ইতিহাসের জীবন্ত সূত্রটা ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। তাঁদের মতামতকে সারসংক্ষেপ করে মার্কস লিখেছিলেন, "তাই, ইতিহাস ছিল কিন্তু এখন আর নেই। ইতিহাস ছিল কারণ সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল এবং সামন্ততন্ত্রের এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বুর্জোয়া সমাজ থেকে ভিন্নতর সম্পর্ককে দেখতে পাই, যেটাকে অর্থনীতিবিদ্‌রা স্বাভাবিক এবং সেহেতু চিরন্তন সম্পর্ক বলে চালানোর চেষ্টা করেন।" (১৮) বুর্জোয়াদের যে শ্রেণীস্বার্থ খাড়া হ'য়েছিল সমাজ বিকাশের তত্ত্বের পক্ষে বিজ্ঞান হ'য়ে ওঠার জন্য এই বাধাকে জয় করাব প্রয়োজন ছিল। বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের আলোকে পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির বিশ্লেষণ শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তির একটা অন্তর্ভেদী চিত্র তৈরী করলো।

পুঁজিবাদের মতাদর্শীরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে একটা স্থায়ী জিনিস হিসাবে, যেটা নাকি "চিরন্তন যুক্তি," "মানব স্বভাবের," "পরম ব্রহ্মের নির্দেশের" সঙ্গে মিলযুক্ত তাকেই উপস্থাপিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। এই অন্ধ বিশ্বাসকেই সমর্থন যোগানোর জন্য দর্শন, ধর্ম, আইন ও অর্থ-

---

১৮। কে, মার্কস, দি পভার্টি অফ ফিলসফি, মস্কো, ১৯৭৩, পৃ ১৩৫

নৈতিক মতবাদকে রূপ দেওয়া হ'লো। প্রলেটারিয়েটদের এই অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে আটকানোর জন্যে বুর্জোয়ারা তাদের প্রভাবিত সমস্ত মাধ্যমকে শ্রমজীবী মানুষের ওপর ব্যবহার করলো।

লেনিন লিখলেন, "কেবল মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদ, যার মধ্যে সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণী যন্ত্রণা ভোগ করেছে সেই আত্মিক দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। মার্কসের অর্থশাস্ত্রীয় তত্ত্বই কেবল পুঁজিবাদের সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যে প্রলেটারীয়েটদের সত্যিকারের অবস্থানকে দেখিয়ে দিয়েছে।" (১৯)

মার্কস বিশ্বাস করতেন যে "ইতিহাস ভাবাদর্শের দ্বারা তৈরী হয় না, হয় জনগণের দ্বারা আর তত্ত্ব বাস্তব হয়ে ওঠে যখন সেটা জনগণের হাতে যায়।" (২০) এমনকি তাঁর পূর্বেকার লেখাতেও মার্কস স্পষ্টভাবে এই ধারণা প্রকাশ করেছেন যে "ব্যক্তিগতি সম্পত্তির ধারণাকে নির্মূল করার জন্য, কমিউনিজমের ধারণাই যথেষ্ট। প্রকৃত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটাতে দরকার প্রকৃত কমিউনিষ্ট-সংগ্রাম।" (২১) তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাস ওদিকে যাবে এবং ভবিষ্যৎ কমিউনিষ্ট আন্দোলনের আওতায় আসবে। (২২)

"নতুন ধারার" গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল এই ঘটনার মধ্যে যে এটা ঘোষণা করেছিল "যেমন দর্শন প্রলেটারীয়েটের মধ্যে তার বাস্তব হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছে, তেমনি প্রলেটারীয়েটও তাদের আত্মিক শক্তি খুঁজে পাবে দর্শনের মধ্যে।" (২৩)

মার্কস পৃথিবীর পরিবর্তন সাধনে একটি মাত্র উপায়ের ইঙ্গিত করেছিলেন যেটা লেনিন বলেছিলেন "আমাদের চারদিকে যে সমাজ

---

১৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ১৯ খণ্ড, পৃ ২৮

২০। কে, মার্কস, এণ্ড এফ, এঙ্গেলস, অন রিলিজিয়ন, মস্কো ১৯৭২, পৃ ৪৫

২১। ঐ, ইকোনমিক এণ্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানাসক্রিপ্ট অফ ১৮-৪, মস্কো, ১৯৭৪, পৃ ১০৮

২২। ঐ

২৩। কে, মার্কস এণ্ড এফ এঙ্গেলস, অন রিলিজিয়ন, পৃ ৫১

ঘিরে রয়েছে তার মধ্যেই খুঁজে বের করতে হবে সেই শক্তিকে যারা —তাদের সামাজিক অবস্থানের বলে—শক্তিকে অবশ্যই গড়ে তুলবে যেটা সমস্ত পুরনোকে সরিয়ে দিয়ে নতুনকে বসাবে।" (২৪) পুরনো পৃথিবীর সমালোচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এটাই। মানুষের আধিপত্য এবং তার পূর্ণজীবনের নিহিতার্থ হ'লো ব্যক্তিগত সম্পত্তির জগতকে উপড়ে ফেলা ঃ এটাই প্রলেটারীয়েটের উদ্দেশ্য কারণ সে নিজেকে মুক্ত করে গোটা সমাজকে মুক্ত করে।

ওটাই ছিল মুক্তির মহা সংগ্রামের জন্য প্রলেটারীয়েটদের আলোক প্রদানের ও সংগঠিত করার ঘোষণা। প্রলেটারীয়েটদের বিপ্লবী বিশ্বদৃষ্টিকোণের গুরুত্বকে, মুক্তির উদ্দেশ্যের সাথে এর নিবিড় ঐক্য এবং তার রাজনৈতিক সংগ্রামকে দেখিয়ে দেওয়া হোলো। বিপ্লবী বিশ্বদৃষ্টিকোণ দার্শনিক ভিত্তি ছাড়া থাকতে পারে না এবং যার ওপরে ভবিষ্যৎ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এমন কতগুলি নীতি সম্বন্ধীয় বাণীর সংগ্রহতে পর্যবসিত করা যায় না ; তাকে সুযুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে হবে এবং পুরনো সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনীতিক এবং মতাদর্শগত নীতির সমালোচনা—যুক্ত হ'তে হ'বে। এই ধরনের বিপ্লবী বিশ্বদৃষ্টিকোণ ছাড়া প্রলেটারীয়েটদের একটা রাজনৈতিক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করা এবং যে নাকি ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে সেই শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের আবির্ভাব এবং যে প্রলেটারীয়েটের স্বার্থকে সঠিকভাবে প্রকাশ করছে তেমন পার্টির আবির্ভাব পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

## শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন

সামাজিক ভাবনার ইতিহাসে মার্কস ও এঙ্গেলসই প্রথম যাঁরা সমাজের বিকাশে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন এবং তাদের

২৪। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ১৯ খণ্ড পৃ ২৮

পার্টির ভূমিকা সম্বন্ধে মৌল প্রতিজ্ঞাগুলিকে সূত্রায়িত করেন। শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক তেজকে সম্পূর্ণ বের করে নিয়ে আসার একমাত্র উপায় ছিল। পৃথক পৃথক অংশ নয় গোটা পৃথিবীর নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণীর কোন এমন রাজনৈতিক সংগঠনের কথা ইতিহাসে জানা নেই যেটা সংগ্রামের বিজ্ঞানভিত্তিক ভবিষ্যৎ দেখিয়ে এবং নির্দিষ্ট কর্তব্য এবং ঐ সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্য স্থাপন করেছিল এবং তার পরিচালনা করেছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের আবির্ভাবের আগে তারা নানারকমের সমাজতন্ত্রী ও আধা-সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। নিপীড়কদের ওপর নিপীড়িতদের বিজয় বার্তা ঘোষণা করে বিশ্ব-ইতিহাসে বুনিয়াদী মোড় ফেরার সময় এলো তখনই যখন শ্রমিক শ্রেণী তার বাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করলো এবং বিপ্লবী মতাদর্শ সূত্রায়িত করলো। পুঁজির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রলেটারীয়েটেরা সুসংগঠিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীতে ঐক্যবদ্ধ হ'তে শুরু করেছিল। লেনিন লিখেছিলেন, "ক্রীতদাসদের কথা দূরে থাকুক ভূমিদাসদেব মধ্যে এর সঙ্গে মোটামুটি সাদৃশ্য আছে এমন কিছু দেখা যায় নি।" (২৫)

তাহ'লে শ্রমিকশ্রেণীব রাজনৈতিক সংগঠন এবং অতীতের অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য কি, আব প্রলেটারীয়েটদের রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব কেনই বা বিশ্ব ইতিহাসে বুনিয়াদী মোড় ফেবা এবং বিপ্লবী তত্ত্বের বিকাশেব সন্ধিক্ষণ?

পূবাকাল সম্বন্ধে বিবেচনা কবে লেনিন লিখলেন, "আমরা যা জানি, দাসরা বিদ্রোহ, দাঙ্গা, গৃহযুদ্ধ শুরু করতো কিন্তু তারা কখনই একটা শ্রেণী সচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন বা সংগ্রাম পরিচালনাব জন্য পার্টি সৃষ্টি করতে পারতো না তারা সুস্পষ্ট বুঝতো না তাদেব লক্ষ্য কি, এমনকি ইতিহাসের সবচেয়ে বিপ্লবী মুহূর্তেও তারা শাসক

---

২৫। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৯ খণ্ড, পৃ ৪৮৬

শ্রেণীর হাতের ক্রীড়নক হোয়ে পড়তো।” (২৬) স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসদের অভ্যুত্থান নিছক একটা সামরিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল যেটা বিদ্রোহী বাহিনীকে দমন করার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়লো। যখনই দাসরা দীর্ঘকালের জন্য জয় করতে পেরেছিল সেখানে তারা তাদের নিজেদের “রাজার” নেতৃত্বে সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক “রাষ্ট্র” স্থাপন করেছিল অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দাসদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে। দাস মালিকদের উন্নত সামরিক বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হ'লে এইসব রাষ্ট্র অন্তর্হিত হতো। দাসদের অভ্যুত্থান থেকে কৃষক যুদ্ধগুলি বিপ্লবী সংগ্রামের উচ্চতর স্তর তবু ভূমিদাসরা একটা মজবুত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে পারে নি। ব্যাপক কৃষক জনসংখার স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের ফলে অভ্যুত্থানের এলাকায় নানা ধরনের বিদ্রোহী সংগঠন গড়ে উঠতো কিন্তু কোন দিনই রাজনৈতিক দল তৈরী হয় নি। এগুলো অভ্যুত্থানে স্থানে ও সময়ে সীমাবদ্ধ বিদ্রোহীদের সামরিক সংগঠন। প্রলেটারীয়েটদের দুর্বল থাকা কালে ব্যাপক কৃষক জনসংখ্যা বুর্জোয়াদের ইঙ্গিতেই চলতো, নিজেদের শ্রেণী স্বার্থেই তাদের পরিচালনা কোরতো।

নিপীড়িত শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাকে ব্যাখ্যা করে লেনিন বলেন, “মানবজাতি পুঁজিবাদের দিকেই এগিয়েছিল এবং কেবল পুঁজিবাদই, শহুরে সংস্কৃতির কল্যাণে নিপীড়িত প্রলেটারীয়েটদের নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হ'তে আর পৃথিবীজোড়া শ্রমিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে, যারা সচেতনভাবে জনগণের সংগ্রামকে নেতৃত্ব দান করছিল সেই সমাজতন্ত্রী পার্টিতে সংগঠিত হ'তে সমর্থ করেছিল।” (২৭)

বর্তমানকালে শ্রমিকশ্রেণী যে-সব বিরাট বিরাট বিজয় অর্জন করেছে তার সূত্রপাত হয়েছিল সেই পর্বে যখন প্রলেটারীয়েট তার শক্তি গড়ে তুলেছিল, একটি শ্রেণী হিসাবে নিজেদের চিনেছিল

---

২৬। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৯ খণ্ড পৃ ৪৮৬
২৭। ঐ, পৃ ৪৮৬

এবং একটা পার্টি—একটা রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল যেটা বিরাট সংগ্রামে একটা সচেতন নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের আবির্ভাবের সঙ্গেই, বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের পতাকার তলায় সংগ্রাম চালাতে চালাতে ঐতিহাসিক প্রগতি একটা প্রবল শক্তি হ'য়ে উঠলো এবং শোষণ ও নিপীড়নের জগতকে উল্টে দেবার উত্তোলকটাকে পাওয়া গেল। সেই থেকেই শ্রমিক শ্রেণী একটা স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে, শ্রমিকশ্রেণীর সামনে দাঁড়িয়ে তার সংগ্রামের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ককে আমূল রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হ'য়ে গড়ে উঠলো। সংগ্রামের গতিপথে শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষকরা বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তৈরী করে একটা মৈত্রী গড়ে তুললো। প্রলেটারীয়েটরা শ্রমজীবী মানুষ ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের নানা অংশকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলো।

শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনার বিরাট পরিবর্তন সূচিত হ'ল। বিপ্লবী তত্ত্ব এবং শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির আবির্ভাব মতাদর্শের বিকাশে এবং সমগ্র মানবজাতির মুক্তি সংগ্রামে যুগান্তর সৃষ্টিকারী স্তরকে চিহ্নিত করলো।

প্রলেটারীয়েটদের শ্রেণীসংগ্রাম বিচ্ছিন্নভাবে প্রজ্বলিত হওয়া থেকে ১৮৪৮-এর প্যারিসের শ্রমিক অভ্যুত্থান এবং ১৮৭১-এর প্যারিস কমিউনের মত বিরাট অভ্যুত্থানে বিকশিত হ'লো। মার্কসবাদের সূত্রপাত ও ইতিহাস একই সঙ্গে কমিউনিষ্ট লীগ থেকে প্রথম আন্তর্জাতিক এবং পরে বিভিন্ন দেশে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনেরও বিকাশ। বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের বিকাশ প্রলেটারীয়েটদের রাজনৈতিক সংগঠন ও তার পার্টির ইতিহাস থেকে অবিচ্ছেদ্য।

যখন বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের আবির্ভাব হ'চ্ছিল তখন প্রলেটারীয়েটদের সঠিক পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক

আলেয়ার আলো প্রলুব্ধ করছিল। ১৮২০-র এবং ১৮৩০-এর শ্রমিক শ্রেণীকে বিরাট "সাধারণ মানুষের" মধ্যে দ্রবীভূত করে দেওয়ার জন্য নানা ধরনের পাতিবুর্জোয়া ঝোঁকের প্রবক্তারা রকম রকম উপদেশ দিচ্ছিল আর উদারনৈতিক বুর্জোয়ারাও—যারা শ্রমিক শ্রেণীর ওপর বুর্জোয়া প্রভাবকে গভীর করা ও শ্রমিক শ্রেণীকে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের অনুগত হাতিয়ারে পরিণত করতে চেয়েছিল। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার জন্যে প্রলেটারীয়েটদের এই সব পরামর্শকে অগ্রাহ্য করতে এবং বাগাড়ম্বরকারী, চিত্র-বিচিত্র এবং জাঁকালো ধরনের মার্কসপূর্ব সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক আঘাত করতে হয়েছিল। (২৮) শ্রমিক শ্রেণীকে যেসব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল সে গুলো এই ঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের কি ভাবে কাজ করতে হবে? যে সংগ্রাম তারা শুরু করেছে তার তাৎক্ষণিক এবং অন্তিম লক্ষ্য কি? উঠ্‌তি সংগ্রামে কেমন করে শক্তিকে জয়লাভের জন্য কার্যকরীভাবে সংগঠিত করতে হবে? এইসব প্রশ্নের কোন তৈরী উত্তর ছিল না। সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকেই সেটা জুগিয়ে দিতে হবে।

তখন যে শ্রমিক সংগঠনের উদ্ভব হ'য়েছিল তার মধ্যে এই সব প্রধান ধারার আবির্ভাব হ'য়েছিল, সেটা দেখিয়ে দিল যে সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের প্রশ্নটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ঃ একদিকে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল। শ্রমিক আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তরকে চিহ্নিত করে ব্রিটেনে ১৮৪০-এ জাতীয় চার্টিষ্ট এসোসিয়েশন স্থাপিত হ'লো।

অন্যদিকে, শ্রমিকদের বিজড়িত করে নানা ধরনের গুপ্তদল ষড়যন্ত্রকারী রাজনৈতিক সংস্থার পাশাপাশি স্থাপিত হচ্ছিল ...বিশেষতঃ ফ্রান্সে। তারা ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়কার

২৮। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ১৮ খণ্ড, পৃ ৫৮২-৮৩

বাবুফপন্থী "সমকক্ষদের ষড়যন্ত্রের" ঐতিহ্যকে তারা জাগিয়ে তুললো। এই সব স্বপ্ন সবচেয়ে জোরালোভাবে প্রকাশ করেছিলেন ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত অগাস্তে ব্লাঙ্কি, যিনি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, যে দ্বিতীয় মহান বিপ্লবের কাল সমাগত এবং তাৎক্ষণিক কর্তব্য হ'লো বিপ্লবী একনায়কত্ব কায়েম করা।

বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা এবং বিপ্লবী একনায়কত্বের আর সামাজিক সাম্যের অপর প্রচারকারী ছিলেন থিওওর ডিজামী এবং ধারণাগুলোকে ছড়াচ্ছিল লিগালিট্যায়রে ও লুমানিট্যায়েরের মত সামাজিক পত্রিকা। এই সমস্ত ধারণার প্রভাবে সমবণ্টনকারী শ্রমিকদের গুপ্ত সমাজ (Egalitarian worker's secret soeiety) স্থাপিত হ'লো। ইংলণ্ডে তাঁর বাড়ী থেকে এই সমস্ত সোসাইটির কর্মকাণ্ড অনুসরণ করে এঙ্গেলস বললেন যে, এর সভ্যরা "ইতিহাস ও রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।" (২৯)

১৮৪৮ এ মার্কস এবং এঙ্গেলস বিপ্লবী সংগ্রামের মহান, ফলদায়ী নীতিগুলিকে তুলে ধরলেন—শ্রমিক-শ্রেণীর ঐক্যের নীতি—দেশের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। তারপর থেকেই প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ঐক্যের পতাকাতলে বেড়ে উঠেছে। মার্কস ও এঙ্গেলসের জীবদ্দশায় পুরনো, পাতিবুর্জোয়া ধ্যান ধারণার অবশেষগুলি তখনও শক্তিশালী ছিল এবং ঐক্যের নীতিকে বাকুনিনপন্থীরা হিংস্রভাবে আক্রমণ করছিল আর ব্লাঙ্কিপন্থীরা গোটা শ্রমিক শ্রেণীর পরিবর্তে ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর নির্ভর করছিল।

এঙ্গেলস এইসব বিপ্লবী দলের মূল্যায়ন করেছিলেন এইভাবে "ষড়যন্ত্রের পাঠশালায় লালিত পালিত হ'য়ে তার নিত্যসঙ্গী কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে একত্রে বাঁধা থেকে তারা এই মত নিয়ে শুরু করেছিল যে, একটা প্রদত্ত অনুকূল সময়ে আপেক্ষিকভাবে ক্ষুদ্র সংখ্যার

২৯। কার্ল মার্কস এণ্ড এফ, এঙ্গেলস, ওয়েকে, ডায়েটজ, ভারলাগ বার্লিন, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৮৫

দৃঢ়চিত্ত এবং সুসংগঠিত মানুষ কেবলমাত্র রাষ্ট্রের হালটিই দখল করতে পারেনা অধিকন্তু তারা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপক জনগণকে বিপ্লবের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে টেনে আনতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত বিরাট নির্মম কর্ম শক্তি প্রদর্শন করতে পারে ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য।" (৩০) কিন্তু জনগণ ছাড়া বিপ্লব করা যায় না। বিপ্লবী তত্ত্বের অনুপস্থিতি বিপ্লবীদের বাস্তব কাজকর্মের ওপর একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক বিপ্লবী সংগঠনের স্থাপনের জন্য জনগণের মধ্যে তার সাংগঠনিক কাজ এবং প্রচারের জন্য, প্রলেটারীয়েটদের রাজনৈতিক সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশলের সংজ্ঞা নির্ণয়ের জন্য কোন ধরনের কল্পনাবাদী কমিউনিষ্ট তত্ত্ব একটা মতাদর্শগত ভিত্তি দিতে পারতো না। যার ওপর ভবিষ্যৎ সমাজ বিন্যস্ত হবে তার নীতি সম্বন্ধে বেশ ভাসাভাসা ধারণা ও বিশ্বাস, অবশ্যই, সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ তৈরী করেনি এবং ভাববাদী বুর্জোয়া মোহের পাশাপাশি থেকে গিয়েছিল।

কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীরা ধরে নিয়েছিল যে তাদের সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের অন্ত্রের মধ্যে কোন রাজনৈতিক সংগ্রাম ছাড়াই বিকশিত হবে। তারা আশা করেছিল যে ধনীরা একটা নতুন সামাজিক ব্যবস্থার জন্য তাদের সম্পদ দান করবে এবং বিশ্বাস করতো যে সমাজতান্ত্রিক ধারণা বিস্তার করে শ্রেণীগুলির মধ্যে মিটমাট করা যায়। সাঁ সিমঁ এবং ফোরিয়ার উভয়েই ঐটুকু ধরে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের অনুগামীরা বাস্তবে তত্ত্বে তাঁদের ধারণাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯শ শতকের মধ্য ভাগের ফরাসী কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী লুই ব্লাঙ্ক কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রের একজন উৎসাহী প্রবক্তা বলে ইতিহাসে পরিচিত। বেশ কয়েকবছর পরে মেনশেভিকদের আক্রমণ করে লেনিন তাদের "লুই ব্লাঙ্কিপন্থার" প্রবক্তা বলে আখ্যাত

---

৩০। কে, মার্কস এণ্ড এফ, এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস ( ইন থ্রি ভলিউম) ৩য় খণ্ড, পৃ ১৮০-৮১

করেছিলেন।

তাই, যে প্রলেটারীয়েট একটা জটিল ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম পরিচালনা করতে উদ্যত একটা শ্রেণী হিসাবে নিজেদেরকে জানতে চিনতে পারলো তাদের জন্য দরকার ছিল একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্বের যেটা নাকি কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্র দূরে থাকুক কল্পনাবাদী কমিউনিজম্‌ও তা দিতে পারে নি।

ন্যায় পরায়ণদের লীগ ( League of the just ) এই প্রয়োজনের অস্তিত্বকে ভালভাবেই দেখিয়ে দেয়। প্রধানতঃ জার্মানদের নিয়ে গঠিত এই "অর্দ্ধ প্রচার সমিতি, অর্দ্ধ ষড়যন্ত্র" (৩১) ১৮৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করলো এবং ১৮৪০ এর প্রারম্ভেই লণ্ডনে প্রধান কেন্দ্র এবং ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশে শাখা (lodge) সহ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এর সামাজিক মতবাদ খুবই অনির্দিষ্ট ছিল আর এর সভ্যরা তত্ত্বের ব্যাপারে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে খুবই যত্নহীন ছিল। ওরা ভাইটলিং-এর কল্পনাবাদী কমিউনিজমের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিল, প্রাথমিক স্তরে যার একটা প্রগতিশীল প্রভাব ছিল কিন্তু ১৮৪০ এর মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশ ওদের প্রভাবের আওতায় ছিল তার বিকাশের পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ালো। এঙ্গেলস লিখলেন, "আদিম খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে কমিউনিজমের সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে ভাইটলিং যে সূচনা করলেন তাঁর হতভাগ্য পাপী নামক রচনার মধ্যে তার সম্বন্ধে চমৎকার কিছু অংশ থাকলেও পরিণামে সেটা প্রথমতঃ অনেকটা আলব্রেশটের মত মূর্খের হাতে এবং তারপর কুহ্‌লমানের মত সুবিধাবাদী জালিয়াত পয়গম্বরের খপ্পরে গিয়ে পড়ল। পূর্বতন তাত্ত্বিক মতামতের অযৌক্তিকতার বিপরীতে আর তার থেকে উদ্ভূত বাস্তব নীতিভ্রষ্টতার বিপরীতে লণ্ডনে এটা ভাল ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল যে মার্কস ও আমি

---

৩১। কে, মার্কস এণ্ড এফ, এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস, (ইন থ্রি ভলিউম) ৩য় খণ্ড পৃ ১৭৪

আমাদের নতুন নীতিতে সঠিক ছিলাম।" (৩২) ১৮৪৭ এ সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যরা মার্কস ও এঙ্গেলসের সূত্রায়িত তত্ত্বকে গ্রহণ করে ঘোষণা করলেন এবং ইউনিয়নে যোগদান করার জন্যে আর একটা ইস্তাহারের মধ্যে তাদের মতামতকে উপস্থাপিত করার তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হ'লো। ঐ বছরে এর নামকরণ করা হ'লো কমিউনিষ্ট লীগ আর পুরনো নীতি "সমস্ত মানুষই পরস্পারের ভাই" এই আওয়াজের বদলে "সমস্ত দেশের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হও" এই আওয়াজকে গ্রহণ করা হ'লো। নিজেদের মুক্তির জন্য সংগ্রামের বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী, কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস ১৮৪৮ এর ফেব্রুয়ারীতে আবির্ভূত হ'লো।

## সমাজ প্রগতির রাস্তা

মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন যে কমিউনিজম সমাজ বিকাশে একটা স্বাভাবিক স্তর। মার্কসবাদই সমাজপ্রগতি মৌলিক তত্ত্বটি উপস্থাপিত করে এবং তত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ উপস্থিত করে। সেই জন্যেই এটা প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে কমিউনিজম পর্যন্ত ইতিহাস জুড়ে শোষণের মধ্যে দিয়ে কমিউনিজমে পৌছনোর পর্যন্ত প্রগতিশীল সমাজ বিকাশের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থিত করেন। ইতিহাস ও রাজনীতিতে যে বিশৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারের রাজত্ব চলছিল এমন সুসংহত সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষণীয় বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের দ্বারা স্থানচ্যুত হ'য়েছিল যেটা দেখিয়েছিল যে কেমন করে উৎপাদন শক্তির বিকাশের ফলে জীবনের একটি সমাজব্যবস্থা থেকে অন্য একটি উচ্চতর ব্যবস্থা জন্মগ্রহণ করে—দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেমন করে পুঁজিবাদ সামন্ততন্ত্র

৩২। কে মার্ক'স এণ্ড এফ্‌. এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্ক'স (ইন থ্রি ভলিউমস) ৩য় খণ্ড, পৃ ১৮০-১৮১

থেকে জন্মায়।” (৬৩)

যেমন, যেটা দেশকে ( space ) দুটি লাইন বরাবর ভাগ করে, দেকার্তের সেই x এবং y স্থানাঙ্ক ছাড়া উচ্চতর গণিতকে ভাবা যায় না তেমনি উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন পদ্ধতির দুটি সামাজিক সম্পর্কের স্থানাঙ্ক ছাড়াও সামাজিক বিকাশকে অনুসন্ধান করা যায় না। এই দুটো স্থানাঙ্কই জ্ঞানার্থীকে সামাজিক তরঙ্গের বিশৃ-ঙ্খলার মধ্যে তাল সামলাতে, এবং বিভিন্ন যুগে যত আংশিকই হোকনা কেন একটি প্রদত্ত সমাজে, ছোট আকারে হলেও, কি পরি-বর্তন ঘটেছে তাকে বুঝতে এবং মতাদর্শ ও সামাজিক মনোভাবকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

একবার মানুষ যদি ঐতিহাসিক বিকাশের সাদৃশ্য বুঝে উঠ্‌তে পারে এবং তাদের আয়ত্তাধীন মাপকাঠির দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল থেকে প্রগতিকে পৃথক করে ফেলতে পারে তাহ'লে তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে ভুল করা থেকে নিষ্কৃতি পায় এবং রাজনীতিতে জালিয়াতি ও আত্মপ্রতারণার ধোঁকা খেতে অস্বীকার করে। মানব সমাজের মহান ভবিষ্যতের জন্য কাজ করতে এটা তাদের শারীরিক ও আত্মিক শক্তিকে নিবেদন করতে সমর্থ করে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ মানুষ, শ্রেণী ও পার্টিগুলিব কাজের ঋজু ও সঠিক মূল্যায়নে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের সামাজিক সারমর্মকে ও ঝোঁককে বের করে নিয়ে আসতে সমর্থ করে। কমিউনিজম সামাজিক বিকাশের স্বাভাবিক পরিণাম; এর তুলনায় মানবজাতির পূর্বতন পন্থাগুলি প্রাগ্‌ইতিহাস থেকে ইতিহাসে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। একবার শোষণের শৃঙ্খলমুক্ত হ'তে পারলে সমাজ দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় এবং এগিয়ে যাওয়ার নজীরবিহীন সম্ভাবনা পেয়ে যায়। বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম মানবজাতির ভবিষ্যৎ অর্থ-নৈতিক সামাজিক ও আত্মিক প্রগতির ওপর তীব্র আলোক সম্পাত করে। সমাজ বিকাশের তত্ত্ব সমাজের রূপান্তর ঘটনোর তত্ত্ব, জন

৬৩। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ১৯ খণ্ড পৃ ২৫

গণের দ্বারা বৈপ্লবিক সংগ্রামের তত্ত্ব হ'য়ে উঠেছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে উৎপাদন শক্তির বিকাশ ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তনই সামাজিক প্রগতির ভিত্তি, যেটা বৈরিতাপূর্ণ সমাজে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে ঘটে থাকে। যেটা নিম্নতর সামাজিক রূপ থেকে উচ্চতর সামাজিক রূপে আরোহন করে সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার স্তরগুলিকেও চেনাব জন্য বিজ্ঞানসম্মত একটা মাপকাঠি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। "সভ্যতা" ও "সংস্কৃতির" বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে, ভাববাদী ইতিহাসের দর্শন সৃষ্ট কৃত্রিম ছকের পরিবর্তে এটা মানবজাতির অগ্রগতির একটা বিজ্ঞানসম্মত চিত্র তুলে ধরেছিল, সমাজ ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত পর্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল আর সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে প্রগতিশীল বিকাশের স্তর হিসাবে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পারম্পর্য দেখিয়ে দিয়েছিল। সমাজের বিজ্ঞানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ (category) —সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যয়টিকে সূত্রায়িত করে— মার্কসবাদ গোটা সমাজের একটা বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দান সামাজিক জীবনকে নানা সামাজিক ঘটনার, প্রক্রিয়ার ঐক্য ও মিথষ্ক্রিয়া হিসাবে সমাজ জীবনের একটা বিজ্ঞানসম্মত মত নির্ণয় করেছিল আর ঐক্য ও মিথষ্ক্রিয়ার ভিত্তিকে উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছিল।

মার্কসবাদ আধুনিক পর্বের মোকাবিলা করে, এবং দীর্ঘমেয়াদী কোন চলতি সামাজিক ঘটনাকে তার বিকাশ এবং সামাজিক রূপের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে বিবেচনা করা সম্ভব করে তোলে। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের চমৎকার রচনা চলতি ঘটনা ও প্রক্রিয়াগুলির ওপর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তীব্র আলোক রশ্মি নিক্ষেপ করে, কিন্তু তাদের পদ্ধতি হিসাবে গুরুত্বও বিরাট কারণ এগুলো সমাজ বিকাশের মূলগত ঐক্যকে প্রকাশ করে দেয়। সমাজ সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ বর্তমানের গবেষণা, অতীতের একটা বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত মতকে যুক্ত করে।

প্রত্যেকটি সামাজিক ঘটনাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কেবল তখনি বোঝা যায় যখন সেটাকে অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে এবং বিকাশমান গোটা সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে বিবেচনা করা হয়। সমাজ অনুশীলনকারী মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ গ্রহণকারী ছাত্ররা কখনই গোটা সমাজকে—উৎপাদন পদ্ধতিকে, যার সঙ্গে ঘটনাটি সম্পর্কিত সেই সামাজিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে, তা সে যত নির্দিষ্ট ঘটনাকেই অনুসন্ধান করুক না কেন তাকে কখনই দৃষ্টির বাইরে যেতে দেয় না। তাই সে কখনই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সূত্রটিকে এবং সমাজ বিকাশের ভবিষ্যতকে দৃষ্টির বাইরে যেতে দেয় না।

যেটা মানবজাতির সামগ্রিক সামাজিক বিকাশের একটা স্তর সেই প্রদত্ত গোটা সমাজটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে আধুনিক জীবনের নির্দি ষ্ট ঘটনাকে মার্কসবাদ অনুশীলন করে। সেই সঙ্গে সে প্রদত্ত গোটা সমাজটিকে তার গতির মধ্যে অনুশীলন করে প্রদত্ত সামাজিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিকাশের নানা দিক, অবয়বের অংশ এবং উপাদান হিসাবে।

লেনিন লক্ষ্য করেছিলেন যে ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্রের পতনের পরে ঝটিকাসদৃশ বিপ্লব সামাজিক বিকাশের ভিত্তি, তার চালকশক্তি, শ্রেণীসমূহের সংগ্রাম একটা রেখাচিত্রের ন্যায় দেখিয়ে দিয়েছিল এবং আরও বলেন, "বিশ্ব ইতিহাস যে শিক্ষাদেয় তা থেকে সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত করার এবং সেই শিক্ষাকে সুসঙ্গতভাবে ব্যবহার করার মধ্যেই রয়েছে মার্কসের প্রতিভা। যে সিদ্ধান্ত তিনি করেছিলেন সেটা হলো শ্রেণী সংগ্রামের মতবাদ" (৩৪) প্রলেটারীয়েটের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বকে সুসঙ্গতভাবে ব্যবহার করে যেটা শোষকদের আধিপত্যের অবসান ঘটায় এবং শ্রমিক শাসনের যুগকে আবাহন করে সেই প্রলেটারীয় একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা মার্কস দেখিয়েছিলেন। মার্কসবাদ দেখিয়েছে যে মানবজাতির ভবিষ্যৎ শোষণকারী সমাজের বৈপ্লবিক উৎসাদন এবং প্রলেটারীয় একনায়ক-

৩৪। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ১৯ খণ্ড, পৃ ২৭ ( রুশ )

মের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মানবজাতির ভবিষ্যৎ জড়িত। এর পরিণামে বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, মানবজাতির প্রগতিশীল অগ্রগতির মতবাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণার ব্যাখ্যা হ'য়েছে। অনেক শতাব্দীর শ্রেণী সংগ্রামের গতিপথে সামাজিক চিন্তার চরম সাফল্য এই মতবাদ।

বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারণাটি বুর্জোয়া মতাদর্শীদের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হ'চ্ছে কারণ এটা বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজ-মের ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই কারণেই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা মার্কসবাদকে আক্রমণ করে। যার আওয়াজ ছিল "অন্দোলনই সব—লক্ষ্যটা কিছুই নয়" সেই শোষণবাদের প্রতিষ্ঠাতা বার্ণষ্টিন মার্কস-বাদকে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্যের মতবাদ থেকে "মুক্ত" করার ফিকিরে ছিল। প্রলেটারীয় সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছে এবং সমাজ বিকাশের বিশ্লেষণ থেকে সিদ্ধান্ত টানা হ'য়েছে এই ব্যাপারটা থেকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ক্ষেপে যায়।

মানবজাতিকে চিরকাল পুঁজিবাদের আওতায় থাকতে হবে, চিরকালের জন্য উৎপাদন উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় থাকবে আর বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নানা রকমফেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এটা ধরে নিলে একটা সমাজবিকাশের তত্ত্ব আর বিকাশের তত্ত্ব থাকে না এবং সামাজিক নিশ্চলতার তত্ত্ব হ'য়ে পড়ে। আমাদের কালে যে সমাজবিকাশের তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের নীতিকে অগ্রাহ্য করে সেটা আর বিজ্ঞানসম্মত থাকে না।

মানুষের ওপর মানুষের শোষণকে বিপ্লবী সংগ্রামের এবং সামাজিক চিন্তার প্রধান প্রশ্ন বলে বিবেচিত হ'য়েছিল এবং উত্তরের দাবী জানিয়েছিল। সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব-এমন একটি ঐক্য এনেছিল যা মেনে সমাজ পুঁজিবাদ থেকে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় পৌঁছয় যেটা পুঁজিবাদের দ্বারা সৃষ্ট হ'তে পারে কিন্তু শোষক সমাজের ভিত্তিটারই অবসানের তাৎপর্য প্রাপ্ত হয়।

কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হওয়ার অর্থ এই যে যে মিলের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল এবং সামাজিক বিকাশের সমস্ত গতিপথের অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একটা বৈজ্ঞানিক উত্তর জুগিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল।

মার্কসবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা সম্বন্ধীয় মতের বুনিয়াদী পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছিল এবং জনগণের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের বিরাট বৃদ্ধিকে সূচিত করেছিল। পুঁজিবাদ সম্বন্ধে এর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ইতিহাস শ্রমিক শ্রেণীকে কি ভূমিকা দিয়েছে তাকে মার্কসবাদ দেখিয়ে দিয়েছে—যেটা সে পূর্ণ করতে শুরু করেছে। শ্রমিক শ্রেণী, খেটে খাওয়া কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য অংশের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মৈত্রীর ধারণার সপক্ষে সর্বব্যাপী বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ মার্কসবাদ দিয়েছে। এই ধারণাগুলি সামাজিক প্রগতির ধারণায় বুনিয়াদী পরিবর্তন এনেছে। জনগণের সামাজিক কর্মপ্রেরণাকে বিজ্ঞানসম্মত বিপ্লবী তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এটা সামাজিক প্রগতির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা মার্কসের জীবদ্দশায় প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতাই দেখিয়ে দিয়েছিল।

প্যারিস কমিউন শ্রমিকশ্রেণীর প্রচণ্ড ক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে বিশ্বের সামনে ঘোষণা করেছিল। প্যারিস কমিউনের মহত্ব এইখানে যে তার ইতিহাসে ভুল তত্ত্ব সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণীর "বৈপ্লবিক অনুভূতি! নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে" (৩৫) শেষের দিকে কল্পনাবাদী সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বগুলি প্যারিসে প্রলেটারীয়েটদের বিভ্রান্ত করছিল কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ জ্ঞান প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং তার বিপ্লবী উদ্যোগ এবং সৃজনশীল দৃষ্টিকোণ দেখিয়ে দিয়েছিল। লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, "কমিউন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গজিয়েছিল। কেউই সংগঠিতভাবে

---

৩৫। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ ২০৭

একে প্রস্তুত করেনি।" (৩৬) ১৯শ শতাব্দীর মহান প্রলেটারীয় অভ্যুত্থানের এটাই বৈশিষ্ট্য। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা, যেটা ফ্রান্সে তখন গড়ে উঠেছিল তার বিবেচনা করে লেনিন বলেছিলেন যে "ফরাসী পুঁজিবাদ তখনও অপুষ্ট আর সে সময়ে ফ্রান্স ছিল প্রধানতঃ পাতি বুর্জোয়া (কারিগর, চাষী, দোকানদার ইত্যাদি) দেশ। অন্যদিকে শ্রমিকদের কোন পার্টি ছিল না; শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রামের পাঠশালায় দীর্ঘ তালিম গ্রহণ করেনি এবং অপ্রস্তুত ছিল।" পরিণামে "সেখানে না ছিল প্রলে-টারীয়েটদের কোন সত্যিকারের রাজনৈতিক সংগঠন, না ছিল শক্তি-শালী ট্রেডইউনিয়ন।" (৩৭) বিপ্লবী তত্ত্ব আয়ত্ত করা জনগণের তখনও বাকি ছিল। এটা থেকেই কমিউনের মারাত্মক ভুলের ব্যাখ্যা মেলে এবং যখন তাঁরা সমাজবিকাশের বিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ত্বকে এবং তার মূল উপাদানাংশকে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুত্রায়ণ করেছিলেন তখন এগুলোকে বিস্তারিতভাবে তাঁরা বিশ্লেষণ করেছিলেন।

কমিউনের অভিজ্ঞতার গবেষণা করতে গিয়ে মার্কস ও লেনিন জনগণের ঐতিহাসিক উদ্যোগকে সবার ওপর মূল্য দিয়েছিলেন। কমিউনের অভিজ্ঞতা ভালভাবেই দেখিয়ে দিল যে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে শ্রমজীবী জনগণের জোরালো সৃজনশীল দৃষ্টিকোণ থাকাটা খুবই জরুরী। লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেনঃ "মার্কস সবার ওপর জনগণেব উদ্যোগকেই মূল্য দিয়েছেন।" (৩৮) কিন্তু জন-গণের এই প্রচণ্ড বিপ্লবী তেজকে কার্যকরীভাবে প্রকাশ করা যায় কেবলমাত্র তখনই যখন প্রলেটারীয়েটদের একটা রাজনৈতিক সং-গঠন—তার পার্টি তার অগ্রদূত শ্রমিকশ্রেণীকে ও শ্রমজীবী মানুষের বৃহত্তম অংশকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতাসহ সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামের

---

৩৬। ঐ, ১৭ খণ্ড, পৃ ১৩৯
৩৭। ঐ, ১২ খণ্ড, পৃ ১০৯
৩৮। ঐ

অভিজ্ঞতা থেকে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছিলেন সেটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনাকারী সমাজের রাজ-নৈতিক সংগঠন সম্পর্কে খাটে—যে রাজনৈতিক সংগঠন জনগণের বিপ্লবী তেজকে সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্য মুখীনতা দান করবে। তাদের গভীর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটা ছিল এই যে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রলেটারীয়েট দ্বারা ধ্বংস করা এবং নতুন রাষ্ট্রকে দিয়ে দেশকে পরিচালনা করার মধ্যেই রয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য। তাঁর এপ্রিল থিসিসে লেনিন প্যারিস কমিউনের ধাঁচে একটি রাষ্ট্র স্থাপনের কথা বলেছিলেন। মার্কসের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহান অক্টোবর বিপ্লবের প্রারম্ভেই তিনি বিস্তারিতভাবে এই ধারণার সপক্ষে প্রমাণ দেন। রাশিয়াতে সোভিয়েট স্থাপনে লেনিন ঐ অভিজ্ঞতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করেন কারণ তিনি জনগণের নিজেদের আবিষ্কৃত এই রাষ্ট্ররূপের মধ্যে নতুন সমাজ গঠনের বিরাট ভবিষ্যতকে দেখেছিলেন। জনগণের বিপ্লবী উদ্যোগের আর যেটা ঐতিহাসিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হ'য়েছিল সেই সামাজিক বিকাশে বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের প্রয়োগের ওপর তাঁর গবেষণাকে ভিত্তি করে তিনি সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত গোটা বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ধ্যান-ধারণার সম্পদ ভাণ্ডারের অংশ হ'য়ে আছে। এই সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তারপর থেকে সংগ্রামের বিরাট অভিজ্ঞতা ও জয় থেকে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার পরেও লেনিন কমিউনের অভি-জ্ঞতা সম্পর্কে মার্কসের মূল্যায়নের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সারা রুশ সোভিয়েট কংগ্রেসে তাঁর রিপোর্টের মধ্যে লেনিন কমিউনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সোভিয়েটের ক্ষমতার তুলনা করেছিলেন। এবং সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ১৮৭১ থেকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন বিরাট পদক্ষেপে এগিয়েছিল এবং সোভিয়েট ক্ষমতা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে ছিল যেটা কমিউনের চেয়ে বেশী অনুকূল ছিল। রাশিয়ার শ্রমিক কৃষক ও সৈন্যরা একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র

যন্ত্র—সোভিয়েট ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করতে সাফল্য লাভ করেছিল যেটা সারা দেশেই স্থাপিত হ'য়েছিল এবং জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন পেয়েছিল।

ঠিক যখন মানবজাতির ইতিহাস একযুগ থেকে আরেক যুগে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই কমিউন তার পতাকা উর্ধ্বে তুলে ছিল কিন্তু এটা আরেকটি বৃহত্তব তৃতীয় যুগের প্রতীক হ'য়ে দাঁড়ালো। যখন বুর্জোয়া সমাজ সামন্তবাদের হাত থেকে মুক্তিলাভ করছিল সেই ১৭৮৯-১৮৭১এর যুগটি তখন অতীতের বস্তু হ'য়ে পড়ছিল। সেই যুগে জনগণের বিপ্লবী তেজ বুর্জোয়া বিপ্লবকে ক্ষমতা ও সুযোগ দিয়েছিল এবং সামন্ত শাসন নিশ্চিহ্ন করতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সেই সময় শ্রমজীবী মানুষ তাদেরকে বিজ্ঞানসম্মত বিপ্লবী তত্ত্বের আলোকিত পথে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাবার মত একটা সত্যিকারের রাজনৈতিক সংগঠন—একটা পার্টি স্থাপন করতে পারে নি। বুর্জোয়ারা ব্যাপক বিপ্লবী তেজের যে কোন প্রকাশকে সব রকমে সীমিত করতে এবং জনগণকে দমিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিল। সেই উদ্দেশ্যে বুর্জোয়ারা সামন্ত প্রভুদের এবং ভূমিদাস মালিকদের সঙ্গে একটা মৈত্রী গড়ে তুলেছিল। ১৮৭১ এর পর এলো পুঁজিবাদের আধোগতি এবং পচন, সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য এবং নতুন শ্রেণী প্রলেটারীয়েট, যাদের বিপ্লবী তেজ বাড়ছিল তাদের শক্তি সংগ্রহ। যেটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের অবস্থানকে এবং বিপ্লবী সংগ্রামের পথটিকে দেখিয়ে দিচ্ছিল প্রলেটারীয়েটরা সেই বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের দ্বারা সজ্জিত হচ্ছিল। রাষ্ট্র ক্ষমতাকে অবশ্যই শ্রমিক শ্রেণীর হাতে হস্তান্তরিত করতে পারা যায় এবং করতে হবেই, প্রলেটারীয়েটের একনায়কত্ব সমাজ বিকাশেরই দাবী এবং পুঁজিবাদকে ইতিহাসের দৃশ্যপট থেকে সরে যেতে হবে এবং নতুন ব্যবস্থার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে হবে এটাই সর্বপ্রথম প্যারিস কমিউন দেখিয়ে দিয়েছিল। আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত পরিস্থিতি পেলে এবং পরিচালনার জন্য একটি বিপ্লবী তত্ত্ব থাকলে

প্রলেটারীয়েটদের বিপ্লবী তেজ একটা বিরাট সৃজনশীল শক্তি। বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে জনগণের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের জন্য সমাজ বিকাশের ঐক্য, তার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত এবং প্রগতির পক্ষে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার।

## বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম্ এবং কল্পনাবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম

মার্কস সামাজিক চিন্তার প্রধান ঝোঁকগুলি নিয়ে গভীর গবেষণা করেছিলেন এবং ১৮৪৩এ ফরাসী সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টদের কল্পনাবাদের সমালোচনা করেছিলেন। আর্ণল্ড রুজের কাছে একটি পত্রে তিনি জোর দিয়ে বলেন "যদিও "কোথা থেকে" এই প্রশ্নে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু "কোন দিকে" এই প্রশ্নে মস্ত বিভ্রান্তি রয়েছে। সংস্কারকদের মধ্যে কেবল একটা সাধারণ নৈরাজ্যের অবস্থাই নেই কিন্তু প্রত্যেককেই মানতে হবে যে ভবিষ্যতটা কেমন হবে তার কোন সঠিক ধারণাই তার নেই।" (৩৯) কল্পনা বাদীরা পথের পার্থক্যের সূচনাটা জানতেন, অর্থাৎ এগিয়ে যাওয়া শুরু হবে পুঁজিবাদ থেকে ভবিষ্যতের দিকে কিন্তু ভবিষ্যতে কি করে এগোতে হবে তা তারা জানতো না। তার বদলে তারা ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আন্দাজে ছক তৈরী করলো।

এই সমস্ত কল্পনাবাদী প্রচেষ্টার বিপরীতে মার্কস সমাজবিদ্যায় একটা "নতুন প্রবণতা" আনলেন যার সম্বন্ধে তিনি এই রকম বলেছেন: "অন্যদিকে, নতুন প্রবণতার ঠিক সুবিধাটা এই যে আমরা গোঁড়াদের মত পৃথিবীর ভবিষ্যতের অনুমান করিনা বরং পুরনোর সমালোচনার মধ্যে দিয়ে নতুন দুনিয়াকে খুঁজতে চাই।" (৪০)

---

৩৯। কে, মার্কস এণ্ড এফ এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৪১
৪০। ঐ

পুরনোর সমালোচনা করে নতুনের আবিষ্কারের অর্থ পুরনো সমাজের মধ্যে সেই প্রকৃত শক্তিকে আবিষ্কার করা যেটা এটা পুনর্নির্মাণ করতে পারবে এবং কেমন করে পুরনো সমাজ থেকে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রকৃতই উঠতে পারে সেটার ধারণা করবে। নতুন দুনিয়া এবং প্রকৃত পুঁজিবাদের আন্দাজী চিত্রের অপ্রমাণিত তুলনা, মার্কসের মতে ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা গোঁড়ামীপূর্ণ অনুমান। এটা বিপ্লবী তেজ বর্জিত জীবনহীন কল্পনাবাদেরই সমান। যে কোন গোঁড়ামী আর তার অনুসঙ্গী কল্পনাবাদ জীবনের দ্বান্দ্বিকতা, বাস্তব সংগ্রাম ও বিপ্লবী তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কসবাদ গোঁড়ামী, কল্পনাবাদ এবং কেতাবী ধরনে বিচার করার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীরা এমন একটা সামাজিক ব্যবস্থার প্রস্তাব উঠিয়েছিল যেখানে প্রত্যেকে সামর্থানুযায়ী কাজ করবে এবং কাজ অনুসারে বেতন পাবে কিন্তু ওরা বিপ্লবকে বাদ দিয়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অধীনেই এটা করার ইচ্ছা করতো। যেটা নতুন সামাজিক সমতা আনবে এবং এমন একটা সমাজ স্থাপন করবে যেখানে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে পাবার ব্যবস্থা হবে তার জন্য কল্পনাবাদী কমিউনিষ্টরা বিপ্লবের এবং বিপ্লবী একনায়কত্বের দাবী করত। কিন্তু বিপ্লব সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ আজগুবি ঃ এটা হবে আলৌকিক ব্যাপার যেটা নাকি সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ সমতা, সামাজিক ন্যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন ব্যবস্থা স্থাপন করবে।

কেন নতুন ব্যবস্থা পুরনো ব্যবস্থাকে অপসারিত করবে এ প্রশ্নের জবাবে কল্পনাবাদী কমিউনিষ্টদের একটাই জবাব ছিল ঃ এর অবিতর্কিত গুণের জন্য। নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিহাসের নিয়মানুয়ায়ী যে প্রকৃত শক্তি কাজ করবে তার সম্পর্কে কোন ধারণাই তাদের ছিল না।

নানা ধরনের রাজনৈতিক মতধারার বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামে মার্কস ও এঙ্গেলস বিপ্লবের পক্ষ নিতেন এবং শুরু থেকেই বৈপ্লবিক

আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। অনেক আগে সেই ১৮৪৩ সালেই মার্কস জোর দিয়ে বলেছিলেন যে তখন কর্তব্যটা ছিল "যা কিছু বিদ্যমান তার বিরুদ্ধে নির্মম সমালোচনা চালিয়ে যাওয়া, নির্মম অর্থে যে পরিণাম উদ্ভূত হবে তাতে ভীত না হওয়া। আর ক্ষমতাসীন যেই থাকুক তার সঙ্গে বিরোধে সামান্যতম ভীতি না থাকা।" (৪১) তাই মার্কস জোর দিয়েছিলেন যে এই সমালোচনার একটা রাজনৈতিক সারমর্ম থাকতে হবে আর বলেছিলেন যে "সমালোচককে এই সব রাজনৈতিব প্রশ্নের মোকাবিলা করার সামর্থ থাকলে চলবেনা, তাকে করতেই হবে ( যেটা চরমপন্থী সমাজ-তন্ত্রীদের মতে মনোযোগ দেওয়ার যোগ্য নয়" (৪২) সেই জন্যেই যারা রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে সরে থাকার কথা প্রচার করতেন সেই কল্পনাবাদীদের অবস্থানের বিরুদ্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস কঠোর বিরোধিতা করেছেন।

তার পরেও, মার্ক'স ও এঙ্গেলস তেমনি দৃঢ়ভাবেই কমিউনিজমের পক্ষ নিয়েছিলেন কারণ তাদের কোন সন্দেহই ছিল না যে কমিউ-নিজমই বিপ্লবী সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্য। কিন্তু তাঁরা কল্পনাবাদী কমিউনিজমের গভীর সমালোচনা আরম্ভ করেন।

অনেকদিন আগেই ১৮৪৩ এ, মার্ক'স ঘোষণা করেছিলেন যে যেহেতু ক্যাবেট, ডিজানী ও ভাইটলিং এর কল্পনাবাদী কমিউনিজম ভবিষ্যৎ সমাজের কতগুলির দিকের ওপরই নজর দিয়েছিল যেহেতু ওটা গোঁড়ামী প্রসূত বিমূর্ত ধারণারই নামান্তর। এই একপেশে বিমূর্তন অনিবার্যভাবেই আরেকটি বিমূর্ততার জন্ম দিল—সেটা কল্পনা-বাদী সমাজতন্ত্র অর্থাৎ "সমাজতান্ত্রিক নীতির একপেশে বোধ।" (৪৩) ঠিক যেমন মার্ক'স কমিউনিষ্ট নীতির একপেশে প্রয়োগের বিরুদ্ধে ছিলেন তেমনি তিনি সমাজতান্ত্রিক নীতির একপেশে প্রয়োগে

---

৪১। কে, মার্কস এণ্ড এফ্, এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস,৩য় খণ্ড, পৃ ২৪১

৪২। ঐ, পৃ ১৪৩

৪৩। ঐ, পৃ ১৪২

সন্তুষ্ট ছিলেন না।

এই ধারণাগুলোই কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্র ও কল্পনাবাদী কমিউ-নিজম উভয়েরই একপেশেমী দমন করাব পরামর্শ ইতিপূর্বেই দিয়েছিল। বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমই এটা করার সামর্থ্য রাখতো। কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীরা সম্ভাব্য সামাজিক ব্যবস্থার ধারণা দিয়েছিল, যেখানে নাকি প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং কাজ অনুসারে পাবে। তারা ঘোষণা করলো যে সাধারণ কল্যাণের জন্য মানুষ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য করবে কিন্তু তারা বিশ্বাস করত যে এসবই বুর্জোয়া সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর ছাড়াই লাভ করা যাবে।

ব্লাঙ্কির অনুগামীদের মতই কল্পনাবাদী কমিউনিষ্টরা বিপ্লবের এবং বিপ্লবী একনায়কত্বের আহ্বান জানিয়েছিল যা কিনা এমন সমাজ স্থাপন করবে যেখানে প্রত্যেকে সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রয়োজন অনুসারে পাবে—এই নীতি তৎক্ষণাৎ চালু করবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠলো ঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেই কি সমাজ তার সমস্ত সদস্যদের সকলের প্রয়োজনকে মেটাতে পারবে? কল্পনাবাদীরা এর জবাবে ঘোষণা করলো কমিউনিজম দারিদ্র্যের পবিত্র রাজ্য থেকেই শুরু হ'তে পারে। তারা কাজের জন্য বাস্তব উৎসাহ প্রদানের প্রশ্নটিকে অগ্রাহ্য করল এবং উৎপাদনের ও অর্থনীতির বিকাশের কথা মোটেই বিবেচনা করলো না। ১৮৪৪ সালেই মার্কস বলতে শুরু করেছিলেন যে "সমতা আনার "উৎসাহ" এবং সকলের জন্য সর্বনিম্ন মজুরির ব্যবস্থাটা" অপরিপক্ক কমিউমিজমের" মধ্যেই ছিল। (৪৪)

৪৪। ভি, এস. আলেক্সিয়েভ তাঁর রচনা "দি সোস্যাল সার্কল" এণ্ড ইটস পলিটিক্যাল এণ্ড সোস্যাল ডিমাণ্ডস" ইন দি কলেকসন-ফ্রম দি হিষ্ট্রি অফ সোসিও পলিটিক্যাল আইডিয়াজ পৃ. ৬২৭-২৮তে মার্কসের এই ধারণার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। টি, আই, ওয়েজারম্যানের সারকামষ্ট্যানশিয়াল ষ্টাডিজ, দি ফর্মেশন অফ দি ফিলোসফি অফ মার্কসইজম, মস্কো ১৯৬২, পৃ. ২৬৯-৭৯ (রুশ)

বাস্তবিকই, এই "অপরিপক্ক কমিউনিজমের" সমালোচনা মার্কস ১৮৪৩-১৮৪৪ সালেই প্রথম করেছিলেন, তার অর্থ ছিল সামাজিক প্রয়োজনের পরিমাণকে ছেঁটে কেটে নিম্নতম করা এবং সেই নিম্নতম মজুরির ভিত্তিতে সমাজে সমতা আনয়ন করা। মার্কস এটাকে সেই "দরিদ্র ও অসংস্কৃত মানুষের অস্বাভাবিক সারল্যের জীবনে পশ্চাদপসরণ" হিসাবে দেখেছিলেন যাদের দরকার অতি সামান্য আর যারা শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপারে যেতেই ব্যর্থ হয় নি অধিকন্তু সেখানে পৌঁছতেও পারে নি।" (৪৫)

এই সমালোচনার মধ্যে ভ্রূণাকারে এই ধারণাটি রয়েছে যে বাস্তব সম্পদের প্রাচুর্যের ভিত্তিতেই কমিউনিজম সম্ভব। ১৮৪৪ এর আর্থনীতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপির মধ্যেও আমরা এই ধারণার ভ্রূণটিকে দেখতে পাই যে নতুন সমাজকে বিকশিত হ'তে হবে এবং সম্পূর্ণতায় না পৌঁছনো পর্যন্ত বিকাশের গতিপথে অনেকগুলো স্তরের মধ্যে দিয়ে যাবে।

যাদের বিরুদ্ধে মার্কস লড়েছিলেন, কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রের সেইসব ক্ষুদে নেতারা নতুন সমাজে উত্তরণকে আগেরটির অনুগামী একটা অদ্বিতীয় দ্বান্দ্বিক বিকাশের প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেন নি, বরং সমাজ ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথক কোষে পরিণত হওয়া হিসাবে দেখেছেন। যখনই তাঁরা সামাজিক সম্পর্কের ভাঙনের কথা বলেছেন তার অর্থ পুঁজিবাদী যুগের বৈশিষ্ট্যযুক্ত অনেক সামাজিক সম্পর্কের ধ্বংসসাধন, কেন্দ্রীকরণের স্থানে বিকেন্দ্রীকরণ, আর মানুষ, জনগণ এবং দেশের মধ্যে পুঁজিবাদী সম্পর্কের একটা জটিল ব্যবস্থার স্থান গ্রহণ করবে স্বয়ংসম্পূর্ণ কমিউন এসোসিয়েশন।

বাকুনিন এবং প্রুধোঁ মনে করতেন যে শোষণের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ কর্মকাণ্ডও উচ্ছেদ হবে, কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, শ্রমিকমুক্তির নিহিতার্থ হ'লো ব্যক্তির বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কার্যকলাপ।

---

৪৫। কে, মার্কস—ইকোনমিক এণ্ড ফিলোসফিক ম্যানাসক্রিপ্ট অফ ১৮৪৪, পৃঃ৮৯

কিছু কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী যখন বলতেন যে নতুন সমাজের উদ্ভব শুরু হবে তার সাথে থাকবে কম বেশী বিচ্ছিন্ন সমিতি তখন তারা ভুল বলতেন। অন্যান্য কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীদের বিপরীতে প্রুধোঁ তাঁর "সমিতিগুলিকে" মালপত্র ও সেবার সমান বিনিময়ের ভিত্তিতে করেছিলেন—সামাজিক সম্পত্তির ভিত্তিতে নয়। তার প্রস্তাব অনুযায়ী ভবিষ্যৎ সমাজ পৃথক পৃথক সমবায়ে ভেঙে আলাদা হবে যার মধ্যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রলেটারীয়েটের একনায়কত্বের জন্য স্থান ছেড়ে দেবে না বরং নৈরাজ্যকে দেবে।

১৮৪৭-এ মার্কস প্রুধোঁর "দারিদ্রের দর্শনের" মুখোস খুলে দেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছন: "উনি বুর্জোয়া ও প্রলেটারীয়েট-দের মাথার ওপরে বিজ্ঞানের মানুষ হিসাবে উঠতে চান, উনি নেহাতই পাতিবুর্জোয়া—পুঁজি আর শ্রমের মধ্যে, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যে দোল খাচ্ছেন।" ১৮৫০-এর দশকেও মার্কস প্রুধোঁবাদের সমালোচনা চালিয়ে যান এবং যে তত্ত্ব মনে করে যে কারিগর এবং কৃষকরা ঋণ ও জমি পাবে আর নাকি সমাজের বুনিয়াদী পরিবর্তনের জন্য তারা তাদের শ্রমোৎপাদিত জিনিসগুলির সরাসরি বিনিময়ে ব্যাপৃত থাকবে এই তত্ত্বের অযৌক্তিকতাও দেখিয়ে দেন। এই কল্পনাবাদী আকাঙ্ক্ষা-গুলো প্রলেটারীয়েটদের নয়—পাতিবুর্জোয়াদের যেটা ঋণ ও প্রতিযোগিতার মধ্যে বৃহৎ পুঁজি ঘিরে ফেলেছে। এসবের অর্থ, মার্কস বলেন, এমন একটা কিছু করার চেষ্টা করা যাতে পুঁজির বৃদ্ধি এবং সমাজের প্রগতিশীল বিকাশ দুটোই বন্ধ হ'য়ে যায়।

তাঁর সমাজতাত্ত্বিক রচনাগুলিতে প্রুধোঁ প্রায় কোঁতের প্রত্যক্ষ-বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন এবং মনে করতেন যে পদার্থ এবং কারণের বিজ্ঞান হিসাবে তত্ত্ববিদ্যা অসম্ভব আর যাকিছু মানব পর্যবেক্ষণের আওতায় আসতে পারে সেটা বিভিন্ন জিনিসের মধ্যেকার সম্পর্ক মাত্র। প্রুধোঁ

সমাজ প্রগতির নিয়ন্ত্রণকারী "তিন স্তরের নিয়ম" ধার করেছিলেন কোঁতের কাছ থেকে বা সরাসরি সাঁ সিমঁর কাছ থেকে; তিনি এর নাম দিয়েছিলেন ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান। এটাই তাঁর ভাববাদী প্রগতিতত্ত্বের সারমর্ম।

এম্, এ, বাকুনিনও কতকটা তাঁর তাত্ত্বিক কসরৎ শুরু করেছিলেন প্রুধোঁ থেকেই। এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে "বাকুনিনের নিজের একটা অদ্ভুত তত্ত্ব আছে—প্রুধোঁবাদ ও কমিউনিজমের ঘণ্ট। আগেরটার প্রধান বিষয়টা হলো এই যে উনি পুঁজিকে বা সামাজিক বিকাশের মধ্যে যে পুঁজিবাদী ও মজুরের মধ্যে বৈরিতার উদ্ভব হ'য়েছে তাকে ধর্তব্যের মধ্যে ধরেন না বরং রাষ্ট্রকেই প্রধান অনিষ্টকারী ধরে নিয়ে তার বিলুপ্তি চান।" (৪৬) পরবর্তীকালের নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বগুলিই নানাভাবে বাকুনিনের ধারণাগুলি থেকে, সবগুলিরই বৈশিষ্ট্য প্রুঁধোবাদ ও কমিউনিজমের খিচুড়ি আর সবগুলি শুধু বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই বিরোধী নয় অধিকন্তু প্রলেটারীয় একনায়কত্বেরও বিরোধী যা ছাড়া কোন গভীর সামাজিক পরিবর্তন আনা বা নতুন সমাজ নির্মাণের প্রস্তুতি বা তার প্রথম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাদের সমস্ত বজ্র-নির্ঘোষ এবং বামপন্থার প্রদর্শন সত্ত্বেও বাকুনিনবাদ ও অন্যান্য নৈরাজ্যবাদী প্রবণতা বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর।

মার্কসবাদকে রাষ্ট্রীয় কমিউনিজমের কর্মসূচী বলে ঘোষণা ক'রে বাকুনিন ও তার অনুগামীরা মার্কসবাদকে প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনা বাদের অবস্থান থেকে আক্রমণ করেছিল। প্রলেটারীয় একনায়কত্বের বিপরীতে বাকুনিন সমস্ত জনগণের দাঙ্গা এবং ব্যাপক শ্রমিক জনগণের মুক্ত সংগঠনের নৈরাজ্যবাদী তত্ত্ব গড়ে তোলেন। তিনি মনে করতেন যে, সমস্ত জনগণের একটা দাঙ্গার পর, পুঁজিবাদের পতন হ'লে, একটা সামাজিক ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হবে যার

---

৪৬। কে, মার্কস এণ্ড এফ. এঙ্গেলস, সিলেকটেড করেসপনডেন্স, মস্কো ১৯৬৫ পৃ ৩৩৪, ৩৩৫

আওতায় বাধ্যতামূলক এবং সমান সমষ্টিগত শ্রমের মাধ্যমে সকলের সন্তুষ্টি বিধান করবে।

বাকুনিন কল্পনা করেছিলেন যে নতুন সমাজব্যবস্থায় মানবজাতি সমাজবিকাশের নিয়মে কার্যকারিতা থেকে মুক্ত হবে। জনগণের দাঙ্গার পরে সামাজিক রূপের বিকাশ স্তব্ধ হবে আর সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সমিতিতে বিভক্ত হ'য়ে—পরে আর গুণগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবে না যেজন্যে এর বিকাশটা হবে কেবল পরিমাণের বৃদ্ধি। এটা সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে এক পা পেছনে হঠা।

সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে আস্থা স্থাপন করেছিলেন এবং পাতিবুর্জোয়া মতামতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং বিপ্লবী সংগ্রামে খেয়ালখুশীমত কাজের ভীষণ ক্ষতিকর ভূমিকা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ইচ্ছাই বাকুনিনের গোটা বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তি আর বাকুনিনের মুখোস খুলে দিতে গিয়ে এটার ওপরই মার্কস জোর দিয়েছিলেন। এঙ্গেলস ব্লাঙ্কিপন্থীদের স্বেচ্ছাচারের সমালোচনা করেছিলেন। মার্কস এবং এঙ্গেলসই পরবর্তীকালের সমস্ত পাতিবুর্জোয়া "বামপন্থার" সমালোচনায় ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে এই ধরণের তত্ত্ব ও প্রয়োগ কি ধরণের ক্ষতিকর জিনিস।

## ভবিষ্যৎ সমাজের সমস্যা

মেধা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উৎসাহী "অপরিপক্ক কমিউনিজমের" সমালোচনা মার্কস ১৮৪৪ এর মধ্যেই করেছিলেন। (৪৭) মানুষের সামর্থ্যকে হিসাবের মধ্যে ধরার ধারণাটা সমবন্টনবাদী কমিউনিজমের বিপরীতে রাখা হ'য়েছে। মার্কস মনে করতেন যে "কমিউনিজমই মানুষ ও প্রকৃতি এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে বিরোধের সত্যিকারের সমাধান।" গোটা ইতিহাসের গতি এই কমিউনিজমের

৪৭। কে, মার্কস, আর্থনীতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি ১৮৪৪, পৃ ৮৮

জাতক কার্যক্রম; অন্যদিকে ভাবনারত চিন্তার কাছে এই গতি নিজের গড়ে ওঠার উপলব্ধি। (৪৮) যেখানে মার্কস একটা চিন্তার প্রবণতা হিসাবে কমিউনিজমের ওপর তাঁর মনোভাব সম্বন্ধে পরিষ্কার ছিলেন, নতুন সমাজের গঠনের স্তর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁর তখনও বাকি ছিল।

"দারিদ্রের দর্শনে" (১৮৪৭) মার্ক্স সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সম্বন্ধে আরও গভীর বিশ্লেষণ দিলেন যখন তিনি লিখলেন, "যতদিন পর্যন্ত প্রলেটারিয়েটরা একটা শ্রেণী হ'য়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট বিকশিত হয়নি, এবং পরিণামে বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রলেটারিয়েটের সংগ্রাম একটা রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করেনি এবং বুর্জোয়াদের পক্ষপুটে প্রলেটারিয়েটদের মুক্তির জন্য এবং নতুন সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব শর্ত উৎপাদন আমাদের চোখে পড়ার মত যথেষ্ঠ বিকশিত হয়নি ততদিন পর্যন্ত নিপীড়িত শ্রেণীর অভাবের মোকাবিলা করার জন্য, কাজ চালাবার মত উপস্থিত কোন ব্যবস্থা রচনা এবং পুনর্জাগৃতির একটি বিজ্ঞানের সন্ধান যাঁরা করেন তাঁরা হচ্ছেন এই নিছক কল্পনাবাদীরা।" (৪৯) প্রলেটারিয়েটের মুক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় বাস্তব অবস্থার আবিষ্কার, নতুন সমাজ নির্মাণ এবং শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের সম্ভাবনার বিশ্লেষণ করার জন্য মার্ক্স সচেষ্ট ছিলেন। এইসব প্রশ্নের উত্তর ১৮৪৮-এর বিপ্লবী ঝঞ্ঝার আগেই কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টোতে দেওয়া হ'য়েছিল যার মধ্যে নতুন সমাজ কি রূপ গ্রহণ করবে, বুর্জোয়াদের হাত থেকে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেবার জন্যে প্রলেটারিয়েটের রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, রাষ্ট্রের হাতে শ্রমের সমস্ত হাতিয়ারকে কেন্দ্রীভূত করা অর্থাৎ শাসক শ্রেণী হিসাবে নিজেকে সংগঠিত করা এবং উৎপাদন শক্তিকে চাঙ্গা করার প্রকৃত পন্থার গভীর বিশ্লেষণ ছিল।

১৮৫০ এ "কেতাবী সমাজতন্ত্রীদের" সমালোচনায় ফিরে এসে

৪৮। ঐ, পৃ ৯০

৪৯। কে, মার্কস, পভার্টি অফ ফিলোসফি, পৃ ১৪০,

মার্কস মন্তব্য করেন যে "বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী নেতাদের নিজেদের মধ্যে কার লড়াই একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনের প্রত্যেকটি তথাকথিত ব্যবস্থাকে দেখায় সামাজিক বিপ্লবের এক একটি সংক্রমণ বিন্দুর প্রতি আনুগত্যের ভান ক'রে। (৫০) বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম কেবল এই সমস্ত একপেশে দৃষ্টিকোণকে জয় করতে পেরেছিল কারণ, সে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে সমাজের উত্তরণের সমস্যাটা সমগ্রভাবেই অনুসন্ধান করেছিল। মার্ক'স ও এঙ্গেলস এই উত্তরণকালের কি কি স্তর প্রদর্শন করেছেন ?

"কমিউনিজমের নীতি"তে (১৮৪৭) এঙ্গেলস একবারেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করা যায় কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে এ রকম বলেছিলেন : "না, একঘায়ে বিদ্যমান উৎপাদন শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে সমষ্টিগত জীবন সৃষ্টি করার পক্ষে প্রয়োজনীয় মাত্রায় পেঁছিনো সম্ভব হবেনা। তাই, যে প্রলেটারিয় বিপ্লব সম্ভবতঃ আসন্ন, সে কেবল বিদ্যমান সমাজকে ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত করবে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করবে কেবল তখনই যখন প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপায় সৃষ্টি করে ফেলবে।" (৫১) এঙ্গেলস আরও তাঁর ধারণাকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করলেন : "একবার ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর প্রথম প্রগতিশীল আঘাত হানা হ'লে প্রলেটারীয়েটরা আরও এগিয়ে যেতে বাধ্য হবে আর বেশী বেশী করে সমস্ত পুঁজি, সমস্ত কৃষি, সমস্ত শিল্প, সকল যানবাহন এবং বিনিময়ের সমস্ত উপায়গুলি রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত করবে।" (৫২) তাই নতুন সমাজের বিকাশ বেশী বেশী করে উৎপাদন উপায়ের সামাজিকীকরণ দ্বারা চিহ্নিত হবে: "এই সমস্ত পদক্ষেপ এইরকম পরিণামের দিকে অগ্রসর হবে; আর সেগুলি বাস্তবায়িত করা যাবে এবং যে মাত্রায় দেশের উৎপাদন শক্তি বহুগুণ

---

৫০। কে, মার্ক'স এণ্ড এফ, এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্ক'স (ইন থ্রি ভলিউমস) ১ম খণ্ড, পৃ ২৮২

৫১। ঐ, পৃ ৮৯-৯০

৫২। ঐ, পৃ ৯১

বেড়ে যাবে সেই মাত্রায় তাদের কেন্দ্রীভবনের পরিমাণও বাড়বে প্রলেটারীয়েটদের শ্রমের মাধ্যমে।" (৫৩) নতুন সমাজের বিকাশ উৎপাদন শক্তির বিকাশের ভিত্তিতে হবে আর এটা সমাজকে পূর্ণ কমিউনিজমের দিকে নিয়ে যাবে। "শেষে, যখন সমস্ত পুঁজি, উৎপাদন ও বিনিময় জাতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে, টাকা অকেজো হ'য়ে পড়বে আর উৎপাদন এতো বেড়ে যাবে এবং মানুষ এতো পরিবর্তিত হবে যে সামাজিক সম্পর্কের শেষ রূপটি খসে যেতে পারবে।" (৫৪)

প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন করা যাবে এমন একটা জায়গায় উৎপাদনকে নিয়ে যাওয়ার ওপরে জোর দিয়ে মার্কস যেটাকে পরবর্তীকালে তাঁর "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনার" মধ্যে চমৎকার ভাবে ধারণাটির ব্যাখ্যা করেছিলেন তারই প্রথম রূপরেখা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এঙ্গেলস লিখলেন, "উৎপাদন শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেটা সকল সভ্যের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে পারবে তেমনি যথেষ্ট উৎপাদন সমাজ করবে।" (৫৫) তাই অনেক আগেই ১৮৪৭এ এঙ্গেলস, যে মূল পরিস্থিতিতে সমাজ কমিউনিষ্ট নীতিভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থায় পোঁছতে পারবে সেটা সুস্পষ্টভাবেই নির্দেশ করেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে "একটা কমিউনিষ্ট ধরনে সংগঠিত সমাজ তার সভ্যদের তাদের ব্যাপকভাবে বিকশিত সামর্থ্যকে কাজে লাগানোর জন্যে ব্যাপকভাবেই সুযোগ করে দেবে।" (৫৬) তার অর্থ এই যখন মানসিক ও কায়িক শ্রম আর শহর ও গ্রামের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, অন্তর্হিত হবে।

পরিণামে, মার্কস ও এঙ্গেলস সুস্পষ্টভাবেই ক্ষমতা দখলের পরেই

৫৩। ঐ

৫৪। ঐ

৫৫। কে, মার্কস এণ্ড এফ্ এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্ক'স, (ইন থ্রি ভলিউমস) ১ম খণ্ড, পৃ ৯১

৫৬। ঐ, পৃ ৯৩

প্রলেটারিয়েটদের সামনে কি কর্তব্য আসবে তা দেখতে পেয়েছিলেন। লেনিন এঙ্গেলসের প্রদত্ত নিম্নোধৃত ধারণাটির ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন: "ক্ষুদ্র চাষী সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য, প্রথমতঃ, তাদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিগুলিকে সমবায়ে পরিবর্তিত করা, জোর না করে, বরং দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং সামাজিক সাহায্য এগিয়ে দিয়ে।" (৫৭) চাষীদের কি ঘটবে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর মার্কস ও এঙ্গেলসই দিয়েছিলেন: "কেবলমাত্র পুঁজির পতনই কৃষককে ওঠাতে পারে; কেবলমাত্র একটা পুঁজিবাদ বিরোধী, একটি প্রলেটারীয় সরকারই তার আর্থিক দৈন্যকে, তার সামাজিক দুর্গতিকে চূর্ণ করতে পারে।" (৫৮) এটাই সমস্যা সমাধানের পথ যেটা সামাজিক চিন্তানায়করা বহুশতাব্দী ধরে বিনা ফল লাভে ভেবেছেন। তাই, কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী ও কল্পনাবাদী কমিউনিষ্টদের ভবিষ্যৎ সমাজ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনার স্থানে নতুন সমাজের আবির্ভাব ও বিকাশ সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা তত্ত্ব পুঁজিবাদ থেকে উত্থিত এবং প্রয়োজনীয় ও বুনিয়াদী স্তর পার হ'য়ে আবির্ভূত হল: সেটা হল—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, প্রলেটারীয় একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা, উত্তরণকালীন পর্ব, প্রথম স্তর হিসাবে সমাজতন্ত্র এবং বিকাশের উচ্চতম স্তরে কমিউনিজম।

যে অদ্বিতীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে নতুন সমাজ ব্যবস্থা রূপ পরিগ্রহ করলো এবং বিকশিত হ'লো তার স্তরগুলির সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় বিপ্লবী চিন্তার এবং সংগ্রামের ইতিহাসে মার্কসবাদের একটা বিরাট অবদান।

মার্কস বলেছেন যে প্রলেটারিয়েটদের ক্ষমতা দখলের পর, তার শত্রুরা বা সমাজের পুরনো সংগঠন তখনও অন্তর্হিত না হওয়ার কারণে প্রলেটারীয়েটদের বল প্রয়োগের ব্যবস্থা অর্থাৎ সরকারী ব্যবস্থা

৫৭। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২১ খণ্ড, পৃ ৭৪

৫৮। কে, মার্কস এণ্ড এফ এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস, (ইন থ্রি, ভলিউমস), ১ম খণ্ড, পৃ ৯১

নিতে হবে; যদি সে তখনও শ্রেণী হিসাবে থেকে যায় এবং যে অর্থ-নৈতিক অবস্থার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণীগুলোর অস্তিত্ব শেষ হয় নি, সেগুলোকে বলপ্রয়োগ করে নির্মূল ও রূপান্তরিত করা প্রয়োজন এবং তাদের রূপান্তর প্রক্রিয়াটাকে বলপ্রয়োগ করে জোরদার করতে হবে। (৫৯) এইটাই উত্তরণকালীন পর্ব।

ঠিক যেমন "পুঁজিবাদী সমাজের মাঝখান থেকে প্রচণ্ড প্রসব যন্ত্রণার পরে সত্যোজাত" সেই সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে "যেটা তা থেকে উদ্ভূত সেই কমিউনিষ্ট সমাজের মধ্যে মার্কস একটা পার্থক্য টেনেছেন।" (৬০) পরিণামে নতুন সমাজের বিকাশে অন্তর্ভুক্ত (১) পুঁজিবাদের অন্ত্র থেকে দীর্ঘস্থায়ী প্রসব যন্ত্রণার পরে জাত (২) নিজের ভিত্তি সৃষ্টি (৩) সেই ভিত্তিতে আরও বিকাশ।

কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তুলনায় ভবিষ্যৎ সামাজিক ব্যবস্থার প্রশ্নে মার্কসের রচনাবলীর সারমর্মের ব্যাখ্যায় লেনিন চমৎকার সুক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেনঃ "মার্কসের মধ্যে কল্পনাবাদের কোন চিহ্নও নেই, এই অর্থে যে নতুন সমাজ তাঁর মনগড়া বা উদ্ভাবিত একটা 'নতুন' সমাজ। না, তিনি পুরনো থেকেই নতুন সমাজের সন্ধান করেছেন, এবং উত্তরণের রূপও আগেরটা থেকে পরেরটাতে একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেছেন। তিনি ব্যাপক প্রলেটারীয় আন্দোলনের প্রকৃত অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তার থেকে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন।" (৬১) কমিউনিষ্ট সমাজের প্রশ্নেও মার্কস বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতাবাদ থেকে বিকাশের মতবাদ থেকে শুরু করেন। লেনিন লিখলেনঃ "মার্কসের ব্যাখ্যার বিরাট তাৎপর্য হ'ল এই যে এখানেও তিনি বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতাবাদ বিকাশের মতবাদকে

---

৫৯। কার্ল মার্কস ফ্রিডারিশ এঙ্গেলস, ওয়েক', ১৮ খণ্ড, বার্লিন ১৯৬৯, পৃ ৬৩০,

৬০। কে, মার্কস এণ্ড এফ্, এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস, (ইন থ্রি ভলিউমস), তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৯

৬১। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৫ খণ্ড, পৃ ৪২৫

সুসঙ্গতভাবে ব্যবহার করেছেন এবং কমিউনিজমকে এমন একটা বিষয় বলে গণ্য করেছেন যেটা পুঁজিবাদ থেকে জন্মাচ্ছে। মধ্য-যুগীয় দার্শনিকদের উদ্ভাবিত, বানানো সংজ্ঞার এবং শব্দের কচ্-কচানির পরিবর্তে (সমাজতন্ত্রবাদ কি, কমিউনিজম কি? ) যাকে বলা যায় কমিউনিজমের অর্থনৈতিক পরিপক্কতার স্তর তার একটা বিশ্লেষণ মার্কস করলেন।" (৬২) বিকাশের এই ধারণা, কমিউ-নিজমের অর্থনৈতিক পরিপক্কতার স্তরের ধারণাই ভবিষ্যৎ সমাজের সমস্যার উপর ভিত্তি করেই রয়েছে মার্কসের সমগ্র রচনা।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কোন দিকে সমাজ বিকশিত হবে এবং কেমন করে কমিউনিজমের অর্থনৈতিক পরি-পক্কতা বাস্তবায়িত হবে সে দিকে মার্কস সুস্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। "শ্রম বিভাজনের আওতায় ব্যক্তির দাসত্বমূলক অধীন-তার এবং সেই সঙ্গে মানসিক শ্রম ও কায়িকশ্রমের বিরোধের অবসানের পর; শ্রম শুধু জীবনোপায় না হ'য়ে জীবনের প্রধান চাহিদা হ'য়ে ওঠার পর; ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির এবং যৌথ উৎস থেকে সম্পদের প্রাচুর্য প্রবাহিত হবার পর, কমিউনিষ্ট সমাজের সেই উচ্চতর দশাতেই কেবল বুর্জোয়া অধিকারের সঙ্কীর্ণ দিগন্তকে সম্পূর্ণভাবে পেরিয়ে যাওয়া যেতে পারে এবং তার পতাকায় লিখে দিতে পারেঃ প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্যানুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজনানুযায়ী!" (৬৩) নতুন সমাজ ব্যবস্থার সারমর্ম হবে সমাজের মোট উৎপাদন থেকে আইন-সম্মত ভাগাভাগি যেটাকে সম্পূর্ণভাবে সমাজ আত্মসাৎ করবে এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণার বিরুদ্ধে মার্কস বিধ্বংসী সমালোচনা করেন। "শ্রম থেকে কোন অংশ বাদ না দেওয়া আয়ের" দাবীকেও মার্কস আক্রমণ করেন। এই বিবৃতিকে কল্পনাবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত নয়

---

৬২। ঐ, পৃ ৪৭১

৬৩। কে, মার্কস এণ্ড এফ্, এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস (ইন থ্রি ভলিউমস) ৩য় খণ্ড, পৃ ১৯

বলে মুখোস খুলে দিয়ে তিনি লিখলেন যে মোট সামাজিক উৎপাদন থেকে সমাজ কর্তৃক ভুক্তিত উৎপাদন উপায়ের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের টাকাটা কেটে নেওয়া প্রয়োজনীয়। এটা ছাড়া উৎপাদন অসম্ভব। তারপর বাড়তি উৎপাদনের জন্য যতটুকু অংশ প্রয়োজন হবে তাও কেটে নেওয়া। এটা ছাড়া অর্থনীতি ও সমাজ কখনও বাড়তে পারে না। দুর্ঘটনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে বীমার জন্য একটা সংরক্ষিত তহবিলকেও আলাদা করে রাখা দরকার হবে। ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য সামাজিক দাবীর বাবদে খরচাও কেটে নিতে হবে। এসবগুলো ছাড়া সমাজের প্রগতিশীল বিকাশ অসম্ভব। এই সমস্ত কেটে নেবার পর মোট সামাজিক উৎপাদিত দ্রব্যের যা বাকি থাকবে সেটা ব্যক্তির নিজের ব্যবহারের জন্য বণ্টনের পালা আসবে।

ব্যক্তির প্রয়োজন মেটাণোর প্রশ্নটির মোকাবিলা করার জন্য মার্কস বললেন যে সাধারণ সামাজিক চাহিদার জন্য গোটা সামাজিক আয় থেকে রাখা অংশটি কমার বদলে বেড়ে যাবে। এইভাবে কারুর কাছ থেকে ব্যক্তি হিসাবে যা কেটে নেওয়া হ'য়েছিল তা সরাসরি বা অন্য-ভাবে সমাজের সভ্য হিসাবে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মার্কস সুস্পষ্টভাবেই দেখেছিলেন যে সমাজ যেমন যেমন কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে যাবে সেই সঙ্গে যে সামাজিক তহবিল ও প্রতিষ্ঠানে সমাজের সকল সভ্যের যৌথ ভোগের অধিকার রয়েছে সেগুলোও বেড়ে যাবে।

তাই, যেটা মার্কস চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন সেটা হল এই ধারণা যে উৎপাদন শক্তির বিকাশের আর মোট, যৌথ সম্পদের ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্ব লাভ এবং সামাজিক সম্পত্তির বিকাশের ভিত্তিতে সামাজিক সংগঠনের উন্নয়ন ঘটানো হবে, এটাই হোল নিহিতার্থ। যেটা সমাজকে প্রত্যেকটি সভ্যের যুক্তিসঙ্গত চাহিদাকে মিটিয়ে দিতে সমর্থ করবে সেই কমিউনিজমের অর্থনৈতিক পরিপক্কতা লাভেও সহায়তা করবে।

মার্কস যাদের নাম দিয়েছিলেন কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীদের পরের

প্রজন্ম সেই "মামুলি অসংস্কৃত সমাজতন্ত্রীদের" বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে তিনি এই সমস্ত ক্ষতিকর এবং অবৈজ্ঞানিক মতামতের সমালোচনা করেছিলেন। প্রথম স্তর—সমাজতন্ত্রটা এমন একটা পর্ব যেখানে সমাজের মোট, যৌথ সম্পদ জমা হবে এটা দেখিয়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজের অবিভাজ্য ভাণ্ডারের ধারণাটিকে সমর্থন করেন। "মামুলি অসংস্কৃত সমাজতন্ত্রীরা" সমাজতন্ত্রের সমগ্র তত্ত্বটিকে বণ্টনের মধ্যে আর বণ্টন থেকে অংশীদারত্বে সীমাবদ্ধ করে সামাজিক বিপ্লবটিকে জাতীয় অর্থনীতির বিভাজন ও খণ্ডীকরণে পর্যবসিত করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে, মার্কস যে ভিত্তিতে যৌথ সম্পদ সৃষ্ট ও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল সেই উৎপাদনের বিশ্লেষণের ওপর জোর দেন। এটা "মামুলি অসংস্কৃত সমাজতন্ত্রীদের" ওপর বিরাট আঘাত হানে। গোথা কর্মসূচীর সমালোচনায় মার্কস লেখেন: "মামুলি অসংস্কৃত সমাজতন্ত্রীরা (এবং তাদের কাছ থেকে পালাক্রমে গণতন্ত্রের একটা অংশ) বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে বণ্টনকে উৎপাদন পদ্ধতি থেকে স্বাধীন হিসাবে ধরেছে আর তাই সমাজতন্ত্র হ'য়ে পড়েছে বণ্টনমুখী"। (৬৪) এই সমস্ত ক্ষতিকর তত্ত্ব কে অপ্রমাণিত করার জন্য মার্কস উৎপাদনের মধ্যে, বিকাশের নিয়মের মধ্যে এবং সামাজিক শ্রমের বিশ্লেষণ করার জন্য বিরাটভাবে চেষ্টা করেন।

## একটি বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার ধারণা

সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটা বিরাট সাফল্য হ'ল বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া প্রশ্নটির সূত্রায়ন ও সমাধান। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখেন এমন অনেক প্রজন্মের চিন্তানায়ক-

৬৪। কে, মার্কস এণ্ড এফ এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস, (ইন থ্রি ভলিউমস,) ৩য় খণ্ড, পৃ ২০

গণ বিপ্লবকে কোন একটি দেশের প্রসঙ্গ সূত্রেই বিবেচনা করেছেন। এটা সত্যি যে তাদের অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে বিপ্লব অন্য দেশেও ছড়াবে। এ রকম ধরে নেবার ভিত্তি কি? ১৮শ শতাব্দীতে বিশ্বাস করা হোতো যে বিপ্লব মানে "মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের "পুনঃপ্রতিষ্ঠা," যেটা অত্যাচারীরা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। ফরাসী বিপ্লবীরাও ঐ একই মতাবলম্বী ছিল। চিন্তার এই ধারাটি একটি "বিপ্লবের অধিকার" সূত্রায়িত করার দিকে নিয়ে গিয়েছিল যেটাকে ঐ পর্বের প্রগতিশীল চিন্তানায়করা মানতেন। মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুদের রাজার প্রতি আনুগত্যকে অস্বীকার করার অধিকার কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল আর চার্চের ক্ষমতা ছিল যারা চার্চের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হোতো তাদের রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ থেকে মুক্ত করে আনার। ১৮শ শতাব্দী বিপ্লবে ও অভ্যুত্থানে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জনগণকেই ক্ষমতার সার্বভৌম উৎস ও যান বলে ঘোষণা কয়েছে। বিপ্লবকে প্রগতিশীল ও কল্যাণকর বলে দেখা হোতো। জনগণকে এটা মেনে নিতে হোলো এবং ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিতে হোলো। কনভেণ্টে এ সম্পর্কে অনেক ভাবাবেগপূর্ণ ভাষণ দেওয়া হ'য়েছিল। যদি এটাই বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী প্রক্রিয়া হ'য়ে থাকে তবে সেটা নেহাতই ভ্রূণাকারে।

যখন প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা এলো শুরুতে এটা খুবই ভাসা ভাসা এবং অমূর্ত ছিল। যেটা শেষবারের মত হবে এবং বিপ্লবী একনায়কত্ব ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে সেই দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রশ্নে কাজ করতে গিয়ে গ্রাচাস বাবুফের অনুগামীরাও একটা বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

মার্কসের আগের পর্বে রুশী বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার ধারণা নিয়ে অনুশীলন করতে গিয়ে অনেকদূর এগিয়ে ছিলেন এবং ইয়োরোপেও যে বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটবে তার তার মধ্যে রাশিয়ার ভূমিকা কি হবে সেই প্রশ্নের বিবেচনা করেছিলেন। মনে হয় তাঁরা পশ্চিমী আর রুশী এই দুটি লাইনে সমাজতন্ত্রের আদর্শের

দিকে বিপ্লবী আন্দোলন এগোবে বলে ভাবছিলেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে হার্জেন এবং চের্নিশেভস্কি কেবল বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কার্যতঃ প্রত্যয়টি সূত্রায়িত করার আগেই থেমে গিয়েছিলেন। "বিশ্বের শ্রমিক একহও"। মার্কস ও এঙ্গেলসের এই আহ্বানটি উল্লেখযোগ্য—পৃথিবীর সামনে এটা বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একটি তত্ত্বের জন্মলাভের, জাতীয় সীমানার মধ্যে আবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের যুগের সমাপ্তি এবং প্রোলেটারীয় আন্তর্জাতিকতার যুগের আরম্ভের ঘোষণা করেছিল।

মার্কস কমিউনিজমের আগের সমস্ত সমাজব্যবস্থার অনিবার্য অধোগতির সমাজতাত্ত্বিক নিয়মকে সূত্রায়িত করেছিলেন।

মানবজাতির সত্যিকারের ইতিহাসের আবাহনকারী কমিউনিজম পূর্বকার ঐতিহাসিক বিকাশেরই পরিণাম এবং সমাজের সবচেয়ে ত্রুটিহীন সংগঠন। বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্বের মধ্যে বিপ্লবের প্রশ্নটাকে সমস্ত বিশ্বের প্রকরণে স্থাপন করে মার্কস ঐতিহাসিক বিকাশের প্রকৃত পন্থা ও দিকের নির্দেশ দিলেন।

ভূমণ্ডলের একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে তখনও বুর্জোয়া সমাজ উন্নত হ'চ্ছিল এই ঘটনা থেকে একটি বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে বিপদের সামনে পড়বে সেটা মার্কস দেখেছিলেন এবং সতর্কও ক'রে দিয়েছিলেন। একটা আসন্ন সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামনে বাইরের বিপদের ব্যাপারটাও মার্কস বিবেচনা করেছিলেন এবং সমকালীন ঐতিহাসিক অবস্থানুযায়ী একটা উত্তরও দিয়েছিলেন। এই রকম একটা উত্তর ছাড়া বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার কোন তত্ত্বই থাকতো না। যে পর্বে মার্কস সমস্যাটির উপর কাজ করেছিলেন তখন যদি সমাজতন্ত্রের বিজয় হোতো তবে পৃথিবীটাকে এই রকম দেখাতো: একদিকে, থাকতো অগ্রসর পুঁজিবাদী সমাজ যার পাশাপাশি একই সঙ্গে সমাজতন্ত্র বিজয়ী হ'য়েছে আর অন্যদিকে কম অগ্রসর দেশ যেখানে বুর্জোয়া ব্যবস্থা তখনও উঠছে।

তাঁর "কমিউনিজমের নীতি" (১৮৪৭) প্রশ্নটির জবাবে এঙ্গেলস

বলেছেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটি মাত্র দেশে বিজয়ী হ'তে পারে না। তিনি আরও বলেন "বৃহৎ পরিমাপের শিল্প, ইতিমধ্যেই বিশ্ব বাজার সৃষ্টি করে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে যুক্ত করেছে, বিশেষতঃ সভ্য মানুষদের, যে প্রত্যেকটি মানুষ অন্যের কি ঘটছে তার ওপর নির্ভরশীল। তারপরে, বৃহৎশিল্প সমস্ত সভ্যদেশের সামাজিক বিকাশকে এমন ভাবে সমান করে দিচ্ছে যে এই সমস্ত দেশে বুর্জোয়া ও প্রলেটারীয়েট নিয়ন্ত্রণকারী দুটি শ্রেণীতে পরিণত হ'য়েছে এবং তাদের মধ্যেকার সংগ্রাম আজকে প্রধান সংগ্রামে পরিণত হ'য়েছে। কমিউনিষ্ট বিপ্লব তাই কেবল জাতীয়ই হবে না ; এটা সমস্ত সভ্যদেশেই ঘটবে, অর্থাৎ অন্ততঃপক্ষে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানীতে একই সঙ্গে। "এঙ্গেলস তার পরেও বলেছেন যে বিপ্লব বিশ্বের অন্যান্য দেশের ওপরেও দারুন প্রভাব বিস্তার করবে তাদের পূর্বতন বিকাশের ধরনকে বদলে দিয়ে এবং তাকে আরও ত্বরান্বিত করে।"(৬৫)

১৮৫০ এর দশকে, পশ্চিম ইয়োরোপের অগ্রসর দেশগুলিতে বিপ্লবী প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং পরে যেখানে পুঁজিবাদ এখনও উদীয়মান সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়বে এ সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের মনে বাহ্যতঃ কোন সন্দেহই ছিল না। ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি, একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় বুর্জোয়া পশ্চিমী ইয়োরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বিকাশের ভবিষ্যতকে এইভাবে বিবেচনা করেছিলেন ঃ

"মধ্যযুগে বিশ্বসম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইটালী, আধুনিক পর্বে ইংলণ্ড এবং উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ এখন ঐ ধরনের কেন্দ্র হয়ে উঠছে। ১৬শ শতাব্দীতে ইটালীর শিল্প ও বাণিজ্যে যে অধোগতি হয়েছিল সে রকম অধোগতি যদি তাঁরা না চান তবে পুরনো ইয়োরোপের শিল্প ও বাণিজ্যের পক্ষে প্রচণ্ড প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে, যদি না তারা চান যে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এখনকার

---

৬৫। কে, মার্ক'স এণ্ড এফ্, এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্ক'স, (ইন থ্রি ভলিউমস,) ১ম খণ্ড, পৃ ৯২ (রুশ)

ভেনিস, জেনোয়া এবং হল্যাণ্ডের মত হোক।……আটলান্টিক মহাসাগর একটা মধ্যবর্তী সাগরে পরিণত হবে…এখনকার ভূমধ্যসাগরের মত।" (৬৬) একটা ব্যাপক ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস সিদ্ধান্ত করেছিলেন: পুঁজিবাদের পুরনো কেন্দ্র হিসাবে ইয়োরোপ তার গুরুত্ব হারাতে পারে আর কেন্দ্রটি যুক্তরাষ্ট্রে সরে যেতে পারে। পুরনো বুর্জোয়া ইয়োরোপের ও নতুন বুর্জোয়া আমেরিকার মধ্যে আসন্ন বিরোধ পুঁজিবাদের বিকাশের একটা স্বাভাবিক স্তর, যার ইতিহাসের শুরু ইটালির মধ্যযুগীয় শহরে তারপর ধনাঢ্য হল্যাণ্ড এবং ব্রিটেনে তাদের বুর্জোয়া বিপ্লবের পরে এবং বিপ্লবী ফ্রান্সেও যে নাকি সামন্ততন্ত্রের শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলেছিল। শেষে পুঁজিবাদ উত্তর আমেরিকায় বিস্তৃত হ'লো যেখানে প্রারম্ভেই শক্তির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল কারণ সেখানে সামন্ত এবং নিরঙ্কুশ শাসনের বাধা খুবই সামান্য ছিল, আর ব্রিটেনের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইতিমধ্যেই আমেরিকার ওপর ইয়োরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হ'য়ে পড়ার সম্ভাবনার কথাটি বিবেচনা করছিলেন।

১৮৪৮-এর বিপ্লবের অভিজ্ঞতার বলে তাঁরা ইয়োরোপের ঐতিহাসিক নিয়তির সম্বন্ধে খুবই গভীর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা লিখলেন: "যে শর্তে সুসভ্য ইয়োরোপীয় দেশগুলি এখনকার ইটালী, স্পেন এবং পর্তুগালের মত শিল্পগত, বাণিজ্যগত এবং রাজনৈতিক পরাধীনতায় ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচতে পারে সেটা হ'ল একটা সামাজিক বিপ্লব, যেটা অধিক বিলম্ব হওয়ার আগেই সেই উৎপাদনের প্রয়োজনানুসারেই উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময়কে রূপান্তরিত করবে যেটার জন্ম দিচ্ছে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, সেইভাবে নতুন উৎপাদন শক্তি সৃষ্টি করে ইয়োরোপীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বকে সুনিশ্চিত করে এবং ভৌগোলিক অবস্থানের অসুবিধাকে ব্যর্থ করে দিয়ে।" (৬৭)

---

৬৬। কার্ল মার্কস/ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস-ওয়েরকে', ৭ম খণ্ড, পৃ ২২১
৬৭। ঐ

"অনেক বিলম্ব হওয়ার আগেই।" বাস্তবিকই বিপ্লবের ঘণ্টা প্রথম বাজলো রাশিয়াতে এবং এমনি একটা সময়ে যখন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদীদের উপনিবেশ হয়ে পড়ার বিপদটা ছিল সত্যিকারের। বিপ্লব ইয়োরোপের কেন্দ্রে ঘটলো না, হলো তার পূর্বপ্রান্তে আর সে বিরাট উৎপাদন শক্তির জন্ম দিল যেটা শুধু নতুন দুনিয়ার অর্থনীতির সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, অধিকন্তু বহুসংখ্যক প্রযুক্তিগত পরিমাপের ক্ষেত্রে ছাড়িয়েও গেছে। সেটাই হ'লো সমাজ তান্ত্রিক দুনিয়ার জন্ম যার যুক্তরাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ভয় নেই। বুর্জোয়া ইয়োরোপ ও বুর্জোয়া আমেরিকার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে। তার সাগরপারের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে আমেরিকা এখন গভীর সংকট পর্বে এবং পুঁজিবাদী নিশ্চলতার অবস্থায় প্রবেশ করছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং একটা বর্ধমান বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন পৃথিবীতে বিদ্যমান, আর পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা অন্তর্হিত হচ্ছে।

সে যাই হোক, ইয়োরোপের বিকাশ ও সমৃদ্ধির মার্কস নির্দেশিত পন্থা এখনও একমাত্র বিকল্প থেকে যাচ্ছে।

বিশ্বপুঁজিবাদের কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রে সরে যাওয়া পুঁজিবাদের শক্তির লক্ষণ নয় বরং দুর্বলতার চিহ্ন। পশ্চিম ইয়োরোপ এর দুর্বলতম স্থান হ'য়ে পড়েছে। বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া ইয়োরোপকে এড়িয়ে যেতে পারে না কারণ সেখানে আরেকটা ইয়োরোপ রয়েছে যার দুইজন মহানাগরিক ছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস, যে লেনিনের প্রতিভাকে তারিফ করে সেই ইয়োরোপ। এই জীবন্ত ও সংগ্রামী ইয়োরোপ ঔপনিবেশিক শাসনের ধ্বসে পড়া এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিকে ভবিষ্যতের বিপদ বলে গণ্য করে না বরং মনে করে গণতান্ত্রিক নববিধানের সুপ্রভাত।

মার্কস মনে করতেন যে পশ্চিমী ইয়োরোপের দেশগুলিতে একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সেইসব দেশের কাছ থেকে বিপদাপন্ন হতে পারে যারা বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। মার্কস লিখেছিলেন ঃ

সামাজিক বিপ্লবের কথা উঠলে, সেটা শ্রেণীগুলোর মধ্যে লড়াই ছাড়া আর কি? শ্রমিক ও পুঁজিবাদীদের মধ্যে এই সংঘাত বোধ হয় সামন্ত রাজাদের এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পুঁজিবাদীদের মধ্যে সংঘাতের চেয়ে কম হিংস্র এবং কম রক্তক্ষয়ী হবে। যে কোন মানুষেরই এরকম আশা করা উচিত। সে যেমনই হোক, যেখানে এই ধরনের একটা সামাজিক সঙ্কট পশ্চিমী জাতিগুলোকে বলদান করতে পারে তাহ'লে, এটা, যেকোন অভ্যন্তরীণ বিরোধের মতই, বাইরে থেকে আক্রমণের কারণ হ'য়ে উঠতে পারে।" (৬৮) মার্কস সে সময় পশ্চিমী ইয়োরোপের বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জারতন্ত্রী রাশিয়ার হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হ'য়েছিলেন: "জ্যাকোবিন বিরোধী যুদ্ধে এবং পবিত্র মৈত্রীর (Holy Alliance) উদ্ভবের সময় থেকে যে ভূমিকায় সে ইতিমধ্যেই নেমেছিল—সেই ঈশ্বরাদিষ্ট আইন ও শৃঙ্খলার পরিত্রাতার ভূমিকা" রাশিয়া আরেকবার নেবে।" (৬৯)

১৯১৬ সালে লেনিন যখন লিখলেন: "যদি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জারের আধিপত্য করার সময়কার নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিছু জাতির সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করার (যেমন ১৮৪৮ ইয়োরোপে একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করা হয়েছিল) এবং অন্যান্য জাতি বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার দুর্গ হিসাবে কাজ করে, যেটা মার্কসের সামনে ছিল, তাহ'লে আমাদেরও শেষোক্তটির বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে, তাদের 'ধ্বংস' করার পক্ষে তাদের সমস্ত ঘাঁটি 'ধ্বংস' করার পক্ষে যেতে হবে—তা সে যত ক্ষুদ্র জাতির আন্দোলনই হোক না কেন", (৭০) তখন লেনিন মার্কসের এই ধারণার কথাটিই স্মরণ করেছিলেন। লেনিন একথাও স্মরণ করেন যে সে সময় জারতন্ত্র কিছু ক্ষুদ্রজাতীয় আন্দোলনকে তার গণতন্ত্র বিরোধী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিল।

৬৮। কার্ল মার্কস/ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস, ওয়েকে', ৭ম খণ্ড, পৃ ২০৪
৬৯। ঐ
৭০। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২২ খণ্ড, পৃ ৩৪১

মার্কস মনে করতেন যে সামাজিক বিপ্লব—পুঁজিবাদী সমাজে "অভ্যন্তরীণ সংকট"—একটা বহিরাক্রমণের কারণ হ'তে পারে, এটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার তত্ত্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা তিনি প্রচুর ঐতিহাসিক ঘটনার বিন্যাসের বলে এই সিদ্ধান্তটি করেছিলেন। বহিরাক্রমণের বিপদ তখনই প্রকৃত হ'য়ে ওঠে যখন এদেশ বা ওদেশে একটা নতুন সমাজব্যবস্থা সদ্য স্থাপিত হ'য়েছে যেখানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুরনো সমাজব্যবস্থার শক্তিকে তখনও বুঝে সুঝে চলতে হয়। যেখানে পুরনোর ওপর নতুনের বিজয় লাভের সংগ্রাম ফেটে পড়েছে সেখানেই অভ্যন্তরীণ বিরোধ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গিয়ে উপচে পড়ে।

আরও সাধারণভাবে মার্কস এই ধারণাটিকে সূত্রায়িত করেছিলেন ১৮৫৮র ৮ই অক্টোবর এঙ্গেলসের কাছে লেখা একটি পত্রেঃ "আমাদের পক্ষে কঠিন কর্তব্য হ'লো এইটাঃ উপমহাদেশে বিপ্লব আসন্ন এবং এখনই সমাজতান্ত্রিক চরিত্র পাবে। আরও অনেক বড় অঞ্চলে বুর্জোয়া সমাজের আন্দোলন এখনও উঠতি, এই কথাটির বিবেচনায় এটা কি এই ক্ষুদ্র কোণেই চেপে মারা হবে না?" (৭১)

১৮৮২ সালে কাউটস্কির কাছে লেখা একটা চিঠিতে এঙ্গেলস ঐ প্রশ্নটার জবাব দিতে এলেন যেখানে তিনি জোর দিয়ে বললেন কোন অগ্রগামী পুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব "যে বিরাট শক্তি জুগিয়ে দেবে এবং এমন দৃষ্টান্ত দেবে যে তার অর্ধসভ্য জাতিগুলি নিজেরাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে; যদি কোন অর্থনৈতিক প্রয়োজন, যদি কিছু থাকে, তাতে মনোযোগ দেবে।" (৭২) কিন্তু যেদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হয়েছে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, অন্য দেশের হামলাকে এঙ্গেলস একেবারে বাতিল করে দেন নি। পরবর্তীকালে লেনিন এই ধারণাটির সারসংক্ষেপ করেছিলেন

৭১। কে, মার্কস ও এফ, এঙ্গেলস, সিলেকটেড করেসপনডেন্স, পৃ ১৩৫
৭২। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ২২ খণ্ড, পৃ ৩৫২

এইভাবে: "একটা অর্থনৈতিক বিপ্লব সমস্ত জনগণের কাছে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করার অনুপ্রেরণা হ'য়ে উঠবে; কিন্তু একই সঙ্গে—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব—এবং যুদ্ধও সম্ভব।" (৭৩)

পেছনে পড়া দেশগুলি, বিশেষতঃ রাশিয়ায় বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশের নতুন তথ্যাদি এবং রুশী বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের রচনার বলে মার্কস ও এঙ্গেলস নিশ্চিত বুঝেছিলেন যে একবার পশ্চিমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হ'লে অন্যান্য দেশগুলি একটা অধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করতে পারবে কারণ সেখানেও সামাজিক সংঘাত এবং বিপ্লবীশক্তি তৈরী হচ্ছে। যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটাতে জোর দেওয়া উচিত সেটা হ'ল বিশ্ব বিপ্লবের তত্ত্ব সূত্রায়িত করতে গিয়ে রাশিয়ায় বিপ্লবী প্রক্রিয়ার গবেষণায় মার্কসের ভূমিকা। এটা বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার তত্ত্বে একটা নতুন অবদান।

মার্কস এবং এঙ্গেলস রুশী বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের ভুলগুলিকে সমালোচনা ও সংশোধন করেছিলেন এবং বিশ্ব প্রক্রিয়ায় রুশ বিপ্লবের ভূমিকা সম্বন্ধে একটা সঠিক বোধ দিয়েছিলেন। ১৮৮২তে কমিউনিষ্ট ইশতেহারের রুশ অনুবাদের মুখবন্ধে তাঁরা লিখলেন: "যদি রুশ বিপ্লব পশ্চিমের প্রলেটারীয় বিপ্লবের একটা সংকেত হয়, যাতে দুটি পরিপূরক হয়ে ওঠে, তবে বর্তমান রাশিয়ার ভূমির যৌথ মালিকানা কমিউনিষ্ট বিকাশের আরম্ভস্থল হ'তে পারে।" (৭৪)

কিন্তু রাশিয়াতে বিপ্লব নানা ভাবে হ'তে পারে। ১৮৫৩তেই এঙ্গেলস মনে করতেন যে "পিটার্সবার্গে একটা অভিজাত বুর্জোয়া বিপ্লবকে অনুসরণ করে দেশের মধ্যে যদি গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তবে একটা সম্ভাবনা হ'তে পারে।" (৭৫)

---

৭৩। ঐ, পৃ ৩৫৩

৭৪। কে, মার্কস এণ্ড এফ্, এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়াক'স, (ইন থ্রি, ভলিউমস) ১ম খণ্ড, পৃ ১০০, ১০১

৭৫। ঐ, সিলেকটেড করেসপনডেন্স, পৃ ৭৪

পরে মার্কসীয় মার্গীয় সাহিত্য জোর দিল যে রাশিয়াতে পুঁজিবাদ এত দূর গিয়েছে, যেমন এঙ্গেলস ১৮৯৪-তে লিখলেন যে, "রাশিয়া শিল্পসমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশে দ্রুত রূপান্তরিত, কৃষকের বিরাট অংশের প্রলেটারীয়ভবন, এবং পুরনো যৌথ সম্প্রদায়ের অবসান ঘটে গেছে।" (৭৬) এটা রাশিয়াকে প্রলেটারীয় বিপ্লবের পথে নিয়ে গেছে।

তবে, ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ার ঐতিহাসিক বিকাশের সুপ্ত শক্তির গবেষণায় মার্কস ও এঙ্গেলস সাধারণ সিদ্ধান্ত দাঁড় করালেন যে পশ্চিমী ইয়োরোপে প্রলেটারীয়েটদের একটা জয়লাভের পর যে সব দেশ উপজাতীয় ব্যবস্থার অবশেষ নিয়ে সত্ত পুঁজিবাদী পথ ধরেছে তারা যৌথ মালিকানার এইসব ধ্বংসাবশেষকে এবং তার সঙ্গের ঐতিহ্যকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশে সংক্ষিপ্ত পথের জন্য একটা শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে পারবে। এইভাবে, পেছনে পড়া দেশগুলি সাধারণ বিপ্লবী তরঙ্গের সঙ্গে মিশে যাবে এবং সমাজ-তান্ত্রিক সামাজ অভিমুখী পথকে কমিয়ে ফেলতে পারবে। "কিন্তু এর অনিবার্য শর্ত হল পূর্বেকার পুঁজিবাদী পশ্চিম। কেবল যখন দেশে ও অগ্রগন্য দেশটিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে দমন করা হ'য়েছে, কেবল যখনই পেছনে পড়া দেশগুলো দেখবে তাদের উদাহরণ থেকে কেমন করে সেটা করা হ'য়েছে, কেমন ক'রে গোটা সমাজের জন্য আধুনিক শিল্পের উৎপাদন শক্তিকে ব্যবহার করে সামাজিক সম্পত্তির পক্ষে কাজ করানো হচ্ছে— কেবল তখনি এই সব পেছনে পড়া দেশ বিকাশের এই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়াটিকে আরম্ভ করতে সমর্থ হবে। তবে, তখনি তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।" (৭৭) কার্যতঃ এটা সেই সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট সূত্রায়ণ যেটা নাকি একটা বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, প্রাক্-পুঁজিবাদী দেশগুলির বিকাশের জন্য। একটা নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে লেনিন এই ধারণাটিকে

---

৭৬। ঐ, সিলেকটেড ওয়ার্কস, (ইন থ্রি ভলিউমস), ২য় খণ্ড, পৃ ৪০৯

৭৭। কে, মার্কস এণ্ড এফ্, এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়াক'স, (ইন থ্রি ভলিউমস) ২য় খণ্ড, পৃ ৪০৩-৪০৪

সম্প্রসারিত করেন।

লেনিন পরে, দৃষ্টান্তের শক্তি "কেমন করে এটা করা হয়" এর ওপর এঙ্গেলসের মন্তব্যকে শুধু প্রাক্-পুঁজিবাদী দেশের জন্যেই নয়, অধিকন্তু বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দেশের চার পাশের পুঁজিবাদী দেশের জন্য সম্প্রসারিত করেছিলেন।

লেনিন এই ঘটনার ওপর খুব গুরুত্ব দিতেন যে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অধিকতর বিকাশে বৈদেশিক নীতির শর্তের দিকে মার্কস ও এঙ্গেলস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, আর তাঁরা ইয়োরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটলে বাইরে থেকে আক্রমণের বিপদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশও করেছেন। লেনিন এইভাবে ধারণাটার ওপর জোর দিয়েছিলেন: "এঙ্গেলস তাঁর কাউটস্কির কাছে লেখা ১৮৮২ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন যে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের পক্ষে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করা সম্ভব। তাঁর মনে যে কথাটা ছিল সেটা হ'ল অন্যদেশের বুর্জোয়াদের আক্রমণের হাত থেকে প্রলেটারীয়েটদের সুরক্ষা"। (৭৮) এঙ্গেলসের ঐ চিঠিতে এই লাইনগুলোও ছিল: "একটা জিনিসই কেবল নিশ্চিত, বিজয়ী প্রলেটারীয়েট কোন বিদেশী রাষ্ট্রের ওপর নিজের বিজয়কে পতনের মুখে ঠেলে না দিয়ে কোন মঙ্গল জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। যেটা অবশ্য কোন ক্রমেই সবরকমের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে বাতিল করে না।"

তাই, মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনায় বিপ্লবী প্রক্রিয়ার এমন একটি স্তরের ইঙ্গিত ছিল যখন অগ্রগামী দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী হ'য়ে, তখনও নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় বাধ্য হ'য়ে সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকবে এবং নিজের অধিকারের জন্য ভবিষ্যতে ইতিহাসের গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা নতুন তত্ত্ব সূত্রায়িত করতে গিয়ে লেনিন এই তথ্যের প্রতি মনোনিবিষ্ট করেন যে মার্কস ও এঙ্গেলস এ রকম সম্ভাবনার কথা মেনে নিয়েছেন। পুঁজিবাদ অন্তিম অবস্থায়

---

৭৮। ভি, আই, লেনিন, কলেকটেড ওয়ার্কস, ২৩ খণ্ড, পৃ ৭৯

এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের শর্ত খুবই বদলে গিয়েছে এমন একটা নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মার্কসের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বকে আরও বিকশিত করার দরকার ছিল। লেনিনই এই বিরাট কাজের বোঝাটি কাঁধে নিয়েছিলেম।

## মার্কস ও আমাদের কাল

একথা বলা খুবই সঠিক যে মহান ব্যক্তিদের জীবনে জন্ম আর মৃত্যুর দুটো তারিখ থাকে না—থাকে একটাই—জন্মের তারিখ। যেখানে তিনি অনেক বছর কাটিয়েছিলেন সেই জার্মান প্রাদেশিক শহর ট্রায়ার থেকে মার্কস যখন বিদায় নিতে উদ্যত হচ্ছিলেন সে সময় ফ্রান্সের লিয়ঁর তাঁতীরা তাদের ঝাণ্ডা তুলে ধরেছিল যার ওপর এই শপথ উৎকীর্ণ ছিল ঃ "কাজ করে বাঁচো, লড়াই করে মর।" মার্কস ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উদ্ভূত প্রবণতাকে চমৎকারভাবে চিনতে পারেন। আজকে, তাঁর জন্মের ১৫০ বছরেরও অধিক পরে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে মার্কস ইতিহাসে এখনও জীবিত কারণ, এক অর্থে যাতে তিনি বিরাট অবদান রেখেছেন, যে অবদানটিকে আজকের বিকাশের পরিচালক প্রবণতা ও প্রধান শক্তি থেকে পৃথক করা যায় না সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিনি মিশে গেছেন। সামাজিক জীবনের বিকাশ, তার ভিত্তি এবং মূল উপাদানের ওপর মার্কস একটা মতবাদ তৈরী করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদ মানবজাতির জীবনে ক্ষণকালস্থায়ী একটি সামাজিক রূপ। তারপর থেকে সামাজিক বিকাশের মতবাদ এবং মানবসমাজের নিয়তি সম্বন্ধে উত্থিত প্রশ্নের ভবিষ্যৎ দুনিয়ার প্রকৃতি এবং ভবিষ্যতের দিকে যে পথ চলে গিয়েছে তার যে উত্তর মার্কস দিয়েছেন তার ওপর নির্ভর না করে কোন নতুন সমস্যাতে হাত দেওয়া যায় না। লেনিনের বিরাট সাফল্য এটা যে মার্কসের মতবাদ থেকে শুরু করে তিনি নতুন সমস্যা সমাধানের পথ বের করেছিলেন আর "নতুন যুগের" জন্য "নতুন

সংগীতের' প্রয়োজন এই অজুহাত তুলে যে বুর্জোয়া মতবাদ ও তত্ত্ব একে অপসারিত করার নানা প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মার্কসবাদ নিজের ভিত্তিতেই বাড়তে পেরেছিল এবং বাড়তেই হোতো এটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

১

যখন প্রকৃতির বিজ্ঞানের ওপর ছাপ রেখে বিকাশের ধারণাটি বিজয়ী পদযাত্রা শুরু করেছিল এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন ভবিষ্যৎ খুলে গিয়েছিল, ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে মার্কসবাদের আবির্ভাব। সেই সময় সামাজিক চিন্তা পেছনে পড়েছিল। ঐ পর্বে, বিশেষ করে মানুষের প্রকৃতি বিজয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলা ও লেখা হচ্ছিল, বাষ্পের যুগ সম্বন্ধে অনেক কথা এবং বিদ্যুত-যুগ সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হ'চ্ছিল। কিন্তু বেশীরভাগ তাত্ত্বিকই বিশ্বাস করতেন যে পুঁজিবাদ চিরস্থায়ী একটা সামাজিক রূপ সেটাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়ভাবে এবং নিরবচ্ছিনতার সঙ্গে নতুন অন্তর্বস্তু দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। পরিণামে, সমাজ ও প্রকৃতির ঐক্যের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক একটি সমাজরূপ হিসাবে পুঁজিবাদকে স্থাপন করা হ'য়েছে। অবশ্য, তখনও মানুষের মনে ন্যায়সঙ্গত সমাজের ধারণা ছিল কিন্তু কেউই জানতো না কিভাবে সেখানে পৌঁছনো যাবে।

প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যে সামাজিক বোধের শর্তাধীন এটাই শুধু মার্কস দেখাননি। তিনি প্রমাণও করেছিলেন যে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক সম্পর্কগুলির এমন অসীম সম্ভাবনা নেই যে সেগুলো বিজ্ঞানের সাফল্যগুলিকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে উৎপাদন শক্তিতে পরিণত করতে পারে। মার্কসের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার এটা যে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের একটা সীমা আছে যেটা একটা নির্দিষ্ট স্তরে মানব শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় এবং পরিণামে মানব মনের সৃজনশীল ক্ষমতার ওপরেও।

আজকাল অনেকেই দাবী করছেন যে মার্কসের এই চমৎকার সিদ্ধান্তটি নাকি পুরনো হ'য়ে গেছে। যুদ্ধের পর থেকে বুর্জোয়া ইয়োরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদের "বিরোধহীন বিকাশের" প্রশংসা করা তত্ত্বটা খুবই ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল। তাদের দাবী অনুযায়ী, যেটা নাকি পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সেই স্বাস্থ্যপ্রদ ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত ক'রে সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শীরা মার্কসের তত্ত্বকে সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে আক্রমণ করেছে। শোধনবাদীরাও বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের অনুসরণ করেছে। এই ঐকতানে এখন চিড় ধরেছে বিশেষত মুদ্রাসংকটের বিষয়ে। এখন এটা আরও বেশী সুস্পষ্ট হ'চ্ছে যে পুঁজিবাদের আওতায় অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অর্থ শেষপর্যন্ত মৌলিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ এবং প্রকোপ-বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয় যেটা মার্কস সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত অধিকার ভোগের মধ্যে বৈরিতা বলে আবিষ্কার করে-ছিলেন। যে একচেটিয়া পুঁজির রাষ্ট্র সমস্ত পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে তার পক্ষে মুনাফার একটা অংশকে সামাজিক হের ফের ঘটানোর জন্য নিপুণভাবে চালান দেওয়া ও কাজে লাগানোর মত অবস্থা রয়েছে। কিন্তু এটা নিজেদের মধ্যে নতুন দ্বন্দ্ব, এবং রাজ-নৈতিক সংকট সৃষ্টি ক'রে, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির জোরালো সংগ্রাম পরিচালনার এবং শ্রমিকশ্রেণী ঘনীভূত শ্রেণীসংগ্রাম চালানোর সুবিধা সৃষ্টি ক'রে ক্ষমতার জন্য একচেটিয়াদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত বাড়িয়ে দেবার দিকে ঝোঁকে। এই হ'লো ঘটনা।

অবশ্য, এমনকি আজকেও কেউ কেউ মার্কসের "সংশোধন" করার ওপর জোর দিচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে নতুন যন্ত্র আবিষ্কারে তাঁরা আনন্দে আটখানা আর দেশে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব চলেছে তার সম্বন্ধে তারস্বরে চীৎকার করছেন। আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধার দ্বারা সুসজ্জিত সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাত্মক পরিণামকে এই সব লোকেরা না দেখার ভান করে। প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষের ছিনিয়ে নেওয়া এমন একটা সাফল্যও নেই বলে মনে হয় যেটাকে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা

মানুষকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করেনি। যুদ্ধ শান্তির সময়ে রাজনীতির একটা ধারাবাহিকতা এবং পরিণামে যারা তাদের নীতিকে যুদ্ধের দিকে ঘুরিয়ে দেয় তারা ধ্বংসের শক্তি দিয়ে এবং মানুষের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ও সামাজিক জ ীবনকে বিষাক্ত করে দেয়। যার দুরারোগ্য ব্যাধিগুলিকে মার্কস অপ্রতিরোধ্য প্রত্যয়ের দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছিলেন সেই সমাজব্যবস্থা যখন প্রধান উৎপ.দক শক্তি শ্রমিকশ্রেণীকে ধ্বংস করার ফিকির খোঁজে তখন কি সেটা সৃজনশীল সামাজিক কর্মক্ষমতাকে পূর্ণ সুযোগ দিতে পারে ?

এখনকার ঘটনার মধ্যে আরেকটা বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে, শতাব্দীর প্রারম্ভে একচেটিয়া পুঁজি নতুন উদ্ভাবনগুলিকে লুকিয়ে রাখতে পারতো এখন আর তা পাবে না কারণ সে জানে যে এই উদ্ভাবনগুলি শীঘ্রই সমাজতন্ত্রের শিল্পশক্তিকে গড়ে তোলবার কাজে লাগবে। প্রথমতঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নে মানব কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র উৎপাদনেও বিরাট ঘনীভূত সংগ্রাম চালানো হ'চ্ছে। সমাজতন্ত্র আক্রমণমুখী। একচেটিয়া পুঁজি চঞ্চল : তার আর বিশ্বব্যাপী একচেটিয়া কারবার নেই এবং প্রতিদিন তার শত্রু সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবিলা করতে হ'চ্ছে। এটা বিশ্বের বিকাশের চিত্রটির মধ্যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে কিন্তু পুঁজিবাদের স্বভাব পরিবর্তনে কিছুই করছে না, যারা মার্কসবাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেই শোধনবাদীরা যাই বলুক না কেন। প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে, তার জয় এবং সাফল্যের দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদ দেখিয়ে দিচ্ছে যে এটা এমন একটা সমাজব্যবস্থা যেটা শ্রমজীবী মানুষের জন্য সমাজের উৎপাদন শক্তিকে উচ্চমাত্রায় তুলে ধরবার সীমাহীন সম্ভাবনা উপস্থিত করেছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রশ্নে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্টানুযায়ী লেনিন লিখেছিলেন : "মনগড়া বা উদ্ভাবিত একটি "নতুন" সমাজ অর্থে মার্কসের মধ্যে কোন কল্পনাবাদের চিহ্ন নেই। না, তিনি নতুন সমাজের অনুসন্ধান করেছেন পুরনোর মধ্যে, আর উত্তরণের রূপটাকে

শেষোক্ত থেকে পূর্বোক্তটাতে, একটা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসাবে। তিনি ব্যাপক প্রলেটারীয় আন্দোলনের প্রকৃত অভিজ্ঞতা-গুলিকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তা থেকে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন।" (৭৯) এখানেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিরাট শক্তি নিহিত রয়েছে যেটা আজকে নতুন সমাজ গঠনে কয়েক দশকের অর্জিত তথ্যসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে যা ছাড়া আধুনিক দুনিয়াকে কল্পনা করা যায় না। মার্কসের উপস্থাপিত এবং সৃজনশীলভাবে লেনিনের দ্বারা সম্প্রসারিত মূল প্রতিজ্ঞাটি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সামাজিক প্রগতির অকাট্য নিয়ম হ'য়ে উঠেছে।

তার পরেও, লেনিন বলেছেন যে "যাকে বলা যায় কমিউনিজমের অর্থনৈতিক পরিপক্কতা তার একটা বিশ্লেষণ মার্কস দিয়েছেন।" (৮০) আগের উত্তরণকালীন রূপ থেকে পূর্ণ পরিমাপের সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং কমিউনিজমের নির্মাণ—কমিউনিজমের অর্থনৈতিক পরিপক্কতার এই সমস্যা লক্ষ লক্ষ মানুষের সামাজিক প্রয়োগের সমস্যা হ'য়ে পড়েছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের তত্ত্ব সূত্রায়িত করতে গিয়ে উৎপাদনের বিশ্লেষণের দিকে, যৌথ সম্পদের সৃষ্টি ও বহু গুণ বৃদ্ধির সমস্যার দিকে চলে গিয়েছিলেন। মার্কসের বিরোধী কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীদের পরবর্তী কালের অনুগামী যাদের মার্কস বলতেন "সরল অসংস্কৃত সমাজতন্ত্রী" তাঁরা জোর দিতেন বণ্টনের ওপর এবং নৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন কিন্তু উৎপাদনের ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করতেন। কমিউ-নিজমের অর্থনৈতিক পরিপক্কতার স্তর সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাঁদের ছিল না আর এমনকি বিকাশ এবং নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপক্কতার কথা বিবেচনাও করেননি। কার্যতঃ নতুন সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ এমন একটি মতবাদ যেটা প্রকৃতি

---

৭৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৫ খণ্ড, পৃ ৪২৫
৮০। ঐ, পৃ ৪৭১

ও সমাজ, মানুষের দ্বারা প্রকৃতির শক্তির নতুন চরিত্র সম্বন্ধীয় মতবাদ, যেটা কেবল সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করেই লাভ করা যাবে।

প্রকৃতির বিরাট শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানোর প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের সামনে কখনও এমন বিরাট ভবিষ্যৎ আসেনি এবং পুরনো বিন্যাসও এমন ভয়াবহ ও বিকৃতি সৃষ্টিকারী প্রভাব ফেলেনি যেমন পুঁজিবাদ এখন ফেলছে। আজকে সমাজতান্ত্রিক দেশের বাইরে অনেক মানুষ এককালের পূতশব্দ "জ্ঞান" এবং "বিজ্ঞান" কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীতির দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এটাই হলো পুঁজিবাদীদের কলকাঠি নাড়ার পরিণাম। আজকে, সমাজের দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে নীতির নির্দ্ধারণে জরুরী এবং নির্দিষ্ট প্রশ্ন হয়ে পড়েছে।

২

সমাজ বিকাশের মূল সমস্যার সমাধানের পথ ছকে নিয়ে মার্কসবাদ সর্বপ্রথম মানবসম্বন্ধীয় বিজ্ঞানকে একটি দৃঢ় বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিও দিয়েছে। মার্কস প্রমাণ করেছিলেন যে সামাজিক বন্ধনের বাইরে কোন মানুষ নেই। মানুষের বিষয় গবেষণা করতে হ'লে তার সামাজিক প্রকৃতিটাই আরম্ভস্থল। ব্যক্তির বিকাশের জন্য মার্কস-বাদের দাবী হ'ল, পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতি, সমস্ত রকম সামাজিক পীড়নের অবসান এবং শোষণমুক্ত সৃজনশীল শ্রমের ভিত্তিতে নতুন সমাজ বন্ধনের সৃষ্টি। উন্নতিসাধক সামাজিক বন্ধন ছাড়া মানুষের মন অনিবার্য্যভাবেই একঘেয়ে, আর মানুষের আত্মিক জীবন পুষ্টিহীন হ'য়ে পড়ে। এসবই এখন আদর্শ যাকে কেবল পুরনো দুনিয়ায় ফড়িশী * ও মিথ্যাবাদীরাই আক্রমণ করে থাকে। সে যাই হোক, মার্কসবাদের বিরোধীরা ইদানীং কোন যুক্তি তর্কের ধার না ধরে এ রকম দাবী উপস্থিত করার অভ্যাস করে ফেলেছে যে মার্কস

*প্রাচীন ইহুদী ধর্মীয় গোষ্ঠী। এরা ধর্মীয় পুস্তকে লেখা আইনকে কঠোরভাবে পালনের দাবী করতো (এখানে পুরাতন পন্থী পণ্ডিত)

এবং তাঁর অনুগামীরা "মানুষকে ভুলে গেছে।" বাস্তবিকই, কিছু তাত্ত্বিক ঘোষণা করেছেন যে মার্কসবাদকে "মানবিক" করার জন্য তার সঙ্গে নৃ-বিজ্ঞানকে জুড়ে দেওয়া উচিত।

এগুলো পুরাতন সঙ্গীতেরই নতুন ব্যাখ্যা। দীর্ঘদিন ধরে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সমাজকে ব্যক্তি নিয়ে গড়া একটা বিশৃঙ্খল জট বলে উপস্থিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মার্কসবাদ লেনিনবাদ এটা প্রতিষ্ঠা করেছে যে আদিম সমাজের অন্ত্র থেকে সমাজ উদ্ভূত হবার পর সেটা শ্রেণীবিভক্ত হ'য়ে গিয়েছিল যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এর সামাজিক কাঠামো। আমাদের কালে, বিচ্ছিন্ন, "শ্রেণীসম্পর্কহীন" কোন ব্যক্তিই নেই। সামাজিক বিকাশ, বৈরী শ্রেণীগুলির সংগ্রাম, শোষণ ও পীড়নের অবসান এবং বৈরী শ্রেণীগুলির অবসানের দিকে নিয়ে যায়। এই চরম সামাজিক পরিবর্তনে মার্কসের জীবদ্দশায় নৈরাজ্যবাদী বাকুনিনের ঘোষণানুযায়ী কোন অর্থেই সমাজ ভেঙে-চুরে ব্যক্তিতে পর্যবসিত হয় না; বরং বিপরীতভাবে, শোষণ-বর্জিত সামাজিক বন্ধন প্রত্যেকটি ব্যক্তির বিকাশের জন্য আর বেশী প্রয়োজনীয় হ'য়ে ওঠে। সমাজ বন্ধন থেকে ব্যক্তির "মুক্তির" এবং কার্যতঃ সামাজিক কর্তব্য থেকে রেহাই দেবার দাবী সাংঘাতিক-ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। এই ধরণের "সামাজিক ভারশূন্যতায়" মানুষ তার নিজের ব্যক্তিত্বের ধারণাকেই হারিয়ে ফেলে। এর ফলে ব্যক্তি-চেতনার মারাত্মক আধোগতি হবে এবং মানব কর্মকাণ্ডের পেছনে সামাজিক উদ্দেশ্যের গোটা গঠনতন্ত্রটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

বাস্তবিকই, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মানুষের বিকাশ এবং স্বার্থের আলোকেই সামাজিক সম্পর্ককে বিবেচনা ও মূল্যায়ন করে। সেই উদ্দেশ্যে সে মানব বিজ্ঞানের বিরাট একটা সাফল্য, মানব সামর্থ্য ও মানব প্রয়োজনের ধারণাকে প্রচলিত করেছে। প্রয়োজন সামর্থ্য ছাড়া ব্যক্তিত্বের কোন প্রকাশ, তার এবং সমাজের মধ্যে বা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরীণ কাঠামো অথবা ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন বন্ধন

ঘটে না। মানব জাতির ইতিহাসের মতই, ব্যক্তির ইতিহাসও মানব প্রয়োজন ও সামর্থ্যের ইতিহাস। মানুষের "জ্ঞান" প্রত্যয়টি ইতিহাসের একটা বিশ্লেষণ করলে এর সত্যতার সাক্ষ্য মেলে। বুর্জোয়াদের মিথ্যাটাকে ঝেড়ে ফেললে "ব্যক্তির মুক্তির দাবী" কেবলমাত্র সুসঙ্গত চাহিদার সন্তোষবিধান ও বিকাশ আর তার সামর্থ্যের প্রয়োগ ছাড়া আর কোন প্রকৃত অন্তঃসার নেই। যে ব্যক্তিকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা নিরন্তর সামাজিকের বিপরীতে রাখে বাস্তবে দেখা যায় যে সে সামাজিকের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ।

যে সমাজ বিন্যাস মানুষের সামর্থ্যের সীমাহীন বিকাশের এবং শ্রমে তার প্রয়োগের এবং তার প্রয়োজনের সন্তোষ বিধানের সুযোগ দেবে তার প্রয়োজনকে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম প্রমাণিত করেছে।

শোষণকারী সমাজ—বিশেষতঃ পুঁজিবাদ এই সামর্থ্য ও প্রয়োজনকে নির্মমভাবে বিকৃত করে। মুখোস ধারণের জন্য বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা একটা মজাদার তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছে যে পুঁজিবাদ "সকলের সমান সুযোগ দানের" সমাজ। ওদের দাবী পুঁজিবাদ প্রত্যেককে কোটিপতি হওয়ার, "সোনার পাত্রে খাওয়ার" অধিকার দেয়। প্রকৃত পক্ষে যাদের ক্ষমতা আছে তারাই এই অধিকার পেতে পারে।

এটা তর্কাতীত সত্য যে সমাজতন্ত্র এমন একটা সমাজ যেখানে মানুষের সামাজিক ইজ্জত পুঁজির ওপর নির্ভরশীল নয় বরং নির্ভর করে সামর্থ্য ও কাজের ওপর। ইতিহাসের বিকাশের সাথে সাথে মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে মেটানো যাবে না; ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্কও মানব সামর্থ্যের বিকাশে প্রকাণ্ড বাধা গড়ে তোলে। সমাজতন্ত্রেরই প্রয়োজন মানুষ আর মানবজাতির বিকাশ।

৩

মার্কাস, এঙ্গেলস ও লেনিন একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন যেটা বলে যে মানুষ সামাজিক পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে

পারে—এটা একটা সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব। সমাজ জীবনে কেমন করে গভীর পরিবর্তন আসে? ঐ প্রশ্ন নিয়ে সমাজ চিন্তকরা অনেকদিন ধরে ভেবেছেন। অনেকে ভেবেছিলেন সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে ইচ্ছা, ধারণা ও ব্রহ্ম। প্রায়ই "মহান ব্যক্তিদের" এবং অভিজাত বর্গের মানুষকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হোতো।

সমাজ বিকাশের পরিপক্ক প্রয়োজনের জ্ঞানকে ভিত্তি কবে মানুষ যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় মানুষের সচেতন কর্মকাণ্ড যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে মার্কসবাদ-লেনিনবাদই সর্বপ্রথম তার গুরুত্ব দেখিয়ে দেয়। যখন শ্রমিকের দিকে তাকিয়ে দেখা হয়, যখন ইতিহাসের সত্যিকারের স্থপতি শ্রমজীবী মানুষকে জড়িত করা হয় তখনই এই কর্মকাণ্ড সত্যিকারের কার্যকরী হয়।

যে নারোদনিক তত্ত্ব দাবী করে যে "সমালোচক মনের অধিকারী ব্যক্তি", মার্কসের মতবাদকে সমর্থন দিতে ও সম্প্রসারিত করতে গিয়ে লেনিন তাদের ঐ তত্ত্বকে খণ্ডন করেন। যে সমাজ পুঁজিবাদী স্তরে পৌঁছেছে সে সমাজে যে পর্যন্ত না সমাজবিকাশের বৃহত্তম শক্তি শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামে যোগ না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন "অনন্যসাধারণ ব্যক্তি"রা ইতিহাসের চাকা ঘোরাতে পারে না। এমনকি আজও প্রগতিশীলতার কিছু দাবীদার মার্কস যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তাকে অস্বীকার করে। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যখন বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে এবং যখন তারা শ্রমিকশ্রেণীর জয়ের জন্য তাদের জ্ঞানকে নিয়োজিত করে তখনই বুদ্ধিজীবীরা যে বিপ্লবী হ'য়ে ওঠে এই সত্যকে যিনি অস্বীকার করেন সেই মার্কিউসকেও আমরা এদের মধ্যে দেখতে পাই। "বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েট যে সমাজের দুটি নির্ণায়ক শক্তি, আর তাদের মধ্যেকার সংগ্রাম যে আমাদের কালের প্রধান সংগ্রাম", (৮১) ১৮৪৮ সালেই মার্কস ও এঙ্গেলসের সূত্রায়িত এই ধারণাকে মেনে

---

৮১। কে, মার্কস এণ্ড এফ্ এঙ্গেলস, ওয়েকে', ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২৪ ভারলাগ, বার্লিন ১৯৬৯

নিয়েই কেবল সমাজ প্রগতির শক্তি যে কোন পরিস্থিতিতে জয় লাভ করতে পারে। এক শতাব্দীরও আগে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা নতুন পরিস্থিতিতে চলছে। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে সংগ্রামই আমাদের কালের প্রধান সংগ্রাম যারা এই ধারণাকে বাতিল করে তারা বিপ্লবী সংগ্রামে তাল হারিয়ে ফেলে।

অন্য তাত্ত্বিকরা বলেন যে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনই প্রধান এমনকি বিশ্বের একমাত্র বিপ্লবী শক্তি। তারা এতে যোগদানকারী বুদ্ধিজীবীদেরই প্রধানত এবং অংশতঃ কৃষকদের — "গ্রাম দুনিয়াকে" উচ্চ প্রশংসা করে থাকেন—কিন্তু এখনকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির, প্রথমত সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্জিত জ্ঞান থেকে অনেক অভিজ্ঞতা ধার নিয়ে বেড়ে উঠছে এবং জাতীয় মুক্তির এবং সামাজিক মুক্তির কর্তব্যের মোকাবিলা করছে এ তথ্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যে এই সব দেশের সহায়তা ভোগ করেছে এবং নতুন সমাজের সাফল্যমণ্ডিত নির্মাণকার্যের মধ্যে যে প্রবল বিপ্লবী তরঙ্গ প্রকাশিত হচ্ছে সেটা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর আক্রমণমুখী থেকে আমাদের কালের অন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে যে সাহায্য দিচ্ছে সে কথাটা তারা ভুলে যায়।

মার্কস বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়াকে পশ্চিম ইয়োরোপের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের মধ্যে আবদ্ধ একটি একমাত্রিক ঘটনা বলে গণ্য করেছিলেন দাবী করে বুর্জোয়া মতাদর্শীদের মধ্যে কমিউনিষ্ট বিরোধীরা এবং কিছু শোধনবাদী বিপ্লবী সংগ্রামের পথের বিষয় নিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এর ভিত্তিতে তারা বলছে মার্কসের বিপ্লবের মডেল চলবে না। আসলে, বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার তত্ত্ব সূত্রায়িত করতে গিয়ে মার্কস অনিবার্যভাবেই ইয়োরোপে বিপ্লবী জয়লাভে ইয়োরোপীয় প্রলেটারিয়েটদের সংগ্রামের পক্ষে অন্যান্য দেশের বিপ্লবী শক্তির সমর্থনকে যুক্ত করেছিলেন। মার্কস এটাকে "কঠিন প্রশ্ন" বলেছিলেন এবং অনেক

বছর ধরে এঙ্গেলসের সঙ্গে কাজ করে একটা তাত্বিক উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁরা প্রাচ্যের দেশগুলির এবং ভারতে গণআন্দোলন আর বিশেষত রাশিয়ার বিপ্লবী সংগ্রাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে যে সব দেশে জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষক তাদের কৃষক যুদ্ধের একটি দ্বিতীয় সংস্করণের মত কিছুর প্রয়োজন সম্বন্ধে মার্কসের চমৎকার ধারণাটির কথা মনে করা যেতে পারে; লেনিন শ্রমিক ও শ্রমজীবী কৃষকের মৈত্রী সম্বন্ধে তাঁর সুসংহত মতবাদে পরে একটা সৃজনশীল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

প্রায় ১৮৭০-এর দশক নাগাদ বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার দুটি ধারা সম্বন্ধে মার্কস প্রমাণসহ একটা বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গড়ে তুলেছিলেনঃ পশ্চিমের প্রলেটারিয় আন্দোলন এবং রাশিয়ার বর্ধনশীল কৃষক বিপ্লব আর দুটি ধারার ফলদায়ী পারস্পরিক ক্রিয়া। মার্কস রাশিয়ার ওপর গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং এর বিপ্লবী শক্তি সম্বন্ধে খুবই সস্নেহ এবং সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি ও এঙ্গেলস রাশিয়াতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ওপর ঘনিষ্ঠ নজর রেখেছিলেন, সে দেশের উদ্ভবশীল এবং দ্রুত বর্ধিষ্ণু প্রলেটারিয়েটের ওপর গুরুত্ব দিয়ে।

বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রাচ্যের দেশগুলির বিপ্লবের প্রশ্নটা বিকাশের ঐ পর্বে কঠিন প্রশ্ন ছিল। পরের পর্বে লেনিন এই সমস্যাটা চমৎকারভাবে সমাধান করেছিলেন কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস এই গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক নিয়মটি সূত্রায়িত করেছিলেনঃ প্রযুক্তিগত ও অর্থনীতিগত অর্থে যদি কোন দেশ অনগ্রসর হয় তবে সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা পথকে সংক্ষিপ্ত করতে তাদের দেখতে হবে "কেমন করে সেটা হয়"।

অতীতে, বুর্জোয়া বিপ্লবীরা ও কল্পনাবাদীরা বিপ্লবকে কেবলমাত্র পুরনো ব্যবস্থাকে ভাঙ্গার উপায় হিসাবে দেখেছিলেন। মার্কস একে অসম্ভব ঘোষণা করলেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতানুসারে

বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া অনিবার্যভাবেই নতুন সমাজের নির্মাণকেও অন্তর্ভুক্ত করে, আর এই সমাজের সাফল্যজনক নির্মাণ বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে উত্তেজিত করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের দ্বারা ও জয়ের দ্বারা সৃষ্ট মানব জাতির জীবনে নতুন ও মহান ঘটনার সঙ্গে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই ঘটনাগুলি গোটা বিশ্বপরি-স্থিতি ও ইতিহাসের গোটা গতিপথকে পাল্টে দিয়েছে। বর্তমান কালের বিপ্লবী প্রক্রিয়ার তিনটি ধারাই পুরনো পৃথিবীকে, ক্ষয়িষ্ণু শোষণ ও নিপীড়ন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং নতুন ধরনের সামাজিক জীবনকে সৃষ্টি করার জন্য শক্তি জুগিয়ে চলেছে। এখানে, লেনিন যেমন জোর দিয়ে বলেছিলেন বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রধান প্রবণতাটি বিষয়গতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রকাশিত—যারা পুঁজির ক্ষমতার সমস্ত কুৎসিৎ প্রকাশের বিরুদ্ধে অটল যোদ্ধা।

মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন সমাজ প্রগতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তকেও আবিষ্কার করেছিলেন: যদি শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হয় এবং জিততে হয় তা হ'লে তাকে অবশ্যই সংগঠিত হ'তে হবে। অতীতে ক্রীতদাসরা বা ভূমিদাসরা তাদের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কোন রাজনৈতিক দল তৈরী করতে পারে নি। অতীতে সচেতন উপাদানগুলির সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গাতে কোন বড় ভূমিকা পালন করতে পারে নি। এর উচ্চতম রূপে এই সংগঠনকে শ্রমিক-শ্রেণী ও তার অনুগামী সামাজিক শক্তি: কৃষক, বুদ্ধিজীবী এবং অপ্রলেতারিয় অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে নেতৃত্বদানে সক্ষম একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত করতে হবে। এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "চূড়ান্ত দিনটিতে বিজয় লাভে প্রলেটারিয়েটকে যথেষ্ট শক্তিশালী হ'তে অবশ্যই—মার্কস এবং আমি ১৮৪৭ সাল থেকে যেটা নিয়ে তর্কাতর্কি করছি—তাদের বিরোধী অন্যান্য সকলের চেয়ে অন্য ধরণের একটা পৃথক

পার্টি—একটা শ্রেণী সচেতন পার্টি গঠন করতে হবে।" (৮২) সংগ্রামের নতুন পরিস্থিতিতে মার্কসের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মতবাদকে লেনিন সৃজনশীলভাবে বাড়িয়েছিলেন। জনগণের পক্ষে উচ্চতম মাত্রায় চেতনা প্রদর্শন এই ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়া অসম্ভব আর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ওপর তাদের প্রভাবটা স্বতঃস্ফূর্ততার বেশী কিছু হবে না। সামাজিক কর্মশক্তির প্রয়োগ এবং সামাজিক পরিবর্তনের মার্কসীয়-লেনিনবাদী মতবাদের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির ধারণাটি কেন্দ্রীয়। অক্টোবর বিপ্লবের সাথে বিশ্বে বিরাট সামাজিক পরিবর্তন, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণই সাধারণ প্রবণতা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা, তার কাঠামো এবং কর্মকাণ্ডের কাঠামো, আমাদের কালের জীবন্ত প্রশ্ন গড়ে তুলেছে। যারা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ—দুটো শিবিরের মধ্যে দোদুল্যমান, যারা ইতস্ততঃ করছে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা এর ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। মার্কস এবং লেনিনের পতাকার প্রতি অনুগত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি যে একটা বিরাট ঐতিহাসিক শক্তিতে পরিণত হ'য়েছে, আর শ্রমজীবী মানুষ যারা এই ধরনের পার্টি স্থাপন করেছে, যাদের অনুগামীরা সংগঠিত, যারা তাদের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, একটা বিরাট শক্তি গড়ে তুলেছে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি সম্বন্ধীয় মতবাদের উপর কমিউনিষ্ট বিরোধীদের আক্রমণ এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে।

সামাজিক মুক্তির বিরাট প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড এবং তাদের গোটা সংগ্রামকে প্রভাবিত ক'রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা গৃহীত হ'চ্ছে। নতুন অবস্থা সাম্রাজ্যবাদকে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বিকৃতিসাধন করার জন্য হিংস্রতম আক্রমণ চালাতে হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে, সে সমাজতন্ত্রের সত্যিকারের নীতিগুলির ওপর কালিমা লেপন করে পুঁজিবাদের গায়ে "সমাজতান্ত্রিক" তকমা আঁটতে প্রস্তুত। একই উদ্দেশ্যে

৮২। কে, মার্কস এণ্ড এফ এঙ্গেলস, সিলেকটেড করেসপনডেন্স, পৃ ৪৯২

বুর্জোয়া প্রচার সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে মিথ্যা এবং বিকৃত ধারণা, নানারকম তত্ত্ব প্রচার করছে। এই তত্ত্ব অনুসারে উৎপাদন উপায়ের মধ্যে সামাজিক সম্পত্তি—সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে একটা "বিরোধহীন" দো আঁশলা সমাজ পাবার জন্যে বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে, যেন ব্যাপারটা সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর বিকাশের আঙ্গিক নিয়মের পরিবর্তে কয়েকটা ঘনককে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়ার মত ঘটনা।

যে ব্যক্তিত্ববাদ শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক বন্ধনকে ভেঙে দেয় আর যেটা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ ও অভ্যাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তার প্রচারের উপরই প্রতিক্রিয়াশীলরা গুরুত্ব দেয়। সমষ্টি-বাদের ধারণাটি আক্রান্ত হচ্ছে, যদিও এই ধারণাটি মানবজাতির সামাজিক মুক্তির পাশাপাশি চলে আসছিল।

জনগণের চেতনার ক্রমবর্দ্ধমান ভূমিকা এবং বিবাদের প্রবণতাগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা অগ্রসরমান বিপ্লবী সংগ্রামের বিষয়গত সঞ্চিত শক্তিকে দেখতে পাওয়ায় জনগণের সামর্থ্য এবং এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর দ্বারা ঐতিহাসিক বিকাশের বর্তমান স্তরটি বৈশিষ্ট্যময়। বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন আরও বেশী করে অপ্রাসঙ্গিক হ'য়ে উঠছে এবং এই সত্য সম্বন্ধে ক্রমবর্দ্ধমান উপলব্ধি আসছে যে যারা হাতড়ে হাতড়ে সামনে এগোবার চেষ্টা করছে তাদের পরাজয় নিশ্চিত।

বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে অদম্য সংগ্রাম একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন আর প্রগতির পথকে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের আত্মপ্রতারণা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধোঁকাবাজী থেকে উদ্ভূত মোহের কুয়াশা থেকে মুক্ত রাখার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

মার্কসবাদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের বর্তমান রণকৌশলগত লাইনের কথা বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে মার্কসবাদের বিস্তারে ভীত হ'য়ে বুর্জোয়া মতাদর্শীরা মার্কসবাদকে প্রধানতঃ একটা ব্যবস্থা হিসাবে আক্রমণ চালাচ্ছে। মানুষের মনে মার্কস-

স্বাদের নানা ধারণা যে ঢুকে প'ড়েছে তার বিরুদ্ধে তারা কিছু করতে পারে না আর তারা ভয় করে যে এই ধারণাগুলি বিন্যস্ত ধারণা হিসাবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে যে কারণে মার্কসবাদ-লেনিন-বাদকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলা এবং আজকের দিনে মার্কসবাদ বুর্জোয়া মতাদর্শের কঠিন আবরণে ঢাকা একটা জোড়াতালি মারা জিনিস হিসাবে থাকতে পারে এটা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করার লক্ষ্য নিয়ে তারা চলছে। সেইজন্যেই একটা সুসংহত ব্যবস্থা হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জন্য লড়াই নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। কোন বুর্জোয়া ধারণাকে "বিজ্ঞানের শেষ কথা" বলে উপস্থাপিত করে বুর্জোয়া মতাদর্শীরা আগের চেয়ে বেশী করে চালাকি খেলে। এই প্রসঙ্গে মার্কসবাদীরা ঝটিকাবহুল বিকাশের গতিপথে, নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টিকারী দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক পটের পরিবর্তনের মধ্যে চায় যে মার্কসবাদই বিজ্ঞানের সত্যিকারের শেষকথাটা বলুক।

সমস্ত মানবজাতি, সমাজতন্ত্র নির্মাণকারী জনগণ, শ্রমিকশ্রেণী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জড়িত অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ভেসে যাওয়া দেশগুলি, সবাই মহান অক্টোবর বিপ্লবের দিকে, একটা বিরাট দেশের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের দিকে তাকিয়ে আছে যেটা সেই শক্তি ছাড়া ভাবাই যেতো না যে শক্তি অনুপ্রাণিত করেছে এবং জনগণের সামাজিক শক্তিকে সংগঠিত করেছে—সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টিই সেই শক্তি। সমস্ত জনগণ সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর জোরালো অগ্রগতি দেখছে। এটাই আজকের প্রগতির বৈশিষ্ট্যময় দিক।

মার্কস গুরুতর স্বার্থের ঐক্য এবং বিশ্বের পরিমাপে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য আবিষ্কার করেছিলেন যেটা "সমস্ত দেশের শ্রমিক এক হও" আওয়াজটির মধ্যে প্রকাশিত হ'য়েছে। যখন তিনি শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার এবং চেতনাবৃদ্ধির প্রশ্নটির মোকাবিলা করেছিলেন তখন ঐটাই তাঁর আরম্ভ করার বিষয় ছিল। প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিকতা

—মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতি—পরবর্তীকালে নানাভাবে আক্রান্ত হ'চ্ছিল। কিন্তু এই নীতি বেঁচে আছে কারণ এটা জীবন থেকে উদ্ভূত হ'য়েছিল এবং এর প্রবণতাগুলোকে প্রকাশ করছিল। অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীর অনেক কর্তব্য থাকে যাকে জাতীয় সীমানার চৌহদ্দির মধ্যে পুরো করতে হয়। এই কর্তব্যের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং সেগুলোর জটিল আকার বেড়ে উঠছে। কমিউনিষ্টরা দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা জাতির সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত ঐতিহ্যকেই প্রকাশ করে থাকে আর সেগুলোকে জীবন্ত রাখার চেষ্টা করে। কমিউনিষ্ট পার্টিগুলো বাইরে থেকে আমদানী এবং তারা জাতীয় জীবনের দ্বারা সৃষ্ট নয়, বুর্জোয়া অপপ্রচারের এই পুরনো কায়দা আর কেউই গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে না। যে প্রক্রিয়ায় কমিউনিষ্টরা জাতীয় উন্নতির মূল উপাদান হয়ে উঠছে সেটা গভীরতর হ'য়েছে। এটা সামাজিক প্রগতিতে নিঃসন্দেহেই একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু সেটা বর্তমানকালের বিশ্ব-বিকাশের একটি দিক।

আরেকটি দিক হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তব্যদুটি নিয়মিতরূপে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। জাতীয় সীমার চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এমন কোন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই নেই। কোন একটি দেশের ঘটমান ঐতিহাসিক ঘটনা নানাভাবেই অন্যদেশের স্বার্থকে প্রভাবিত করে। ঘটনাটা এই যা সেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে ঘটে এবং কতকটা তার ওপর নির্ভর করে। যাঁরা জাতীয় ধ্যান-ধারণার প্রচার করে আরম্ভ করেছিলেন সেইসব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতারা বিশ্বপ্রক্রিয়ার এই বিষয়গত প্রবণতাটিকে এখন অনুধাবন করতে পারছেন। আজকে তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য প্রগতিশীল শক্তিগুলির সংহতির গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন। কোন একটি অঞ্চলের এমনকি কোন একটি মহাদেশের পরিমাপে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সংহতি যে ঐ সব শক্তির ব্যাপক আন্তর্জাতিক সংহতির

স্থান নিতে পারে না আর এটা যে সামাজিক প্রগতির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনা অনেকে ইতিমধ্যেই বুঝতে শুরু করেছেন।

কমিউনিষ্টরা বিশ্ব বিকাশে এই প্রবণতার একনিষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁরা স্বদেশের জাতীয় কর্তব্যের সমাধানে বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তির দায়িত্ব বিষয়ে অবহিত আছেন। নানারকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি বেড়ে চলেছে। আন্ত-র্জাতিক ব্যাপারে কমিউনিষ্টদের পৃথক জাতীয় অংশগুলির মধ্যে এ নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যথায়, জাতীয় চৌহদ্দির মধ্যে তাদের কর্তব্যকর্ম পূর্ণ করা কঠিন, বাস্তবতঃ অসম্ভব।

বুর্জোয়া প্রচারকরা বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণার জন্য সুবিদিত এবং দাবী করে থাকেন যে প্রগতিশীল শক্তির সামনে উপস্থিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তব্য মিলে মিশে যায় না; তারা ওদের জাতীয় চৌহদ্দির মধ্যে তাকানোর জন্য আন্তর্জাতিক সংহতি ভুলে যাবার জন্য উস্কানী দেয় যেটা নাকি তাদের দাবী অনুসারে হতাবশিষ্ট। তারা ইচ্ছে করেই বিশ্বকমিউনিষ্ট আন্দোলনের এককেন্দ্রিক নেতৃত্বের প্রশ্নটিকে, আন্তর্জাতিক সংহতির প্রশ্নটিকে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে আন্দোলনের ঐক্যের প্রশ্নটিকে গুলিয়ে দেয়। এটা সুস্পষ্ট যে আজকে একটিমাত্র কেন্দ্রে থেকে বিশ্ব-কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে পরিচালনা করা আর সম্ভব নয়। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সংহতি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে আন্দোলনের ঐক্য ও সংহতি একালের দাবী। ভবিষ্যৎ এই ঐক্যেরই।

মার্কস যেটাকে উপস্থিত করেছিলেন এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ দিয়েছিলেন সেই প্রলেটারীয় আন্তর্জাতিক নীতি মার্কসবাদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেইজন্যই সাংগঠনিক ও শিক্ষার কাজ সর্বদা অধ্যবসায়ের সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া দরকার।

নানারকম অসুবিধার কথা জল্পনা-কল্পনা করে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের শত্রুরা এই নীতিটিকে অকেজো করে দেবার জন্য অনেক দিন ধরে এবং বারবার চেষ্টা চালাচ্ছে। জাতীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে একটা বিষয়গত ঐতিহাসিক প্রবণতার এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা হিসাবে একে গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করে এবং দাবী করে যে নীতিটা কৃত্রিম যেটা কখনই বাস্তবায়িত হবে না। কিন্তু কোন কৌশল বা ধোঁকার দ্বারা সমাজবিকাশের ঐতিহাসিক প্রবণতাকে ধ্বংস করা যায় না, কারণ এই প্রবণতা সমর্থিত হচ্ছে পার্টি ও শ্রেণীর দ্বারা, শ্রমজীবী শ্রেণীর সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের জন্য সংগ্রাম দ্বারা।

যৌবনে, তাঁর বাস্তব বৈপ্লবিক কাজকর্ম শুরু করার শুরুতে মার্কস জোর দিয়ে বলেছিলেন যে শুধু কমিউনিষ্ট ধ্যান-ধারণাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ব্যবস্থাকে ধ্বংস কবতে পারে না। তিনি বলেছিলেন "আসল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করার জন্য কমিউনিষ্টদের সংগ্রাম করা জরুরী।" এ বিষয় তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে "ইতিহাস সে দিকেই যাবে।" (৮৩) আমাদের কালে কমিউনিষ্টদের সংগ্রাম বাড়ছে এবং গোটা ভূমণ্ডলকে আলিঙ্গন করতে চলেছে। মার্কসের উত্তোলিত পতাকা লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রহণ করেছে।

---

৮৩। কে, মার্কস, ১৮৪৪-এর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি, পৃ ১০৮

# দ্বিতীয় অধ্যায়

---

## মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

## আধুনিক যুগে সামাজিক প্রগতির তত্ত্ব

---

# প্রথম পরিচ্ছেদ

## নূতন যুগে সমাজ ভাবনা

> বিপ্লবী সৃজনশীল প্রতিভা এবং জনগণের বিপ্লবী উদ্যোগ এবং, অবশ্যই, যারা অন্য কোন শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগকে আবিষ্কার করতে এবং লাভ করতে পারে তার দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতিসহ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত সংযম নিয়ে বাস্তব ঘটনার এবং বিবর্তনের বিষয়গত গতিপথের বিশ্লেষণে মার্কসবাদ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের সঙ্গে তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক। (ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পৃ ৩৬)

আজকে মানবজাতির আত্মিক বিকাশের একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল এই যে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ পূর্বাপেক্ষা গভীরভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নকে উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের, প্রকৃতির শক্তি ব্যবহারের, সামাজিক সম্পর্কের বিকাশের এবং মানুষের শিক্ষার মোকাবিলা করতে দেখছে। জনগণ এই কর্তব্য সম্বন্ধে যত বেশী অবহিত হবে ততই ঐতিহাসিক বিকাশের, তাদের নিজেদের কর্ম-কাণ্ডের এবং ভবিষ্যতের সংগ্রামের লক্ষ্য সুস্পষ্ট হবে। আমাদের কালের মতাদর্শগত বিষয় নিয়ে বলতে গেলে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে, আমাদের বহুরূপী শত্রুরা সোভিয়েট জনগণের নিজেদের

মহান কর্তব্যগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য তারা যে পরিশ্রম করছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে সব রকমে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করছে।

যখন সমাজ ভূমিদাসপ্রথার শৃঙ্খল ঝেড়ে ফেলছিল, আধুনিক ইতিহাসের সেই প্রত্যুষে, তাকে কতকগুলি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল, যেটা সে সময়ে কারো পক্ষেই সমাধান করা সম্ভব ছিল না। অনেক শতাব্দী পরে যার উত্তর এসেছিল ভবিষ্যতে মানুষের সেই বিরাট সম্ভাবনার আভাস মাত্র উত্তরগুলি থেকে বোঝা গিয়েছিল।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুদীর্ঘ সংগ্রামে মধ্যযুগের শেষভাগে প্রশ্ন উঠলো পদার্থের ধর্ম বদলানো যায় কিনা এবং তাদের মধ্যে দরকার অনুযায়ী নতুন ধর্ম আরোপ করা যায় কিনা? মানুষ আগুনের বিরাট ক্ষমতার কথা জানতো, তারা ঢালাই শিখলো আর তাদের মনে হ'লো বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণে গুণের পরিবর্তন ঘটে। আলকেমীবিদ্‌রা তাদের পরীক্ষানল নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে কৃত্রিম উপায়ে সোনা বানানোর আশায় দিন রাত্রি কাটিয়ে দিত। তারা একটা অলৌকিক ঘটনার আশা করত কিন্তু সেটা বিজ্ঞান ও তার নিয়ম থেকে অনেক দূর অস্ত। তারা বিশ্বাস করত যে সবকিছু মিলে যেটা করতে হবে সেটা হ'লো একটা আলৌকিক ক্ষমতা বিশিষ্ট "দার্শনিকের পাথর" খুঁজে বের করা যেটা সোনা তৈরী সম্ভব করবে। সে সময় কিছু কিনতে বা বেচতে সোনাই সামর্থ্য দিত কারণ স্বর্ণতৃষ্ণা ইতিমধ্যেই বিজয়ীর পদক্ষেপে ভয়াবহরূপে এগিয়ে যাচ্ছিল। আলকেমীবিদ্‌দের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে জ্বলন্ত কয়লার মতই লোভ জ্বলজ্বল করছিল এবং জ্বলে উঠছিল মানুষের মনে।

কিন্তু ১৬শ শতাব্দীর ইংরেজ মানবতাবাদী টমাস মূরের মত একজন তেজস্বী মনমুক্ত মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, দারিদ্র্য এবং নিপীড়নহীন একটা দূরদেশস্থ সুখী দ্বীপের গল্প বানালেন। তিনি জোরালো ব্যঙ্গের সাহায্যে বললেন যে সেখানে তারা সোনা দিয়ে

মলপত্র বানাতো। এটা এমন একটা দুনিয়ার কথা বললো যেখানে টাকা পয়সার কোন ক্ষমতা ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-সৃষ্ট কুৎসিৎ লোভ থেকে সমাজকে উদ্ধার করার প্রশ্নটা ঐখানেই উঠেছিল। কিন্তু ঐ সময়ে সমাজব্যবস্থার একটা বুনিয়াদী পরিবর্তনের স্বপ্ন পদার্থের ধর্ম পরিবর্তনের মতই ভাসাভাসা ছিল।

সেই সময় আরেকটি বলিষ্ঠ স্বপ্নের কথা বলেছিলেন ১৬শ—১৭শ শতাব্দীর চেক্ শিক্ষাবিদ্ জান আমোস কোম্‌নেস্কি, যিনি দাবী করেছিলেন যে মানুষের নিজেরই গুণ পরিবর্তন করা সম্ভব। তিনি দুর্নীতির সমস্ত চিহ্ন অবলুপ্ত করে মানুষের একটা সাধারণ উৎকর্ষতা সাধনের সম্ভাবনার বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। সেটাও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুটা অনুমানসাধ্য কাজ ছিল। পরে বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা প্রশ্নটা আলোচনা করতে গিয়ে ভ্রমাত্মক বিচারের আবর্তে পড়লো: ওরা যুক্তি দিল, মানব স্বভাবকে বদলাতে হলে "পরিবেশ"কে বদলাতে হবে, কিন্তু পরিবেশকে বদলাতে হ'লে মানুষকে বদলাতে হবে।

মানুষের "দার্শনিকের পাথর" খোঁজার প্রচেষ্টা পরিত্যাগের কথা আর প্রকৃতিবিজ্ঞান সৃষ্টির এবং তারপর সমাজবিকাশের বিজ্ঞানে এবং সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের বিজ্ঞান সৃষ্টির দিকে যাবার কথা আধুনিক ইতিহাস আমাদের বলেছে। তিনটি স্বপ্ন মিলে মিশে একটি হলো: মানুষের স্বার্থে প্রকৃতিকে বদলানো, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থেই সামাজিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন আর তার ওপর শোষক সমাজের আঘাতে সৃষ্ট নৈতিক ও মানসিক ক্ষত যেমন যেমন আরোগ্য লাভ করবে খোদ মানুষটাকেই বদলে দেওয়া। তাত্ত্বিক প্রমাণ দাখিল করে আর সেটাকে রূপায়িত করার বাস্তব পথের নির্দেশ দিয়ে একটি দর্শনের উদ্ভব হ'ল যাতে তিনটি কর্তব্যকে একত্রে আনা হ'য়েছিল। যতদিন মজুরি-দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে ততদিন মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবে না, এটা মার্কসবাদ প্রমাণ করেছে। যখন সে এমন একটা

সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করবে যেখানে সভ্যজাতির কাছে নরখাদকতন্ত্র যেমন বর্বরতা, শোষণটাও তেমনি বর্বরতা হ'য়ে উঠবে তখনই সে এর প্রভু হ'য়ে উঠতে পারে। সমাজের ইতিহাসে, বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে এবং মানুষের নিজের বিকাশের ইতিহাসে একটি নব যুগের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে মানুষ নিজে বদলে যাবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক এবং সমাজের মধ্যে নৈতিক অগ্রগতি নিয়ে গড়ে ওঠা প্রগতির বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের এটাই সূত্রপাত।

শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষও জানতে পারলো ইতিহাসের উপস্থাপিত সমস্যাগুলি মানবজাতি কেমন ক'রে সমাধান করবে।

উত্তরটা লেনিন সূত্রায়িত করেছিলেন এই কয়েকটি লাইনে: "অনেক শতাব্দী ধরে, এমনকি অনেক হাজার বছর ধরে মানুষ 'এক ঘায়ে' সমস্ত ও সকল ধরনের শোষণের অবসান ঘটাতে চেয়েছে। যতদিন না সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ শোষিতরা যে পথে স্বাভাবিকভাবেই সমাজ বিবর্তিত হ'য়ে চলেছিল সেই দিকে পুঁজিবাদী সমাজকে বদলে দেবার জন্য একটা নিরবচ্ছিন্ন, জোরালো এবং সুসংহত সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হ'তে শুরু করেছিল ততদিন এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। যখন মার্কসের বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদ পরিবর্তনের আগ্রহের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকে যুক্ত করেছিল তখনি সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাজতন্ত্রী সংগ্রামে পরিণত হ'ল। শ্রেণীসংগ্রামের বাইরে সমাজতন্ত্র একটা কথার কথা না হলেও বালখিল্য স্বপ্ন।" (১)

তাই, মার্কসবাদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ বিজ্ঞান হ'য়ে উঠলো কারণ যে দিকে সমাজ নিজেই বিকশিত হচ্ছিল সেদিকেই পুঁজিবাদী সমাজকে বদলে দেবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের

---

১। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ ৪৪৩

সঙ্গে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে এটা যুক্ত করলো। মার্কসবাদ দেখিয়ে দিয়েছে যে সমাজের প্রগতিশীল পরিবর্তনে সমস্যার কোন সমাধান অনিবার্যভাবেই অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যেকার সম্পর্কের সমাধানকেই বোঝায় অর্থাৎ যারা দুনিয়াকে বদলাবে সেই জনগণের আচরণ ও কার্যকলাপের একটা সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয়।

সমাজের বুনিয়াদী পুনর্বিন্যাসের জন্য দরকার সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন যেটা পুঁজির ক্ষমতা জোগান দেয় তাকে মৌলিকভাবে পরিবর্তিত করে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল। পরিণামে, প্রগতির পথ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট চিত্রটি পাওয়ার এবং সেই বরাবর সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কেবলমাত্র নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেকার ক্রমবর্দ্ধমান সংঘাতের সঠিক বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয় অধিকন্তু সমাজবিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে সামাজিক শ্রেণীগুলির বিন্যাস সহ রাজনীতির গোটা ক্ষেত্রের বিশ্লেষণও দরকার। বিপ্লব ও যুদ্ধের মধ্যে সম্পর্ক, কখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আকার নেবে এবং কখন শান্তিপূর্ণ রূপ নেবে তাও ঠিক করা দরকার ছিল। এগুলি মানবজাতির প্রগতিশীল বিকাশের প্রশ্ন ছিল আর তার উত্তর জুগিয়ে ছিল লেনিনবাদ।

প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংঘাতের গতিপথে যে সমস্ত দেশে পুঁজিবাদ বিকাশের উচ্চস্তরে পৌঁছেছে সেই সমস্ত দেশ ও সেখানকার মানুষ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস এটা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু যেসব মানুষ এখনও নানাভাবে সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ তারা কোন পথে যাবে?

প্রশ্নটির উত্তরের সঙ্গে মানবজাতির বৃহত্তম অংশের ভাগ্য জড়িত এবং সেটাও লেনিনবাদ জুগিয়ে দিয়েছে। একটা উচ্চতর বিকাশ-যুক্ত, শ্রেণী সচেতন, সুসংগঠিত, শ্রমজীবী মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে নিয়ে যেতে সক্ষম শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল কিন্তু মোটের ওপর নানারকম সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলে বদ্ধ

আর যার শিল্পকেন্দ্রগুলো ছড়ানো ছেটানো ক্ষুদ্র কৃষিখামারের বিরাট সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ ছাড়া আর কিছুই নয় এমন একটি দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অনুশীলন করেই উত্তরটা পাওয়া গিয়েছিল। সেই দেশটা ছিল রাশিয়া আর সেখানকার শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লেনিন ও বলশেভিক পার্টি। গোটা মানবজাতির প্রগতিশীল বিকাশের মধ্যে থেকে, বিকশিত শ্রমিক শ্রেণী সহ অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ এবং প্রযুক্তি এবং আর্থনীতিক বিকাশে পশ্চাদ্‌পদ কৃষক অধ্যুষিত দেশ থেকে উদ্ভূত প্রশ্নের জবাব পেতে রাশিয়ার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাই সাহায্য করেছে। প্রগতির তত্ত্ব, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার তত্ত্ব এবং বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার তত্ত্বকে একটি মাত্র তত্ত্বে মিশিয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

যার সঙ্গে সামাজিক বিকাশের সমস্ত দিকের সম্পর্ক রয়েছে তার মূল প্রশ্নটা ছিল সারা পৃথিবীর মানুষকে জড়িয়ে বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার গতিপথ এবং স্তর নিয়ে। পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবীরা বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র অভ্যুত্থান দ্বারা বিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক ঘটনার মালা হিসাবে। মার্কস ও এঙ্গেলস এই ধারণাকে বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে অনেকগুলি অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ উদ্ভূত হ'য়েছিল একচেটিয়া পুঁজিবাদের পূর্বেকার পুঁজিবাদ থেকে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে, যখন পুঁজিবাদের অসমান বিকাশ নিবিড়তর হ'য়ে উঠলো তখন একটিমাত্র দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গোড়াতে জয়যুক্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল আর অগ্রসর সকল পুঁজিবাদী দেশে একই সঙ্গে তার বিজয়ের সম্ভাবনা লুপ্ত হ'য়ে গেল। সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে যেসমস্ত শক্তি লড়াই করছিল তাদের মধ্যে একটা নতুন বন্দোবস্ত উদ্ভূত হোল। সেই দেশে শ্রমিকশ্রেণী সহজেই জয়লাভ করতে পারে যেখানে বুর্জোয়াদের পক্ষে শ্রমিকদের ওপরের অংশকে ভ্রষ্টাচারে ডুবিয়ে দেওয়ার সুযোগ সামান্যই থাকে। এই শতাব্দীর গোড়ায় রাশিয়া ছিল

ঠিক এমনি একটি দেশ এবং যে ঐতিহাসিক সম্ভাবনা সে উপস্থিত করেছিল তা অবিষ্কার করেছিলেন এবং পুরোপুরি ব্যবহার করেছিলেন লেনিন ও বলশেভিক পার্টি যাঁরা সমস্ত মানবজাতিকেই পথ দেখিয়েছিলেন।

প্রগতির আর একটা সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল এই যে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর একাংশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করে বেরিয়ে যাবার পর মানবজাতি কিভাবে অগ্রসর হবে। ঐতিহাসিক বিকাশের গতিপথে লেনিনবাদকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'য়েছিল। অকাট্য সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে পৃথিবীর একাংশে যে সামাজিক সম্পত্তির ব্যবস্থার উদ্ভব হ'য়েছে তারই ভাগ্য, বিকাশ এবং সংহত হওয়ার সঙ্গে মানবজাতির ও বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার ভাগ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কেমন করে সমাজতন্ত্রকে বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত করা যাবে? তারপর থেকে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন্ পথে বিকশিত হবে এবং বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার ওপর তার কি প্রভাব পড়বে—এই প্রশ্নের উত্তর ছাড়া মানবজাতির অগ্রগতির পথ আলোকিত করার মত প্রগতির কোন আধুনিক তত্ত্ব সম্ভব নয়। গোটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পক্ষে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুত্বকে খাটো করে দেখার জন্য বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শীরা সব রকমে চেষ্টা করেছে। হাতে কলমেই দেখা গিয়েছে যে বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শিল্পোন্নত দেশসহ বিশ্ব বিকাশের গতিপথে নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কেউ কেউ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করতে চাইতে পারে। এখন একই সঙ্গে সব দেশগুলির পক্ষে দ্বিতীয় স্তর, কমিউনিজমে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব এই অজুহাত তুলে তারা প্রস্তাব দিচ্ছে যে কোথাও যদি এটা পরিপক্কও হ'য়ে থাকে তবুও উত্তরণকে ঠেকিয়ে রাখা হোক। আজকে প্রগতির অর্থ দ্বিমুখী, একথা না বুঝে তারা গভীরতা আর প্রসারের বৈপরীত্য দেখাচ্ছে যাতে সমাজতন্ত্র প্রসারিত না হ'য়ে বিলম্বিত হয়। এই হচ্ছে

আধুনিক প্রগতির সূত্র।

কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতি প্রগতির একটা মূল সমাধান। প্রথমত, সমস্ত সমাজের এবং ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগানোর সমস্যা, অন্য কথায়, যে সমস্যা কমিউনিজমের বাস্তব এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তি নির্মাণের সঙ্গে জড়িত। যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে মানবজাতি চলেছে তার দিক নির্ণয় করার সঙ্গে সঙ্গে এটাই আর্থনীতিক প্রগতির মূল সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়ত, শহর ও গ্রামের মধ্যে, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে একটি শ্রেণীহীন সমাজে কমিউনিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক বিকশিত করার সমস্যা রয়েছে। এটা কমিউনিষ্ট সামাজিক স্বায়ত্তশাসনের রাস্তা তৈরী করে যেটা নাকি রাষ্ট্রক্ষমতার স্থান গ্রহণ করে। এটাই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতির সমস্যার সমাধান করে। তৃতীয় সমস্যা রয়েছে নতুন মানুষকে শিক্ষিত করা নিয়ে অর্থাৎ বৌদ্ধিক ও নৈতিক প্রগতির সমস্যা নিয়ে। প্রগতির বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের ওপর অন্তিম পর্যায়ের কারুকার্য করার ব্যাপারে সাহায্য করে কমিউনিজমের নির্মাণ সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের মূল স্তর। এটা ছাড়া মানবজাতি আর অগ্রসর হ'তে পারে না, কারণ যে পর্বে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণ খুব সচেতন ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে তার কাছে নতি স্বীকার করে অন্ধকারে হাতড়ে চলার পর্ব শেষ হ'য়ে যাচ্ছে।

পরের কিছু পরিচ্ছেদে আমি এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব যেগুলো আধুনিক চিন্তা উপস্থিত করেছে এবং সমাধান করেছে।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## নূতন যুগে সামাজিক চিন্তা

সামাজিক চিন্তার বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং এর গতি পরিবর্তন করার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসকে সমাজবিকাশের বস্তুবাদী মতবাদ সৃষ্টির জন্য বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভুত করতে হয়েছিল এবং এর জন্য মানব কর্মকাণ্ডের মূল ক্ষেত্র, উৎপাদনেব ওপর পুরোদস্তুব গবেষণা চালানার দরকার হ'য়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালে নতুন যুগে সামাজিক চিন্তাকে বিকশিত করার জন্য লেনিনকেও মার্কসবাদেব তিনটি উপাদান ঃ দর্শন, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ওপর মনঃসংযোগ করতে হ'য়েছিল।

ব্যক্তিগত অধিকারের উপস্থিতি সত্ত্বেও পুঁজিবাদের মধ্যেই সে উৎপাদন ক্রমশঃ বেশী করে সামাজিক হ'য়ে উঠছিল এরকম ইঙ্গিত দিয়ে নতুন প্রবণতা দেখা দিল। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা "শ্রমশিল্পের অন্ধকার দিকগুলির" অবদমন "সংগঠিত পুঁজিবাদের যুগের" আবির্ভাব নিয়ে, সমস্যার সমাধান, শ্রেণী সংগ্রাম মিলিয়ে যাওয়া নিয়ে তারঃস্বরে চীৎকার করছিলেন। আসলে পুঁজিবাদ যে মুমূর্ষু এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এগিয়ে আসছিল এটা তারই লক্ষণ। অবশ্য, প্রগতিশীল মানবজাতির, শ্রমিকশ্রেণীর ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের নতুন যুগের আর ঐতিহাসিক বিকাশের পথের এবং নিপীড়িত শ্রেণীর দ্বারা বিপ্লবী কার্যকলাপের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য তৈরী হ'য়েছিল। তাদের হাতিয়ার ছিল মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ। কিন্তু যুগের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রসহ মার্কসবাদকে বিকশিত করার প্রয়োজন ছিল। যিনি

সামাজিক চিন্তানায়ক হিসাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের অনুগমন করেছেন সেই লেনিনের দ্বারাই এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পূর্ণ হ'য়েছিল।

পুঁজিবাদী বিকাশের গবেষণায় লেনিন মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতাদেরই কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং যেদিকে পুঁজিবাদী সমাজ নিজেই বিকশিত হচ্ছিল সেই অভিমুখেই তার পরিবর্তন সাধনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তাও দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পুঁজিবাদের বিকাশে নতুন স্তর—সাম্রাজ্যবাবের বিশ্লেষণ করে লেনিন দেখালেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ আসন্ন এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের অগ্রদূত হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ়পণ বিপ্লবী সংগ্রাম চালানোর মুহূর্তটি সমাগত। এই বিপ্লবী সংগ্রাম ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিষয়গত নিয়মের ভিত্তিতেই রয়েছে এবং যে পথে পুঁজিবাদ নিজেই বিকশিত হচ্ছে সেই অভিমুখেই চলেছে।

সাম্রাজ্যেবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিয়ে লেনিন লিখলেন ঃ "ফলটা হ'ল উৎপাদনের বিরাট সামাজিকীকরণ, বিশেষতঃ, প্রযুক্তির উদ্ভাবনপ্রক্রিয়া এবং উৎকর্ষসাধন সামাজিক হয়ে পড়েছে।" (২)

ব্যাঙ্ক ও শিল্পপুঁজির সংযুক্তি, ফিনান্স পুঁজির গঠন উৎপাদনের সামাজিকীকরণ এবং পৃথক পৃথক উদ্যোগ ও উৎপাদনের শাখার মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধনের উন্নয়ন ঘটায়। পুঁজিবাদের মার্কসীয় বিশ্লেষণ থেকে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের অন্তিম পর্যায়ের গবেষণা করে লেনিন এই বিশ্লেষণকে যুক্তিসিদ্ধ পরিণতিতে টেনে নিয়ে যান।

তিনি লিখলেন ঃ "উৎপাদন সামাজিক হয়েছে কিন্তু ভোগদখল ব্যক্তিগতই রয়ে গেছে। সামাজিক উৎপাদন উপায়গুলি কয়েকজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে রয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত অবাধ প্রতিযোগিতার সাধারণ কাঠামোটা আছে আর বাদবাকি জনসংখ্যার ওপরে কিছু সংখ্যক একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের চাপানো

---

২। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ২২ খণ্ড, পৃ ২০৫

জোয়াল শতগুণ ভারী হ'য়ে উঠেছে, আরও গুরুভার এবং অসহনীয়।" (৩) একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামকে অগ্রসর করে, একটিমাত্র তরঙ্গে পুঁজিবাদী দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যাকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে এবং আমাদের কালের মূল সমস্যার মোকাবিলা ক'রে বিশ্বকমিউনিষ্ট আন্দোলন লেনিনের এই সিদ্ধান্ত থেকেই আরম্ভ করে।

সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়াতে বুর্জোয়ারা যে তাদের স্থান হারিয়ে ফেলেছে, তারাও যে আরও বেশী পরাশ্রয়ী হ'য়ে পড়ছে, উৎপাদনের বিকাশে তাদের যে আর প্রয়োজন নেই, আর বাস্তবে তাদের অস্তিত্বই যে সামাজিক প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর এটাই লেনিন দেখিয়েছিলেন।

পুঁজিবাদের মধ্যে পরিবর্তন এবং পুঁজির কেন্দ্রীভবনকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কিছু তাত্ত্বিক দেখতে পাননি এবং তাঁরা বলে যেতেই লাগলেন যে ১৮৬০-এর দশকের পর পুঁজিবাদের আর কোন পরিবর্তন হয় নি। পুঁজিবাদের চরিত্র বদলে, "সংগঠিত" এবং "প্রায় সমাজতন্ত্র" বনে গিয়ে বুর্জোয়া সমাজের ইতিহাসে একটা সম্পূর্ণ নতুন স্তর এসে গেছে বলে অন্যেরা দাবী করলেন।

সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের শেষস্তর, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল হিসাবে দেখিয়ে সামাজিক চিন্তার পথ প্রশস্ত করার জন্য লেনিনকে প্রভূত প্রচেষ্টা চালাতে হ'য়েছিল। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির পক্ষে নিজেদের সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হতে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে পরিপক্ক হ'য়ে উঠেছে এটা অনুধাবন করতে লেনিনের লেখা সাহায্য করেছে।

তারপরেও, শুধু অর্থনীতিতেই নয় অধিকন্তু পুঁজিবাদী সমাজের ভাবসৌধের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল তার বিশ্লেষণ করা দরকার হ'য়ে পড়েছিল। ২০শ শতাব্দীতে বুর্জোয়া রাষ্ট্র নাকি বুনিয়াদী

---

৩। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ২২ খণ্ড, পৃ ২০৫

সামাজিক পরিবর্তনের সুযোগ খুলে দিয়েছিল বলে ঐ সময়ের কিছু সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ক্ষতিকর মত জাহির করছিল এবং সেই অজুহাতে প্রলেটারিয় একনায়ত্বের আওয়াজকে শিকেয় তুলে রাখতে হবে বলে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। অন্যদিকে রাষ্ট্রের মুল্যায়নে নৈরাজ্যবাদী প্রবণতার পুনরুত্থান হচ্ছিল: কেউ কেউ বলছিল যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে কিন্তু তারা বলতে ভুলে গিয়েছিল যে একটা নতুন রাষ্ট্র, প্রলেতারিয় একনায়ত্বকে তার জায়গায় বসাতে হবে। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ভাবসৌধকে বিশ্লেষণ করেন এবং জঙ্গীবাদের ক্রমবর্ধমান বিপদ, শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে হামলা এবং আগাগোড়া প্রতিক্রিয়ার বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেন। সমাজের বুনিয়াদী পরিবর্তন আনার এবং মানবজাতির অগ্রগতিকে এগিয়ে দেবার জন্য প্রলেটারিয় একনায়কত্বের প্রয়োজনের গভীর প্রমাণ হাজির করে তিনি রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় মতবাদকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করেন।

ভাবসৌধের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন হ'য়েছিল, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শে এবং কিছু সমাজতন্ত্রী তাত্ত্বিক একে প্রগতিশীল বলে গণ্য করার এবং সামাজিক চিন্তাকে নাকি এগিয়ে দিচ্ছে বলে মনে করার দিকে ঝুঁকেছিল। কেউ কেউ বিষয়গত উৎসকে না বোঝার চেষ্টা করে বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তায় নতুন প্রবণতাকে সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দেয়। সাম্রাজ্যবাদের পর্বে চালু ভাববাদী মতামতকে লেনিন চরম প্রতিক্রিয়াশীল বলে দেখিয়ে দেন এবং ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস, মরমীবাদ এবং ধর্মের সঙ্গে এই মতামতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে উন্মুক্ত করে দেখান। যে ভাববাদী মতামতের প্রভাবে বহু বিজ্ঞানী হোঁচট খেয়ে পরে অন্ধবিশ্বাসের পঙ্কে গড়িয়ে পড়েছিলেন যেখানে বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থ তাদের থেকে যেতে উৎসাহিত করেছিল সেইখানে বিজ্ঞানের বিকাশের বাস্তব অসুবিধাটা লেনিন এই সঙ্গে দেখিয়ে দেন।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই কেবল বিজ্ঞানকে সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে এবং বাড়াতে পারে এই ধারণাটিকে লেনিনই এগিয়ে দেন।

যে যুগে খেটে-খাওয়া-মানুষরা "বিপ্লবের এই বীজগণিতের" অভাব বোধ করছিল সেই যুগে লেনিনের প্রতিভা মার্কসীয় দর্শনকে সমৃদ্ধ করলো ও বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতাবাদকে আরও বিকশিত করে তুললো।

তাই, লেনিন একটা নতুন পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির একটা নতুন রণকৌশল ও রণনীতি রাখলেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর আর্থনীতিক-রাজনীতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রধান লাইন নির্ণয় করলেন।

লেনিনের মহত্ত্ব এই ঘটনাতে পাওয়া যায় যে তিনি এবং শ্রমিক শ্রেণীর অনুসরণকারীদের মধ্যে তাঁর অনুগামীরা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে প্রলেটারিয়েট এবং শ্রমজীবী মানুষকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম মার্কসবাদী পার্টিগুলিকে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সঠিক মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন কারণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু করার ও শোষণকারী সমাজকে ধ্বংস করার মুহূর্ত এসে গিয়েছিল। জনগণের দ্বারা বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রমাণ দেখিয়ে, সামাজিক চিন্তা ও সামাজিক বিকাশের তত্ত্বে পার্টি সম্পর্কীয় মতবাদটি একটা বিরাট সাফল্য। ইতিহাসের সেই মোড় ঘোরার পর্বে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় যাদের ভূমিকা বেড়ে গিয়েছিল সেই শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য সমস্ত জনগণের চেতনা, ইচ্ছা এবং সংগঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছিল। নূতন ধরণের পার্টি প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের বিষয়গত চাহিদার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

বলশেভিকবাদের সাংগঠনিক নীতির সূত্রায়ণ এবং কেমন করে পার্টির বিন্যাস হবে তার ধারণাকে সম্প্রসারিত করা বিপ্লবী তত্ত্বের আরও বিকাশ এবং প্রয়োগে তার সবচেয়ে কার্যকারিতার জন্য মৌল পূর্বশর্ত সৃষ্টিকে সূচিত করেছিল। বিপ্লবী কাজের বদলে বিপ্লবী

বাগাড়ম্বরকে বাতিল করে দিয়ে শুরু থেকেই পার্টি কার্যকলাপের একটা মূলনীতি ছিল তার শিক্ষামূলক ও সাংগঠনিক কাজের ঐক্য, উচ্চতম মতাদর্শগত সচেতনতা ও সর্বোচ্চ দক্ষতার ঐক্য। পার্টির মতাদর্শগত কাজ ব্যাপক ঐতিহাসিক সংগ্রামের নতুন সুযোগ এনে দেয় যেটাকে অবশ্যই বিপ্লবী উদ্দেশ্যের স্বার্থে যথাসাধ্য কার্যকারিতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। পার্টির সাংগঠনিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা। অগ্রগামী অংশকে সংগঠিত না করে, জনগণের মধ্যে কর্মরত অগ্রগামী অংশকে একত্রে সমাবেশ না করে অর্থাৎ একটা নতুন ধরণের পার্টি—শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি স্থাপন না করে ইতিহাস শ্রমিকশ্রেণীর সামনে যে কর্তব্য উপস্থিত করেছে তা পূর্ণ করার আর কোন পথ নেই।

প্রলেটারিয়েটদের অগ্রগামী অংশকে, গোটা শ্রেণীকে সংগঠিত করতে সক্ষম, অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী মানুষকে নেতৃত্ব দিতে পারে তেমন পার্টিকে রূপদান করার প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর এই যুগে সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের এবং তার বুনিয়াদী পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেছিল। মার্কসবাদ যে সমাজতন্ত্রবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্তব্য ঘোষণা করেছিল নতুন ধরণের পার্টি স্থাপনে তা পূর্ণ হয়েছিল যেটা জনগণের সংগ্রামের মধ্যেকার অভিজ্ঞতাগুলিকে সারসংক্ষেপ করে বিপ্লবী তত্ত্বকে সমৃদ্ধ ক'রে এবং বিকশিত ক'রে তাত্ত্বিক, বিপ্লবী কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে। সেই সঙ্গে, এই নতুন ধরনের পার্টি জনগণের উদ্যোগকে অনুপ্রেরণা দেবার জন্য, তাদের উন্নত অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করতে সাহায্য করার জন্য শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী সংগ্রামে দৃষ্টান্তের শক্তিকে সঞ্চিত, বিস্তৃত ও বর্দ্ধিত করার জন্য এবং নতুন সমাজ গঠনের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী সাংগঠনিক রূপ। লেনিন ও তাঁর অনুগামীরাই এই ধারণাটির সপক্ষে প্রমাণ রেখেছিলেন ও বাস্তবায়িত করেছিলেন। তারপর থেকেই প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান এবং সামাজিক চিন্তার বিকাশ মার্কসবাদী পার্টিগুলির তাত্ত্বিক ও বাস্তব কাজকর্মের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ হ'য়ে গেছে।

## বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের ওপর লেনিনের কাজ

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটি মহৎ বিজ্ঞান কারণ পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণে বিরাট বিপ্লবী পরিবর্তনের যুগে মানুষ কেমন করে ইতিহাস তৈরী করে এ তা ব্যাখ্যা করেছে। তার চেয়েও বড় কথা, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব মানুষকে এই আশ্চর্য যুগে ইতিহাস সৃষ্টি করতে সমাজ বিকাশের নিয়মকে প্রয়োগ করতে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ব্যবহার করতে শেখায়। বিশাল সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে উদ্দীপনা জোগানো মৌল শর্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে এবং পার্টির নীতিকে বোঝা। ২০শ শতাব্দী একটি এমন সময় যখন মানবজাতির পরমাণুর গল্পকথায় কথিত শক্তিকে আয়ত্ত করেছে। কিন্তু তার চেয়েও এ যুগে উল্লেখযোগ্য শ্রমজীবী মানুষের দুনিয়া পরিবর্তনকারী প্রচণ্ড সামাজিক আবিষ্কার ও প্রকাশ। লক্ষ লক্ষ মানুষের বিপ্লবী শক্তির জাগরণের সঙ্গে মানবজাতির নিয়তির পক্ষে আর কোন ঘটনাই তুলনীয় নয়। আগুন, বাষ্প, বিদ্যুৎ এবং পরমাণুর শক্তির আবিষ্কার সবই মানুষের প্রকৃতি বিজয়ে বিরাট স্তর কিন্তু শ্রমিক জনগণের মধ্যে সুপ্ত শক্তির প্রকাশ ছাড়া এবং উৎপাদন শক্তির বিকাশ অনুযায়ী সমাজ সংগঠনকে সচেতনভাবে পরিবর্তন করার ক্ষমতা ছাড়া মানুষের ওপর মানুষের শোষণের সাহায্য করার পরিবর্তে মানব জাতির কল্যাণ ও সুখের জন্য প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগানো অসম্ভব।

শ্রমিক জনগণের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের সামাজিক সম্পর্কের সার ও নিজেদের প্রকৃতিকে বোঝা উচিত। সৃজনশীলভাবে মার্কস ও লেনিনের মতবাদকে বিকশিত করে এবং দক্ষিণ ও বামপন্থী সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আর জনগণের মধ্যে কমিউনিষ্টদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে পালন পোষণ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে কর্তব্য পূর্ণ করা হচ্ছে।

লেনিনের অমর কীর্তি পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মহান ঐতিহাসিক যুগের সমতার আবিষ্কার—সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী পর্বে পুঁজিবাদী দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে দুর্বল একটা যোগাযোগ (বা যোগাযোগগুলি) তৈরী করে এবং শৃঙ্খলকে ছিন্ন করার সম্ভাবনা সৃষ্টি ক'রে অত্যন্ত অসমানভাবে বিকশিত হ'য়েছিল। বিপ্লবী পরিস্থিতি, জাতীয় সংকট সমস্ত দেশে বা বেশীর ভাগ দেশে ঘটতে পারে না।

১৯১৫ সালের আগষ্টে লেনিন লিখলেন: "অসমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের সর্বজনীন নিয়ম। তাই, সমাজতন্ত্রের বিজয় প্রথমতঃ কয়েকটা বা একটা মাত্র দেশেই হবে।" (৪) এটাই লেনিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বে প্রধান বিবৃতি।

এই তত্ত্ব অনুসারে, সমাজবিকাশ প্রবাহ অপরিহার্যভাবেই এক বা একাধিক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে টেনে নিয়ে যায় আর বাকি পৃথিবী কিছুকাল বুর্জোয়া বা পেটি-বুর্জোয়া থেকে যায়। পৃথিবীকে দুটো ব্যবস্থায় ভাগ করে এটা একটা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ পর্ব উন্মুক্ত করে। এটা এমন পর্ব যখন সমাজতন্ত্রী, বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়াও সহ-অবস্থান করে। এই পর্বে, পুঁজিবাদী দেশে শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার সংগ্রাম তীব্রতর হয় আর সমাজতান্ত্রিক লাইনে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের সংগ্রাম জোরদার হ'য়ে ওঠে।

প্রাক্-পুঁজিবাদী দেশগুলি প্রসঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বিপ্লবী প্রক্রিয়াতে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উদ্ভূত হ'য়েছিল যার নাম এ সব দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। লেনিন লিখেছিলেন: "বিশ্ব পুঁজিবাদ আর রাশিয়ার ১৯০৫ সালের আন্দোলন এশিয়াকে জাগিয়েছে। লক্ষ লক্ষ পতিত, তিমিরাচ্ছন্ন মানুষ মধ্যযুগীয় নিশ্চলতা থেকে নতুন

---

৪। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ২১ খণ্ড, পৃ ৩৪২

জীবনে জেগে উঠছে। আর প্রাথমিক মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

"অগ্রসর দেশের শ্রমিকরা পৃথিবীর সমস্ত অংশে নানা রূপের মধ্যে মুক্তি আন্দোলনের শক্তিশালী বৃদ্ধিকে সাগ্রহে এবং সোৎসাহে লক্ষ্য করছে। শ্রমিক আন্দোলনে ভীত হয়ে বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়া, জঙ্গীবাদ, যাজকবাদ ও দুর্বোধ্য ভাবধারাকে আশ্রয় করছে। কিন্তু ইয়োরোপীয় দেশের প্রলেটারিয়েটরা আর এশিয়ায় নবীন গণতন্ত্র নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস রেখে এবং জনগণে স্থায়ী বিশ্বাস রেখে এই ক্ষয়িষ্ণু এবং পচনশীল বুর্জোয়াদের জায়গা দখলে এগিয়ে চলেছে।

"এশিয়ার জাগরণ আর ইয়োরোপের অগ্রগামী প্রলেটারিয়েটের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের আরম্ভ একটা নতুন দশার প্রতীক, যেটা শুরু হয়েছিল এই শতাব্দীর গোড়ায়।" (৫)

মার্কসের পরে বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়াতে যে পরিবর্তন হ'য়েছিল এটা তার একটা চমৎকার বিশ্লেষণ। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে এবং ঔপনিবেশিক ও পদানত দেশের সদ্য জাগরণের মধ্যে প্রলেটারিয়েটদের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়াতে আরও পরিবর্তন এনেছে।

যেখানে বিপ্লব জয়ী হয়েছে সেদেশে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল ক'রে নতুন অর্থনীতি গড়ার ও নতুন সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাস ঘটিয়ে, মানুষকে উচ্চতর সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করে অন্য সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে পরিচালনা করে। প্রথমে সমাজতন্ত্র অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং ঐ সমাজের সামাজিক বিন্যাসের ওপর আধিপত্য করে না। কিন্তু যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতার অধিকারী আর শহর ও গ্রামের অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে অগ্রসর হবার পথ প্রদর্শন করে, যেহেতু অগ্রগামী বিপ্লবী তত্ত্বের দ্বারা মার্কসবাদী-

৫। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ১৯ খণ্ড, পৃ ৮৬

লেনিনবাদী পার্টি পরিচালিত হয় এবং জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে, সেহেতু আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রটি ধীরে ধীরে প্রধান হ'য়ে ওঠে আর তারপর এমন অনন্য হয়ে ওঠে যে দেশের মধ্যে একাধিপত্য করে থাকে। শান্তি বজায় রেখে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ জুগিয়ে বাইরের অবস্থা ও নতুন সমাজ গঠনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯১৮ সালে ৭ম পার্টি কংগ্রেসে লেনিন বলেন: "আজকে আমরা রাশিয়াতে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম পর্বে পৌঁছেছি। তাত্ত্বিক দিক থেকে যে শান্তি কিছুদিনের জন্যে বজায় থাকবে বলে ধরে নেওয়া হ'য়েছিল আর যেটা আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় এবং যেটা উত্তরণের স্তরগুলো দ্রুত পেরিয়ে যেতে আমাদের সাহায্য করবে সেই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ইতিহাস আমাদেব দেয় নি। গৃহযুদ্ধ যে রাশিয়াতে অনেক কিছুকে কঠিন করে ফেলেছে, আর গৃহযুদ্ধ যে পর পর অনেকগুলো যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে সেটা আমরা এক্ষুণি দেখতে পাচ্ছি। বলপ্রয়োগ যে পুঁজিবাদের পুরোপুরি ধ্বসে পড়া ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্মকে অনুসরণ করে আসবে একথা মার্কসবাদীরা কখনই ভোলেনি। বিশ্ব ইতিহাসের এক পর্ব জুড়ে যে নানা ধরনের যুদ্ধের একটা যুগ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, দেশের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ, দুটোর মিশ্রণ, সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নানা জোড়াতালি কর্তৃক নিগৃহীত জাতিগুলিব মুক্তিদায়ী জাতীয় যুদ্ধ যেটা রাষ্ট্রীয় পুঁজির, সামরিক ট্রাষ্ট ও সিণ্ডি-কেটের প্রচণ্ড এই যুগে নানাভাবে জোট বাঁধবে সেটাই বিশ্ব ইতি-হাসের গোটা কাল জুড়ে থাকবে ঐ বলপ্রয়োগ। যুদ্ধ ও সংকটের দ্বারা বলপ্রয়োগে আরোপিত গণসিদ্ধান্তের যুগ, বিপর্যয়ের যুগ, এই যুগ শুরু হ'য়েছে— সেটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— আর এটা কেবল সূত্রপাত।" (৬)

---

৬। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ১৩০

ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে ইতিহাসের ঐ পর্বের মূল্যায়ন লেনিন সঠিকভাবেই করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ কথা বলেন নি যে বিভিন্ন যুদ্ধের এই পর্ব কোনদিনই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করবে না যেটা নাকি কমিউনিষ্ট নির্মাণকার্যের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। তিনি এও বলেন নি যে কেবলমাত্র বিশ্বের পরিমাপে বিপ্লবের জয় হ'লেই তবে শান্তি আসবে।

এই প্রসঙ্গে, লেনিন বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার ওপর সমাজতন্ত্রের অনিবার্য প্রভাব বৃদ্ধিব সম্বন্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত প্রশ্ন তুলেছেন। যাবা সাম্রাজ্যবাদের শক্তি দেখিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করেছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিতে অনাস্থা প্রকাশ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নতুন তত্ত্বের পক্ষ সমর্থন করে লেনিন ১৯১৮ সালে জোর দিয়ে বললেন: "শক্তির বিষম অনুপাতের অনেক দৃষ্টান্ত ছাড়া কখনও কোন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেনা। বিপ্লব বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে শক্তি বেড়ে ওঠে।" (৭) এই মন্তব্যের একটা গভীর সমাজতাত্ত্বিক অর্থ আছে এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার একটা সত্যিকারের দার্শনিক উপলব্ধি প্রদান করে। এ থেকে লেনিন দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলির বৃদ্ধি ও বিশ্ব ইতিহাসের সমস্ত দিকের ওপর তার বর্দ্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন।

বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লেনিনের বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর "জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের ওপর প্রাথমিক খসড়া থিসিস্" (১৯২০)-এ প্রদত্ত হ'য়েছে। যখন "প্রলেটারিয় একনায়কত্বকে একটা জাতীয় একনায়কত্ব থেকে (অর্থাৎ একটি দেশে আছে এবং বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ) আন্তর্জাতিক একনায়কত্বে (অর্থাৎ অন্ততঃপক্ষে বেশ কয়েকটি

---

৭। ঐ পৃ ৪১৩

অগ্রসর দেশকে জড়িত করে, গোটা বিশ্ব রাজনীতির ওপর চূড়ান্ত প্রভাববিস্তারে সক্ষম) পরিণত করে" সেই পর্বের গুরুত্বের ওপর লেনিন গুরুত্ব দিয়েছিলেন। (৮) পরিণামে, লেনিনের বিশ্লেষণ একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হবার পর বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশে দুটি স্তরকে সুস্পষ্টভাবে এনেছে এবং তাদের গুণগত পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছে।

প্রথম স্তরে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিজের চারদিকে একটা বৈরী পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনের মধ্যে আটক পড়া হিসাবে দেখে। এই স্তরে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব তখনও বিশ্বরাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এখানে প্রধান কর্তব্য হ'ল বাইরের বিপ্লবী শক্তির, সর্বোপরি পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনে একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা। এই পর্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত ও বিকশিত করার জন্য, দেশকে শিল্পায়িত করার জন্য, গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রকে বিজয়ী করার জন্য এবং একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য, দমফেলার অবকাশকে প্রলম্বিত করার জন্যে সমস্ত বৈদেশিক নীতির ও অভ্যন্তরীণ নীতির হাতিয়ারগুলি ব্যবহার করা দরকার।

বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের ওপর প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজের আবির্ভাব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর অনুগামীদের মধ্যে বিপ্লবী শক্তি ব্যক্ত হ'য়েছিল কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে এইসব উদ্ভবশীল পার্টি-গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ উদ্ভূত হ'য়েছিল। লেনিন পরিস্থিতির বর্ণনাটা এই ভাবে দিয়েছিলেন: "প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের জন্য আন্তর্জাতিক প্রলেটারিয় সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

"যে পর্বে অনেকগুলি দেশে আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতির জমি তৈরী হ'য়েছিল তাকে চিহ্নিত করেছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক।

৮। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ১৪৮

"তৃতীয় আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাজের ফলকে সংগ্রহ করেছিল, সুবিধাবাদী, জাতিগর্বী, বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া আবর্জনা বাতিল করেছিল আর প্রলেটারিয় একনায়কত্বকে বাস্তবায়িত করেছে।" (৯)

সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষক জনগণ ও নিষ্পেষিত ঔপনিবেশিক জনগণকে জড়িত করার পন্থাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে লেনিনের নেতৃত্বে কমিণ্টার্ণ অক্টোবর বিপ্লবের পরে যে নতুন পরিস্থিতি রূপায়িত হচ্ছিল তার মধ্যে কমিউনিষ্টদের সাধারণ লাইনকে খুঁজে বের করছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে ঔপনিবেশিক ও পদানত দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নতুন প্রেরণা পেয়েছিল। সোভিয়েট জনগণেব জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক মুক্তির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আন্দোলনকে মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক শক্তি জুগিয়েছিল; মার্কসবাদী-লেনিনবাদী গোষ্ঠী ও দল প্রাচ্যের কিছু দেশে স্থাপিত হ'য়েছিল। কমিণ্টার্ণ তাদের কার্যকলাপে যথেষ্ট সাহায্য দিয়েছিল।

আগের দিকে এঙ্গেলস প্রথম আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে এ রকম বলেন: "দশ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ইয়োরোপের ইতিহাসের একদিকে আধিপত্য করেছে যে দিকের ওপর দাঁড়িয়েছিল ভবিষ্যৎ এবং এই কাজের জন্য সেদিকে তাকিয়ে সে গর্ব অনুভব করতে পারে।" (১০) ইয়োরোপীয় ইতিহাসের যে দিকের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জড়িয়ে ছিল সেটা সমৃদ্ধতর হয়েছে এইটুকু পার্থক্য ঘোষণা করে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা যায়। সমাজতন্ত্র শুধু ইয়োরোপীয়দের উপরই তার প্রভাব বিস্তার করে নি অধিকন্তু ইতিহাসের ওপরও করেছে।

দ্বিতীয় স্তরে, এই প্রভাবের প্রকৃতিতে একটা বুনিয়াদী পরিবর্তন এলো। যখন বেশ কয়েকটি নেতৃস্থানীয় দেশে কয়েকটা প্রলেতারিয়

৯। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ৩০৭
১০। কে, মার্কস, এণ্ড এঙ্গেলস, সিলেকটেড করেসপনডেন্স, পৃ ৩৫১

একনায়কত্ব বা অন্ততঃপক্ষে একটা আন্তর্জাতিক একনায়কত্বের ধারণা তিনি প্রকাশ করেন তখন লেনিন যেমন ভবিষ্যৎ ধারণা করেছিলেন তেমনি এখন সমাজতন্ত্রবাদ, একটা বিশ্বব্যবস্থা দুনিয়ার ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হ'য়ে উঠেছিল। ঐ পর্বে ইউ, এস, এস, আর শুধু সামাজিক ব্যবস্থার অর্থেই নেতৃস্থানীয় দেশ হ'য়ে ওঠে নি অধিকন্তু প্রযুক্তি-অর্থনৈতিক অর্থেও নেতৃস্থানীয় হ'য়ে উঠেছিল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি অর্থনৈতিক নির্মাণ কার্যকে অবহেলা করতো তা হ'লে সে বিশ্ববিকাশে প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। লেনিনের এই ধারণা এক বা একাধিক দেশে সমাজ-তন্ত্রের জয় সম্বন্ধে লেনিনের পূর্বেকার ধারণার অনুবৃত্তি। লেনিনের এই বিবৃতি বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার তত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার এই নতুন স্তরের বিশ্লেষণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটা বিরাট সাফল্য। একটি দেশের সীমানার বাইরে সমাজতন্ত্র বিকশিত হওয়ার পর এবং বিশ্ব সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের পর বিশ্বের ঘটনাবলীর বিকাশে তার গুরুত্বকে সি, পি, এস, ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটি দেখিয়ে দেওয়াব পর আধুনিক ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা সমৃদ্ধতর ও গভীরতর হ'য়েছে। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়ায় এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হ'য়েছে যাতে বিশ্ব সমরাঙ্গনে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামরিক সংঘাত ও বিশ্বযুদ্ধ ছাড়া অন্য ধরনের সংগ্রাম করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় স্তরে, যারা বৃহৎ আকার ধারণ করেছে এবং সংগ্রামে পরিপক্ক হ'য়েছে সেই কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিশাল বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে কমিণ্টার্ণের অধীনে একটি কেন্দ্র থেকে নেতৃত্ব করা অসম্ভব হওয়ায় নিজেদের মধ্যে অন্য ধরনের সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার হ'লো। ভ্রাতৃপ্রতিম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলোর মধ্যে নতুন ধরনের যোগাযোগ এবং সহযোগিতা বাড়তে আরম্ভ করলো বিশেষতঃ পার্টিগুলির প্রতি-নিধিদের মধ্যে নানা ধরনের সাক্ষাৎকার রূপের বিপ্লবী প্রক্রিয়া।

বিকাশে গোটা পূর্ববর্তী স্তরের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ফল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাছ থেকেই আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন সবচেয়ে বেশী সমর্থন পাচ্ছে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেরও একটি প্রধান অবলম্বনও সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা। জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় নীতির হাতিয়ারের সাহায্যে বিশ্বের ক্ষেত্রে সহায়তা দান করার অবস্থা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রয়েছে।

বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তরে, সোভিয়েট ইউনিয়ন যে পূর্ণ পরিমাপে কমিউনিষ্ট নির্মাণ কার্যের পর্বে প্রবেশ করেছে সেটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিকাশের পক্ষে, পুঁজিবাদী দেশে শ্রম ও পুঁজির সংঘাতের পক্ষে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বেই সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্দ্ধারক স্তরে পৌঁছে গেছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধার দিকটা প্রকাশিত হ'চ্ছে সর্বোপরি অর্থনৈতিক নির্মাণ কার্য্যের সাফল্যের মধ্যে। সমাজতন্ত্রের বিরাট সুবিধার উপলব্ধিই পুঁজিবাদী দেশের শ্রমজীবী মানুষের মনে ও হৃদয়ে বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করেছে। অতি বিপ্লবী বাগাড়ম্বর নয়, যেটা পুঁজিবাদের ওপর সম্পূর্ণ বিজয় লাভে, সমাজতন্ত্রের সাধারণ মোর্চাকে শক্তিশালী করতে, সমস্ত দেশের মানুষের সংগ্রামের শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে বাস্তব নির্মাণ কার্যে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর অক্লান্ত পরিশ্রমই সেই সাহায্য দিচ্ছে। লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন: "আমরা আমাদের অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর আমাদের প্রধান প্রভাবটাকে বিস্তার করছি············এই ক্ষেত্রের লড়াইটা এখন বিশ্বব্যাপী, যদি একবার আমরা সমস্যাটার সমাধান করে ফেলি তা হ'লে নিশ্চিত এবং চূড়ান্তভাবে আন্তর্জাতিক পরিমাপে আমরা জিতবো।" (১১)

---

১১। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ৩২ খণ্ড, পৃ ৪৩৭

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ফেরার পর লেনিন তাঁর রচনা "আমাদের বিপ্লবে প্রলেটারিয়েটদের কর্তব্যে" (প্রলেটারিয়ান পার্টির অবস্থানের খসড়া) লিখলেন: "পুঁজিবাদ থেকে মানবজাতি সরাসরি কেবল সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে পারে অর্থাৎ উৎপাদন উপায়ে সামাজিক মালিকানা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের পরিমাণ অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন। আমাদের পার্টি আরও দূরের দিকে তাকায়: সমাজতন্ত্র অনিবার্যভাবেই কমিউনিজমে বিবর্তিত হবে, যার পতাকায় লেখা থাকবে এই আদর্শ "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী।" (১২) এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন: "ঠিক যেমন মার্কস ও এঙ্গেলস নিজেদের বলতেন আমরাও তেমনি অবশ্যই নিজেদেরকে কমিউনিষ্ট পার্টি নামে আখ্যাত করবো।" (১৩)

১৯১৮তে পার্টির নাম পরিবর্তন করার কথা বিবেচনা করতে গিয়ে লেনিন জোর দিয়ে বলেন যে: "যখন আমরা সমাজতন্ত্রী সংস্কার শুরু করি তখন শেষ বিশ্লেষণে কোন দিকে এই সংস্কার পরিচালিত হবে অর্থাৎ একটা কমিউনিষ্ট সমাজের সৃষ্টি হবে যেটা শুধু কারখানা, জমি এবং উৎপাদন উপায় বাজেয়াপ্ত করার মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ না থেকে, কঠোরভাবে হিসাব-নিকাশ রেখে, উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণে রেখে আরও এগিয়ে গিয়ে "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্যানুযায়ী এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজনানুযায়ী" নীতি প্রয়োগের দিকে এগিয়ে যাবে।" (১৪)

পরিণামে, লেনিন কমিউনিষ্টদের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরকে অন্তিম লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করতে আর সেই লক্ষ্যকে মনে রাখতে এমনকি দৈনন্দিন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েও তাৎক্ষণিক কাজ ও অন্তিম লক্ষ্যকে কখনও এক ক'রে না দেখতে শিখিয়েছিলেন। অক্টোবর

১২। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৪ খণ্ড, পৃ ৮৪—৮৫
১৩। ঐ পৃ ৮৪
১৪। ঐ খণ্ড ২৭, পৃ ১২৭

বিপ্লবের পরে তাঁর অনেক লেখাতে কমিউনিজমের প্রথম ও শেষ পর্যায়ের মধ্যেকার পার্থক্য এবং লাফিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে যাবার চেষ্টার ভ্রান্তির ওপর জোর দিতেন। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের তত্ত্বে লেনিনের অবদানকে কোন মতেই ছোট করে দেখা সম্ভব নয়। মার্কস প্রশ্নটির মূল ও নির্দেশক ধারণা সূত্রায়িত করেছিলেন আর নতুন সমাজের নির্মাণে, তার অর্থনৈতিক বিকাশে, তার রাজনৈতিক সংগঠনে এবং প্রয়োগ প্রসঙ্গে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্পর্কে লেনিনকে শত শত তাত্ত্বিক প্রশ্নের সমাধান করতে হয়েছিল। এটা বললে বাড়িয়ে বলা হয় না যে ১৯১৭ এর বিপ্লবের পর লেনিনের লেখা একত্র করলে সমাজতান্ত্রিত নির্মাণের একটা বিশ্বকোষে পরিণত হবে।

লেনিন কমিউনিষ্ট সমাজের প্রথম ও শেষ পর্যায়ের পার্থক্যের প্রশ্ন উঠিয়েছিলেন এবং তাঁর রচনার মধ্যে প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরণের শর্তগুলির বিবেচনা এমনকি অক্টোবর বিপ্লবের আগেই তাঁর "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" রচনার মধ্যেই করেছিলেন যেখানে তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ এমন একটা সমাজ "যেটা সর্বপ্রথম কেবলমাত্র ব্যক্তি অধিকৃত উৎপাদন উপায়ের 'অন্যায়'কে নির্মূল করতে বাধ্য এবং যেটা অন্যান্য অন্যায়কে নিশ্চিহ্ন করতে তখনও অক্ষম যার মধ্যে থাকবে "শ্রম অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন (প্রয়োজন অনুযায়ী নয়)।" ১৫) এই কারণেই লেনিন প্রথম পর্যায়ের সামাজিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য থেকে এই ঘটনাটা টেনে এনেছিলেন যে "সেখানে তখনও রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে যেটা উৎপাদন উপায়ে যৌথ স্বার্থকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টনে সমতা রক্ষা করবে।" (১৬) কিন্তু যেমন সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হবে এবং এগোবে রাষ্ট্রের প্রকৃতিও পাল্টাতে থাকবেঃ "সমস্ত

১৫। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৫ খণ্ড, পৃ ৪৬৬
১৬। ঐ, পৃ ৪৬৭

নাগরিকরাই দেশজোড়া রাষ্ট্রীয় সিণ্ডিকেটের কর্মচারী ও শ্রমিক।" (১৭) এর থেকে এটাই আসে যে সিণ্ডিকেটের বিকাশ এবং সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রতে রূপান্তরিত হওয়াটা একটা অপরিহার্য প্রক্রিয়া। রাষ্ট্র কেবল কমিউনিজমেই শুকিয়ে যাবে।

সেই সঙ্গে লেনিন দুটো পর্যায়ের একটিমাত্র ভিত্তির ওপর জোর দিয়েছিলেন। সমাজতন্ত্র অসম্পূর্ণ কমিউনিজম কিন্তু সেটা কমিউনিজমেই পৌঁছবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যেসব কমিউনিষ্ট উপাদান আবির্ভূত হবে তাকে চিনতে ও অতিযত্নে লালন পালন করার জন্য, শ্রমিক জনগণের বর্দ্ধমান চেতনার ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে জ্ঞানের ওপর জোর দেবার কথা লেনিন কমিউনিষ্টদের শিখিয়েছিলেন। "শ্রম টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, সামাজিক অর্থনীতিতে অনাস্থা এবং ক্ষুদে মালিকের পুরনো অভ্যাস" (১৮) যত অন্তর্হিত হবে ততই সমাজ কমিউনিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। সমাজের কমিউনিষ্ট সাবোতনিকের মত ঘটনাব আবির্ভাবে এর প্রমাণ পাওয়া গেল—যখন শ্রমিকরা সমাজকে তাদের মুক্ত শ্রম দান করে।

সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন, সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ শেষ লক্ষ্য—কমিউনিজমকে লাভ করতে সাহায্য করে "কারণ যখন সবাই ব্যবস্থাপনা শিখেছে এবং প্রকৃতই স্বাধীনভাবে সামাজিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করছে, স্বাধীনভাবে হিসাব রাখছে, পরাশ্রয়ীদেব ওপর, ধনী পুত্রদের ওপর, ঠগ ও পুঁজিবাদের অন্যান্য অভিভাবকের ওপর নজর রাখছে তখন এই জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণ থেকে পালানো এমন কঠিন হ'য়ে পড়বে, এত কদাচিৎ ঘটবে আর সম্ভবতঃ পেছন পেছন দ্রুত আসবে মারাত্মক দণ্ড দান (কারণ সশস্ত্র শ্রমিকরা বাস্তব কাজের মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীদের মত ভাবপ্রবণ নয় এবং তারা কদাচিৎই তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা

১৭। ঐ পৃ ৪৭৩

১৮। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩০ খণ্ড, পৃ ২৮৫

বরদাস্ত করবে) তখনই গোষ্ঠীর সরল এবং বুনিয়াদী নিয়মগুলি পালন করা শীঘ্র অভ্যাসে দাঁড়াবে।

"তারপর কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণের জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তার সঙ্গে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে।" (১৯) এই চমৎকার কথাগুলো প্রথম স্তর ও শেষ স্তরের মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ও সমাজের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত দেখিয়ে দিয়েছে।

প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশকে কি করে সুনিশ্চিত করা হবে? একই কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থার দুটি পর্যায়েরই সাধারণ ভিত্তিটা রয়েছে এই বিষয়ে যে "প্রলেটারিয়েটরাই পুঁজিবাদের তুলনায় একটা উচ্চতর ধরনের সামাজিক শ্রমের সংগঠন গড়ে তোলে এবং প্রতিনিধিত্ব করে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ, এটাই শক্তির উৎস এবং কমিউনিজমের শেষ বিজয় যে অনিবার্য তার গ্যারান্টি।" (২০) সর্বোপরি, সামাজিক প্রগতির অর্থ শ্রমের বিরাট উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ; এটাই প্রধান দৃষ্টিকোণ যেখান থেকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বিচার করতে হবে। এটা ছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে কোন পরিমাণগত সঞ্চয় হোতো না অধ্যাত্ম ক্ষেত্রেও কোন গুণগত বিকাশ হোতো না; পরিণামে সমাজ অগ্রসর হোতো না। মানব শ্রমের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদিকা এবং সৃজনশীল শক্তি উৎপাদন শক্তির বিকাশের অর্জিত মাত্রার ধারায় একটা সংগঠন ব্যবস্থা গড়ে তোলার এবং তাদের অধিকতর অগ্রগতির জন্য সঙ্কুলান স্থানের দাবী করে। শ্রমের যে সামাজিক সংগঠন কমিউনিষ্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে উঠতে সাহায্য করে এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদকে পরাজিত করে সমাজতন্ত্রই সেটা গড়ে তোলে।

লেনিন সমস্ত রকম পাতিবুর্জোয়া ও নৈরাজ্যবাদী স্বতঃস্ফূর্ততার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে এবং নিরন্তর লড়াই চালিয়েছিলেন।

১৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৫ খণ্ড, পৃ ৪৭৪
২০। ঐ, ২৯ খণ্ড, পৃ ৪১৯

পেটিবুর্জোয়ারা সৃজন, উৎপাদন ও অর্থনৈতিক নির্মাণে সামান্যই মনঃসংযোগ করেছিল। অর্থনৈতিক কার্যক্রম, তার সাফল্য, মানব শ্রমের সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল শক্তির বিকাশকে যারা হেয় জ্ঞান করে না সেই প্রলেটারিয় বিপ্লবী এ বিষয়ে ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ গ্রহণ করে থাকে।

লেনিনের নানা প্রবন্ধ ও ভাষণের ভিত্তিমূলে এই ধারণাটাই আছে। জনগণের সৃজনশীল প্রচেষ্টার জন্য কর্মসূচীর যে রূপরেখা তৈরী হয়েছিল সেটা লেনিন ১৯১৮-র এপ্রিলে প্রাভদায় "সোভিয়েট সরকারের তাৎক্ষণিক কাজ" শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। সে সময়, সংগ্রামজাত নব ব্যবস্থার সামনে এসেছিল বৃহৎ পরি-মাপের নির্মাণের কাজগুলো। সামাজিক বিকাশের প্রধান ধারা এবং শ্রমিক জনগণের নেতৃত্ব দেবার জন্য পার্টির কার্যকলাপ ঠিক করার দরকার হ'য়ে পড়েছিল। সামাজিক বিকাশের তত্ত্ব সমাজের বাস্তব রূপান্তরের তত্ত্ব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছিল। জনগণের মহান বিপ্লবী তেজ একটা বিরাট সৃজনশীল শক্তিতে পরিণত হচ্ছিল যেমনটি ইতিহাস আগে কখনও জানতো না। যে সঠিক ধারণাটা জেগে ওঠা সামাজিক তেজের বিরাট তরঙ্গ ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল তার ওপরই সব কিছু নির্ভর করে। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ সম্পর্কে যে বুনিয়াদী প্রশ্ন উত্থাপিত হ'য়ে-ছিল তার উত্তর লেনিনের উল্লেখযোগ্য লেখাগুলিতে ছিল।

শোষণকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং তাদের প্রতিরোধকে দমন করার কর্তব্য প্রধানতঃ সমাধা হ'য়ে উঠছিল। লেনিন লিখলেন, "একটা শ্রেষ্ঠতর সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির সামনে অপরিহার্য-ভাবেই প্রধান কর্তব্য এসে পড়ে যাকে বলা যায় শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি, আর এই প্রসঙ্গে ( আর এই উদ্দেশ্যে ) শ্রমের আরও ভাল সংগঠন গড়ে তোলা।" (২১) ওটাই প্রথম উপলক্ষ যখন গোটা পার্টি ও সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার সামনে

২১। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ২৫৭

পুঁজিবাদের চেয়ে যাতে একটা উচ্চতর উৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টি করা যায় তেমন শ্রম সংগঠন করার কর্তব্য স্থাপিত হ'য়েছিল। এই বুনিয়াদী কর্তব্যের মোকাবিলা কিভাবে করা হবে?

"শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের জন্য দরকার বৃহৎ পরিমাপের শিল্পের বাস্তব ভিত্তিকে সুনিশ্চিত করা, যেমন জ্বালানি, লোহা, ইঞ্জিনীয়ারিং এবং রসায়ন শিল্পে উৎপাদনের বিকাশ"। (২২) উরাল, পশ্চিম-সাইবেরিয়া, কাকেসাস ও তুর্কমেনিয়ার মত এলাকায় লৌহ আকর, জ্বালানি, জলসম্পদ, রসায়ন শিল্পের কাঁচামাল বিরাট সঞ্চয়ের দিকে লেনিন অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। তিনি এই কথা বলে শেষ করেন: "আধুনিক প্রযুক্তির পদ্ধতিতে এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশই উৎপাদন শক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটাবে।" (২৩) এইভাবেই লেনিন নতুন সমাজ গঠনের মূল কর্তব্য-টিকে সূত্রায়িত করেছিলেন। সোভিয়েটের মানুষ সমাজতন্ত্র নির্মাণ করে এবং একটার পর একটা জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পূর্ণ করে এই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। দেশের বৈদ্যুতিকরণ করে, শিল্পে এবং কৃষিতে রসায়ণের ব্যবহার চালু করে কমিউনিজমের বাস্তব ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি নির্মাণ করে, এর বিরাট সম্পদকে নতুন প্রযুক্তি দ্বারা কাজে লাগিয়ে এবং সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে একটা বিরাট পরিকল্পনাকে এগিয়ে দিয়ে তারা লেনিনের উপদেশকে পুরো করে চলেছে। উচ্চতর শ্রম উৎপাদিকার জন্য যে একটা বাস্তব ভিত্তি থাকার প্রয়োজন সেটা নতুন সমাজের প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি পর্যায় সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অনুরূপ সামাজিক কাঠামোতে এবং গোটা সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থাতে দ্বন্দ্বকে এবং পরে শহর ও গ্রামের মধ্যেও মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে পার্থক্যকে নির্মূল করার জন্য আর প্রথমে সমাজতান্ত্রিক ও পরে কমিউনিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক আনার জন্য এটাই একমাত্র ভিত্তি। কিন্তু নতুন নির্মাণের

২৩। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী ২৭ খণ্ড, পৃ ২৫৭
২২। ঐ

জন্য একটা বাস্তব ভিত্তির সৃষ্টির কথাই কেবল লেনিন বলেন নি। লেনিন বলেন ঃ "সামাজিক উৎপাদনে মানুষের যে ভূমিকা তা থেকে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক উদ্ভূত হয় তা নিয়েই গড়ে ওঠে নানারকম সামাজিক সম্পর্ক।" (২৪) শ্রম-প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে অটুট বন্ধন ছাড়া কোন সমাজেরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যে পরিমাণে এই শ্রমের এবং সংযোগগুলির প্রকৃতির বিকাশ হয় সেটাই মানব ইতিহাসের স্তর নির্ণয় করে।

লেনিন লিখলেন, যে বিপ্লবের পরে শ্রমিক শ্রেণী একটা নতুন উচ্চতর সামাজিক সম্পর্ক নির্মাণ করবে এবং "যে নতুন বন্ধনটি, নতুন শ্রম-শৃঙ্খলাটি, নতুন শ্রম সংগঠনটি বিজ্ঞানের শেষ কথা এবং পুঁজিবাদী প্রযুক্তিকে বড় মাপের সমাজতান্ত্রিক শিল্প গড়ে শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক জনগণের সঙ্গে যুক্ত করবে তার জন্য ব্যাপক কাজ কর্মের" (২৫) ওপর জোর দিলেন। লেনিন "সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও জীবনধারণ পরিস্থিতির সৃজনশীল দিকটির" (২৬) আর "নতুন সমাজে নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্কের সৃজনশীল শক্তির" (২৭) জোর দেন। সমাজতন্ত্রের পর্বে সৃজনশীল প্রচেষ্টা বিকশিত হয়েছিল এবং পূর্ণ কমিউনিষ্ট সমাজ নির্মাণের কালে বিরাট সুযোগ লাভ করলো। নতুন সমাজ নির্মাণে আগা গোড়াই শ্রমিক জনগণ এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বাড়ায় এবং উৎকর্ষতা দেয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সৃষ্ট সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে অন্যতম বুনিয়াদী পরিবর্তন হ'ল এটা যে সামাজিক শ্রমের সংগঠনে একটা মৌলিক ভূমিকা সহ রাজনৈতিক ভাবসৌধটা একেবারে পৃথক হ'য়ে পড়ে। শ্রমিক জনগণের সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে ঐক্যবদ্ধ করায় প্রলেটারিয় একনায়কত্ব এবং তারপর সমস্ত জনগণের রাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হালে

২৪। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৪২৩
২৫। ঐ, ২৯ খণ্ড, পৃ ৪২৩
২৬। ঐ, পৃ ৪২৪
২৭। ঐ, পৃ ৪১৯

প্রকাশিত "সোভিয়েট সরকারের তাৎক্ষণিক কাজ প্রবন্ধটির" মূল ভাষ্যযুক্ত প্রবন্ধটিতে লেনিন লিখেছিলেনঃ "রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার যে কর্তব্যটি এখন সোভিয়েট সরকারের সামনে রয়েছে যে সভ্যজাতিগুলির আধুনিক ইতিহাসে সম্ভবতঃ এই প্রথম সবার ওপরে রাজনীতি নয়, অর্থনীতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সাধারণতঃ "ব্যবস্থাপনা" কথাটা প্রধানতঃ, সম্পূর্ণতঃ না হলেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তবে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের মতই সোভিয়েট ক্ষমতার ভিত্তিটাই এ ঘটনাটির মধ্যে রয়েছে যে রাজনৈতিক কর্তব্যটা অর্থনৈতিক কর্তব্যের অধীনস্থ।" (২৮) প্রথমতঃ অর্থনৈতিক কর্তব্যের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের পরবর্তী পরিবর্তন সোভিয়েট বিকাশেরই চারিত্রিক লক্ষণ।

কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের গতিপথে পার্টি শিল্প, নির্মাণ এবং কৃষির ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে। বিভ্রান্ত লোকদের সৃষ্ট তত্ত্বের বিপরীতে সমাজবিকাশের মার্কসীয় তত্ত্ব দেখিয়ে দেয় যে কমিউনিজমে উত্তরণটা মোটেই সমাজ ভেঙে কোষে কোষে ভাগ হ'য়ে যাওয়া নয়। বরং এই উত্তরণের গতিপথে সামাজিক বন্ধন এবং মানুষের সমস্ত সংযুক্ত কার্যকলাপ আরও বেড়ে যায় ও বিকাশ লাভ করে।

মানব শ্রমের উৎপাদিকার অগ্রগতি সবচেয়ে অগ্রসর প্রযুক্তিবিদ্যা সজ্জিত শ্রমিকদের আরও উচ্চস্তরের চেতনা ও সহযোগিতার প্রয়োজন করে। নতুন সমাজের বিকাশের মূলে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমতা। লেনিন সব সময়ে এই ঘটনা দাগ দিয়ে দেখাতেনঃ "শ্রম উৎপাদিকা বাড়ানোর আরেকটা শর্ত হ'ল, প্রথমতঃ ব্যাপক জনসংখ্যার শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত মানের উন্নয়ন। এখন এটা দ্রুত ঘটছে—যারা বুর্জোয়া গতানুগতিকতার দ্বারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে তারা এটা দেখতে পায় না; তারা এটা দেখতে পায় না যে সোভিয়েট ধরনের ব্যবস্থার কল্যাণে আলোক প্রাপ্তির জন্য কি বিরাট উদ্দীপনা

২৮। ভি আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৪২ খণ্ড, পৃ ৭১

এবং কি উদ্যোগ নীচের সারিতে বেড়ে উঠেছে।" (২৯)

লেনিনের বলা অভ্যাস ছিল যে উচ্চতম শ্রম উৎপাদিকার অন্যতম শর্ত হ'ল যে এটা তলার কি থেকে শুরু হ'য়েছে। সোভিয়েট ব্যবস্থা ও কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণের মধ্যে চমৎকার সৃজনশীল অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করেছে। সবাই যে উদ্যোগে হাত লাগায় সেটাই সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের একটা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম। এটা বিজ্ঞানসম্মত তাত্ত্বিক চিন্তার উদ্ভবের মধ্যে, লক্ষ লক্ষ লোকের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের মধ্যে, সর্বোপরি, শিল্প ও কৃষির নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত হ'য়ে সোভিয়েট জনগণ কমিউনিষ্ট নির্মাণের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সমস্যার মোকাবিলা ও সমাধান করছে।

পুঁজিবাদের ওপর নতুন ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য লেনিন আরেকটি প্রয়োজনের কথা বলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন: "দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক পুনর্জীবনের জন্য শর্ত হ'ল শ্রমজীবী জনগণের শৃঙ্খলা, তাদের দক্ষতা, তাদের কার্যকারিতা, শ্রমের নিবিড়তা এবং তার শ্রেষ্ঠতর সংগঠনের উন্নয়ন।" (৩০) যখন লেনিন "সোভিয়েট সরকারের তাৎক্ষণিক কাজ" প্রবন্ধটি লেখেন তখন "স্বতঃস্ফূর্ত পাতি-বুর্জোয়া বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয় সচেতন শৃঙ্খলার বিজয়ের মহান সংগ্রাম, কাজের সময় যান্ত্রিক গতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বহু প্রকারের বৈজ্ঞানিক সাফল্যকে প্রয়োগ করার সংগ্রাম, অপ্রয়োজনীয় এবং বেয়াড়া গতির নির্মূলন, সঠিক পদ্ধতির কাজের ব্যাখ্যা, হিসাব ও নিয়ন্ত্রণের সার্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থার প্রচলন" (৩১) সবে শুরু হয়েছিল। সমস্ত ধরনের কাজে, বিশেষতঃ উৎপাদনে উচ্চমাত্রার সংগঠন ও সমন্বয়সাধক কাজকর্মের জন্য সংগ্রামের সূত্রপাত করেন আর সম্ভব মত বহু লোককে জড়িয়ে নিয়ন্ত্রণের একটা

---

২৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ২৫৭—৫৮

৩০। ঐ

৩১। ঐ, পৃ ২৫৮

কার্যকরী ব্যবস্থা সহ সমস্ত সামাজিক শ্রমকে কঠোর বিজ্ঞানসম্মত নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজের কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'লো গোটা সামাজিক শ্রমের বিজ্ঞানসম্মত সংগঠনের বিকাশ।

লেনিন সর্বদাই সমাজতন্ত্রের অধীনে হিসাবরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের ওপর এবং যখন শ্রমিক জনগণের উদ্যোগের ওপর নির্ভর করে তখন তার বিরাট গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। সমাজের আইন এবং নিয়ম পালন করানোর জন্যে নিজের সহজাত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোন মানবসমাজ বাঁচতে বা বাড়তে পারে না। এখানে লক্ষণীয় যে বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন কিন্তু তাঁরা সর্বদাই এটা বলতে ভুলে গেছেন যে বৈরিতাপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরে সর্বদাই জনগণের ওপরেই নিয়ন্ত্রণ চাপানো হ'য়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সমাজে আইন ও নিয়মের প্রয়োগে জনগণের নিজেরই হাতে নিয়ন্ত্রণকে তুলে দিয়ে একটি বিরাট পরিবর্তন এনেছে। কমিউনিজমের দিকে অগ্রসরমান সমাজতন্ত্রকে এটাই শক্তিশালী করে তোলে। এর পূর্তির অর্থ সমাজবিকাশে সচেতনতার ভূমিকার আরও বিকাশ।

লেনিন মনে করতেন উচ্চতর প্রলেতারিয় শৃঙ্খলার মূর্ত প্রতীক কমিউনিষ্ট পার্টিকে নতুন সমাজের জন্য সংগ্রামে অবশ্যই নেতৃস্থানীয় শক্তি হ'য়ে উঠতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর যে সংগঠন সামর্থ্য রয়েছে এর প্রতিষ্ঠা তারই প্রকাশ। তার দিক থেকে লেনিনবাদের পতাকার দিকে তাদের সমাবেশ ঘটিয়ে, সমাজবিকাশের সম্ভাবনা দেখিয়ে, যে পথে এই সম্ভাবনাকে ঐতিহাসিকভাবে বাস্তবায়িত করা যাবে তার ইঙ্গিত দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি বিরাটভাবে ব্যাপক শ্রমিক জনগণের মধ্যে সাংগঠনিক কার্যকলাপ শুরু করেছিল। "যাতে প্রলেটারিয়েটদের সাংগঠনিক ভূমিকা (এবং যেটা তার

প্রধান ভূমিকা) সঠিকভাবে লাগানো যায়, সাফল্যের সঙ্গে এবং জয়ী হ'য়ে, তার জন্য দরকার প্রলেটারিয়েটদের একটা কেন্দ্রীভূত, শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টি," (৩২) লেনিন বলেছিলেন।

লেনিন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে সোভিয়েট সমাজে এই প্রথম দৃষ্টান্ত জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। (৩৩) আজকে পার্টির সমস্ত প্রচেষ্টাটা শুধু জীবনের অগ্রসর বীক্ষার ওপরে স্থাপিত নয় অধিকন্তু সেটা সবচেয়ে অগ্রসর প্রায়োগিক অভিজ্ঞতাভিত্তিকও বটে। এই প্রচেষ্টার কারণেই সোভিয়েট শ্রমিক জনগণের প্রদর্শিত ব্যক্তিগত উদ্যোগ নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি করে জনগণের কাছে প্রাপ্তি যোগ্য হয়ে ওঠে, যেটা তাদের দিক থেকে হ'য়ে ওঠে বিরাট। অগ্রসর অভিজ্ঞতার এই সৃজনশীল আত্তীকরণ এবং বহুগুণ বর্দ্ধিত হওয়াটা কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে আর সেটা পার্টির প্রচণ্ড সাংগঠনিক এবং শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা ছাড়া হ'তে পারতো না।

জনগণের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বারা পোষিত উচ্চমাত্রার মতাদর্শ শুধু মানব মনেরই একটা গুণ নয় অধিকন্তু সেটা মানব চরিত্রকে সংহত করতে এবং ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ ধরনের মানসিক ও নৈতিক মনোভাব গড়ে দিতে সাহায্য করে। "পাতি-বুর্জোয়া মেরুদণ্ডহীনতায় তলিয়ে যাওয়া, অনৈক্য, ব্যক্তিবাদ আর আনন্দে আত্মহারা ও হতাশায় আচ্ছন্ন হওয়া" (৩৪) ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য যেটা সোভিয়েট জনগণের কিছু অংশের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ওপর লেনিন জোর দিয়েছিলেন। উচ্চস্তরের যে চেতনা সোভিয়েতের মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এই ঝোঁকের প্রত্যাবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখে। "একজনের মধ্যে লক্ষ্য পুরণে অধ্যবসায় 'দৃঢ়তা, ইচ্ছুকতা, সংকল্পবদ্ধতা,

---

৩২ ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৪৪
৩৩ ঐ, ২৭ খণ্ড, পৃ ২৬১
৩৪ ভি, আই, লেনিন সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৫১৮

শতবার কোন কিছুকে পরীক্ষা করার সামর্থ্য থাকা এবং শতবার তাকে সংশোধন করার" (৩৫) চারিত্রিক গুণ ও মানসিকতাকে লেনিন উচ্চমূল্য দিতেন। কাজের প্রতি কমিউনিষ্ট মনোভাবের ওপর তিনি জোর দিতেন। সাধারণ মঙ্গলের জন্য পার্টি যখন লোকেদের পরীক্ষা ও ঘাতসহ করে তোলে তখন এইসব উল্লেখযোগ্য গুণগুলি কমিউনিজমের নির্মাতাদের প্রয়োজন।

শ্রমিক জনগণের কর্মকাণ্ডের জন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা উন্মুক্ত সুযোগ সুবিধার বিবেচনা ও যথা সম্ভব ব্যবহার, যে সব পথে তাদের সমাধান হবে তার জ্ঞান এবং জনগণের সঠিক সংগঠনের ওপর প্রত্যেকটি মানুষের, প্রত্যেকটি যৌথ সংস্থার এবং সমস্ত মানুষের দ্বারা ঐতিহাসিক বাস্তবতা উপস্থাপিত কর্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বিবেচনার ওপরই কমিউনিষ্ট উদ্দেশ্যের সাফল্য নির্ভর করে। নতুন সমাজ স্থাপন সম্বন্ধে এটা লেনিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। কমিউনিষ্ট পার্টিই জনগণের কাছে একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ তুলে ধরে এবং কমিউনিজমের বিজয় আনার জন্য তাদের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে সংগঠিত করে।

## নূতন সমাজ ব্যবস্থার বিকাশে দুটি স্তর

সমাজতন্ত্র একবার কোন একটি দেশে প্রাথমিকভাবে স্থাপিত হয়ে গেলে বিশ্বের বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেনিনের ধারণাটা কি ছিল? লেনিন তাঁর "জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের ওপর প্রাথমিক খসড়া থিসিস (১৯২০)" রচনাটিতে উল্লেখযোগ্য ধারণা প্রকাশ করেছিলেন, যার মধ্যে তিনি ঐ পর্বের গুরুত্বটাকে টেনে বের করে আনেন যেখানে "জাতীয় একনায়কত্ব ( অর্থাৎ একটি দেশে বিদ্যমান এবং বিশ্ব রাজনীতিকে নির্ধারণ করতে অপারগ ) থেকে প্রলেটারীয় একনায়কত্বকে আন্তর্জাতিক একনায়কত্বে ( অর্থাৎ অন্ততঃ অনেকগুলি

৩৫ ঐ, ৩০ খণ্ড, পৃ ৫১৮

অগ্রসর দেশকে জড়িয়ে প্রলেটারীয় একনায়কত্ব এবং সমগ্র বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ ) পরিণত করার কর্তব্যকে" (৩৬) আগের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই রূপান্তরের সঙ্গে লেনিন পাতি-বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের নানারকমের প্রকাশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্রমবর্ধমান জরুরী প্রয়োজনীয়তাকে যুক্ত করেছিলেন, এই অবস্থায় যেটা বিশেষতঃ বিপদ্‌জনক হ'য়ে ওঠে, কারণ প্রলেটারিয় একনায়কত্বকে আন্তর্জাতিক একনায়কত্বে রূপান্তরিত করা সেই জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে না লড়াই করে করা যেতে পারে না যেটা নাকি এই প্রক্রিয়ার গতিবেগকে কমিয়ে দেয়।

পরিণামে, একবার একটি দেশে প্রাথমিকভাবে সমাজতন্ত্র স্থাপিত হ'লে বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার দুটি স্তরের রূপরেখা লেনিন সুস্পষ্টভাবে এঁকেছিলেন এবং বিশ্ব পরিস্থিতির সহগামী পরিবর্তনসহ দুটি স্তরের গুণগত পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন।

প্রথম স্তরে, একটা বৈরী পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি রয়েছে। এই স্তরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি বিশ্ব রাজনীতি নির্ধারণে অপারগ। এই স্তরের প্রধান কাজ, প্রথমতঃ পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীসহ অন্যান্য বাইরের বিপ্লবী শক্তির সহায়তায় একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ স্থাপন করা। এই পর্বে বৈদেশিক নীতির সমস্ত হাতিয়ার ব্যবহার করে দম ফেলবার অবকাশ তৈরী করা আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত ও বিকশিত করা, শিল্পায়ন করা এবং সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিজয় লাভ এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব করার জন্য অভ্যন্তরীণ নীতির সমস্ত হাতিয়ারগুলিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

"মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে বিপ্লবের পক্ষে প্রাচ্য ও মধ্য ইয়োরোপের বেশ কয়েকটি দেশে জয়ী হওয়া সম্ভব হ'য়েছিল, যেটা একটা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারতো। কিন্তু পুঁজিবাদ তখনও বেশ শক্তিশালী, সোভিয়েট ইউনিয়নও দুর্বল এবং

৩৬ ভি. আই. লেনিন সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ১৪৮

সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া এমন কোন পাকা কমিউনিষ্ট পার্টিও ছিল না যারা বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে টেনে নিয়ে যেতে পারতো। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া হাঙ্গেরীতে প্রজাতন্ত্রকে এবং জার্মানীতে বিপ্লবকে দমন করলো।

বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রথম স্তর এক দেশে সমাজতন্ত্রের জয় থেকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনে দীর্ঘদিন লেগে গিয়েছিল। ঐ পর্বে সমাজতন্ত্রের শক্তি অনেক জোরালো হ'য়ে উঠলো আর পুঁজিবাদী দেশে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি রাজনৈতিক জীবনে প্রধান উপাদান হ'য়ে উঠলো।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঔপনিবেশিক এবং পদানত দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে একটা নতুন প্রেরণা দিয়েছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক মুক্তি আন্দোলনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক শক্তি প্রদান করেছিল এবং প্রাচ্যের কিছু দেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি স্থাপিত হ'য়েছিল।

দ্বিতীয় স্তরে, বিশ্বের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রভাব একটা বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে গেল। সমাজতন্ত্র বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণত হ'য়ে সমস্ত বিশ্ব প্রক্রিয়াকে চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত এবং নির্ধারণ করছে।

সমকালীন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয়া ধারণা এই বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করে। আমাদের কালে একদিকে বুর্জোয়া, পাতি-বুর্জোয়া আর অন্যদিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারণার মধ্যে সংঘাত খুবই তীব্র। সমকালীন যুগের চরিত্র নির্ধারণের এবং তার গুণগত বৈশিষ্ট্যকে টেনে বের করে আনা প্রশ্ন দিনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা আমাদের যুগকে তেমন যুগ বলে মনে করে যেখানে পুঁজিবাদ 'রূপান্তরিত' হ'চ্ছে। যাঁরা মার্কসবাদী শব্দ প্রকরণ ব্যবহার করেন

তাঁরা বলে যাচ্ছেন যে আমাদের কালে সাম্রাজ্যবাদ সব কিছু নির্ধারণ করছে।

সি, পি, এস, ইউ, এবং তার লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটি সমকালীন যুগের বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া ধারণার অনিষ্টকারিতা দেখিয়ে দিয়েছে কারণ সারমর্মের দিক থেকে দুটিই জোর দিয়ে বলছে যে পুঁজিবাদই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে এখনও নির্ধারণ করছে। অধিবিদ্যাবিশারদরা বুর্জোয়া আধিপত্য ও পুঁজিবাদ আর বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ জয় এই দুটি স্তরই মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁরা সমাজতন্ত্র দ্বারা পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ববাদ বোঝেন না। তবে, ঘটনাটা এই যে বিশ্ব ইতিহাসে এক সমাজব্যবস্থা কখনও অন্য সমাজব্যবস্থার স্থান বিশ্বের পরিমাপে সঙ্গে সঙ্গে দখল করে নেয় না। যেসব সমাজ ব্যবস্থার দিন ফুরিয়েছিল তারা এক খোঁচায় নতুনকে জায়গা ছেড়ে দেয় নি। নতুন উৎপাদন শক্তির জন্যে লড়াই প্রধানতঃ একটি দেশের চৌহদ্দির মধ্যে চলছিল কিন্তু অনিবার্যভাবেই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে বাহিত হ'য়ে গিয়েছিল। এইভাবে দাসমালিকদের সমাজ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আসন থেকে উদ্ভূত হ'য়েছিল আর বাকি অধ্যুষিত ভূমণ্ডলের অংশ থেকে গিয়েছিল ঐতিহাসিক বিকাশের প্রথম স্তরে। ঐ ভাবেই সামন্ততন্ত্রের চারাগাছটি শেকড় গেড়েছিল দাসপ্রথার ধ্বংসস্তুপের মধ্যে। অগ্রগামী পুঁজিবাদ এবং বিদায়ী সামন্ততন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম বিভিন্ন দেশে এবং আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে।

বাস্তবিক, মধ্যযুগের প্রারম্ভের দিকে তাকালে একটা পর্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যেখানে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে নি, যখন দাসত্ব ঐতিহাসিক দৃশ্যপট থেকে একেবারে বিদায় নেয়নি এবং যে সময়, পরিণামত সামন্ততন্ত্র ইতিহাসের গতিপথে নির্ধারক প্রভাব ফেলতে পারে নি। সামন্তব্যবস্থার সুবিধা বাস্তবায়িত হ'তে এবং গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কয়েক শতাব্দী লেগে গেল।

ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ধীর পদক্ষেপে প্রায় ৪০০ বছর ধরে চলেছিল। সমস্ত সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে সামন্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের আগে কয়েক শতাব্দী কেটে গেল। এঙ্গেলস জোর দিয়ে বলেছিলেন যে "নবম শতাব্দীর সামাজিক শ্রেণীগুলি অস্তমান সভ্যতার পাঁকে জন্মায় নি, জন্মেছিল নতুনের প্রসব যন্ত্রণার মধ্যে।" (৩৭)

এঙ্গেলসের ধারণাটি পদ্ধতির দিক থেকে তাৎপর্যসমন্বিত। অবশ্যই, নতুন উৎপাদন পদ্ধতির প্রথম উপাদান সভ্যতার ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হ'য়েছিল কিন্তু ইতিহাসের গতি এবং তার সমতা তখনও পুরনো সমাজই নির্ধারণ করছিল এবং পুরাদস্তুর নতুন সমাজ গোটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করতে শুরু করার আগেই কিছুদিন অতিক্রান্ত হ'য়ে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা বুর্জোয়া তাত্বিকরা অনেক দিন ধরতেই পারে নি। এটা ১৮শ শতাব্দীর বুর্জোয়া ইতিহাস বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা এডোয়ার্ড গীবন সম্বন্ধে বলা চলে যিনি বিশ্বাস করতেন সামন্ততন্ত্র "মধ্য-যুগের অন্ধকার ও বিভ্রান্তির মধ্যে রোম শহরের অবস্থায়" (৩৮) ছিল। গীবন মনে করতেন যে গোটা পর্বটা ছিল পুরানোর ধ্বংস ও পতন এবং সাধারণভাবে তিনি নতুন সমাজের উত্থান দেখতে পান নি। কিন্তু পুনরুদ্ধার পর্বের বুর্জোয়া ঐতিহাসিক গিজো এই ধারণার সংস্কার করেন এবং নতুনের আবির্ভাবের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ১৮২৮ এর গীবনের একটি সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি লেখেন যে রোমান সাম্রাজ্যের পতন দেখিয়ে দেয় "প্রাচীন দুনিয়ার নড়বড়ে অবস্থা, অস্তমান গৌরবের দৃশ্য, আর তার পতিত নৈতিকতা, আধুনিক দুনিয়ার শৈশব, একটি আদি প্রগতির চিত্র

৩৭। কে, মার্কস এণ্ড এফ এঙ্গেলস সিলেকটেড ওয়ার্ক'স, (ইন থ্রি ভাল্যুমস্) ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৪৪

৩৮ এডোয়ার্ড গীবন, দি হিস্ট্রি অফ দি ডিক্লাইন এণ্ড ফল অফ রোমান এম্পায়ার, নিউইয়র্ক ১৯০৫, পৃ ৪১

আর মনে ও চরিত্রে নতুন দিকের ছাপ।" (৩৯) গিজো ফরাসী কবি পিয়েরে কর্নেইলির একটি অত্যন্ত অর্থবহ লাইন উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেছিলেনঃ "একটি মহাভাগ্যের সূচনা হ'লো একটি নিয়তি শেষ হ'লো।"

তাই, বুর্জোয়া ইতিহাস বিজ্ঞান ধীরে ধীরে ধাকাধাক্কি ক'রে এই ধারণায় এসে পৌঁছলো, নতুন সামন্তব্যবস্থার আবির্ভাব এবং বিকাশ বিশ্বরঙ্গমঞ্চে পুরনো ও নতুনের মধ্যে সংগ্রামে পূর্ণ একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবের প্রথম বুর্জোয়া দার্শনিক ধারণা নিছক একটা পুরনো পৃথিবীর একটা ধ্বংস ও ছত্রাকার হ'য়ে পড়ার পর্ব ভেবে নিয়েছিল। অবশ্য, আজকেও যখন 'বিচ্ছিন্নভাবে' কোন একটা সমাজের অধ্যয়ন অনুসন্ধান কেউ করে, যেমন বর্তমান কালের বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা চায়, তবে একজন বিশ্বের পরিমাপের ব্যাপারটা হারিয়ে ফেলবে এবং সে ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবটা বোঝা খুবই মুস্কিল হ'য়ে পড়ে, যার জন্য বিশ্বরঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া, পুরনো এবং নতুনের মধ্যে সংঘাত, কেবল প্রদত্ত দেশটির মধ্যেকারই নয়. অধিকন্তু আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চেও অর্থাৎ বিশ্ব বিকাশের বিশ্লেষণ দরকার। বুর্জোয়া সমাজবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটাও অসম্ভব যে কখন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ওপর অস্তগামী সভ্যতার সমতা নির্ধারক প্রভাব বিস্তার করে না বরং উদীয়মান সভ্যতাই করে।

তবু, প্রাচীন জগত থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত গোটা উত্তরণকালীন পর্বে বুর্জোয়া ইতিহাস বিজ্ঞানের সৃষ্টি বহু পদ ও প্রত্যয় থেকে একটি স্তর থেকে অন্য স্তরের পার্থক্য বেরিয়ে আসা উচিত। একটা প্রত্যয় ছিল "মধ্যযুগের আদ্যিকাল" যেটা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় প্রচলিত হ'য়েছিল প্রারম্ভিক স্তরটাকে আলাদা করার জন্যে যখন পুরনো ও নতুনের সংগ্রামের ফলে নতুনের সমৃদ্ধি আসেনি, যখন

৩৯। এডোয়ার্ড গীবন, হিষ্টোয়ারি ডি লা ডেকাডেন্স এট ডে লা চুটে ডি লেম্পায়ার রোমেইন, প্যারিস, ১৮২৮ পৃ ২

পুরনো ভেঙে পড়া সামাজিক ব্যবস্থা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ঐ পর্বে অস্ট্রোগথ সমাজের তথাকথিত রোমীয়করণের ব্যাপারটা রোমীয় দাস মালিকদের সঙ্গে অস্ট্রোগথ অভিজাতদের সংযুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ল্যাঙ্গোবার্ডদের ইটালী অধিকার দাস মালিকানার সম্পর্ক এবং তার ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত বিরাট জমিদারীর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। মনে করা যাক এঙ্গেলসের সুপরিচিত মন্তব্যটি যে "রোমান কলোনাস এবং নতুন ভূমিদাসদের মাঝখানটিতে ফ্রাঙ্কীয় কৃষকরা ছিল।" (৪০) গোটা ইয়োরোপ জুড়ে যে গ্রামীণ সম্প্রদায় গড়ে উঠছিল, আর সম্পত্তির ক্রমবর্ধমান অসাম্য, শ্রেণী বিভাজন এবং নির্ভরশীলতার বিকাশ উদীয়মান সামন্ততন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল কিন্তু এই সমস্ত প্রক্রিয়া ও ঘটনার বিকাশে কয়েক শতাব্দী লেগে গেল।

১৯শ শতাব্দী বুর্জোয়া ইতিহাস বিজ্ঞান তার নিরেট বিবর্তনবাদী দৃষ্টিকোণের জন্য এই প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে পারলো না। ফাস্তেল ডি কোলাঞ্জেস বিশ্বাস করতেন যে রোমান সাম্রাজ্যের এবং বর্বরদের রাজত্বের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিছক একই ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুই নেই। একটু সংস্কৃত ভাষ্যে এই তত্বটাকেই অষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক আলফোনস্ ডপ্‌স্ সম্প্রসারিত করলেন, যিনি প্রাচীন জার্মান কৌম প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বর্বরতা ও আদিমতার চিহ্নগুলি 'শুধরে' দেবার চেষ্টা করলেন আর রোমান সাম্রাজ্য ও বর্বর কৌমগুলিকে যথাসাধ্য কাছাকাছি আনার চেষ্টা করলেন। দাসমালিকানা ব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্রের মধ্যে গুণগত পার্থক্যকে বিলুপ্ত করা এবং পুরনো সমাজব্যবস্থা থেকে নতুন সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের প্রশ্নটিকে নিশ্চিহ্ন করার মতলবেই এই সোজা বিবর্তনবাদ গড়ে তোলা হ'য়েছিল। বুর্জোয়া ইতিহাসের আরেকটা ভাব-

৪০ কে, মার্কস এণ্ড এফ এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস, ইন থ্রি ভলিউমস ৩য় খণ্ড, পৃ ৩১৪

ধারা ঐতিহাসিক বিকাশের ধারাবাহিকতায় ছেদের বিষয়ে তাদের উপলব্ধির ওপর জোর দিয়ে সব কিছুকেই বলপ্রয়োগ এবং রাজ্যজয়ে পর্যবসিত করলো আর জার্মান কৌমগুলিকে ইয়োরোপের সামন্ত-তন্ত্র বহনকারী ত্রাণকর্তা বলে চিত্রিত করলো। এ সবই সামাজিক চিন্তার ভুল ভাবনার ফসল। যখন নতুন সমাজব্যবস্থার উদীয়মান সমতা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করতে আরম্ভ করে নি আর যখন বিপরীত বিদায়ী সমাজের সমতা বিধানের ক্ষমতা তখনও গুরুত্ব-পূর্ণ থেকে গিয়েছিল তখন বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তারা পর্বের সমস্যা নিয়ে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হলেন। অবশ্য, এমনকি প্রারম্ভিক পর্বেও এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে বিদায়ী ব্যবস্থা তার পূর্বেকার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ওটা সে আগেই হারিয়েছিল। কিন্তু নতুন উপাদান তখনও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আধিপত্য লাভ করে নি।

অবশ্য, শুরু থেকেই নতুনের অদৃষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি এবং দিকের ওপর বিস্তার করে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই নতুন উপাদান সকল ঘটনার ওপরে নির্দ্ধারক প্রভাব ফেলে না।

অতি প্রাচীনযুগে বিশ্ব প্রক্রিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে দাস মালিকানার রাষ্ট্রগুলি বর্বর কৌমগুলির সাগরের মধ্যে দ্বীপের মত আবির্ভূত হ'য়েছিল যার প্রভাব দাস মালিকানার রাষ্ট্রগুলির পক্ষে পুষ্টিকর মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছিল। এই কৌমগুলো লোকবলের সংরক্ষিত এলাকা হ'য়ে রইলো। মধ্যযুগের প্রারম্ভিক কালে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে শক্তি সম্পর্কের ভারসাম্য বদলে গেল, যাতে ইতিমধ্যেই ক্ষীয়মাণ দাস মালিকানার সাম্রাজ্যগুলি বর্বর কৌম-গুলির আক্রমণের শিকার হ'লো। অবশ্য, এ সব সাম্রাজ্য দাস ব্যবস্থার সমৃদ্ধির দিনেও আক্রমণের শিকার হত কিন্তু তখন একটা প্রদত্ত সমাজের দাস মালিকানার উৎপাদন ব্যবস্থা, উথাল পাতাল সত্ত্বেও, বিকশিত হচ্ছিল কারণ সামন্ততন্ত্রে উত্তরণের শর্তগুলি তখনও দানা বাঁধেনি। লিবীয় কৌমগুলির দ্বারা

বিজিত হওয়ার পর মিশরের বাবিলনের সেই পর্বে যখন তারা কাসীয়গণের দ্বারা বিজিত হচ্ছিল তখনকার "সামন্তীকরণ" প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রাচীন দুনিয়ার অনুশীলনকারীরা আমাদের বলতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়া ইতিহাসবেত্তারাও একথা বলার ঝুঁকি নেন না যে এই প্রক্রিয়াগুলো প্রাচীন দুনিয়াতে বিকশিত এবং সমাপ্ত হ'য়েছিল।

মধ্যযুগে পরিস্থিতিটা ছিল স্বতন্ত্র। দাস মালিকানার সাম্রাজ্যগুলো প্রতিবেশী কৌমগুলোকে জয় করতে, দাস পাকড়াতে এবং দাস মালিকানার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারার মত শক্তি ধরতো না যেটা গথ বর্বরদের রাজ্যের বিরুদ্ধে জাস্টিনিয়নের যুদ্ধ ও "প্রয়োগবাদী অধিকার প্রদান" থেকে দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তবিকই, এর সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রকৃতির জন্য দাস মালিকানার সাম্রাজ্য ব্যাপকভাবে নতুন দাসদের অবিরাম আমদানীতে আগ্রহান্বিত ছিল না।

যখন তার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছিল তখন বাইজানটিয়ান কলোন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকলো। এইভাবে যুদ্ধ ও দখল দাস-মালিকানা ব্যবস্থার বিকাশে সহায়তা দান রুদ্ধ হ'লো কারণ তারা ইতিমধ্যে উদ্ভবশীল সামন্ততন্ত্রের সহায়তা করছিল। এই যুক্তিতে কি যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষকে শুধু মানব ইতিহাস পর্বের জন্যই চূড়ান্ত বিষয় বলে ধরা যায়? অবশ্যই, কেউ যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ না করে তবে সেটা করা ঠিক হবে না।

নীতির ক্ষেত্রে, বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের শক্তিসমূহের ভারসাম্যের মধ্যে এই তীব্র সংঘাত প্রধানতঃ অর্থনীতির মধ্যে যে প্রক্রিয়া চলেছে তার মধ্যে প্রকাশিত হয়। মানব কর্মকাণ্ডের নির্দ্ধারক ক্ষেত্রে পুরনো ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, আর নতুন ব্যবস্থা তখনও সম্পূর্ণ জয়ের জন্য শক্তি ও মর্যাদা লাভ করে নি।

যাদের অধিকারে উৎপাদন উপায়গুলি ছিল এবং যারা খামারে নিযুক্ত ছিল সমান্ততন্ত্র তাদেরই দাস শ্রমিকদের পরিবর্তে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। সমান্ততন্ত্রের জয়ের সেটাই অন্তিম কারণ। দাস প্রথার আওতায় ক্রীতদাস আমদানী নির্ভর করতো ধনবৃদ্ধির লড়াই এবং লুটেরা হামলার ওপর। কিন্তু যখন ঋণগ্রস্তদের বুঝিয়ে শুঝিয়ে তাদের ঋণের জন্য দাসত্বে ভিড়িয়ে দেওয়া হোতো তখন সেটা গোটা সমাজে ঘুন ধরানোর দিকে ঝুঁকতো এবং ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতো। সামন্ততন্ত্র এইসব সামাজিক সম্পর্ককে পরিবর্তিত করেছিল এবং তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। সেটা সুস্পষ্ট কিন্তু মানবজাতি এই পথ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে নি।

মার্কস বলেছিলেন যে "মধ্যযুগে ভূমিদাস প্রথা তখনও নিজের মধ্যে" (৪১) প্রাচীন দাসত্বের অনেক বৈশিষ্ট্যকে "চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আরও বেশী নতুন উৎপাদিকা শ্রমের পথ খুলে যাচ্ছিল। চাপানো শ্রমের গোলামী থেকে একটা ভূমিদাসত্বের করদ সম্পর্কে এনে দাঁড় করানো হ'লো" (৪২) এটাই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সম্ভাব্য গতিতত্ত্ব এবং প্রবণতা।

কিন্তু প্রাচীন দাসত্ব যুগের বৈশিষ্ট্য নিশ্চিহ্ন হ'য়ে কমিউন (মার্ক) গড়ে উঠতে, ভূমিদাসত্ব স্থাপিত হ'তে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। লেনিন বলেছিলেনঃ "বন্দোবস্ত পাওয়া কৃষককে অবশ্যই ব্যক্তিগত ভাবে জমিদারের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে কারণ সে জমির মালিক হ'য়ে জবরদস্তি না করলে আর জমিদারের জন্য কাজ করবে না। অর্থনীতির এই ব্যবস্থা অর্থনীতি বহির্ভূত জবর দস্তির ভূমিদাসত্বের, আইনগত অধীনতা, পূর্ণ অধিকারের ঘাটতির জন্ম দিল।" (৪৩) সামন্ততান্ত্রিক পর্বে শোষণের হাতিয়ার হ'লো কাজের লোকটাকে জমির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। এই প্রক্রিয়ার বিকাশ হ'তে যে সময় ও শর্তের

৪১। কার্ল মার্কস-ফ্রেডরিশ এঙ্গেলস, ওয়েকে ১৯ খণ্ড, পৃ ৩২৬ বার্লিন ১৯৬২
৪২। কে, মার্কস, ক্যাপিটেল, ৩য় খণ্ড, মস্কো, পৃ ৭৭১
৪৩। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ১৫ খণ্ড, পৃ ৮৪-৮৫

দরকার হ'য়েছিল তা একবারেই উদ্ভূত হয় নি। এই সময় না আসা পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রের আধিপত্য এবং পুরনো ব্যবস্থার শক্তি-গুলোর ওপর তার নির্ধারক প্রতিপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠেনি।

সামন্ততন্ত্রের পরিপক্কতা এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তার শক্তির প্রতিপত্তির জন্য যে কালপর্বের দরকার সেটা মোটেই "ইয়োরোপীয়" বা "পশ্চিমী" ব্যাপার নয়।

ভারতবর্ষেও সামন্ততন্ত্রের উত্তরণ পর্বটিতে বড় বড় দাসমালিক শাসনের পতন এবং ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে সেইসব নানা উপজাতির আবির্ভাব হ'য়েছিল যারা ইতিমধ্যে আদিম ব্যবস্থার ভাঙ্গনের মুখে পৌঁছে গিয়েছিল এবং নানা রকমের সাময়িক মৈত্রী গড়ে তুলে দাস-মালিকী শাসনের ওপর অভিযান চালাচ্ছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য স্থাপন করছিল। এই প্রক্রিয়া যত অদ্ভুতই হোক না কেন মোটের ওপর মিলের দিকটা স্পষ্ট। যে গভীর সংকটের মধ্যে দাস-মালিকানার সমাজ পড়েছিল সেটাই নতুন ব্যবস্থার জন্মের ঘোষণা করলো, কিন্তু এর জন্যে দরকার হ'য়েছিল নতুন ও পুরনোর মধ্যে দীর্ঘকালের সংঘাত, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ওপর চূড়ান্ত প্রতিপত্তি খাটানোর আগে নতুনের পরিপক্কতা লাভ ও বিকশিত হ'য়ে ওঠা, চূড়ান্তভাবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতিমুখকে নিয়ন্ত্রিত করার মত প্রতিপত্তিশালী শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া।

চীনে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ, গভীর সামাজিক আলোড়ন এবং মহান হান শাসনের অবসান, এ সবই দীর্ঘকাল ধরে ঘটেছিল। ইতিহাস বেত্তারা যে চীনের সামন্ততন্ত্রে উত্তরণ নিয়ে মুস্কিলে পড়ে যান সেটা খুবই তাৎপর্য পূর্ণ। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের আদি কালটাতে পুরনো আর নতুনের মধ্যে পার্থক্য করাটা খুবই মুস্কিল। যেটা প্রশ্নাতীত যে পরবর্তী একটা ধারা আছে—হান উত্তর পর্ব—যেটাকে প্রত্যেকেই সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের আধিপত্যের কাল বলে স্বীকার করেন। পরিবর্তনমুখী উপজাতীয় দুনিয়ার সঙ্গে প্রাচীন সমাজের সম্পর্কটা কিভাবে গড়ে উঠেছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক

ব্যবস্থার বিকাশে এই সম্পর্কের প্রভাব কি ছিল সেটা একটা বিশেষ প্রশ্ন। আমাদের দরকারের দিক থেকে আমরা এই টুকুর জোর দিতে পারি যে এখানে সেই সব উপজাতি যারা প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তারাই দৃশ্যপটে হাজির হ'য়েছিল আর চীনে সামন্ততন্ত্রের প্রারম্ভিক পর্বর মধ্যে সভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্রগুলির সঙ্গে বর্বর উপজাতিগুলির পারস্পরিক লেনদেন ও সংঘাতও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পরের পর্বেই নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পেরেছিল। একটি সমাজব্যবস্থা থেকে আরেকটি সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণে রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তনের প্রশ্নটি অত্যন্ত তীব্র হ'য়ে উঠেছিল। বলপ্রয়োগের যন্ত্র যে রাষ্ট্রটা যাদের হাতে ছিল সেটার আবির্ভাব না হলে দাস মালিকানার উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণটা অবশ্যই সম্ভব হোতো না। পুরনো প্রাচ্যের দাস-মালিকানার স্বেচ্ছাচারী রাজা থেকে প্রাচীন যুগের গণতন্ত্র, সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের নানা দিক দাস মালিকানা সমাজের বিকাশের নানা স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল। যে সমস্ত সমাজ ইতিমধ্যেই পুরোপুরি দাসত্বের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছিল যেখানে প্রজাতান্ত্রিকরূপের সরকার গড়ে উঠেছিল; যেখানে গ্রামীন যৌথ গোষ্ঠীর বড় ভূমিকা ছিল সেখানে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের রূপটা অসংস্কৃত ও অতি আদিম, দাস মালিকানার স্বেচ্ছাচারতন্ত্র হিসাবে আমরা দেখতে পাই। প্রাচীন কালের গণতন্ত্র বড় বড় দাস মালিকানার সাম্রাজ্যকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল যেটা দাস মালিকানার আরও বিকাশের প্রকাশ এবং সংহতও করেছিল।

সামন্ততন্ত্রে উত্তরণে সমাজের নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করারও বড় ভূমিকা ছিল। পুরনো দাস মালিকানার সমাজ ধ্বংসের পথে যাত্রা করেছিল। রোম বা বাইজানটিয়ামে কোথাও তারা সামন্ততান্ত্রিক সামাজের রাজনৈতিক রূপ নিতে পারে নি। সামন্ত-তন্ত্রের অগ্রগতিকে পুরনো সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়লো। বর্বর রাজ্য (৫ম—৬ষ্ঠ শতাব্দী) থেকে শুরু করে ক্যারোলিঞ্জিয়ান রাষ্ট্র (৭ম

শতাব্দী) পর্যন্ত দীর্ঘ পর্ব ধরে শোষক শ্রেণীর নতুন রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটা সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তির বিকাশের কালের সঙ্গে মিলে যায়। তাই, সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্ট সমাজের উদ্ভবশীল রাজনৈতিক সংগঠন তারই স্বার্থে বিকশিত হচ্ছিল, শক্তিশালী হচ্ছিল যা ব্যবস্থার নিয়তি অনুযায়ী দুর্বল হ'য়ে পড়ছিল।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের যে যুগকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় যে বেশ দীর্ঘ দিন ধরে নতুন ও পুরনো ব্যবস্থা পাশাপাশি বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে থেকে গিয়েছিল। লেনিন বলেছিলেন: "ভিন্ন জমিদারীর খামার, গ্রামীন গোষ্ঠী এবং সেইসব কৃষক পরিবার যারা অন্য খামারের ওপর নির্ভরশীল নয় স্বয়ং সম্পূর্ণ আর পৃথিবীতে কোন শক্তিই তাদের যুগব্যাপী নিশ্চলতা থেকে টেনে তুলতে পারতো না, এটাই সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। (৪৪) "সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রযুক্তিগত নিশ্চলতা এবং উৎপাদকের বন্ধন দশার অবস্থা সৃষ্টি করে।" (৪৫)

কেবল মার্কসবাদই ঐতিহাসিক বিকাশের প্রধান ধারা এবং সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের যুগে জটিল ছাড়াছাড়া ঘটনার পেছনে তার প্রধান স্তরগুলিকে দেখতে পেয়েছিল। ইতিমধ্যে বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা অনেকগুলো মিথ্যা তত্ত্ব খাড়া করেছিল যার সবটাই সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের গুণগত পার্থক্য মুছে দেবার প্রচেষ্টার—যাতে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নত ব্যবস্থায় লাফিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটাকে গুলিয়ে দেওয়া যায় তার 'প্রচেষ্টায় পর্যবসিত। সবচেয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল উপ.স্ ভাবধারার লোকেরা। কিন্তু নতুন তথ্য এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পুরনো অধিবিত্তক ও দার্শনিক ধ্যান-ধারনাকে ব্যবহার করে এই ভাবধারার লোকেরা দেখাতে চেষ্টা করলো যে ক্যারোলিঙ্গিয়ানের সময়েতেও "বর্গীয় পুঁজিবাদের" রূপে পশ্চিম ইয়োরোপে পুঁজিবাদ ছিল। সূর্য্যের তলায় কিছুই

---

৪৪। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৩
৪৫।

নতুন নয়, এমন কি অষ্টম ও নবম শতাব্দীতেও পুঁজিবাদ আবিষ্কার করার চেষ্টা চলছিল। আসলে পুঁজিবাদের উদ্ভব হ'য়েছিল অনেক পরে কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিশ্ব বিকাশের গতি নিয়ন্ত্রনে সক্ষম হয় নি।

পরের ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে কেমন করে ও কখন পুঁজিবাদ বিশ্ববিকাশের সমগ্র গতির ওপর নির্ধারক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং কেমন করে পৃথিবীর মালিক হ'য়েছিল। এই প্রক্রিয়ার ভিত্তি ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ওপর। বিদায়ী সামন্ত-তন্ত্রকে পরাজিত করতে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির আপেক্ষিক ভাবে অনেক সময় লেগেছিল। মার্কস লিখেছিলেন: "যদিও আমরা ভূমধ্য সাগরীয় এলাকায় কিছু কিছু শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূত্রপাত দেখতে পাই ১৪শ বা ১৫শ শতাব্দীতে তা সত্বে পুঁজিবাদী যুগের তারিখ ১৬শ শতাব্দী।" (৪৬) এমন কি ১৬শ শতাব্দীও কেবল পুঁজিবাদী উৎ-পাদন পদ্ধতির আরম্ভ মাত্র। সেই সময় ইয়োরোপে সামন্ততান্ত্রিক নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠিত হ'য়েছিল আর এটাই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে অনুকূল হাওয়া দিয়েছিল কিন্তু পরে পুঁজিবাদকে সংহত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঐ শাসন ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করা প্রয়োজন হ'য়েছিল। পুঁজিবাদের বিকাশের পরের স্তরটা সামন্ততান্ত্রিক নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের স্তর।

পুঁজিবাদের জয়লাভের লড়াইটা পৃথক পৃথক দেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চালাতে হ'য়েছিল। ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লব একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না বরং একটা নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয়েছিল। ফ্রান্সে বিপ্লব সামন্ততন্ত্রকে হারিয়ে-ছিল এই ঘটনাটা ইয়োরোপের ক্ষেত্রে তার বৈরিদের বিরুদ্ধে তাকে লড়তে সমর্থ করেছিল। যে পর্যন্ত না বুর্জোয়াদের ক্ষমতা চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লো, যে পর্যন্ত না পূর্ণ বিজয়লাভ হ'লো এবং বিশ্ব-ব্যাপী তার আধিপত্য বিস্তৃত হ'লো সেই ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথক

৪৬। কার্ল মার্কস ক্যাপিটেল, ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৭২, পৃ ৭১৫

পৃথক দেশের সামন্ততান্ত্রিক নিরঙ্কুশ শক্তির বিরুদ্ধে এবং বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে সংগ্রাম চালু ছিল। তাই বিশ্ব বিকাশের দৃষ্টিকোণই একমাত্র দৃষ্টিকোণ যেখান থেকে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে পরিবর্তনকে বোঝা যায়।

সেই পর্বের রাজনৈতিক সংগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেটা বুর্জোয়ারা জমিদারদের হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছিল সেটা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াই। জনগণের সাহায্য ছাড়া এটা করতে অসমর্থ হ'য়ে তারা গ্রামের কৃষক ও শহরের কারিগরদের কাঁধে চড়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করলো। যেহেতু পুঁজিবাদের জন্ম সামন্ততন্ত্রের গর্ভে সেহেতু একটা নির্দিষ্ট স্তরে ভাব সৌধের রূপান্তর ঘটানো জরুরী প্রয়োজন যা ছাড়া নতুন ব্যবস্থার আরও বিকাশ সম্ভব নয়। ইয়োরোপের সামন্ততন্ত্রের উপর একের পর এক আঘাত হানা হোলো: জার্মানীর সংস্কার ও কৃষক যুদ্ধ, নেদারল্যাণ্ডে বিপ্লব, ইংরেজদের বিপ্লব এবং শেষে ফ্রান্সের বুর্জোয়া বিপ্লব। এগুলো বিশ্ববিকাশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর যার মধ্যে বুর্জোয়া ও জমিদাররা সংঘাতে এবং যাদের বিপ্লবী সুযোগ শোষকদের সন্ত্রস্ত করে সেই শ্রমিক জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান কর্মকাণ্ডের মুখোমুখি হয়ে আপোষেও বাঁধা পড়েছিল।

তাহ'লে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রধান ঐতিহাসিক ধারাটা কি, কি কি স্তরের মধ্যে দিয়ে তার ইতিহাস চলেছে? পুঁজিবাদের ইতিহাসে লেনিন নিম্নোক্ত স্তরগুলিকে দেখতে পেয়েছেন: "প্রথম যুগ, মহান ফরাসী বিপ্লব থেকে ফ্রাঙ্কো প্রাসিয়ান যুদ্ধ পর্যন্ত, পুঁজিবাদের উন্নতির যুগ, জয়ের যুগ, পুঁজিবাদীদের আরোহী অবস্থার যুগ, সাধারণ ভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যুগ এবং বিশেষভাবে বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলনের যুগ, সামন্ততান্ত্রিক নিরঙ্কুশ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলির ভেঙ্গে পড়ার যুগ। দ্বিতীয় যুগ, বুর্জোয়াদের পূর্ণ আধিপত্য এবং অবনতির যুগ, প্রগতিশীল চরিত্র থেকে প্রতিক্রিয়ার দিকে, এমন কি সব প্রতিক্রিয়াশীল কিনাল পুঁজিবাদের দিকে যাবার যুগ।

এটা এমন যুগ যার মধ্যে একটা নতুন শ্রেণী—এখনকার গণতন্ত্র—ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছে। তৃতীয় যুগ, যেটা সবে শুরু হ'য়েছে, বুর্জোয়াদের সেই অবস্থানে স্থাপিত করেছে যেখানে সামন্তরাজারা প্রথম যুগে নিজেদের দেখতে পেয়েছিল। এটা সাম্রাজ্যবাদী যুগ, সাম্রাজ্যবাদী উৎক্ষেপনের যুগ আর সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত উথাল পাথালের যুগ।" (৪৭) তৃতীয় যুগের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে লেনিন বলেন: সামন্ত রাজাদের হাত থেকে জাতীয় মুক্তির প্রচেষ্টা চালানো উদীয়মান পুঁজির জায়গা নিচ্ছে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ফিনান্স পুঁজি, নতুন শক্তির বিরুদ্ধে—যে শক্তি নিঃশেষিত, আয়ু ফুরিয়ে গেছে, ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার সংগ্রাম।" (৪৮)

লেনিনের বক্তব্য অনুযায়ী প্রথম এবং অংশতঃ দ্বিতীয় পর্বে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রধান বিষয়গত অন্তর্বস্তুটা হ'লো নানাধরনের সামন্ততন্ত্র ঝেড়ে ফেলার সাথে সাথে "উথাল পাথাল অবস্থা"। বুর্জোয়ারাই তখন প্রধান শ্রেণী, যারা যুদ্ধে যোগ দিয়ে আরোহী অবস্থায় ছিল; কেবল তারাই সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিপত্তি বিস্তারকারী শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারতো।" এটাই যুগের চরিত্র নির্দ্ধারণ করেছিল। লেনিন জোর দিয়ে বললেন: "যে সংগ্রাম আজকের বুর্জোয়াদের অতি পরিপক্কতা ও ক্ষীয়মান অবস্থায় অনেকগুলি অগ্রগামী দেশে চলছে, তখনকার দিনে আজকের মত সত্যিকারের স্বাধীন সংগ্রাম চালানো সম্ভব ছিল না।" (৪৯)

তাই ১৬শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বর্জোয়া যুগের প্রত্যুষে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা আধিপত্যকারী স্থান পায়নি এবং বিশ্ববিকাশে নির্দ্ধারক প্রভাব বিস্তার করতেও পারে নি। ১৭৮৯এ ফরাসী বিপ্লবের পরের যুগে পুঁজিবাদ প্রতিপত্তিশালী হ'য়ে উঠলো, কিন্তু তবুও সামন্ত-

৪৭। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ২১ খণ্ড, পৃ ১৩৬

৪৮। ঐ, পৃ ১৪৯

৪৯। ঐ, পৃ ১৪৭

তান্ত্রিক নিরঙ্কুশ শাসনের দ্রুত ভাঙ্গন এবং ধ্বংসের জন্য আর লেনিন যে ভাবে বলেছেন, জাতীয়ভাবে বিকশিত পুঁজির বিশ্বব্যাপী বা বলা যায় ইয়োরোপের পরিমাপে বিকাশের জন্য তীব্র লড়াই ছিল। ঐ যুগে, লেনিন বলেনঃ মূল উদ্দেশ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের আন্দোলন।" (৫০)

এই সামন্ততান্ত্রিক নিরঙ্কুশ শক্তি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির পথের বাধা ছিল এবং তার বিকাশে বাধা দিচ্ছিল। সংগ্রাম চালান হচ্ছিল পৃথক পৃথক দেশে এবং বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে যেখানে তখনও কোয়ালিশন সামন্ততান্ত্রিক নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবাদীদের এবং সামরিক রাজনৈতিক মৈত্রী চলছিল।

লোকেদের জীবনে বিরাট পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ভিত্তির বিশ্লেষণ ছাড়া ঐসব পরিবর্তনের প্রকাশক রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত লড়াইকে বোঝা এবং পৃথক পৃথক দেশে এবং বিশ্বের রঙ্গমঞ্চের মধ্যে যে নতুন ও পুরোনোর লড়াই চলছে বিশ্ববিকাশের প্রক্রিয়াকে প্রতি ফলিত করে এবং তার প্রকাশক হ'য়ে উঠছে তাকে দেখানো অসম্ভব।

বুর্জোয়া সমাজচিন্তকরা এই সমস্যাটিরই সমাধান করতে পারে নি। তাদের কাছে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদের উত্তরণের পর্বে অর্থনীতি, রাজনীতিও মতাদর্শের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অজানা বিষয়ই থেকে গেল। তাদের ত্রুটিপূর্ণ ভাববাদী পদ্ধতির জন্যে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা মতাদর্শগত বিরোধের ওপর যুদ্ধ ও সশস্ত্র বিরোধের ওপর জোর দেয় যেটা নাকি, তাদের মতে, মতাদর্শগত বিরোধের ফলেই ঘটে থাকে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার স্তর অন্তর্হিত হ'য়ে গেল, তার অর্থনীতিক ভিত্তি থেকে গেল পশ্চাতে আর কেবল ভাববাদীদের ধরনে ব্যাখ্যা করা সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনাগুলোই চোখে পড়লো।

---

৫০। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ২১ খণ্ড, পৃ ১৪৩

সামন্ততন্ত্রের গর্ভে জন্ম হ'লেও পুঁজিবাদের পক্ষে নিজের সুবিধাগুলোকে বাড়িয়ে এবং যেগুলোকে বিশ্বরাজনীতিতে বাস্তবায়িত করে পুরনো ব্যবস্থাকে দমিয়ে ফেলতে অনেকদিন সময় লেগেছিল। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে পুঁজিবাদের জয়ের জন্য সংগ্রাম একই সংগে সবচেয়ে শক্তিশালী লুণ্ঠনকারীর প্রাধান্যের জন্যই সংগ্রাম। ১৬শ শতাব্দীতে স্পেন, পর্তুগাল এবং নেদারল্যাণ্ডই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ আর ১৭শ শতাব্দীতে ফ্রান্স ও ব্রিটেন বিশ্বপ্রাধান্য অর্জনের লড়াইতে যোগ দিয়েছিল। বুর্জোয়া বিপ্লবের পর ভারসাম্য উল্টে গিয়েছিল ব্রিটেনের পক্ষে। সামন্ততান্ত্রিক নিরঙ্কুশ শাসন যখন বিশ্বে তখনও পর্যন্ত আধিপত্য করছিল পুঁজিবাদী বিকাশের প্রারম্ভিক পর্বে ব্যাপারটা এমনি ছিল। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক-নিরঙ্কুশ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রায়ই সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ ধারণ করতো। অর্থের মধ্যে না ঢুকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সাধারণতঃ এই ঘটনা-গুলোর ওপরে জোর দিয়ে থাকে। তারা এই ঘটনা থেকেও আরম্ভ করে যে দাস-মালিকানার এবং ভূমিদাস পর্বের তুলনায় পুঁজিবাদের আওতায় জাতিগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক অনেকখানি ব্যাপক ও গভীর হলেও পুঁজিবাদী লুটেরাদের মধ্যে অবিরাম ধন বৃদ্ধির জন্য কাড়াকাড়ি, অন্য জাতিকে পদানত করার, তাদের ধনসম্পদ হস্তগত করার এবং তাদেরকে ঔপনিবেশিক দাসে পরিণত করার উপায় হিসাবে যুদ্ধেরও জন্ম দিয়েছে।

## ২০শ শতাব্দীর সামাজিক বিপ্লব এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব

আমি উইলহেলম্ লিবনেশটের ১৮৫০ সালে লেখা মার্কসের স্মৃতি চারণ থেকে কয়েকটা লাইন উদ্ধৃত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্বন্ধে মার্কসের মনোভাবকে দেখাতে চাই।

তিনি বলেন ঃ "শিগ্‌গিরই আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করবো। আর মার্কস ইয়োরোপের বিজয়ী সেই প্রতিক্রিয়াশীলদের বিদ্রুপ করলেন যারা মনে করেছিল যে তারা বিপ্লবের শ্বাস রুদ্ধ করেছে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যে আরেকটাকে তৈরী করছে তার কোন ধারণাই তাদের ছিল না। যে বাস্প রাজা শতাব্দীপূর্বে সারা বিশ্বে বিপ্লব এনেছিল সে তার সিংহাসন হারিয়েছে—এবং শিগ্‌গিরই আরও বড় বিপ্লবী—বিদ্যুতের ঝলকানি দ্বারা স্থানচ্যুত হবে।" (৫১)

মনে করুন, সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরে প্রলেটারিয়েটের সাথী হিসাবে এবং ঐ ধরনের রূপান্তরের জন্য বর্দ্ধমান ঐতিহাসিক প্রয়োজনের একটা লক্ষণ হিসাবে এই পরিবর্তনগুলোকে মার্কস দেখেছিলেন। অনেক শতাব্দী ধরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ একটা নতুন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব প্রস্তুত করলো। প্রথমে, বিদ্যুতের শক্তিকে বিরাট আকারে বাড়ানো এবং অনেকগুলো আবিষ্কারের ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় আরেকটা উল্লম্ফনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার দরকার ছিল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রাক্কালে যখন পুঁজিবাদ কতকগুলি জটিল প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলেছিল এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য অবিষ্কার হ'য়েছিল, লেনিন লিখেছিলেন ঃ "সব দিক থেকে, প্রত্যেক পদক্ষেপে সমস্যা আসছে যেটা মানুষ তক্ষুনি সমাধান করতে পারে কিন্তু পথের বাধা পুঁজিবাদ।"(৫২)

কয়েক বছর পরেই, বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সেবায় বিদ্যুতের বিরাট বৈপ্লবিক শক্তি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যগুলিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ইউ, এস, এস, আরের বৈদ্যুতিকরণের লেনিন-পরিকল্পনা আসছিল। সি, পি. এস, ইউ-র নেতৃত্বে সোভিয়েটের মানুষ তাকে পূর্ণ এবং পূর্ণতর করেছিল এবং প্রচণ্ড

৫১। রেভলিয়েশনস অফ মার্কস এণ্ড এঙ্গেলস, মস্কো, ১৯৫৭, পৃ ৯৮

৫২। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃ ৩৮১

একটা আস্থা নিয়ে পুঁজিবাদকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীতার আহ্বান করে একটা শক্তিশালী শিল্পশক্তি বিশ্বের মানচিত্রে আবির্ভূত হ'লো। উৎপাদনের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে এবং সমাজতন্ত্রের সুবিধাগুলির পূর্বাপেক্ষা পুর্ণতর সদ্ব্যবহারের জন্য অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও স্বীকৃতির যোগ্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির শক্তি হ'য়ে দাঁড়ালো। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে ব্যবহার এবং সামাজিক সম্পত্তিব ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়াকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তব্য হিসাবে স্থাপন করেছে।

সমকালীন ইতিহাস থেকে আহৃত তথ্য এই সিদ্ধান্তই করতে বলে যে সামাজিক ঘটনা হিসাবে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব আধুনিক ছুনিয়ার বুনিয়াদী দ্বন্দ্ব, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ, তুটি ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধের সাথে যুক্ত। একটা সহজাত প্রক্রিয়া হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব এগিয়ে চলেছে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এই সংগ্রাম নিছক তার পরিবেশ নয়। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের অগ্রগতিতে এবং প্রথমতঃ তার সাফল্যগুলির প্রয়োগে এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতি নির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে। যদি কেবল একটি মাত্র ব্যবস্থা—পুঁজিবাদের অন্তিমরূপ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদই ভূমণ্ডলের ওপর আধিপত্য চালিয়ে যেতে পারতো তাহ'লে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব কেমন করে চলতো তা বলা খুবই কঠিন। যখন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রকাশ হিসাবে মহাকাশ অভিযান ও সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে এসে দাঁড়ায় তখন বুর্জোয়া সংবাদপত্র এটা গোপন করে না যে পুঁজিবাদের আওতায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করা।

প্রশ্নটা এইভাবে ওঠে: প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তু'টি ব্যবস্থার লড়াইয়ের প্রভাবকে সীমাবদ্ধ করা কি ঠিক? দৃষ্টিকোনটা কি আরও ব্যাপক হওয়া উচিত নয়?

আমাদের মনে হয় যদি তুটি ব্যবস্থায় লড়াইকে অগ্রাহ্য করা হয়

তবে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করাই সম্ভব নয়। বাস্তবিকই, এখনকার ইতিহাসের মূল বিষয়টা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে দেখার কোন যুক্তিই নেই। কোন একটা কৃত্রিম শূন্যতার মধ্যে কোন সমস্যা বিবেচনা বা সমাধান করা অসম্ভব। অবশ্যই বহু বিজ্ঞানের বিকাশের দ্বারাই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে প্রস্তুত করেছে যার ফলে মানুষ প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবে। প্রকৃতির ঘটনাবলীর জ্ঞানে মানুষ এমন একটা তুঙ্গে পৌঁছে গেছে যেখানে প্রকৃতির শক্তিগুলির ওপরে সচেতনভাবে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ অভূতপূর্বভাবে বেড়ে গেছে। নিঃসন্দেহেই এটা তাই। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা একটা সামাজিক ঘটনা, জাতির সামাজিক জীবনে একটা ব্যাপার এবং সেইভাবেই তাকে বিবেচনা করতে হবে। যদি আমরা আজকের দিনের ইতিহাসের ইতিহাসকে সঠিকভাবে অনুশীলন করতে সংকল্প করে থাকি তাহ'লে দুটি ব্যবস্থার লড়াইয়ের আলোকেই তার প্রত্যেকটি দশা ও ঘটনাগুলিকে দেখার অভ্যাস আমাদের করতে হবে।

অন্য জিনিসের মধ্যে পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ বিকাশের ওপর দুটি ব্যবস্থার লড়াই কিভাবে প্রভাব ফেলেছে সে বিষয় সোভিয়েট লেখকরা এখনও যথেষ্ট গবেষণা করেন নি বলে আমার মনে হ'য়েছে। অবশ্যই, পুঁজিবাদ স্ব-নিয়মেই বিকশিত হয় কিন্তু দুটি দুনিয়ার সংগ্রাম তার ওপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে। এই সংগ্রামে গভীরভাবে জড়িত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে একটা শক্তিশালী ও ক্রম-বর্ধমান বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের উচ্চনিনাদী দাবীর অধীনস্থ না ভেবে একটা বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করলে তাকে বোঝা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নোক্ত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে পারি: যার সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন একচেটিয়া পুঁজির দ্বারা নিষ্পেষিত সেই ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কি কারণে

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে প্রয়োগ করার সম্ভাবনা উৎপাদনে লাগনো সম্ভব হলো? সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও শোধনবাদীরা চীৎকার করে যাচ্ছে যে পুঁজিবাদ তার কলঙ্ক মুছে ফেলেছে, এটা আর ক্ষয়িষ্ণু সমাজ নয় এবং একটা প্রগতিশীল ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে। না, একচেটিয়া পুঁজিবাদ বদলায় নি। বিশ্ব পরিস্থিতিই বদলেছে।

আজকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুখোমুখি পুঁজিবাদী একচেটিয়ারা, যতই শক্তিশালী হোক, খোল নলচে সহ কোন শিল্পকে নিয়ে নিতে অসমর্থ, বিশ্বব্যাপী নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে অসমর্থ। এই মর্মে লেনিন একজন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যে এই শতাব্দীর মোড় ফেরার সময় "বিদ্যুতের দুটি মহাশক্তিধর" ছিল আর "তাদের আওতামুক্ত কোন বিদ্যুৎ কোম্পানী বিশ্বে ছিল না।" (৫৩) এখন এটা সকলের কাছেই পরিষ্কার যে আজকের পরিস্থিতি গুণগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক। এখন পৃথিবীতে এমন একটা "বিদ্যুৎ শক্তিধর" আছে যে শুধু একচেটিয়া পুঁজিবাদেরই আওতামুক্ত নয় বরং সে বাস্তবে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছে। যদি একচেটিয়ারা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে সেগুলো তা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতে রূপান্তরিত হবে।

সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে এগিয়ে দিয়ে এবং এইক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে সামাজিক সম্পত্তির ভিত্তিতে উৎপাদনের বিকাশ ঘটায়। শতাব্দী ধরে যারা পুঁজির জন্যে মজুরিদাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না সেই শ্রমিকেরা প্রলেটারিয়েটের উচ্চতম রাজনৈতিক সংগঠন, নতুন ধরনের পার্টি স্থাপন করে ক্ষমতা দখলের লড়াইতে যোগ দিয়েছিল। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সে এখন বিশ্বের বিরাট অংশ জুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় দাঁড়িয়ে পুঁজির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে উৎপাদনকে সংগঠিত ও বিকশিত করে চলেছে। এটা

৫৩। ভি, আই, লেনিন, সংগ্রহনাবলী, ২২ খণ্ড, পৃ ২৪৭

পুঁজির চরিত্রকে বদলায় নি কিন্তু যেখানে তাকে কাজ করতে হয় সেই বিশ্বের পরিস্থিতিকে পাল্টে দিয়েছে। লেনিন লিখেছিলেন ঃ "ক্ষয়ের দিকে এই প্রবণতাটা পুঁজিবাদের দ্রুত বৃদ্ধিকে বাতিল করে এই ধারণা করাটা ভুল হবে। তা করে না। সাম্রাজ্যবাদের যুগে, কোন কোন শিল্পের শাখা, বুর্জোয়াদের কোন কোন স্তর এবং কোন কোন দেশ, কম বেশী এ ঝোঁক বা সে ঝোঁক প্রকাশ করে ফেলে।" (৫৪) শুধু রাজনীতি বা মতাদর্শেই নয় মানব কর্মকাণ্ডের মূল ক্ষেত্র উৎপাদনে দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রাম চলতে থাকায় একচেটিয়ারা আর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে থামিয়ে দিতে এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে বন্ধ করে দিতে পারে না।

এ থেকে প্রধান যে সিদ্ধান্ত করা যায় সেটা হ'ল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব দুই ব্যবস্থার লড়াইকে ঠাণ্ডা করে বা নির্মূল করতে পারে না যেমন কিছু "সমকেন্দ্রাভিমুখী তত্ত্বের" প্রবক্তারা দাবী করে থাকে যে দুটো ব্যবস্থা না 'মিলে' যাওয়া পর্যন্ত নাকি একই ধরনের কাঠামোগত বিকাশ হচ্ছে। আসলে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যেকার লড়াই তিক্ততায় ও গভীরতায় বাড়ছে কারণ এই ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী না দেবার ইচ্ছে পোষণ করে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যকে ব্যবহার করে পুঁজিবাদ নিশ্চিত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার লড়াই নতুন উপায়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই সাফল্যকে উৎপাদনে রূপায়িত কবায় পুঁজিবাদের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাটার ভবিষ্যৎ কি ?

মার্কসবাদীদের লেখায় প্রকাশিত একটি কথা সংক্ষেপে মনে রাখুন। সেটা হ'ল পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্বের ওপর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রভাব। আমার মনে হয় এখানে প্রধান কথাটা হ'ল এই যে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যের ভিত্তিতে ব্যাপক উৎপাদনের জন্য দরকার উচ্চমাত্রায় সংগঠন, পারদর্শিতা এবং ধারাবাহিকতা। শীঘ্র বা বিলম্বে এই প্রয়োজনটা

---

৫৪। ঐ, পৃ ৩০০

অন্ধ বাজারী শক্তির উৎক্ষেপে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। প্রযুক্তির কঠোর যুক্তি তার মসৃণ ছন্দময় প্রবাহে ছন্দপতনের সঙ্গে মেলে না। অনিয়ন্ত্রিত বাজারী শক্তি যে আকস্মিক বেগ সৃষ্টি করে সেটা মসৃণ গতি এবং উচ্চস্তরের সংগঠনকে ওলট পালট করার দিকে ঝুঁকছে। পরিণামে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব ক্রমবর্ধিত-ভাবে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক, সামাজিক সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও বিজ্ঞানসম্মত সমন্বয় এবং শিল্পে সহযোগিতার দাবী করবে। এটা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটাকে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা অগ্রাহ্য করে। বর্তমান কালের পুঁজিবাদ যে সমাজ পরিবর্তনের জন্য পরিপক্ক এবং সাম্রাজ্য-বাদ যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল, মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এই তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব বাতিল করা দূরে থাকুক সমর্থনই করছে। অবশ্য বিরোধটা আকস্মিক বিক্ষোভের আকারে প্রকাশ পাবে না বরং বিকশিত হ'তে দীর্ঘ সময় নেবে। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের আওতায় "রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা" সম্বন্ধে অনেক জালিয়াতি ও মোহ থাকবে। পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিক শ্রেণীর এটা বুঝতে বেশ কিছুদিন লাগবে যে পুঁজিবাদী সমাজের আরোগ্য নয় বিলোপই দরকার।

কিন্তু যেটা দেখা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হ'ল প্রবণতাটা আছে এবং নানারূপে সেটা প্রকাশ পাবে। বিষয়টা হ'ল এই যে সংঘাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী সক্রিয়ভাবে বেশী বেশী করে জড়িয়ে পড়বে। এটা শ্রেণী সংগ্রামের একটা নতুন ক্ষেত্র তৈরী করছে ঃ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের যত গুরুভার শ্রমিকশ্রেণীর ওপরে চাপবে এ সংগ্রাম তারই বিরুদ্ধে।

কোন কোন তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা এবং তার রাজনৈতিক গুরুত্বের জন্য তাদের উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কার করার উপায় হিসাবে দেখছে। সমাজের খরচায় জীবনধারণ করা একদল লুমপেন-প্রলেটারিয়েট

সহ প্রাচীন কালে ফিরে যাওয়ার স্বপ্নই তারা দেখে। অবশ্য যাদের জন্য শুধু "রুটি আর সার্কাস" ছাড়া আর কিছুরই দরকার হত না সেই প্রাচীন লুমপেন-প্রলেটারিয়েটদের সামাজিক অবস্থানে উচ্চতর দক্ষতা এবং শ্রমের উচ্চ মানযুক্ত আধুনিক প্রলেটারিয়েটদের ঠেলে দেবার মানে ঐ স্তরের চেতনায় নেমে যাওয়া আর সে প্রচেষ্টা চালালে যে সমাজ এই পরীক্ষা করবে সেই সমাজ ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। আজকের পুঁজিবাদী সমাজের আদর্শ অলসতা সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে পুঁজিবাদী পশ্চিমের আত্মিক জীবনের দিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে সামাজিক আদর্শ হিসাবে "অবসর ভোগী সমাজে"র বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিবাদ দেখতে পাওয়া যায়। এটা সত্যি এই সামাজিক কদর্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদটাও প্রায়ই কুৎসিৎ হয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল এই প্রতিবাদ সেখানে আছে আর বাড়ছেও।

এই প্রশ্নটার আর একটা দিক আছে যেটা সম্ভবতঃ সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। কার খরচে পুঁজিবাদী সমাজ তখন বাঁচবে? বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে প্রযুক্তিবিদ্ বুদ্ধিজীবীরা প্রধান উৎপাদন শক্তি হয়ে উঠবে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব চালিয়ে পুঁজিবাদ নিজের বিরোধকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বিরোধ, যেটা নাকি পুঁজিবাদের সর্বস্তরের বিকাশেই অন্তর্নিহিত। একটি অংশের বদলে গোটা শ্রমিকদের সামনে বেকারীর বিপদ, সাধারণ বেকারী তার জীবনের নিয়ম হয়ে উঠতে পারে। শ্রমিক শ্রেণীর প্রশ্নে এই দৃষ্টিকোণ যে প্রচণ্ড সামাজিক সংঘাতের জন্ম দেবে যেটা শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরাট সুবিধা সম্পর্কে সুস্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে এটা কি পরিষ্কার নয়? কাজ না করে, কাজের জন্য তাদের যোগ্যতাকে প্রয়োগ না করে এবং না বাড়িয়ে কি মানুষ বা মানব জাতি বাঁচতে পারে? আমাদের যুগে এটা মানব গোষ্ঠীর গোটা ভিত্তিটাকে নড়বড়ে করে দেবে। পুঁজিবাদ

শ্রমিককে শ্রমের যে আত্মিক অন্তর্বস্তু থেকে বঞ্চিত করেছে সমাজতন্ত্র তার পুনরুদ্ধার করবে। পুঁজিবাদ শ্রমিককে যে কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সমাজতন্ত্র তা ফিরিয়ে আনে, গ্যারান্টি দেয়। বুর্জোয়া লেখকরা স্বীকার করেছে যে পুঁজিবাদীরা ব্যাপক অটো-মেশন ও দূর নিয়ন্ত্রণের গতি হ্রাস করে দিচ্ছে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে এ থেকে একটা প্রচণ্ড সামাজিক বিস্ফোরণের জমি তৈরী করবে।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আরেকটা বিরোধ তৈরী হচ্ছে। সমকালীন ছাত্র প্রতিবাদও এই বিরোধের বৃদ্ধি ও বিকাশ এই বিরোধের দিকেও নজর আকর্ষণ করছে। এমনকি বুর্জোয়া সংবাদপত্রও বলেছে যে এই আন্দোলনের সারমর্ম হল এই যে বুদ্ধিজীবী, বিশেষতঃ তরুণ প্রজন্ম একচেটিয়া পুঁজি তাড়িত হ'য়ে প্রোকাষ্টিয় শয্যায় শয়ন করতে রাজী হ'চ্ছে না। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ও গবেষণাগারে একচেটিয়াদের স্থাপিত স্ফীতকায় নানা পদাধিকারীর পরম্পরা তরুণদের পক্ষে তাদের সামর্থ্যের পূর্ণ প্রয়োগ করার কোন প্রতিশ্রুতিই দয় না। এটা আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের কালে বিশেষভাবে সত্য যখন একচেটিয়ারা তরুণ বুদ্ধি-জীবীদের প্রজন্মটিকে ল্যাববে-রী এবং শপে শ্রমিকদের মতই এক একটি "গোজার" মত ব্যবহার করাতে সচেষ্ট রয়েছে। যারা এখনও তাদের দাবীকে ঠিকমত সূত্রায়িত করতে পারছে না সেই তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ থেকেই প্রতিবাদ উত্থিত হচ্ছে। কিন্তু আমার মতে এটা একজনের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের অধিকারের শ্রমের মধ্যে এই সামর্থ্যকে প্রকাশ ও বিকশিত করার অধিকারেরই অপরিহার্য অধিকার। একচেটিয়া পুঁজিবাদই পথের কাঁটা। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেও যাঁরা আসছেন এর সমতলকারী বুলডোজারের হাত থেকে তাঁরাও রেহাই পাচ্ছেন না। এই দিক দিয়ে একচেটিয়া পুঁজিবাদ আরেকবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালের মতই আবির্ভূত হ'চ্ছে।

পাতিবুর্জোয়া প্রগতিবাদ একটা অস্থায়ী ব্যাপার। নানা ধরনের

বাগাড়ম্বর দিয়ে তাদের মনকে কুয়াসাচ্ছন্ন করে, শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লাগিয়ে ফ্যাসিবাদ পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করায় সাফল্য লাভ করেছে বলে আমাদের জানা আছে।

আরেক বার পাতিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লাগানোর চেষ্টা হ'চ্ছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, অধ্যাপক হার্বার্ট মারকিউসের তত্ত্বের কথা মনে করা যায়। পরিণামতঃ, বিষয়টার বিষয়ীগত দিক, ধারণার লড়াই, শ্রমিকশ্রেণী ও অপ্রলেটারিয় অংশের সংগ্রামী ঐক্যের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

বিগত কয়েক বছরে, পুঁজিবাদের সংহতির প্রশ্নটি বিশেষতঃ পশ্চিমী ইয়োরোপে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রসঙ্গে আরও বেশী বিবেচিত হ'চ্ছে। বুর্জোয়া সংবাদপত্র বক্তব্য রেখেছে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব এই সংহতির উন্নয়ন ঘটায়, জাতীয় অর্থ-নীতিগুলিকে আরও একত্র গ্রথিত করে। প্রবণতাটিকে অস্বীকার করা যায় ন। কিন্তু যে ভাবে সেটা প্রকাশিত হ'চ্ছে সেটা পুঁজি-বাদেরই বৈশিষ্ট্যমূলক। যেমন লেনিন বলতেন, এখানে সব কিছুই আধিপত্য এবং অধীনস্থ করার ওপব, প্রতিপত্তি বিস্তারের ওপর, শক্তির দ্বারা পুঁজির প্রভাব বিস্তারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

তবে, এই শক্তি এখন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির খোলসে আবৃত হ'য়ে অন্যরূপ ধারণ করছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব যে এখন বিশ্বরাজনীতির নির্মাণ-উপাদান হয়ে পড়ছে এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করার দিকে ঝুঁকছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে ব্যবহার করে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তাব অবস্থানকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে। বুর্জোয়া সংবাদপত্রে খবর বেরুচ্ছে যে পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলিতে ক্রমবর্দ্ধমান যুক্তরাষ্ট্রীয় লগ্নী এবং বিশেষতঃ লগ্নীর, তার প্রকৃতি ও অঞ্চল নিয়ে শঙ্কাবৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা লগ্নী করছে তারা নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বা আধিপত্য অর্জনেই সচেষ্ট। পশ্চিমী ইয়োরোপের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবকে

প্রকাশ করার জন্য একটা নতুন শব্দ—প্রযুক্তিগত ঔপনিবেশিকবাদ—তৈরী হ'য়েছে। তথাকথিত "মগজ চালান" দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধিত হ'চ্ছে।

ঘটনাক্রমে, এমনকি পুঁজিবাদী দেশের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব একচেটিয়াদের মধ্যেও শ্রেণীসংগ্রাম বৃদ্ধি করছে। "নবীন" একচেটিয়ারা প্রায়ই "বৃদ্ধ" একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া আধিপত্যে এটা রাষ্ট্রক্ষমতা হাতানোর সংগ্রামের হাতিয়ার হ'য়ে দাঁড়ায় এবং তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত ও সংকটের রূপ ধারণ করে।

বিশ্বরাজনীতিতে, একচেটিয়া পুঁজি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের ওপর আশা নিবদ্ধ করেছে ঔপনিবেশিকতাকে নব সাজে সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে। একদিকে একচেটিয়ারা ধরে নিচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবে নতুন প্রযুক্তি থাকার ফলে নিম্ন প্রযুক্তির অধিকারী কতকগুলি দেশের নিষ্কাশিত কাঁচামালের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা যথেষ্ট কমে যাবে। অন্যদিকে তারা আশা করে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব তাদের হারানো উপনিবেশগুলির প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তোলার এবং পরিণামে রাজনৈতিক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক রক্ষা করার নতুন ও শক্তিশালী হাতিয়ার হ'য়ে উঠবে।

পুঁজিবাদ যেসব ধারায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবকে চালানোর চেষ্টা করছে এগুলি তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র। পুঁজির অবস্থানকে চাঙ্গা করার এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত গণ বিধ্বংসী অস্ত্র নির্মাণের জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে ব্যবহার বাদেও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দেবে। পুঁজিবাদের দ্বারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই ব্যবহার অবশ্যই, মানবজাতির পক্ষে বিরাট বিপদ বয়ে আনছে।

আমি যা বলেছি তা থেকে এই পরামর্শই পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের পর্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইকে মন্দীভূত করা উচিত হবে না এবং হওয়া উচিত নয় বরং এর বাড়া উচিত

এবং এর বিকাশের বিষয়গত ভিত্তি রয়েছে। এটাই জীবনের যুক্ত এবং বিষয়গত অপরিহার্যতা। এখন সবকিছুই নির্ভর করবে বিষয়গত উপাদানের ওপর। পরিণামতঃ, শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির মতাদর্শগত সংগ্রামের খুবই গুরুত্ব রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের জন্য পরিচালিত সংগ্রামের ওপর অধিক ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্তেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির প্রগতি, উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার, তার ক্রমবর্দ্ধমান পারদর্শিতা, অর্থনীতির বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা এবং সমাজতন্ত্রের বিরাট সম্ভাবনার সর্বাপেক্ষা কার্যকরী বাস্তবায়ন সমস্ত কিছুই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের নতুন বিজয়ের জন্য অগ্রিম দাদন। এটা বিশ্ব ইতিহাসের একটি প্রধান প্রশ্ন।

## ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা

অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পরের দিন ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর ইতিহাসে সর্ব প্রথম যে রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তার সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন : "আমাদের ধারণা লোকে যখন সচেতন থাকে তখনই রাষ্ট্র শক্তিশালী। যখন লোকে সব জানে, সব কিছু সম্বন্ধে মত পোষণ করতে পারে এবং সব কিছু সচেতনভাবে করতে পারে তখনই এটা শক্তিশালী।" (৫৫) লেনিনের এই কথাগুলি জনগণের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে একটা নতুন দিক পরিবর্তনকে প্রকাশ করেছে। একটি নতুন সমাজ নির্মাণে সোভিয়েট জনগণের সাফল্য প্রত্যেককে জনগণের প্রচণ্ড ক্ষমতা ও সম্ভাবনা এবং তাদের বিকাশের ভবিষ্যতকে বুঝতে সাহায্য করে।

৫৫। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৬ খণ্ড, পৃ ২৫৬

ইতিহাসে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ থেকে ব্যাপক জনগণকে সচেতন কর্মকাণ্ডে পৌঁছে দেওয়া এবং প্রক্রিয়ার সক্রিয় স্রষ্টায় পরিণত হওয়া আমাদের যুগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

১৯১৮-এর মে মাসে লেনিন শত সহস্র মানুষের কথা উল্লেখ করেন "যারা ঐতিহ্য ও অভ্যাস অনুযায়ী জীবন যাপন ছেড়ে সোভিয়েট নির্মাতা সংগঠনের দিকে যাত্রা করেছিল।" সে সময় ঐ প্রক্রিয়াটি সদ্য শুরু হ'য়েছিল আর তা-ও একটি মাত্র দেশে। আজকে শোষকদের আধিপত্যের যুগ থেকে হস্তান্তরিত ঐতিহ্য ও অভ্যাসানুযায়ী চলতি পুরনো ব্যবস্থা থেকে সচেতন ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে উত্তরণ কেবলমাত্র বিশ্ব সমাজতন্ত্রের দেশগুলিতেই চলছে না, অধিকন্তু বহু সংখ্যক দেশের লোকের মধ্যে চলছে যারা কিছুদিন আগে ঔপনিবেশিক দাসত্বের মধ্যে কাটাচ্ছিল। জনগণের কর্মকাণ্ড, তাদের সংগঠন, তাদের সংগ্রামের কার্যকারিতা এবং সমাজ বিকাশের গতিবেগের ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণ।

হাজার হাজার বছর ধরে জনগণ নিছক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাড়া ঐতিহাসিক ক্রিয়ায় যোগদান করে নি। কেবল শ্রেণীসংগ্রামের ময়দানে প্রলেটারিয়েটের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় শ্রমকারী জনগণের অংশ গ্রহণের মধ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে। লেনিন বলেছিলেন যে কেবল প্রলেটারিয়েটরাই পুঁজির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালানোর জন্য অনুগামী বিশাল কর্মীবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে টেনে আনতে পেরেছিল। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর যোগদানের প্রকৃতি তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। গোটা শ্রেণীর জন্য দাসরা বা ভূমিদাসরা কখনও পার্টি গড়ে তুলতে পারে নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে না করে তাৎক্ষণিক কর্তব্য পালনে এবং অন্তিম লক্ষ্য সাধনে গোটা শ্রেণীকে সমাবেশ করে এবং বিপ্লবী মতবাদের সাহায্যে বাস্তবের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এইসব লক্ষ্যকে সূত্রায়িত করে অবিরাম ও

প্রত্যহ কাজ চালাচ্ছে যে রাজনৈতিক দলগুলি তার কাঠামো ও কার্যকলাপের সঙ্গে দাস ও ভূমিদাসদের স্থাপিত অস্থায়ী সশস্ত্র দলের কোন মিলই নেই।

দাস যুগে ও সামন্ত যুগে শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতির আরেকটা প্রকাশ ছিল এটা যে এই আন্দোলনগুলি প্রায়ই ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার পেছনে ছুটতো, শ্রেণী স্বার্থের এবং সমাজ বিকাশের পক্ষে জরুরী পরিপক্ক দাবী প্রকাশ করে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী থাকতো না আর অন্তিম লক্ষ্য সম্বন্ধে ভাসাভাসা এবং অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতো যোগদানকারীরা। প্রয়োজনীয় চেতনার ও রাজনৈতিক সংগঠনের ঘাটতি ইতিহাসের সবচেয়ে বৈপ্লবিক মুহূর্তে জনগণ ও আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে সম্পর্কের ভেতর দিয়েও প্রকাশ পেয়েছেঃ দাস ও ভূমিদাসদের নেতারা সব সময় একটা পবিত্রতা ও অভ্রান্ততার জ্যোতির্বলয়ে আবৃত থাকতেন কারণ তাদের দিব্য আশীর্বাদ, দিব্য নিয়তির হাতিয়ার বলে মনে করা হতো। তখনও এ ব্যাপারে কোন চেতনাই আসেনি যে কোন আন্দোলনের নেতার শক্তি জনগণের চেতনা ও সংগঠনের আর যৌথ ইচ্ছা ও ধারণার প্রকাশে তাদের সামর্থের মধ্যেই থাকে। তাদের কর্মকাণ্ডের কল্যাণেই অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের কাছে শ্রমিকশ্রেণীই সমাবেশ কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছে আর যেটা বিরাট কার্যকরী তার সঙ্গে তাদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম করায় প্রকৃত সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিয়েছে জনগণের সেই রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব ঘটিয়ে "জনগণ" প্রত্যয়টির অর্থকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

১

বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া মতাদর্শের প্রবক্তারা সর্বদাই "লোক" এবং "জনগণ" প্রত্যয় দুটি সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করে।

নারোদনিকরা লোকের কথা খুব বলতো আর সব রকমে তাদের খুব প্রশংসাও করতো কিন্তু তাদের মতামত বিজ্ঞানসম্মত ছিল

না। "লোক" সম্বন্ধে তাদের প্রত্যয়টি ছিল ভাসাভাসা কারণ তারা শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম দেখতে পেতো না। এই তত্ত্বগুলো যে লোকেদের অন্তর্নিহিত গতিশীল শক্তিকে অগ্রাহ্য করে তার জন্যে লোক সাধারণকে গতিশীল করার জন্য বাইরের খোঁচার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। প্রায়ই এই বাইরের প্রেরণাদাতাকে একটা নিশ্চল এবং মুখাবয়বহীন শক্তি "জনতা"র পরিচালনাকারী একদল "বীর" হিসাবে দেখানো হয়। ব্যক্তিকে লোকের বিপরীতে, ওপরে এবং তাদের মাথার ওপরে দাঁড় করানো হয়।

পাতিবুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা শ্রেণী এবং শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করে শোষকদের নীতির জনবিরোধী সারমর্মকে গোপন করতে বা জনগণের প্রতি তাদের মনোভাবকে ঠিক মতো বুঝতে পারেনি। এই মার্কা-ওয়ালা অনেক তাত্ত্বিকই "লোক" নামের তলায় শোষক ও শোষিত দুই শ্রেণীকেই বন্ধনী বেষ্টিত করেছে সেই ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লব-যুগের বুর্জোয়া মতামতের প্রতিধ্বনি করে যখন বুর্জোয়ারা নিজেদের লোক সাধারণের সঙ্গে একাত্মমনে করতো এই দাবী করে যে বুর্জোয়াদের থেকে পৃথকভাবে শ্রমজীবী মানুষের কোন ন্যায্য স্বার্থকে চিন্তাই করা যায় না। কার্যতঃ নারোদনিক সমাজতত্ত্ব "জাতি" থেকে "লোক সাধারণ" প্রত্যয়টিকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করতে পারে নি।

এখনকার দিনের বুর্জোয়া দর্শন ও সমাজবিদ্যা "লোক সাধারণ" প্রত্যয়টিকে বাতিলই করে দিয়েছে। সেদিন চলে গেছে যখন বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ইংরাজী বড় হাতের অক্ষরে "পি" দিয়ে কথাটাকে লিখত। এখন তারা "জনগণ" শব্দটাকে ব্যবহার করা পছন্দ করে, যার সঙ্গে থাকে একটু অবজ্ঞা যদিও তারা "জনগণের সমাজ" এবং "জনগণের সভ্যতা" শব্দগুলোকে বর্তমান সমাজ বিকাশের স্তরের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা। "জনগণের সমাজ" সম্পর্কীয় তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদী পর্বের বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক কার্যসাধনে ব্যবহারের সঙ্গে

জড়িত। এই সংযোগ অনিবার্য কারণ যদি না আমরা তাদের রাজনৈতিক সংগঠন এবং যে সমাজ কাঠামো ঐ সংগঠন উৎপন্ন করে তার সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করি তবে জনগণের ভূমিকা এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। তবে এখনকার বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা এই ঘটনার ভূত ছাড়াতে যতই কঠোর চেষ্টা করুন না কেন তাদের সমস্ত যুক্তি এরই সমর্থন করছে।

বুর্জোয়াদের কোন রাজনৈতিক মতামতটা এর সমর্থন করে? ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবের পরে খুব শিগ্‌গিরই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ঘোষণা করলেন সমাজে আছে শুধু ব্যক্তি—শ্রেণী বা সামাজিক গোষ্ঠী বা সংগঠন নেই। ওটা ব্যক্তিবাদের পক্ষে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি-সম্পর্কের ভিত্তিতে একটা সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে অজুহাত দর্শানো। এটা কার্যতঃ পুঁজির অতি প্রকৃত, নিরঙ্কুশ সীমাহীন অধিকারের পক্ষে অজুহাত—জনগণের জন্যে শুধু আনুষ্ঠানিক অধিকারের ঘোষণা তুলে ধরা। অভ্যন্তরীণ সংগঠন বর্জিত একদল ব্যক্তির জমায়েতকেই বলা হল লোক সাধারণ। বিশ্বকোষ অভিধানে বলা হল যে একই আইনের আওতায় জীবন যাপন করে, একই দেশে বাস করে এমন একদল নর-নারীই লোক সাধারণ। এই জনতা বা "জমায়েতকে" একটি দেশে কার্যরত রাষ্ট্র ক্ষমতা ঐক্যবদ্ধ করে। জনগণের ওপর বুর্জোয়াদের এই অবজ্ঞা একই সঙ্গে ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা আর তাদের অধিকারকে পদদলিত করা।

যে ব্যক্তি-সম্পত্তি পুঁজি তার ওজন নির্ণয় করে তা থেকে বঞ্চিত থেকে পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিই বা কি আর তার ভূমিকাই বা কি? জনগণ সম্বন্ধে বুর্জোয়া মতটি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকের অধিকার এবং দরিদ্রের বঞ্চনার পক্ষ অজুহাত যাদের বলা হয় যে কোন "কেউ কেটা" না হ'তে পারার জন্য দায়িত্ব নিজেদেরই।

রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী বুর্জোয়ারা এই ঘটনা মোটেই গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয় যে শ্রমজীবীরা কেবল রাজনৈতিক সংগঠনের

মধ্যে তার সহকর্মীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হ'য়েই শক্তিশালী হয়। তত্ত্বে এবং প্রয়োগে বুর্জোয়ারা কেবল টাকার থলির মূর্তিধারী ব্যক্তির সঙ্গে আর বিরাট সমুদ্রের বেলাভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বালিকণার মত "সমাজ" নামে পরিচিত শক্তি ও সংগঠন বর্জিত ছড়ানো ছিটানো "ব্যক্তিদের" সঙ্গে কাজ কারবার করতে পছন্দ করে। কিন্তু বুর্জোয়াদের ইচ্ছা ও আধিপত্যের আওতায় থেকেও শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের সংগঠন করতে শুরু করেছিল, তার চেতনা বেড়েছিল, তার অধিকার নিয়ে সে লড়তে শুরু করেছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে সে বুর্জোয়া স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।

সমাজ যখন সাম্রাজ্যবাদী পর্বে প্রবেশ করলো তখন রাজনৈতিক দৃশ্যপটের ওপর তার সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় একচেটিয়া পুঁজি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে শুরু করলো। শ্রেণী এবং শ্রেণীসংগ্রাম যে বিলুপ্ত হ'য়েছে, সর্বত্র "সংহতির" প্রক্রিয়া যে এগিয়ে চলেছে, আর সমাজ যে বেশী বেশী করে "এক" হ'য়ে উঠছে এই মর্মে শত শত বই লেখা হ'ল। যার নাকি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে "অকেজো" এবং "পুরনো" বলে নিষিদ্ধ করার "ন্যায় সঙ্গত" অধিকার আছে সেই আজকালকার পুঁজিবাদের সমর্থনে এগুলো অজুহাত। আজকের দিনেও, যারা পুঁজিবাদীদের কাছে বিক্রিত, যুক্তরাষ্ট্রের তেমন লেখকরা দাবী করেন যে ট্রেড ইউনিয়ান "ব্যক্তির ক্ষতি করে" আর ধর্মঘট ভঙ্গকারীরা "ব্যক্তি স্বাধীনতার ধ্বজা ওড়ায়"।

সব রকমে লোক সাধারণকে হেয় করে ব্যাপক তত্ত্ব ছড়ানো হ'চ্ছে, সেগুলোর লেখকরা জোর দিয়ে বলছে যে "সাদৃশ্য" ব্যক্তিকে "জনগণের" মধ্যে মিলিয়ে দেবার দিকে ঝুঁকছে আর ইতিহাসে "জনগণ" বিরাট অনিষ্টকারী এবং "মানব অবস্থার বিরাট অধঃপাত ছাড়া আর কিছুই নয়।" ফ্রয়েডীয় ভাবধারার সামাজিক-মনবিকলনবিদ্‌দের বেশ কিছু ব্যক্তি জনগণের আচরণে অবচেতন ও অর্দ্ধচেতন উপাদানের ভূমিকাকে সর্ব প্রকারে অতিরঞ্জিত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে স্বভাবতই "জনগণ" কেবল নীচুস্তরের আত্মিক

কর্মে লিপ্ত হ'তে পারে। এমনকি যিনি ফ্রয়েডীয় ধরনের সামাজিক মনোবিকলনের মনোভাবকে পছন্দ করেন না সেই ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টয়েনবি ইতিহাসের দর্শনের ওপর তাঁর বিরাট রচনায় একখোঁচায় আজ পর্যন্ত ইতিহাসে যে সমস্ত সমাজের অস্তিত্ব ছিল তাকে দ্বিভাগে ভাগ করেছেন: "সৃজনশীল সংখ্যালঘিষ্ঠ" এবং "অসৃজনশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ"। টয়েনবি প্রধানতঃ ইতিহাসকে নিশ্চল 'অসৃজনশীল সংখ্যাগরিষ্ঠের' সঙ্গে সৃজনশীল সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্পর্ক বদল বলে মনে করেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল এবং অবৈজ্ঞানিক মতামতকে পরে নানা রকম "আলোক প্রাপ্তদের" তত্ত্বের মধ্যে ঢোকানো হ'য়েছে যাদের নাকি ইতিহাসের দায়িত্ব নিতে হবে এবং নিয়ে থাকে। এই সব তত্ত্বের উদ্দেশ্য হ'ল রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে জনগণকে দূরে রাখা এবং পুঁজিবাদী সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখা।

এই ধরনের মতামতের বিরুদ্ধে এবং বুর্জোয়া অভ্যাসের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির বাস্তব এবং তাত্ত্বিক কাজকর্ম অবিচলিতভাবে চলছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ "জনগণ" প্রত্যয়টি সম্বন্ধে যথাযত বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছে কারণ তা না দিলে সঠিক এবং কার্যকরী বিপ্লবী কাজকর্ম চালানো অসম্ভব। কেবলমাত্র "জনগণ" প্রত্যয়টিকে শ্রেণীতে বিভক্ত করেই মার্কসবাদ সাধারণ মানুষকে "জনগণকে" ঐতিহাসিক প্রগতির সত্যিকারের হিসাবে দেখিয়ে একটা বিজ্ঞানসম্মত ধারণা সৃষ্টি করেছে। প্রথমতঃ, যে শ্রমিকশ্রেণীকে এসব তাত্ত্বিকেরা বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের ব্যবহৃত একটা অত্যন্ত ভাসাভাসা ধারণা "জনগণ" শব্দটির মধ্যে মিশিয়ে দিতে চাইছিল তাকে বের করে নিয়ে আসা দরকার হ'য়ে পড়েছিল। সেটা করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। বিপ্লবী প্রক্রিয়াতে যে প্রলেটারিয়েটই অন্য সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের নেতা' এটাও তাঁরা দেখালেন।

লেনিন শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীর মৈত্রী, কৃষক আন্দোলন

ও শ্রমিক সংগ্রামের সংযুক্তি এবং অপ্রলেতারিয় শ্রমজীবী মানুষের ওপর প্রলেতারিয় নেতৃত্বের মতবাদকে বিকশিত করেছিলেন। যাদের মৈত্রীই কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষদের এবং জাতির সমস্ত সৎ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারতো এবং আকর্ষণ করেছিল সেই শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী কৃষকদের বুনিয়াদী গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সম্বন্ধীয় বিবৃতিটি তিনিই ব্যাখ্যা করেন। এই মৈত্রীর আরও বিকাশ আর তার বর্দ্ধমান শক্তি ও সংগঠন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভবিষ্যতকে নির্দ্ধারণ করেছিল।

আসল কথাটা এই যে এই মৈত্রীর নেতা ও কেন্দ্রবিন্দু শ্রমিক শ্রেণীকে উচ্চমাত্রায় সংগঠিত হতে হবে এবং অন্যান্য অপ্রলেতারিয় শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারার মত সক্ষম হ'তে হবে। প্রথমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়, তারপর সমাজ-তান্ত্রিক নির্মাণকর্মের সাফল্য, যার মধ্যে দিয়ে জনগণের অন্যান্য অংশ শ্রমিকশ্রেণীর কাছাকাছি আসবে এই মৈত্রীই তার নিশ্চিতি প্রদান করে; এইভাবে লোক সাধারণ শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং নতুন সমাজ নির্মাণে ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা লাভ করে, ক্রম-বর্দ্ধিতভাবে সংহত হয়।

লেনিনের ধারণাগুলো বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্নিশিখায় যাচাই করা হ'য়েছিল। আধুনিক ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে বাস্তবে যেটা সাফল্যের নিশ্চিতি প্রদান করে এবং পরিপক্ক ঐতিহাসিক কর্তব্যকে যেটা পুরো করার জন্য শক্তিশালী এবং বাস্তব নীতি অনুসরণ করা সম্ভব করে তোলে সেটা লেনিনেরই নীতি। আধুনিক ইতিহাসে পপুলার ফ্রন্টের মত বিশালাকার রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রমাণিত করেছে। তাই, পুরনো তত্ত্ব জনগণকে সম্পূর্ণ অমূর্ত এবং অভ্যন্তরীণ সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন বঞ্চিত একটা কিছু বলে দেখানোর চেষ্টা করতো, তার জায়গায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদই কেবল "সাধারণ মানুষ" ও "জনগণ" সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যয় সৃষ্টি করেছে। কৃষক জনগণ ও অপ্রলেতারিয়

শ্রমজীবী মানুষকে নিজের চার পাশে সমবেত করে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম। এটাই হলো ইতিহাসের অকাট্য সিদ্ধান্ত। তার চেয়ে বড় কথা, যেটা ব্যাপক জনসংখ্যার সক্রিয় এবং সচেতন ক্রমবর্দ্ধমান অংশ-গ্রহণে নির্দ্ধারিত হ'চ্ছে সেটাই আধুনিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গোটা অন্তর্বস্তুর বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের অংশগ্রহণের উচ্চতম রূপ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অন্যান্য উপাদানের ওপর একটা প্রভাব বিস্তার করে। সোভিয়েট জনগণের অর্জিত প্রকৃত সাফল্য যেটা দেখিয়ে দিয়েছে যে সমাজের বিকাশের কর্তব্য পূর্ণ করতে জনগণের অংশ গ্রহণ কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ তার সঙ্গে সি, পি, এস, ইউ'র সমস্ত জনগণের পার্টি হ'য়ে ওঠা এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমগ্র মানুষের রাষ্ট্র হ'য়ে ওঠা মিলিতভাবে বিরাট গুরুত্বের বিষয় আর সেটা ইউ, এস, এস, আরের সীমা অতিক্রম করেছে।

২

একটা সচেতন সামাজিক শক্তি হিসাবে সাধারণ মানুষের একটা সংগঠন গড়া আজকের দিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। লেনিনবাদের সাংগঠনিক নীতির ভিত্তিতে যার কাঠামো বিন্যস্ত হ'য়েছে এবং একটি বিপ্লবী তত্ত্বের দ্বারা যেটি পরিচালিত হ'চ্ছে সেই কর্তব্যটির সমাধা করছে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। "বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত শ্রেণী শক্তিকে" জড়িত করে, "জনগণের সঙ্গে সঠিক যোগাযোগ রাখা হ'চ্ছে কিনা এবং সেটা জীবন্ত যোগাযোগ কিনা তাকে প্রতিপদে সযত্নে এবং বিষয়গতভাবে যাচাই করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি তার কাজ চালাবে, এটাই তার গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এই পথে এবং কেবল এই পথেই তাদের স্বার্থকে ব্যক্ত করে, তাদের সংগঠন করতে শিখিয়ে এবং জনগণের সমস্ত কার্য-কলাপকে সচেতন শ্রেণী রাজনীতির পথে চালিত করে অগ্রগামী বাহিনী জনগণকে তালিম দেয় এবং শিক্ষিত করে তোলে।" (৫৭)

৫৭। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ১৯ খণ্ড, পৃ ৪০৯

পার্টি জনগণকে সংগঠিত হ'তে শেখায় কারণ সেটাই তাদের সচেতন শক্তি প্রকাশের পথ। তাদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে এবং এই কাজের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকে এবং সামাজিক বিকাশের জরুরী চাহিদাকে প্রকাশ করে পার্টি জনগণকে শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত করে তোলে। বিশ্ব ইতিহাসের গোটা গতিপথ এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় জনগণের যোগদান যার আবির্ভাব ও বিকাশের ফলে ঘটেছে তার মধ্যেই রয়েছে পার্টির শক্তি।

একবার শোষকদের ধ্বংস করার পর শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ঐক্যবদ্ধ সাধারণ মানুষ পরিপূর্ণভাবে তাদের বিরাট সৃজনশীল শক্তি প্রদর্শন করে। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি এই নতুন সমাজের নির্মাণ, সংগঠন ও পরিচালনা করে আর জনগণের সঙ্গে তার নিরবচ্ছিন্ন এবং জীবন্ত সংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন ঃ "প্রত্যেকটি নতুন অসুবিধার সঙ্গে, সমস্যা উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাদের পার্টি ও সোভিয়েট সরকারের সরাসরি শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আবেদন করার দরুন, কেন একটি মুহূর্তে সোভিয়েটের কাজের কোন একটা দিকে এবং তারপর আরেকটা দিকে শক্তি লাগানো দরকার যেটা জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করার আমাদের সামর্থ্য থাকার দরুন, জনগণের তেজ, বীরত্ব ও উৎসাহ জাগিয়ে তোলায় আমাদের সামর্থ্যের দরুন এবং সেই ক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিপ্লবী প্রচেষ্টার প্রতিটি আউন্সকে কেন্দ্রীভূত করেই আমাদের জয় হ'য়েছিল।" (৫৮)

এখানেই, লেনিন তাঁর ১৯১৮ সালের ৮ই নভেম্বর যে কথা বলেছি'লন, সোভিয়েট রাষ্ট্রের শক্তি সম্পর্কে সেই কথার আবার পুনরাবৃত্তি করলেন। কার্যতঃ তিনি সোভিয়েট সমাজ—পার্টি এবং রাষ্ট্র উভয়েরই রাজনৈতিক সংগঠনের কাজের অন্তর্নিহিত নীতির মূল নীতিগুলিকে সূত্রায়িত করলেন। বিদ্যমান অসুবিধা সম্বন্ধে জনগণকে সত্যি কথা বলা এবং কি করে সেটা দূর করতে হয় তার

৫৮। ঐ

পথ দেখানো শুধু কাজের নীতিগত বিষয় নয় সেটা রাজনীতির পক্ষে এবং গোটা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের পক্ষে বাধ্যতামূলক। এই চাহিদার পূরণে জনগণের কৃত ঐতিহাসিক সংগ্রামের শক্তি বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সেইজন্যেই এই প্রয়োজনকে এত গুরুত্ব দিয়ে দম্ভ, অসার বাগাড়ম্বর এবং আদেশ জারী করে ব্যবস্থাপনা করার নিন্দা করে থাকে।

এটা সুস্পষ্ট যে সমাজ বিকাশের জরুরী কর্তব্যের গভীর বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ ছাড়া কেন ও কেমন করে এই কর্তব্য সমাধা হবে তা জনগণকে বোঝাতে পারা যায় না এবং জনগণের বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে সংগঠিত বা পরিচালিত করতেও পারা যায় না। পার্টির গোটা নীতিই বিকাশের বিষয়গত গতিপথের অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে।

জনগণের মধ্যে বিদ্যমান যে মনোভাব তাদের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্খাকে ব্যক্ত ক'রে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের মোকাবিলায় জনগণের কাছে যাওয়ার জন্য এবং পার্টির পক্ষে তাদের চূড়ান্ত আস্থা অর্জনের জন্য সেই মনোভাব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান রাখা প্রয়োজন।

সোভিয়েট সমাজ জনগণকে পরিচালিত করার অভিজ্ঞতার সার সংক্ষেপ করে লেনিন এই নীতিগুলি রেখেছিলেন :

> "জনগণের সঙ্গে বন্ধন।
> তাদের মধ্যে বাস করা।
> তাদের মেজাজ-মনোভাব বোঝা।
> সবকিছু জানা।
> জনগণকে বোঝা।
> সঠিক দৃষ্টিকোণ।
> সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন ;

যে জনগণের নেতৃত্ব করা হচ্ছে তার সঙ্গে নেতাদের সংযোগ হারাবে না—অগ্রগামী অংশ—সমগ্র শ্রমিক বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে

…জনগণকে তোষামোদ নয়, জনগণের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্নতা নয়।" (৫৯)

এই নীতিগুলির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে পার্টি জনগণের বিরাট আস্থা অর্জন করেছিল। অবশ্য তার অর্থ এটা বলা নয় যে এই নীতিগুলো পুরনো হ'য়ে গেছে। তাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগ এবং জনগণের সঙ্গে সংযোগের বৃদ্ধি এবং সম্পর্ক বাড়ানো পার্টিকে পরিপক্ক কর্তব্যের গভীর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করার এবং তার পূর্তির জন্য পদ্ধতি গড়তে সাহায্য করে।

জনগণের সঙ্গে বন্ধন রক্ষা করতে গিয়ে পার্টি জনগণের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে, অনুশীলন করে এবং সামান্যীকরণ করে আর বিপ্লবী তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করে। "আর্থনীতিক কাউন্সিলে প্রথম কংগ্রেসের বক্তৃতায়" লেনিন নতুন সমাজ নির্মাণে জনগণের অভিজ্ঞতার ভূমিকার বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট চরিত্র চিত্রণ করেন। তিনি বলেন যে পুঁজিবাদী সমাজের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ তার বিকাশের প্রবণতাকে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধিপত্য থেকে সামাজিক সম্পত্তির দিকে অনিবার্য ঝোঁককে টেনে বের করেছিল। এইভাবেই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সামাজিক রূপান্তরের প্রধান ধারাকে নির্দ্ধারণ করতে সাহায্য করেছিল। লেনিন আরও বলেন: "যখন আমরা সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে চলেছিলাম তখন আমরা এটা জানতাম; কিন্তু আমরা রূপান্তরের রূপ বা পুনর্গঠনের বিকাশের মাত্রাটা জানতাম না।" (৬০)

সমাজের বৃহত্তম পুণর্গঠনের পরিচালনায় রূপান্তরের নির্দিষ্ট আকার এবং ঐ প্রক্রিয়ার বাস্তব হার সম্বন্ধে পার্টির জ্ঞানের উৎসটা কি?

লেনিনের উত্তর সুস্পষ্ট: "যৌথ অভিজ্ঞতা, লক্ষ লক্ষ লোকের অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে আমাদের চূড়ান্ত নির্দেশ দিতে পারে, সঠিক-

---

৫৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৪৪ খণ্ড, পৃ ৪১৭-১৮ (রুশ)
৬০। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ১৭ খণ্ড, প ৫১৩

ভাবে, এই কারণে, আমাদের কর্তব্যের জন্য, সমাজতন্ত্র নির্মাণেরা কর্তব্যের জন্য, শত সহস্র সেই উচ্চ স্তরের লোকের অভিজ্ঞতা,- যারা এখন পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রে এবং পুঁজিবাদী সমাজে ইতিহাস গড়েছে সেটা যথেষ্ট নয়।" (৬১) নতুন সমাজ নির্মাণ কর্মের কর্মরত ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের জড়িত হওয়া দরকার কারণ এটাই কেবল কার্যকরী ফল উৎপন্ন করতে পারে এবং অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

ঐ সব অবস্থায়, সৃজনশীল নীতির ভূমিকা অনিবার্যভাবে বাড়ে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির ভূমিকা বৃদ্ধি পায় এবং জটিল হয়ে পড়ে। কোনটা ঐতিহাসিক প্রগতিতে সবচেয়ে বেশী দরকারী, যেটা সবচেয়ে গভীরভাবে সমাজ বিকাশের প্রয়োজনকে এবং তার বুনিয়াদী ধারাকে প্রকাশ করে তা বেছে নেবার জন্যে তাকে বিজ্ঞান-সম্মত সামান্যীকরণ করতে হয়। জনগণের সৃজনশীল শক্তিকে জাগানো এবং তাকে জরুরী সমস্যার সমাধানে প্রবাহিত করাই পার্টির কাজ। সেইজন্যেই পার্টি গণ অভিজ্ঞতার অগ্রাহ্য করাকে এবং যেটা অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে যায় তেমন ঝটপট্ সুপারিশ করাকে দৃঢ়তার সঙ্গে নিন্দা করে।

সোভিয়েট জনগণের মধ্যে পার্টির বিরাট সংগঠনিক প্রচেষ্টাটা জটিল কারণ, নতুন সমাজ নির্মাণের সমস্যাগুলির সমাধানের কর্তব্যগুলি জন্য দরকার এই যে প্রত্যেকের যথাযোগ্য স্থানেই যেন তাকে দেওয়া হয়। (৬২)

ইতিহাস চলে অনেক সংখ্যা নিয়ে এবং তার জন্য দরকার লক্ষ লক্ষ মানুষের। তার অর্থ এই নয় যে লোকগুলোর মুখাবয়ব হীন, আর ব্যক্তি নিয়ে সেটা গড়ে ওঠেনি। বিপরীত দিক থেকে, জনগণের অংশ প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে অবশ্যই সচেতন নির্মাতা হ'তে হবে কারণ এটা সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সৃজনশীল

৬১। ঐ

৬২। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ৪১০

শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। পার্টি এটা জোর দিয়ে বলে যে প্রত্যেকটি কাজের লোকের ন্যায্য স্বার্থ সবসময়েই মানতে হবে যার জন্য বাস্তব প্রেরণা না কমিয়ে বরং বাড়িয়েই দিতে হবে।

সেইসঙ্গে সমাজের সকল সভ্যের মধ্যে যেটা একটা বন্ধন, একটা সমস্বার্থের ধারণা দেয় যা ছাড়া প্রত্যেকটি কর্মরত মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ সম্ভব নয়, শ্রমজীবী মানুষকে সমাবেশ করতে গিয়ে পার্টির কার্যকলাপের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সেই সাধারণ উদ্দেশ্যের ধারণাকে পালন পোষণ করা। পার্টি, সামাজিক স্বার্থ, নতুন সমাজ নির্মাণকারী সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ স্বার্থকে প্রকাশ করে। নতুন সমাজের রাষ্ট্র সংগঠনও ঐ একই উদ্দেশ্য সফল করে। জনগণের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হ'য়ে এবং তাকে সঞ্চিত ও সমৃদ্ধ করে সোভিয়েটগুলি জনগণকে রাষ্ট্রের সঙ্গে বিজড়িত করার একটি রূপ। ট্রেড ইউনিয়ন, তরুণদের সংগঠন এবং যৌথ খামারের আন্দোলনগুলির জনগণের সৃজনশীল প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু জনগণের মধ্যে পার্টির সাংগঠনিক ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ছাড়া তাদের অভিজ্ঞতা ঐতিহাসিক পরিমাপে বাড়তে পারতো না। পার্টির মত একটা রাজনৈতিক সংগঠনের বিশিষ্ট দিকটি হ'ল যে এটা জনগণের ওপর প্রশাসনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে না বরং তার ধ্যান-ধারণাকে এবং অগ্রসর তত্ত্বকে প্রত্যেকটি শ্রমিকের মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে তাকে সক্রিয় সচেতন কাজে জড়িত করে।

"বিপ্লবী কার্যকলাপে নিজের পরিবর্তন পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ" (৬৩) যার অর্থ এই যে মানুষের বিপ্লবী কাজকর্মের পথে সে আর সামাজিক পরিস্থিতিকে অপরিবর্তনীয় মনে করে না, অন্ধ নিয়তির দ্বারা পূর্বনির্ধারিত বলেও মনে করে না। এ থেকে এও বোঝা যায় যে মোহ এবং অলীক কল্পনার পরিবর্তে তার সামাজিক

৬৩। কে মার্কস এণ্ড এফ. এঙ্গেলস, দি জার্মান আইডিয়োলজি, মস্কো, ১৯৬৪, পৃ ২৩৩

কর্মকাণ্ড এবং বিদ্যমান পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রকৃত সম্ভাবনা যে বিষয়গতভাবে নির্ধারিত এটা সে বুঝতে পারে। সি, পি, এস, ইউ শ্রমিক জনগণের মধ্যে মানুষের সামাজিক কাজকর্ম সম্বন্ধে, বিষয়ীগত উপাদানের এবং বিষয়গত বাস্তবতার ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে চেষ্টা করে।

সেই অনুসারে তার নীতির মধ্যে দুটো জিনিস আছে: সামাজিক বিকাশের সমরূপতা এবং প্রবণতার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ এবং সামাজিক শ্রমের বিকাশে ও উৎপাদনে প্রয়োগ সম্ভাবনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির সামান্যীকরণ করা। প্রকৃতি ও সমাজের জ্ঞান দ্বারা সামাজিক বিকাশকে টেনে তুলে জনগণের কর্মকাণ্ডের জন্য একত্র মিশিয়ে দেওয়া হয়।

জনগণের ক্রিয়াকলাপে প্রত্যেকটি কর্তব্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত করা এবং এই নীতি থেকে বিচ্যুতিকে এবং ফাঁকা অর্থহীন বিবৃতিদান করাকে নিন্দা করাই পার্টির পক্ষে প্রধান প্রয়োজন। নতুন সমাজের নির্মাণকে বাস্তব ও পারদর্শী করার ঐ একটিই পথ।

৩

জনগণের কার্যকলাপের প্রকৃতিতে এবং তাদের চিন্তাধারায় ঐতিহাসিক পরিবর্তন সর্বোপরি উৎপাদনের প্রতি তাদের মনোভাবের মধ্যে প্রকাশ পায়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধিপত্যে কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষের মনে উৎপাদনের প্রতি যে মনোভাব ছিল সেটা মনে করিয়ে দেয় যে ভাত-কাপড় জোগাড় করাটা ব্যক্তির মাথাব্যাথার ব্যাপার। একেবারে গোড়ায় "আমার" কাজ ও স্বার্থের সঙ্গে "সাধারণের" কাজ ও স্বার্থের কোন বিরোধ ছিল না। আদিম সমাজের ভাঙন আর শ্রেণীগুলি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হয়েছিল। দাস মালিকানার

সমাজে যৌথ সমাজের ভাঙনের সাথে সাথেই এই নতুন স্বার্থের উপলব্ধি ঘটেছিল এবং সেটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সময়েও বেড়ে বেড়ে পুঁজিবাদী সমাজে চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশশীল সমাজে মানুষের নিজের কার্যকলাপকে পরকীয় এবং নিজের বিশ্লেষণকারী বিপরীতমুখী শক্তি বলে মনে হয়। কাজেরপ্রতি, শ্রম প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনের প্রতি মনোভাবই সামাজিক চেতনা ও ব্যষ্টি চেতনা বিকাশের একটা প্রধান দিক। যেমন যেমন সমাজতান্ত্রিক চেতনা বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায় নতুন সমাজের আবির্ভাবের সাথে সাথে তেমনি ভাত-কাপড় সংগ্রহ করাকে "ব্যক্তিগত" ব্যাপার বলে গণ্য করার অভ্যাসের সঙ্গে উৎপাদনের প্রতি মানুষের বিকৃত মনোভাবও অন্তর্হিত হয়।

উৎপাদনে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে মালিকদের যে আত্মস্বার্থ সন্ধানী স্বার্থের প্রকাশ ঘটে তাকে পরিবর্তন করে মানুষ তাদের সামাজিক সম্পর্ককে নতুন ধারায় পুনর্বিন্যস্ত করেছিল। মার্কস বলেছিলেন যে অভিশপ্ত অতীতের ব্যষ্টি স্বার্থ মানুষের প্রয়োজনকে সম্পত্তি বানানোতে পর্যবসিত করেছিল, যদিও সম্পত্তি বানানোটা মানব আগ্রহের সার্বিক প্রকাশ নয়। তিনি লিখেছিলেন, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি আমাদের এমন মূর্খ ও একদেশদর্শী করে যার ফলে যে কোন জিনিস দখল করার পরই তাক আমার বলে মনে করি...... এই সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বোধের পরিবর্তে তাই এসেছে এই সমস্ত বোধের নিছক বিচ্ছিন্নতা......দখলের বোধ।" (৬৪) মার্কস বলেছেন যে এর পরিণামে ব্যক্তি "চূড়ান্তভাবে নিঃস্ব হ'য়ে পড়ে।" এমনকি, দাস মালিকানার পর্ব থেকে শুরু করে অন্য লোকের চাহিদা আরেকজন মানুষকে দখল করার মনোভাবে পরিণত হয়।

সাম্রাজ্যবাদ মানব কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র উৎপাদন ও শ্রমকে সম্পূর্ণভাবে আত্মিক সম্পদ দেহকে বঞ্চিত করেছে এবং শ্রমিককে যন্ত্রের লেজুড়ে পরিণত করেছে।

---

৬৪। কে, মার্কস, ইকোনমিক এণ্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানাসক্রিপ্ট ১৮৪৪, পৃ ৯৪

শ্রমশিল্পগত সমাজবিদ্যাবিশারদরা পুঁজিবাদের আওতায় সমাধানাতীত এবং মানবজাতির কাছে চরম অপরাধমূলক ব্যাপার "শ্রমিকের আত্মিক নিঃস্বতার" কথা বলেছেন। শ্রমিককে সৃজনশীল কাজের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে পুঁজিবাদ তাকে বাড়তিমূল্য উৎপাদক নিঃস্ব হৃদয় স্বয়ং চালিত একটি যন্ত্রে পরিণত করে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমকে শোষণের শৃঙ্খল থেকে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোভ থেকে মুক্ত করা হ'য়েছে এবং সেটা জনগণের নিজেদেরই বিকাশের একটি মহান শক্তি হ'য়ে উঠেছে। সেই কারণেই ইউ, এস, এস, আরে শ্রমের সামাজিক সংগঠনের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই জন্য সি, পি, এস, ইউ এই ব্যাপারে এতো মনোযোগ দেয়। কমিউনিষ্ট নির্মাণ পর্বে সামাজিক শ্রমের সংগঠনের প্রধান প্রয়োজন হ'ল এই যে প্রত্যেকটি কাজের লোককে তার কাজে উদ্যোগ ও নতুন ধ্যান-ধারণা প্রদর্শন করতে হবে কারণ এতে মানুষের মানসিকতায় একটা বিরাট পরিবর্ত্তন আসে এবং তার সামর্থ্য ও চাহিদার বিকাশে সাহায্য করে। উন্নতমনা ব্যক্তিরা সর্বদাই কাজকে মানব সামর্থ্যের বিকাশের সুযোগ প্রদানকারী এবং মানব সামর্থ্যের প্রয়োগ ও ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার সন্তোষ বিধানকারী প্রচেষ্টা হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। বিশ্ব ইতিহাসের গতিপথে হাজার বছর কাজ সামাজিক ন্যায়ের চাহিদাটিকে পূরণ করে নি। সামাজিক ব্যবস্থায় একটি মৌলিক বিপ্লবকে অনুসরণ ক'রে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে, শোষণের শৃঙ্খল মুক্ত হ'য়ে শ্রম, মানুষকে তার সামর্থ্যের প্রয়োগ ও উৎকর্ষসাধনে সমর্থ করেছে। এটাই নতুন সামাজকে এত শক্তিশালী করেছে। এই শক্তিকে গড়ে তোলা ও বহুগুণ বৃদ্ধি করাই পার্টির নীতি। এই নতুন সমাজ গঠন জনগণের কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, উৎপাদনে, কাজের প্রতি তাদের মনোভাবে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন সূচিত করেছে। সমাজের সকল সভ্যের কার্যকলাপের মধ্যে সৃজনশীল প্রধান কর্তব্যগুলি বলে গৃহীত হ'য়েছে সমাজের সেই অর্থনৈতিক

ভিত্তির নির্মাণে মানুষ এই সর্বপ্রথম সচেতনভাবে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করেছে। সমাজের মধ্যে ছোট বড় সমবায়ের ঠাসবুনানী স্থাপন করে, নতুন জীবন নির্মাণমগ্ন এবং বিরাট দেশপ্রেমিক সাফল্য অর্জনকারী শ্রমজীবী মানুষকে ও সমাজকে একটা বিরাট, সচেতন এবং সুদৃঢ় সৃজনশীল যৌথ সংস্থাতে পরিণত করে, বৃহত্তম ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে সি, পি, এস, ইউ সাহায্য করেছে।

৪

উৎপাদন, সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং মতাদর্শের ক্ষেত্র, মানব কর্মকাণ্ডের তিনটি ক্ষেত্রের পৃথকীভবন ও বিকাশে কয়েকযুগ লেগে গিয়েছিল। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের তিনটি ক্ষেত্রের বিকাশের প্রধান বাধা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের দ্বারা নির্মূল হওয়ার আগে আর বেশী যুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ মানুষের মধ্যে সুপ্ত বিশাল সামাজিক সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে এবং প্রকৃতির পরিবর্তনে তাদের প্রচেষ্টাকে সংহত করার এবং সামাজিক সম্পর্কের উৎকর্ষ সাধন করার এবং তাদের নিজেদের রূপান্তরিত করার প্রকৃত সম্ভাবনাকে দেখিয়ে দেয়। সে শ্রমকে উন্নত আত্মিক সত্তা প্রদান করে এবং উৎপাদন ও সামাজিক -অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যেকার ব্যবধানকে বুঁজিয়ে দেয়। উৎপাদন কর্তব্য জনগণের রাজনৈতিক কর্তব্য হয়ে ওঠে এবং সবোপরি উৎপাদনের বিকাশ ঘটানোই গোটা সামাজিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হ'য়ে ওঠে। ইউ, এস, এস, আরে শ্রমিক উৎপাদনে একজন ভাল কর্মী এবং সেই সঙ্গে তার সামাজিক ব্যাপারে কিছু বলার অধিকার আছে আর যার উৎপাদন কর্ম পরিণত হয় জনস্বার্থের সেবায় এমন একজন জননেতা এবং সেটাকে সমস্ত লোকেই তারিফ করে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য হয়ে ওঠে। গোটা জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র একে আইনের মাধ্যমে প্রকাশ করে এবং কমিউনিষ্ট পার্টি প্রত্যেকটি শ্রমিককে সক্রিয় করার

জন্য, উদ্যোগ দেখানোর জন্য এবং সমাজের কল্যাণে সচেতনভাবে কাজ করানোর জন্য সংগতিপূর্ণ গণতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যায়। মানুষের নিজের প্রকৃতি পরিবর্তনেও যে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সাহায্য করে সেই নূতন স্তরের এটাই বৈশিষ্ট্য।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের সঙ্গে মার্কসবাদী মতাদর্শ মানুষের আত্মিক কাজকর্মের মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে জনগণের মতাদর্শ হ'য়ে ওঠে। ইতিহাসে কখনও এতো ব্যাপক জনগণ একটি প্রগতিশীল মতবাদকে আর গ্রহণ করে নি। এটাই আমাদের কালের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সমাজের প্রত্যেকটি সভ্যের বিশ্বদৃষ্টিকোণ হিসাবে বিজ্ঞানসম্মত মার্কসবাদকে গ্রহণ করানোই হ'ল এখনকার কর্তব্য।

আমরা একটা মহান পর্বে বাস করছি কারণ এটা মানুষের মানসিক ক্রিয়া ও কায়িক শ্রমের মধ্যে যুগ-যুগান্তের বিচ্ছেদের সমাপ্তির সূচনা করেছে। মানব কর্মকাণ্ডের সমস্ত ক্ষেত্রকে মিলিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে একটা অখণ্ড ঐক্যে আর উৎপাদন এখন আর মানসিক ক্ষেত্র থেকে বিশাল প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়। বরং মানুষের কাছ থেকে সে উচ্চতর নৈতিক মান সহ উচ্চমানের বৌদ্ধিক কার্যকলাপ, জ্ঞান, আত্মিক সম্পদ দাবী করে। সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে উৎপাদনও বিচ্ছিন্ন নয় বা সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য পৃথক করে রাখা নেই; এটা এখন সমস্ত লোকের, গোটা জনগণের রাষ্ট্রের এবং কমিউনিষ্ট পার্টির জন্য রয়েছে। সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এখন আত্মিক কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে এর সকল রূপই জনগণের সেবার এবং একজনের সামাজিক ও পৌর কর্তব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। জনগণের মাঝখানে বিশাল কর্মকাণ্ডে, প্রত্যেকটি যৌথ প্রতিষ্ঠানে, প্রত্যেকটি কাজের মানুষকে জড়িত করতে গিয়ে বিশাল কর্মকাণ্ডের মাত্রাকে পার্টি উন্নত করতে চেষ্টা করে।

পুঁজিবাদী দেশে এই তিনটি ব্যাপক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে কি-

অবস্থা? আমি আগেই বলেছি যে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা স্বীকার করেন যে উৎপাদন এবং শ্রমিক "নিঃস্ব হৃদয়" হয়ে পড়ছে যখনই সাম্রাজ্যবাদ সামাজিক জীবনের "রাজনীতি বর্জন" কে "নিঃস্ব হৃদয়ের" সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয় তখনই সেটা সে ব্যাপকভাবে করে এবং ওটাই পুঁজিবাদের নিশ্চলতার স্পষ্ট প্রকাশ।

বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা আজকালকার পুঁজিবাদী সমাজের, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "রাজনীতি বর্জন" সম্বন্ধে অনেক বই লিখেছেন। তারা এটা দেখাবার জন্য সংখ্যাতত্ত্ব দেন যে নাগরিকরা নির্বাচনী বুথে যায় না আর জনমত সমীক্ষা দেখিয়ে দিচ্ছে যে রাজনৈতিক ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে কেন সেটা ওরা বলতে পারছে না। কিন্তু, কারণ কি আর কারা দোষী, দুটোকেই চেনা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের মতই যেখানে দুটো রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ দখল করে থাকে আর যে দুটির কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না তাদের মধ্যে একটাকে পছন্দ করার জন্য যখন আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন কি করে জনগণ সক্রিয় থাকবে? প্রত্যেক জায়গাতেই একচেটিয়ারা সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে বহিষ্কার করার জন্যে এবং দেশের রাজনৈতিক জীবনকে পঙ্কিল করে তোলার জন্য সচেষ্ট।

এই অবস্থায় জনগণের আত্মিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রটি কুৎসিৎভাবে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। মানুষ তার সামাজিক বন্ধন এবং সামাজিক বিকাশের জরুরী কর্তব্য সম্বন্ধে যে পর্যন্ত না অবহিত হয় সে পর্যন্ত তার আত্মিক জীবন নিঃস্ব ও সংকীর্ণ থাকে। একটা অলীক স্বর্গে বাস করাই বাকি থাকে কারণ সমাজ জীবন ও মানুষের মানসিক ক্রিয়া থেকে আসা প্রেরণা দুর্বল হ'য়ে যায়। আত্মিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এটা আরো বেশী সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে বাস্তবতার যে সীমার মধ্যে সে বাস করে যেটা তার ব্যক্তিগত ও প্রাত্যহিক সেই আগ্রহের দিক থেকে খুবই সীমাবদ্ধ যেটা নিবিড় ও জীবন্ত সামাজিক জীবনের একটা অংশ হিসাবে বাস্তবায়িত হ'য়ে ওঠে

না। এই অবস্থায়, মানব জীবনের বিরাট সমস্যাগুলি বিবেচনা করার প্রেরণাটি দুর্বল হ'য়ে পড়ে।

পুঁজিবাদী দেশের কমিউনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির একটা বিরাট ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করার রয়েছে। বিরাট সৃজনশীল কাজে জনগণকে জাগ্রত করার জন্য কার্যরত শক্তি ও প্রবণতাকে তারা প্রকাশ করে ও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। শোষণকারী সমাজে জনগণের বিপ্লবী শক্তি এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের কার্যকলাপের লক্ষ্য শোষণের ভিত্তিকে ধ্বংস করা এবং পরবর্তী পর্বের মহান সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার পূর্বশর্তকে গড়ে তোলা। এটাই পুঁজিবাদী সমাজে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির সংগঠনগত ও শিক্ষাগত কার্যকলাপের লক্ষ্য এবং পুঁজিবাদের আওতায় জনগণের সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সারমর্ম। জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগের পথে শোষণকারী সমাজের প্রতিষ্ঠিত বাধার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বাধীনে লড়ছে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা তাদের আগ্রহকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। জনগণকে বিশাল সৃজনশীল কর্মে পরিচালিত করতে গিয়ে পুঁজিবাদী দেশের কমিউনিষ্টরা সি, পি, এস, ইউ এবং অন্যান্য সোদরপম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্জিত সাফল্যের ওপর নির্ভর করে থাকে। কমিউনিষ্ট আন্দোলনই যে তাদের জাগিয়ে তুলেছে এবং সত্যের জন্য প্রথম এবং কঠিন অনুসন্ধান চালাতে প্রেরণা দিয়েছে এই ঘটনা যারা এখনও জানে না তারা এবং সেই সঙ্গে আরও বেশী বেশী গণতান্ত্রিক শক্তি এবং বুদ্ধিজীবীরা পুঁজিবাদী দেশে কমিউনিষ্টদের অনুসরণ করতে শুরু করেছে। শক্তিশালী কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া উন্নত পুঁজিবাদী দেশের সমাজ জীবনে গণতান্ত্রিক উপাদানগুলি বিকশিত এবং প্রভাবশীল শক্তি হ'য়ে উঠতে পারে না। এটাই ইতিহাসের যুক্তি। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন, কমিউনিষ্ট পার্টির গভীর ও ব্যাপক কার্যকলাপ দিয়ে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে তার চারপাশে সমবেত করে এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করেই

আজকের দিনের বিশ্বইতিহাসের উপাদান গড়ে উঠছে।

বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন সমাজ বিকাশের জরুরী কর্তব্যের মোকাবিলা করে—সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের একই লক্ষ্য পূরণে শ্রেণীগত অর্থনীতি, রাজনীতি ও মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করছে। যার পেছনে গভীর দার্শনিক সমর্থন আছে এবং যার পূরণে শ্রমজীবী মানুষের কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে চেতনা সঞ্চারিত হয়, সেই প্রয়োজনের সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনীতি, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ায়। জনগণের মধ্যে সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত কার্যকলাপকে সংযুক্ত করে, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত তাদের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য পূরণে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে এবং শ্রমিকশ্রেণী অন্তিম লক্ষ্য পূরণের জন্য মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টিগুলি এই প্রয়োজনের দ্বারাই চালিত হয়। মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্ব সমভাবেই কল্পনাবাদী, এবং নিষ্ক্রিয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ, স্বতঃস্ফূর্ততা আন্দোলন, সর্বপ্রকারের স্বেচ্ছাচারী এবং মনগড়া ধারণাকে পরিত্যাগ করে কারণ ওগুলো হটকারিতার জন্ম দেয়। লেনিন লিখেছিলেন : "যেখানে একটা মতবাদের সর্বোচ্চ এবং একমাত্র মাপকাঠি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রকৃতি প্রক্রিয়াটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণতাসাধন সেখানে মতান্ধতার কোন স্থান নেই।" (৬৫) এটাই গণবিপ্লবী কার্যকলাপের বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিক তত্ত্বের একটা প্রধান নীতি।

জনগণের মধ্যে যার জয়লাভের জন্য সে লড়াই চালায়, কমিউনিষ্ট পার্টির সেই দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে লেনিনবাদ জোর দিয়ে বলে যে যদি কেবল সমাজ বিকাশের প্রয়োজন এবং সমাজের জরুরী প্রয়োজনকে সঠিকভাবে বোঝা যায় তাহ'লে মানুষের নৈতিক কর্তব্য এবং সমাজের প্রতি তার কর্তব্যবোধ বিকশিত হ'তে পারে। তখনই কেবল তাকে কি করতে হবে এবং কেমন করে তাকে কাজ করতে হবে তা মানুষ বুঝতে পারে। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ব্যষ্টি

৬৫। ভি, আই, লেনিন—সংরচনাবলী, ১ম খণ্ড, ২৯৮

জীবনের অর্থ নির্ণয় করাও যাকে ছাড়া অসম্ভব সেই সমাজবিকাশের প্রয়োজনের অনুসন্ধান এবং যখন জনগণ যেটা পূর্ণ করবে সেই কর্তব্যগুলিকে পার্টি যখন সূত্রায়িত করে তখনই এই বোধটি বৃদ্ধি পায়।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন—কমিউনিষ্ট পার্টির সৃষ্টি কেবল জনগণের কর্মকাণ্ডের এবং তাদের সামাজিক বাস্তবতার একটা স্তর নয় অধিকন্তু উপলব্ধিরত একটা স্তর। শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের প্রচেষ্টাকে একত্র করা একই সঙ্গে শ্রমিক বাহিনীর বহু শাখায় অর্জিত সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করাও সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে। সাদৃশ্যতার কার্যকরী ব্যবহার এবং জনগণের ঐতিহাসিক কার্যকলাপের জন্য জরুরী নতুন বিষয়গত পূর্ব শর্তের আবিষ্কার সামাজিক সত্তার বিষয়গত পরিস্থিতি সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি অর্জন সম্ভব করে তোলে। লেনিনের ধারণাগুলি মহান এবং সি, পি, এস, ইউ-এর কংগ্রেসগুলি আর কমিউনিষ্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি গুলির দলিলগুলি মেনে নেবার মতই গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি সামাজিক বাস্তবতার এবং জনগণের ঐতিহাসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপক ধারণা সম্বলিত এবং বিজ্ঞানসম্মত নীতির ভিত্তিতে জনগণের সচেতন ক্রিয়াকলাপকে পরিচালিত করে।

সোভিয়েট জনগণের আত্মিক দিগন্ত একটি মাত্র দেশের সীমা ছাড়িয়ে গেছে কারণ তারা যা করে সেটা যে বিশ্বমুক্তি আন্দোলনের আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনে করা কর্তব্য তা তারা জানে। জনগণের সামাজিক শক্তিকে প্রকাশ করার জন্য সীমাহীন সুযোগ উন্মুক্ত করছে যে নতুন সামাজিক সম্পর্ক তার বিশ্বব্যাপী বিজয়ের জন্য, সি,পি, এস, ইউ-এর সাংগঠনিক ও শিক্ষামূলক কাজের কল্যাণে সমস্ত জাতীয় অংশের সংগ্রামী বাহিনী গঠিত বিরাট যৌথ সংগঠনের সভ্য হয়ে, শোষণের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের বিশাল শ্রমিক বাহিনীর একদল যোদ্ধা হ'য়ে সোভিয়েট জনগণের মনে কালের সঙ্গে সমান তালে চলার বোধটি আছে। এটাই কমিউনিষ্ট পার্টির ও সোভিয়েট জনগণের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার সারমর্ম।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## সামাজিক চিন্তা ও বিপ্লবী প্রয়োগ

মানবজাতির পক্ষে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের সেই ঐতিহাসিক প্রবণতাটাকে যদি বাস্তবায়িত করতে হয় যদি শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের প্রচণ্ড সংগ্রামকে নিবিড় করতে হয় আর যদি পুঁজিবাদী সমাজের স্ব-বিকাশী পথ অভিমুখেই পরিবর্তনের জন্য তাদের সংগতিপূর্ণ, দৃঢ় ও ব্যাপক সংগ্রামকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে বুর্জোয়া মতাদর্শের এবং বুর্জোয়া চিন্তাধারার বাক্‌চাতুরির প্রভাব মুক্ত করা দরকার। সমাজ বিকাশের বিষয়গত গতিপথকে মেনে নিলে অনিবার্যভাবেই যে মানুষের সচেতন কার্যকলাপের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা হয়, এটা বুর্জোয়াদেরই মত। যেমন মার্কস তাঁর 'থিসিস অন ফয়ারবাখে' উল্লেখ করেছিলেন তেমনি ত্রুটি বুর্জোয়াদের যান্ত্রিক, অধিবিদ্যক বস্তুবাদে রয়েছে। অন্যদিকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় মানুষের সচেতন, সৃজনশীল কার্যকলাপ বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রবক্তাদের কাছে বিষয়গত সাদৃশ্যের অস্বীকৃতি, স্বেচ্ছাকৃত এবং মনগড়া মূল্যায়নের সামিল।

যখন সমাজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিমুখে চলেছে, পুরনোকে ধ্বংস এবং নতুনের সৃজনে যখন শ্রমজীবী মানুষের প্রচণ্ড সামাজিক শক্তিকে জাগরিত করা হচ্ছে তখন এই বাক্‌চাতুরি অত্যন্ত ক্ষতিকর। জনগণের এই বিরাট শক্তির জাগরণ, সংগঠন ও দিকনির্ণয় সামাজিক চিন্তার প্রধান প্রশ্ন। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল শ্রমিক আন্দোলনের উপর থেকে বাকচাতুরি এবং বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত প্রভাব প্রতিহত করা আর এর জন্য দরকার জনগণের ঐতিহাসিক বিপ্লবী কার্যক্রম।

## স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের স্তুতির পরিবর্তে সংগ্রামের তত্ত্ব

ইতিমধ্যে ১৮৭১-এ প্যারিসের প্রলেটারিয়েটদের অভ্যুত্থান থেকে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব পর্যন্ত আপেক্ষিকভাবে শান্তিপূর্ণ পর্বে অগ্রগামী পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর প্রভাব বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া গেল। পুঁজিবাদ "বিকশিত হ'য়ে" সমাজতন্ত্রে পরিণত হ'চ্ছে এই বুর্জোয়া ধারণাটিকে মার্কসীয় শব্দে মুড়ে চোরা গোপ্তা পথে আমদানির যে চেষ্টা হচ্ছিল সেটা প্রকাশ পাচ্ছিল ক্রমবর্ধমান সুবিধাবাদের বিপদের মধ্যে দিয়ে।

এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর বর্তমান শতাব্দীর মোড় ফেরার সময় সামাজিক চিন্তা এবং সামাজিক আন্দোলনের অবস্থাটা জার্মান বুর্জোয়া অধ্যাপক ওয়ার্ণার সোমবার্ট এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : "আমি যেটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি—সামাজিক আন্দোলন বিবর্তনবাদী হ'য়ে পড়েছে, সংক্ষিপ্ততার সুবিধার্থে ঐ বিখ্যাত বাক্যাংশটুকু ব্যবহার করি—যে বিপ্লববাদ তখনও পর্যন্ত আধিপত্য করছিল অর্থাৎ এই ধারণা যে বিপ্লব করা যায় সেটা নীতিগতভাবে বাতিল করা হল। এখন, অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর সামাজিক আন্দোলনের নির্ভরশীলতা এবং পরিণামে সমস্ত বিপ্লবের অর্থনৈতিক নির্ভরতা বোঝা গেল, এটা নিশ্চিত, জনগণকে একটা আস্থা দিয়ে চেপে ধরতে হবে যে তাদের 'মুক্তি' একটা স্বাভাবিক প্রয়োজন হিসাবেই আসতে পারে কিন্তু তাহ'লে অন্যদিকে, অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বা রাস্তার লড়াইয়ের মাধ্যমে মুক্তি অর্জনের উৎসাহ দমন করা দরকার।" (১)

সোমবার্ট বলেছেন যে যাদের দৃষ্টিকোণ আদর্শবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল সেই নৈরাজ্যবাদী ও "প্রাসাদ দখল ওয়ালাদের" মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব রয়ে গেল। আসলে, কিন্তু, সুবিধাবাদের

---

(১) ওয়ার্ণার সোমবার্ট—ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) এইন ব্লাটস্যুর এণ্টুইকলাংসজেশিস্টে ডেস সোজিয়ালজিসমাস বার্লিন, ১৮৯৫, পৃ ২৬-২৭

আধিপত্যের ফলে নৈরাজ্যবাদী ও বামপন্থী বুলি কপ্‌চানো লোকেরা বৈপ্লবিক কাজকর্মের একচেটিয়া অধিকার দাবী করলো এবং স্বেচ্ছাচার ও হটকারিতাকে বিপ্লববাদ বলে চালানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু তার বুর্জোয়া ধ্যান ধারণার প্রতি অনুগত থেকে সোমবার্ট ঘোষণা করলেন যে সামাজিক আন্দোলনে পুরনো বিপ্লবী ঝোঁক মৃতপ্রায় যেমন নাকি ঠিক সামাজিক চিন্তায়, সামাজিক প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক উপলব্ধির মধ্যে "জয়" করা হয়েছিল। সোমবার্ট দাবী করেছেন যে এমনকি মার্কস ও এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও নাকি মধ্য শতাব্দীর বিপ্লবী ঝঞ্ঝার ধ্বংসাবশেষের টুকরো ছাড়া আর কিছুই রইলো না। দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অনেক তাত্ত্বিকরাও বুর্জোয়া অধ্যাপকের সঙ্গে একমত হ'য়েছিল।

সোমবার্ট বিশ্বাস করেন যে মার্কসবাদ (আসলে, সুবিধাবাদ) আদর্শবাদ এবং বিপ্লববাদ পরিত্যাগ করে এবং "ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভিত্তির মতবাদ" প্রচলিত করে, কার্যতঃ, সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে এবং সামাজিক আন্দোলনে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। সোমবার্ট লিখেছেন: "মার্কসবাদের মতাদর্শগত অন্তর্বস্তুতে বাড়বার মত আর কিছু নেই। এখন দরকার নতুন ধ্যান ধারণার ভক্ত নতুন মানুষ। কিন্তু তারা আছে কি? মার্কসবাদে "নতুন ধারণা" আনার উৎসাহ দিয়ে সোমবার্ট জোর দিয়ে বললেন "কৃষকদের সীমানায় একে এর ভবিষ্যৎ নিয়তি নির্ধারণ করতে হবে। হয়তো যেমন অনেক কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক ভাবেন সমাধানটা হয়তো অতো সরল হবে না: শিল্প সমাজতন্ত্রী ধাঁচের কৃষি ব্যক্তিতান্ত্রিক (ইটালি, হাঙ্গেরী এবং অন্যত্র আমরা একটা শক্তিশালী যৌথ আন্দোলন দেখতে পাই), তবু এটা মনে হচ্ছে যে যদি পুরনো মার্কসবাদী ধারণার ভাণ্ডারটিকে গুরুত্বহীন হওয়া থেকে বাঁচাতে হয় তবে পুরনো মার্কসবাদী প্রজ্ঞাকে কিছুটা তারুণ্য প্রদান করা দরকার।" (২) একদিকে সোমবার্ট ঠিক, কারণ সুবিধা-

২। ডবলিউ, সোমবার্ট ঐ পূর্ব পৃষ্ঠা, ৩৪

বাদের "উদ্দেশ্য" পূর্ণ হ'য়েছিল এবং বুর্জোয়া তত্ত্ব থেকে তার পার্থক্যটা ক্রমশঃই ফিকে হ'য়ে গিয়েছিল। যেটা সুবিধাবাদীরা অগ্রাহ্য করে অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে সোমবার্ট হাতড়ে হাতড়ে ঐ কৃষক সমস্যার দিকে গিয়ে ঠিকই করেছিলেন যেটা উপনিবেশের কথা বাদ দিলেও ইয়োরোপের অনেক দেশের দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মোটের উপর বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সামাজিক সুবিধাবাদেব দুর্বলতা সম্বন্ধে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণাই পোষণ করতেন।

সামাজিক চিন্তায় এই সুবিধাবাদী প্রবণতার সমস্ত "কৃতিত্ব"কে অস্বীকার করা এবং এটা যে মূলে মার্কসবাদের এবং তার বিপ্লবী কার্যকরী সারমর্মের বিরোধী আব সুবিধাবাদ যে সামাজিক চিন্তারই অধঃপতন এটা দেখানো মানবজাতিব মতাদর্শগত জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুবিধাবাদেব সঙ্গে মিটমাট এবং মধ্যপন্থার যে মনোভাবের জন্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে নেতারা বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল তার সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণী অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য বিপ্লবী ভবিষ্যতের ও নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির চরিত্র চিত্রণে যাঁরা সক্ষম, এর জন্য তেমনি নতুন মানুষেব দরকার ছিল।

১৮৯৯ তে "আমাদের কর্মসূচী" শিরোনামা দিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধে লেনিন জোর দিয়ে বলেন মার্কসবাদেব সৃজনশীল বিকাশের একটা ঐতিহাসিক প্রযোজন ছিল: "আমরা মার্কসবাদকে পূর্ণতা প্রাপ্ত, অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করি না বরং বিপরীতভাবে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে বিজ্ঞানটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে এবং সমাজ-তন্ত্রীরা যদি জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চায় তবে একে তাদেরই বিকশিত করতে হবে।" (৩) কিন্তু শোধনবাদ ও সুবিধাবাদ মার্কসবাদী চিন্তাধারার সৃজনশীল বিকাশের পক্ষে বাধা। এগিয়ে যাওয়া নয়, পশ্চাদপসরণের আহ্বানই শোধনবাদ জানিয়েছে।

---

(৩) ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২১১-২১২

সামাজিক চিন্তার বিকাশকে উল্টো পথে চালানোর প্রচেষ্টায় এবং যেসব মতবাদ অতীতের বিষয় হ'য়ে গিয়েছিল তাকে পুনর্জীবিত করার জন্য শোধনবাদীরা ঘোষণা করল "কাণ্টে ফিরে যাও"।

বিপ্লবী সামাজিক লড়াইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে সামাজিক চিন্তা বিকাশের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হ'ল। গণসংগ্রামের পথ দেখিয়ে এবং শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করেই সামাজিক চিন্তা বিকশিত হ'তে পারে। অগ্রসর হওয়ার আর কোন পথ ছিল না। আর সকল পথই অতীতের দিকে, সমাজ প্রক্রিয়ার কতকটা সংস্কৃত ও রং পাল্টানো তত্ত্বের পুনরুজ্জীবনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের জীবনীশক্তি আগেই নিঃশেষিত হ'য়ে গিয়েছিল।

সামাজিক অবস্থা বিকশিত হয়ে এমন একটা বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছল যেখানে শ্রমিকশ্রেণী ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে শোষণ থেকে নিজের মুক্তি এবং সমাজ ইতিহাসে শেষ সম্ভাব্য শোষণের রূপ বুর্জোয়া উৎপাদনের পদ্ধতি থেকে মানবজাতির মুক্তির জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হ'ল তখন সামাজিক চিন্তায় বিকাশের ভিত্তিটা বদলে গিয়েছিল।

সামাজিক চিন্তা ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যেকার বন্ধনকে শক্তিশালী করাব অর্থ সামাজিক চিন্তারই বিকাশের ব্যাপক বিকাশের সম্ভাবনা বৃদ্ধি। নানা-রকমের পাতি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের দিকে পেছনে হটে যাওয়াও সম্ভব ছিল কারণ পুঁজিবাদী সমাজে পাতি-বুর্জোয়া ও কৃষকরা থেকে গিয়েছিল আর শ্রমিকশ্রেণীর বেশ কিছু অংশ পাতি-বুর্জোয়া মনোভাব সংক্রামিত হ'য়েছিল। কিন্তু তাহ'লে সামাজিক চিন্তার পক্ষে সামাজিক বিকাশের প্রগতিশীল প্রবণতা প্রকাশ বন্ধ হ'য়ে যেত। সামাজিক চিন্তা ঐ ভাবে বিকশিত হ'লে পুঁজির শক্তিশালী প্রভাব থেকে পেটি-বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করা যেত না বরং শেষোক্তদের ওপর তার প্রভাব বেড়েই যেতো। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে সামাজিক

চিন্তাকে পৃথক করলে অনিবার্যভাবেই বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বৃদ্ধি, বুর্জোয়া সামাজিক অন্ধ বিশ্বাসের বিস্তৃতি, সামাজিক চিন্তারই সমাপ্তি এবং অনিবার্য অধঃপতনের সূচনা করত। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিশ্চল সামাজিক চিন্তার অর্থ মারাত্মক পরীক্ষা, অনেক ভুল ভ্রান্তিতে হাতড়ানো এবং সংগ্রামে দিগ্‌ভ্রান্তি। তাই ১৮৯৯তে লিখতে গিয়ে লেনিন "শ্রমিকের সংগ্রাম পরিচালনা করা······আর সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত না করা······শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে সমস্ত মানবজাতির অগ্রগামী উদ্দেশ্যের দিকে না ফেরানো"র (৪) চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বাধা দিয়ে লিখেছিলেন। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যকে যুক্ত করাই সামাজিক চিন্তা ও সামাজিক আন্দোলনের প্রগতির গ্যারন্টি।

যখন জনগণের সংগ্রাম আর তাদের উচ্চ মাত্রার চেতনা এবং সংগঠন বাড়লো তখন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সামনে "লেজুড় বৃত্তি" হ'য়ে দাঁড়ালো বিরাট বিপদ। যেমন লেনিন উল্লেখ করেছিলেন যে রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনে এই বিপদ বহু আগেই ১৯০১ ও ১৯০২ সালে দেখা দিয়েছিল। সেই পর্বে "লেজুড় বৃত্তি" রাজনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্ব অস্বীকার ক'রে "অর্থনীতিবাদের" রূপ ধারণ করেছিল। "অর্থনীতিবাদীরা" আর মেনশেভিক ও লিকুইডেটররা যারা পূর্বোক্তদের জায়গায় রাজনৈতিক মঞ্চে এসেছিল, তারাও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিষয়গত সাদৃশ্য সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক সম্পর্ক দেখিয়ে এবং সামাজিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয়তা যে প্রধান উপাদান তা অগ্রাহ্য করে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের দিকে ঝুঁকছিল। এই ভাবে "লেজুড় বৃত্তি" অনিবার্যভাবেই "শোধনবাদ," মার্কসবাদের মূল নীতির শোধনকারী হ'য়ে পড়লো।

শোধনবাদীরা এই ঘটনা থেকে কল্পনা করেছিল যে ১৮৪৮ এর

৪। ভি. আই. লেনিন সং. রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২১১—১২

ঝটিকা স্তব্ধ হ'য়ে গেছে এবং নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি গড়ে উঠছে যার অর্থ নতুন পর্ব অনুসারে একটা নতুন বিবৃতিকে মার্কসবাদের সঙ্গে সংযোজিত করতে হবে। শোধনবাদীদের দ্বারা পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক দৃশ্যপটের উল্লেখ দেখিয়ে দিল যে সমাজ জীবনে উদ্ভূত নতুন ঘটনার গভীর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ দিয়ে জনগণের কার্যকলাপে এই ঘটনার গুরুত্ব কি তার ইঙ্গিত দিয়েই শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের জন্য এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে সমাজ ব্যবস্থার বিকাশের ভবিষ্যতের জন্য সৃজনশীল মার্কসবাদ শোধনবাদকে পরাজিত করতে পারে।

শোধনবাদীদের সম্বন্ধেই লেনিন লিখেছিলেন: "এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি: যারা আমাদের কালে এত গোলমাল করছে এবং জার্মান সমাজতন্ত্রী বার্নষ্টিনের চারপাশে জড়ো হ'য়েছে ঐসব উচ্চনাদী "নবউদ্ভাবকরা" কি তাদের তত্ত্বের দ্বারা কোন নতুন কিছু প্রচলিত করেছে? একেবারে কিছুই না। যার বিকাশের দায়িত্ব মার্কস ও এঙ্গেলস আমাদের ওপরই দিয়েছিলেন সেই বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য এক পা ও এগোয়নি: ওরা প্রলেটারিয়েটদের কোন নতুন পদ্ধতির সংগ্রাম শেখায় নি; পেছনে পড়া তত্ত্ব থেকে ধার করে এবং প্রলেটারিয়েটদের সংগ্রাম না শিখিয়ে, সুবিধা দিয়ে, প্রলেটারিয়েটদের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু, যারা সমাজতন্ত্রীদের নতুন নতুন টোপ দিয়ে কখনও ক্লান্ত হয় না সেই সব সরকার ও বুর্জোয়া পার্টিকে সুবিধা দিয়ে ওরা কেবল পেছনে হটেছে।" (৫)

বিকাশশীল মার্কসবাদী তত্ত্ব বলতে সত্যিই কি বোঝায় এখানে লেনিন ভালভাবেই তা বলেছেন। এর অর্থ, প্রথমতঃ, সংগ্রামের তত্ত্বকে বিকাশ করা, যেটা নতুন পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়, প্রলেটারিয়েটকে সেই নতুন পদ্ধতির সংগ্রাম শেখানো। ঐ ভাবেই সংগ্রামের পথ নির্দেশক মার্কসবাদী তত্ত্বের বিকাশ হ'তে পারে। শোধনবাদীরা সংগ্রাম গুটিয়ে ফেলার ওপর জোর দিচ্ছিল

৫। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ২১১-১২

এবং প্রলেটারিয়েটদের বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক সংগ্রামকে বিলুপ্ত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। সমাজ বিকাশের বিষয়গত নিয়মেই ক্রম-পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর প্রচণ্ড বিপ্লবী সংগ্রাম ছাড়াই সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে এই প্রতিক্রিয়াশীল ও অবৈজ্ঞানিক ধারণা, বুর্জোয়া বিষয়নিষ্ঠতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনা করাই সামাজিক চিন্তার বিকাশের জন্য জরুরী। আমি জোর দিয়েই বলতে চাই যে যদি ঐ সমস্ত ধারণা সেদিন জিতত তাহ'লে সামাজিক চিন্তা বিপরীত দিকে চলে যেত।

ঐ সময়ের মধ্যে, ঐতিহাসিক বিকাশের সাদৃশ্য দেখানো মার্কসীয় বিবৃতিটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। মার্কস ও এঙ্গেলসের জীবিতকালে ঘটা ঘটনার চেয়ে একটা নতুন ঘটনা বুর্জোয়া সাহিত্যেও মার্কসবাদের প্রতিফলন ঘটছিল। "লিগাল মার্কসিষ্টরা" মার্কসের সামাজিক তত্ত্ব থেকে কিছু ঋণ গ্রহণ করতেও বিমুখ ছিল না কিন্তু প্রলেতারিয় একনায়কত্ব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে গ্রহণ করতে সোজাসুজি অস্বীকার করেছিল। "লিগাল মার্কসিষ্টদের" বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রামের বুনিয়াদী আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছিল। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বুর্জোয়াদের রচনার মধ্যেও মার্কসবাদ প্রতিফলিত হচ্ছিল (এখনও হ'চ্ছে)। লেনিন মার্কস-বাদীদের সত্যিকারের মার্কসবাদ থেকে "প্রতিফলন''কে পৃথক করতে শিখিয়েছিলেন এবং মার্কসীয় তত্ত্বের বিপ্লবী অন্তর্বস্তুর অবলুপ্তির বিপদকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। মার্কসবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ ধার করার উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের ইচ্ছাকে পঙ্গু করা। নানা বর্ণের সুযোগ সন্ধানীরাও এই ধরনের ধারণা ছড়ানোতে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। পূর্বোক্তরা কিছু মার্কসীয় সূত্র ব্যবহার করে কিন্তু জনগণের বিপ্লবী কার্যকলাপকে প্রয়োজনীয় ও নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হিসাবে স্বীকার করতে চায় না।

তাদের কেউ কেউ "অর্থনৈতিক বস্তুবাদে" হাবুডুবু খাচ্ছিল আর নিজেদের বিশ্লেষণে শ্রমিক শ্রেণীকে, সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে

এবং তাদের সক্রিয় বিপ্লবী সংগ্রামকে তাদের ঐতিহাসিক উৎপাদন শক্তির স্বতঃগতির কথা উল্লেখ করছিল। ওটা মার্কসবাদ থেকে যান্ত্রিক বস্তুবাদে প্রত্যাবর্তন। সামাজিক চিন্তার ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে সামাজিক ঘটনার বিশ্লেষণে যান্ত্রিক বস্তুবাদ প্রয়োগের যে কোন প্রচেষ্টা ঐসব ঘটনার গভীর ব্যাখ্যা দিতে বা সামাজিক সমগ্রতার স্বতঃগতি দেখাতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত ভাববাদের কাছে আত্মসমর্পণে পর্যবসিত হয়েছে। যারা অধিবিদ্যক মত পোষণ করত, যান্ত্রিক মনোভাব নিত এবং "ইতিহাসের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ" গ্রহণ করত তাদের ভাগ্যে এটাই ঘটেছিল। এই লোকেরা ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাববাদের জন্যে ফটক উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

তাঁরা দাবী করেন যে মার্কস ও এঙ্গেলস কোন দর্শন সৃষ্টি করেন নি। প্রচলিত বুর্জোয়া দার্শনিক মতের সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক মতকে নাকি মেলানো যায়। যাঁরা ভাববাদের পিছল পথে গড়িয়ে গিয়েছিল সেই সুযোগসন্ধানীরা মার্কসবাদের এই বুনিয়াদী সূত্রটি বাতিল করে দিয়েছিল যে মানুষকে পরিবর্তন করার জন্য তার পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়া দরকার। তারা মনে করত যে এর জন্য মানুষের চেতনার পুনর্বিন্যাস করাটাই যথেষ্ট। নৈতিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা জোর দিয়ে বলত যে সকলের আগে নৈতিকতার পরিবর্তন করতে হবে। যারা নব্য কান্টবাদী তত্ত্বের দ্বারা সংক্রামিত সেই সুবিধাবাদীরা মনে করত যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ রূপায়িত করা সম্ভব নয় আর ওটা মনোহর স্বপ্নমাত্র যা কখনই বাস্তবায়িত হবে না।

বুর্জোয়া তাত্বিকরা তাদের ভাববাদী প্রচারকে জোরদার করার জন্য অনুকূল পরিস্থিতিকে ব্যবহার করছিল যাকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হয় নি। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভাববাদের পুনরুত্থান এবং শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অংশের মধ্যে ভাববাদকে টেনে নিয়ে যাওয়ায় উৎসাহ শুধু পশ্চিমেই সোচ্চার ছিল না,

রাশিয়াতেও ছিল। প্রত্যেক জায়গাতেই সামাজিক ঘটনার ভাববাদী ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছিল। ১৮৯০ সালে যে সেভেনি ভেস্তনিক্ (উত্তরাঞ্চলের বার্তা) পত্রিকাটি প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং ভাববাদ ও মরমীবাদের প্রচারে লিপ্ত ছিল। একটি প্রসঙ্গে তাতে লেখা হ'য়েছিল : "আমরা বিশ্বাস করি যে মানব জীবনের কলাকৌশল মানুষের আত্মার ভেতর দিকেই জড়ানো। বাইরের আইনের দ্বারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা ধীরগতিসম্পন্ন ঘড়ির কাঁটাকে হাত দিয়ে সময়ের সঙ্গে তাল রাখারই সামিল।" (৬)

সে যাই হোক, বিষয়টা সংস্কারের সাহায্যে ধীরগতিসম্পন্ন ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দেওয়া বা ঘড়ির যন্ত্রাংশের প্রত্যেকটি দাঁতের "স্বতঃ সংস্কারের" বিষয় ছিল না। ব্যাপারটা ছিল ক্ষয়ে যাওয়া যন্ত্রাংশের পরিবর্তে একটা নতুন যন্ত্রাংশ বসানো অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের একটা বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটানো। বস্তুবাদের পক্ষে এবং ভাববাদের বিপক্ষে, দ্বন্দ্ববাদের পক্ষে এবং অধিবিদ্যা ও যান্ত্রিকতাবাদের বিপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের, তার বিকাশের আর তত্ত্ব ও প্রয়োগে তার জয়ের সঙ্গে জড়িত একটা নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল।

## প্রলেতারিয় ও পাতিবুর্জোয়া : বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টিকোণ

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের এবং সামাজিক চিন্তার প্রধান বিপ্লবী স্রোত ধারা বিপ্লবী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী যারা করত সেই বামপন্থী প্রবণতার বিরুদ্ধে লেনিন যখন সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন সেই সংগ্রামের জন্যও দ্বান্দ্বিকতাবাদ ও বস্তুবাদ আর তাদের সৃজনশীল বিকাশের জন্যও লড়াই করা প্রয়োজন হ'য়েছিল। লেনিন

৬। রাশিয়ান লিটারেচার অফ দি টোয়েন্টিয়েৎ সেনচুরি ১৮৯০—১৯১০ এডি, বাই, এস, এ, ভেনজিরভ, ১ম খণ্ড, মির পাবলিশার, পৃ ২৪৬ (রুশ)

বলেছিলেন যে এই প্রবণতাগুলো "গোলা লোকেদের বিপ্লববাদ" আর পাতিবুর্জোয়া সংস্কারবাদ ও পাতিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ যে পরস্পর আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ এবং ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে যে সেটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট সেটাও দেখিয়ে দিয়ে ছিলেন। লেনিন লিখেছিলেন ঃ "ইতিহাসে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট বাঁকে পাতিবুর্জোয়া দোদুল্যমানতার রূপের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায় সেটা সবসময়ই পেটি বুর্জোয়া আন্দোলনের পাশাপাশি ঘটে আর সেটা কম বেশী মাত্রায় তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে।

"এই বিপ্লববাদ ঃ পাতিবুর্জোয়া সংস্কাববাদ অর্থাৎ ভাব প্রবণ গণতান্ত্রিক সোস্যাল ডেমোক্রাটিক বুলি কপচে এবং অন্তঃসারশূণ্য ইচ্ছার দ্বারা আবৃত করে বুর্জোয়াদের পদলেহন করার এবং ভীতি প্রদর্শন কারী, তর্জন গর্জনকারী পাতিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের দুটি ধারায় প্রবাহিত কিন্তু কাজের বেলায় নিছক অনৈক্যের বুদ্‌বুদ্‌, ছন্নছাড়া এবং মগজবিহীন। এই দোদুল্যমানতা পুঁজিবাদের মূল শিকড় না উপড়ে ফেলা পর্যন্ত চলবে।" (৭)

"গোলা বিপ্লববাদের" জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার উৎসকে বিশ্লেষণ করে লেনিন দেখিয়েছিলেন যে আত্মগত ভাববাদই তার পদ্ধতিগত ভিত্তি। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে আত্মগত ভাববাদের দিকে ঝুঁকে পড়াটা বুর্জোয়ার মতাদর্শের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি ও সমাজের বিগয়গত নিয়মের ভিত্তিতে মানব চেতনা ও মানুষের সচেতন বাস্তব কর্মকাণ্ডের একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়ার বিরাট কর্তব্য দর্শনের সামনে এসে পড়েছিল। বুর্জোয়া দর্শনের নানা ঘরোয়ানা, বিশেষ করে অতিবিশিষ্ট আত্মগত ভাববাদীরা এই প্রশ্নের চারপাশে বিচিত্র চক্রাকার নাচ নেচে চলেছিল। পুরনো অধিবিদ্যক অভিমতগুলি ধসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সমস্ত মতান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দাবী জানাল কিন্তু আসলে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানকে বিষয়গত ভিত্তি ভূমি দিতে

৭। ভি, আই লেনিন, সং রচনাবলী, ৩৩ খণ্ড. পৃ ২১

অস্বীকার করল, খেয়াল খুসীকে স্তুতি জানানো আর যেটা সত্যে পৌঁছতে অসমর্থ সেই বুর্জোয়া চিন্তাধারার যথেচ্ছাচারকে উৎসাহিত করল। সাহিত্য ও কলার শিলীভূত মতান্ধতার বিরুদ্ধে একই সংগ্রামের তলায় আশ্রয় নিয়ে এই লোকগুলো সমস্ত ধ্যান ধারণাকে বর্জন করার ওপর জোর দিয়েছিল এবং "শিল্পের জন্য শিল্প" এই অসম্ভব দাবীর বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করল। পচা সমাজব্যবস্থা থেকে যার উদ্ভব হ'য়েছিল এটা সেই ভাঙ্গনেরই ফসল। বিজ্ঞানের নতুন অগ্রগতির সম্মুখীন হয়ে আর আগাগোড়া তার বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করে এই প্রতিক্রিয়াশীলরা আত্মগত ভাববাদের চালের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বিষয়গত জগতের সাদৃশ্যকে সম্পর্কিত বিজ্ঞানীদের স্বকপোলকল্পিত ধারণা বলে ঘোষণা করল।

পুঁজিবাদের অন্তিম স্তর সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের সুগভীর প্রকোপবৃদ্ধিতে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্কুরোদ্গমে এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে শ্লথ করার জন্য প্রতিক্রিয়াবাদীদের বিক্ষেপজনক প্রচেষ্টায় আচ্ছন্ন। দর্শন ও বিজ্ঞানে আত্মগত ভাববাদী মতামতের পুনরুজ্জীবন এই ধরনের একটি প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যে পুঁজিবাদের সৃষ্ট জাগানো বিশাল উৎপাদন শক্তি প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানে আবেগ সঞ্চার করছিল। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিশেষতঃ যন্ত্রপাতির অর্থ গবেষণা, গবেষকদের ওপর যন্ত্রপাতির নতুন দাবী পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নতুন সুযোগ। বিজ্ঞানের বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছল যে নতুন বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে গরমিল ওয়ালা পুরনো, যান্ত্রিক মতামত ভেঙ্গে পড়লো। বিষয়গত বাস্তবতার জ্ঞান লাভে মানবমনের সীমাহীন সম্ভাবনারই এটা সাক্ষ্য। প্রতিক্রিয়াবাদীরা, তাদের পক্ষ থেকে, দাবী করল সে এটা নিছকবিষয়গত বাস্তবতায় কখন না পৌঁছে "পৃথিবীর একটা চিত্র" সৃষ্টিতে সামর্থ্যকেই নাকি দেখিয়ে দিয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে যারা যোগ দিয়েছিল এবং "গোলা বিপ্লব" বাদের দিকে ঝুঁকেছিল

সেই সব দোদুল্যমান পাতিবুর্জোয়া উপাদানগুলির ওপর অপরিহার্য ভাবেই বৈজ্ঞানিক সাফল্যের বৃথা সূত্র উল্লেখে পুষ্ট হ'য়ে আত্মগত ভাববাদের বুর্জোয়া উপদেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা মনে করত যে সক্রিয় হবার সময় যদি এসে থাকে তাহ'লে সবকিছুই ইচ্ছাগত উপাদানের ওপর নির্ভর করে। সবকিছুই মানুষের ধারণার ওপর নির্ভর করে এটা বিশ্বাস করে তারা বিষয়গত জগতের সাদৃশ্যকে বিবেচনা করতে চায় নি। কোন সাদৃশ্য আছে বলেই তারা স্বীকার করে নি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আত্মগত ভাববাদের পুনরুজ্জীবন "গোলা বিপ্লববাদকে" পদ্ধতিগত ভিত্তির মত একটা কিছু দিয়েছিল। বাকুনিন ও তাঁর অনুগামীরা নব্য হেগেলবাদ ছাড়া আর কোন তাত্ত্বিক প্রধান খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হন। যে সমস্ত তাত্ত্বিকরা আত্মগত ভাববাদের প্রভাবে পড়েছিল তারা রাজনীতিতে একটা "চরম বামপন্থা" নেবার দিকে ঝুঁকেছিল আর দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাষ্ট্রীয় ডুমা থেকে ডেপুটিদের ফিরিয়ে আনার দাবী করেছিল এবং পার্লামেন্টারী ধরনের সংগ্রামকে ব্যবহার করার বিরুদ্ধতা করেছিল।

লেনিন আত্মগত ভাববাদের পুনরুজ্জীবনের একটা সুগভীর সমালোচনা করেন। তিনি এই প্রবণতার প্রতিক্রিয়াশীল সারমর্মের মুখোশ খুলে দেন এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশের এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ পদার্থ বিজ্ঞানের সামনে উপস্থিত দার্শনিক সমস্যার একটা গভীর বিশ্লেষণ দিয়ে তার জ্ঞানার্জন মার্গের উৎসকে দেখিয়ে দেন।

সামাজিক চিন্তার বিকাশের এবং আত্মগত ভাববাদের দিকে গতির যে কোন প্রকাশের বিরুদ্ধে লেনিন সারাজীবন লড়াই চালিয়ে গেছেন। আত্মগত সমাজবিদ্যা এবং নারোদনিক সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তিনি তাঁর সংগ্রাম শুরু করেন।

সামাজিক সম্পর্কে অর্থনৈতিক সম্বন্ধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যে অস্বীকৃতির ওপর এবং আত্মগত ভাববাদী দৃষ্টিকোণের ওপরই

"জনগণের বন্ধু"দের ( এন, কে, মিখায়লেভ্‌স্কি ও অন্যান্যরা ) ব্যাখ্যাত সমাজবিদ্যা দাঁড়িয়েছিল। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই এই লোকগুলি জনগণ সম্বন্ধে তারস্বরে কথা বলতেন কিন্তু আত্মগত সমাজবিদ্যার প্রবক্তাদের মত কদাচিৎই কেউ জনগণকে এমন অধঃপাতে নিয়ে গেছেন কারণ মুখায়বহীন জনতার বিপরীতে তারা স্বতন্ত্র মানুষ "বীরদের" দাঁড় করিয়েছিল।

প্রলেতারিয় বিপ্লবী দৃষ্টিকোণের যেটা বিপরীত সেই পাতি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদের ধারণাই নারোদনিক সমাজতন্ত্রের হ'য়ে পরবর্তী প্রজন্মের প্রবক্তাদের মারফৎ চলছিল। ওরা শ্রমিকদের থেকে কৃষকদের, শ্রমিক আন্দোলন থেকে কৃষক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করার দিকে ঝুঁকেছিল এবং কৃষক কমিউনকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল একক ধরে নিয়ে কৃষক আন্দোলনকেই সত্যিকারের সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবে গণ্য করেছিল।

ওরা বুঝতে পারেনি যে রাশিয়ায় ইতিমধ্যে বর্ধমান পুঁজিবাদটা শ্রেণী সমাজ বিকাশেরই একটি স্বাভাবিক স্তর এবং মার্কসের আবিষ্কৃত বিশ্বব্যাপী প্রলেতারিয় শ্রেণীসংগ্রামের গুরুত্বকে অস্বীকার করেছিল।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ভূমিকাকে খাটো করে দেখা বা বীরদের অথবা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের স্তুতি করার যে প্রবণতা তারা দেখিয়েছিল এবং সংগঠনকে এবং একটা সচেতন দৃষ্টিকোণকে বাতিল করেছিল, সামাজিক চিন্তার সেই পাতিবুর্জোয়া তত্ত্বের দিকে ফেরার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লেনিন ও বলশেভিকরা অবিরাম লড়াই চালান।

জনগণের উপর এবং পাতিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টির মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক প্রভাবের জন্য জনগণের কাছে উচ্চমাত্রার সংগঠন ও চেতনা আনা হ'ল সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ ও বিশেষভাবে কৃষকদের ওপর প্রলেটারিয় নেতৃত্ব আনারই সংগ্রাম।

সমস্ত রকমের পাতিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেনিন ও বলশেভিক পার্টির সংগ্রাম বিরাটভাবে আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯২০ সালে লেনিন লিখেছিলেন "যে পাতিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের নৈরাজ্যবাদের গন্ধ পাওয়া যায় অথবা ওটা থেকে কিছু ধার করে এবং সমস্ত জরুরী ব্যাপারে, সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রলেতারিয় শ্রেণী সংগ্রামের শর্ত ও প্রয়োজনের পরিমাপ করে না তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই বলশেভিকবাদ রূপ গ্রহণ করেছিল, বিকশিত হয়েছিল এবং সুদৃঢ় হ'য়ে উঠেছিল একথা অন্য দেশে খুব কমই জানা আছে।" (৮) কেন এই পাতি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদ আঠার মতো রাশিয়ার গায়ে সেঁটে আছে ১৯০৫ সালে লেনিন তার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি লেখেন: "আমাদের দেশে সফলতা প্রাপ্ত নানারকম পুরনো সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দৃঢ় শেকড় গাড়ার হিসাব নিকাশটা রাশিয়ার অনগ্রসরতার মধ্যে পাওয়া যাবে। বিগত এক শতাব্দীর শেষভাগের রাশিয়ার বিপ্লবী চিন্তার গোটা ইতিহাসই পাতিবুর্জোয়া "নারোদনিক সমাজতন্ত্রের" বিরুদ্ধে মার্কসবাদের সংগ্রামের ইতিহাস।" (৯) এটা বিশেষভাবে "নারোদনিক সমাজতন্ত্রেই" প্রযোজ্য কারণ পেছনে পড়া সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক সহ ব্যক্তিগতভাবে খামারী চাষীরা থেকে গিয়েছিল।

আর, এস, ডি, এল, পি-র দ্বিতীয় কংগ্রেসের আসন্ন বিপ্লবে চাষীদের ওপর প্রলেতারিয় নেতৃত্ব আনার জন্য লেনিন পার্টিকে পরামর্শ দেন।

পাতিবুর্জোয়া "নারোদনিক সমাজতন্ত্রের" বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার ছিল না। শতাব্দী সঞ্চিত কৃষকদের বিপ্লবী শক্তিকে একটা সঠিক নির্দেশ দানের জন্য শ্রমজীবী কৃষককে জয় করার জন্য, আর শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর জন্য

৮। ভি, আই লেনিন, সং রচনাবলী ৩১ খণ্ড, পৃ ৩২
৯। ঐ ৯ খণ্ড, পৃ ৪৩৯

বলশেভিকরা একটা ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালিয়েছিল। তা নাহ'লে প্রথমে জারতন্ত্র এবং পরে, শক্তি পুনর্বিন্যাস করে নিয়ে পুঁজিবাদীদের শক্তিকেও ঝাঁটিয়ে দূর করে দেওয়ার মত একটা বিপ্লবী তরঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব হত না।

সারা জীবন ধরে লেনিন অক্লান্ত শক্তি নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে মনগড়া ভাব, আত্মগত ভাববাদ এবং স্বেচ্ছাবাদের বিরুদ্ধে, এই সব মারাত্মক ক্ষতিকর প্রবণতার মার্কসবাদের মুখোশ-পরার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এবং অনিবার্য পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে হটকারিতার মধ্যে ঠেলে দেবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

বামপন্থী চটকদার কথা বলতে যারা ভালবাসত সেই সব "অট্জোভিষ্ট বাম কমিউনিষ্ট, ট্রট্স্কীপন্থী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে লেনিনের পার্টি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়েছেন এবং সেগুলোকে মূলতঃ আত্মসমর্পণকারী বলেও দেখিয়ে দিয়েছেন।

বামপন্থী ও চরম বাম চটকদার বুলি দিয়ে যারা তাদের আত্মসমর্পণকারী সারবস্তুকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করত সেই ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে লেনিন ও পার্টির সংগ্রামকে খুবই গুরুত্ব দিতে হয়। ট্রট্স্কিপন্থীরা নতুন সমাজের নির্মাণকর্মকে গুটিয়ে ফেলানোর চেষ্টায় ছিল আর ইউ, এস, এস, আরের সমাজতন্ত্র নির্মাণের সঙ্গে বিশ্ববিপ্লবের স্বার্থের বৈপরীত্য প্রদর্শন করত। এক দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের সম্ভাবনাকে তারা অস্বীকার করতো আব তারা দাবী করেছিল যে বিপ্লব রপ্তানী করতে হবে এবং বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়াকে সামরিকভাবে উৎসাহিত করতে হবে। তারা দাবী করেছিল যে অর্থনৈতিক নির্মাণ কার্যের নানাদিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলে নাকি দিক্ দর্শনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে আসে আর প্রত্যেকের বিপ্লবী উপলব্ধিকে দুর্বল করে ফেলে। তাদের "ব্যাপক" বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ বিশ্ববিপ্লব সম্বন্ধে

বিরতিহীন বক্‌বকানি, সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক প্রচেষ্টার বিসর্জনে এবং সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতি স্বীকারে পর্যবসিত হবে। এটা যে মুক্তিআন্দোলনের প্রকৃত সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দেবে, সেটা দেখিয়ে লেনিন ট্রট্‌স্কিপন্থী আত্মসমর্পণকারীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন এবং বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার অগ্রগতিতে সোভিয়েট অর্থনৈতিক নির্মাণ কার্যের এবং সোভিয়েটের অর্থনৈতিক বলের শক্তিবর্ধনের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

পার্লামেন্টারি ধরনের সংগ্রামে অস্বীকৃতি, ট্রেড ইউনিয়নে কমিউনিষ্ট কার্যকলাপের গুরুত্ব হ্রাস করে দেখা, সংস্কারের সংগ্রামে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন, সশস্ত্র সংগ্রামকে সর্বজনীন করা ইত্যাদির মত পোষণকারী বিদেশী কমিউনিষ্টদের অতি বামপন্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে, শুধু বলশেভিক পার্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে বিশ্বকমিউনিষ্ট আন্দোলনেও লেনিন পাতিবুর্জোয়া বামপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই বামপন্থার পুনরাক্রমণ "শিশু সুলভ বিশৃঙ্খলারই" নামান্তর এবং যাতে এটা সংকীর্ণতাবাদ সম্বন্ধে ফাঁকা কথায় পর্যবসিত না হয়, জনগণ থেকে এবং সত্যিকারের বিপ্লবী উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ফাঁকা কথা ও সংকীর্ণতার মধ্যে পিছলে না যায় তার জন্য এর বিপদ দেখতে এবং সময়োচিত নিরাময় করার ব্যবস্থা নিতেই লেনিন কমিউনিষ্টদের শিখিয়েছিলেন।" বিপ্লবী পদ্ধতি যে অবস্থায় উপযুক্ত এবং সাফল্যের সঙ্গে লাগানো যায় তার সীমা ও শর্তকে অগ্রাহ্য ক'রে প্রকৃত বিপ্লবীর কাছে বৃহত্তম, সম্ভবতঃ একমাত্র বিপদ হ'ল অতিরঞ্জিত বিপ্লববাদ। "কোন মুহূর্তে, কি পরিস্থিতিতে এবং সংগ্রামের কোন ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই বিপ্লবী উপায়ে কাজ করতে হবে আর কোন মুহূর্তে, কি অবস্থায় এবং কোন ক্ষেত্রে তোমাকে সংস্কারের কর্মেলিপ্ত হ'তে হবে তাকে ঠাণ্ডা মাথায় এবং আবেগ বর্জিতভাবে প্রতিফলনে, গুরুত্ববোধে ও যাচাইয়ে তখনই অসামর্থ্য আসে, মাথা খারাপ হয় যখন বিপ্লব ( Revolution )

কথাটাকে শুধু বড় হাতের অক্ষরে লিখে তাতে দিব্যত্ব আরোপ করা শুরু হয় আর তখনি সত্যিকারের বিপ্লবীর পক্ষে বিপর্যয় নেমে আসে। সত্যিকারের বিপ্লবীদের বিনাশ ঘটবে (এটা নয় যে বাইরে থেকে কেউ তাদের পরাজিত করবে, বরং তাদের কাজ অভ্যন্তরীণ দিক দিয়েই ধসে পড়বে) কেবল তখনই যখন তারা তাদের সুস্থির দৃষ্টিকোণ ত্যাগ করবে এবং মাথায় ঢোকাবে যে 'মহান', বিজয়ী, বিশ্ববিপ্লব' সমস্ত সমস্যাকেই বিপ্লবী উপায়ে, সংগ্রামের সকল ক্ষেত্রে সমাধান করতে পারে এবং করতেই হবে। যদি তারা তাই করে তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।" (১০)

লেনিন বাম-সুবিধাবাদের পাতিবুর্জোয়া চরিত্র দেখিয়ে দিয়েছিলেন আর যারা পুঁজিবাদের ভয়াবহতাতে "ক্ষেপে গিয়েছে" যাদের বিপ্লববাদ অস্থায়ী এবং ভাসাভাসা, যাদের প্রলেতারিয় আত্মসংযম, সংগঠন, শৃঙ্খলা এবং দৃঢ়তার অভাব আছে সেই পাতি বুর্জোয়া ক্ষুদে মালিকদের মধ্যে যে অতিবামবাদের শেকড় রয়েছে সেটা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। লেনিন লিখলেন "বিপ্লবী পার্টিগুলো প্রায় সময়ই যে বিপ্লবী বুলি কপচানোর ব্যারামে কষ্ট পায় সেটা প্রায়ই প্রলেতারিয় ও পাতি-বুর্জোয়া উপাদানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযুক্তি, মৈত্রী বা মিশ্রণ থেকে এবং যে সময়টা বিপ্লবী ঘটনাব বড় এবং দ্রুত মোড় ফেরার দ্বারা চিহ্নিত হয় তখনই গড়ে ওঠে।" (১১)

দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, শোধনবাদ এবং অবসায়নবাদের (Liquidation) বিরুদ্ধে আর বামপন্থী সুবিধাবাদ, মতান্ধতা এবং সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধেও দুটি ফ্রন্টে অবিচল লড়াই করে লেনিনের প্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টি ও গোটা বিশ্বকমিউনিষ্ট আন্দোলন বিকশিত হয়েছে এবং নির্দিষ্ট ধাতটি পেয়েছে। সামাজিক চিন্তা পথের

১০। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩৩ খণ্ড, পৃ ১১০-১১

১১। ঐ. ২৭ খণ্ড, পৃ ১৯

এই বাধা দূর না করে এগোতে পারে নি। দক্ষিণ ও বাম সুবিধাবাদ সামাজিক চিন্তা ও বিপ্লবী উদ্দেশ্যকে বন্ধ গলিতে চালিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। একটা কৃষক আন্দোলন যার মূলে রয়েছে সেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতির কথা বিবেচনা করে শুধু নির্দিষ্ট দেশের সীমার মধ্যেই নয় অধিকন্তু সারা বিশ্বের পরিমাপে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে একটি মাত্র তরঙ্গের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়াই আজকের দিনের কর্তব্য। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তম সাফল্য, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের সঙ্গে এই আন্দোলনের সংযোগেই গোটা বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার আর পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকের দ্বারা চালিত আন্দোলনের সাফল্যের জামিনদার। কৃষি প্রধান দেশে যারা আছেন তাদের নিয়ে নতুন নতুন অংশ বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ায় যোগদান করায় প্রলেতারিয় বিপ্লবী এবং বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের দৃষ্টিকোণের বিপরীত নানা রকমের পাতিবুর্জোয়া বিপ্লবী আদর্শের পুনরুজ্জীবনের বিপদ অত্যন্ত বাস্তব। সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থে তাদের প্রভাবকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নতুন সমাজ নির্মাণের জন্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর আন্দোলন থেকে তাকে পৃথক করার জন্যে ঐ বৈপরীত্যের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে।

যখনই পাতিবুর্জোয়া অংশের প্রভাব বৃদ্ধি করার মত সম্ভাবনা থাকবে তখনই এই সব তত্ত্ব ছড়াবে। লেনিন দৃঢ়ভাবে বলেন: "সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের বিশ্বদৃষ্টিকোণের সমস্ত ঐতিহ্য থেকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বিচ্ছিন্ন হ'তে অসমর্থ হ'য়ে যারা মার্কসবাদের কয়েকটা দিক, নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটা অংশ বা পৃথক আওয়াজ এবং দাবী আয়ত্ত করেছে তাদের মধ্যে থেকে অনগ্রসর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বা বিকাশে পশ্চাদপদ অবস্থাজাত মানুষ শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থক হিসাবে অবিরতই আসতে থাকে।" (১২)

---

১২। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩৩ খণ্ড, পৃ ১১০-১১১

শ্রমজীবী মানুষের অগ্রসারিতে যারা এগিয়ে চলে সেই শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রামের পথ লেনিন দেখিয়েছিলেন এবং জয়ের জন্য একটা শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় রাজনৈতিক সংগঠন এবং গণ প্রলেটারিয় পার্টি প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। একটা বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বে সজ্জিত হয়ে, শ্রমিকশ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে, আর শ্রমিকশ্রেণীর চারপাশে শ্রমজীবী মানুষের সমস্ত অংশকে নিয়ে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ও পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে যখন শ্রমিক আন্দোলন আর স্বতঃস্ফূর্ত থাকবে না, আর যখন তাদের সংগঠন ও চেতনা শতগুণ বেড়ে যাবে তখন মার্কসবাদী পার্টি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় প্রধান উপাদান হয়ে উঠবে। ওটাই জনগণের ইতিহাসের স্থপতিদের সামাজিক তেজ বার্ধকে জাগিয়ে তোলার একমাত্র পথ। সামাজিক চিন্তার পক্ষে বাম ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের পদ্ধতিগত ভিত্তি সম্বন্ধে লেনিনের উদঘাটন অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং যতদিন পুঁজিবাদী ও পাতিবুর্জোয়াদের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন সেটা অর্থবহ হ'য়ে থাকবে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## বিপ্লবের উৎপত্তি

জনগণের দ্বারা সচেতন কার্যকলাপ এবং বিষয়গত বাস্তবতার গুরুত্ব সম্বন্ধে লেনিনের চমৎকার বিশ্লেষণ সবচেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে বিপ্লবের উৎপত্তি কি করে হ'ল সেই প্রধান প্রশ্নটি সম্বন্ধে তাঁর সমাধানের মধ্যে। উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে গভীর বিরোধের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মার্কস ও এঙ্গেলস বিপ্লবের অন্তর্নিহিত কারণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তে কি করে বিপ্লব জন্মায়, কি করে জনগণের বিপ্লবী চলন গতিবেগ লাভ করে, কি পরিস্থিতিতে এর উৎপত্তি, কোন রাজনৈতিক ঘটনা বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়। কখন উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের মধ্যেকার বিরোধ পেকে ওঠে? নতুন এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত। সুবিধাবাদীরা বলত বিপ্লব তৈরী করা যায় না। ওটা আপনা থেকেই হবে। স্বেচ্ছাবাদীরা বলত বিপ্লব ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রত্যয় দিয়েই হ'য়ে থাকে। সত্য কোনটা?

১৮৯০ থেকে রাশিয়া দ্রুত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল একটা নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এবং তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও ছিল। "বিষয়গত ভাবে, গণআন্দোলন জারতন্ত্রের পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল আর গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করছিল, কারণ শ্রেণী সচেতন শ্রমিকরা তার নেতৃত্ব করছিল।" (১)

১৯০২ সালে লেনিন লিখেছিলেন: "কোন দেশের প্রলে-টারিয়েটরা যেসমস্ত তাৎক্ষণিক কর্তব্যের মুখোমুখি হ'য়েছে তার

১। ভি, আই, লেনিন-সং রচনাবলী, ২২ খণ্ড, পৃ ৩৫৬

মধ্যে সবচেয়ে বিপ্লবী কাজটির সম্মুখীন হ'য়েছি আমরা। এই কাজটি করতে পারলে, শুধু ইয়োরোপীয় নয় অধিকন্তু (তখন এটা বলা যায়) এশীয় প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গকে ধ্বংস করতে পারলে রুশ প্রলেটারিয়েটরা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রলেটারিয়েটের অগ্রবাহিনী হয়ে উঠবে।" (২)

কেন বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র রাশিয়াতে সরে আসছিল সেটা লেনিন এইভাবে দেখেছিলেন। সমাজবিকাশের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতেই তিনি এগিয়েছিলেন। পরিণামে, বিষয়টা এই দাঁড়িয়ে ছিল যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতিপথে রুশ প্রলেটারিয়েটদের সবচেয়ে বিপ্লবী কর্তব্য সমাধা করতে হ'য়েছিল যে কারণে সে বিশ্ববিপ্লবী বাহিনীর সামনের সারিতে স্থান নিয়েছিল।

সামাজিক বিপ্লবকে একটি জীবন্ত ঘটনা হিসাবে দেখার প্রচেষ্টায় লেনিন তাঁর মনের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন এবং কেতাবী মতান্ধতার বিরুদ্ধে নিরন্তর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তিনি লিখলেন "যে কেউই যদি একটা বিশুদ্ধ সামাজিক বিপ্লব দেখতে চায় তবে দেখবার জন্যে সে জীবিত থাকবে না।" (৩) লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্বন্ধে কেতাবী ধারণাকে বিদ্রূপ করেন: "তাই একটি বাহিনী একটি জায়গায় সারি দিয়ে দাঁড়ালো আর বললো, 'আমরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে', আর অন্যটা অন্য জায়গায় দাঁড়ালো এবং বললো 'আমরা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে, আর সেটাই হবে সামাজিক বিপ্লব!" (৪)

লেনিন এখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নতুন বৈশিষ্ট্যের দিক গুলো এবং সাম্রাজ্যবাদের আওতায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নির্দিষ্ট বিষয়গুলো আর এইসব বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে এই বিবৃতিকে সূত্রায়িত করলেন

২। ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃ ৩৭৩

৩। ভি, আই লেনিন, সং রচনাবলী, ২২ খণ্ড, পৃ ২৭৪

৪। ঐ, পৃ ৩৫৫-৫

যে যখন শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকরা তাদের বিপ্লবী একনায়কত্ব জারী করে আর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিকে পরিবর্তিত হ'তে পারে তখন নতুন একটা লাইনে সমাজের পুনর্বিন্যাস ঘটান যেতে পারে এই বোধটি মানবজাতির রাজনৈতিক দিগন্তকে প্রসারিত করেছিল।

## বিপ্লবী পরিস্থিতির মতবাদ

লেনিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বে বিপ্লবী পরিস্থিতি মতবাদটি প্রধান উপাদান। যে পরিস্থিতিতে বিপ্লবী সংকট পরিপক্ক হ'য়ে ওঠে তার বিশ্লেষণ মার্কস তাঁর বহু রচনাতেই করেছিলেন। তাই ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে কেমন করে এবং কোন কারণে "সাধারণ অসন্তোস ফেটে পড়ল" আর সে সময়ে কোন্ উপাদান বিপ্লবের বিস্ফোরণ" কে (৫) ত্বরান্বিত করল তাকে বিস্তারিতভাবে তিনি বের করে আনেন।

পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশ করল আর যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দ্বারে আঘাত করছিল সেই নতুন অবস্থায় লেনিন তাঁর কাজ চালিয়েছেন। যে বিরোধ টগ্‌বগ্‌ করে ফুট্‌তে যাচ্ছিল সেই উৎপাদনশক্তি এবং উৎপাদনসম্পর্কের মধ্যেকার তীব্র বিরোধ সম্পর্কিত বিবৃতিটিকে লেনিন রাজনীতির ভাষায় অনুবাদ করলেন। রাজনীতির কোন ক্ষেত্র এই বিরোধকে প্রকাশ করে, যখন বিরোধের উদ্ভব হ'ল তখন কোন রাজনৈতিক শক্তি গতিবেগ পেয়েছিল, আর যে রাজনৈতিক সংকট থেকে বিপ্লব গড়ে উঠল তা কেমন করে সৃষ্টি হ'ল তা তিনি দেখিয়েছিলেন। জনগণের বোধ ও মনোভাব, গভীরে সঞ্চারিত রাজনৈতিক সংকট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মতাদর্শ ও সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তনের বিশ্লেষণের প্রতি লেনিন গম্ভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। বিপ্লবী

৫। কে, মার্কস এণ্ড এফ্‌ এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস ইন থ্রি ভলিউমস ১ম খণ্ড, পৃ ২০৯

পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে যেটা সাহায্য করেছিল সেই গভীর কারণগুলি এবং তাৎক্ষণিক সম্ভাব্য উপাদানগুলিকে ঐ মহান বিপ্লবী মূল্যায়ন করেন।

১৯০৫সালের বিপ্লবের প্রাকালে লেনিন বিপ্লবী পরিস্থিতির বিশ্লেষণ শুরু করেন। ১৯০৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তিনি "স্বৈরতন্ত্র এবং প্রলেটারিয়েট" শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যার মধ্যে বলা হ'য়েছে যে শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই শোষিত জনগণের সম্ভাব্য ব্যাপকতম জাগরিত অংশকে নিজের পাশে সমবেত করতে হবে, তার সমস্ত শক্তিকে আয়ত্ত করতে হবে এবং সরকার যখন খুব অসহায় অবস্থায় পড়বে এবং লোকায়ত অস্থিরতা চরমে উঠবে তখন অভ্যুত্থান শুরু করতে হবে।" (৬) আগেই ওখানে একটি অভ্যুত্থানের জন্য লেনিন "সরকার যখন খুব অসহায় অবস্থায় থাকবে" এবং "লোকায়ত অসন্তোষ চরমে ওঠার" মত শর্তের উপর জোর দিয়েছিলেন। ১৯১৩ সালের বিপ্লবী উর্দ্ধগতির কালে লেনিন এই প্রশ্নের বিশ্লেষণে ফিরে আসেন এবং বিপ্লবী সংকটের বর্দ্ধমান সংকট সম্বন্ধে মূল বিবৃতিটিকে সূত্রায়িত করেন: "শুধু নিপীড়নই, আর সে যত ভীষণই হোক না কেন সর্বদাই সেটা কোন একটা দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি করে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিপ্লবের জন্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা পুরনো কায়দায় বাঁচতে চাইবে না এটা হ'লেই হবে না। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাও পুরনো কায়দায় হুকুমদারী এবং শাসন চালাতে পারবে না—এটাও দরকার।" (৭) ঠিক এইভাবেই সমগ্র দেশের পরিমাপে একটা রাজনৈতিক সংকট বিকাশ লাভ করে।" রাশিয়াতে একটা দেশব্যাপী রাজনৈতিক সংকটের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে—যে সংকটটা রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিমূলেই সংক্রামিত হ'চ্ছে, মাত্র কোন অংশে নয়, যেটা গোটা অট্টালিকার ভিত্তিমূলে

---

৬। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ ২৭

৭। ভি, আই, লেনিন, সং রচনবলী, ১৯ খণ্ড, পৃ ২২১-২২২

আঘাত করছে, বাইরের ঘরে বা একতলায় নয়।" (৮) "রাষ্ট্র ব্যবস্থার একেবারে ভিত্তিমূলে সংকট প্রবেশ করবে" আর সংকটটা এত গভীর হবে যে কোন সংস্কারই তাকে কায়দা করতে পারবে না, এই মর্মে লেনিনের মন্তব্যটির বিরাট পদ্ধতিগত মূল্য রয়েছে। এই ধরনের সংকট গোটা সমাজের রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে, তার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের দিকে ধাবিত হয় আর বিরাট অভ্যুত্থানের জন্ম দেয়।

তিনি লেনা গুলিবর্ষণের এক বছর আগে রাশিয়ার ধর্মঘট আন্দোলনের বৃদ্ধির বিশ্লেষণ করেন এবং অন্য দেশে রাজনৈতিক ধর্মঘটে এত লোক কখনও অংশ গ্রহণ করেনি সেটা দেখিয়ে জোর দিয়ে বলেন যে বিপ্লবী পরিস্থিতির উপস্থিতি, সরাসরি বিপ্লবী সংকটের বৃদ্ধি, "বর্তমান রাশিয়ার বিশেষ পরিস্থিতিরই" প্রকাশ। যখন ইয়োরোপে এই ধরনের বিপ্লব বেড়ে বেড়ে এগিয়ে আসবে ( ওখানে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হবে না, হবে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব ) তখন সবচেয়ে বিকাশ প্রাপ্ত পুঁজিবাদী দেশের প্রলেটারিয়েটরা মজুরি দাসত্বের মালিকানার রক্ষকদের বিরুদ্ধে আরও বেশী জোরালো ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল এবং সশস্ত্র সংগ্রাম চালাবে।" (৯) তাই সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে বিপ্লবী সংকট অবশ্যই থাকা চাই কারণ উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিমূলে রাজনৈতিক সংকট ঢুকে পড়া এবং কোন দায়সারা রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে সমাধানাতীত অবস্থা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আগেই থাকতে হবে।

দুই বছর পরে লেনিন বিপ্লবী অবস্থার একটা পূর্ণ সংজ্ঞা দেন যেটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য। তিনি অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতিতে গণতান্ত্রিক দাবার জন্য সংগ্রামের প্রশ্নে ফিরে আসেন।

---

৮। ঐ পৃ ২২২
৯। ঐ

যে কেবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ফেটে পড়তে পারে তা নয় অধিকন্তু ড্রেফাসের ঘটনা বা জ্যাবোর্নের ঘটনার বা একটা নিপীড়িত জাতির পৃথক হয়ে যাওয়ার জন্য গণভোটের মত প্রসঙ্গের পরিণাম হিসাবেও হ'তে পারে।" (১৩) প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ দাবীর ওপর সংগ্রামকে সম্প্রসারিত করতে এবং বুর্জোয়াদের ওপর সরাসরি আক্রমণ করতে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কৌশল শুধু পার্লিয়ামেণ্টে বিবৃতি দেওয়াতে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং জনগণকে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা দরকার।

বাস্তবিকই, অক্টোবর বিপ্লবের আগে গভীর সঞ্চারী রাজনৈতিক সংকট সম্বন্ধীয় প্রশ্নে লেনিনের ব্যাখ্যা ইয়োরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি লিখলেন: "ইয়োরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমস্ত এবং নানা ধরনের নিপীড়িত এবং অসন্তুষ্ট মানুষের ব্যাপক সংগ্রাম ফেটে পড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অনিবার্যভাবেই, পাতি-বুর্জোয়াদের নানা অংশ এবং অনগ্রসর শ্রমিকরা এতে যোগ দেবে;—এই ধরনের অংশ গ্রহণ ছাড়া, গণসংগ্রাম অসম্ভব, এ ধরনের সংগ্রাম ব্যতীত কোন বিপ্লবই সম্ভব নয়—এবং ঐ রকম অনিবার্যভাবেই তারা আন্দোলনের মধ্যে তাদের কুসংস্কার, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল দিবাস্বপ্ন, তাদের দুর্বলতা ও ভ্রান্তিগুলোকেও নিয়ে আসবে। কিন্তু বিষয়গতভাবে তারা পুঁজিকে আক্রমণ করবে, আর বিপ্লবের শ্রেণী সচেতন অগ্রবাহিনী, অগ্রগামী প্রলেটারিয়েট, একটা বহু বর্ণ যুক্ত এবং সঙ্গতিহীন, জগাখিচুড়ি এবং বাহ্যতঃ বিভক্ত গণ সংগ্রামের বিষয়গত সত্যকে প্রকাশ ক'রে, ক্ষমতা দখল করতে, ব্যাঙ্ক দখল করতে, যাকে তারা ঘৃণা করে (যদিও ভিন্ন ভিন্ন কারণে) সেই ট্রাষ্টগুলোর সম্পদ কেড়ে নিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ ও নেতৃত্ব দিতে পারবে এবং একনায়কোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে যার মোটমাট অর্থ হবে বুর্জোয়াদের উৎখাত এবং সমাজ-

১৩। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২১ খণ্ড, পৃ ২১৫

তন্ত্রের বিজয়, তবে তক্ষুণি তার ভেতর থেকে পাতি-বুর্জোয়া আবর্জনা দূর করা সম্ভব হবে না।" (১৪) কেতাবী ছকের পরিবর্তে এটাই হোল একটা জীবন্ত ঘটনা হিসাবে বিপ্লবের চিত্র। "উপনিবেশগুলি এবং ইয়োরোপে ক্ষুদ্র জাতিগুলির বিদ্রোহ ছাড়া, সমস্ত কুসংস্কার নিয়ে একদল পাতি-বুর্জোয়ার বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ ছাড়া, জমিদার. চার্চ এবং রাজতন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক চেতনাহীন অপ্রলেতারিয় জনগণের আন্দোলন ছাড়া সামাজিক বিপ্লবকে উপলব্ধি করা যায়—এই কল্পনার অর্থ সামাজিক বিপ্লবকে অস্বীকার করা।" (১৫)

রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিমূলকে প্রভাবিত করার মত একটা গভীর রাজনৈতিক সংকট ছাড়া এবং আংশিক সংস্কারের সকল সম্ভাবনা বাতিল হ'য়ে যাওয়া ছাড়া কোন বিপ্লবই শুরু হ'তে পারে না। এই সংকট শুধু প্রলেটারিয়েটকে জড়িত করে না অধিকন্তু অর্দ্ধ-প্রলেটারিয়েট অংশগুলো, পাতি-বুর্জোয়াদের একাংশ এবং ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে প্রচণ্ড বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত করে। বিপ্লবী বিস্ফোরণগুলি নানা ভাবে জমিদার এবং ধর্মীয়, জাতীয় ও রাজতন্ত্রী নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। নানা কারণে সংগ্রামের পথে পা বাড়িয়ে আর নিজেদের কুসংস্কারগুলোকে, আর প্রতিক্রিয়াশীল স্বপ্ন, তাদের দুর্বলতা এবং ভ্রান্তি নিয়ে জনসংখ্যার নানা অংশ বিপ্লবী সংকটে জড়িয়ে পড়ে। এই সব অংশকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং বিপ্লবের প্রধান প্রবাহের মধ্যে তাদের পরিচালনা করা যেটা নাকি বুর্জোয়াদের উৎখাত করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল এবং সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দিকে নিয়ে যায় সেটাই অগ্রগামী প্রলেটারিয়েট বিপ্লবের নেতার কাজ।

অগ্রসরমান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চিত্রটি বিপ্লব সঙ্কুল রাজনৈতিক

---

১৪। ভি, আই লেনিন, সং রচনাবলী, ২২ খণ্ড, ৩৫৬

১৫। ঐ পৃ ৩৫৫

সংকটের বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ করেছে। এই জায়গায় এসে সামাজিক অংশগুলি এবং তারা যেভাবে (যে আপাতঃ কারণের জন্য) রাজনৈতিক সংকটে ঢুকে পড়ে তার দ্বারা লেনিন গভীর রাজনৈতিক সঙ্কটের বিশ্লেষণটির সঙ্গে নতুন সংযোজন করেছেন। তিনি বলেছেন যে বহু বর্ণের জনগণের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামের আড়ালে যে নানা ধরণের মতলব থাকে তার বিষয়গত সত্যটা শেষ পর্যন্ত "পুঁজির ওপর আক্রমণে" দাঁড়ায় এবং এই বিষয়গত সত্যটি প্রকাশ করে শ্রমিকশ্রেণী। এবং নেতৃত্ব জনগণকে বিপ্লবের আগুনে তাদের ভেতরকার "পাতি-বুর্জোয়া আবর্জনা" ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে।

## বিপ্লবের মৌলিক নিয়ম

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের পর লেনিন তাঁর পূর্বের গবেষণাগুলির সার সংক্ষেপ করেন এবং বিপ্লবের মৌলিক নিয়মকে সুত্রায়িত করেন। তিনি লিখলেন ঃ "যেটা সমস্ত বিপ্লবের দ্বারা, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর তিনটি রুশ বিপ্লব দ্বারা সমর্থিত হয়েছে বিপ্লবের সেই মৌলিক নিয়ম হল এই রকম ঃ বিপ্লবের জন্যে শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের পক্ষে পুরনো কায়দায় বাঁচা সম্ভব নয় এই উপলব্ধিই এবং পরিবর্তনের দাবী করাটাই যথেষ্ট নয়; বিপ্লব ঘটার জন্য শোষকরাও আর পুরনো কায়দায় শাসন ও জীবনধারণ করতে সক্ষম হবে না। কেবল যখন নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা পুরনো কায়দায় বাঁচতে চাইবে না এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা পুরনো ধারায় চলতে পারবে না তখনই বিপ্লব জয়লাভ করবে। এই সত্যটা অন্য কথায় প্রকাশ করা যায় ঃ গোটা দেশ জুড়ে সংকট ছাড়া (শোষক ও শোষিতকে প্রভাবিত করে) বিপ্লব অসম্ভব। (১৬) এটাই উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের

১৬। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৮৪-৮৫

মধ্যে তীব্র ও পরিপক্ক সংঘাতের রাজনৈতিক প্রকাশ, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ঘটনার তীব্র প্রকাশ যে উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির বিকাশের পক্ষে বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং ওগুলো আর এর প্রযোজন মেটাতে পারে না।

উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বের সাধারণ সমাজতাত্ত্বিক নিয়মটিকে একটি প্রদত্তদেশের দেশজোড়া সংকট পরিপক্ক হ'য়ে ওঠার নিয়মটির মধ্যে যে নির্দিষ্ট পদে প্রকাশ করতে হবে। রাজনীতিতে এবং শ্রেণীগুলির বিন্যাসে সংকটকে বিশেষ জোর দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। শাসকশ্রেণীকে সরকারের সংকটের মধ্যে থাকতে হবে যাতে অনগ্রসর জনগণ রাজনীতিতে জড়িত হ'য়ে পড়বে এবং সরকারকে দুর্বল করে ফেলবে। অন্যদিকে লেনিন চেতনাগত উপাদান, উচ্চস্তরের চেতনা এবং জনগণের সংগঠন অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে জোর দিয়ে বলেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে লেনিন গুরুত্ব দিয়ে বলেন: "অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভেতর থেকে জন্মলাভ করে একচেটিয়ারা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নির্মূল করে না বরং পাশাপাশিই থাকে এবং তার দ্বারা খুব তীব্র, নিবিড় বৈরিতা, সংঘর্ষ ও সংঘাত সৃষ্টি করে।" (১৭)

ফলে, নানা সংঘাতের কারণে সাম্রাজ্যবাদের যুগে যুগে রাজনৈতিক সংকট সম্ভব কারণ একচেটিয়ার আধিপত্য অনিবার্যভাবেই এই ধরনের সংঘাতে নিয়ে যায়, যেটা পাতি-বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াদের কিছু অংশকে প্রভাবিত করে। একচেটিয়াদের মধ্যে লড়াইও পুঁজিবাদী সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোকে ভেতর থেকে ক্ষয়িয়ে দেয়। একচেটিয়ারা পুরনো বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে পদ দলিত করে এবং পুঁজিবাদী দেশে বাকি জনসংখ্যার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। এটাই সাম্রাজ্যবাদী যুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থায়িত্বহীনতার উৎস। বাস্তবিকই, দেশ জুড়ে যেটা ঘটতে পারে সাম্রাজ্যবাদের তীব্র

১৭। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৮৪-৮৫

সংকট তেমনি একটা গভীর রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করছে এবং এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রমজীবী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ গণ-তান্ত্রিক দাবীগুলির সংগ্রাম বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণে পরিণত হ'তে পারে।

আজকে, যখনই একটা ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করার প্রচেষ্টা হবে, যখনই প্রতিক্রিয়ার এবং আগ্রাসনের কোন উন্মাদ নীতি অনুসরণ করা হবে তখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্বে এবং পুঁজিবাদ দুর্বল হ'য়ে পড়ায় একটা রাজনৈতিক সংকট এদেশে বা ওদেশে পুঁজিবাদের সৌধের ভিত্তিটাকে প্রকম্পিত করতে পারে।

পুঁজিবাদী দুনিয়াব সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন বিপ্লবকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন কিনা এ প্রশ্নটা ওঠে। উত্তরটা হ'ল—না। পেছনে ১৮৯৯ সালে লেনিন যখন শ্রমিকশ্রেণীর শান্তিপূর্ণ ও বল প্রয়োগ দ্বারা ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটিকে বিবেচনা করছিলেন তখন তিনি লেখেন : "শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতা গ্রহণ করাকেই পছন্দ করবে……এটা সম্ভব—এমনকি খুবই বিশ্বাস যোগ্য বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীকে শান্তিপূর্ণ সুবিধা দেবে না চূড়ান্ত মুহূর্তে তাদের সুবিধা রক্ষার্থে বল প্রয়োগের আশ্রয় নেবে। সেই ক্ষেত্রে প্রলেটারিয়েটের কাছে নিজের লক্ষ্য সাধনে বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। এই কারণেই "শ্রমিকশ্রেণীর "সমাজতন্ত্রের" কর্মসূচী পদ্ধতির ব্যাখ্যা না করে সাধারণভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কথা বলে কারণ যে ভবিষ্যতকে আমরা খুব সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পরি না তার ওপরই পদ্ধতি নির্বাচন নির্ভর করে।" (১৮)

শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতাদখলের শান্তিপূর্ণ ও বল প্রয়োগ সম্পর্কিত পদ্ধতি সম্বন্ধে এটাই লেনিনের মতামত এবং সমস্ত জীবনই তিনি এই মত পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন যে কেবলমাত্র

---

১৮। ভি, আই, লেনিন সং রচনাবলী, ৪ খণ্ড, পৃ ২৭৬

শ্রেণী সংগ্রামের পাঠশালায় সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীই শান্তিপূর্ণভাবে বা বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখল করতে পারে। যখন বুর্জোয়ারা চূড়ান্ত মুহূর্তে তাদের সুবিধা রক্ষার্থে বল প্রয়োগের সাহায্য নেয় তখনই সশস্ত্র ক্ষমতা দখল প্রয়োজন। প্রলেটারিয়েটরা শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা দখলই পছন্দ করে। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপরই ক্ষমতা গ্রহণের পদ্ধতি নির্ভর করে এবং আগে থেকেই সশস্ত্র পথকে অস্বীকার করার অর্থ বেপরোয়াগিরি এবং পুঁজিবাদীদের কাছে কলঙ্কজনক আত্মসমর্পণ।

শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলকে কাজে লাগানোর সুযোগ কয়েকটি দশকে সামান্যই পাওয়া গিয়েছিল। বুর্জোয়ারা শক্তিশালীই থেকে গিয়েছিল সর্বদাই তাদের স্বার্থকে রক্ষার জন্য সশস্ত্র শক্তি ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যখনই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ উপস্থিত হোতো লেনিন সেটা দেখিয়ে দিতেন যেমন তিনি ১৯১৭র সেপ্টেম্বরে তাঁর "আপোষের ওপর" শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে করেছিলেন। সোভিয়েটের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনার জুলাই মাসের পূর্ববর্তী দাবীর বিবেচনা করতে গিয়ে লেনিন লিখলেন: "এখন, কেবল এখনই, সম্ভবতঃ কয়েক দিনের মধ্যে, বা দু এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ একটা শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই ধরনের একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত এবং সংহত হ'তে পারে। সম্ভবতঃ এটা সমগ্র রুশ বিপ্লবেরই একটা শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করতে পারে আর শান্তির এবং সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দিকে বিশ্বজোড়া আন্দোলনে বিরাট পদক্ষেপে সাহায্য করতে পারে।" (১৯) তিনি আরও লেখেন যে "বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি" ইতিহাসে "বিরল" আর অত্যন্ত মূল্যবান।" (২০) "সম্ভবতঃ যে সামান্য কয়েকটা দিনে শান্তিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব ছিল

১৯। ভি, আই লেনিন, সং রচনাবলী, ২৫ খণ্ড, পৃ, ৩০৬

২০। ঐ পৃ, ৩০৬—০৭

তা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত।" (২১) বিপ্লবের এই অপস্রয়মান সুযোগ লেনিন সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করেন যার সম্পর্কে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কৌশলের পরিবর্তনের রূপরেখা ছকে ফেলেছিলেন। ঐ পরিস্থিতিতে বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা খুবই বিরল বিবেচনা করে লেনিন ঐ ধরনের সুযোগকে আরও বেশী মূল্য দিয়ে ছিলেন আর সেগুলোকে ঘনিষ্ঠভাবে এবং গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন।

১৯১৭ সালে শান্তিপূর্ণ সুযোগ সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা ছিল? তিনি লিখলেন: "তথ্যের দ্বারা তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত বিপ্লবের কোন একটি শিক্ষা যদি থেকে থাকে তবে সেটা হ'ল এই যে কেবল মেনশেভিক ও সোস্যালিষ্ট রেভোলুশানারীদের সঙ্গে বলশেভিকদের একটা মৈত্রী, কেবল মাত্র সোভিয়েটের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর রাশিয়াতে গৃহযুদ্ধকে অসম্ভব করে তুলবে কারণ এই ধরনের একটা মৈত্রীর বিরুদ্ধে, সোভিয়েট অফ ওয়ার্কার্স', সোলজারস এবং পেজেন্টস ডেপুটিদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের গৃহযুদ্ধ শুরু করা অচিন্তনীয়, এই ধরনের 'যুদ্ধ' এমন কি প্রথম লড়াই পর্যন্তও টি'কবে না......।" (২২) পরিণামতঃ, বিপ্লবী প্রক্রিয়ার শান্তিপূর্ণ বিকাশের প্রধান জিনিসটা হ'ল কমিউনিষ্ট থেকে পাতিবুর্জোয়া পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক উপাদানগুলির ঐক্য এবং পুঁজিকে একঘরে করা।

তারপরেও লেনিন জোর দিয়ে বলেন যে এই ধরনের সরকার জনগণের জন্যে শান্তি এবং কৃষকের জন্য জমি দেবে, যে ক্ষেত্রে "বিপ্লবের একটা শান্তিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব আর যদি সোভিয়েটের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হ'য় তবে সেটা বিশ্বাসযোগ্যও।" (২৩)

সোস্যালিষ্ট, মেনশেভিক ও বলশেভিকদের অধিকৃত আসন সহ এই সোভিয়েট একটা এক ধরনের পার্লিয়ামেন্ট হ'য়ে উঠবে।

---

২১। ঐ পৃ ৩১০

২২। ঐ ২৬ খণ্ড, পৃ ৩৬

২৩। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৬ খণ্ড, পৃ ৩৭

পার্টিগুলোর মধ্যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রাম সোভিয়েটের মধ্যে চলবে ঃ "যদি সোভিয়েটগুলোকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক করা হয় তাহ'লে সোভিয়েটের মধ্যে ক্ষমতার জন্যে পার্টিগুলোর লড়াই শান্তিপূর্ণভাবেই চলতে পারে।" (২৪) "পুরোপুরি গণতান্ত্রিক" বলতে লেনিন বোঝাতে চেয়েছেন যে গণতান্ত্রিক নীতিগুলিকে কোন ভাবেই খণ্ডিত করা চলবে না। যদি সোভিয়েটের মধ্যে ক্ষমতার জন্য পার্টিগুলির লড়াই শান্তিপূর্ণ থাকে তবে এটা সুস্পষ্ট যে লেনিন সোস্যালিষ্ট রেভোল্যুশনারী, মেনশেভিক ও বলশেভিকদের দ্বারা গড়া সোভিয়েটকে একটা পার্লামেন্ট ধরনের জিনিস মনে করেছেন—যেটা তখনও প্রলেতারিয় একনায়কত্বের যন্ত্র হ'য়ে ওঠেনি। ওগুলো শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের একনায়কত্বের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আকারের দিক থেকে, পার্টিগুলির মধ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসাবে ওগুলো একটা ধরনের পার্লিয়ামেন্ট হ'য়ে থাকবে।

বুর্জোয়াদের কথা বলতে গেলে, পরে রাশিয়ায় তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হ'য়েছিল। সে সময় লেনিন লিখেছিলেন ঃ "তবে ইয়োরোপের আসন্ন বিপ্লবের সব কটাতেই বা বেশীর ভাগেই বুর্জোয়াদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার গ্যারান্টি আগে থেকে দেওয়াটা ভুল হবে।" (২৫) কিন্তু যদি বুর্জোয়াদের ভোটাধিকার সেখানে থেকেই যায়, ফলতঃ বুর্জোয়ারা তাদের প্রতিনিধিকে যে নির্বাচনযোগ্য সংস্থায় পাঠাবে সেটাও থেকে যাবে। লেনিন বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পথকে অস্বীকার করেছেন বলে যাঁরা চীৎকার করেন তাঁদের এ বিষয়টা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখলের শান্তিপূর্ণ উপায়ের প্রকৃতিকে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে সি, পি, এস, ইউ এবং বিশ্ব কমিউনিষ্ট

---

২৪। ঐ

২৫। ঐ ২৮ খণ্ড, পৃ ২৫৬

আন্দোলন লেনিনের এই চমৎকার প্রত্যয় থেকেই অগ্রসর হয়েছে।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের এবং প্রতিষ্ঠার পর পুঁজিবাদ দুর্বল হয়ে পড়ার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা সর্বপ্রথম শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা দখলের উন্মুক্ত সম্ভাবনাটি যুক্ত। অতীতে যেমন তারা, সুবিধা রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতো তেমনি একই ধরনের ব্যাপক সুবিধা আজকে পুঁজিবাদের নেই। দ্বিতীয়তঃ, পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত সাফল্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর চারপাশে সমস্ত গণ-তান্ত্রিক উপাদানকে সমবেত করার সঙ্গেই নতুন অবস্থাটি জড়িত। পুঁজিবাদী দেশের কমিউনিষ্টপার্টিগুলি একটা যুক্ত মোর্চা গঠনের জন্য, বুর্জোয়াদের থেকে পাতি-বুর্জোয়া অংশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এবং একচেটিয়া-বিরোধী প্রবাহকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে। যখনই শান্তি ও সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার সুযোগ উপস্থিত হয় তখনই তারা পার্লামেণ্টারী ধরনের সংগ্রামকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। লেনিন এই পথই দেখিয়ে ছিলেন। নানা কারণে যেটা সীমাবদ্ধ, এমনকি সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বলেও যিনি গভীর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত করতে পারতেন সেই লেনিন নাকি শ্রমিকশ্রেণীর শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা দখলের বিরোধিতা করেছিলেন বলে যারা সোচ্চার দাবী করে থাকেন মার্কসবাদের সেই সব নানা বিকৃতকারী ও সত্যের অপলাপকারীদের উচিত লেনিনের অমর রচনাবলী পড়ে দেখা। এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই যে বিপ্লবী পরিস্থিতি সম্বন্ধে লেনিনের উল্লেখযোগ্য থিসিসটি, প্রারম্ভে একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনার মতবাদটির সঙ্গে জড়িত। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে বিপ্লবী পরিস্থিতির সমস্যা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক বা একাধিক দেশে প্রথমে জয়লাভ করার তত্ত্ব দুটির ওপর লেনিন একই সঙ্গে কাজ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই, বিপ্লবী পরিস্থিতি এবং দেশব্যাপী সংকট একই সঙ্গে এবং সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে একবারেই উত্থিত হ'তে পারে না।

এটাই দুটি সমস্যার মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ সম্পর্ক।

১৯১৮ সালের জানুয়ারীতে লেনিন লিখলেন: "বেশ কয়েক দশক ধরে শ্রমিক আন্দোলন এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে সমাজতন্ত্রের মহান প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলস স্পষ্ট ভাবেই দেখিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য দীর্ঘ প্রসব যন্ত্রণা, বহুদিন স্থায়ী প্রলেতারিয়একনায়কত্ব, অতীতের আওতাভুক্ত সমস্ত কিছুর ভাঙ্গন, সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সহযোগিতার দরকার হবে, জয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য যাদের প্রচেষ্টাকে যুক্ত করতে হবে এবং তাঁরা বলেছিলেন যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ফরাসীরা এটা শুরু করবে, আর জার্মানরা এটাকে শেষ করবে।—ফরাসীরা শুরু করবে এই কারণে যে কয়েক দশকের বিপ্লবের গতিপথে সে বিপ্লবী সংগ্রামে নির্ভীক উদ্যোগ আয়ত্ত করেছে যেটা তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতায় পরিণত করেছে।" (২৬) লেনিন তারপরেও দেখিয়েছেন যে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদ অন্য ভাবে বিন্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২০শ শতাব্দীর গোড়ায় পরিস্থিতির বদল হয়েছিল। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে চূড়ান্ত বানিয়ে নেওয়ার এবং তাকে পেকে ওঠা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টার বিরোধিতা ক'রে লেনিন জোর দিয়ে বলেন যে অন্য যেসব দেশ অপর দেশকে শোষণ করেনি এবং যার বুর্জোয়ারা "নিজেদের" শ্রমিকশ্রেণীকে ঘুস দেওয়ার ব্যাপক সুযোগ পায়নি সেই সব দেশে বিপ্লব শুরু করা সহজ।

"উত্তরণ পর্বের অর্থনীতি"তে বুখারিন যখন লেখেন যে পুঁজি-বাদে ধস্ নেমেছিল সেই সবদেশে যেখানে প্রযুক্তি-অর্থনৈতিক অর্থে দুর্বলতম ছিল তখন তিনি লেনিনের এই ধারণাটিকে বিকৃত করেছিলেন। এই মতামতের সমালোচনা ক'রে লেনিন লিখেছিলেন: "ওটা ভুল: এটা শুরু হবে মাঝারি গোছের দুর্বল থেকে। কিছু মাত্রার পুঁজিবাদ ছাড়া আমরা এসব দেশে কিছু করতে পারবো

২৬। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৬ খণ্ড

না।" (২৭) বুখারিন জোর দিয়ে বলেন যে বিপ্লব বিশ্ব রাজনীতির নিম্নতম ব্যবস্থার মধ্যে শুরু হওয়ার দিকেই ঝোঁকে আর এদেশ বা সে দেশের পুঁজিবাদী সম্পর্কে পরিপক্ক হওয়ার মাত্রার সঙ্গে বিপ্লব পুষ্ট হ'য়ে ওঠে বিপরীত অনুপাতে। লেনিন এই ধারণাটিকেও সমালোচনা করেন এবং আরও বলেন ঃ "তাতে ঝুঁকি আছে ঃ বরং বলা উচিত 'উচ্চমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে নয়—এবং সরাসরি আনুপাতিক নয়'। (২৮) তাই, যেখানে পুঁজিবাদী সম্পর্কের মাত্রা উচ্চ বিকশিত সেখানেই যে কেবল বিপ্লব শুরু হ'তে পারে এই অধিবিদ্যক দৃঢ়োক্তিকে লেনিন সমালোচনা করেন। কিন্তু, দুর্বলতম দেশেই যে শুরু করতে হবে এই দৃঢ়োক্তিরও তিনি সমভাবেই সমালোচনা করেন। শ্রমিক-শ্রেণীর ওপরের অংশকে যেখানে সাম্রাজ্যবাদীরা ঘুস দিতে পারে সেখানে বিপ্লব শুরু করার কাঠিন্যের ওপর জোর দেন।

যেহেতু পৃথক পৃথক দেশ অসমভাবে বিকশিত হয় সেহেতু রাজনৈতিক সংকট একই সঙ্গে পরিপক্ক হয় না—বরং শক্তি, গভীরতা ও সময়ের পার্থক্য থাকে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক বা একাধিক দেশে জয়ের সম্ভাবনা এবং একই সঙ্গে সব দেশে এর জয়ের অসম্ভাব্যতার তত্ত্বের ওপর তিনি যখন সূত্রায়িত করছিলেন ওটাই ছিল তাঁর শুরু করার জায়গা। সমগ্রতঃ সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাকাল বলার এই নিয়ম কতক-গুলো পুঁজিবাদী দেশ সম্পর্কে খাটে না একথা বলা ভুল হবে। লেনিনের প্রথম একদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের অর্থ মোটেই এই নয় যে অন্য দেশগুলোর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে বীমা করা আছে বা তারা প্রতিষেধকপ্রাপ্ত। তা না হ'লে গোটা ব্যবস্থা নয় শুধু দুর্বলতম সংযোগটিই মাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উপকণ্ঠে উপস্থিত বলতে হয়। এমনকি আজকেও যারা 'দুর্বলতম সংযোগের কথা' বিবেচনা করছেন তাদের কেউ কেউ লেনিনের বিপ্লবী

২৭। লেনিন মিসলেনী-১১, মস্কো লেনিনগ্রাদ, পৃ ৩১৭ (রুশ)
২৮। ঐ, পৃ ৩১৮

পরিস্থিতির মতবাদ ভুলে যান। তাঁরা মনে করেন যে যদি 'দুর্বলতম সংযোগ'টাকে চিনে নেওয়া যায়, তাহ'লে একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় এক ধরনের স্থায়ী বিপ্লবী পরিস্থিতিকে আবিষ্কার করা গেল। একবার স্থায়ী বিপ্লবী পরিস্থিতিওয়ালা এলাকা ধরে নিতে পারলে অবশ্যই আর কি করে বিপ্লবী পরিস্থিতি উদ্ভূত হ'লো সে প্রশ্নের বিবেচনাব দরকার নেই কারণ সবটাই শেষ পর্যন্ত দৃঢ় সংকল্প আর ইচ্ছায় গিয়ে দাঁড়াবে। 'দুর্বল সংযোগ'ওয়ালা দেশগুলির নিয়তির দিক থেকে এবং নিরন্তর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কপাল নিয়েই এসেছে, এটা অবশ্যই ভুল। লেনিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব তাঁর সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত মতবাদ থেকে যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই আসে। পুঁজিবাদের অসম বিকাশের কারণে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তগুলিও অসমভাবে তৈরী হয়, যার ফলে সমস্ত সংযোগগুলোতে বিপ্লবী পরিস্থিতি স্বতঃই সৃষ্ট হয় না, সমস্ত শর্তের উন্মুক্ত সুযোগগুলিও শ্রমিকশ্রেণীর স গ্রামে কার্যকরী ভাবে ব্যবহারের জন্য সর্বদা উপস্থিত থাকে না।

এখানে লক্ষ্য করা দরকার বিপ্লবের বুনিয়াদী নিয়ম সম্পর্কে তাঁর চমৎকার সূত্রটিকে কমিউনিজমের ভেতরে বামপন্থী শিশু ব্যাধির বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট রচনাটির মধ্যে লেনিন দিয়েছিলেন। এই ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা বিপ্লবী পরিস্থিতি সম্বন্ধে এবং এ দেশে বা সে দেশে বিপ্লবের প্রয়ো-জনীয় শর্তের পরিপক্ক হ'য়ে ওঠার বিষয়ে কিছু শুনতেই চায় না।

হঠকারিতা, প্রাসাদ বিপ্লব এবং স্বেচ্ছাবাদের অন্ধতাব বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে লেনিন তাদের বিপ্লবের বুনিয়াদী নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন।

দক্ষিণপন্থী সুযোগসন্ধানীসহ অন্যান্য যারা জনগণের বৈপ্লবিক কার্যকলাপকে এবং জনগণের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের যে সুবিধা বিষয়গত বাস্তবতা দিয়ে থাকে তার গুরুত্বের ঘটনাটিকে অবহেলা করে লেনিনের বিপ্লবের মূল নীতি তাদের সকলের বিরুদ্ধে আঘাত হানে। বিপ্লবের মূল নীতি সংক্রান্ত লেনিন-সূত্রটি সামাজিক বিকাশের ঘটনাব গবেষণায়

বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার পদ্ধতি প্রয়োগের একটি মডেল। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল যার ভিত্তিতে লেনিন সূত্রায়িত করেছিলেন তার পদ্ধতিগত ভিত্তি এই নিয়মের আবিষ্কার থেকে থেকে দেখা যায়। সারা জীবন ধরে তিনি যে সাধারণ সমস্যার মোকাবিলা করছিলেন যাকে তিনি বলতেন রাজনীতি আর অর্থনীতির মধ্যেকার সমস্যা এটা তার মধ্যে লেনিনের উল্লেখযোগ্য সমাধান। লেনিন সর্বদাই অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের আলোকে সমাজ বিকাশের প্রশ্নগুলিকে বিবেচনা করতেন কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর এবং ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে তাদের প্রচণ্ডভাবে জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে রাজনীতির একটা তাৎক্ষণিক সম্বন্ধ রয়েছে।

তাই এটা সুস্পষ্ট যে বিপ্লবী পরিস্থিতি গড়ে ওঠা সম্পর্কে লেনিনের বিশ্লেষণ তাঁর শুরুতে একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনার মতবাদ যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।

সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে একই সঙ্গে দেশজুড়ে সংকট সৃষ্টি হ'তে পারে না আর সমস্ত পুঁজিবাদী বিশ্বে যুগপৎ বিপ্লবী পরিস্থিতিও পরিপক্ক হ'য়ে উঠতেও পারে না। গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে লেনিন এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাত্ত্বিক প্রমাণ দিয়েছিলেন কারণ তিনি প্রমাণ দিয়েছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলি অত্যন্ত অসম বিকাশের বিশেষত্ব লাভ করে যার ফলে কোন এক বা একাধিক দেশে সমাজতন্ত্র জয়লাভ করতে পারে।

১৯১৬-র সেপ্টেম্বরে লেনিন লিখলেন ঃ "পুঁজিবাদের বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অত্যন্ত অসমভাবে চলে। পণ্য উৎপাদনের আওতায় এ থেকে অন্য কিছু হ'তে পারে না। এ থেকে অখণ্ডনীয় যুক্তি এটাই আসে যে সমাজতন্ত্র যুগপৎ সব দেশে জয়লাভ করতে পারে না। এটা প্রথম এক বা একাধিক দেশে জয়লাভ করবে আর অন্যগুলি কিছুকালের জন্য হয় বুর্জোয়া বা বুর্জোয়াপূর্ব অবস্থায় থাকবে।" (২৯) আগে ১৯১৫-র আগষ্টে লেনিন এই ধারণাটিকে

২৯। ভি, আই, লেনিন সং রচনাবলী, ২৩ খণ্ড, পৃ ৭৯

এই ভাবে সূত্রায়িত করেছিলেন ঃ "অর্থনীতির ও রাজনীতির অসম বিকাশ পুঁজিবাদের একটা সার্বিক নিয়ম। তাই, সমাজতন্ত্রের বিজয় প্রথমে কয়েকটি দেশে বা একটি মাত্র দেশেই সম্ভব।" (৩০) লেনিনের এই চমৎকার ধারণাটি সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং সামাজিক চিন্তা ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে বিরাট প্রেরণা দিয়েছিল।

## বিপ্লবী পরিবর্তনের সময়

এই তত্ত্ব অনুসারে সমাজ বিকাশের গতিপথ এক বা একাধিক দেশে চরম সঙ্কটের মধ্যে নিয়ে যাবে যার ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হবে। বাকি দুনিয়া কিছুদিনের জন্য বুর্জোয়া বা বুর্জোয়াপূর্ব অবস্থায় থেকে যাবে। পরিণামে, এটা পৃথিবীকে দুটি ব্যবস্থায় ভাগ করে দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্বকে উন্মুক্ত করে দেবে। ভূমণ্ডলে এটা হবে সমাজতন্ত্রী, পুঁজিবাদী এবং প্রাক-পুঁজিবাদী দেশের যুগপৎ অবস্থান। এই পর্ব বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ ও গভীরতা আনার পর্ব। এই পর্বে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সংকটের ঘটনাগুলি বাড়বে এবং তীব্র হবে, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধির নিয়ম নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া একটা নতুন স্তরে প্রবেশ করবে এবং সমাজতান্ত্রিক ধারায় সমাজের বুনিয়াদী পরিবর্তনের সংগ্রাম নিবিড় হবে কারণ শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ দেখবে "কেমন করে এটা হয়"।

প্রাক্ পুঁজিবাদী দেশে, সাম্রাজাবাদের আবির্ভাবে বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় একটা নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আসবে যার নাম, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। ১৯১৩ সালে লেনিন লিখেছিলেন ঃ "বিশ্ব পুঁজিবাদ এবং রাশিয়ার ১৯০৫ সালের আন্দোলন এশিয়াকে জাগিয়ে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য তিমিরাচ্ছন্নরা মধ্যযুগীয়

৩০। গ্রেপ্র ২১ খণ্ড, ৩৪২

নিশ্চলতা থেকে নতুন জীবনে জেগে উঠেছে আর প্রাথমিক মানবিক অধিকার এবং গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের জন্য উত্থিত হ'চ্ছে।

"অগ্রগামী দেশের শ্রমিকরা সাগ্রহে এবং সোৎসাহে বিশ্বের সকল অংশে নানা রূপের এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দেখছে। ইয়োরোপের বুর্জোয়ারা শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিতে ভীত হ'য়ে প্রতিক্রিয়া, জঙ্গীবাদ, ধর্মীয় মতবাদ ও দুর্বোধ্য মতবাদের আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু নিজেদের শক্তিতে আস্থা রেখে এবং জনগণের ওপর স্থায়ী ভরসা রেখে ইয়োরোপীয় দেশের প্রলেটারিয়েটরা এবং এশিয়ার নবীন গণতন্ত্রগুলি এই ক্ষয়িষ্ণু এবং পচনশীল বুর্জোয়াদের স্থান গ্রহণ করতে এগিয়ে চলেছে।

"এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যেটা শুরু হ'য়েছিল, এশিয়ার সেই জাগরণ এবং ক্ষমতার জন্য ইয়োরোপের অগ্রগামী প্রলেটারিয়েটদের সংগ্রামের সূত্রপাত সেটা বিশ্ব ইতিহাসের নতুন পর্যায়ের প্রতীক" মার্কসের যুগের পর বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তনের এটা একটা চমৎকার বিশ্লেষণ।

যেমন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পোলিশ সোস্যাল ডেমোক্রাটরা করছিলেন, ইয়োরোপ ও উপনিবেশগুলির বৈপরীত্য প্রদর্শনের যে কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লেনিন তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি লিখলেন: "ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে এশিয়া বা আফ্রিকায় হানা কোন আঘাতের সমান শক্তিতে আয়ারল্যাণ্ডে হানা আঘাত রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ।" (৩১) "প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি, সমাজতন্ত্রী প্রলেটারিয়েটদের দৃশ্যপটে নিজের আবির্ভাবের জন্য যেটা সাহায্য করে" (৩২) উপনিবেশগুলিতে এই সমস্ত সংগ্রাম শক্তি হিসাবে তাদের গুরুত্ব দেখিয়ে দিচ্ছে। লেনিনের মৌলিক ধারণাটি ১৯১৬তে প্রকাশিত হল: "সমাজ-

---

৩১। ভি, আই, লেনিন, সংগ্রচনাবলী, ২২ খণ্ড পৃ ৩৫৭
৩২। ঐ

তান্ত্রিক বিপ্লব কেবল একটা যুগ হিসাবেই আসতে পারে, যেটা অগ্রসর দেশগুলিতে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেটারিয়েটদের গৃহযুদ্ধের সঙ্গে অসুন্নত, অনগ্রসর এবং নিপীড়িত জাতিগুলির দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সহ বহু সংখ্যক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী আন্দোলন যুক্ত হ'য়ে গড়ে উঠবে।" (৩৩) এটা নিরাপদেই বলা যায় যে লেনিন প্রথমে এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গোটা যুগ ধরে চলবে এবং কোন অর্থেই ক্ষণস্থায়ী বা ইতিহাসের তাৎক্ষণিক ব্যাপার নয়। দ্বিতীয়তঃ, লেনিন বিশ্বব্যাপী সমবায়ী বিপ্লবী প্রক্রিয়ার ধারণা সূত্রায়িত করেছেন যার মধ্যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম থাকবে আর অধিকন্তু থাকবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সহ বহু সংখ্যক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী আন্দোলন।

তিনি বলেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের এবং জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রবণতার বিকাশকে থামিয়ে দেয় না। বিপরীত পক্ষে, এটা তাদের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ট্রাষ্টগুলির অগণতান্ত্রিক প্রবণতার মধ্যে দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে দেয়।" (৩৪) এটা একচেটিয়াদের দ্বারা সংঘটিত পুঁজিবাদী সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের বিকৃতিকেই দেখিয়ে দেয়। একচেটিয়াদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে লেনিন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ঃ "তারা কেবল অর্থ-নৈতিক উপায়ের দ্বারাই প্রতিদ্বন্দ্বীদের উৎখাত করার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে না, অধিকন্তু রাজনৈতিক পদ্ধতি এমনকি অপরাধ-মূলক পদ্ধতিও ব্যবহার করে থাকে।" (৩৫) কথাগুলো ১৯১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রীয় একচেটিয়াদের সম্বন্ধে লেখা হ'য়েছিল কিন্তু আজ ৫০ বছর পরেও এটা আরও বেশী প্রাসঙ্গিক। প্রত্যেকটি জায়গায় অগণতান্ত্রিক প্রবণতা চালিয়ে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক প্রবণতার

---

৩৩। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৩ খণ্ড, পৃ ৬০
৩৪। ঐ, পৃ ৫১
৩৫। ঐ পৃ ৪৪

সঙ্গে বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়ে একচেটিয়ারা সাম্রাজ্যবাদী দেশের রাজনৈতিক জীবনকে বিকৃত করেছে। লেনিনের এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন পুঁজিবাদী দেশের জনসংখ্যার বিরাট অংশকে একচেটিয়া বিরোধী একটি প্রবাহের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার কর্তব্য উপস্থিত করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যেব কালে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কি ঘটেছিল তার প্রশ্নে এবং বিশেষ করে ঐ পর্বের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সারমর্মের প্রশ্নটি নিয়ে লেনিন ঘনিষ্ঠভাবে গবেষণা চালান। মনে করে দেখুন যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিকশিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে তত্ত্বটিকে সূত্রায়িত করার জন্য লেনিন রাশিয়ার ১৯০৫ সালের বিপ্লবের উদাহরণ নিয়েছিলেন। এই সমস্যার ওপর লেনিনবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল দুটি চিন্তাধারা, দুটোই দ্বান্দ্বিকতা ও বস্তুবাদকে অবহেলা করেছিল।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দক্ষিণপন্থী নেতারা যেহেতু অধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছিল সেই জন্যেই তারা সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংযোগটি দেখতে পায় নি কারণ তারা একই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দুটি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য দর্শানোর ওপারে আর যায় নি এবং ঐ দুটোকে ভিন্ন "বিভাগের" তালিকায় এবং ভিন্ন যুগের বলে আলাদা করে রেখেছিল। ওরা মনে করতো যে ১৮শ-১৯শ শতাব্দীতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর যে ভূমিকা ছিল ২০শ শতাব্দীতেও তাই থাকবে। রাজনীতির ভাষায় একে অনুবাদ করলে এই সামাজিক অধিবিদ্যার মানে দাঁড়ায় এই যে শ্রমিকশ্রেণীকে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের লেজ ধরে চলতে হবে। এই ধরনের দৃষ্টিকোণ থাকলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব কোন দিনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবে না।

ওদের বিপরীতে লেনিন সঙ্গতিপূর্ণতার সাথে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ নিয়েছিলেন এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে বিকাশের

মধ্যে দেখেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে: "গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আমরা তক্ষুণি এবং ঠিকমত বলতে গেলে আমাদের শক্তির ওজন অনুযায়ী, শ্রেণী সচেতন এবং সংগঠিত প্রলেটারিয়েটের শক্তি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে চলতে শুরু করবো। আমরা বিরতিহীন বিপ্লবের পক্ষে। মাঝপথে আমরা থামছি না।" (৩৬)

অন্যদিকে, 'পাতিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ' বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পেলো না। লেনিন লিখলেন: "ট্রটস্কির প্রধান ভুল এই যে সে বিপ্লবের বুর্জোয়া চরিত্রকে অগ্রাহ্য করে এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা নেই।" (৩৭) এটা বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে বিকৃত করা এবং তার উপাদানগুলিকে গুলিয়ে ফেলে। এইসব তত্ত্বে, কার্যতঃ, বিপ্লবের কোন বিকাশ নেই।

ট্রটস্কির আওয়াজ,—"জার নয়, শ্রমিকের সরকার" কৃষককে অগ্রাহ্য করেছিল এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিকশিত হ'য়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনার প্রশ্নটিকে বিকৃত করেছিল। বামপন্থী আওয়াজ, অবশ্যই, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতিপথকে উল্টে দিতে পারে না। বাস্তবে, এই ধরনের আওয়াজ নিছক বিপ্লবী শ্রেণীর পরাজয়ের দিকে নিয়ে যায়, যাদের হটকারিতার মূল্য দিতে হয় কারণ আওয়াজের সারমর্ম থেকে যেটা অনেক তফাতে আছে সেই সত্যিকারের অবস্থাকে এই আওয়াজগুলো আবৃত করে ফেলে। ১৯০৫ সালে শ্রমিকশ্রেণী সরাসরি তার একনায়কত্ব কায়েম করতে পারে নি, যার ফলে ট্রটস্কির আওয়াজ কার্যতঃ পাতিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়া কাণ্ড কারখানার পর্দা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

---

৩৬। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ ২৩৬-৩৭
৩৭। ঐ ১৫ খণ্ড, পৃ ২৭১

সমস্ত সুযোগসন্ধানীরাই কৃষক ও শ্রমিকের মৈত্রী, যে মৈত্রী পৃথিবীর পরিবর্তনে বিরাট শক্তিকে তৈরী করতে পারে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করে। বিপ্লবী প্রক্রিয়ার স্তরকে প্রকাশ করা, গণতান্ত্রিক কর্তব্য থেকে সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যে উত্তরণ এবং সমাজতন্ত্রের পূর্ণতা দানের তিনটি আওয়াজকে সূত্রায়িত করেন লেনিন ও বলশেভিক পার্টি। সাম্রাজ্যবাদের যুগে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভূমিকার প্রশ্নে লেনিনের জবাবের গুরুত্ব যখন কেউ বিবেচনা করবে তখন সে বুঝবে যে এটা সামাজিক চিন্তার একটা বিরাট সাফল্য।

আমাদের কালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিপ্লবী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পাতিবুর্জোয়া মতামতের বিরুদ্ধে লড়তে হ'চ্ছে। মার্কসবাদ যে গুলোকে পরাজিত করেছিল সেই পাতিবুর্জোয়া মতামতের চরিত্র কি?

প্রথমতঃ, তারা সবাই কেবল বিপ্লবের রাজনৈতিক দিকের ওপর জোর দিয়েছিল এবং এটাকে প্রধানতঃ রাজনৈতিক বিপ্লব হিসাবে দেখেছিল। এটা বোঝা যায় কারণ রাজনৈতিক ভাব সৌধের পরিবর্তনের মধ্যেই যেটা নিবদ্ধ সেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণারই মোকাবিলা করছিল এবং সেই কারণেই, লেনিন যেমন বলেছিলেন, ওটাকে প্রধানতঃ ধ্বংসাত্মক বলেই বিশেষতা প্রদান করেছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে সৃজনশীল উপাদানকে এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে এর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যকে খাটো করে দেখাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্বন্ধে সমস্ত পাতিবুর্জোয়া মতামতের পুনরুজ্জীবনের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়তঃ, তারা সবাই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে অস্পষ্ট করে দেবার চেষ্টা করে। কৃষকের ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে আর বিপ্লব অবশ্যই গ্রামে শুরু হবে, আর তারপর শহরে ছড়াবে এই কথার ওপর জোর দিয়ে রাশিয়ার নারোদনিক সহ সমস্ত পাতিবুর্জোয়া বিপ্লবীরাই জনগণকে তিনটি উপাদানে গঠিত একটি শ্রেণী বলাটা পছন্দ করে। প্রলেটারিয়েটের ভূমিকাকে যারা অস্বীকার

করতো সেই রুশী নারোদনিক সমাজতান্ত্রিক বামপন্থী প্রবক্তারা এও বলেছিল যে গোটা পশ্চিম ইয়োরোপীয় শ্রমিকশ্রেণী তাদের বিপ্লবী চরিত্র হারিয়েছিল এবং এই ভাবে "শ্লাভোফিলদের" জাতীয়তা-বাদী ধারণা "নষ্ট পশ্চিমের" প্রতিধ্বনি ক'রে তাদের 'ভদ্রলোক' আখ্যা দিয়েছিল।

তৃতীয়তঃ, বিপ্লবকে তারা একটা ইচ্ছা প্রসূত কর্মকাণ্ড বলে উপস্থিত করেছিল আর তাদের অধিকার বিষয়ে নানা ধরনের আদর্শ এবং বিশ্বাসের জন্য জনগণের জাগরণকে ভাববাদী ধরনে ব্যাখ্যা করেছিল। পরবর্তীকালে বিপ্লবের পাতিবুর্জোয়া ধ্যান ধারণার পুনরুজ্জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টাই স্বেচ্ছাবাদ এবং বাইরে থেকে 'খোঁচা' মারার আহ্বান জানানোর তত্ত্বের দ্বারা চিহ্নিত হ'য়েছিল।

চতুর্থতঃ, বিপ্লবের পাতিবুর্জোয়া তত্ত্ব বিপ্লবের নিয়ম নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার বিকাশ বলে কিছুই বলেনি। প্রয়োজনীয় স্তরগুলোকে ডিঙ্গিয়ে যাবার জন্যে তাড়াহুড়ো করার উৎসাহ আর স্তর সম্বলিত ঐতিহাসিক বিকাশের ধারণাকে, বিপ্লবের গতিকে শ্লথ করার কাপুরুষোচিত প্রচেষ্টা এই আখ্যা দেওয়াই ছিল এগুলোর বৈশিষ্ট্য। জার্মানীতে পুঁজিবাদের বিকাশ প্রগতি এবং বিপ্লবের পথ রচনা করছিল এই ধারণা পোষণ করার জন্য বাকুনিন মার্কস ও মার্কস-বাদীদের ওপর আক্রমণ করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেই পুরোদস্তুর কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কল্পনাবাদী কমিউনিষ্ট ধারণাগুলিকে প্রায়ই পাতিবুর্জোয়া বিপ্লবীরা পুনরুজ্জীবিত করতো। বহু পাতিবুর্জোয়া বিপ্লবীরা এটা বুঝতো না যে নতুন সমাজের বিকাশে সমাজতন্ত্র একটা বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ স্তর।

পঞ্চমতঃ, একটা বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া হিসাবে বিপ্লবের ধারণা সম্বন্ধে পাতিবুর্জোয়া বিপ্লবীদের অত্যন্ত ঝাপসা ধারণা ছিল। বাকুনিন সহ অনেক পাতিবুর্জোয়া বিপ্লবীদের সোচ্চারে প্রচারিত আন্তর্জাতিকতা সত্ত্বেও এই মতগুলি জাতীয় সীমাবদ্ধতায় বাঁধা ছিল।

বাকুনিন এবং অন্যান্য পাতিবুর্জোয়া বিপ্লবীরা বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে শ্রেণীভুক্ত করতো। বাকুনিন মার্কস ও মার্কসবাদীদের এই ভাবে সমালোচনা করেছেন: "সর্বভুক সর্বজনীন জার্মান হওয়ায়, তাদের উচিত কৃষক বিপ্লবকে বাতিল করা কারণ এই বিপ্লব নির্দিষ্টভাবে শ্লাভ জাতীয়।" (৩৮)

ষষ্ঠতঃ, মার্কস সজোরে বলেন যে বাকুনিনের কাছে আসল ব্যাপারটা হ'লো গোটা ইয়োরোপকে সমান করে ফেলা, যথা, রাস্তার স্থানীয় ফেরিওয়ালার, পর্যায়ে। "তিনি চান পুঁজিবাদী উৎপাদনের অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর ইয়োরোপীয় সামাজিক বিপ্লব রুশী বা শ্লাভ, কৃষিজীবী বা পশুচারকদের স্তরে ঘটুক আর আর তা যেন ছাড়িয়ে না যায়।" (৩৯) তাই, সংশ্লিষ্ট লোকেদের নিম্নতম মান অনুযায়ী সমান করে বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হবে মূলতঃ সমতল ভুক্ত করা।

আজকের দিনে নিম্নতম স্তর অনুযায়ী সমতলভুক্ত এই জন্যেই করা যাবে না যে তাহ'লে বিশ্ব পুঁজিবাদ অতিসহজেই নতুন সমাজের অঞ্চলকে ধ্বংস করে ফেলতে পারবে। অর্থনৈতিক বিকাশে সাফল্য, সুরক্ষার সামর্থ্যের সংহতি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশে ভারী শিল্পের বিকাশ সমস্তই বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার পক্ষে লাভজনক এবং সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে লোকসান। এই সাদামাটা সত্য কথাটিকে যারা বুঝতে পারেন না তারা সমাজ বিকাশের বুনিয়াদী বিবৃতিটিকে পরিত্যাগ করেছে।

তাই, বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার এবং বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান বাহিনীর সম্বন্ধে দুটি প্রশ্ন—উপযুক্ত মাত্রায় বিকশিত উৎপাদন শক্তি সহ দেশগুলির এবং ফলতঃ শ্রমিকশ্রেণীর আর যেসব দেশের উৎপাদন শক্তি নিম্নস্তরে ছিল, সেখানকার জনসংখ্যা, প্রধানতঃ কৃষক

---

৩৮। কার্ল মার্কস - ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, ওয়েকে', ডিয়েটজ ভারলাগ, বার্লিন ১৯৬৯, ১৮ খণ্ড, পৃ ৬২৮

৩৯। ঐ পৃ ৬৩৩

জাতীয় লোকের—যারা চরম অভাবে ছিল এবং অসন্তুষ্ট ছিল—তাদের মধ্যে কারা প্রধান—এইসব প্রশ্ন মার্কস তাঁর জীবদ্দশাতেই বিবেচনা করেছিলেন। রাশিয়ার বিপ্লবী নারোদনিকরা বিশ্ব বিপ্লবের দ্বিতীয় ধারার গুরুত্বের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল কিন্তু একটি বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে দুটি স্রোতের প্রকৃত সংযোগটিকে দেখতে ব্যর্থ হ'য়েছিল। এঙ্গেলস জোর দিয়ে বলেছিলেন যে শিল্প সমৃদ্ধ দেশের প্রলেতারিয় একনায়কত্বের উপস্থিতিতে যে সব রাষ্ট্রের জনসংখ্যা প্রধানতঃ কৃষক জাতীয় তারাও সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে পারে। এই সমস্যার ওপরেই লেনিন পরবর্তীকালে কাজ করেছিলেন।

তিনি দেখান যে মার্কসের জীবিতকালের পরে পরিস্থিতি বদলে গেছে এবং আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের একটা পৃথক জোট রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু লেনিন বিশ্বাস করতেন না যে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম পেছনে হটে যাচ্ছে অথবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে হবে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা স্তরে রয়েছে—যেখানে বুর্জোয়াগণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সংগ্রামই সম্মুখে রয়েছে এমন সব দেশে এটা রয়েছে প্রারম্ভিক পর্বে।

আজকের দিনে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে একটা সঠিক মতামত লেনিনের প্রলেটারিয়েটের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যের সম্বন্ধে মতবাদের ওপরে নির্ভরশীল। লেনিন সাম্রাজ্যবাদীদের অস্তিত্বের পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ঐ বিপ্লবে প্রলেটারিয়েটের প্রভাব বিস্তার, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ গড়ে তোলেন এবং মার্কসের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়ার তত্ত্বটিকে আরও বিকশিত করেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং পরে নতুন সমাজের নির্মাণে যেটা প্রচণ্ড শক্তি জুগিয়ে দিয়েছে সেই শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর বিকাশ সম্বন্ধে গভীর

এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সূত্রায়িত লেনিনের মতবাদের বিরাট গুরুত্ব আছে। লেনিন নতুন অবস্থায় জাতীয় ঔপনিবেশিক সমস্যাকে নতুন অবস্থায় সূত্রায়িত করেছিলেন আর মূলতঃ যেটা কৃষক সমস্যা তাকে অগ্রসর দেশের প্রলেটারিয়েটদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়ে জাতির মুক্তি আন্দোলনকে বিকশিত করার পথ বাতলে দিয়েছিলেন। আজকেও বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের রণনীতি এবং রণকৌশল লেনিনের বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেটাকে মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টিগুলি নতুন অভিজ্ঞতা দিয়ে সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেছেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## বিপ্লব, যুদ্ধ ও শান্তি

সারা পৃথিবী জুড়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছড়িয়ে দেবার পথ হ'ল যুদ্ধ এ কথাটার ওপরে যদি কমিউনিষ্টরা জোর দেয় সেটা মার্কসবাদের বিকৃতকারীদের কাছে খুবই পছন্দসই হবে। বাস্তবিকই, ওদের দাবী হ'ল এই যে মার্কসবাদ নাকি বলে যে যুদ্ধ ছাড়া বিপ্লব হয় না। কমিউনিজমের সমালোচকরা খুড়ি স্যালির মূর্তি * স্থাপন করে তারপর সহজেই তাকে ভূপাতিত করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চেষ্টার বোলস্ একটা "কমিউনিষ্ট মতামত" উদ্ভাবন করেছেন যার মধ্যে মার্কস নাকি যুক্তি দেখিয়েছেন যে বাজার ও উপনিবেশ নিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বহু সংখ্যক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে পুঁজিবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে বলেছেন ঃ তাহ'লে দেখা যচ্ছে, পুঁজিবাদ ধ্বংস হবে। মার্কস কখনও এরকম বলেন নি। কিন্তু বোলস এই ধারণাটা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন প্রথম মহাযুদ্ধ না লাগলে রুশ বিপ্লব হত না। তিনি তাঁর মতামত লেনিনের ঘাড়ে চাপিয়েছেন, যিনি নাকি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলিতে বিপ্লবের আশা করেছিলেন। এই জন্যেই, ওঁর দাবী অনুযায়ী, কমিউনিষ্টরা সর্বদা যুদ্ধের ওপর বাজী ধরেছে। এটাই ওঁর সিদ্ধান্ত এবং এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গোটা সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার বিপক্ষে যায়। কমিউনিষ্টরা ইতিহাসের চালকশক্তি সম্বন্ধে একটা ভিন্ন ধারণা পোষণ করে

---

* পাশ্চাত্য দেশের খেলা। খুড়ী স্যালির মূর্তি বসিয়ে লাঠি বা ঢিল মেরে তাকে ভূপাতিত করে। অর্থাৎ অবাঞ্ছিত আক্রমণ—অনু
বা নিজেদের বানানো গল্পকে অন্যের মুখে বানিয়ে তাকে আক্রমণ করা।

এবং সেই যুক্তিতেই সামাজিক অর্থনৈতিক বিন্যাস একটির পর আরেকটি আসে।

বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ঐ একই বুর্জোয়াদের ভাষ্য "যুদ্ধের" জায়গায় "সম্প্রসারণ" কথাটাকে বসায়। তাদের দাবী হ'লো যে "সহ-অবস্থান," অকমিউনিষ্ট লোকেদের দ্বারা ঐতিহাসিক বিকাশের অনিবার্য পর্যায় হিসাবে কমিউনিজমের অবিরাম সম্প্রসারণকে "শান্তি-পূর্ণ" ভাবে গ্রহণ করা। এটা আরেকটা মিথ্যাচার। একটা কেন্দ্র থেকে কমিউনিজমের সম্প্রসারণের গল্পটা একই ধারণাভিত্তিক। কিন্তু "কমিউনিজমের" নিরন্তর সম্প্রসারণটা কি? এটা বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বুর্জোয়া পাঠ। কিন্তু নতুন সমাজ ব্যবস্থা জনগণের সৃজনশীল প্রচেষ্টার ফলে উদ্ভূত ও বিকশিত হয় এবং যেখানে এর উপযোগী বিষয়ীগত এবং বিষয়গত শর্ত উপস্থিত থাকে কেবল সেখানেই এটা প্রকাশ পেতে পারে।

কমিউনিষ্টদের বিপ্লব রপ্তানী করার দরকার নেই কারণ যেখানে অভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিপক্ক হ'য়েছে সেখানেই বিপ্লবের উদ্ভব হয়। এটাই লেনিনের বিপ্লব সম্পর্কিত মতবাদের সারমর্ম।

## বিপ্লব ও যুদ্ধ সম্পর্কে লেনিন আসলে কি বলেছিলেন

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ ও ইউ, এস, এস, আরে নতুন সমাজ নির্মাণের ওপর তার প্রভাব সম্বন্ধে লেনিন যা বলেছিলেন সেটা এখানে দেওয়া হ'লো:

"যুদ্ধের বহু বছর আগেই সমস্ত দেশের সমাজতন্ত্রীরা উল্লেখ করেছেন এবং কংগ্রেসগুলিতে ঘোষণা করেছেন যে অগ্রসর দেশ-গুলির মধ্যে একটা যুদ্ধ কেবল বিরাট অপরাধই নয়, উপনিবেশ বাঁটোয়ারা করার, পুঁজিবাদীদের লুটের মাল ভাগাভাগি করার জন্য এ ধরনের যুদ্ধ কেবল সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সর্বশেষ সাফল্যের

সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের সঙ্গেই জড়িত নয়, অধিকন্তু এটা গোটা মানব সমাজের ভিত্তিকে ক্ষইয়ে দিতে পারে বা অনিবার্যভাবে দেবেই। কারণ ইতিহাসে এই প্রথম প্রযুক্তিবিদ্যার সবচেয়ে শক্তি-শালী সাফল্যগুলিকে এতো বিরাট পরিমাপে, এতো ধ্বংসাত্মকভাবে এবং এতো শক্তিসম্বলিতভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার কাজে লাগানো হ'য়েছে। যখন উৎপাদনের সকল উপায়-গুলিকে যুদ্ধের সেবায় উৎসর্গীত করা হ'য়েছে আমরা তখন দেখছি যে সবচেয়ে বিষাদময় ভবিষ্যদ্বাণীগুলিই পূর্ণ হ'চ্ছে আর অনেক বেশী দেশ অনগ্রসরতা, অনশন ও উৎপাদন শক্তির সম্পূর্ণ অধঃ-পতনের শিকার হচ্ছে।" (১)

ফলতঃ, লেনিন মনে করতেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানবজাতির অস্তিত্বকেই বিলুপ্ত করবে। তাহ'লে, এটা বলা কি ঠিক যে সারা পৃথিবীতে একটা নতুন সমাজ এবং আরও বেশী প্রগতিশীল সমাজ সৃষ্টির পক্ষে বিশ্বযুদ্ধ একটা অনুকূল উপাদান? অবশ্যই নয়। লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ইতিহাসে এই প্রথম প্রযুক্তির শক্তিশালী সাফল্যগুলিকে এতো বিরাট পরিমাপে ধ্বংসাত্মকভাবে, এতো উদ্যম নিয়ে সামরিক কাজে লাগানো হচ্ছে। মানব সমাজের ভিত্তির পক্ষে এই ধরনের যুদ্ধ যে বিপদ উপস্থিত করছে সেটা উদ্ভূত হচ্ছে উৎপাদন উপায়গুলিকে যে ধ্বংসের কাজে লাগানো হ'চ্ছে—এই ঘটনা থেকে। পরিণাম একটাই— পশ্চাদপসরণ, অনাহার এবং উৎপাদন শক্তির সম্পূর্ণ অধঃপতন। প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে সি, পি, এস, ইউ এবং বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিনের ধ্যান ধারণা থেকেই শুরু করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েই যদি প্রযুক্তির সবচেয়ে শক্তিশালী সাফল্যের সম্বন্ধে লেনিনের মূল্যায়ন ঐরকম হয় তাহ'লে নতুন তাপপারমাণবিক অস্ত্র যে বিপদ উপস্থিত করেছে তার সম্পর্কে একজন কি বলবে? সি, পি, এস, ইউ এবং

১। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ৪২২

অন্যান্য মার্কসবাদী পার্টি যা বলছে তাই। প্রযুক্তিবিদ্যার শক্তিশালী সাফল্যগুলি শতগুণ বর্দ্ধিত হ'য়েছে, সেই অনুসারে মানব সমাজের অস্তিত্বের ভিত্তিকেই ক্ষইয়ে দেবার বিপদ বাড়ছে। যুদ্ধের ফলে অধঃপতন, অনাহার ও উৎপাদন শক্তির সম্পূর্ণ অবনতিই ঘটবে।

এখন বিবেচনা করে দেখা যাক, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ রাশিয়াকে কি দিয়েছিল আর লেনিন যেমন বর্ণনা দিয়েছিলেন তেমনি রাশিয়ার বিপ্লবে এ সম্পর্কে কি অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল। অবশ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রাশিয়াতে পুঁজিবাদের ধসে পড়াকে ত্বরান্বিত করেছিল এবং দেশব্যাপী গভীর একটা রাজনৈতিক সংকটের কারণ হ'য়েছিল। এখানে লেনিন যুদ্ধের মূল্যায়নে এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন ঃ

"আমার তাই মনে পড়ে যাচ্ছে এঙ্গেলস কত সঠিক ছিলেন যখন তিনি ১৮৮৭ সালে রুশ বিপ্লবের ৩০ বছর আগে লিখেছিলেন যে একটা ইয়োরোপীয় যুদ্ধের ফল হবে, উনি যে ভাবে প্রকাশ করেছেন, মুকুটধারীদের মাথা থেকে ডজনে ডজনে মুকুট খসে পড়বে, কুড়িয়ে নেবার মত কেউ থাকবে না, কিন্তু এই যুদ্ধ গোটা ইয়োরোপে পাশবিকতা, পশ্চাদ্গতি এবং অধঃপতন ডেকে আনবে; আর. অন্যদিকে যুদ্ধ, হয় শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্যে পরিণত হবে বা সেই শর্ত সৃষ্টি করবে যাতে তাদের আধিপত্য অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। এই উপলক্ষে মার্কসবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অতি সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করেছেন কারণ তিনি সুস্পষ্ট দেখেছিলেন যে যদি ইতিহাস ঐ খাতে বয়ে যায় তবে তার ফল হবে পুঁজিবাদের ধ্বংস এবং সমাজতন্ত্রের সম্প্রসারণ এবং এমন একটা যন্ত্রণাদায়ক ও মারাত্মক উত্তরণ কাল, প্রচণ্ড অভাব ও কঠিনতম সঙ্কট, সমস্ত উৎপাদন শক্তির বিশৃঙ্খলা যে যার বেশী আর কল্পনা করা যায় না।" (২)

তাই, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে রাশিয়ায় পুঁজিবাদ ধসে পড়েছিল

২। ভি, আই, লেনিন, সংগ্রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ৪২২-২৩

এবং গভীর জাতীয় সংকট ডেকে এনেছিল। কিন্তু ওখানে থেমে যাওয়ার অর্থ লেনিনের ধারণাকে বিকৃত করা। লেনিন জোর দিয়েই বলেছিলেন যে তাহ'লেও ১৯১৪—১৯১৮র পর্বে এর চেয়ে বেশী যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টকর সমাজতন্ত্রে উত্তরণ কল্পনা করা অসম্ভব। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রযুক্তিবিদ্যার আরও বড় সাফল্য—তাপ-পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের পর, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথা কেউ কেউ কল্পনা করতে পারেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে বলা যায় যে এর ধ্বংসাত্মক পরিণাম তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাব্য ধ্বংসাত্মক পরিণামের ভগ্নাংশ মাত্র। লেনিন লিখেছিলেনঃ "আমরা এখন মানব সমাজের সবচেয়ে প্রাথমিক কর্তব্যের মুখোমুখি হ'য়েছি—দুর্ভিক্ষকে পর্যদস্ত করা বা এক্ষুনি সাক্ষাৎ দুর্ভিক্ষের প্রশমন করা—যে যন্ত্রণাদায়ক আকাল আমাদের দুটো বড় নগরীর ও রাশিয়ার কৃষি অঞ্চলের কিছু জেলাকে ক্লিষ্ট করেছে।" (৩) পরিণামে আমরা মানব সমাজের প্রাথমিক কর্তব্যের মোকাবিলা করতে শুরু করেছিলাম। এটাই, কার্যতঃ, রাশিয়ায় নতুন সমাজ গঠনের উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব প্রভাব সম্বন্ধে লেনিনের মূল্যায়ন।

লেনিনেব প্রধান প্রত্যয় হল যুদ্ধের প্রশ্নে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ, "মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা।" (৪) দক্ষিণ ও বামপন্থী সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে লেনিন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, যে ঐতিহাসিক অবস্থা পরিবর্তনশীল যার ফলে যুদ্ধের প্রশ্নটির মোকাবিলা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির আলোকেই করা যেতে পারে। নতুন একটা ঐতিহাসিক পর্ব উন্মুক্ত হ'য়েছে এটা অনুধাবন করতে অস্বীকার করে যারা যুদ্ধ সম্বন্ধে গলাবাজী করছিল সেই রুশী মেনশেভিক ও জার্মান সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লেনিন ক্রুদ্ধ ও ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ লেখেন।

---

৩। লেনিন, সং, রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ৪২৫
৪। ঐ, ২১ খণ্ড, পৃ ২১৯

লেনিন জোর দিয়ে বলেন যে সুবিধাবাদীরা দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন যে অতীতে "আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ ছিল না, সমাজতন্ত্রের জন্য পরিপক্ক কোন বিষয়গত অবস্থা ছিল না এবং যুদ্ধমান দেশগুলিতে কোন সমাজতন্ত্রী দলও ছিল না……।" (৫) প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার পূর্ববর্তী পর্বের পার্থক্য নিয়ে তাঁর গবেষণার মধ্যে এইসব উপাদানকে প্রথম স্থানে দেখিয়েছিলেন। তাই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনায় সকলকেই সমাজ যে অবস্থায় আছে তার ঐতিহাসিক স্তর থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু তাকে উৎপাদন শক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের কথা আর তার সঙ্গে মানুষকে ধ্বংস করার কাজে লাগানোর ব্যাপারে প্রয়োগ নিয়েও ভাবতে হবে।

পুঁজিবাদের শেষ পর্বের অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে যিনি আলোচনা করেছিলেন সেই মহান বিজ্ঞানী লেনিন বিশ্বের ওপরে ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের অবিভক্ত আধিপত্য থাকার ঘটনার মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কারণ দেখেছিলেন যেটাকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল এবং তখন পুনর্বণ্টনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। ওটাই সাম্রাজ্যবাদের আওতায় যুদ্ধের ভিত্তি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে লেনিন লিখেছিলেন: "সমাজতন্ত্রের বিষয়গত ভিত্তি পুরোপুরি পরিপক্ক হ'য়েছে এবং বর্তমান যুদ্ধ হ'ল পুঁজিবাদীদের সুযোগ সুবিধা ও একচেটিয়া অধিকারের যুদ্ধ যেটা পুঁজিবাদের পতন বিলম্বিত করতে পারে।" (৬) তাই যুদ্ধের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদীরা পুঁজিবাদের পতন রোধ করতে এবং সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে শ্লথ করার চেষ্টা করবে, যেটা পুরনোকে নতুন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা স্থানচ্যুত করার দিকে নিয়ে যাবে। কেমন করে সাম্রাজ্যবাদীদের এই রণকৌশলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে শিখিয়েছিলেন।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে, কেমন করে লেনিন

---

৫। ঐ, পৃ ৩০৯

৬। ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী, ২১ খণ্ড, পৃ ৩৪৫

শান্তির প্রশ্ন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, সেই প্রশ্নটির বিবেচনা করেছিলেন।

শান্তিবাদের বাক্ চাতুরির সাহায্যে লোককে ঠকানোর বিরোধিতা করে লেনিন মানব জাতিকে সত্যিকারের শান্তির পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি শ্রমিকশ্রেণীকে শেখান যে "তারা শান্তি থেকে যে সুবিধা চান সেটা পরপর কয়েকটা বিপ্লব ছাড়া পাওয়া যাবে না।" (৭)

"বিগুমান সরকারগুলি, আজকালের প্রভুশ্রেণীরা— পরপর কয়েকটি বিপ্লবের দ্বারা—উচিত শিক্ষা না পেলে ( বা বিলুপ্ত না হ'লে ) গণতন্ত্র এবং শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সন্তুষ্টিদায়ক শান্তি আসতে পারে", (৮) এই অলীক ধারণার তিনি বিরোধিতা করেছিলেন।

বিশ্ব পরিস্থিতিতে যেটাই কেবল বুনিয়াদী পরিবর্তন আনতে পারে এবং জনগণ শান্তির কল্যাণে যার প্রত্যাশী তার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে লেনিন কেন পরপর কয়েকটি বিপ্লবের কথা লিখেছিলেন? যে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভ করেছে সেটা নিশ্চয়ই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আক্রমণের শিকার হবে। এই ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে যারা তাদের দেশের ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন এবং তার ভাগ্যের জন্য দায়ী সেই জনগণ একটা ন্যায় সঙ্গত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে সাড়া দেবে। লেনিন লিখেছেন: "একদেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় এক খোঁচায় সমস্ত যুদ্ধের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে না।" (৯) সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার, পর পর অনেকগুলি বিপ্লবের ফল।

মার্কসবাদের বিরুদ্ধে যে সব তাত্ত্বিকরা বৈরী মনোভাব গ্রহণ করেন তারা এই কথাটাকে গোপন করেন যে সি, পি, এস, ইউ লেনিনের এই বিবৃতি থেকে শুরু করে। অনেকগুলো ক্রোমাঙ্কিক বিপ্লব ঘটে গেছে এবং ভূমণ্ডলের একটা বিশাল অঞ্চল থেকে পুঁজি-বাদের বিলুপ্তি ঘটেছে। বাকি অংশে এখনও ক্ষমতায় সমাসীন

---

৭। ঐ, পৃ ২৯২

৮। ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী, ২১ খণ্ড, পৃ ২৯২

৯। ঐ, ২৩ খণ্ড, পৃ ৭৯

পুঁজিবাদও নিজের মত করে শিখছে। এমনকি সাম্রাজ্যবাদের কট্টর প্রতিনিধিও উপলব্ধি করতে পারছে যে সাম্রাজ্যবাদ, আগ্রাসক ও আক্রমণকারীদের সে দিন চলে গেছে যে দিন তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খেয়ালখুশীমাফিক ক্রিয়াকাণ্ড চালাতে পারতো। লেনিন যেমন আগেই বুঝেছিলেন, শক্তিশালী বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্বনীতির ওপর নিয়ন্ত্রক প্রভাব প্রয়োগ করতে সক্ষম এবং সে সারা বিশ্বে শান্তির সপক্ষে এই ধরনের প্রভাব বিস্তারের জন্য কাজ করে চলেছে।

## শান্তির সংগ্রাম সম্বন্ধে লেনিনের ধারণা

রাজ্য জয় করে বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়ার তত্ত্বকে লেনিন সম্পূর্ণভাবে নিন্দা করেছেন, এই কথাটার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া দরকার।

একবার ক্ষমতা নিয়ে, প্রলেটারিয়েটরা, অবশ্যই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার যে কোন আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তার সাফল্যকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। লেনিন এই কথাই বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, "বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী প্রলেটারিয়েটরা তার বিজয়কে সুরক্ষিত করার জন্য বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করতে পারে।" (১০)

যুদ্ধের মধ্যে যদি তারা ক্ষমতায় বসে তাহ'লে প্রলেটারিয়েটের পার্টি কি করবে এই প্রশ্নের উত্তরে লেনিন বলেন"···আমরা যুদ্ধরত সবাইকে এই শর্তে শান্তির কথা বলবো যে উপনিবেশ ও যে সমস্ত মানুষ পরাধীন, নিপীড়িত এবং অধিকার বঞ্চিত তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে।" (১১) বিপ্লবকে সামরিকভাবে দমন করার চেষ্টা হ'লে ক্ষমতাসীন শ্রমিকশ্রেণী সমস্ত উপনিবেশ, পরাধীন দেশ ও ইয়োরোপের প্রলেটারিয়েটদের জাগিয়ে তুলে বিপ্লবী যুদ্ধে তার জবাব দেবে।

১০। ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী, ২১ খণ্ড, পৃ ১৬৩
১১। ঐ, পৃ ৪০১-৪০৪

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে লেনিন বলেছিলেন: "সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ না করে, সমস্ত জাতির সামনে গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব না এনে, এবং লুণ্ঠন ও রাজ্য জয়ের অপরাধমূলক যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত সুরক্ষার যুদ্ধে পরিণত না ক'রে লোকায়ত বীরত্বকে জাগিয়ে তোলা অসম্ভব।" (১২) প্রলেটারিয় রাষ্ট্র কেবল মাত্র সেই যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে যেটা আত্মরক্ষামূলক, ন্যায়সঙ্গত এবং বিপ্লবী।

ফলতঃ, লেনিন যখন বিপ্লবী যুদ্ধ সম্বন্ধে বলেছিলেন তখন তিনি শ্রমিকশ্রেণী যেটা নিজেদের হাতে ক্ষমতা জয় করে গ্রহণ করেছেন সেই সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির সুরক্ষার কথাই ভেবেছিলেন।

প্রলেটারিয়েটের বিপ্লবী যুদ্ধ সম্বন্ধে লেনিন ১৯১৫ এবং ১৯১৬ তে যে বিবৃতি দেন তা এইখানে এসে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী দুনিয়া বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে কি ভাবে সাড়া দেবে সে সম্বন্ধে লেনিনের কোন মোহ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সাম্রাজ্যবাদ একটা যুদ্ধ শুরু করতে পারে কারণ সাম্রাজ্যবাদ মেশিনগানের সাহায্যেই ইতিহাসকে 'শাসন' করতে চায়।

এক বা একাধিক দেশে যে সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হ'য়েছে তা তখনও দুর্বল থেকে যাবে, আর তার চরিত্র অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদ বল্গাহীন জঙ্গীবাদের দ্বারা সমাজতন্ত্রকে অস্ত্রের দ্বারা দমন করতে চাইবে। তাঁর ধারণাকে ব্যাখ্যা করে লেনিন লেখেন: "সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধরদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জাতিদের পক্ষে বা কোন গাল্লিফেটের বা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জয়ী প্রলেটারিয়েটের নিজস্ব যুদ্ধে "পিতৃভূমির সুরক্ষাকে" নস্যাৎ করাটা চূড়ান্ত বোকামি হবে।"(১৩) মোটের ওপর অনেক পুঁজিবাদী দেশে কিছু গাল্লিফেট পাওয়া যাবে যারা বিজয়ী সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে এবং তাদের শাসন চাপিয়ে দেবার জন্য অস্ত্র ব্যবহারে উৎসাহী। এই ধরনের প্রচেষ্টার জবাবে শ্রমজীবী মানুষ বিপ্লবী যুদ্ধ করবে। যারা পুঁজিবাদের

১২। ঐ, ২৫ খণ্ড, পৃ ৩৬৩
১৩। ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী, ২৩ খণ্ড, প, ৮০

জোয়ালকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কোন এমন একটি দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ যে বিপ্লবী যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাবে তার সম্পর্কে এটাই লেনিনের মত।

শান্তির আওয়াজ দিয়ে যে সোভিয়েট শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ঘটনার ওপর লেনিন খুবই গুরুত্ব দিতেন। তাঁর "বলশেভিকরা কি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে" প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেনঃ "আজকে জরুরী বিষয়, শান্তির প্রশ্নটা ধরুন...... এই বিষয়ে প্রলেটারিয়েটরা সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে জীবন্ত এবং সৎ লোকের, পাতি বুর্জোয়াদের বিরাট গরিষ্ঠ অংশের, গোটা জাতির সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ প্রলেটারিয়েটরা, ক্ষমতা দখল ক'রে, তক্ষুনি যুদ্ধরত সমস্ত জাতির কাছে শান্তির আবেদন জানাবে কারণ কেবল প্রলেটারিয়েটরাই খুব দ্রুত, ন্যায়সঙ্গত সম্ভাব্য শান্তি লাভে আসল বিপ্লবী ব্যবস্থা (গোপন চুক্তি ইত্যাদি প্রকাশ করা) নিতে পারবে।" (১৪) কিছু আগেও লেনিন এই বিষয়টির আলোচনা করেছিলেন, তখন তিনি লেখেনঃ "......তিন বছর ধরে জনগণের ওপর হত্যাকাণ্ড চলার পর, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে একটা শান্তির সরকারকে, একটা সৎ, ন্যায় সঙ্গত শান্তির সরকারকে উৎখাত করতে সমর্থ।" (১৫) লেনিন মনে করতেন যে ভূমি সমস্যার ওপর আওয়াজের সঙ্গে শান্তির আওয়াজই বলশেভিকদের প্রধান আওয়াজ যেটা জনগণকে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য জাগিয়ে তুলেছিল।

কমিউনিজমের জন্য যুদ্ধের দরকার এবং কমিউনিজমের বিজয় একটা সামরিক বিপর্যয় আহ্বান করে নিয়ে আসবে আর সেই যুক্তিতে তারা নানারকম সশস্ত্র বিরোধ ও যুদ্ধের উস্কানি দেবে এরকম মত লেনিন বা পার্টি কখনও পোষণ করতেন না। কমিউনিজমের কাছে এই ধারণা অচল এবং যারা এই নীতি

১৪। ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী, ২৬ খণ্ড, পৃ, ৯৯
১৫। ঐ, পৃ, ৩১

বিসর্জন দিয়েছিল, সেই বাকুনিনের মত লোকেই একে গ্রহণ করেছিল। সোচ্চার বামপন্থীদের সমালোচনা করে ১৯১৮তে লেনিন প্রশ্ন করলেন: "সম্ভবতঃ রচনাকারীরা বিশ্বাস করেন যে বিশ্ব বিপ্লবের স্বার্থের জন্য একটা খোঁচা মারা দরকার আর এ রকম খোঁচা শান্তির দ্বারা নয়—যুদ্ধের দ্বারাই মারা সম্ভব, আর তা নাহ'লে সেটা লোককে এই ধারণাই দেবে যে সাম্রাজ্যবাদকে "বৈধতা দান" করা হ'চ্ছে।" (১৬) উত্তরটা ছিল: "এই ধরনের 'তত্ত্ব' মার্কসবাদের সঙ্গে পুরোপুরি গরমিলযুক্ত কারণ শ্রেণী বৈরিতার তীব্রতাবৃদ্ধিতে যে বিপ্লবের জন্ম হয় মার্কসবাদ তাকে খোঁচা মেরে বাড়ানোর চেষ্টার সর্বদাই বিরোধিতা করেছে।" (১৭) কেবল যারা 'বামপন্থী' বাক্‌চাতুরির আশ্রয় নেয় তারাই আবিষ্কার করতে পারে যে পুঁজিবাদী দেশ সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দেশ যে শান্তি নীতি অনুসরণ করে তার অর্থ সাম্রাজ্যবাদকে 'বৈধতাদান' আর সেই জন্যেই নাকি বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশের পক্ষে শান্তি ক্ষতিকারক। শান্তি পুঁজিবাদের সঙ্গে যে সমঝোতার সামিল আর পুঁজিবাদের সঙ্গে সংগ্রামের অর্থ যে যুদ্ধ এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান এই দাবী করে "বাম কমিউনিষ্টরা" প্রথমেই ভুলদিকে মোড় নিয়ে ছিল। এই ভাবে তারা বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া এবং তার পরিচালক শক্তির অর্থকে বিকৃত করেছিল। বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার ওপর অক্টোবর বিপ্লব একটা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল কিন্তু কোন অর্থেই এটাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্ত্রের জোরে অন্য দেশে "খোঁচা" মেরে বিপ্লবকে ঢুকিয়ে দেওয়া বোঝায় না।

"বাম-কমিউনিষ্টদের" ব্যাখ্যাত ক্ষতিকর ধ্যান ধারণাকে সমালোচনা করে লেনিন ১৯১৮তে জিজ্ঞাসা করলেন: "সম্ভবতঃ রচনাকারীরা বিশ্বাস করেন যে বিশ্ব বিপ্লবের স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে

১৬। ভি, আই, লেনিন, সং, রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ৭১

১৭। ঐ, পৃ ৭১-৭২

কোন রকম শান্তি চুক্তি করা নিষিদ্ধ ?" (১৮) সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরিবেষ্টিত একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, এই মতানুসারে সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে কোন অর্থনৈতিক চুক্তিও করতে পারবে না, আর টিঁকেও থাকতে পারবে না একমাত্র চাঁদে না পালিয়ে গিয়ে।" (১৯)

একই ভূমণ্ডলে সমাজতন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদ রয়েছে আর তাদের সহঅবস্থান ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য।

কিন্তু, যাতে এটা অক্টোবর-পূর্ব পুরনো ধারায় ফিরে যায় সেই জন্য পাশবিক বলপ্রয়োগে ইতিহাসের গতিকে ঘুরিয়ে দেবার আশায় সাম্রাজ্যবাদ শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করেছে বলে আমরা জানি।

গৃহযুদ্ধে যন্ত্রণাক্লিষ্ট দিনগুলিতে যখন সোভিয়েটের মানুষরা তাদের জীবন ও বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য শ্বেতরক্ষী এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন লেনিন বলেছিলেন যে ওরা শান্তির জন্য যুদ্ধ করছিল আর ঐ যুদ্ধের ফলাফলও হচ্ছিল চমৎকার।

১৯১৮তে লেনিন ৭ম কংগ্রেসকে বলেন যে দেশ তখনও রাশিয়াতে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম স্তরে থেকে গিয়েছিল এবং আরও বলেন "কিছুদিন ধরে যেটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম সেই রকম শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ইতিহাস আমাদের দেয় নি, যেটা আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল আর যেটা আমাদের এই স্তরগুলোকে দ্রুত পেরিয়ে যেতে সমর্থ করতো। গৃহযুদ্ধ যে রাশিয়াতে বহু জিনিসকেই কঠিন করে তুলেছে, গৃহযুদ্ধ যে বহু ক্রমাঙ্কিক যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পেঁচিয়ে গেছে তা আমরা এক্ষুনি দেখতে পাচ্ছি। সমগ্রভাবে পুঁজিবাদের ধসে পড়া এবং সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের জন্মের সঙ্গে বলপ্রয়োগ যে অনিবার্যভাবেই জড়িয়ে থাকবে মার্কসবাদীরা তা কখনই ভোলেনি। বিশ্বইতিহাসের

---

১৮। ঐ, পৃ ৭১

১৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২২ খণ্ড, পৃ ৭১

একটা পর্ব দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, দুটোর মিশ্রণ,. সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা বা নানা মোর্চা যারা বিরাট রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী এবং সামরিক ট্রাষ্টের ও সিণ্ডিকেটের যুগে নানা ভাবে যুক্ত হবে তাদের দ্বারা নিষ্পেষিত জাতিগুলির মুক্তিযুদ্ধ বল প্রয়োগ নিয়েই গড়ে উঠবে। এই যুগ—একটা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের যুগ—যুদ্ধ ও সঙ্কটের দ্বারা আরোপিত গণসিদ্ধান্তের যুগ, শুরু হ'য়েছে—সেটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আর এটা কেবল শুরু মাত্র।" (২০)

যে পর্বটা সবে শুরু হ'য়েছিল তার মূল্যায়ন যে লেনিন ঠিকই করেছিলেন ইতিহাস তা দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিনি কি বিশ্বাস করতেন যে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্য্যের জন্য যা বাঞ্ছনীয় সেই শান্তির অবস্থাকে নানা যুদ্ধের এই পর্ব পথ ছেড়ে দেবে না? না তা নয়। লেনিন কি বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধ ও সশস্ত্র বিরোধ সমাজতন্ত্রের পক্ষে বাঞ্ছনীয়? না তিনি তা করতেন না। পুঁজি-বাদী দেশের জনমতকে শান্তির পক্ষে টেনে নিয়ে আসার বিরাট গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে লেনিন গৃহযুদ্ধের কালে সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির সাফল্যের মূল্যায়ন করেছিলেন। সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির কল্যাণে বহু বুর্জোয়া দেশ নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিল, শ্রমিক ও কৃষকের মনোভাবে আর পরে পুঁজিবাদী দেশের পাতি বুর্জোয়াদের ও মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল আর এটা সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের ব্যাপারে নাক গলানোর বিপক্ষে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল।

"সাম্রাজ্যবাদ— পুঁজিবাদের উচ্চতম স্তর" বইটির অত্যাশ্চর্য্য গ্রন্থকার, লেনিন সাম্রাজ্যবাদের শিবিরকে চিড় ছাড়া একশৈলী সত্তা বলে মনে করতেন না। ১৯১৮ সালে তাঁর "বৈদেশিক নীতির ওপর রিপোর্টে" সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক নীতির মধ্যে দুটি প্রবণতাকে সূত্রায়িত করলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে পুঁজি-

২০। ভি, আই লেনিন, সং রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ১৩০

বাদী তুনিয়াতে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংগ্রাম ও তিক্ত সংঘর্ষের আধিপত্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হতো। এবং আরও বলেন: "এই সব দ্বন্দ্বের ফলে, পুঁজিবাদের অর্থ-নৈতিক মোর্চার ভিত্তি তৈরী ক'রে, পুঁজির সুরক্ষাই যার অনিবার্য লক্ষ্য, যেটা কোন পিতৃভূমির ধার ধারে না এবং সেটা বিশ্ব ইতিহাসের অনেক ঘটনায় শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, পিতৃভূমির বা জনগণের স্বার্থের উর্ধ্বে, যেমন আপনারা ভাবতে ইচ্ছে করেন, সমস্ত দেশের পুঁজিবাদীদের যে একটা সাধারণ মোর্চা গড়ে উঠেছে —যেটা রাজনীতির মুখ্য চালক শক্তি নয়।" (২১) কিন্তু লেনিন সতর্ক করে দেন যে এই মোর্চাই সাম্রাজ্যবাদের মুখ্য প্রবণতা আর বৈরীগোষ্ঠী ও মোর্চায় ভাগাভাগি হ'য়ে যাওয়ার ঝোঁকটাও প্রকাশিত হ'চ্ছে। এটা সেই সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বড় বড় সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে কোনো মোর্চা গড়ে তোলা আরও কঠিন—প্রকৃত পক্ষে অসম্ভবই করে তুললো—যে নাকি তার অস্তিত্বের প্রথম ছ'মাসেই বিশ্বব্যাপী সমস্ত শ্রেণী সচেতন শ্রমিকের উষ্ণ সহানু-ভূতি এবং অবিভাজ্য সমর্থন পেয়ে গিয়েছিল। লেনিনের সামান্য-সিদ্ধান্তটা ছিল এই যে বিশ্বের রাজনীতিতে "তুটো প্রবণতা আছে। এক, সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে মোর্চাকে যেটা অনিবার্য করে তোলে; অন্যটা সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যেটা পরস্পরের বিরুদ্ধে বসিয়ে দেয়—তুটি প্রবণতা, তুটোর কোনটাই কোন দৃঢ় ভিত্তি নেই।" (২২) তুটি প্রবণতার মধ্যে একটি প্রধান হ'য়ে উঠতে পারে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অপর প্রবণতাটি অন্তর্হিত হ'য়েছে। তুটো প্রবণতার মধ্যে সংঘাতই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যেকার সারবস্তু যেটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির যুদ্ধনীতিকে যারা অনুসরণ করে না তেমন সব দেশকে নিরপেক্ষ ক'রে দেওয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দেয়।

---

২১। ঐ, পৃ, ৩৬৬

২২। ঐ, পৃ ৩৬৯

শান্তি বজায় রাখা ও সংহত করার লক্ষ্য যুক্ত একটা সক্রিয় বৈদেশিক নীতির ভিত্তি রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারই ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির মধ্যে, বিশ্বের বিরাট গরীব জনগণের মধ্যে যে সহানুভূতি সে লাভ করেছে তার মধ্যে।

কিন্তু গৃহ যুদ্ধের পর্বে প্রশ্নটির মীমাংসা হ'চ্ছিল লড়াইয়ের ময়দানে। সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হচ্ছিল। কোন একটা পক্ষকে জিততেই হতো। এই অবস্থায়, সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের পথে অনেকগুলি ক্রমাঙ্কিক ভয়াবহ সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল বলে লেনিন বলেছিলেন। কিন্তু ১৯১৯এ ডেনিকিনের দস্যু বাহিনীর সঙ্গে তুমুল লড়াইয়ের সময়ও সমাজ-তান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশের "পাশাপাশি সহঅবস্থান কালে, রাশিয়াতে, যেসব দেশ প্রযুক্তি বিদ্যায় অগ্রগামী তাদের থেকে প্রযুক্তিগত সাহায্য আকর্ষণ," (২৩) করার সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছিলেন। গৃহযুদ্ধের ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়েও লেনিন অনিবার্য ভাবে আসন্ন ঐতিহাসিক পর্বের রূপরেখা স্পষ্ট ভাবে দেখেছিলেন।

শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান সম্বন্ধে লেনিনের মতবাদটি সৃজনশীল মার্কসবাদের একটা চমৎকার উদাহরণ। নতুন সমাজের নির্মাণ এবং বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার বলে লেনিন তাঁর মতবাদকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। জীবন সব সময়েই নতুন সমস্যা উপস্থিত করেছে আর লেনিন মার্কসবাদের নিশ্ছিদ্র নীতির ভিত্তিতে গভীর এবং তাত্ত্বিক দিক থেকে সুদৃঢ় ভিত্তিক জবাব দিয়েছেন। লেনিনের ধ্যান ধারণা সর্বদাই পার্টি এবং রাষ্ট্রকে আস্থাসহ এগিয়ে যেতে, তাদের বৈদেশিক নীতি অসুবিধাগুলোকে জয় করতে, বিশ্ব ব্যাপারে বিকাশের মূল প্রবণতাগুলি সুস্পষ্টভাবে দেখতে সাহায্য করেছে। আমাদের কালে সি, পি, এস, ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটি মার্কসবাদকে বিকশিত করার জন্য, জীবনের উপস্থাপিত প্রশ্নের মার্কসবাদী জবাব দেবার

২৩। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩০ খণ্ড, পৃ ৩৯

জন্য একই লেনিনবাদী সৃজনশীল দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে থাকে।

বিজয়ী গৃহযুদ্ধের ফলাফলের সার উদ্‌ঘাটন করে লেনিন বলেছিলেন: "...পুঁজিবাদীদের পাশাপাশি অবস্থান করার অবস্থাকে জয় করতে সমর্থ হ'য়ে আমরা এখন তাদের আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে প্রবেশ করতে বাধ্য করতে পারি।" (২৪) শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের পর্ব হাওয়া থেকে আসেনি বরং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত নর-নারী, কমিউনিষ্ট পার্টি, সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং বিদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী জনগণের পক্ষ থেকে সক্রিয়, নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার ফলেই এসেছে। বিগত ১৯১৭ সালে লেনিন সতর্ক করে বলেছিলেন: "শান্তি সহজে আসবে আর বুর্জোয়ারা আমাদের উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে যে বড় থালায় করে তাকে হাতে তুলে দেবে এটা মনে করা বালসুলভ" (২৫), শান্তির একটা পর্বের জন্য চেষ্টা করতে হ'য়েছিল। একবার যখন পুঁজিবাদের সরাসরি আক্রমণকে প্রতিহত করা হ'ল লেনিন তখন জোর দিয়ে বললেন "দম ফেলার অবসর থেকে একটু বেশী কিছু আমরা পেয়েছি: আমরা নতুন পর্বে প্রবেশ করেছি, যেখানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জালের মধ্যে আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক বুনিয়াদী অস্তিত্বের অধিকার অর্জন করেছি।" (২৬)

সেই সময়, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান অর্জন করার লক্ষ্য নিয়ে যে প্রস্তাবটি তিনি রচনা করেন এবং যেটা পার্টির সারা রাশিয়ার ৮ম সম্মেলনে এবং সোভিয়েটের ৭ম কংগ্রেসে গৃহীত হ'য়েছিল তাতেই লেনিন সোভিয়েটের বৈদেশিক নীতির মুখ্য নীতিগুলিকে সূত্রায়িত করেছিলেন: "রুশ সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র সমস্ত মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে চায় আর সোভিয়েট ব্যবস্থার ভিত্তিতে উৎপাদন,

---

২৪। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ, ৪১২

২৫। ঐ, ২৬ খণ্ড, পৃ ৩৪৫

২৬। ঐ, ৩১ খণ্ড, পৃ, ৪১২

যানবাহন এবং সরকারী কাজকর্মে শৃঙ্খলা আনার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করতে চায়: এ পর্যন্ত এটা আঁতাতের, আক্রমণ এবং অনাহারের বেষ্টনীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।" (২৭) সম্মেলন এবং কংগ্রেস সোভিয়েট সরকারকে "সাজিয়ে গুছিয়ে এই শান্তি নীতি চালিয়ে যাবার জন্য" ক্ষমতাদান করে।

কিন্তু লেনিন সোভিয়েটের মানুষদের পরামর্শ দেন যে তাঁরা যেন মনে রাখেন যে ঘৃণায় সোচ্চার মানুষরা, শ্রেণীসমূহ এবং সরকারগুলি তাদেরকে চারপাশ থেকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রভুরা নতুন পর্বকে কেবল দম ফেলার অবসর হিসাবেই দেখতে চায়—ঐতিহাসিক পর্ব হিসাবে নয়, দুটি ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থার ভূমণ্ডলে পাশাপাশি থাকবার পথ উন্মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও।

এমনকি লেনিনের জীবদ্দশাতেও পুঁজিবাদী দুনিয়ার শাসকরা সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে বাধ্য হ'য়েছিল। জেনোয়াতে ১৯২২ সালে সম্মেলনে সমবেত একটি আন্তর্জাতিক সভায় পশ্চিমী ইয়োরোপের পুঁজিবাদী দেশের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি একটি সোভিয়েট প্রতিনিধিমণ্ডলীকে স্থান গ্রহণ করতে দেখা গেল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সোভিয়েট প্রতিনিধিদল ঘোষণা করলো: "পুরনো ও উদ্ভবশীল নতুন সমাজব্যবস্থার পরস্পর পাশাপাশি থাকা সম্ভব করেছে যে বর্তমান ঐতিহাসিক যুগ, কমিউনিজমের নীতির দৃষ্টিকোণ বজায় রেখেও রুশী প্রতিনিধিগণ স্বীকার করেন যে সেই যুগে দু'ধরনের সম্পত্তির প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সাধারণ অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের পক্ষে অপরিহার্য।" (২৮) মনে করা যেতে পারে যে জেনোয়া সম্মেলনের সমস্ত প্রস্তুতি লেনিনের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় চলেছিল।

---

২৭। ঐ, ৩৩ খণ্ড পৃ, ১৯১

২৮। এ হিস্ট্রী অফ ডিপ্লোম্যাসি, ৩য় খণ্ড, মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯৪৫, পৃ ১৭০ (রুশ)

ইতিহাসই রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনীতিগত মর্মে শান্তি-পূর্ণ সহঅবস্থানের প্রশ্নটি উপস্থাপিত করেছে। ১৯২১ সালে এই প্রশ্নটিকে লেনিন বিশ্লেষণ ও মোটামুটি ব্যাখ্যা করেছিলেন: "কিন্তু, একটি পুঁজিবাদী বাতাবরণের মধ্যে কি একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজা-তন্ত্রের অস্তিত্ব মোটেই কল্পনা করা যায়? রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অকল্পনীয়ই মনে হয়। কিন্তু এটা যে রাজনীতিগত ভাবে এবং সামরিক দিক থেকে সম্ভব তা এখন প্রমাণিত; এটা এখন ঘটনা। কিন্তু বাণিজ্যের কি হবে? অর্থনৈতিক সম্পর্কের কি হবে?" (২৯) লেনিন একটা সদর্থক উত্তর দেন এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি উল্লেখ করেন: "আমাদের প্রতি যারা বৈরিভাবাপন্ন সেই সরকারগুলি, বা শ্রেণীগুলির ইচ্ছা, মতলব এবং সিদ্ধান্তর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী আরেকটি শক্তি আছে। সে শক্তিটা হ'ল বিশ্বের সাধারণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক যেটা ওদের আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধ্য করেছে।" (৩০) লেনিনের এই ধারণাটি অতিরঞ্জিত মনে করা কঠিন।

বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিবেচনায় এবং আপন বৈশিষ্ট্যানুযায়ী প্রতিপক্ষের শক্তির মূল্যায়ন করতে গিয়ে পাতিবুর্জোয়া বিপ্লবীরা হয় পুঁজিবাদী শ্রেণীগুলির ইচ্ছা ও প্রেরণাকে একেবারেই ছোট করে দেখে নয়তো এমনভাবে মোটা দাগে বাড়িয়ে দেখে যে উভয় ক্ষেত্রেই সমাজবিকাশের বিষয়গত নিয়মানুগতাকে অগ্রাহ্য করে এবং বিষয়ীগত শক্তির প্রকৃত শক্তির মূল্যায়নে দক্ষতায় দৈন্য দেখিয়ে থাকে। কখনও নিষ্ক্রিয় মনোভাব নিয়ে, বিষয়ীগত উপাদান ব্যতিরেকে, আপনা আপনি ক্রিয়াশীল হবে বিশ্বাস করে কখনও স্বেচ্ছাবাদী দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে পাতিবুর্জোয়া বিপ্লবীরা দোদুল্যমান হ'য়ে থাকে।

---

২৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩৩ খণ্ড, পৃ ১৫১

৩০। ঐ, পৃ ১৫৫

এর বিপরীতে, বৈরী শ্রেণীগুলি ও সরকারগুলির ইচ্ছা, প্রেরণা এবং সিদ্ধান্তের আর ইতিহাসের বিষয়গত গতি-ধারার মধ্যে পার্থক্য টানার জন্যে লেনিন তাঁর সহযোগীদের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি জোর দিয়েই বলেছেন যে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান নীতি কোন বিষয়ীগত ইচ্ছার ভিত্তিতে নেওয়া হয়নি বরং মানুষের জোরালো কর্মকাণ্ড ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঠিক বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে যেটা প্রতিরোধী শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে পারে সেই বিষয়গত প্রবণতার ভিত্তিতেই নেওয়া হ'য়েছে।

শান্তি বজায় রাখা ও সংহত করার লক্ষ্যধারী এই নীতি ভূমণ্ডলের কোথাও কোন লোকের স্বার্থবিরোধী নয়। বিপরীত দিকে, যুদ্ধ ও আগ্রাসনের নীতিকে যারা বর্জন করে সেই সমস্ত জাতি ও শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক স্বার্থেরই এটা পরিপূরক। লেনিন বলেছিলেন: "আমাদের শান্তি নীতি বিশ্বের গরিষ্ঠ জনগণের দ্বারা অনুমোদিত।" (৩১)

একটা শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি ভূমণ্ডলের গরিষ্ঠ ব্যাপক জনসংখ্যাকে কমিউনিজমের সপক্ষে জয় করার হাতিয়ার। এটা ধারণাগুলিকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে যা ছাড়া কোন সাফল্যজনক বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়া সম্ভব নয়।

সংঘাত সৃষ্টি করা দূরে থাকুক এই নীতি কার্যতঃ যার ওপরে জাতিতে জাতিতে সংঘাত সৃষ্টি করে সেই ভিত্তিকেই নির্মূল করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। ১৯২২ সালে লেনিন এই ধারণাটি পরিস্ফুট করেন, তখন তিনি লেখেন: "বিভিন্ন জাতির স্বার্থের প্রতি নজরদান সংঘর্ষের ভিত্তিকে যে অপসারিত করতে পারে, পারস্পারিক অবিশ্বাসকে যে দূর করতে পারে কোন ষড়যন্ত্রের ভয়কে যে দূর করতে পারে আর যে সেই আস্থা সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষতঃ ভিন্ন ভাষাভাষী শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে যা ছাড়া মানুষের মধ্যে কোন শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক একেবারেই হ'তে পারে

৩১। ঐ, ৩৩ খণ্ড, পৃ ৩১০

না বা আজকালের সভ্যতার পক্ষে মূল্যবান যা কিছু তার সাফল্য-জনক বিকাশ যে হতে পারে না, আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় দিয়েছে।" (৩২) সন্দেহ নেই যে সাম্রাজ্যবাদ এই অবিশ্বাসকে বাড়াতে, আর এমন একটা জায়গায় ঠেলে নিয়ে যেতে সচেষ্ট যেখানে একটা সশস্ত্র সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। সমাজতন্ত্রী বৈদেশিক নীতি এই নীতিকে বাধা দিচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতিতে একটা নতুন ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে: পুঁজিবাদের ঔরস-জাত এবং পালিত জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাসকে নির্মূল করার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাজ করে চলেছে এবং যেটা আধুনিক সভ্যতায় খুবই মূল্যবান তারই সাফল্যজনক বিকাশের রাস্তা খুলে দিয়ে জাতিগুলির মধ্যে বিবাদের ভিত্তিটাকেই অপসারিত করার চেষ্টা করছে। সমাজ-তান্ত্রিক বৈদেশিক নীতির এটা একটা প্রধান দিক।

একদা শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে আসা শান্তি নীতি, বৈদেশিক নীতি সকল হাতিয়ার ব্যবহারকারী এবং বিশ্বে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের মনে শান্তির আকাঙ্খার সমর্থন-কারী একটি মহান সমাজতান্ত্রিক শক্তির রাষ্ট্রনীতি হ'য়ে দাঁড়ালো। অক্টোবর বিপ্লবের সহগামী শান্তির জন্য সংগ্রামের ইতিহাসে বিরাট মোড় ঘোরার গুরুত্বটি এখানেই আছে।

বিপ্লবের পরদিন, ১৯১৭-এর ৮ই নভেম্বর লেনিন সারা রাশিয়ার সোভিয়েটগুলির দ্বিতীয় সম্মেলনে ভাষণ দিলেন এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি চালু করলেন। বিশ্ব রাজনীতির প্রধান বিষয়টিকে তিনি যার মধ্যে আলোচনা করলেন সেই নবীন সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁর প্রথম বৈদেশিক নীতির সম্বন্ধীয় ভাবণের সিদ্ধান্তে এসে যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়ে—তিনি ঘোষণা করলেন: "সব জায়গাতেই সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং সেইজন্তেই আমরা যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে লোকেদের হস্তক্ষেপ করাতে সাহায্য করবো। আমরা, অবশ্যই, কাটছাঁট ও

৩২। ঐ, ৩৩ খণ্ড, পৃ ৩৮৬

স্বায়ত্তশাসন ছাড়াই আমাদের শান্তির কর্মসূচীর গোটা বিষয়টার ওপর জোর দেব। আমরা তা থেকে পিছিয়ে যাব না; কিন্তু আমরা আমাদের শত্রুদের একথা বলবার সুযোগও দেবো না যে তাদের পরিস্থিতি আমাদের থেকে পৃথক এবং সেইজন্যেই আমাদের সঙ্গে কথা বলা মূল্যহীন। না আমরা ওদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করব এবং আমাদের শর্তগুলিকে চূড়ান্ত শর্ত হিসাবে উপস্থিত করবো না।" (৩৩)

এই কথাগুলি দিয়েই বিপ্লবের এই মহান রণনীতিবিদ্ সোভিয়েট রাষ্ট্র অনুসৃত বিপ্লবী বৈদেশিক নীতির মূলনীতিকে সূত্রায়িত করেছিলেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, যেমন লেনিন দেখেছিলেন, সেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে জনগণকে ছিনিয়ে এনে আমাদের পক্ষে আনা। এর কাজ ছিল জনগণকে ধোঁকা দেওয়াতে এবং তাদের বুর্জোয়াদের পেছনে রেখে দেওয়ার জন্য সোভিয়েট বৈদেশিক নীতিকে ব্যবহারের সুযোগ থেকে শত্রুকে বঞ্চিত করা।

এইখানে এটা মনে না করে পারা যায় না যে ১৯৫০-এর দশকে সাম্রাজ্যবাদীরা মিথ্যা প্রচারের সাহায্যে পুঁজিবাদী দেশের বিরাট সংখ্যক জনগণকে বোঝাতে পেরেছিল যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই কারণ ইতিহাসের চাকা যে অপ্রতিহত গতিতে যুদ্ধের দিকেই এগিয়ে যায় একথা বিবেচনা করেই নাকি ওটা একটা হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপার। কমিউনিষ্ট পার্টি এবং সোভিয়েট সরকার সাম্রাজ্যবাদের এই মিথ্যা ধারণাকে পরাভূত করেছিল এবং পুঁজিবাদী দেশের ব্যাপক মানুষের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে জয় করার জন্য কাজ করেছিল। অষ্ট্রিয়ার সন্ধিচুক্তি (১৯৫৫) সই করার সঙ্গে, যুক্তরাষ্ট্র সহ বহু পুঁজিবাদীদেশের সঙ্গে ধাপে ধাপে বায়ু, জল ও মহাকাশে আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার জন্য মস্কোচুক্তি সহ স্বাভাবিক, সুপ্রতি-

৩৩। ঐ, ২৬-খণ্ড, পৃ ২৫২

বেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করে পুঁজিবাদীরা যেটা সমাজতান্ত্রিক দেশের চারপাশে গড়ে তুলেছিল সেই মিথ্যা ও অপবাদের প্রাচীরকে ধুলিসাৎ করে তারা পুঁজিবাদী দেশের ব্যাপক জনগণের মধ্যে একটা টান সৃষ্টির কাজ করেছিল। পুঁজিবাদী দেশের জনগণের মনে এই পরিবর্তনের গুরুত্বকে কোনমতেই অতিরঞ্জিত বলা যায় না। এটা সাম্রাজ্যবাদীদের বহু বছরের প্রচার প্রচেষ্টাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে আগ্রাসক ও সুপ্রতিবেশীসুলভ এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে অনিচ্ছুক বলে অভিযুক্ত করে ১৯৪০-এর দশকের শেষে ও ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে কমিউনিষ্ট ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে তাদের লড়াইতে নিজেদের জন্য যে সুবিধাজনক অবস্থান তৈরী করেছিল তা থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের বঞ্চিত করেছিল।

নানা উপলক্ষে বিরোধীমনস্ক ব্যক্তিরা বা বিভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই মর্মে বিবৃতি দিয়ে থাকে যে সোভিয়েটের বৈদেশিক নীতির বিপ্লবী চরিত্রটা নাকি চরমপত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরন্তর আপোষহীনতা এবং সোচ্চার বুলি কপচানো দিয়ে গড়ে উঠবে। সোচ্চার "বামপন্থীদের" জবাবে লেনিন বলেছিলেন: "আমরা অবশ্যই সরকারগুলিকে আমাদের আপোষহীন মনোভাবের আড়ালে আশ্রয় নেবার সুযোগ দেব না বা দেওয়া উচিত নয় এবং কেন তাদের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে পাঠানো হ'চ্ছে সেটা জনগণের কাছ থেকে লুকোবোও না। এটা একটা ক্ষুদ্র ফোঁটা কিন্তু এই ফোঁটাটিকে আমরা ছাড়বোনা যেটা বুর্জোয়া রাজ্যজয়ের পাথরটাকে ক্ষইয়ে দেবে। একটা চরমপত্র আমাদের বিরোধীদের অবস্থানকে সহজতর করে দেবে। কিন্তু আমরা সকল শর্ত লোকেদের জানিয়ে দেবো। আমাদের শর্তেই আমরা সমস্ত সরকারের মোকাবিলা করবো এবং তাদের নিজেদের জনগণের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করবো।" (৩৪)

৩৪। ঐ, পৃ ২৫৫

ইতিমধ্যে যে কৌটাটি বুর্জোয়াদের আগ্রাসীতাকে ক্ষইয়ে দিচ্ছিল সেটা লেনিনবাদভিত্তিক শক্তিশালী সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির তরঙ্গের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। লোকেদের স্বার্থের যেটা পরিপূরক, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে যেটা সমাবেশ ও ঐক্যবদ্ধ করে, প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী চক্রের চালকে লোকের আশা আকাঙ্ক্ষার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করে সেই প্রকৃত বৈদেশিক নীতির কর্মসূচীর দক্ষ সূত্রায়ণ এবং প্রয়োগে লেনিন যা বলেছিলেন তার সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এই ধরনের কর্মসূচীকে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ করার অর্থ কার্যতঃ লোকেদের যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে মানুষদের হস্তক্ষেপ করতে সাহায্য করা, এবং আন্তর্জাতিক মূল প্রশ্নগুলির সমাধানে গণতান্ত্রিক শক্তি-গুলির প্রভাব বিস্তার করাব সুবিধা করে দেওয়া।

আমাদের কালে, গুরুত্বসম্পন্ন কোন ব্যাপার জনগণের মতামতের দ্বারা পরীক্ষিত হ'য়ে থাকে। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিজ্ঞরাও তিক্ততার সঙ্গে স্বীকার করে যে গুপ্ত কূটনীতির যুগ চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির নানারকম ছলচাতুরি সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বৈদেশিক নীতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'চ্ছে। বিশ্বের সমস্ত বিচার্য বিষয়ে দুটি লাইন রয়েছে; সেই কারণেই জনমত সমাজতান্ত্রিক দেশের মতামতকে ওজন করুক এবং মূল্যায়ন করুক আর সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত লাইনের সঙ্গে তুলনা করুক। লেনিনের পরিকল্পনা ছিল সোভিয়েটের প্রস্তাব নিয়ে, আন্তর্জাতিক সমস্যার মোকাবিলার জন্য সোভিয়েটের প্রকল্প নিয়ে সমস্ত সরকারের মুখোমুখি দাঁড়ানো আর এই পরিকল্পনা নিরন্তর পূর্ণ হ'চ্ছে এবং ফলপ্রসূ হ'য়েছে। এই উদ্দেশ্যে সোভিয়েট সরকার ইউ, এনের মঞ্চকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে।

বিশ্বের মূল বিচার্য বিষয়গুলির সমাধানে জনগণের হস্তক্ষেপে সাহায্য করা দরকার এ কথায় বিশ্বাস করে লেনিন গুপ্ত কূট নীতির বিরুদ্ধে

তাঁর লড়াই চালান। সেই সঙ্গে সোভিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে লেনিন সোভিয়েট কূটনীতির সাধারণ লাইনের ইঙ্গিত দেন: "কমরেডস, আরেকটি বিষয় রয়েছে যেদিকে আপনাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। গুপ্ত চুক্তিগুলোকে প্রকাশ করে দিতে হবে। রাজ্য সংযোজন এবং দায়বদ্ধতার ধারাগুলি বাতিল করে দিতে হবে। কমরেডগণ, নানারকমের উপধারা রয়েছে—আপনারা জানেন আক্রমণকারী সরকারগুলি লুটের জন্য শুধু নিজেদের মধ্যেই চুক্তি করেনি, অধিকন্তু নিজেদের মধ্যে তারা অর্থনৈতিক চুক্তি এবং সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের চুক্তিও অন্তর্ভুক্ত করেছে।" (৩৫) উপসংহারে তিনি জোর দিয়ে বলেন: "আমরা লুঠ ও বলপ্রয়োগের সমস্ত উপধারাকে বর্জন করছি আর সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক ও অর্থনীতিগত সম্পর্ক সম্বলিত ধারাগুলিকে স্বাগত জানাবো, এগুলোকে আমরা বর্জন করতে পারি না।" (৩৬) সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতি লুঠ এবং বলপ্রয়োগের সমস্ত চুক্তিকে বর্জন করে, ঐ ধরনের চুক্তির বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে তার বিপরীতে সুপ্রতিবেশীসুলভ ও অর্থনৈতিক চুক্তিকে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নতুন দিক চিহ্ন স্থাপিত করেছে। এটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটা প্রকৃত বিপ্লব।

লেনিনের এই বিবৃতি সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অন্যদিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করার নীতি এবং তীব্র আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করে যাতে সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করা যায় বা আত্মস্বার্থের লক্ষ্যে ঐ ধরণের বাহিনীকে ব্যবহার করার ভয় দেখানো যায়—এটাই সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের "স্বাভাবিক" বিদেশ নীতির নির্গলিত অর্থ।

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভবে, রাষ্ট্রের শক্তি সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের মত এবং তাদের বিদেশ নীতির ইজ্জৎ নেই, বুর্জোয়া

---

৩৫। ঐ
৩৬। ঐ

নীতির বুনিয়াদ, 'শক্তির অবস্থান থেকে' নীতির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের এই নীতি সমাজতান্ত্রিক দেশের বিদেশ নীতির বিপরীতে দেখানো হচ্ছে।

## আজকালের সামাজিক চিন্তা এবং যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন

পাশবিক শক্তির ওপর যেটা নির্ভর করে আর চরমপত্র ও হুকুমজারী করা যার অভ্যাস সেই বুর্জোয়া কূটনীতির অতি পরিচিত পথে সোভিয়েট রাষ্ট্রও চলবে এই প্রস্তাবকে লেনিন সরাসরি নাকচ্ করে দেন। লেনিন বলেছিলেন যে রাষ্ট্রের শক্তি ও নীতি নিয়ে দুটো নীতি আছে—বুর্জোয়া ও সমাজতন্ত্রী। তিনি দেখিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তি সম্বন্ধে বুর্জোয়া ধারণাটা মিথ্যা এবং সত্যিকারের শক্তিটা কোথায় আছে তা ব্যাখ্যা করেন। "বুর্জোয়া ধারণানুযায়ী যখন লোকেরা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতি আনুগত্যে বধ্যভূমিতে অন্ধের মত যায় সেখানেই শক্তি। বুর্জোয়ারা স্বীকার করে যে রাষ্ট্র তখনই শক্তিশালী যখন সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্যে জনগণকে বুর্জোয়ারা যেখানে ছুঁড়ে ফেলতে চায় সেখানে ফেলে দিতে পারে। শক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা অন্য। আমাদের ধারণা হ'ল রাষ্ট্র তখনি শক্তিশালী যখন জনগণ রাজনীতি সচেতন। যখন জনগণ সব কিছু জানে, সব জিনিস সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারে এবং সব কিছুই সচেতনভাবে করতে পারে তখনই এটা শক্তিশালী" (৩৭)

বিশ্ব রাজনীতি এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে রাষ্ট্র তার শক্তি প্রয়োগ করে, এটাই বুর্জোয়াদের মত। ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীতে ব্যাখ্যাত বিশ্ব রাজনীতি সম্বন্ধে বুর্জোয়া মতবাদের ইতিহাসে দুটো স্তর দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তরটা একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তর

---

৩৭। ঐ

যেটা "শক্তির ভারসাম্য" তত্ত্বের অবিভক্ত তত্ত্বের আধিপত্যের দ্বারা চিহ্নিত। এই তত্ত্ব অনুসারে বিশ্ববিন্যাস সমগ্রতঃ শক্তির ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, প্রধানতঃ বৃহৎ শক্তির মধ্যে। যা কিছু এই ভারসাম্যকে উল্টে দিতে চেষ্টা করে এ শক্তির বা ও শক্তির সুবিধার জন্যে তাতে মারাত্মক বিপর্যয় সুপ্ত থাকে। এই ভারসাম্য যাতে উল্টে না যায় তার জন্য বিশ্ব রাজনীতি এবং কূটনীতি এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য তার আওতাভুক্ত সমস্ত কিছুকেই ব্যবহার করবে। যুদ্ধ ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করারও উপায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে "শক্তির ভারসাম্য তত্ত্ব" ১৯শ শতাব্দীর মধ্য ভাগের প্রত্যক্ষবাদী সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমি আগেই "স্পেন্সারের সমাজতত্ত্বের" ভারসাম্য "তত্ত্বের" কথা উল্লেখ করেছি। বাস্তবিকই, তিনি এটাকে সমাজ সমূহের এবং আন্তর্জাতিক সম্পার্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। স্পেন্সারের মত অনুসারে সমরবাদ থেকে শ্রমশিল্পবাদে পরিবর্তন মানুষ এবং জাতিসমূহের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে। (৩৮) সাম্রাজ্যবাদের যুগে দেখিয়ে দিচ্ছে এই প্রত্যক্ষবাদী নক্সা কত ভুল। "শ্রম শিল্পবাদ" সমর-বাদকে নির্মূল করার জন্য কিছুই করে নি বরং বিপরীত ভাবে একে শেষ সীমায় নিয়ে গেছে।

সাম্রাজ্যবাদী পর্বে যেটা আরও তীব্র, পুঁজিবাদের সেই অসম বিকাশ এবং বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে লুঠেরাদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম ঐ তত্ত্বের ইজ্জৎ ঢিলে করে দিয়েছে এবং বিশ্বরাজনীতি বুর্জোয়া নীতির মত-বাদে একটা নতুন স্তর সৃষ্টি করেছে। এটা শক্তির ধারণার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বা অন্য কথায় বললে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে খেয়ালখুশী মাফিক কাজ। "শক্তি" তত্ত্বের অন্যতম প্রাথমিক ভাষ্য হ'ল 'ভৌগোলিক রাজনীতি' যেটা বিশ্বের রাজনৈতিক মান-চিত্রকে "শক্তি কেন্দ্র সমূহের" সমাবেশ এবং শক্তি সমূহের

৩৮। এইচ্., ই, বার্নেস এণ্ড এইচ্., বেকার, সোস্যাল থট্ ফ্রম লোর টু সায়েন্স, ১ম খণ্ড, ওয়াশিংটন, ১৯৫২, পৃ ৬৬৮

লাইন" হিসাবে, বা এই সব "কেন্দ্র" থেকে বহির্গত সম্প্রসারণের লাইন হিসাবে উপস্থিত করার জন্য ভৌগোলিক নিসিক্তবাদের কিছু দিককে ব্যবহার করেছিল। পৃথিবীতে আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকে যদি একটি শক্তির চূড়ান্ত আধিপত্য থাকে এইটা দেখাবার জন্য আরেকটা তত্ত্ব বানানো হ'লো কারণ তাহ'লে অন্যান্য রাষ্ট্র বাধ্য হ'য়ে তার পরম শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নেবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসের একটা পর্যালোচনা করা হ'লো এবং উপসংহার থেকে দেখা গেল যে নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর ইয়োরোপের শান্তি চূড়ান্তভাবে নির্ভর করছিল ব্রিটেনের চরম শ্রেষ্ঠত্বের ওপর যার ফলে জার্মানী যখন সেই শ্রেষ্ঠত্বকে মহাদেশে খর্ব করে দিল তখনও প্রথম মহাবিশ্বযুদ্ধের বিশৃঙ্খলার মধ্যে এটা পিছলে চলে গেল। রোমান সামাজ্যে যে "প্যাক্স রোমানা" আওতায় কেবল যেমন রোম্যান লিজিয়নই সর্বত্র সশস্ত্র শান্তির দ্বারা অবাধ্যদের বশীভূত করে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করার অধিকারী ছিল, তেমনি এ তত্ত্বটাও ঐ তত্ত্বেরই রকমফের। এটা দেখতে পাওয়া যায় যে এই তত্ত্বটাও বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য উদ্দিষ্ট লক্ষ্যেরই মতাদর্শগত প্রকাশ। বিশ্বে আধিপত্যের দাবী ব্রিটেন, নাজী জার্মানী এবং তারপর যুক্তরাষ্ট্রের যেসব বুর্জোয়ারা করেছিল যাদের মধ্যেই বহু মতাদর্শীরা এই তত্ত্বের স্তাবক ছিল তাদের মধ্যেই কোন না কোন রূপে এই তত্ত্ব গৃহীত হয়েছিল।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাব এবং সংহতি বিশ্ব আধিপত্যের দাবীদার এই সমস্ত তত্ত্বের ওপরে বিধ্বংসী আঘাত হানলো। তৎসত্ত্বেও, বিশ্ব রাজনীতিতে লুণ্ঠন ও মুষ্টি যুদ্ধের প্রবক্তাদের অস্ত্র ত্যাগের কোন ইচ্ছাই ছিল না। বরং তারা ঘোষণা করলো যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও গোটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের লড়াইয়ের পক্ষে "শক্তির" নীতিটা সুবিধাজনক, এই কথাটাই জন ফস্টার ডালেস অবিরাম বলে যাচ্ছিল। "কমিউনিষ্ট শঙ্কার"

আবাড়ে গল্পটি "শক্তি নীতির" স্থপতিদের সাহায্য করেছিল। কিন্তু পুঁজির কাছথেকে মুক্ত হস্তের প্রদত্ত বেতন পেয়ে কয়েক দশক ধরে বুর্জোয়া মতাদর্শীরা বলে যাচ্ছিল যে সাম্রাজ্যবাদ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ঐতিহ্যের রক্ষক। ঐটি ছিল মিথ্যা আওয়াজ যার তলায় দাঁড়িয়ে ইউ, এস, এস, আর এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালানো হচ্ছিল। সত্যিই, এই উদ্দেশ্যে যে পদটাকে সৃষ্টি করা হ'লো সেটা হ'ল 'মুক্ত দুনিয়া'। জলদস্যুদের কেতাব থেকে একটা পাতা নিয়ে এবং ধার করা একটা পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে জাহাজ ভাসানোই এর উদ্দেশ্য ছিল: ওরা দাবী করলো যে ওরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের দাবীদার। তারা অন্যদের কিছু ধ্যান ধারণা ধার করে একটা ভাবাদর্শের পর্দা খাটানোর চেষ্টা করলো এবং উপযুক্ত উপলক্ষ উপস্থিত হ'লে ১৮শ শতাব্দী কিছু মার্কিনী মতদর্শীর ধারণা থেকে উদ্ধৃতিও দিতো। একালের সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শীদের জাল জাতকপত্র তৈরী করা আর অতীতের প্রগতিশীল বুর্জোয়া নেতাদের বংশধর বলে চালানোর চেষ্টা করাই এর উদ্দেশ্যে ছিল। ওটা ছিল লড়াইয়ের ভান, মধ্যম ও পাতিবুর্জোয়াদের কিছু অংশকে আর যারা বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাবের আওতায় কাজ করে তেমন কিছু শ্রমিকশ্রেণীর অংশকে দলে টানার প্রচেষ্টা। কিন্তু কোন "ভদ্র" পারিবারিক বৃক্ষকে প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণার সপক্ষে কিনে নেওয়া যায় না কারণ ধ্যান ধারণারও নিজস্ব বংশ লতিকা আছে, তাকে কৃত্রিমভাবে বানিয়ে নেওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে, সেটা করা যায় যদি সমস্ত গ্রন্থাকারগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া যায় এবং মানুষের স্মৃতিকে মুছে দেওয়া যায়।

উদীয়মান বুর্জোয়াদের মতাদর্শীরা যেসমস্ত ধ্যানধারণার ব্যাখ্যা করেছিলেন তা আজকের সাম্রাজ্যবাদীদের উপস্থিত ধ্যানধারণার বিপরীত। জনগণের বিপ্লবে অধিকার ঘোষণা ১৮শ শতাব্দী দেখেছিল আর আমেরিকার বিপ্লবের নেতারা তাঁদের রচনায়

অন্ততঃ এটুকু বলেছিলেন। তাঁরা ঐ অধিকারের সপক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অন্যান্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে মুছে দেবার জন্য সামন্ততান্ত্রিক—নিরঙ্কুশ প্রতিক্রিয়াবাদীদের নানা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন। উত্তর আমেরিকার মুক্তি যুদ্ধের একজন অগ্রগণ্য নেতা, ১৮০১ থেকে ১৮০৯ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন লিখেছিলেন যে যখন লোকেরা নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারের হাতে কষ্ট পায় তখন "...এই ধরনের সরকারকে উপড়ে ফেলা এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য নতুন প্রহরীর বন্দোবস্ত করাই তাদের অধিকার এবং তাদের কর্তব্য। নতুন সরকার স্থাপন এমন নীতির ভিত্তিতে করতে হবে, এবং তার ক্ষমতাকে এমনরূপে সংগঠিত করতে হবে যেন এটা মনে করা যেতে পারে যে তারা তাদের নিরাপত্তা এবং সুখের জন্য কাজ করবে" (৩৯)—জনগণের এই অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি ১৮শ শতাব্দী ভবিষ্যতদর্শী রাজনৈতিক নেতারা দিয়েছিলেন। জনগণের সর্বভৌমত্বের ওপর জোর দিয়ে, প্রত্যেক মানুষের নিজের ব্যাপার নিজে বন্দোবস্ত করার অধিকার এবং সুখ ও নিরাপত্তা খোঁজার অধিকারের ওপর জোর দিয়ে টমাস জেফারসন ঠিক ঐ কথাটিই লিখেছিলেন। বাস্তবিক নিরাপত্তা কথাটার তলায় দাগ দিতে হবে কেননা যদি নিরাপত্তার জন্য দাঁড়াতেই না পারে তবে কোন জাতিই সার্বভৌম হ'তে পারে না। নিরাপত্তা ছাড়া কোন সুখও আসতে পারে না। ঐ দূর অতীতে বুর্জোয়া মতাদর্শীরা যুক্তিশাস্ত্রের দ্বারাই পরিচালিত হ'য়েছিলেন, পল্লবগ্রাহী যুক্তিতে নয়। একালের সাম্রাজ্যবাদের মতদর্শীরা বাক্‌চাতুর্যের জাল বিস্তার করে যুক্তিশাস্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়, আগ্রাসক চাল চলনের বিরুদ্ধে নিজেদের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করায় তাদের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করতে চায়। তাদের লক্ষ্য সুস্পষ্ট : যখন সেটা

৩৯। টমাস জেফারসন—দি লাইফ এণ্ড সিলেকটেড রাইটিংস, নিউইয়র্ক', ১৯৪৪, পৃ, ২২

'ঘটবে, জনগণের সার্বভৌমত্ব হবে অলীক।

আমাদের কালে যে সামন্ত রাজা ও নিরঙ্কুশ সম্রাটদের বিরুদ্ধে একদা বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই করেছিল তারা এখন ফিনান্স পুঁজির রাঘববোয়ালদের কাছে নতি স্বীকার করেছে —যারা এখন আন্তর্জাতিক বিবাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই প্রক্রিয়া আরও গভীরে ও দূরে বিস্তৃত হ'য়েছে। তাদের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামে প্রগতিশীল শক্তিদের এই প্রক্রিয়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা এবং কেমন করে প্রতিক্রিয়ার এই কালো তরঙ্গটি ফিনান্স পুঁজির রাঘববোয়ালদেরকে জংলী সামন্তরাজা ও নিরঙ্কুশ সম্রাটদের প্রবক্তাদের দ্বারা একদা একটা অধিকৃত স্থানে স্থাপিত করলো, জনগণকে সেটা দেখিয়ে দেওয়া কর্তব্য। ত্রোপ্পাউতে পবিত্র মৈত্রীর কংগ্রেসে কোন ধারণাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল? যারা ওখানে মিলিত হ'য়েছিল তাদের কেবল বর্মসজ্জিত ঘুঁসির "আইনের" প্রতিই শ্রদ্ধা ছিল, যে আইনটাকে সামন্তরাজারা আন্ত-র্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানতেন। প্রতিক্রিয়ার নেতারা জবরদস্তি শক্তি প্রয়োগের অনিবার্যতাকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। তার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে "বাজপাখীরা" ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলরা আর নতুন কিছুই উদ্ভাবন করে নি। টমাস জেফারসন যে সামন্ত রাজা ও নিরঙ্কুশ সম্রাটদের শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'য়েছিলেন নিছক তাদেরই কাছ থেকে রাজনৈতিক মতামতগুলোকে ওরা ধার করেছে। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাসকে নিয়ে এই ধরনের একটা বিশিষ্ট ঘটনার দলিল আছে। তাঁকে ফ্রান্সের ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারীর ঘটনা বলা হ'লে তিনি প্রহরী অফিসারদের দিকে তাকিয়ে বললেন "মহোদয়গণ! অশ্বারূঢ় হউন! ফ্রান্সে একটি প্রজা-তন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে!" তবে, প্রথম নিকোলাসের অশ্বারোহীরা ফ্রান্সের ধাবমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পদ দলিত করতে সমর্থ হয় নি।

বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দূর অতীতের প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণার পুনরুজ্জীবন করা বিপজ্জনকভাবে পাগলামী। বিপ্লবী

জনগণের ব্যাপারে পবিত্র মৈত্রীর হস্তক্ষেপের 'অধিকার' তত্ত্বের পুনরুজ্জীবনের যে কোন প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী বিরোধের আশঙ্কায় ভরা। সামন্ততান্ত্রিক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার নেতারা অতীতে কখনও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ঘটানোর কারণের সম্মুখীন হয়নি। আর এটাই অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। তার ওপর তখন বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ অগ্রগামী চিন্তার মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ বা সংহত ছিলেন না আর কোন খানে বিপ্লবী আন্দোলন হ'লে প্রতিক্রিয়াশীলরা তাকে দমন করার প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করতো এবং কোন জাতির সার্বভৌম অধিকার লঙ্ঘন করে পার পেয়ে যেত।

আজকের পরিস্থিতি একেবারেই পৃথক। অন্য জাতির সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করার পুরাতন আওয়াজের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের যত প্রেমই থাকুক না কেন তাদের বিরত হ'তেই হবে। ঐ সব লুঠেরা আওয়াজের মেজাজে বিশ্ব রণাঙ্গনে কোন কাণ্ড ঘটালে, বিরোধ লেগে অনিবার্যভাবে সারা বিশ্বে বিরোধী শক্তি অর্গলমুক্ত করবে ও জনমত জাগিয়ে তুলবে।

ঘটনাক্রমে যখন ইয়োরোপে পবিত্র মৈত্রীর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তখনও ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনায়কেরা ত্রাপ্পাউ এর ধারণাগুলিকে গ্রহণ করার ঝুঁকি নেয় নি। তখনকার ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্রী সতর্কভাবে ঘোষণা করে যে "সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এবং সকল দেশে অন্যান্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে পবিত্র মৈত্রীর পক্ষে আরেকটা তত্ত্বকে আগাম ধরে বসে থাকার বাধ্যবাধকতা অনুমোদন যোগ্য নয়।" (৪০) সংযমটা দুর্বল হ'লেও এগুলি জনমতের মুখোমুখি দাঁড়ানোর ওদের আশঙ্কার কিছুটা ইঙ্গিত বটেই।

এখনকার বুর্জোয়া মন্ত্রীদের প্রাচীন পূর্বসূরীরাও আশঙ্কিতভাবে সমকালীন জনমতের বিবেচনা করতে বাধ্য হতেন। আজকের জনমতের অর্থ পুঁজিবাদী দেশের লক্ষ লক্ষ সংগঠিত শ্রমিক, যার

৪০। এ, ডেবিডওর, হিষ্টোরী দিপ্লোমেটিকে দে লে উরোপে, ১ম খণ্ড, প্যারিস, পৃ. ১৫০

সদস্যরা যুক্তির ভাষায় কর্ণপাত করেন এসব দেশের সেই বুদ্ধিজীবীরা, যেখানে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে উপলব্ধি আছে সেই সব দেশের পাতিবুর্জোয়া অংশ যারা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, সেই সব দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আর যার মতামত আন্তর্জাতিক ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সেই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে।

বিজয় লাভ না করেও সামন্ত প্রভুরা আর একচ্ছত্র সম্রাটরা যুদ্ধের উস্কানি দিতো। পুরনো ভূমিদাস মালিকানার ইয়োরোপে এই সব বিরোধ শেষ পারিণামে সামন্ততন্ত্রকে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবাদকে খর্ব ও ধ্বংস করতো। এখনকার দিনের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক বিরোধের উস্কানি দিয়ে বেশী লাভবান হবে না।

এমন একটা সময় এসেছিল যখন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্ট জে, এফ, কেনেডি এই স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদের শক্তি এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তি মোটামুটি সমান। আর একচেটিয়ারা যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ঠিকাদারী করছে আর সমরবাদীচক্র অস্ত্র সজ্জা বৃদ্ধির যে উস্কানি দিয়ে চলেছে, বিশ্বব্যাপারে "শক্তির" নীতি এবং তার অনুপূরক কূটনৈতিক যে লাইন চলেছে তা সবই সেই বাধার সম্মুখীন হ'চ্ছে এবং তার গুরুত্ব বেড়েই চলেছে।

অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীল সমরবাদী সাম্রাজ্যবাদী চক্র সবরকমে সমাজতন্ত্রী দেশের শান্তিপূর্ণ বিকাশকে বানচাল করার চেষ্টা চালাচ্ছে কারণ পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় জিতবে এ বিষয় তারা নিশ্চিত নয়।

সে যাই হোক, ১৯শ শতাব্দীতেই তাত্ত্বিকরা প্রমাণ দিয়েছিলেন যে যুদ্ধের সাফল্যের জন্য মূল জিনিস দরকার সেটা হ'ল রাজনৈতিক লক্ষ্য ও ঐ লক্ষ্য অর্জনে প্রাপ্ত সামরিক উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য। এই ধারণার বিকাশ হ'য়েছিল জার্মান সামরিক তাত্ত্বিক ক্লজউইজের হাতে। ঐ সব সামরিক চক্র তাদের লুণ্ঠনকারী ও আগ্রাসক

মতবাদ ত্যাগ করেনি আর সামরিক শ্রমশিল্পের সবচেয়ে "শিকারী বাজ"রা সশস্ত্র শক্তি দ্বারা সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে নি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উৎপাদন শক্তির বর্তমান স্তর যে কোন শক্তিশালী ধ্বংসাত্মক অস্ত্র নির্মাণ সম্ভব করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আগ্রাসক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তার ব্যবহার দ্বন্দ্ব সম্ভাবনাপূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদের আণবিক অস্ত্রের একচেটিয়া নেই। সামরিক প্রযুক্তিগত অর্থে সোভিয়েট ইউনিয়ন পেছনে পড়া দূরে থাকুক সাম্রাজ্যবাদীদের চেয়ে এগিয়েই আছে। তাই এই ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনের কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না, বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই অস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্ভাবনাপূর্ণ।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের কাছে এই ধারণা ক্রমেই আসছে। সোভিয়েট সাংবাদিকের সঙ্গে খ্যাতিমান ব্রিটিশ ভাববাদী দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের আলাপ আলোচনার মধ্যে এটা প্রকাশ পেয়েছিল। এটা অধ্যাপক ওয়াল্ট রষ্টও-এর "দি ষ্টেজেজ অফ ইকোনমিক গ্রোথ" বইতে অদ্ভুত এক ভায়ের আকারে প্রদত্ত হ'য়েছে যেটা আণবিক অস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার হারানোর পরে সাম্রাজ্যবাদীরা যে অসম্ভব অবস্থায় পড়েছে তাকে চমৎকারভাবে দেখিয়েছে।

সে যাই হোক, "সামরিক পরিস্থিতি" বিষয়টির একটি দিক মাত্র। বিষয়টা এই যে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে পুঁজিবাদ সৃষ্ট সমরবাদ সাম্রাজ্যবাদের পর্বে চরমে উপনীত হয়ে গভীর সংকটের আবর্তে পড়েছে।

১৮৭৮-এ এঙ্গেলস তাঁর অ্যান্টি ডুরিং-এ লিখেছিলেন যে "বর্ম্ম-পাত সজ্জা আর কামানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই এমন একটা নিখুঁত অবস্থায় উন্নীত হ'চ্ছে যা তাকে উভয়তঃ সাংঘাতিক দুর্মূল্য এবং যুদ্ধে অব্যবহার্য করে তুলছে।" এঙ্গেলস সামরিক প্রযুক্তির বিকাশকে একটা "গতির দ্বান্দ্বিক নিয়মের ভিত্তিতে

সমরবাদ নিজের বিকাশের ফলে ধ্বংসোন্মুখী" (৪১) হিসাবে দেখেছিলেন।

সেই মুহূর্ত হাতের কাছে এসে গেছে। ধ্বংসের অস্ত্রগুলি "নিখুঁত মানে" উন্নীত হ'য়েছে যেটা সেগুলিকে আগ্রাসক, লুণ্ঠনকারী উদ্দেশ্যের পক্ষে অযোগ্য করে তুলেছে।

লুণ্ঠনকারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সহ ঝুঁকিই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে একটা বল্গাহীন হটকারিতায় পরিণত করবে।

তবে সমরবাদের পতন অবিলম্বে হবে না বা স্বতঃসিদ্ধও হবে না বরং আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘ একটা প্রক্রিয়া হবে। ধ্বংস থেকে সমরবাদকে বাঁচানোর জন্য এবং বিশ্বরাজনীতির অস্ত্রশালায় যেকোন মূল্যে ওগুলিকে রেখে দেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের দফায় দফায় চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এটাও চলছে। সেই সঙ্গে সমরবাদের ধ্বংসের জন্যও সংগ্রাম বেড়ে উঠছে।

তার আগ্রাসক নীতি সহ সাম্রাজ্যবাদ এমন একটা দ্বন্দ্বের পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে যে এই নীতি ব্যুমেরাং হ'য়ে ফিরে আসতে পারে, সেটা প্রকাশ পেয়েছে তথাকথিত ঠাণ্ডা যুদ্ধের মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সেই সমরবাদের নীতি বর্জন করে নি যেটা অস্ত্রের ঠিকেদারদের বিরাট মুনাফা জোগায়। অস্ত্র সরবরাহের ঠিকাদারিই বড় বড় একচেটিয়াদের, সরকারী অর্ডার সরবরাহের নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান ঠিকাদারদের হাতে বিরাট ক্ষমতা পুঞ্জীভূত করার চরম সুবিধাজনক পদ্ধতি। অস্ত্রের ব্যবসায়ে একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের অটল অবস্থান রয়েছে আর সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার সমগ্রনীতির ওপর এর বিরাট প্রভাব রয়েছে। উত্তম যুক্তিতেই ঠাণ্ডাযুদ্ধকে "যুদ্ধের কিনারায় ভারসাম্য রক্ষা" বলা হ'য়েছিল। ডালেস একে বুর্জোয়া রাষ্ট্র নেতৃত্বের নেতৃত্বপনার চরম বিকাশ বলেছিল। আসলে সাম্রাজ্যবাদ যে বন্ধগলিতে ঢুকেছিল এটা তারই প্রকাশ। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসক উপাদানগুলি একটা "তপ্ত লড়াই" বাধিয়ে বেরোবার পথ খুঁজছে

৪১। এফ, এঙ্গেলস, অ্যান্টি ডুরিং, মস্কো, ১৯৬৯ পৃ ২০৭-০৮

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ঠাণ্ডা মাথাওয়ালা রাষ্ট্র নায়করা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন যে এই লাইনটা উন্মত্ততা এবং আশাহীন। তবে, যারা অস্ত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত সেই প্রতিক্রিয়াশীল ও আগ্রাসক উপাদানগুলির ওপর শেষোক্তদের নির্ধারক প্রাধান্য নেই।

এই বদ্ধ গলি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হ'ল পুঁজিবাদী দেশের শাসক শ্রেণীর নীতির ওপর জনগণের প্রভাবকে নিবিড় করে তোলা। যত ব্যাপক চাপ বাড়বে ততই শাসক চক্র এটা মানতে বাধ্য হবে আর ততই শান্তিপূর্ণ প্রবণতা ওপরে উঠবে। বর্তমান যুগে যুদ্ধ পুঁজিবাদকে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখবার উপায় হ'য়ে উঠেছে। শান্তির জন্য সংগ্রাম পুঁজিবাদকে দুর্বল করার একটি উপায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বহু দেশের শ্রমিকশ্রেণী বুঝতে পেরেছিল যে পুঁজিবাদ সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে কৃত্রিমভাবে মজুরি দাসত্ব ব্যবস্থাকে যুদ্ধের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখতে চাইছিল। যুদ্ধ থেকে বৈপ্লবিক পন্থায় বেরিয়ে আসার জন্য একটা সংগ্রাম শুরু করা হ'য়েছিল আর মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মানবজাতি প্রকম্পিত হ'য়ে উঠেছিল। প্রায় ২৫ বছর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে বহু দেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে আবার লেনিনের কথার সত্যতা প্রকাশিত হ'ল, যার পরে বহু জাতি সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল ঝেড়ে ফেলেছিল। আজকে মানবজাতির এক তৃতীয়াংশ সমাজতন্ত্রের দিকে চলে গিয়েছে এবং নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হ'য়ে উঠেছে। সামাজিক চিন্তানায়করা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হ'লো: মানবজাতির এক তৃতীয়াংশ পুঁজিবাদের অন্ধ শক্তিকে নির্মূল করে, বিরাট সাফল্য লাভ করে, প্রকৃতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ও চমৎকার যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা সৃষ্টি করে সমাজ বিকাশের নিয়মকে নিয়ন্ত্রণ করছে আর সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও, পুরনো দিনের মতই, যখন তাদের ইচ্ছে তখনই মানুষকে বধ্যভূমিতে পাঠাতে সক্ষম। পরিণামে, কি এই রক্ত পিপাসুর দল

পুরনো দিনের মতই ভূখণ্ডের ওপর দাপাদাপি করে বেড়াবে। এটাই বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রিয়াকাণ্ডকে আরও সীমিত করার সম্ভাবনার প্রশ্ন উত্থাপন করলো কারণ পুঁজিবাদই আর আন্তর্জাতিক মল্লভূমে এক এবং একমাত্র প্রভু নয়।

এই মূল প্রশ্নে উত্তর জুগিয়ে দিয়েছে সি, পি, এস, ইউ-র ২০শ তম কংগ্রেস যা থেকে এই ধারণা উপস্থাপিত করা হ'য়েছে যে আমাদের কালে যুদ্ধ অনিবার্য নয় এবং যুদ্ধ এড়ানোর সম্ভাবনা বেড়েছে। সমাজতন্ত্রের বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হওয়া, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি, পুঁজিবাদী দেশে শান্তির সপক্ষে বেরিয়ে আসা সকল শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান চেতনা ও সংগঠন এবং জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের বৃদ্ধি— এসবই বিশ্বের পরিস্থিতিতে একটা বুনিয়াদী পরিবর্তন এনেছে। সি, পি, এস, ইউ-র ২০ তম কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এটা ঘোষিত হ'ল আর এটাই ছিল সি, পি, এস, ইউ-র ২১ তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ভিত্তি, যাতে বলা হ'য়েছিল যে সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের আগেও এবং পুঁজিবাদ একটা অংশে থেকে গেলেও সমাজ জীবন থেকে যুদ্ধকে বিলুপ্ত করার সত্যিকারের একটা সম্ভাবনা আসবে।

আমাদের কালে যুদ্ধ প্রতিরোধ করা ও শান্তি রক্ষা করা সম্ভব এই বিবৃতিটি ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সম্মেলনেও গৃহীত হ'য়েছিল।

পার্টির ২২ তম কংগ্রেসে সি, পি, এস, ইউ-র গৃহীত কর্মসূচীতে আমাদের কালে যুদ্ধ এড়ানোর সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটা বিশদ বিবৃতি রয়েছে। সেটা এই ঘটনা দিয়ে শুরু হ'য়েছে যে নতুন ঐতিহাসিক পর্বে ব্যাপক জনগণ আন্তর্জাতিক বিষয়ের সমাধানে এবং যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যার মোকাবিলায় সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করার দিকে ঝুঁকছে। "শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির, শান্তিকামী অসমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও শান্তির দাবীদার সমস্ত

শক্তির যৌথ প্রচেষ্টায় যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব। সাম্রাজ্যবাদের শক্তির ওপর সমাজতন্ত্রের শক্তির, যুদ্ধের শক্তির ওপর শান্তির শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের আগেই বিশ্বের একাংশে পুঁজিবাদ টিঁকে থাকা সত্ত্বেও সমাজ জীবন থেকে যুদ্ধকে নির্বাসন দেওয়া যাবে।" (৪২)

সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসক পরিকল্পনার বিপক্ষে এখন আর পুঁজিবাদী পরিবেষ্টিত একটি মাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ নেই—এখন আছে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বিরাট অর্থনৈতিক ও সামরিক বৈভব নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন শক্তিশালী হ'য়েছে এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। উপনিবেশের আকারে সাম্রাজ্যবাদের আর কোন পশ্চাদভূমি নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এশিয়াতে উপনিবেশবাদকে ভেঙ্গে পড়তে দেখা গেল আর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা আফ্রিকাতে ভেঙ্গে পড়লো, ল্যাটিন আমেরিকায় মুক্তি আন্দোলনও বিরাট সাফল্য লাভ করলো আর কিউবা সমাজতন্ত্রের পথ ধরেছে। পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকশ্রেণীর অনুগামীদের মধ্যে সংগঠনের বৃদ্ধি এবং উপলব্ধির মাত্রা এমন বেড়েছে যে সে বিরাট শান্তিপ্রেমী মানুষকে সমবেত করতে সমর্থ। যে সব রাষ্ট্র বিশ্বে শান্তির সপক্ষে দাঁড়িয়েছে তাদের সংখ্যা বাড়ছে।

যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য যারা পুঁজিবাদী দেশের অভ্যন্তরীণ জংলী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এবং ফ্যাসীবাদী শাসন, বিশেষতঃ পুঁজিবাদী দেশগুলির আশেপাশে কায়েম করার চেষ্টা সেই একচেটিয়াদের আগ্রাসক চক্র চালাচ্ছে, তারা শান্তির সংগ্রামের ফলে প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে। আজকে সামরিকীকরণ নীতিকে অনুসরণ করে খোলাখুলিভাবে আগ্রাসক ও চরম প্রতিক্রিয়াবাদী সাম্রাজ্যবাদী একনায়কত্ব কায়েম করার, কমিউনিষ্টদের গুপ্তভাবে কাজ করতে বাধ্য করার, প্রলেটারিয়েটদের রাজনৈতিক সংগঠন ভেঙ্গে দেবার আর প্রলেটারিয়েটরা পুঁজির বিরুদ্ধে বিরাট সংগ্রাম করে যা অর্জন

৪২। দি রোড টু কমিউনিজম, মস্কো, ১৯৬১, পৃ ৫০৫

করেছে সেই রাজনৈতিক সংগ্রামের সম্ভাবনাকে সংকীর্ণ ক'রে দেবার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছে। যারা বৈদেশিক শাসনের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলেছে সেই সব দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সঙ্গে এবং ঐ সব দেশের রাজনৈতিক সংগঠনকে বদলানোর চেষ্টার সঙ্গে এই নীতিগুলি বিজড়িত।

সশস্ত্র শক্তির উপর নির্ভর করে, যুদ্ধ প্রস্তুতির নীতি প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী চক্রকে, বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেবার সুযোগ দেয় এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সামান্য চিহ্নকেও নির্মূল করার, এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি যে ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে তাকে যথাসম্ভব সঙ্কীর্ণ করে দেবার অজুহাত সৃষ্টি করে।

যুদ্ধ প্রস্তুতির নীতির রাস্তা আটকে দেবার অর্থ পুঁজিবাদী সমাজে প্রগতিশীল শক্তির কাজ করার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা। আলোচনার মাধ্যমে অমীমাংসিত সমস্যাগুলির সমাধান যেটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের উত্তেজনা সৃষ্টির নানা রকম অজুহাত সৃষ্টির চেষ্টা এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের উস্কানি দেবার চেষ্টার সারমর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সাহায্য করে, এই নীতি সে উদ্দেশ্য সাধন করে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাযুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের পথে, পুঁজিবাদীদের দাবী অনুসারে, যে অলঙ্ঘনীয় বাধা আছে বলে বলা হয়, সারা বিশ্বের ব্যাপক নানা গোষ্ঠীর মানুষ তাকে ভেঙ্গে পড়তে দেখছে। চরম প্রতিক্রিয়াশীল একচেটিয়া পুঁজির চক্র এখনও আগ্রাসন নীতি আঁকড়ে আছে, এটা তাদের মতাদর্শগত ও রাজনীতিগত বিচ্ছিন্নতায় নিক্ষেপ করে।

পুঁজিবাদী দেশের বেশীরভাগ জনসংখ্যা যে মূল প্রশ্নের ওপর একচেটিয়াদের নীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে, সেটা হ'ল শান্তি বজায় রাখার প্রশ্ন, কারণ এই প্রশ্নের উপরই আগ্রাসক একচেটিয়াদের স্বার্থ আর পুঁজিবাদী দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের মধ্যে বিরোধ ঘটতে পারে এবং ঘটে।

এখনকার পরিস্থিতিতে, তাই শান্তির জন্য সংগ্রাম শুধু পুঁজিবাদী দেশগুলির একচেটিয়া আগ্রাসক পুঁজির উপাদানগুলিকেই বিচ্ছিন্ন করার সুবিধা দেয় না, অধিকন্তু বিশ্বের ক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ দেয়। শ্রমিকদের চারপাশে এই সমস্ত গণতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের জন্য জড়ো করার ধারণাটি স্পষ্টভাবে ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালের বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের গৃহীত দলিলে ছিল। এই দলিলের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রেখে এখনকার দিনের শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার সংগ্রামের প্রধান দিকটিকে সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচীতে এই কয়েকটি কথায় সুত্রায়িত করেছে: "শ্রমিকশ্রেণী তার প্রধান আঘাত হেনেছে পুঁজিবাদী একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে। একচেটিয়াদের সীমাহীন ক্ষমতাকে বিলুপ্ত করার মধ্যেই জাতির প্রধান প্রধান অংশের স্বার্থ নিহিত রয়েছে। একটা শক্তিশালী একচেটিয়া বিরোধী আন্দোলনের খর স্রোতের মাধ্যমে ফিনান্স গোষ্ঠীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে এটা ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব করে তোলে।" (৪৩) পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের চলতি সংগ্রামের মধ্যে বিদেশনীতি আর যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। পুঁজিবাদী দেশে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশকে একচেটিয়াদের আগ্রাসক নীতি থেকে ভাঙ্গিয়ে আনা এবং গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে একটি প্রচণ্ড একচেটিয়া-বিরোধী তরঙ্গে সমবেত করতে সাহায্য করাই কর্তব্য হ'য়ে উঠেছে।

বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে দমন করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া কর্তৃক সমরবাদ ব্যবহৃত হ'চ্ছে। সমরবাদ, বিশেষতঃ যে দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে দুর্বল সংযোগযুক্ত সেগুলির দখল বা অর্ধ দখল, যে ধরনের দখল করা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে রূপ নিচ্ছে সেটা ঐ সব দেশের মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতিকে স্তিমিত করে দেওয়ার দিকে ঝুঁকছে। বাস্তবিকই, অনেকগুলি ইয়োরোপীয় দেশে

৪৩। দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ ৪৮৩

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইঙ্গ-আমেরিকান সৈন্যবাহিনী মজুত রাখায় পশ্চিম ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক বিকাশ স্তিমিত ও জটিল হ'য়ে পড়েছিল। মনে করা যেতে পারে যে যুদ্ধোত্তর পর্বের শুরুতে ফ্রান্স ও ইটালির সরকারে কমিউনিষ্টরা ছিল। ইঙ্গ-আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভর করে এবং তারপরে পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে "মার্শালীকরণ"* চালু ক'রে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহ ইয়োরোপীয় মতামত এবং রাজনৈতিক জীবনের স্বাভাবিক গণতন্ত্রীকরণকে স্তিমিত করে দিয়েছিল।

এখন, সমরবাদের অবসান ঘটানো এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নিরস্ত্রীকরণ করতে বাধ্য করার কর্তব্যই গণতন্ত্রের নতুন উদীয়মান তরঙ্গের সামনে ইতিহাস উপস্থিত করেছে। আজকে বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনের সামনে এটাই অন্যতম প্রধান সমস্যা। সমরবাদের অর্থ পুঁজিবাদী দেশে বরাবর প্রতিক্রিয়া, "জরুরী আইনের" প্রচলন, আইনসঙ্গত রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে প্রগতিশীল শক্তির বিতাড়ন এবং কমিউনিষ্টদের গুপ্ত কাজকর্ম করতে বাধ্য করা। এর অর্থ নতুন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশে অবিরাম হস্তক্ষেপের চেষ্টা। খুব চোস্ত সামরিক কলাকৌশলের ফলে সমরবাদীরা আগের পর্বের যেসব বিশাল বাহিনীর সৈন্যরা শেষপর্যন্ত সত্যকে বুঝতে পারতো এবং বিপ্লবী সংগ্রামের ধ্যানধারণা গ্রহণ করতো তাদের চেয়ে শ্রমজীবী মানুষকে হত্যা করার জন্য আরও সহজেই অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। এই কারণেই নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব বাড়ছে আর প্রতিক্রিয়ার ওপর প্রগতির জয়ে, পুঁজিবাদী দেশে গণতান্ত্রিক নবীকরণে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জয়ের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই এটা জড়িত। ব্যাপক ও শক্তিশালী একচেটিয়া-বিরোধী তরঙ্গের পক্ষে এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রকৃত সম্ভাবনা আছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মধ্যবর্তী অংশকে প্রভাবিত করার ঐতিহাসিক

* মার্শাল পরিকল্পনা চালু করে—অনু

গুরুত্বকে দেখিয়ে দিয়েছে। মনে করা যেতে পারে যে, একচেটিয়া পুঁজির বুদ্ধিজীবীরা তাদের বাগাড়ম্বরের সাহায্যে এই অংশকে বিভ্রান্ত এবং সাময়িকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিল। সেই পর্বে বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন শ্রমিক-শ্রেণীর সংরক্ষিত সহযোগী মধ্য শ্রেণীকে একটা সোজাসুজি আওয়াজ ও সুস্পষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে জয় করে নেওয়ার জন্য বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল।

বিশেষতঃ এখন সমাজতন্ত্র যখন একটা বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, তখন সমাজতান্ত্রিক দেশের বিদেশনীতি যে কোন দেশের সামাজিক সংকটের সময় বাইরের হামলাকে এড়াতে সাহায্য করতে পারে।

আজকে, বিশ্বমুক্তির প্রক্রিয়ার বিকাশের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রশ্নটি, সর্বোপরি প্রতিবিপ্লব রপ্তানী প্রতিরোধ করা, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সামাজিক ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামরত জনগণকে সমর্থন এবং তাদের নিজেদের ভবিষ্যতকে নির্ধারণ করার অধিকারের প্রশ্ন। এটাই সোভিয়েটের বিদেশ নীতির প্রধান লাইন।

'স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত জনগণের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য পুঁজিবাদ প্রণোদিত উদ্ধত স্বভাব দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসই ইদানীংকালে সোভিয়েট বিদেশনীতির ইতিহাস। আগ্রাসকদের পরিকল্পনাকে বানচাল করে এবং তদ্দ্বারা মুক্তি প্রক্রিয়ার বিকাশকে এগিয়ে দিতে সোভিয়েট বিদেশনীতিই সাফল্যলাভ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগ্রামের কথা বিবেচনা করে প্রত্যেককেই এটা বুঝতে হবে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্র এবং শান্তির শক্তিগুলির শক্তি ক্রমশঃ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগ্রাসক সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলির পক্ষে বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে জাতিগুলির ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য নাক

গলানো আগের চেয়ে কঠিন হ'য়ে পড়ছে।

বর্তমান পর্বটি বিশ্ব রাজনীতির একটা মোড় ফেরাকে চিহ্নিত করেছে। সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির দ্বারা সমর্থিত হ'য়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বারা প্রযুক্ত বিদেশ নীতির প্রভাবে ক্ষমতা আরও বর্দ্ধিত হ'য়েছে আর এটাই বিশ্ব রাজনীতির বিকাশের প্রকৃত মোড় ঘোরার সাক্ষ্য।

অবশ্য, সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও প্রগতিশীল শক্তিকে দমনের উদ্দেশ্যে কোন কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। এই সব দেশের ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ অনেক দিন আগেই শুরু হ'য়েছে এবং এখন এটা বিশ্ব রাজনীতির পূর্ব পর্বেরই জের। ফলতঃ অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপকে ছেঁটে দেওয়া ও প্রতিরোধ করাই সংগ্রামের লক্ষ্য। এটাই ঠিক সোভিয়েট বিদেশনীতির উদ্দেশ্য।

বিদেশনীতির ভাষায় প্রশ্নটিকে এইভাবে সূত্রায়িত করা যায়ঃ সামাজিক সংঘাত যেখানে প্রচণ্ড নিবিড় অবস্থায় পৌঁছেছে সেই সব দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে কি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি প্রতিরোধ করতে পারবে? ঠিক এই ভাবেই ইতিহাস প্রশ্নটিকে উপস্থিত করেছে। চরম সমরসজ্জার আওতায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জড়িত কিছু দেশের তুলনায় সাম্রাজ্য-বাদীদেরই অধিক সামরিক বল আছে এবং কোন কোন এলাকায় বা কোন স্থানীয় যুদ্ধে তাদের দিকে শক্তির পাল্লা ভারী হতেও পারে। সেইজন্যেই তারা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে দমন করার জন্য তাদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের অজুহাত তৈরী করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। সেইজন্য কর্তব্য হ'ল বিজয়ী বিপ্লবকে বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচানো আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে, উপনিবেশবাদীরা কতকগুলি নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে উপজাতি, দল ও সংগঠনকে মধ্যেকার পার্থক্যকে খুঁচিয়ে গৃহযুদ্ধ লাগানোর চেষ্টা করছে, যাতে নিজেদের ভাড়াটে সৈন্য ব্যবহার

করে মুক্তির সাফল্যজনক প্রক্রিয়ার অবসান ঘটানো যায়। বাস্তবে, পরাজিত শোষকশ্রেণীরা যেখানে বিশ্বের পুঁজিবাদীদের খোলাখুলি সমর্থন ছাড়া অবসাদ সৃষ্টিকারী গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যেতে অসমর্থ হ'য়ে পড়ছিল, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে রাশিয়াতেও এই ধরণের কৌশলই সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যবহার করেছিল। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে লেনিন সোভিয়েট বিপ্লবের অগ্রগতি সম্বন্ধে লিখলেন: "সাধারণভাবে বলতে গেলে বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ খুবই বিরল, এবং কঠিন কারণ বিপ্লব তীব্রতম শ্রেণী সংগ্রামের চরম বৃদ্ধি; কিন্তু একটা কৃষক অধ্যুষিত দেশে অন্যায় এবং অপরাধীসুলভ যুদ্ধে অবসন্ন জনগণকে একটা সময়ে প্রলেটারিয়েট ও কৃষকদের ঐক্য শান্তি দিতে পারে, যখন ঐ ঐক্য কৃষককে সমস্ত জমি দিতে পারে তখন ঐদেশে, ইতিহাসের ঐ বিশিষ্ট যুগে বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব এবং যদি সোভিয়েটের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় তাহ'লে সেটা খুবই বিশ্বাস যোগ্য।" (৪৪)

মনে করা যেতে পারে যে অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েটের শাসন বিজয়ীর মত সারা দেশে এগিয়ে গিয়েছিল আর পরাজিত শ্রেণীগুলি ও আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের মধ্যে মৈত্রীর দ্বারা গৃহ-যুদ্ধের অগ্ন্যুৎপাত শুরু হ'য়েছিল।

পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপে জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের কথা বিবেচনা করতে গিয়ে প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে এর সবচেয়ে বড় সুবিধা এই ঘটনার মধ্যে ছিল যে বিদেশী আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধ থেকে একে বাঁচানো হ'য়েছিল এবং নতুন জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত করার সুযোগ হ'য়েছিল।

ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে যারা মুক্ত হয়েছে সেই সব দেশের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনকে নিরন্তর বিকাশমান বিশ্বব্যাপী মুক্তির প্রক্রিয়া প্রধান

৪৪। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ২৬ খণ্ড, পৃ ৩৬-৩৭

কর্তব্য হিসাবে হাজির করেছে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও তার ভবিষ্যতকে বিশ্লেষণ করে ১৯২০ সালের আগষ্টে লেনিন বলেছিলেন: "......উপযুক্ত তাত্ত্বিক ভিত্তিসহ কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক এই বিবৃতি উপস্থাপিত করবে যে অগ্রসর দেশের প্রলেটারিয়েটদের সহায়তায় অনগ্রসর দেশগুলি সোভিয়েট ব্যবস্থায় এগিয়ে যেতে পারে আর পুঁজিবাদী স্তরের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে, তারপর কতকগুলি স্তরের মাধ্যমে কমিউনিজমে পৌঁছবে।" (৪৫) তিনি জোর দিয়ে বলেন "যদি বিজয়ী প্রলেটারিয়েটরা সাজিয়ে গুছিয়ে তাদের মধ্যে প্রচার চালায় আর আয়ত্তাধীন সমস্ত উপায়গুলি নিয়ে সোভিয়েট সরকার যদি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে—সেই অবস্থা এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে অনগ্রসর জাতিগুলিকে পুঁজিবাদী স্তরের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে।" (৪৬)

প্রলেতারিয় একনায়কত্ব যখন আন্তর্জাতিক হ'য়ে উঠবে তখন কৃষক অধ্যুষিত দেশে মুক্তি আন্দোলনের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাব নিবিড় হ'য়ে উঠবে। আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয় একনায়কত্বের সহায়তায় কৃষক অধ্যুষিত দেশগুলিও সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে অগ্রসর হতে পারবে। এটা কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মতাদর্শগত প্রভাবের ব্যাপারই নয়, যদিও এ ধরনের প্রভাব বিপ্লবে প্রক্রিয়ার ওপরে এখন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'য়ে উঠেছে, তার চেয়েও বড় কথা সমাজতন্ত্রের পথে কৃষক দেশগুলির বিকাশের বাস্তব বিভব এবং পূর্ব-প্রয়োজনকে মেটানো। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিদেশনীতির লক্ষ্য এসব দেশের বিকাশের পথে সহায়তা দান করা। এই সাহায্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিজস্ব অবস্থানকে সংহত করার জন্যে শ্রমিকশ্রেণী ও তার প্রভাব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং অনিবার্যভাবেই জনগণকে সমাজতান্ত্রিক বিকাশে পৌঁছনোর প্রশ্নটি মোকাবিলা করার কাছা-

৪৫। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ২৪৪
৪৬। ঐ

কাছি নিয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে, জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তিকে এবং তাদের স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করার দিকেই সোভিয়েটের বিদেশনীতি পরিচালিত।

## জাতিগুলির মধ্যে শান্তি
## এবং বন্ধুত্বই কমিউনিজম

প্রগতির উপাদান হিসাবে যুদ্ধের ওকালতি করার কমিউনিষ্টদের কোন প্রয়োজন নেই। একটা সামাজিক আদর্শ কেবল তখনই সশস্ত্র শক্তি দিয়ে চাপিয়ে দেবার জন্য তার প্রবক্তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে যখন আদর্শটা প্রগতির বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল নয় এবং নিয়মনিয়ন্ত্রিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে চলে। অর্থাৎ যখন স্বেচ্ছাবাদ নীতির ভিত্তি হ'য়ে দাঁড়ায় তখন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নিয়ম নিয়ন্ত্রিত গতিপথের ওপর আস্থাটি হটকারিতার কাছে নতি স্বীকার করে আর মতাদর্শগত সংগ্রাম "শক্তির অবস্থান" থেকে ইতিহাসের গতিপথে হস্তক্ষেপের অনুসঙ্গী ছাড়া আর কিছুই হ'য়ে ওঠে না।

কমিউনিষ্ট আদর্শর মধ্যে শান্তি ও জাতিগুলির মধ্যে বন্ধুত্বও অন্তর্ভুক্ত আছে। অবশ্য শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের মধ্যে—আদর্শের সংঘাতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মতবাদের লড়াইয়ের গর্ভে যুদ্ধের বীজ সুপ্ত আছে। প্রগতির বিজ্ঞানসম্মত ধারণা বলতে বোঝায় যে নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয় শেষ পর্যন্ত নির্দ্ধারিত হবে মানব কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্রে, শ্রমের উৎপাদিকার মধ্যে, যুদ্ধের ক্ষেত্রে নয়। সব রকম নিপীড়ন থেকে মানুষের সম্পূর্ণ মুক্তি, সৃজনশীল এবং উৎপাদনশীল শ্রমের মধ্যে তার

সমস্ত সামর্থ্যের বিকাশ—এইগুলিই আমাদের সামাজিক আদর্শের, কমিউনিষ্ট সমাজের প্রধান দিক।

যদি যুদ্ধের চুল্লীতে কারুর শ্রমের ফল ধ্বংস হ'য়েই যায় তবে তৈরী করে, সৃষ্টি করে কি হবে? কমিউনিজমের নির্মাণ কাজ দেখতে দেখতে সমস্ত সৎ মানুষের মনেই এই ধারণাটা অবশ্যই আসে। কিন্তু সৃজনশীল প্রচেষ্টা এবং উৎপাদন শক্তির বিকাশের ভিত্তিতেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ হয়। বিধ্বংসী যুদ্ধ এই প্রক্রিয়াকে সুবিধাদান করার পরিবর্তে বাধা সৃষ্টিই করবে।

কমিউনিষ্টরা তাদের সামাজিক আদর্শের পরিপূরণে কাজ করে চলেছে কিন্তু এর জন্য চাই শান্তি—যুদ্ধ নয়। যুদ্ধের উপায়ে প্রগতি এগিয়ে যায় এই দৃঢ়োক্তিকে তারা বর্জন করে; বিপরীত ভাবে, আমাদের কালে যুদ্ধ এবং সশস্ত্র হস্তক্ষেপ প্রগতির গতিকে শ্লথ করার প্রচেষ্টায় কেউ কেউ ব্যবহাব করে থাকে। অবশ্য, সেটা করা অসম্ভব, কিন্তু ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে সশস্ত্র বিরোধ, যাকে বলা যায়, প্রগতির ব্যয়, তাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। আমরা যা চাই সেটা হল প্রগতির পথে মানবজাতির অগ্রগতিকে সহজ করতে। আমাদের কালে, শান্তির জন্য দাবী, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের দাবীকে বিজ্ঞানসম্মত প্রগতির তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে—পরমাণু বোমা ব্যবহার ক'রে যুদ্ধের দাবী নয়।

কমিউনিষ্ট ও বুর্জোয়া মতাদর্শীদের মধ্যে মতপার্থক্যের একটা প্রধান বিষয় হ'ল শান্তির প্রশ্ন। সামাজিক ঘটনার বুর্জোয়া মতের ফল হ'ল যুদ্ধকে প্রয়োজনীয় অনিষ্ট এমনকি জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপকারী বলে গ্রহণ। যুদ্ধের প্রশ্নে মার্কসবাদ-লেনিনবাদই কেবল সঠিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে এবং শ্রমজীবী মানুষকে যুদ্ধের কারণকে নির্মূল করার কাজে নিরন্তর লিপ্ত থাকতে শেখায়। ভূমণ্ডলে শোষক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিনাশের অর্থ এই সব কারণের বিলুপ্তি। ভূমণ্ডলের বিরাট অঞ্চল জুড়ে এই ব্যবস্থার

অবসান এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'য়েছে যে জনগণের দ্বারা যুদ্ধের এবং সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সাফল্যজনক সংগ্রামের পূর্বশর্ত তৈরী রয়েছে। নিজেদের বিরাট অর্থনৈতিক সম্পদ, বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে তার রাজনৈতিক বৈভব এবং তার কমিউনিষ্ট মতাদর্শের প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার করে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে বাধা দান করছে।

"আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সংঘের" উদ্বোধনী (১৮৬৪) ভাষণে মার্কস শ্রমজীবী শ্রেণীকে "আন্তর্জাতিক রাজনীতির রহস্য আয়ত্ত করতে, নিজেদের সরকারের কূটনৈতিক কার্যকলাপের ওপর নজর রাখতে, তাদের প্রতিরোধ করতে, একই সঙ্গে অস্বীকার করাকে যুক্ত করতে এবং যে সহজ নৈতিকতা ও ন্যায়ের নীতি ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে সেটাই জাতিদের মধ্যেকার সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিয়ম হিসাবে সমর্থন করতে" (৪৭) কর্তব্য নির্দেশ করেছিলেন।

তাই যখন শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপিত হ'লো, মার্কস এর পতাকায় লিখে দিলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হ'লো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজ নৈতিকতা ও ন্যায়ের জন্য লড়াই চালানো। এটা এখন লেনিনবাদী পার্টির কর্মসূচীর একটা পাটাতন হ'য়ে রয়েছে। ২২শ কংগ্রেসে সি, পি, এস, ইউ-র গৃহীত কর্মসূচীতে বলা হ'য়েছেঃ "শোষকদের শাসনে যেটাকে বিকৃত বা নির্লজ্জের মত অগ্রাহ্য করা হয় সেই নৈতিকতা ও ন্যায়ের প্রাথমিক মানদণ্ডকেই কমিউনিজম ব্যক্তি ও জাতিদের উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অলঙ্ঘনীয় নিয়ম বলে ঘোষণা করছে"। (৪৮)

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্ববিধ প্রয়োজন

---

৪৭। কে, মার্কস এণ্ড এফ, এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস, ইন থ্রি, ভলিউমস, ২ খণ্ড, পৃ ১৮

৪৮। দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ ৫৬৬

রয়েছে এই নীতিগুলিকে প্রয়োগ করায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বারা অনুসৃত বিদেশনীতির মধ্যেই রয়েছে এর গুরুত্ব; সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এবং যেসব দেশ উপনিবেশের জোয়াল থেকে নতুন মুক্তি পেয়েছে তাদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোকে সেই নৈতিকতা ও ন্যায়ের সহজ নিয়ম মেনে চলতে হবে যার দ্বারা ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়। এটার জন্য জনগণ কখনই সাম্রাজ্যবাদের সদিচ্ছা থেকে ঋণ গ্রহণ করবে না বরং যাকে বিশ্ব ব্যাপারে আরও বৃহৎ ভূমিকা নিতে হবে সেই সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর এবং পুঁজিবাদী দেশের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সক্রিয় শান্তি সংগ্রামের কাছ থেকে ঋণ নেবে।

গতি ও বিকাশের প্রাধান্যকে অস্বীকার করে যারা স্থিরতা প্রত্যয়টিকে একটা নির্দিষ্ট মুহূর্ত বলে মনে করে সেই কুখ্যাত অধিবিদ্যক ধারণার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান তত্ত্বের কোন মিলই নেই। এটা কি বলার দরকার আছে যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান একটা সামাজিক নিশ্চলতার তত্ত্ব হ'তে পারে না। এটা সমাজের দ্রুত অগ্রগতির সূত্র, আমাদের যুগে মানবজাতির প্রগতিশীল বিকাশের সূত্র।

ভারসাম্যের অধিবিদ্যক, যান্ত্রিক ধারণা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতির সঙ্গে বুনিয়াদীভাবেই পৃথক, আরও এই কারণে যে এটা দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সমস্ত সম্পর্ককে বিরোধে, দুটো গোলকের ঠোকাঠুকির মত অবস্থায় নামিয়ে আনে। এই বক্তব্য অনুসারে যুদ্ধ অনিবার্য। সেই কারণেই পশ্চিম জার্মানীর দার্শনিক কার্ল জ্যাসপার বলেন কেবল দুটি ব্যবস্থার কঠোর বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান সম্ভব কারণ তাদের মধ্যে যে কোন মিথস্ক্রিয়ারই ফল হবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। (৪৯)

---

৪৯। কার্ল জ্যাসপার ডাই এটোমবোম্বি আণ্ড ডাই জাকানফ্‌ট ডেস মুনচেন, ১৯৫৮

দুটি বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্কের একটা ছক হিসাবে একবার ভারসাম্য বানচাল অন্যেকবার পুনর্গঠিত হিসাবে ধরার ফল গিয়ে পৌঁছবে একটা ক্ষতিকর সিদ্ধান্তে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা অজুহাত দিতে সাহায্য কোরবে ও পরিণামে, যুদ্ধের প্রস্তুতিতে গিয়ে দাঁড়াবে। আসলে, এটা দুটো ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা প্রক্রিয়া যার মধ্যে সমাজতন্ত্র জিতবে।

স্থিরতাকে একটা নির্দিষ্ট মুহূর্ত ধরে নিয়ে কিছু বুর্জোয়া দার্শনিক এবং সমাজবিদ্ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান হ'ল দুটো ব্যবস্থাব মধ্যে সর্বপ্রকারের সংগ্রামের সম্পূর্ণ বিরতি। অন্য কথায়, তাঁরা চান দুটো বিপরীত সমাজ-ব্যবস্থা একই ধরনের ব্যবস্থাতে পরিণত হোক, যেখানে সব সংগ্রাম থেমে যাবে। ভূমণ্ডলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল দুটো আধিপত্যকারী মতাদর্শের মধ্যে বৈরিতার অবসান এবং তথাকথিত সমগোত্রীয়তার স্বীকৃতি দান যা নাকি ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাকে যুক্ত করে বলে যিনি মনে করেন কার্যতঃ এটা সেই রেমণ্ড আরোনেরই মত।

এই তত্ত্বকে মদৎ জোগানোব জন্য আরোনকে "শিল্প সভ্যতা" প্রত্যয়টিকে উদ্ভাবন করতে হ'য়েছে যাব মধ্যে দুটির পার্থক্য ধোঁয়াটে করে দিয়ে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে ঢোকানো হ'য়েছে। কমিউনিষ্টরা নাকি একটা "নীতির লড়াইকে" সমর্থন করে, আর তারা এই ভাবে "শিল্প সভ্যতার" ঐক্যকে ধ্বংস করে। যেহেতু এই "নীতির লড়াই" বন্ধ করা যায় না সেহেতু আমরা এমন একটা পর্বে এসে পড়েছি যেটা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নয় বরং নিরন্তর সংঘাত এবং সীমাবদ্ধ যুদ্ধের অবস্থা।

এই ধরনের তত্ত্বকে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে সর্ব্বপ্রকারের বাধার মতাদর্শগত অজুহাত হিসাবে, আন্তর্জাতিক দেতাঁতের কোন অগ্রগতির পথে নানা প্রকারের বাধা দাঁড় করানোর লক্ষ্য নিয়ে সাম্রাজ্য-বাদী নীতির পক্ষে তাত্ত্বিক প্রমাণ দাখিল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

দুটো ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান তত্ত্বের অর্থ যদি সমাজতান্ত্রিক শক্তির পক্ষ থেকে জল্পনামূলক ও নিষ্ক্রিয়তামূলক হয় যেটা কিনা হবে শান্তিবাদ ও নিয়তিবাদের অদ্ভুত তত্ত্ব ও প্রয়োগ, তবে বুর্জোয়া মতাদর্শীরা এটাই পছন্দ করবেন। যে ক্যাথলিক তাত্ত্বিক গাস্‌টাও, এ, ওয়েট্টার "সোভিয়েট মতাদর্শে" একজন বিশেষজ্ঞ বলে পশ্চিমে পরিচিত, এমত ঠিক তারই মতন। তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে এই প্রশ্নটা রেখেছেন: "শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রশ্নটা কি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব থেকে আসে?" আর চোখের পাতা না ফেলে জবাব দেন: না। (৫০)

ওয়েট্টার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: হয়, ইউ, এস, এস, আরের কমিউনিষ্টরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বস্ত এবং তাহ'লে তারা অবশ্যই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বিরোধী অথবা তারা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদকে বর্জ্জন করেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে ওয়েট্টারের মত বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের মতই কিন্তু তার ঘাবড়াবার কিছু নেই: কমিউনিষ্টরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বস্ত আর ঠিক সেই জন্যেই তারা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানেরও পক্ষে। কমিউনিষ্টরা বিরাট বিপ্লবী কর্মকাণ্ড এবং যুদ্ধকে একাত্ম করে দেখে না।

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পর্ব শান্তির জন্য ব্যাপক জনগণের সক্রিয় লড়াই, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন নির্দ্ধারণে জনগণের ভূমিকা বৃদ্ধি, পরিণামে, মূল রাজনৈনিক সমস্যার সমাধানে তাদের আরও হস্তক্ষেপ এবং শ্রমিকশ্রেণীর ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির চারপাশে আরও ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষকে সমবেত করার পর্ব। এখনকার দিনের সামাজিক জীবনের একটি দিক সম্বন্ধে এই মত, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অতি প্রাচীন প্রশ্ন—যুদ্ধ ও শান্তি সম্বন্ধে —এই দৃষ্টিকোণ সামাজিক চিন্তার একটা বিরাট সাফল্য।

---

৫০। গাসটাও, এ ওয়েট্টার "দি সোভিয়েট কনসেপ্ট অফ কো একজিস্‌টেন্স" সোভিয়েট সার বে, নং ৩০, অক্টো-ডিসেম্বর-১৯৫৯ পৃ-১৯-৩৪

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম এবং প্রগতির আধুনিক মতবাদ

আধুনিক সামাজিক চিন্তার প্রারম্ভিক বিবৃতিটি হ'ল এই যে আমাদের যুগে সামাজিক শ্রম ও বিজ্ঞানের বিকাশ ভূমণ্ডলের সমস্ত মানুষের জন্য প্রচুর বাস্তব এবং আত্মিক সম্পদ সৃষ্টির অপূর্ব সুযোগ দিয়েছে। "অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, মানুষের স্বার্থে মানুষকে নতুন ধরনের শক্তি আবিষ্কার করতে, এবং নতুন পদার্থ, সৃষ্টি ও আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের নতুন উপায় তৈরী এবং মহাকালকে দখল করে প্রকৃতির সম্পদ ও শক্তিকে কাজে লাগাতে সমর্থ করবে। সি, পি এস, ইউ-র কর্মসূচীতে বলা হ'য়েছে: "উৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সমাজের উৎপাদন শক্তির দ্রুত বৃদ্ধির চূড়ান্ত উপাদান হ'য়ে উঠেছে।"

আজকে যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ সামাজিক চিন্তার বিকাশের কাছাকাছি এসেছে এমন আর কোনদিন ছিল না। যে সময়ে প্রকৃতির বিজ্ঞানে বিরাট সাফল্য মানুষের কল্যাণে নিয়োগের প্রশ্নটি এসেছে তখন ওটা করার মত উপযুক্ত সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি পুঁজিবাদের প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, যেটা কিনা এই ধরণের সাফল্যের ব্যবহারকে শ্লথ এবং বিকৃত করছে। মানব জীবনে বৈজ্ঞানিক সাফল্যকে ব্যবহার করার বিষয় ভাবতে গিয়ে বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা সবসময়েই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপস্থাপিত বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। অন্যদিকে, সমাজ বিকাশের সম্ভাবনার কোন ধারণাকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের স্তর,

পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার, দূর নিয়ন্ত্রণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এবং কমপিউটরের কথা হিসাবে ধরতে হবে। এটা আমাদের কালের সামাজিক চিন্তার একটা বিশেষত্ব। প্রকৃতির বিজ্ঞানের বিকাশে তীক্ষ্ণ নজর এবং মানব জীবনে ওগুলির ব্যবহার কেবল পারমাণবিক যুগে বিরাট সম্ভাবনার জন্যই উন্মুক্ত হ'চ্ছে না অধিকন্তু এই ঘটনার জন্যও হচ্ছে যে আমাদের যুগটা এমনই একটা যুগ যে যুগ জনগণের বিরাট সামাজিক শক্তি আর পুঁজিবাদ যে মানব সমাজের বিকাশে বাধা এবং প্রগতি পথে প্রতিবন্ধক সেটা দেখিয়ে দিয়ে প্রকাশিত হ'চ্ছে। এখন ভূমণ্ডলে একটা নতুন সমাজ আছে যেটা মানবজাতির প্রগতিশীল বিকাশের বিরাট সমস্যার সমাধানকে সুনিশ্চিত করছে। সমাজতন্ত্রের শক্তির সঙ্গে পুঁজিবাদের মধ্যে সংগ্রাম সামাজিক চিন্তাকে দিক্‌দর্শন করাচ্ছে।

## সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রগতির পথ

পেছন দিকে ফিরে দেখলে, মানবজাতির দ্বারা যে পথ অতিক্রান্ত হয়েছে সেটা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে আমাদের যুগে বাস্তবে অতীত থেকে, হাজার হাজার বছর থেকে যে কর্তব্য উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া গিয়েছে তার মোকাবিলা করতে হবে, এবং শোষক সমাজ যে গর্ডিয়ানের গিঁট* বেঁধেছিল তাকে কেটে ফেলতে হবে।

ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে চরম অসম বিকাশ পুঁজিবাদী যুগেরই বিশেষত্ব। মুষ্টিমেয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশাল সম্পদ হস্তগত করেছে আর সেখানে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করছে। সেখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ কখনও কলম দিয়ে কাগজ স্পর্শ করে নি বা একটা বই পড়েনি আর [illegible] খাদ্য দিয়ে উদর পূর্তির স্বপ্নই দেখতেই পারতো।

---

*গর্ডিয়ানের গিঁট—ফ্রিজিয়ার রাজা গর্ডিয়াস একটি জটিল গিঁট দেন যেটা আলেকজাণ্ডার খোলেন। এখানে অর্থ—অতি জটিল সমস্যা

যুগ যুগ ধরে, শোষক সমাজ বিরাট অন্যায় বিচারের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে ছিল: শোষকরা একটা সময় প্রগতির পথে অগ্রসর হ'য়েছিল, কিন্তু ব্যাপক সংখ্যায় বঞ্চিত নরনারীকে রেখেছিল অন্ধকারে। যখন প্রথম দাসমালিকানার সমাজ আবির্ভূত হ'ল, তার সঙ্গে উদ্ভব হ'ল লেখার কায়দা, মূর্তিচিত্র এবং সংস্কৃতি কিন্তু বাকি দুনিয়া থেকে গেল বর্বরতা আর অর্দ্ধবর্বরতার অন্ধকারে। দাসমালিকানার সভ্যতা বর্বরদের 'আগুন' আর 'তলোয়ার' দিয়ে আলো দিয়েছিল। প্রতিবেশী উপজাতিদের বসতির ওপর হামলার উদ্দেশ্য ছিল দাস সংগ্রহ এবং অন্যের শ্রমলব্ধ দ্রব্য আহরণ করা। দাসত্বের ভিত্তিতে দাস-মালিকানার রাজ্যের পাশাপাশি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হল, কিন্তু ভূমণ্ডলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রয়ে গেল তখনও প্রাগৈতিহাসিক স্তরে। দাসে পরিণত নরনারীদের হাল—তাদের অবস্থা আরও খারাপ, আরও কষ্টের হ'ল। মার্কস যেমন বলেছিলেন: তারা ইতিহাসে ও দাস সমাজের বেদী ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

যখন সামন্ততন্ত্র আবির্ভূত হ'ল তখন বিশ্ব ইতিহাসের চৌহদ্দিটা সম্প্রসারিত হ'য়েছিল কিন্তু ইয়োরোপ আব এশিয়ার সামন্ত দুনিয়ার বাইরে এখনও রয়ে গেল উপজাতীয় ব্যবস্থা ও বর্বরতা। সামন্ত সমাজের মধ্যে ভূমিদাসদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ জমিদারদের অত্যাচারে নানাভাবে বিঘ্নিত হ'য়েছিল।

পুঁজিবাদ বিশ্ব ইতিহাসের চৌহদ্দিকে আরও বাড়িয়েছিল কিন্তু মানবজাতির গরিষ্ঠ অংশের ওপর উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল চাপিয়ে দিয়েছিল এবং গোটাদেশ, জনগণ ও মহাদেশকে প্রগতির পথ থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। জনগণ যেখানে ঝুপড়িতে বাস করে, সেই বিশাল নিঃস্ব গ্রামাঞ্চলগুলো উন্নত পুঁজিবাদী দুনিয়ার শহুরে সভ্যতাকে ঘিরে রইলো। পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী মানুষের বিরাট অংশকে

সংস্কৃতি থেকে দূরে রেখে দিয়েছিল।

একদা ঔপনিবেশিক জনগণ দুর্বল পুঁজিবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার সঙ্গে আর সমস্ত শ্রমজীবীদের ওপর শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব দেবার সঙ্গে আর পুঁজিবাদী সমাজে নির্ধারক শক্তি হ'য়ে ওঠার সঙ্গে যখন সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ নিজেদের ভবিষ্যৎকে নিজেদের হাতে গ্রহণ করলো তখনই আমাদের যুগে মানবজাতির সত্যিকারের প্রগতি শুরু হ'ল। ইতিহাস সত্যিই বিশ্বব্যাপী হ'য়ে উঠলো কারণ বিশাল সংখ্যায় জনগণ ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হ'য়ে পড়ল। সামনে উন্মুক্ত সত্যিকারের ঐতিহাসিক সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে পথের বাধা ও বিপত্তিকে জয় করে শেষ পর্যন্ত প্রগতির অর্থ জনগণের কর্মকাণ্ড। প্রগতি সর্বদাই নতুন পথের আবিষ্কার ও সৃজনশীল উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত। জনগণের কর্মকাণ্ড ছাড়া সুপ্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা অসম্ভব। সংক্ষেপে প্রগতি মানে নিজের ভবিষ্যতে মানবজাতির আস্থা। যখন এটা সমাজ বিকাশের নিয়মের উপলব্ধির ওপর, তাদের নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে লোকেদের বোধের এবং ইতিহাসের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা সম্বন্ধে বোধের ওপর নির্ভর করে তখনই এই আস্থা মহান হ'য়ে ওঠে। কার্যতঃ প্রগতির যে কোন তত্ত্বই সেই পর্যন্তই প্রাসঙ্গিক যেপর্যন্ত সেটা ঐতিহাসিক বৈভবকে টেনে বের করে আর মানুষকে তাদের কর্ম-কাণ্ডের পথ প্রদর্শন করে।

প্রগতির জন্য শ্রমজীবী মানুষের উৎসাহকে যে প্রকাশ করে, তাদের প্রগতির সংগ্রামকে যে পরিচালনা করে সেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গোটা বিশ্ব প্রক্রিয়ায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রগতি এবং প্রয়োজনকে জনগণের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংস্রবহীন স্বতন্ত্র কিছু বলে দেখা যায় না। মার্কস লিখেছিলেন যে: "ইতিহাস মানুষকে নিজের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপায় হিসাবে ব্যবহারকারী একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়; ইতিহাস লক্ষ্য অনুসরণকারী মানুষের কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।"

তাদের নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর সেটা অর্জন করার পথ সম্বন্ধে অনেক সংখ্যক জনগণের যত স্বচ্ছ ধারণা থাকবে, এই উদ্দেশ্যের জন্য যত ভালভাবে তারা সংগঠিত থাকবে, ততই সমাজের প্রত্যেকটি প্রগতিশীল বিকাশের দিকগুলি দ্রুততর ও ও গভীরতর হবে। সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচী বলেছে যে কমিউনিষ্ট পার্টি "গভীর মনোনিবেশ করে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে এবং বিজ্ঞানসম্মত উদ্দেশ্য নিয়ে যে রাস্তায় যেতে হবে তা দেখিয়ে দিচ্ছে, জনগণের মধ্যে বিরাট তেজ জাগিয়ে তুলছে আর একটা মহান কর্তব্যের সমাধানের জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছে।" (২) মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলিকে বাদ দিয়ে মানবজাতির পক্ষে প্রগতির পথ ধরে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হ'ত, কারণ এই পার্টি-গুলি প্রগতির প্রবল শক্তিগুলি থেকে উদ্ভূত হ'য়েছিল এবং তাদেরই হাতিয়ার এবং ঘনীভূত প্রকাশ।

মানব জাতির প্রগতির অর্থ মুষ্টিমেয় লোকের সুবিধা হিসাবে যেটাকে সৃষ্টি করা হ'য়েছিল সেই মানসিক শ্রম আর যেটা সংখ্যা গরিষ্ঠের কাঁধে ভারী বোঝা হ'য়ে আছে সেই কায়িক শ্রমের মধ্যে ব্যবধানকে নির্মূল করা। শোষণকারী সমাজে প্রগতির সুবিধা-গুলি কেবলমাত্র কতিপয় ব্যক্তিই পুরোপুরি ভোগ করতে পারে। রসায়ন, যন্ত্রসজ্জা, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, দূর নিয়ন্ত্রণ এবং কমপিউটর প্রভৃতি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার সামাজিক অবিচারকে দূর করতে সাহায্য করে কিন্তু যখন সমাজ সঠিক লাইনে সংগঠিত হবে তখনই সেই কমিউনিজমের অধীনেই এগুলিকে পুরোপুরি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই সংস্কৃতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অবিচারকে সংশোধন করতে পারা যায় এবং করতেই হবে। এটাই আজকে সমাজের প্রগতিশীল বিকাশে প্রকৃত কর্তব্য।

উৎপাদন শক্তিসমূহের বিকাশ আরেকটা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দ্বন্দ্ব— শহর ও গ্রামের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে—নির্মূল করা সম্ভব

২। দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ ৫৮৩

করে, কিন্তু এটা কেবল সামাজিক সম্পত্তির বিকাশের সঙ্গেই বাস্তবায়িত হবে। যাতে উৎপাদন ও অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট নীতি আধিপত্য করতে পারে তার জন্য পুঁজিবাদী সমাজের সামাজিক বিন্যাসের একটা পরিবর্তন ঘটাতেই হবে। কয়েক শতাব্দী ধরে মানবজাতির বিকাশের ফলে উপস্থাপিত প্রশ্নের জবাবও সি, পি. এস, ইউর কর্মসূচীতে পাওয়া যাবে।

সমস্ত শোষণমূলক সমাজ সংগঠন যে আয়ুহীন হ'য়ে পড়েছে আর আমাদের কালে সমাজতান্ত্রিক লাইনে সমাজের সংগঠনই যে কেবল প্রগতির উঁচু সড়ক হ'য়ে উঠেছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপস্থাপিত এবং সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচীতে সম্প্রসারিত এই বিবৃতিটি আজকালের সমাজবিকাশের সামনে সম্ভাবনার উপলব্ধির ও কমিউনিষ্ট বিশ্বদৃষ্টিকোণের উপযুক্ত রূপদানের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপনিবেশের জোয়াল যে সব জাতি ছুঁড়ে ফেলেছে তাদের উদ্দিষ্ট ভণ্ডামীপূর্ণ ভাষণে পুঁজিবাদের ধ্বজাধারীরা পুঁজিবাদী প্রগতির পথের গুণগান করে থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদী পথ জনগণের পক্ষে যন্ত্রণার পথ, অর্থনৈতিক বিকাশে সঙ্কটের পথ। এই সব দেশে যাদের ইতিমধ্যে অত্যন্ত ভারী বোঝা বহন করতে হচ্ছে, পুঁজিবাদী বিকাশ সেই কৃষককে ধ্বংস করবে। শ্রমিকদের কাছে পুঁজিবাদী বিকাশের অর্থ একটি স্ফীতকায় বেকার বাহিনীসহ মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীর ধনবৃদ্ধির জন্য পিঠভাঙ্গা শ্রম। বর্দ্ধমান বৃহৎ ব্যবসার সঙ্গে প্রতিযোগিতার সংগ্রামে পাতিবুর্জোয়ারা পিষ্ট হ'য়ে যাবে। সংস্কৃতি এবং শিক্ষার সুবিধা জনগণের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। বুদ্ধিজীবীরা তাদের মেধাকে বিক্রি করতে বাধ্য হবে। এটাই পুঁজিবাদী প্রগতির পথ।

পুঁজিবাদী সমাজ ও পুঁজিবাদী প্রগতি সম্বন্ধে মার্কসের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণকে তত্ত্বের বিরাট অগ্রগতি হিসাবে লেনিন জোর দিতেন। (৪) সে সময় পুঁজিবাদ সমাজ প্রগতির উঁচু সড়কই

৪। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ১৪৫

ছিল। আজকে আরেকটা নতুন উঁচু সড়ক বানানো হ'য়েছে। ভবিষ্যতে বানানো হবে বলে নক্সার ওপর ফুটকি ফুটকি বিন্দু দেওয়া হিসাবে নেই বরং যে রাস্তা বানানো হয়েছে সেইভাবে দেখানো হ'য়েছে আর সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচীতে পুরো-পুরি বর্ণিত হ'য়েছে। পুঁজিবাদী বিকাশের পথ যে এককালে সেরা ছিল এটা দেখিয়ে নতুন সমাজ নির্মাণের বিরাট অভিজ্ঞতার সার নির্ণয় করে মার্কসবাদ সমাজতান্ত্রিক সমাজের এবং সমাজতান্ত্রিক প্রগতির একটা বিশ্লেষণ দেয়। এটা সামাজিক চিন্তার বিকাশের একটা দিক পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছে। বুর্জোয়াদের ভাষা ব্যবহার করলে "অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি", এখন সামাজিক প্রগতি থেকে অবিচ্ছেদ্য এবং সমস্ত জনগণের ও জনসংখ্যার সকল নূকূল ও অংশের প্রাচুর্য, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা উত্তুঙ্গ অবস্থা নিয়েই এটা গঠিত। পুঁজিবাদ প্রমাণ দিয়েছে যে একাজে সে অক্ষম। মধ্য এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলিই প্রমাণ দিয়েছে যে সমাজতন্ত্র এটা করতে পারে। এটাই প্রগতির আধুনিক সূত্র।

অনেক সংকেত পাওয়া যাচ্ছে যে পালাবদলের কাল সমাগত। আমাদের কালে প্রত্যেকেই পরিকল্পিত অর্থনীতির কথা শুনেছে, আর প্রায় কেউই এর সুবিধার কথা অস্বীকার করে নি। এটা নিরাপদেই বলা যায় যে পরিকল্পনার ধারণা জনগণের মনে স্থান করে নিয়েছে। অনগ্রসর অর্থনীতিতে, জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশই এখন পরিকল্পনার ধারণা মেনে নিয়েছে। উৎপাদন উপায়গুলিতে সামাজিক সম্পত্তির ভিত্তিতে কেবল পরিকল্পনা সম্ভব এবং এটা কেবল একটা বুনিয়াদী সামাজিক রূপান্তরের ফলেই হ'তে পারে এটা এখনও অনেকে বোঝেনি। বুর্জোয়া প্রচারকারীরা বিষয়টাকে গুলিয়ে দিতে এবং লোকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করছে। কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরাট ফলাফল ইতিমধ্যেই প্রশংসাধন্য হয়েছে এবং পরিকল্পনার ধারণাটি প্রায় সর্বত্রই গৃহীত হ'য়েছে। প্রচুর সংখ্যায় মানুষ ইতিমধ্যেই এর সমর্থনে বেরিয়ে

এসেছে। জনগণের উপলব্ধির মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন ইতিমধ্যেই ঘটছে। জনগণ অর্থনীতি এবং সামাজিক বিকাশের সচেতন পরিচালনা এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশৃঙ্খলার বিলুপ্তি চান। বাস্তবতাই অর্থাৎ সামাজিক সম্পত্তির দিকে ঘোরবার প্রয়োজনের উপলব্ধি পরবর্তী পদক্ষেপের কথা মনে করিয়ে দেবে। জনগণের মধ্যে এই ধারণা ঢুকছে এবং বিশ্বের বিকাশ এদিকেই এগিয়েছে।

মানবজাতি শ্রমের মাধ্যমে অন্ধ দারিদ্র এবং অজ্ঞতা থেকে সভ্যতায় উদিত হ'চ্ছে। বিরাট সামাজিক অবিচার সভ্যতার নিত্যসঙ্গী হ'য়েছিল। যুগের পর যুগ মানুষ এই ধারণা নিয়ে জন্মেছে ও মরেছে যে প্রত্যেকের উদরপূর্তি করার পক্ষে মানবজাতি অতি দরিদ্র এবং সম্পদ কয়েকজন ভাগ্যবানের অদৃষ্টের সঙ্গে বাঁধা আর গরিষ্ঠ অংশ নিঃস্বতায় নিক্ষিপ্ত। মানুষকে তার পাপের জন্য খেটে খাওয়ার অভিশাপ দেওয়া হ'য়েছিল, বাইবেলের এই গল্পটি বংশপরম্পরায় হস্তান্তরিত হ'য়েছে। ভিনিসের ফলগুলির স্বচ্ছ জলে যাতে জেনোয়া ও ভিনিসের শাসন কর্তাদের প্রাসাদের প্রতিফলন হয় আর নর্তেরদামের চূড়া আকাশ স্পর্শ করে তার জন্য ব্যাপক সংখ্যক জনগণকে দারিদ্রের মধ্যে বাস করতে হ'ত এবং পিঠভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হ'ত। সভ্যতাকে তার সাফল্যের জন্য এই বিরাট মূল্য দিতে হ'য়েছিল। উন্নাসিকরা বলেছিল এটা ইতিহাসের প্রজ্ঞা আর রোমান্টিকরা বলেছিল এটা মানবজাতির বিয়োগান্ত পরিণতি। কিন্তু উভয়েই বিশ্বাস ক'রত যে ও ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না কারণ অন্য কিছু হ'লে কবি ও সঙ্গীতকারের রচনা শ্রুতিগোচর হত না, বৈজ্ঞানিক চিন্তা নিষ্প্রভ হ'য়ে যেত আর স্থপতিদের নির্মাণযোগ্য কিছুই থাকত না। মানবজাতি পশ্চাদপসরণ করতে শুরু ক'রত, আদিম যুগের অবশকরা সেই দারিদ্রের দিকে পেছন হটতো যেটা মানুষের সৃজনশীল শক্তির পক্ষে একটা বড় বাধা ছিল। ১৮শ শতাব্দী ও ১৯শ শতাব্দীর বিদ্রোহী চিন্তানায়করা একে অনিবার্য মনে করেছিল আর

অর্থগ্রাসী সংক্রামক ব্যাধিকে যেটা পবিত্র জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবে সেই দারিদ্র্যের পবিত্রতাকে স্বাগত জানাত। সেটাই নাকি মানবজাতিকে নবজীবন দান করত। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিল যে সামাজিক সুবিচারকে প্রগতির স্বার্থে চিরদিনের মত বলি দেওয়া হোক আর যাতে সামাজিক সুবিচার জয়ী হয় তার জন্য অন্যেরা অতীতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিত। এটা ছিল ভ্রান্তির আবর্ত।

বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের তত্ত্বকে বিকশিত করে আর প্রগতির পথ থেকে সরে না গিয়ে বরং সেই পথেই যুগযুগান্তের সামাজিক সুবিচারের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সুস্পষ্ট সম্ভাবনাকে দেখিয়ে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন এই ভ্রান্তির আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এই স্বপ্নকে যখন বাস্তবায়িত করা হ'তে লাগলো পুরনো প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলি তখন ধসে পড়লো। অক্টোবর বিপ্লবের নির্মলকারী ঝঞ্ঝা যখন বয়ে গেল, যখন জমিদার ও পুঁজি-বাদীদের বাদ দিয়ে শ্রমিক ও খেটে খাওয়া চাষীরা তাদের বিশাল দেশে মুখাবয়বকে নতুন করে রূপ দিতে শুরু করলো তখন প্রগতির পুরনো ধ্যান ধারণার দুনিয়াটা ধসে পড়লো। সারা বিশ্বের মানুষ মহাসত্যকে নিয়ে ভাবতে বসলো: আধুনিক প্রগতির প্রথম নির্দেশ মানুষের ওপর মানুষের শোষণের অবসান। কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রীরাই প্রথম ঐ সত্যের ঘোষণা করেছিল। এটা যে সামাজিক বিকাশের অপরিবর্তনীয় নিয়ম মার্কসবাদই সেটা দেখিয়ে দিয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারাই এটা ঐতিহাসিক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েট জনগণ যখন তাদের প্রথম পার্টি কর্মসূচী পূর্ণ করলো এবং দ্বিতীয়টি আরম্ভ করল তখন বহু মানুষই শৃঙ্খলমুক্ত শ্রমের মহাশক্তির সত্যতাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

তারপর থেকে প্রগতির পথ সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে। সোভিয়েট ইউ-

নিয়নের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কর্মের প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয়টাতে উত্তরণ সমস্ত মানবজাতির প্রগতিশীল বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হ'য়ে উঠবে কারণ শ্রমিক যে বিশ্বের মালিক হবে সে এই ঘোষণা করেছে এবং পুঁজির দ্বারা প্রভাবিত দুনিয়া থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে সরে গিয়েছে যে নতুন ব্যবস্থা তার বিরাট সম্ভাবনাকে দেখিয়ে দিয়েছে।

মুক্ত শ্রমের নজিরবিহীন উৎপাদন শক্তিকে উন্মুক্ত করে যখন সোভিয়েটের মানুষ সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছিল তখন তাদের জমিদার ও পুঁজিপতিদের কর্তৃত্বে যে দেশ ধ্বংসোন্মুখ হয়েছিল তার দারিদ্রের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন করতে হ'য়েছিল। সে সময় বুর্জোয়াদের দুনিয়ায় মানুষের মন তখনও মিথ্যা পুঁজিবাদী প্রগতির তত্ত্বে আবৃত ছিল। ঠিক একই সময়ে, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনশনে মৃত্যু-মুখে পতিত হ'চ্ছিল এবং খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই লক্ষ লক্ষ বেকার এবং বস্তিবাসী দিন আনি দিনখাই গোছের ভাবে জীবনযাপন করছিল।

তারপর, ভূমণ্ডলে পুঁজিবাদের ধনসম্পদ সৃষ্টি এবং প্রাচুর্যের কাহিনীর দ্বারা দৃষ্টিশক্তিহীন মানুষদের মনে পরিবর্তন শুরু হল। অনেক দেশের মানুষই সামাজিক ধনসম্পদ এবং সকলের দ্বারা সকলের জন্য প্রাচুর্যের ধারণাকে গ্রহণ করতে শুরু করলো। সামাজিক সম্পদের প্রাচুর্যের সকল উৎস যখন প্রচুর হ'য়ে বইবে আর সেই পর্বটি যে নাগালের মধ্যে আসছিল মার্কস আগেই তা বুঝেছিলেন। মানবজাতি ইতিহাসের সেই জায়গাটায় এসে গিয়েছিল যেখানটায় সামাজিক সম্পাদের সকল উৎস প্রাচুর্যের মধ্যে আসবে এই বিষয়টা গোটা বিশ্ববিকাশের মধ্যে প্রগতির নতুন এবং বিক্রম-শীল শক্তিগুলোকে সৃষ্টি ক'রে, প্রতিক্রিয়া এবং নিশ্চলতার শক্তি-হীনতার সাক্ষ্য বহন ক'রে, এবং জনগণের মনে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।

মানুষের মনে এই বিরাট পরিবর্তনের সঠিক অনুধাবন করতে

হ'লে প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে সম্পদের ধারণাটি সর্বদাই বিরাট দুর্ভাগ্যগুলির পটভূমিকায় ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যষ্টির ভাগ্যের ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। যখন থেকে আদিম সাম্যের সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রথম সম্পদের ধারণা উদ্ভূত হ'য়েছিল তখন থেকেই ঐ ধারণাটা চালু আছে। সমাজে একজন ধনী অভিজাত আবির্ভূত হ'লে একটা ধর্মীয় জ্যোতির্বলয় যেন তাকে ঘিরে থাকতো। "ধনী" আর "ভাগ্যবান" একার্থক শব্দ ছিল আর "ভাগ্যের" ধারণাটি "দিব্য নির্বাচনে ব্যাপৃত" কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির বদান্যতার ফল বলে মনে করতো।

ধন কয়েকজন সুখী মানুষের সম্পদ আর অনেকের অদৃষ্টে দারিদ্র্য আর সকলের পক্ষে বড় লোক হওয়া সম্ভব নয় এই ধারণার উদ্ভব এইভাবেই হ'য়েছিল। শ্রেণীযুক্ত সমাজের এটাই ছিল প্রধান ধারণা। ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে পুঁজিবাদের আবির্ভাব হ'লে তাতে ধনসম্পদের মালিকদের ব্যক্তিতন্ত্র সৃষ্টি হ'ল। বাস্তবিক, সমস্ত জাতি এবং বঞ্চিত ব্যক্তিদের কাছে আদর্শ হ'ল, কেমন করে অন্যদের বিনিময়ে ওপরে ওঠা যায়। সেই উদ্দেশ্যে মানব সুখের ধারণাটির মর্যাদাহানি করে তাকে ভদ্রলোকেদের "পেট পুরে সান্ধ্য-ভোজন" আর "কষ্ট সঞ্চিত কয়েকটি ডলারের সামান্য সম্পদের" মানদণ্ডে নামিয়ে আনা হ'ল। পুঁজিবাদের উল্লাসের রঙ্গমঞ্চ যত প্রাচুর্যে ভরে যাবে ততই উচ্ছিষ্টের টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফেলা হবে শ্রমিকদের জন্যে—এটাই "জনগণের পুঁজিবাদ" সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্বের গোড়ার কথা। আরেকটা নীতি বলছে "জমাও, তোমাদের ধনী হওয়ার সুযোগ আছে আর উল্লাসের রঙ্গমঞ্চে স্থান গ্রহণ কর।" যুক্তরাষ্ট্রে গোটা বুর্জোয়া প্রচার এই "গতানুগতিক প্রজ্ঞার" প্রশংসা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং "দৈব তত্ত্বের" নানা ভাষ্য উপস্থাপিত করা হ'য়েছে। বুর্জোয়া প্রচারের মূল সুরটি বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সমসাময়িক লেখক এইভাবে যুক্তি দিয়েছেন : যদি তার একটা পেট্রোল পাম্পের মালিক হওয়ার

দৈব সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে কেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন শ্রমিক মার্কস ও এঙ্গেলসের পরামর্শ অনুযায়ী জগতের মালিক হ'তে চেষ্টা করবে। সুখ সম্পর্কে এরচেয়ে অতি তুচ্ছ মত আর কি হতে পারে? পুঁজি-বাদী ব্যবস্থার এলোমেলো, অনমনীয় অন্ধ ক্রিয়াকলাপে একরাত্রেই এই তুচ্ছ সম্পদ অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। পুঁজিবাদী মতাদর্শীরা এই ঘটনা নিয়ে বড়াই করে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বেপরোয়া অনুভূতির মাধ্যমে পুঁজিবাদ কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে। ভ্রূণাকারে শ্রেণী চেতনাধারী শ্রমজীবী মানুষের অংশকে উদ্দেশ্য ক'রে বুর্জোয়া প্রচারকারীরা ব্যক্তির মঙ্গলের ওপর জোর দেয় আর দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে আধুনিককালের পুঁজিবাদই সবচেয়ে ভালভাবে তার স্বার্থকে দেখতে পারে। বিষাক্ত মনগড়া কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী সবচেয়ে সচেষ্ট ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে নিয়ে এই দিকেই তারা মতাদর্শগত সংগ্রামটিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়।

আজকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধিপত্যাধীন পৃথিবীর মতাদর্শের প্রতিধ্বনি বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের বিরুদ্ধে এই ক্ষেত্রেও কমিউনিজম মানুষের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান গ্রহণ করেছে এবং আক্রমণ চালিয়েছে।

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে সমকালীন সংগ্রামে সামাজিক সম্পত্তির বিপুল ক্ষমতা এবং তার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আর যার ফলে ব্যক্তির বিকাশ হ'চ্ছে সেটা ক্রমবর্ধিতভাবেই প্রকাশিত হচ্ছে। সামাজিক সম্পর্কের বাস্তব ভিত্তিকে গুলিয়ে দেবার ব্যাপারে ভাববাদ ও অধিবিদ্যার বিরাট হাত রয়েছে। সামাজিক চিন্তাকে যেটা লেনিনবাদী পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছে সেই সমস্ত বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়াদের তত্ত্বের এটাই চরিত্র।

সমাজের সত্যিকারের বিজ্ঞান মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরাট সাফল্য এইটাই যে সে মানুষের মধ্যেকার সামাজিক বন্ধনকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছে এবং নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে সবচেয়ে

প্রয়োজনীয়টিকে খুঁজে বের করেছে। বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদকে বাঁচাতে এবং তার নীতিগুলিকে তাত্ত্বিক সমর্থন জোগাতে যারা বহু কেতাব লিখেছে সেই বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা কোনদিনই মানুষ ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তিটাকে বের করার চেষ্টা করে নি। তারা পারিবাবিক সম্পর্ক, পেশাগত সম্পর্ক, আর যেসব শখ মানুষকে এক করে (খেলা, কলাশিল্প) এবং সমাজের সভ্যদের মধ্যেকার দ্বিতীয় স্তরের সম্পর্কগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য যেটাকে তারা গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে সেটা হ'ল এই যে উৎপাদনই সমাজ জীবনের ভিত্তি আর মানুষের মধ্যেকার সমস্ত সামাজিক বন্ধন এবং মানুষের নিজের বিকাশের ভিত্তি হ'ল উৎপাদন সম্পর্ক।

লেনিন বলেছিলেন যে সামাজিক শ্রমে বিজড়িত করে মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কই সমস্ত সামাজিক বন্ধনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষকে বাদ দিয়ে কোন সমাজই থাকতে পারে না। সমাজের ইতিহাসের স্তর শ্রমের বিকাশের স্তর আর এই বন্ধনগুলির প্রকৃতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

"উৎপাদনের সামাজিক রূপ যাই হোক না কেন, শ্রমিক এবং উৎপাদনের উপায়গুলি তার উপাদান হ'য়ে থাকে। কিন্তু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকলে উপাদানের যে কোনটাই শুধু সুপ্ত বিভব সম্পন্ন হয়েই থাকবে। যে ভাবে এই ঐক্য সংঘটিত হয় সেটাই ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক যুগের একটি সমাজ থেকে অপর সমাজের পার্থক্য করে দেয়।" পূর্বতন যুগ থেকে কেন প্রত্যেকটি নতুন যুগ প্রগতিশীল এটা এরকম হওয়ার কারণ এই যে শেষপর্যন্ত এটা মানুষের সৃজনশীল উৎপাদনের পরিমাণ-গত ও গুণগত বৃদ্ধির যুগ। এর উদ্ভবের ফলে যে সামাজিক সম্পর্ক বদলে যায় সেটা ঐ বৃদ্ধিরই শর্ত। এই সম্পর্কগুলিকে প্রকাশ ও সংহত ক'রে শ্রমের উৎপাদন শক্তির বিকাশের ওপর ও সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের একটা প্রভাব ফেলে। শ্রমের

উৎপাদিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের বাস্তব ও আত্মিক উৎকর্ষতা যে স্তরে পৌঁছয় সমাজের সংস্কৃতিই সেটাই দেখিয়ে দেয়

## সমাজের প্রগতির ভিত্তি
## শ্রমের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনশীলতা

মার্কসবাদ সমাজের ইতিহাসে শ্রমের হাতিয়ার অনুসারে প্রধান অর্থনৈতিক যুগগুলির পার্থক্য নির্ণয় করে। সমাজেব যে কোন বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ এখান থেকেই শুরু করতে হয়। মার্কস গুরুত্ব দিয়ে বলেন "ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক যুগকে পৃথক করতে যেটা আমাদের সমর্থ করে সেটা এই নয় যে একটা জিনিস তৈরী হ'য়েছে অধিকন্তু সেটা কিভাবে তৈরী হ'য়েছে এবং কি যন্ত্রে তৈরী হয়েছে প্রশ্ন সেটাই। মানব শ্রমের উৎকর্ষতার কি মাত্রায় পৌঁছেছে উৎপাদনের হাতিয়ার শুধু সেইটুকুই জানায় না অধিকন্তু সে সামাজিক অবস্থায় সেটা করা হ'য়েছিল এটা তারও নির্দেশক।" (৪) কিন্তু মানব শ্রম শক্তি এবং সামাজিক সম্পর্ক বিকশিত হ'য়েছে তার মাপ হিসাবে শ্রমের হাতিয়ার এই দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ যে ওগুলো দক্ষতা, পরিণাম এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা নির্ণয় করে। প্রদত্ত কোন উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা থাকে তার ধারণাটি উৎপাদন পদ্ধতির ধারণা থেকে অবিচ্ছেদ্য। শ্রমের অধিকতর উৎপাদনশীলতার সম্ভাবনা নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী থেকে কোন উৎপাদন পদ্ধতিই অন্তর্হিত হয় নি। বৃহত্তর উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য একটা নতুন সংগঠনের এবং নতুন সামাজিক সম্পর্কের দাবী নিয়ে প্রত্যেকটি সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শ্রমের বৃহত্তর উৎপাদনশীলতাকে সঙ্গে করেই এসেছে।

---

৪। কে, মার্কস ক্যাপিটাল, ২য় খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৭, পৃ ৩৬-৩৭

উচ্চতর শ্রম উৎপাদনশীলতা পাবার জন্য এবং ফলতঃ যেটা আত্মিক কল্যাণের ভিত্তি সেই বাস্তব মঙ্গলের পরিমাণগত ও গুণগত বৃদ্ধিতে যেটা সাহায্য করে সেই উৎপাদন শক্তির বিকাশের ওপর ভর দিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থার সুবিধাটা ব্যক্ত হ'ল।

যতদিন একটা প্রদত্ত উৎপাদন সম্পর্কের রূপ—সম্পত্তিজাত সম্পর্ক— উৎপাদনের একটা বিশেষ স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে ততদিন সমাজ বিকশিত হয়, অগ্রসর হ'তে থাকে। যখন উৎপাদন সম্পর্ক সমাজের বৃহত্তম উৎপাদন শক্তির সঙ্গে, প্রযুক্তি-বিদ্যার সঙ্গে এবং লোক শক্তির সঙ্গে আর মিল খায় না তখন এই সম্পর্ক সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীল ক্ষমতার ক্ষতি করতে আরম্ভ করে, তার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। উৎপাদন উপায় ও শ্রমকে একত্রে আনার পদ্ধতি শ্রমের উৎপাদনশীল ক্ষমতার বিকাশের ভিত্তি সৃষ্টি করে এবং বিরোধযুক্ত সমাজব্যবস্থার ঐ বিকাশের পথে একটা সীমা টেনে দেয়।

মার্কসবাদ যে দাস-মালিকানার সমাজের পতন ও সামন্ততন্ত্রের জয়ের রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছে যে সমস্যার সমাধান কয়েক প্রজন্মের বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা করতে পারে নি তার মূল রয়েছে এই ঘটনার মধ্যে যে দাসদের চেয়ে মধ্যযুগীয় ভূমিদাস এবং কারি-গরদের শ্রম অনেক বেশী উৎপাদনশীল ছিল।

দাসদের কাছে কাজের বা তার শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতাকে বাড়ানোর কোন প্রেরণা ছিল না। এই কারণেই দাসদের শ্রম শেষকালে সমাজকে মৃত্যুর সীমায় পৌঁছে দিল আর রয়ে গেল শ্রমের প্রতি ঘৃণা। আরও বেশী বেশী করে দাস পাকড়ানো ছাড়া উৎ-পাদনের অধিকতর বিকাশের আর কোন পথ রইলো না। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সাধনেরও পথ ছিল না। গ্রীক পণ্ডিতরা যখন বাষ্পের গুরুত্বকে আবিষ্কার করেছিল তখন লোকদের জন্য মন্দিরের দরজা খোলবার কাজে লাগানো হ'য়েছিল।

কর্মীদের আরও বেশী উদ্যোগ দেখাবার সুযোগ এবং প্রেরণা দিয়ে দাসদের তুলনায় ভূমিদাসদের জন্য একটু উন্নত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে উৎপাদনশীলতা একটা নতুন মাত্রায় পৌঁছলো কারণ তার নিজের এবং পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য তার যতটুকু প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে কিছু বাড়তি তাকে উৎপাদন করতে হত আর এটাই দাসপ্রথার ওপর সামন্ততন্ত্রের জয়ের সূচনা করেছিল। পুঁজিবাদ শ্রমের উৎপাদশীলতায় আরেকবার গতি সঞ্চার করেছিল।

"রাশিয়াতে পুঁজিবাদের বিকাশ" বইতে লেনিন ভালভাবেই দেখিয়েছিলেন যে রাশিয়াতে ও পশ্চিমে নিরঙ্কুশ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী প্রাক-পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা শ্রমের উৎপাদনশীলতার প্রগতিশীল বিকাশকে শ্লথ করে দেওয়ার দিকে চলছিল। লেনিন বলেছিলেন যে "বেগার খাটার মানেই হ'লো নিম্নতর উৎপাদনশীলতা ; তাই বাড়তি উৎপাদন করে আয় বাড়ানোর কোন উপায়ই ছিল না ; সেটা একমাত্র নানা ধরনের বাঁধা পড়া ভাড়াটে লোক দিয়েই করা যেতো"। (৭) লেনিন বলেছিলেন, "একটা বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে, আয়বৃদ্ধির এবং প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করার জন্য শ্রমের উৎপাদন-শীলতা বাড়ানো কেবল সম্ভব যে তাই নয়, উপরন্তু প্রয়োজনীয়ও বটে।" (৮)

সে যাই হোক, এমন একটা সময় এলো যখন ব্যক্তিগত ফয়দা ওঠানোর ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে যথারীতি আর প্রেরণা দিতে পারলো না। বিপরীত দিকে, সমস্ত শোষণ থেকে শ্রমের মুক্তিই কেবল শ্রমের অভূতপূর্ব উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। আজকে, প্রগতি সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সম্পত্তির ভবিষ্যতের সঙ্গে এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির

৭। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ ২১৪

৮। ঐ, পৃ ২১৪-২১৫

রজন্য যে যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে তার সঙ্গে জড়িত। শোষণের রূপগুলি শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিরও স্তর ছিল কিন্তু আজকে তার সৃজনশীল ক্ষমতার পূর্ণতর প্রকাশ ঘটানোর জন্য শ্রমকে সকল শোষণ থেকে মুক্ত করা দরকার।

শ্রমিকরা স্বেচ্ছায় পরস্পর মিলিত হ'য়ে, আধুনিক প্রযুক্তি-বিস্তার সাহায্য নিয়ে সচেতনভাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ উদ্ভূত হওয়ার আগে শ্রমের উৎপাদনশীলতার ইতিহাসে এমন একটি উদাহরণও ছিল না। একদা প্রধানতঃ যেটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া ছিল সেটা এখন সোভিয়েট সমাজে কাজের অভ্যাসে পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধনের ফলে শ্রমিকদের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত পরীক্ষা নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে একটা বিরাট সৃজনশীল শক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়া হ'য়ে উঠেছে। অন্যদিকে, যে বিজ্ঞান আর শোষণের উপায় নয় সে শ্রমজীবী মানুষের উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের সঙ্গে মিশে গেছে। এখানেই নতুন সমাজে উৎপাদনশক্তির ঝটিকাতাড়িত বৃদ্ধির অন্যতম কারণ রয়েছে।

উৎপাদন উপায়ে এবং শ্রম শক্তির পরিবর্তনের সঙ্গেই সামাজিক শ্রমের বিকাশ জড়িত ছিল এবং সর্বদাই একটা নির্দিষ্ট শ্রমদক্ষতা এবং তার উৎকর্ষ সাধনই বোঝাতো। শ্রমদক্ষতার দৃঢ় উৎকর্ষ সাধন নিরন্তর পরিবর্তন আনে যেটা প্রায়ই নজরে আসে না। ওটাই সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রকাশ। উৎপাদন উপায়ের পরিবর্তন এবং উৎকর্ষ সাধনের উদ্দীপনা শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে তার সৃষ্টি লগ্ন থেকেই আছে।

বর্দ্ধিষ্ণু উৎপাদনের চাহিদা এবং শ্রমের বিকাশ মাত্রার দ্বারা যেটা নিয়ন্ত্রিত হত আর তারপরে যেটা উৎপাদনের ওপর একটা প্রেরণাদায়ী প্রভাব ফেলতো প্রযুক্তিতে সেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্যেই প্রধানতঃ যে সচেতন প্রচেষ্টাটা সীমাবদ্ধ থাকতো তাই নিয়ে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত মানবজাতির ইতিহাসে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটি মূলতঃ স্বতঃস্ফূর্তই

ছিল। শ্রম দক্ষতা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা যে সীমার মধ্যে উৎকর্ষতা লাভ করতো এবং উৎপাদনে যে বিজ্ঞান প্রযুক্ত হ'ত শোষণের রূপই তাকে নিয়ন্ত্রণ করত। শোষক সমাজ কখনও উৎপাদককে ব্যাপক উদ্যোগ দেখানোর কোন ফাঁক রাখেনি এবং বিজ্ঞানের শক্তিকে সবসময়েই আত্মস্বার্থ সন্ধানের আওতায় রেখেছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে, শ্রমের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনশীলতার অর্থ বাস্তব সম্পাদনের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটি শ্রমিকের ক্রমবর্দ্ধমান ভূমিকা। এটা "প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে" আর সবাই সামাজিক শ্রমের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সামর্থ্যকে বাড়িয়ে সাধারণের কল্যাণে শ্রমের মধ্যে সর্বোত্তম অবদান রাখবে, প্রত্যেক সভ্যের ওপর সমাজের এই দাবীর মধ্যেকার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সামাজিক জীবন প্রত্যেকটি কাজের লোকের ভূমিকা বাড়ার দিকে ঝুঁকছে। যারা উচ্চমাত্রার শ্রম উৎপাদনশীলতায় পেঁাছেছে তারা সমাজের কাছে খুবই মূল্যবান এবং সমাজের শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। যে কাজের মানুষটি উচ্চমাত্রার শ্রম উৎপাদনশীলতায় পেঁাছেছে সে একজন জননেতায় রূপান্তরিত হ'য়েছে আর তার মতামত জাতীয় গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবী মানুষের কাজের ফলের প্রতি আগ্রহ থাকে আর এটাই বাস্তব প্রেরণার নীতির ভিত্তি, কমিউনিজমের পথে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের অন্তর্নিহিত গুরুত্বপূর্ণ নীতি। যখন সমস্ত সমবায়ের মধ্যে, আর যারা উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে, শ্রমের যন্ত্রপাতি আর সকল ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী মাল সরবরাহ করে তাদের প্রবল প্রচেষ্টা থাকে তখনই বাস্তব প্রেরণা প্রত্যেকের সামনে তুলে ধরা যায়। ফলতঃ, সমাজতান্ত্রিক সমাজে অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের কাজের ফলাফলে প্রত্যেকের আগ্রহ থাকে। অন্য সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

সোভিয়েট সমাজে ব্যক্তি স্বার্থ এবং উৎপাদনের ফলাফলে প্রত্যেকটি শ্রমিকের বাস্তব প্রেরণার পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের সেই নির্দিষ্ট সমবায়টির সাধারণ স্বার্থ ও গোটা সামাজিক উৎ-পাদনের ওপর যেটা প্রসারিত এবং পৃথক পৃথক শিল্পের ও প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের ওপর সমাজের চাহিদাকে যে নিয়ন্ত্রণ করে সেই জাতীয় স্বার্থও রয়েছে। জাতীয় স্বার্থ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের রূপ গ্রহণ করে। সমগ্র জনগণের সোভিয়েট রাষ্ট্র যাদের উৎপা-দনের বিকাশে আগ্রহ রয়েছে সেই গোটা সমাজ ও তার সভ্যদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ এবং রক্ষা করে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে, প্রত্যেকটি শিল্পে এবং গোটা উৎপাদনে যাতে জাতীয় স্বার্থকে সঠিকভাবে হিসাবে আনা হয় তার জন্য রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করে।

তবে, রাষ্ট্র বা তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিই এই স্বার্থের হিসাব ধরে এবং সম্পূর্ণ সন্তোষের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ক'রে জাতীয় স্বার্থকে কেবল টেনে আনে না। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের সারমর্ম এমনি যে তাদের বাস্তব কাজ কর্মের ভিত্তি হ'য়ে, সমস্ত সামাজিক বন্ধনের ভিত্তি হ'য়ে এই স্বার্থ সমাজের সকল সভ্যের দ্বারা বিবেচিত হওয়ার দিকে ঝুঁকে যায়। সমাজতন্ত্র ব্যক্তির বিষয়গত প্রেরণাদান, নির্দিষ্ট শ্রমিক সমবায়ের স্বার্থ, এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সংযুক্ত করা সম্ভব করে তোলে। কিন্তু মানুষের প্রবল কর্মকাণ্ড ছাড়া সংযুক্তি আপনা আপনি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটানো যায় না। সমাজ বিকাশের নিয়ম এবং চাহিদার জ্ঞান সোভিয়েটের মানুষকে জীবনের উপস্থাপিত কর্তব্যের মোকাবিলা করতে সাহায্য করেছে।

আমাদের যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির অর্থ কি পার্টির কর্মসূচী সেটা দেখিয়ে দিয়েছে। শ্রমিকদের বিরাট উৎ-পাদনশীলতাকে যেটা মুক্ত করে দেবে, সঠিক সংগঠন করলে সকলের জন্য বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদের প্রাচুর্যের সমাজ সৃষ্টি

করবে সেই মানবজাতি সৃষ্ট, শক্তিশালী প্রযুক্তিবিদ্যা যাতে তাকেই সাহায্য করে সেটা করাই হ'লো পার্টির প্রধান নীতি। আজকে, নিরন্তর শিল্পবিকাশ এটা বাধ্যতামূলক করে তুলেছে যে সামাজিক শ্রমকে খুবই যুক্তিসঙ্গত মাত্রায় সংগঠিত করা দরকার।

## সামাজিক শ্রমের সংগঠনে প্রগতি

একই কমিউনিষ্ট সমাজব্যবস্থার দুটি স্তরের একটা সাধারণ ভিত্তি আছে আর সেটা হ'ল এই যে "পুঁজিবাদের তুলনায় প্রলেটারিয়েটরা শ্রমিকের উন্নত সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সংগঠন সৃষ্টি করে। অর্থাৎ যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হ'ল এই যে এটাই শক্তির উৎস আর কমিউনিজমের শেষ জয় যে অনিবার্য তার গ্যারান্টি।" (৯)

জাতীয় অর্থনীতিকে যে একাই চালায় সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড শ্রমিকের এই উচ্চস্তরের সামাজিক সংগঠনের একটা প্রকাশ। যখন থেকে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হ'য়েছে তখন থেকে অনিবার্যভাবেই উৎপাদন সম্পর্ক একটা রাজনৈতিক ভাবসৌধ সৃষ্টি করেছে যার সামাজিক ব্যবস্থার সুরক্ষায় ও বিকাশে একটা ভূমিকা আছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘটনা বিরাট রূপান্তরের একটি দিক হ'ল এই যে সে সামাজিক শ্রমের সংগঠনে রাজনৈতিক ভাবসৌধের ভূমিকার মধ্যে একটা বুনিয়াদী পরিবর্তন আনে। "সোভিয়েট সরকারের তাৎক্ষণিক কর্তব্য" শিরোনামায় লেনিনের প্রবন্ধের মূল লিপিতে বলা হ'য়েছিল: "রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার যে কর্তব্য এখন সোভিয়েট সরকারের সামনে রয়েছে তার বিশেষ দিকটা হ'ল এই যে সম্ভবতঃ আধুনিক সভ্য জাতির ইতিহাসে এই প্রথম সবার আগে সে রাজনীতি নয়—অর্থনীতির মোকাবিলা করছে। সাধারণতঃ "প্রশাসন" কথাটি সম্পূর্ণতঃ না

৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৯ খণ্ড, পৃ ৪১৯

হলেও প্রধানতঃ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তবে, সোভিয়েট ক্ষমতার ভিত্তি এবং সারমর্মটা, পুঁজিবাদ থেকে সমাজ-তন্ত্রে উত্তরণের মতই এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে রাজনৈতিক কর্তব্য অর্থনৈতিক কর্তব্যের অধীনস্থ।" সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের বিশেষ দিকটি হ'ল অর্থনৈতিক কর্তব্যকে চালানোর মত করে রাজনৈতিক সংগঠনকে দাঁড় করানো হয় অর্থাৎ উৎপাদনের বিকাশের কাজে—মানব কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্রে।

এখানেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এবং যারা নির্মাণ, উৎ-পাদন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামান্য মাত্রও মাথা ঘামায় সেইসব পাতিবুর্জোয়া বিপ্লবীদের মধ্যে পার্থক্য। সঙ্গতিপূর্ণ প্রলেটারিয় বিপ্লবী, অবশ্যই, নতুন সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে এবং মানব শ্রমের সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সম্বন্ধে উন্নাসিক মনোভাব নিতে পারে না। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে এক ধরনের "অর্থনীতিবাদ" বলে হেয় করার অর্থ সমাজ বিকাশের পাতিবুর্জোয়া তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বুনিয়াদী বিবৃতি থেকে সরে যাওয়ার সামিল।

বাস্তবিকই, লেনিন বলেছেন, নতুন সমাজের নির্মাণ সম্বন্ধে বিবেচনা করতে গেলে শ্রমের উৎপাদনশীলতার উন্নয়নই বুনিয়াদী কর্তব্যের মোকাবিলা করার পথ। ঠিক ঐ ভাবেই সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে গিয়ে এবং একটার পর একটা পঞ্চবার্ষিকী জাতীয়-অর্থ-নীতিক পরিকল্পনা পূর্ণ করে এই পথই সোভিয়েটের জনগণ অনু-সরণ করেছেন। কমিউনিজম নির্মাণেও সোভিয়েটের জনগণ এখনও ঐ একই পথ অনুসরণ করে চলেছে। "কমিউনিজম হ'ল সোভিয়েটের ক্ষমতা যার সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছে সারা দেশের বৈদ্যুতিকরণ" লেনিনের এই সূত্রের মহান ঐতিহাসিক তাৎপর্য এটাই। সর্বোপরি লেনিনের এই সূত্রের অর্থ সোভিয়েট সমাজ যেটা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ বলে প্রমাণিত সেই সামাজিক শ্রমের উচ্চমাত্রার সংগঠন। এর

অর্থ উচ্চস্তরের শ্রমের যন্ত্রপাতি এবং ফলতঃ উচ্চমাত্রার উৎপাদনশীলতা। নিঃসন্দেহে এর অর্থ ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত মানের নিরন্তর ঊর্ধ্বগতি। নতুন সমাজ গঠনে ব্যাপৃত সমাজের প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য শ্রমের ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনশীলতার প্রয়োজনীয় ভিত্তি বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তোলা। পার্টির লাইন সূত্রায়িত করতে গিয়ে লেনিন জনগণের গঠনমূলক কর্মশক্তিকে অগ্রসর প্রযুক্তিগত চিন্তা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে নিয়ে সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানের বিরাট অর্জিত সাফল্যের সাথে মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

কমিউনিষ্ট নির্মাণ পর্বে সামাজিক এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির ঐক্য প্রকাশিত হচ্ছে, প্রথমতঃ, তাদের সামাজিক গুরুত্বের সাধারণ বৃদ্ধি যেটা নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে সমাজ বিকাশের চাহিদার দ্বারা; দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ সামাজিক ভূমিকার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান পারস্পরিক ক্রিয়া; তৃতীয়তঃ, একই পদ্ধতিগত ও দার্শনিক ধারণার ওপর তাদের ভিত্তি। প্রকৃতির বিজ্ঞান ও সমাজের বিজ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন তথ্যকে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম ঐক্যবদ্ধ করে কারণ এটা নতুন সমাজ নির্মাণের পথ নির্দেশ করে এবং কেমন করে ঐ তথ্য "সবকিছুই মানুষের জন্য" এই আদর্শের বলে প্রযুক্ত হবে সেটা দেখিয়ে দেয়।

কৃষিতে, ইউ, এস, এস, আর এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে সে সম্বন্ধে সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচী বলেছে যে প্রকৃতির উপাদানের ওপর তার নির্ভরশীলতা কমিয়ে ফেলা হয়েছে এবং নিম্নতম মাত্রায় নামিয়ে আনা হ'য়েছে। সমাজতান্ত্রিক লাইনে সংগঠিত কৃষিই কেবল এই কর্তব্যের মোকাবিলা করতে পারে, কৃষির দীর্ঘ ইতিহাসের বিবেচনায় এটা বিরাট গুরুত্বসম্পন্ন।

পুরনো রাশিয়ার মত কৃষিপ্রধান দেশে দেশের সামনে সবচেয়ে জটিল প্রশ্নটা ছিল "শ্রম শক্তিতে ভাজন"কে নির্মূল

করা আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রতিদিন যেটা পুঁজিবাদের জন্ম দেয় সেই ক্ষুদ্র কৃষির খামারকে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের লাইনে নিয়ে যাওয়া। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংগঠনের সমস্যা নিয়ে লেনিন গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন এবং কৃষিখামারের মধ্যে সহযোগিতা ও উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা সজ্জিত বিরাট বিরাট সামাজিক সম্পত্তি গ্রামাঞ্চলে স্থাপনের সুসঙ্গত তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন। এই পরিকল্পনা পুরো করার জন্য যার ভিত্তিতে সমবায় খামার বিরাট সাফল্য লাভ করতে পারে, নতুন সমাজ নির্মাণে যে কোন সমস্যাই যার তুলনায় কঠিন নয় সেই যুগ যুগান্তের সমস্যাটির সমাধানের সুযোগ দিয়ে গ্রামাঞ্চল যাতে সমাজতান্ত্রিক লাইনে বিকশিত হ'তে পারে তার জন্য সবার ওপর দরকার ছিল সমাজতান্ত্রিক শিল্প গড়ে তোলা ও বিকাশ ঘটানোর। লেনিন কৃষিতে উৎপাদনশীল শ্রমের জন্য বিষয়গত প্রেরণা দেবার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং সারা দেশে তৎক্ষণাৎ কমিউনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যারা হৈ চৈ করছিল সেই "বাম কমিউনিষ্টদের" সমালোচনা করেছিলেন। লেনিন জোর দিয়ে বলেন যে "সরাসরি কেবল উৎসাহের ওপর নির্ভর করে নতুন সমাজ নির্মাণ করা সম্ভব নয়, করা যায় মহান বিপ্লবের সৃষ্ট বিরাট উৎসাহের সাহায্যে, ব্যক্তির স্বার্থ, ব্যক্তিগত প্রেরণা এবং ব্যবসায়ী ধরনের নীতির ভিত্তিতে।" (১০)

লেনিন সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের আরেকটি শর্ত নির্দেশ করেন: "......শ্রমজীবী মানুষের শৃঙ্খলার উন্নতি তাদের দক্ষতা, তাদের কার্যকারিতা এবং তাদের উত্তম সংগঠনই অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের শর্ত।" (১১) লেনিন ও কমিউনিষ্ট পার্টি "পাতিবুর্জোয়াদের স্বতঃস্ফূর্ত বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয় শৃঙ্খলার জন্য," (১২) নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়েছেন।

---

১০। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩৩ খণ্ড, পৃ ৫৮

১১। ঐ ২৭ খণ্ড, পৃ ২৫৮

১২। ঐ,

সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশে দেশব্যাপী হিসাব রক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে লেনিন বলেন যে এ লড়াই "পচা অতীতের বিরুদ্ধে, যেটা জনগণকে ভাত কাপড় জোগাড় করার ব্যাপারটাকে "ব্যক্তিগত ব্যাপার" বলে আর কেনা বেচাকে "একমাত্র আমার ব্যাপার" বলে শিখিয়েছে : তার বিরুদ্ধে……সারা বিশ্বের জন্য এ লড়াই তাৎপর্যপূর্ণ, এ লড়াই 'সমাজতান্ত্রিক চেতনা আর বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদী স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেকার লড়াই।" (১৩) শ্রমজীবী মানুষের চেতনার পুনর্বিন্যাস ঘটানোতে কাজের প্রতি, উৎপাদনের প্রতি, জনগণকে ভোগ্য পণ্য সরবরাহ করার কর্তব্যের প্রতি তাদের মনোভাবকে বদলাতে হবে। লোকেরা তাদের কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্রে, উৎপাদনকে তাদের ব্যক্তিগত বৈষয়িক প্রেরণা সহ নির্দিষ্ট শ্রম-সমবায়ের স্বার্থ, গোটা সমাজের স্বার্থ, জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সংযুক্ত করে একটা সামাজিক করণীয় কাজ বলে গণ্য করার অভ্যাস করতে শুরু করলো যেটা ছাড়া ব্যক্তি হিসাবে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থকেও পূরণ করা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদ প্রত্যেককে নিজের জীবিকা অর্জনের ব্যাপার বলে এটাকে ভাবতে অভ্যস্ত করিয়েছিল। এর অর্থ বুর্জোয়াদের সাফাই, বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের সাফাই গাওয়া।

নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যালবাদী ধারণার পেছনেও বুর্জোয়া ধ্যান ধারণাই ছিল। লেনিন লিখেছিলেন : "নৈরাজ্যবাদ এবং নৈরাজ্যবাদী-সিণ্ডিক্যালবাদী বুর্জোয়া ঝোঁক আর সমাজতন্ত্রের প্রলেতারিয় একনায়কত্ব এবং কমিউনিজমের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসাতীত, মার্কসবাদের এই তত্ত্ব যে কিরকম নির্ভুল তা আমাদের কাছে এখন খুবই সুস্পষ্ট।" (১৪) দানা শস্য এবং বস্ত্র উৎপাদনের প্রশ্নটাকে পেছনে ঠেলে দেবার এবং এটাকে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের একটা মামুলি প্রশ্নে পরিণত করার প্রচেষ্টাটাও উৎপাদন ও শ্রম সম্বন্ধে বুর্জোয়া মতে ফিরে যাবারই নামান্তর।

---

১৩। ঐ

১৪। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ২৫৪

পাতিবুর্জোয়া বুলি কপচানোর বিপরীতে লেনিন বৈজ্ঞানিক সাফল্যগুলিকে এবং হিসাব রক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের সর্বোত্তম ব্যবস্থাগুলিকে ব্যবহার করে জনগণকে উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন করতে শিখিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ প্রথমতঃ উৎপাদনে, কঠোর বিজ্ঞানসম্মত নীতির ভিত্তিতে, সমগ্র সামাজিক শ্রমকে দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত করে, ব্যাপক জনগণের প্রভূত পরিমাণে যোগদানে দক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপিত করে তার সমস্ত কাজের মধ্যে সংগঠন ও সংহতিকে বাড়ানোর প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত।

তাঁর অনেক রচনায়, লেনিন প্রথম স্তরের সমাজতন্ত্রকে লাফিয়ে পার হ'য়ে কমিউনিজমে পৌঁছনোর ভাববাদী ও স্বেচ্ছাবাদী প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করেছেন এই কথাটির ওপর জোর দিয়ে যে নতুন সমাজ এবং সর্বোপরি তার বিষয়গত ভিত্তিকে ইটের পর ইট সাজিয়ে তৈরী করতে হবে। পুঁজিবাদ থেকে মানবজাতি কেবল সরাসরি সমাজতন্ত্রেই যেতে অর্থাৎ উৎপাদন উপায়ের সামাজিক মালিকানায় এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তির কৃত কাজের পরিমাণ অনুসারে উৎপাদনের বণ্টন করতে পারে।" (১৫)

এই কারণেই "রাষ্ট্র থাকার প্রয়োজন আছে, যেটা উৎপাদন উপায়গুলির যৌথ মালিকানাকে বাড়িয়ে উৎপাদনে ও বণ্টনে সমতা রক্ষা করবে।" (১৬) কারণ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়ার জন্য পুরোদস্তুর কমিউনিজম আসা চাই--লেনিন একথাই লিখেছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনে পরিবর্তন আসে এবং সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের বিজয়ের ফলে রাষ্ট্রের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। "সমস্ত নাগরিকরা একটি দেশব্যাপী সিণ্ডিকেটের কর্মচারী ও শ্রমিক হ'য়ে পড়ে।" (১৭) এই সিণ্ডি-

---

১৫। ঐ, ২৪ খণ্ড, পৃ ৮৪-৮৫

১৬। ঐ, ২৫ খণ্ড, পৃ ৪৬৭

১৭। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৫ খণ্ড, পৃ ৪৭৩

কেটের বিকাশ এবং সেটার সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া একটা প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।

নতুন সমাজের প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায় কমিউনিজমে উত্তরণের বিবেচনা করতে গিয়ে লেনিন সামাজিক বিকাশের ভিত্তি খুব সংগঠিত এবং অত্যন্ত সচেতন মানব শ্রমের উৎপাদক ক্ষমতার বৃদ্ধির চূড়ান্ত গুরুত্বর ওপর জোর দেন। যারা লোকের মানসি-কতা বদলে নতুন সমাজ গড়বার আশা করেছিল যেটা পাতি-বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদেরই বৈশিষ্ট্য তাদের ভাববাদের প্রতি কোন সুবিধাপ্রদানকেই লেনিন সহ্য করতেন না। লেনিনের এই সমস্ত ধারণাগুলি সম্বন্ধে কিছু না বললে সমাজ বিকাশের তত্ত্বে এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের তত্ত্বের প্রধান প্রশ্নে লেনিনবাদকে সংশোধন করা হবে।

তাই আজকের সামাজিক অগ্রগতির প্রধান ধারা সব ধরনের শোষণের অবসান এবং তারপরে সমাজের সামাজিক সংগঠনের আরও উন্নতি নিয়েই গড়ে উঠেছে। সেই অনুসারে আজকের দিনের সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের প্রগতিশীল বিকাশের প্রধান ধারা বুর্জোয়াদের একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে এবং প্রলেটারিয় একনায়কত্ব স্থাপন করে গড়ে উঠবে, যেটা নতুন সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে। সামাজিক স্বায়ত্তশাসনকে চূড়ান্তভাবে বিকাশের মাধ্যমেই ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত হবে।

## নতুন সমাজ নির্মাণে
## দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা প্রদানের শক্তি

নতুন সমাজ নির্মাণে উদাহরণ দ্বারা শিক্ষা প্রদানের ভূমিকা সম্বন্ধে লেনিন একটা চমৎকার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাস এবং কল্পনাবাদীদের ধ্যান ধারণা

নিয়েই তিনি তাঁর বিশ্লেষণ শুরু করেন : "যাঁরা সমাজতন্ত্রের সুবিধা শান্তিপূর্ণভাবে এবং যন্ত্রণাহীনভাবে মানবজাতিকে বোঝানোর, এবং তাদের দ্বারা গৃহীত হবার নিশ্চিত আশা করেছিলেন জনগণের দ্বারা তেমনি ধরনে শ্রমিক কমিউন সংগঠনের উদাহরণ পুঁজিবাদী সমাজে বারবার পাওয়া গেছে। এই ধরনের দৃষ্টিকোণ ও কর্ম পদ্ধতি ন্যায়সঙ্গতভাবেই বিপ্লবী মার্কসবাদীদের কাছ থেকে পুরোপুরি বিদ্রূপকেই আহ্বান করে কারণ পুঁজিবাদী দাসত্বের অধীনে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন উদাহরণের সাহায্যে কোন প্রগতিশীল পরিবর্তন আনা একটা সম্পূর্ণ বৃথা স্বপ্নে পরিণত হবেই, যার ফলে হয় এগুলো কতকগুলি ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানে নতুবা ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের সংঘে পরিণত হ'য়েছে।

"জাতীয় অর্থনীতিতে উদাহরণের গুরুত্বের প্রতি এই উপহাস ও বিদ্রূপের অভ্যাসগত মনোভাব এখনও কিছু কিছু এমন লোকের মধ্যে স্পষ্ট যারা প্রলেটারিয়েটের রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় থেকে যে প্রগতিশীল পরিবর্তন শুরু হ'য়েছিল তাকে পুরোপুরি বিবেচনা করে নি।" (১৮)

রবার্ট আওয়েন, সাঁ সিমঁ ও চার্লস ফোরিয়ারের অনুগামীরা বাকি পৃথিবীর সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে, বুর্জোয়া দেশগুলির মধ্যে একটা নতুন সমাজের কোষ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ওটা ছিল কল্পনাবাদ। মার্কসবাদ এইসব মতের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই চালিয়েছিল। যে বুনিয়াদী পরিবর্তন ছিল তার বিবেচনায় উদাহরণের ক্ষমতা সম্পর্কে লেনিন নতুন ক'রে বিবেচনার প্রস্তাব দিলেন।

নতুন সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় লেনিন দেশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠনে উদাহরণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন যে যাতে সারাদেশে অর্থনীতির মানকে উন্নত করাতে সাহায্য করা যায় তার জন্য কর্তব্যটা হ'ল

১৮। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ২০৪-২০৫

কেটের বিকাশ এবং সেটার সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া একটা প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া।

নতুন সমাজের প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায় কমিউনিজমে উত্তরণের বিবেচনা করতে গিয়ে লেনিন সামাজিক বিকাশের ভিত্তি খুব সংগঠিত এবং অত্যন্ত সচেতন মানব শ্রমের উৎপাদক ক্ষমতার বৃদ্ধির চূড়ান্ত গুরুত্বর ওপর জোর দেন। যারা লোকের মানসিকতা বদলে নতুন সমাজ গড়বার আশা করেছিল যেটা পাতি-বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদেরই বৈশিষ্ট্য তাদের ভাববাদের প্রতি কোন সুবিধাপ্রদানকেই লেনিন সহ্য করতেন না। লেনিনের এই সমস্ত ধারণাগুলি সম্বন্ধে কিছু না বললে সমাজ বিকাশের তত্ত্বে এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের তত্ত্বের প্রধান প্রশ্নে লেনিনবাদকে সংশোধন করা হবে।

তাই আজকের সামাজিক অগ্রগতির প্রধান ধারা সব ধরনের শোষণের অবসান এবং তারপরে সমাজের সামাজিক সংগঠনের আরও উন্নতি নিয়েই গড়ে উঠেছে। সেই অনুসারে আজকের দিনের সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের প্রগতিশীল বিকাশের প্রধান ধারা বুর্জোয়াদের একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে এবং প্রলেটারিয় একনায়কত্ব স্থাপন করে গড়ে উঠবে, যেটা নতুন সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে। সামাজিক স্বায়ত্তশাসনকে চূড়ান্তভাবে বিকাশের মাধ্যমেই ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত হবে।

## নতুন সমাজ নির্মাণে
## দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা প্রদানের শক্তি

নতুন সমাজ নির্মাণে উদাহরণ দ্বারা শিক্ষা প্রদানের ভূমিকা সম্বন্ধে লেনিন একটা চমৎকার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাস এবং কল্পনাবাদীদের ধ্যান ধারণা

নিয়েই তিনি তাঁর বিশ্লেষণ শুরু করেন : "যাঁরা সমাজতন্ত্রের সুবিধা শান্তিপূর্ণভাবে এবং যন্ত্রণাহীনভাবে মানবজাতিকে বোঝানোর, এবং তাদের দ্বারা গৃহীত হবার নিশ্চিত আশা করেছিলেন জনগণের দ্বারা তেমনি ধরনে শ্রমিক কমিউন সংগঠনের উদাহরণ পুঁজিবাদী সমাজে বারবার পাওয়া গেছে। এই ধরনের দৃষ্টিকোণ ও কর্ম পদ্ধতি ন্যায়সঙ্গতভাবেই বিপ্লবী মার্কসবাদীদের কাছ থেকে পুরোপুরি বিদ্রূপকেই আহ্বান করে কারণ পুঁজিবাদী দাসত্বের অধীনে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন উদাহরণের সাহায্যে কোন প্রগতিশীল পরিবর্তন আনা একটা সম্পূর্ণ বৃথা স্বপ্নে পরিণত হবেই, যার ফলে হয় এগুলো কতকগুলি ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানে নতুবা ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের সংঘে পরিণত হ'য়েছে।

"জাতীয় অর্থনীতিতে উদাহরণের গুরুত্বের প্রতি এই উপহাস ও বিদ্রূপের অভ্যাসগত মনোভাব এখনও কিছু কিছু এমন লোকের মধ্যে স্পষ্ট যারা প্রলেটারিয়েটের রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় থেকে যে প্রগতিশীল পরিবর্তন শুরু হ'য়েছিল তাকে পুরোপুরি বিবেচনা করে নি।" (১৮)

রবার্ট আওয়েন, সাঁ সিমঁ ও চার্লস ফোরিয়ারের অনুগামীরা বাকি পৃথিবীর সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে, বুর্জোয়া দেশগুলির মধ্যে একটা নতুন সমাজের কোষ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ওটা ছিল কল্পনাবাদ। মার্কসবাদ এইসব মতের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই চালিয়েছিল। যে বুনিয়াদী পরিবর্তন ছিল তার বিবেচনায় উদাহরণের ক্ষমতা সম্পর্কে লেনিন নতুন ক'রে বিবেচনার প্রস্তাব দিলেন।

নতুন সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় লেনিন দেশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে উৎপাদন সংগঠনে উদাহরণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন যে যাতে সারাদেশে অর্থনীতির মানকে উন্নত করাতে সাহায্য করা যায় তার জন্য কর্তব্যটা হ'ল

১৮। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ২০৪-২০৫

জনগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠনের উদাহরণগুলো ছড়িয়ে দেওয়া। এটা সোভিয়েট সমাজের অভ্যন্তরীণ বিকাশে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রগতিশীল বিকাশের কলাকৌশলের একটা বিশিষ্ট দিকের গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য দেখিয়ে দিল।

১৯১৮ সালে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের প্রথম বসন্তকালে লেনিন নতুন ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষত্ব ও তাৎক্ষণিক কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর বিবেচনাগুলি অনুলিপিকারকে বলেন "পুঁজিবাদী সমাজে যে দৃষ্টান্তের শক্তিকে দেখানো গেল না সেটা যে সমাজে জমি ও কারখানায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটানো হ'য়েছে সেখানেই যে সম্ভবতঃ একটা ভাল দৃষ্টান্ত হিসাবে সকলে তার অনুকরণ করবে তা নয় বরং এজন্যেও করবে যে উৎপাদন সংগঠনের একটা উন্নততর উদাহরণকে অনুসরণ করে শ্রম লঘু হওয়ায় এবং যারা এই উন্নত সংগঠন গড়ে তুলেছে তাদের ভোগের বৃদ্ধির জন্যও হবে।" (১৯) ক্রেমলিনের দেওয়ালের বাইরে আরেকটা মস্কো পড়েছিল, যার পুরনো অনেক কিছু বিসর্জন দেওয়া বাকি ছিল আর তার বাইরে শহরতলীর পাশে ছড়ানো ছিটানো ক্ষেতগুলো তখনও কাঠের লাঙ্গল দিয়ে চষা হত, তার সঙ্গে ছিল কুঁড়ে ঘরের সারি যেখানে আলো জ্বালতো কেবল চেলা কাঠ জ্বালিয়ে। কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে লেনিন জানতেন যে চমৎকার একটা সামাজিক তেজ জেগে উঠছে এবং তার সুচারু বিকাশের জন্য উদাহরণের শক্তির দরকার ছিল। আত্তীকরণের গতিপথে সৃষ্ট নতুন উদাহরণ সহ নতুন নির্মাতাদের দল উন্নত দৃষ্টান্তগুলোকে সৃজনশীলভাবে আয়ত্ত করে যাচ্ছিল।

লেনিন বলেছিলেন যে, সোভিয়েট সমাজে সেই সর্ব প্রথম দৃষ্টান্তের শক্তি জনগণকে প্রভাবিত করতে পারতো। (২০) সোভিয়েট সমাজকে যেটা কমিউনিজমের দিকে চালিত করছিল তার কলাকৌশলের

---

১৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী,২৭ খণ্ড, পৃ ২০৬

২০। ঐ, পৃ ২৬১

প্রধান উৎস ছিল দৃষ্টান্তের শক্তির প্রভাব। সোভিয়েটের মানুষদের নেতা পার্টি তাদের কর্মকাণ্ডের নানা ক্ষেত্রে উদাহরণ স্থাপন করে। আজকে পার্টির সমস্ত কাজ কেবল যে জীবনের সবচেয়ে অগ্রসর ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা নয়, অধিকন্তু সেটা রয়েছে শ্রম ও উৎপাদনের সবচেয়ে অগ্রসর অভিজ্ঞতার ওপরেও। পার্টির উদ্যোগের কল্যাণে, নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি করে যেটা তাদের পক্ষে ব্যাপক হ'য়ে ওঠে এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মধ্যে নতুন সৃজনশীল প্রচেষ্টা সৃষ্টি করে যার ফলে শ্রম প্রক্রিয়ার উৎপাদনের এবং গোটা সমাজ জীবনের আরও সমৃদ্ধি ঘটায়, সোভিয়েট শ্রমজীবীদের সেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যাপক হ'য়ে ওঠে। যেটা সোভিয়েট সমাজকে কমিউনিজমের পথে বহুদূর এগিয়ে দেয় সেই প্রগতির চক্র এমনি। সমগ্র জনগণের দ্বারা অগ্রসর অভিজ্ঞতাগুলির সৃজনশীল আত্তীকরণ একটা প্রক্রিয়া যেটা পার্টির বিরাট সাংগঠনিক ও শিক্ষা প্রদানকারী প্রচেষ্টা ছাড়া বিকশিত হ'তে পারতো না। লেনিনের "মহান সূত্রপাত" শিরোনামাঙ্কিত উল্লেখযোগ্য থিসিসটিতে মনোসংযোগ করলে গভীর চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। এটা সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রগতি অর্জনের কলাকৌশলকে দেখিয়ে দেয় যেখানে, উদাহরণই উদ্যোগ, আন্দোলনের সূত্রপাত করে। উদাহরণ বা উদ্যোগের সঙ্গে সমাজ জীবনে নতুন উপাদানের আবির্ভাব, আত্তীকরণ এবং বিকাশ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মানব কর্মকাণ্ডে এই সব নতুন উপাদান সমাজবিকাশে সম্ভাবনাকে বের করে নিয়ে আসার এবং আয়ত্ত করার মত উদাহরণ দেয়। উদাহরণ এবং উদ্যোগ দেখিয়ে দেয় যে সমাজের মধ্যে নতুন বিষয়গত সম্ভাবনা পরিপক্ক হয়েছে। ক্রমশঃ বেশী নাগরিকদের নতুন সম্ভাবনার অনুভূতি বিকাশের নতুন স্তরে পৌঁছে দেয়। সমাজের যে কোন ক্ষেত্রের বিকাশ এমন একটা স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে মোট বিষয়টা প্রগতিশীল প্রবণতার নিবিড়তা বৃদ্ধি, ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করায় গিয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিষ্ট নির্মাণ পর্বে, জনগণের উদ্যমের বর্দ্ধনশীল অবস্থায়, উদাহরণের শক্তিই

পৌঁছেছে তা ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছে। শ্রমের প্রশ্নে যে ধারণাগুলি স্বচ্ছ আলোকপাত করেছে তা মার্কসবাদের তিনটি উপাদানের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। শ্রমের বিকাশ, উপাদানের শর্ত এবং রূপ মার্কসবাদী রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের মূল সমস্যা; সামাজিক শ্রমের গবেষণা একটা বিজ্ঞানসম্মত সমাজতত্ত্ব সৃষ্টি করেছে; মানুষের শ্রম সম্বন্ধীয় কার্যকলাপকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে মার্কসীয় দর্শন ও নীতি শাস্ত্র অবোধ্য থাকতো। সমগ্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ইতিহাসে শ্রমজীবীদের বিরাট ভূমিকার ব্যাখ্যার সঙ্গে আর কোন পথে তারা তাদের সুখী ভবিষ্যৎ আনতে পারে তার ইঙ্গিত দেওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কমিউনিষ্ট শ্রমের মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিষ্ট তত্ত্বের মুকুটস্বরূপ। বর্তমানের ঘটনাবলীর মধ্যে যেটা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেয় এবং ভবিষ্যতের পথের নির্দেশ দেয় সেই মতবাদের নীতিগুলির সূত্রায়ণই লেনিনের বিরাট কীর্তি।

লেনিন সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রে কাজের প্রতি কমিউনিষ্ট মনোভাবের আনন্দোজ্জ্বল প্রাথমিক সংকেতের আবির্ভাব দেখেছিলেন কিন্তু তাঁর চমৎকার চিন্তাধারা এই সব ভ্রূণাকার রূপেই আটকে যায় নি এবং তিনি মানবজাতির শ্রম কর্মকাণ্ডের বিকাশের পূর্বতন স্তরগুলি থেকে এর সারমর্ম ও গুণগত পার্থক্যকে দেখিয়ে কমিউনিষ্ট শ্রমের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথটি তিনি তুলে ধরেন।

যখন থেকে লেনিন সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবীদের সৃজনশীল উদ্যোগের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং যাকে তিনি বলেছিলেন, সাধারণ উৎপাদনশীলতার তিন গুণ বেশী উৎপাদনে সক্ষম তেমনি অগ্রসর অভিজ্ঞতার অনুশীলন ও পালন পোষণের প্রতি তিনি পার্টির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আর তার পর থেকে কয়েক দশক পার হ'য়ে গেছে। সেই সময় লেনিন জোর দিয়ে বলেন: "তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাবোতনিক্‌দেরই কমিউনিজমের একমাত্র প্রকাশ বলে আমাদের দেখাতে হবে যে আমরা কেবল নিজেদের কমিউনিষ্ট

বলিনা, আমরা যে কেবল কমিউনিষ্টই হ'তে চাই না অধিকন্তু এমন কিছু করছি যেটা কমিউনিষ্ট—নিছক সমাজতন্ত্রী নয়।" (২২)

সি, পি, এস, ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটি, নতুন, কমিউনিষ্ট ধরনের শ্রমের প্রতি, অভিজ্ঞতার ও উদ্ভাবনের নতুন কেন্দ্রের প্রতি ঘনিষ্ঠ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোযোগ নিবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে জনগণের যে প্রচণ্ড শক্তি প্রকাশ পেয়েছে তাকে সঠিকভাবে সংগঠিত এবং মহান লক্ষ্যে সিদ্ধিলাভের দিকে পরিচালিত করতে হবে। কমিউনিষ্ট শ্রমিক—উদ্যোগী কর্মীদের এবং সমবায়গুলির গৃহীত একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ, যেটা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে সেটা হ'ল: "শেখো, কমিউনিষ্টদের মত কাজ কর ও জীবন যাপন কর"। আপনি উৎপাদনের সকল শাখায়, ও প্রত্যেকটি সেরা প্রতিষ্ঠানে কমিউনিষ্ট শ্রমিক সমবায়, অগ্রগামী শ্রমিক ও উদ্ভাবকদের পাবেন, যে মানুষগুলো সাহসী আর সৃজনশীল উদ্যোগ দেখাচ্ছে। এখন বিষয়টা হ'ল শ্রমজীবীদের অগ্রসর অভিজ্ঞতাগুলির গভীর অনুশীলন ও আয়ত্ত করার জন্য সংগঠন করা ও পরিচালনা করা।

কমিউনিষ্ট শ্রমের সারবস্তু ও চরিত্র সম্পর্কে লেনিনের অনেকগুলি বিবৃতির মধ্যে আমাদের দৃষ্টি তাঁর একটি বিবৃতির দিকে আগে গিয়ে পড়ে, মনে হয় যেটা গ্রানাইট পাথরে উৎকীর্ণ আছে: "কমিউনিজমের অর্থ শ্রমের উচ্চ উৎপাদনশীলতা—যেটা পুঁজিবাদের অধীনে আছে তার তুলনায়—স্বেচ্ছামূলক, শ্রেণী সচেতন, এবং অগ্রসর প্রযুক্তি প্রয়োগকারী ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকরা।" (২৩) লেনিনের এই কথাগুলো কমিউনিজমকে শ্রমের দীর্ঘ ইতিহাসে একটা নতুন স্তর, সমাজের উৎপাদনে বৃহত্তম উৎপাদন শক্তির সমৃদ্ধি হিসাবে সংজ্ঞা নির্ণয় করছে।

---

২২। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩৫ খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা

২৩। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৯ খণ্ড, পৃ ৪২৭

কমিউনিষ্ট শ্রমের সারমর্ম দেখিয়ে এবং তার মূল বিশেষত্ব দেখিয়ে লেনিন সবার ওপরে নতুন সমাজে শ্রমজীবী মানুষের উচ্চতম চেতনার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সোভিয়েটের অবস্থায়, শ্রমই কমিউনিষ্ট শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যেসব তরুণ প্রজন্ম কেবল সক্রিয়ভাবে কমিউনিষ্ট সমাজের নির্মাণ কর্মেই ব্যাপৃত নেই অধিকন্তু যারা কমিউনিষ্ট সমাজেই জীবন যাপন করবে তাদের পালন পোষণই প্রাথমিক কাজ। স্কুলের পুনর্গঠন, জীবন ও উৎপাদনের সঙ্গে তার সংযোগ বাড়ানোর জন্য পার্টি ও সরকার যে পদক্ষেপ করেছে সেটা কমিউনিষ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে, সাধারণের মঙ্গলে কর্মে লিপ্ত সেই নতুন মানুষের শিক্ষা সম্বন্ধে লেনিনের ধ্যান ধারণারই মুর্ত প্রকাশ। সচেতন এবং উদ্দেশ্যমূলক কাজের প্রতি কমিউনিস্টদের যে মনোভাব আছে তার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, ও কমিউনিস্টসুলভ দক্ষতা, নিজের সমবায়ের শ্রম প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধির সামর্থ্য এবং সাধারণের নিমিত্ত নিজের অবদান।

নিজের কাজে মানুষ সর্বদাই নির্দিষ্ট কর্তব্য ও লক্ষ্য সামনে রেখেছে এবং তাকে পূরণ করার অভ্যাসও হয়েছে। কিন্তু কমিউনিষ্ট শ্রমের বিশেষত্ব রয়েছে এই ঘটনার মধ্যে যে প্রত্যেকটি প্রযুক্তিগত এবং উৎপাদনকর্মের দায়িত্বভার একটা নির্দিষ্ট স্তরে পার্টি কর্তৃক উপস্থাপিত নির্দিষ্ট লক্ষ্য সহ গোটা সমাজই যে মহান কর্তব্যের মোকাবিলা করছে তার সঙ্গে জড়িত। সাধারণের কল্যাণে পরিকল্পিত পার্টির সিদ্ধান্ত পূরণে লোকেদের কি করতে হবে শ্রমিক তা জানে এবং সেই অনুসারে নিজের চেষ্টা ও তার কমরেডদের চেষ্টার মূল্যায়ন করে। এটাই ওগুলোর দক্ষতাপূর্ণ আত্তিকরণ এবং বিশেষ জ্ঞানের সাফল্যজনক প্রয়োগে আমাদের নেতৃস্থানীয় শ্রমিকদের এই ধরনের প্রচণ্ড শক্তি জোগায় এবং ব্যাপক সম্ভাবনা দেখতে পাওয়ার এবং প্রত্যেকটি কাজকে রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার সামর্থ্য দেয়।

এখানে আমাদের জোর দিয়ে বলা দরকার যে একজনের কাজের প্রতি সচেতন দৃষ্টিকোণের ওপর সমাজ যে দাবী করে তা কোনরকমেই স্থির নয় বরং সেটা কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে পরিবর্তনের দিকে ঝোঁকে। গতকাল যে শ্রম সমাজকে তুষ্ট করতো আজকে সেটা অপর্যাপ্ত। এখন একজন শ্রমজীবীকে অনেক বেশী ব্যাপক দৃষ্টিকোণ, আরও বেশী জ্ঞান এবং উচ্চতর দক্ষতা রাখতে হয়। এটাই সমাজতন্ত্রে আয় বৃদ্ধির প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে আর এটাই কমিউনিষ্ট শ্রমের নিরন্তর বিকাশের উৎস।

একজনের কাজের প্রতি সচেতন মনোভাবের ওপর যে দাবী করা হয় সেটা বাড়ার দিকে যায় কেবল এই কারণে নয় যে প্রযুক্তির উন্নতি হ'য়েছে আর উচ্চমানে পেঁাছেছে। শ্রম (অভিজ্ঞতার বিনিময়, অগ্রসরদের প্রতি সাহায্য দান) এবং সংরক্ষিতদের থেকে এবং সম্ভাব্য শক্তি থেকে নতুনদের খুঁজে ও টেনে আনার সামর্থ্যের সঙ্গে যুক্ত একজনের সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে ব্যাপক বোধ সহ সামাজিক কর্মকাণ্ড হিসাবেই শ্রমের ওপর ক্রমবর্দ্ধমান দাবী করা হ'চ্ছে। এই কারণেই এটা বলা ঠিক নয় যে কেবল নতুন পুঁজি লগ্নী করেই উৎপাদনের সম্প্রসারণ ঘটানো যায়। সৃজনশীল অনুসন্ধানের- ফল হিসাবে তাদের খাপ খাওয়ানো এবং উৎকর্ষ সাধনে আর নতুন লাইনে উৎপাদনের সংগঠন করে আগেকার প্রস্তুত উৎপাদনের উপায়গুলি থেকে কমিউনিষ্ট শ্রম বেশী আদায় করে নেয়।

এটা মনে করা ভুল হবে যে একটা "কমিউনিষ্ট শ্রম কর্মীদল" ঐ সম্মানজনক উপাধিটি একবার পেয়ে গেলেই কেবল মাত্র অর্জিত মানটুকুই রক্ষা করা ছাড়া আর তারা কিছু করবে না। আসলে উপাধিদান নিছক এটুকুই বোঝায় যে সমবায়টিকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। কমিউনিষ্ট শ্রম একটা বিরতিহীন সৃজনশীল অন্বেষণ যার মধ্যে উৎপাদন শক্তির দুটি উপাদান রয়েছে ঃ

কর্মী আর শ্রমের উপকরণের উৎকর্ষ সাধনের কোন সীমা নেই।

মানুষ তার কাজে যে উচ্চস্তরের চেতনা দেখাচ্ছে তার সম্বন্ধে ক্রমবর্দ্ধমান উপলব্ধি হ'চ্ছে। কারণ শ্রম প্রক্রিয়াতে উদ্যোগ আর অগ্রসর অভিজ্ঞতা কমিউনিষ্ট শ্রমের আঙ্গিক গুণ হ'য়ে ওঠে, শ্রম ক্রিয়া শুধু দক্ষ কর্মীকেই ডাকে না, তার চেয়েও বড় কথা অনুসন্ধিৎসু মন ও বিস্তৃত দিগন্তকেও চায়। কমিউনিষ্ট শ্রমে কাজের মানুষটার নৈতিক ও মানসিক গঠন মোটেই তুচ্ছ করার বিষয় নয় কারণ মানব ব্যক্তিত্বের নানা দিক শ্রম প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। একটা উচ্চমানের নীতিনিষ্ঠতা এবং একজনের সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক বোধ একজন মানুষকে শ্রমের বৃহত্তর কীর্তি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। অপর্যাপ্ত নৈতিক স্থায়িত্ব শ্রম প্রক্রিয়ার অনিষ্ট করে আর সমবায় ও সমাজের ক্ষতি করে। অধ্যবসায়, সংগতিপূর্ণতা, বাধা বিপত্তি জয় করার সামর্থ্য ইত্যাদি সোভিয়েটের কর্মীদের মানসিক বিশেষত্বগুলি তাদের শ্রম প্রক্রিয়াকে শোধন করতে এবং কমিউনিষ্ট শ্রমে নতুন সাফল্য আনতে সাহায্য করে। সেই জন্যেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে কমিউনিস্ট কাজের দলগুলি যে দায় দায়িত্ব নেয় তার মধ্যে নৈতিক ও শিক্ষাগত চাহিদাও অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। যদি একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার অভ্যাস না থাকে তাহ'লে সে যে তার সমবায়ে, তার কাজে ভুল রাস্তা নেবে না তার কোন গ্যারান্টি আছে কি? সব কিছুর মধ্যে কমিউনিস্ট চেতনার পালন পোষণে সচেষ্ট থেকে, শ্রম প্রক্রিয়ায় বিরাট বিপ্লবের মধ্যে কাজ করতে সমর্থ সংহত ব্যক্তিত্বধারী নতুন মানুষকে শিক্ষিত করে আজকে যে উৎপাদন সমবায়গুলি ব্যক্তির ওপর শিক্ষামূলক প্রভাব ফেলছে তা দেখানোর মত বহু উদাহরণই রয়েছে। মোটের ওপর কমিউনিস্ট শ্রম মানুষের হাতের মত কোন একটা ক্ষুদ্র দেহাংশ নিয়ে কারবার নয় এবং তাকে গৎ বাঁধা উত্তরদানকারী হতে শেখানোও নয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ সে যদি একজন হিসাব রক্ষক হয় তবেও নয়। শ্রম প্রক্রিয়ার কারবার

সমগ্র মানুষটাকে নিয়ে—তার বিবেক, নৈতিকতা, তার মন, তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, তার অধ্যবসায় এবং তার পালন করা নীতিসমূহ নিয়ে। সেই কারণেই সোভিয়েট সমাজের আর উৎপাদন শক্তির আরও বিকাশের পক্ষে তার শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে পার্টির প্রতি, জনগণের প্রতি প্রত্যেকটি দায় দায়িত্বের জন্যে একটা সততার এবং সত্যবাদিতার মনোভাবকে পালন পোষণ করা কি রকম গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রমের প্রতি সচেতন মনোভাবের অর্থ একজনের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করাব চাহিদার পরিপূরণ। কিন্তু, এর দিকে এটার অর্থ, প্রথমতঃ সাধারণের কল্যাণে শ্রম প্রক্রিয়ায় একজনের সামর্থ্যকে বিকশিত করা। কেননা, একজনের সামর্থ্যকে যদি বিকশিত না করা হয় তবে তা নিষ্প্রভ এবং বিরক্তিকর হ'য়ে পড়ে। একজনের সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করার প্রয়োজনটা খুবই গতিশীল কারণ এর অর্থ শ্রমের মধ্যে মানুষের সামর্থ্যের বিকাশ, তার জ্ঞান ও দক্ষতার সুষম বিন্যাস, দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ একজনের সব কিছুকে তার কাজের মধ্যে প্রয়োগ করার উদ্যম এবং হাতে কলমে কাজের মধ্যে নিজের সামর্থ্যের প্রয়োগ। এর সঙ্গে লেনিন যার ওপর জোর দিয়েছিলেন সেই কমিউনিষ্ট শ্রমের স্বেচ্ছামূলক প্রকৃতির সম্বন্ধ রয়েছে। বাস্তবিক, সাধারণের কল্যাণের জন্য কাজে তার সম্পূর্ণ সামর্থ্যকে দেখিয়ে যখন সে তার ক্ষমতাকে ও অভিজ্ঞতাকে বিনা জোর জবরদস্তিতেই সমাজকে দেয় তার অর্থ এটা মানুষের মুক্ত ইচ্ছারই প্রকাশ। আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের এটাই চরিত্রগত বিশেষত্ব যেটা আর সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। লেনিন এই ঘটনার ওপর খুবই গুরুত্ব দেন যে শ্রমিকদের নিজেদের উদ্যোগেই কমিউনিষ্ট সাবোত্‌নিক্‌ গড়ে উঠেছিল। এই সাবোতনিকদের ওপর লেনিনের উল্লেখযোগ্য রচনাটির শিরোনাম "একটি মহৎ সূত্রপাত"। যখন তিনি সমাজ-তান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় ছাপিয়ে যাওয়ার কথা বলছিলেন তখন লেনিন এই ধরনের সূত্রপাতের গুরুত্ব ও শক্তির ওপর জোর

দিয়েছিলেন। শ্রমে ব্যাপক কর্মকাণ্ড এবং উদ্যোগ কমিউনিজমে অন্তর্নিহিত।

কমিউনিজমের আওতায় শ্রমের প্রতি সচেতন এবং মুক্ত মনোভাব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন এই তথ্যের বিষয়ে মন্তব্য করেন যে শ্রমিকদের নিজেদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সংহত করতে হবে। কমিউনিষ্ট শ্রম কিছু ব্যক্তির ছড়ানো ছিটানো শ্রমের ক্রমাঙ্ক নয় বরং এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে যেটা সমন্বয় করে, একই লক্ষ্যে নিয়ে যায় তার সংগঠনের এবং ব্যক্তিদের এবং সমবায়গুলির সংগঠনে কমিউনিষ্ট নির্মাণ কার্যের একটা শক্তিশালী প্রচেষ্টায় শ্রমের বিরাট শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে সাংগঠনিক কাজের ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতাকেই সূচিত করে।

জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান এবং সমৃদ্ধকারী অভিজ্ঞতার বলে ব্যাপক উদ্যোগ এবং ক্রিয়াকলাপকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং যাতে উজ্জ্বল ভবিষ্যত, কমিউনিজমের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে পার্টির সূত্রায়িত পরিকল্পনা পূরণ করায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায় তার জন্য পার্টির বিরাট সাংগঠনিক এবং শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা প্রত্যেকটি মানুষের সামর্থ্যকে বের করে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত। পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্ম শিক্ষামূলক কাজকর্মের সঙ্গে মিলে মিশে যায়। কমিউনিস্ট শ্রম যে সামর্থ্যের পালন পোষণ করে এবং চায় তা মানুষের শুধু মানসিক গুণেরই নয়, পার্টি ও সমাজ কর্তৃক উপস্থাপিত মহান লক্ষ্যের জন্য নিয়মানুগ কাজ করার, সততার, নিজের ও অন্যের ত্রুটি বরদাস্ত করতে অস্বীকার করার সামর্থ্যের মত গুণও তার মধ্যে পড়ে। তার সমস্ত সামর্থ্যকে লাগানোর এবং তার চরিত্র ও নৈতিক গঠনের গড়ে ওঠার ওপর প্রভাব ফেলে কমিউনিস্ট শ্রম ক্রমবর্দ্ধিতভাবে শ্রম প্রক্রিয়াতে মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বটাকে বিজড়িত করে। নতুন মানুষ যার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে কমিউনিস্ট শ্রম সেই প্রক্রিয়া এবং এর জন্য ব্যবস্থাপকদের ওপর নতুন এবং ক্রমবর্দ্ধিত দাবী ক'রে প্রত্যেকটি

সমবায় ও প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্টির দ্বারা বিরাট সাং-গঠনিক ও শিক্ষামূলক কাজকর্মের দাবী করে।

লেনিন কমিউনিস্ট শ্রমের বিজয়ে শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের নতুন যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারকে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রধান শর্ত হিসাবে জোর দেন।

কমিউনিস্ট শ্রমের ভ্রূণ প্রথমযুগের কমিউনিস্ট সাবোত্‌নিকের মধ্যে তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিরাট বৃদ্ধিকে আবিষ্কার করেন। তাঁর "মহান সূত্রপাত" প্রবন্ধে লেনিন নতুন ব্যবস্থাকে সংহত করার পথ নিয়ে বিবেচনা করেছিলেন এবং সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যের সঙ্গে ব্যাপকভাবে শ্রেণী সচেতন শ্রমিককে যেটা যুক্ত করবে শ্রমিকদের সেই নতুন সং-গঠনের ওপর মন্তব্য করেন।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা যেটা নিজেরাই স্বীকার করেন শ্রমের মধ্যে দক্ষতার উন্নতিকে তার "প্রযুক্তিগত পরিবেশের" সঙ্গে মানুষের সোজা "খাপ খাওয়াতে" পরিণত ক'রে পুঁজিবাদ তার বিকাশের গতি পথে শ্রমজীবী মানুষের উদ্যোগ এবং সচেষ্টতাকে হত্যা করেছে। এটা সত্য যে সঞ্চিত শ্রম অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে এবং উৎপাদনের উপায়ের অধিকতর বিকাশে উদ্বুদ্ধ করে পুঁজিবাদ শ্রম অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা রপ্ত করেছে। কিন্তু এই শক্তিকে শোষকশ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করা হ'য়েছে। বুর্জোয়া সমাজবিদরা এই প্রক্রিয়াটিকে তাদের মত করে দেখেছে: তাদের দাবী এই যে উদ্ভাবক ও বিজ্ঞানীদের আর যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার নবীকরণের মধ্যে "উদ্যোগের আত্মা" নামক একটি মধ্যমানব আছে যে নাকি উদ্ভাবনের "ঝুঁকি" নিয়ে থাকে। এটা অস্বীকার করা যায় না যে পুঁজিবাদী সমাজে এই "উদ্যোগের আত্মা" অতিপ্রাকৃত না হলেও একটা শক্তিশালী শক্তি বটে কারণ সে শুধু উদ্ভাবনকেই, বা উদ্ভাবককেই আওতায় আনে না অধিকন্তু শ্রমিককেও দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে।

পুঁজিবাদের অধীনে শ্রমের বিকাশ শোষণের ব্যবস্থাকে নিবিড়

করে এবং কাজের লোকগুলোকে যন্ত্রের লেজুড়ে পরিণত করে। এইটা করতে গিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ শ্রম প্রক্রিয়াতে মানুষের সামর্থ্যের, তার প্রবণতার এবং তার ব্যক্তিত্বের নানা দিককে ক্রমশঃই কম ব্যবহার করেছে। বিস্ময়ের কিছু নেই যে এখন তারা শ্রমকে "মানবিক" করার জন্য ক্ষেপে উঠেছে কারণ মানুষের প্রযুক্তিগত পরিস্থিতি অমানবিক হয়ে উঠেছে। তাদের দাবী এই যে মূল বিষয়টা হ'লো কত তাড়াতাড়ি কত ভালভাবে কাজের মানুষগুলি এই "প্রযুক্তিগত পরিস্থিতির" সঙ্গে "খাপ খাইয়ে" নেবে। শ্রমকে "মানবিক" করলে এই খাপ খাওয়ানো তাড়াতাড়ি হবে এবং সুযোগ করে দেবে। শ্রমকে 'মানবিক' করার তত্ত্ব স্রেফ এটাই প্রমাণ করে যে পুঁজিবাদী যন্ত্র ব্যবহার শ্রমিককে নিছক যন্ত্রের লেজুড়ে পরিণত করে। এই কারণেই পুঁজিবাদী দুনিয়ার সমাজতাত্ত্বিকেরা যন্ত্রের পরিচালানের সঙ্গে মানুষের মানসিকতার ভালভাবে খাপ খাওয়ানোর মধ্যেই তাদের কর্তব্যকে দেখছে। যাকে লেনিন বলেছিলেন মানব মন ও প্রতিভাকে মানুষের নিজের ওপরে বলপ্রয়োগ করার যন্ত্রে পরিণত করে—শোষণের যন্ত্রে পরিণত করে তাকেই পুঁজিবাদী প্রযুক্তির বিকাশ স্বীকৃতি দিচ্ছে বলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি, মানুষের বিরাট কীর্তি, প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের সামর্থ্যকে বিকৃত ক'রে, মনকে একঘেঁয়ে করে কাজের মানুষের ওপর বলপ্রয়োগের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানে শ্রম কমিউনিস্ট শ্রম থেকে অনেক পৃথক কারণ প্রথমোক্তটি কার্যতঃ নতুন যন্ত্রের দ্বারা শ্রমিককে ব্যবহার করার সঙ্গে জড়িত। কমিউনিস্ট শ্রমের অর্থ শ্রেণী সচেতন শ্রমিক কর্তৃক অগ্রসর প্রযুক্তিবিদ্যা এবং যন্ত্রের ব্যবহার, যার অর্থ শ্রমিক যন্ত্রকে নিজের বলে মনে করে এবং প্রযুক্তির প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন আনে। শ্রমপ্রক্রিয়ার বিকাশের উচ্চতম স্তরের বিশেষত্বগুলিকে দেখিয়ে মার্কস বলেছিলেন যে ঐ স্তরে শ্রম উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয় না, মনে হয় যে মানুষ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে শ্রমকর্মের আওতায় রয়েছে সেখানে সে ওটার পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। শ্রমের

মধ্যে শুধু উৎপাদন প্রক্রিয়াই নেই অধিকন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংগঠন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে নিবিষ্ট শ্রমিককে যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী করে তোলে। এই সৃজনশীল চিন্তা, উৎপাদনের মধ্যে বুনানী হ'য়ে কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকের কাজ-কর্মে পরিণত হয় না বরং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের কাজের চরিত্র-গত বৈশিষ্ট্য হ'য়ে ওঠে, যেটা উদ্দেশ্য সঠিক ও ভারসাম্য সমন্বিত হ'য়ে বিকশিত হয়। সেইভাবে উৎপাদন শক্তির বিকাশের নতুন মাত্রা অর্জনে নিশ্চিতি প্রদান করে। প্রাক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রম-দক্ষতায় যে পরিবর্তন এবং উৎকর্ষ সাধন প্রক্রিয়াতে শ্রমের হাতিয়ারের স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন এনেছিল আর পুঁজিবাদী যুগে, বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদীযুগে নতুন যন্ত্রে শ্রম দক্ষতা প্রয়োগের সম্প্র-সারণ এবং নতুন যন্ত্রের সঙ্গে শ্রমিকের খাপ খাওয়ানো ছাড়া আর কিছুই হ'য়ে ওঠেনি সেটা সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পূর্ণ নতুন চরিত্র অর্জন করে। এটা সমস্ত শ্রমিক, সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে আবেষ্টন করে এবং উৎপাদন শক্তির সবচেয়ে দ্রুতবৃদ্ধি এবং নিরন্তর বিকাশের প্রধান উপাদান হ'য়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য, যে ভাবে উৎপাদন শক্তির দুটি প্রধান মূল উপাদান—শ্রমিক এবং শ্রমের হাতিয়ার—সংযুক্ত হয় সেটা কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার দুটি পর্যায়েই এক কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যবর্তী পর্বে উৎপাদন শক্তির বিরাট পরিবর্তন ঘটে : কমিউনিজমের বিষয়গত ও প্রযুক্তিগত মান উন্নত হয়, কাজের মানুষগুলোরও পরিবর্তন হয় এবং তাদের প্রযুক্তিগত ও সংস্কৃতিগত মান উন্নত হয়। শ্রমিকরা শ্রমের হাতিয়ারের প্রতি আরও বেশী সক্রিয় ও সৃজনশীল মনোভাব নেয় ; শ্রমিকদের মধ্যে উদ্ভাবনপ্রিয়তা ও নতুন ধারণা ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে ; শ্রমিকের দক্ষ হাতের সঙ্গে নিবিষ্ট চিন্তা যুক্ত হয়ে প্রযুক্তির অগ্রগতির সক্রিয় শক্তি হ'য়ে ওঠে। সমাজের উৎপাদন শক্তির বিকাশের চরিত্রে পরিবর্তন আসে, তার পদক্ষেপ ঘটে দ্রুত তালে, আর শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতায়

যেখানে প্রবেশ করা কঠিন সেইখানে পৌছে যায়।

সবরকমেই যেগুলো বিকশিত হতে থাকে সমাজের দ্বারা সেই অভূতপূর্ব উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদকের সৃষ্টি কমিউনিজমের বিষয়গত ও প্রযুক্তিগত নির্মাণ কালে চলতে থাকে এবং পূর্ণ পরিমাপের কমিউনিস্ট নির্মাণ পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম এটাই।

কাজের ঘণ্টা কমানোর সমস্যার ও যন্ত্র পরিচালনার সরলতা সম্পাদন প্রভৃতি সমস্যার সমাধান সহ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত চিন্তার অগ্রগতি পুঁজিবাদী প্রযুক্তি সমস্ত বিকাশকে পেছনে ফেলে নতুন পথে এগিয়ে যাওয়ার কালে উৎপাদন উপায়ের প্রতি শ্রমিকের সক্রিয় মনোভাবকে হিসাবের মধ্যে আনতে হবে। বাস্তব অবস্থা, একদিকে নক্সাকারীদের সমবায় আর, অন্যদিকে, উদ্যোগসমূহের সমবায়, নেতৃস্থানীয় শ্রমিক, উৎপাদনের সংগঠক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা-কারীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন বুঝিয়ে দিয়েছে। এই ধরনের সম্পর্ক প্রকল্পগুলিকে আরও দক্ষ এবং মিতব্যয়ী করে আর পুরোপুরিভাবে প্রত্যেকটি দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে এবং প্রযুক্তি ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে কোন প্রযুক্তিগত সাফল্যের প্রগতিশীল সামাজিক ভূমিকা এবং সামাজিক গুরুত্বকে চিনতে সাহায্য করে।

উদ্ভাবনের বিপুল বৃদ্ধি ও শ্রমিকদের মধ্যে নতুন ধারণা থেকে আর ব্যাপক সৃজনশীল দক্ষ কার্যকলাপের বৃদ্ধি সহ নতুন উদ্যোগের নানা আবির্ভাব থেকে উৎপাদন শক্তির বিকাশে এই প্রবণতার ব্যাপক সাক্ষ্যের মধ্যেই সেটা প্রকাশ পাচ্ছে।

সে সময় এখন বিগত যখন উৎপাদন শক্তির বিকাশের মান শ্রমিকের কাছে মামুলি প্রযুক্তি জ্ঞানের দাবী করতো। আজকের দিনের অবস্থায়, শ্রমিকদের উৎপাদন তালিম নিম্নতম মাত্রার প্রযুক্তি জ্ঞানের কর্মসূচীতে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না অধিকন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং এর উপাদান এবং প্রযুক্তিগত তালিমকেও ধরতে হবে। এই প্রক্রিয়া দ্রুত ধাপে এগিয়ে চলেছে এবং এমন নতুন রূপের জন্ম দিচ্ছে যার মধ্যে শ্রমিক নতুন জ্ঞান অর্জন করছে। বাস্তবিকই, শিল্পে নানা প্রচেষ্টার

মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতিগত এবং প্রযুক্তিগত মানের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য গভীর মনোযোগ দেওয়া হ'চ্ছে কারণ কমিউনিষ্ট শ্রমের বিকাশে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

সম্পর্কিত শ্রমিকদের সংস্কৃতিগত ও প্রযুক্তিগত মানের উচ্চতর বিকাশ যার ফলে ঘটছে এবং যন্ত্রপাতির ও প্রযুক্তিরও পরিবর্তন নিয়ে আসে, শ্রমিকদের দ্বারা তেমনি অগ্রসর প্রযুক্তি বিদ্যার সচেতন ব্যবহার একটা সক্রিয় প্রক্রিয়া। তাদের সৃজনশীল চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে, যন্ত্রপাতির প্রতি একটা সক্রিয় মনোভাব নেওয়ানোর জন্য কাজের লোকটিকে উৎসাহিত ক'রে, তার ফলে যাতে আবার যন্ত্রপাতিতে পরিবর্তন আনতে পারে তার জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতির প্রগতিশীল পরিবর্তন শ্রমজীবী মানুষদের সংস্কৃতিগত ও প্রযুক্তিগত মানের আরও উন্নয়ন দাবী করে। সেইজন্যই আমরা বলি না যে শ্রমিক নতুন যন্ত্রপাতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় বরং বলি আয়ত্ত করে, যার দ্বারা প্রক্রিয়াটির সক্রিয় ও সৃজনশীল প্রকৃতির ওপর জোর দিই। এটাই কমিউনিজমের আওতায় উৎপাদন শক্তির বিকাশে অন্যতম প্রধান দিক।

লেনিন বলেছিলেন: "সংকীর্ণ ও সঠিক অর্থে কমিউনিষ্ট শ্রম হ'ল সেই শ্রম যেটা সমাজের মঙ্গলের জন্য মুফতে, করা হয়, একটা নির্দিষ্ট কর্তব্য হিসাবে নয়, উৎপন্ন দ্রব্যের কোন একটার ওপর অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে নয়, পূর্বে স্থিরীকৃত এবং আইনতঃ স্থির করা পরিমাণ ধরেও নয় বরং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রম, পরিমাণের কোন বালাই নেই; পুরস্কারের তোয়াক্কা না রেখে এ শ্রম করা হয়; শ্রম করা হ'চ্ছে কারণ সাধারণের কল্যাণে কাজ করা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে; আর সাধারণের কল্যাণে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার সচেতন উপলব্ধির (যেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে) কারণে—একটা স্বাস্থ্যসম্পন্ন জীবের প্রয়োজন হিসাবে শ্রম করা হ'চ্ছে।" (২৪)

লেনিনের প্রদর্শিত কমিউনিষ্ট শ্রমের বিশেষত্ব দেখিয়ে দেয় যে শ্রমে নৈতিক প্রেরণার মূল্য কি অপরিসীম। সেই সঙ্গে লেনিন

২৪। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩০ খণ্ড, পৃ ৫১৭

বার বার জোর দিয়ে বলেছেন যে কেবল গণ উৎসাহ দিয়ে নতুন সমাজ নির্মাণ করা যায় না আর তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের বিষয়গত উৎসাহের গুরুত্বের দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

পূর্ণ পরিমাপের কমিউনিজমের নির্মাণ পর্বে শ্রমের বিষয়গত প্রেরণা দানের নিয়ামক ভূমিকাটি থেকেই যায়, আর বৈষয়িক দ্রব্যাদির বণ্টন তখনও "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্যানুযায়ী, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী" নীতির ভিত্তিতেই চলে। কাজ হিসাবে বণ্টন উৎপাদনের ফলে মানুষের বৈষয়িক আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং দক্ষতা বৃদ্ধিও উৎপাদনের কলাকৌশলের উৎকর্ষ সাধন ক'রে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রেরণা দেয়।

তাঁর "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" রচনাটিতে লেনিন পরগাছাবৃত্তির প্রত্যেকটি উপাদানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মৌলিক গুরুত্বটাকে দেখিয়েছেন: যখন কুঁড়েরা তথাকথিত ভদ্রলোকের ছেলেরা, ঠগ এবং ঐ ধরনের "পুঁজিবাদী ঐতিহ্যের" রক্ষাকর্তারা দেশব্যাপী হিসাব রক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণকে ফাঁকি দেওয়া সাংঘাতিক কঠিন বলে দেখবে, যখন এটা বিরল ব্যতিক্রম হবে এবং দ্রুত ও মারাত্মক শাস্তির সহগামী হবে, "তারপরই কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণের জন্য দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হ'বে।" (২৫) সমাজকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যেন কুঁড়েগুলোর টিঁকে থাকা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে আর যখন কাজ অনুসারে বেতনের নীতিকে পুরোপুরি এবং কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে কেবল তখনই এটা করা যেতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের বিষয়গত প্রেরণাদান তাই, পরিণামতঃ বিরাট শিক্ষামূলক গুরুত্বের বিষয়। এটা শ্রম প্রচেষ্টা, নিজের কাজে নিজের সমস্ত সামর্থ্যকে প্রয়োগ এবং নিজের শ্রম দ্বারা সমাজের সেবার উচ্চতর নৈতিক উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত। "যে কাজ করে না, সে

২৫। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, পৃ ৪৭৪

সে খাবে না' নীতিটি মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসাবে সমাজের নৈতিক চেতনা ও শ্রমের প্রতি তার মনোভাবকে প্রকাশ করে। এই নীতির ব্যাপক প্রসার এবং সমাজের সকল সভ্যের দ্বারা সুগভীর আত্তীকরণ শ্রমের প্রতি মনোভাবকে মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ করে তোলে এবং যে অভ্যাস সম্বন্ধে লেনিন বলেছিলেন, সেই সাধারণের কল্যাণে কাজ করা, কমিউনিজমের যেটা বিশেষত্ব, ঐ অভ্যাস অর্জনের পথ করে দেয়। কমিউনিষ্ট নির্মাণ পর্বে সমাজের সভ্যদের মধ্যে সাধারণের কল্যাণে কৃত কাজের মধ্যে নিজেদের বৈষয়িক এবং নৈতিক চাহিদার সন্তোষ বিধানের অভ্যাসের পালন পোষণ করতে শেখানো হয়। এই অভ্যাসের পালন পোষণের জন্য দরকার এই যে প্রত্যেককে সাধারণ সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'তে হবে আর একটা বোধ আনতে হবে যে মানুষ নয়ছয় না ক'রে কেবল ঐ সম্পদ বহু গুণ বাড়িয়েই তার বৈষয়িক চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং নৈতিক সন্তোষের উচ্চতর বোধ লাভ করতে পারে।

সাধারণের কল্যাণে কাজ করার অভ্যাস অর্থে এটা মোটেই বোঝায় না যে কমিউনিষ্ট সমাজে শ্রম শর্তহীন অনুভূতি সাপেক্ষ হবে। কমিউনিষ্ট সমাজে শ্রম যে একটা আমোদ প্রমোদে, একটা খেলায় পরিণত হবে এই কথা বলার জন্য মার্কস ফোরিয়ারকে সমালোচনা করেছিলেন। তা কখনই হবে না। কমিউনিজমের আওতায় সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ প্রধান প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়াবে আর সেই অর্থে ওটা অভ্যাসে দাঁড়াবে যা ছাড়া মানুষ নিজের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারবে না। প্রায় ঐ একই ভাবে, শ্রমে সৃজনশীল উদ্যোগ এবং ব্যাপক প্রতিযোগিতা ও মানুষের সকল ধরনের শ্রম-সাধ্য কর্মের অভ্যাস ও অপরিহার্য শর্ত হয়ে উঠবে।

কমিউনিষ্ট শ্রম সমবায়ের হাজার হাজার দৃষ্টান্ত ভাল ভাবেই দেখিয়ে দেয় যে যারা উৎপাদনে, তাদের সমবায়ে জীবনের সকল দিকের প্রভু বলে যারা নিজেদের মনে করে সেই সমস্ত শ্রমিকের যুক্ত

এবং সক্রিয় মনোভাব তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে। শ্রম সংগঠনের নিয়মিত গণ পর্যবেক্ষণ, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বর্দ্ধনের ভিন্ন ভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা, উৎপাদন সংগঠন, কাঁচামালের মিতব্যয়। শ্রমিক শৃঙ্খলা অনগ্রসরদের সাহায্য দান, প্রত্যেকের কাজের পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা, শ্রেষ্ঠকর্মী ও সমবায়গুলির অর্জিত সাফল্যের অধ্যয়ন এবং তাদের সমবায়ে নরনারীর ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সক্রিয় অংশ গ্রহণ—সব কিছুই সাধারণের মঙ্গলে স্বেচ্ছামূলক ও মুক্ত কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছে—দেখিয়ে দিচ্ছে কেমন করে আমাদের চোখের সামনে কমিউনিষ্ট শ্রম দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সোভিয়েটের জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে।

পূর্ণ পরিমাপের কমিউনিজম নির্মাণের পর্বে শ্রম বিভাজন তখনও নির্মূল করা হয় নি। লেনিন বলেছিলেন যে নূতন সমাজের বিকাশ "এইসব শ্রমশিল্পভিত্তিক ইউনিয়নের মাধ্যমে এগিয়ে জনগণের মধ্যে শ্রম বিভাগকে বিলুপ্ত করতে, যাতে তারা সব কিছুই করতে পারে তেমন ভাবে তালিম ও শিক্ষা দিতে পারার,' মত সুযোগ পাওয়া যাবে। "কমিউনিজম এগিয়ে চলছে এবং অবশ্যই সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে, আর সেখানে পৌঁছবেও, কিন্তু বেশ কিছু বছর পরে।" (২৬)

নতুন সমাজ নির্মাণে, বিভিন্ন পর্বে গুণগত পার্থক্য থাকবে, ভ্রূণাকার রূপ থেকে পরিণত হ'য়ে উঠবে। পূর্ণ পরিমাপের কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের পর্বে বাকি পুরনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে নতুন আধেয় দেওয়া হবে তবে সেগুলোতে নতুন করে শ্রমজীবীদের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য তালিম দেওয়া ও তাদের বিকশিত করা হবে।

যন্ত্র সজ্জা ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে অতি কষ্টসাধ্য কাজগুলি থেকে, কায়িক শ্রম বিলুপ্ত করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন শ্রম উচ্চস্তরের আত্মিক আধেয়

২৬। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৫০

দ্বারা পূর্ণ হ'য়ে উঠবে তখন মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে গ্রামের মজুর ও শহরের শ্রমিকের মধ্যে মারাত্মক পার্থক্য ক্রম-বর্দ্ধিতভাবে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে। একার্থে, কমিউনিষ্ট শ্রম ক্রমে ক্রমে এই পার্থক্যকে মিলিয়ে দেয় যাতে গ্রামের ও শহরের শ্রমিকদের শ্রমের প্রতি কমিউনিষ্ট মনোভাবে কোন পার্থক্য না থাকে। অন্যদিকে, যে শ্রমকে আমরা কায়িক বলি তার জন্যে, প্রশস্ত রাজনৈতিক দিগন্তের কথা বাদ দিলেও ক্রমশঃ বেশী করে মানসিক ক্রিয়া, শক্ত তালিম ও জ্ঞানের দরকার হবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে নানা ধরনের কমিউনিষ্ট শ্রমের বিকাশ অত্যন্ত আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন। পার্টি এবং গোটা সোভিয়েটের মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান অভিজ্ঞতা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পদাগারকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে। লেনিনের মহান ধ্যান ধারণার প্রয়োগ আর জনগণের জীবন্ত সৃজনশীল কর্মকাণ্ড সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সহানুভূতিকে কমিউনিজমের সপক্ষে আনতে সাহায্য করে। কমিউনিষ্ট ধ্যান ধারণার জয়ের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামে সোভিয়েটের জনগণের শ্রম প্রচেষ্টা এবং সাফল্য একটি প্রধান উপাদান। সোভিয়েট ইউনিয়নের ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বাড়ছে, শান্তির উদ্দেশ্য সংহত হ'চ্ছে এবং সমাজতন্ত্রের অন্তিম জয় প্রায় আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছে। বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিজমের মতাদর্শগত অবস্থান সংহত করা হ'চ্ছে এবং শ্রমজীবী মানব কূলের সামনে ভবিষ্যতের দিশা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা আসছে, সমাজবিকাশের সম্ভাবনা এবং তার জন্য কাজ করার প্রয়োজন অনুভূত হ'চ্ছে, বুর্জোয়া মতামতের ধূম্রজাল, পূর্বকল্পনা এবং কুসংস্কার দূরীভূত হ'চ্ছে। আজকে, ইউ, এস, এস, আর-এ কমিউনিজম বাস্তব হ'য়ে উঠছে. এটা দেখিয়ে দৃষ্টান্তের শক্তি, প্রকৃত তথ্যের শক্তি কমিউনিজমের ধ্যান ধারণা প্রসারে সাহায্য করার পক্ষে প্রধান শক্তি হ'য়ে উঠছে।

লেনিন সমরবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের জয়ের সঙ্গে শ্রমে সোভিয়েট জনগণের জয়ের তুলনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মস্কো-কাজান রেলওয়ের শ্রমিকদের গড়া কমিউনিষ্ট সাবোত্‌নিকগুলি বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকের কাছে পুঁজি ও যুদ্ধের জোয়াল থেকে মুক্তি ঘোষণা করে নতুন সমাজের কোষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। লেনিনের এই কথাগুলো নিয়ে আমরা এখন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কমিউনিষ্ট শ্রমের বিজয়ের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি।

## মুক্ত সমাজের উঁচু পথ

একসময় সোভিয়েট সমাজকে বাকি শোষক শ্রেণীকে দমন করতে, তাদের মতামত প্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হ'য়েছিল কারণ তাদের লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া। আজ দেশে শোষক সমাজের কোন অবশেষই আর নেই এবং সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র গড়ে উঠছে। সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রের প্রকৃতি, কার্যকলাপ এবং কর্মকাণ্ড এমনই ধরনের যে কমিউ-নিজমের বিজয়ের পর কতগুলি শর্তে এটা বল প্রয়োগের পরিবর্তে বুঝিয়ে রাজী করানোর ভিত্তিতে কমিউনিষ্ট সামাজিক স্বায়ত্তশাসনকে স্থান ছেড়ে দেবে।

প্রত্যেকের বিকাশের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ দিয়ে সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র সামাজিক সম্পর্কগুলিকে তাদের গতির মাধ্যমে প্রকাশ করে। দেশে কোন সুবিধা ভোগী শ্রেণী নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্র সোভিয়েট দেশের সমস্ত লোকের পূর্ণতর জাতীয় বিকাশকে সুনিশ্চিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, স্বয়ং শাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বয়ংশাসিত জাতীয় অঞ্চল, জাতীয় জেলা নিয়ে গড়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা বড়, ছোট সমস্ত জাতিকে তাদের মাতৃভাষার, তাদের জাতীয় সংস্কৃতির এবং তাদের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহ্যগুলিকে বিকশিত করার সুনিশ্চিতি দিয়েছে। এ সবই মানুষের সামাজিক প্রকৃতি ও সমাজের

সঙ্গে তার বন্ধনের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে ব্যক্তির বাস্তবায়িত স্বাধীনতারই প্রকাশ। সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচীতে বলা আছে: "সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সার্বিক সম্প্রসারণ এবং ত্রুটিহীনতা, রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে, সরকারী প্রশাসনের উৎকর্ষতা সাধনে সমস্ত নাগরিকের অংশ গ্রহণে, আর তার কর্মকাণ্ডের ওপর জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান নিয়ন্ত্রণ নিয়েই সেই পথের ঠিকানা দিচ্ছে যে পথে কমিউনিজমের নির্মাণ পর্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সত্তা বিকশিত হবে।" (২৭)

মার্কসবাদের বিরোধী তাত্ত্বিকরা সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশকে বুঝতে পারে না এবং বিকাশের এই প্রবণতা মানব কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র উৎপাদন সহ-সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি দিকের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করে তাও বুঝতে পারে না। সোভিয়েট গণতন্ত্র, যৌথ ব্যবস্থা, কমরেড-সুলভ সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহায়তা দানের ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কগুলি উৎপাদনের ও শ্রমের বিকাশে বিরাট শক্তি হয়ে ওঠে। প্রগতিশীল উদ্ভাবনের জন্য নানাভাবে পরিচালনা করে, বিপননযোগ্য মালের উৎপাদনে প্রতি রুবলে খরচা কমিয়ে, প্রতি এককে শ্রম নিবিড়তা কমিয়ে এবং উচ্চতম শ্রম উৎপাদনশীলতা দিয়ে শ্রমিক যৌথসংস্থাগুলি সব সময়ে রক্ষিত সুপ্ত এলাকাগুলিকে টেনে আনছে।

কতগুলি প্রতিষ্ঠানে মানুষের মধ্যে নতুন সম্পর্ক প্রকাশ পাচ্ছে এই ঘটনায় যে গোটা যৌথ সংস্থাটিই ব্যক্তির জন্য দায়ী আর প্রত্যেক ব্যক্তিই যৌথ সংস্থার জন্য দায়ী। সমবায় এবং ব্যক্তির মধ্যে যত মিথস্ক্রিয়া হবে, ততই ব্যাপক সাথীসুলভ সম্পর্কের ভিত্তি, আর সমবায়ের মধ্যে সম্পর্কের ওপর আস্থা ব্যাপক হবে এবং ততই প্রত্যেকটি সমবায় ও তার প্রত্যেকটি সভ্য শক্তিশালী হবে।

অবশ্য, মানবসমাজে সমাজ থেকে আলাদা হ'য়ে ব্যক্তির কোন

---

২৭। দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ ৫৪৮

সার্বিক স্বাধীনতা থাকতে পারে না, কারণ সমাজ যতদিন থাকবে সামাজিক বন্ধনও ততদিন থাকবে, তাই সার্বিক স্বাধীনতার ব্যাপারটা কাল্পনিক ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে, এই ধরনের "স্বাধীনতার" গল্প অন্য লোকের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সমাজ-বিরোধী লক্ষ্যকে ঢাকবার কাজটি করে থাকে। "ব্যক্তির সার্বিক স্বাধীনতার" বুর্জোয়া রূপকথা শূন্যগর্ভ এবং ক্ষতিকর। কোনটা অনুমোদনযোগ্য আর কোনটা নয় তার সুস্পষ্ট পার্থক্য বাদ দিয়ে কোন সমাজই থাকতে পারে না, কারণ তা না হ'লে সমস্ত সামাজিক জীবন এবং খোদ সমাজই লুপ্ত হবে।

১৯ শ শতাব্দীর রুশ সমাজতাত্ত্বিক কোভালেভ্‌স্কির মতে ইতি-হাসের উষালগ্নে আমরা "গোষ্ঠীর বৈষয়িক ও নৈতিক সমৃদ্ধির জন্য যা কিছু ভাল, আকাঙ্ক্ষিত, রীতি অনুযায়ী যা কিছু প্রাপ্য, আর বিপরীত দিক দিয়ে, যে কোন ভাবেই হোক যা কিছু গোষ্ঠীর নিরাপত্তা তার বৈষয়িক মঙ্গল, তার সম্মানের ক্ষতি করে তাকে মন্দ, নির্লজ্জতা, এবং স্বভাবতঃই অসহনীয়" এই নীতির আবির্ভাব দেখতে পাই। আদিম সমাজের এইসব ধ্যান ধারণা সুস্পষ্ট নয় এবং আকাশ কুসুমের পর্দায় ঢাকা। বাস্তবিকই ওগুলি খুবই সীমাবদ্ধ। যাহোক, কোভালেভ্‌স্কি আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে এই নিয়ম দেখেছেন "যেটা অন্য গোষ্ঠীর মানুষদের জন্য অনুমোদনীয় সেটা স্বজাতির মানুষের জন্য অননুমোদিত।" (২৮) পরে কোনটা অনুমোদনীয় আর কোনটা অননুমোদনীয় তার নতুন মাপকাঠি চাপিয়ে দিল দাসমালিকানার সমাজ, (যখন দাস মালিকদের পক্ষে যা অনু-মোদনযোগ্য) দাসদের জন্য সেটা অননুমোদিত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, ভূমিদাস প্রথার শৃঙ্খল এবং নানা শক্তির পরম্পরাগুলি শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে বন্ধনস্বরূপ ছিল।

---

২৮। এম, এম, কোভালেভস্কি "ডিমারকেশন অফ পারমিসিবল এণ্ড নন্ পার-মিসিবল এ্যাক্ট। ইন নিউ আইডিয়াজ ইন সোসিওলজি, কলেকসন নং ৪, সেন্ট পিটার্স'বার্গ ১৯১৪, পৃ ৯০ (রুশ)

১৮শ শতাব্দীতে, আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক দাবী উত্থাপিত হ'ল। এটা, যেমন একজন রুশ বিপ্লবী চিন্তানায়ক বলেছেন, যেন প্রত্যেক মানুষের "সোনার তক্তি খাবার" অধিকারের দাবী, বাস্তবায়িত হবার যোগ্য নয়। সামাজিক সংগ্রামের গতিপথে গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার অধিকতর বিকাশ প্রকৃত বৈষয়িক গ্যারান্টির দাবীর দিকে নিয়ে গেল যাতে জনগণের গণতান্ত্রিক দাবী বাস্তবায়িত হতে পারে কারণ তা নাহ'লে সমস্ত অধিকার ও স্বাধীনতা কাগজ পত্রেই থেকে যেতো। ২০শ শতাব্দীতে ঘোষণা করা হ'লো যে সমাজে পুঁজির ক্ষমতা ও প্রভাবকে দূর না ক'রে জনগণকে এই ধরনের অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া যায় না কারণ আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ও পুঁজির বাস্তব ক্ষমতার মধ্যে কোন সংঘাতে শেষোক্তটিই জিতবে। জনগণের স্বাধীনতার প্রধান গ্যারান্টি রয়েছে অর্থের ক্ষমতাকে ধ্বংস করার মধ্যে।

যখন লেনিন ও বলশেভিকরা রাজনৈতিক সংগ্রামের মল্লভূমে প্রবেশ করলেন তাঁরা বুর্জোয়া মতাদর্শীদের "সর্বজনীন স্বাধীনতা" তত্ত্বের মিথ্যাপূর্ণ এবং ধোঁয়াটে যুক্তিকে বাতিল করে স্বাধীনতার প্রশ্নটির একটা প্রকৃত ভিত্তি দান করলেন। এই ভাবে তাঁরা প্রশ্নটিকে রাখলেন: কার জন্যে স্বাধীনতা, কিসের থেকে স্বাধীনতা? কমিউনিষ্টরা শোষণ থেকে মুক্তি, শ্রমজীবী মানুষের জন্য মুক্তির দাবী উপস্থিত করলেন। আজকে এটা নিরাপদেই বলা যায় যে সোভিয়েট ইউনিয়নে সকলের জন্যই স্বাধীনতা আছে। সমস্ত নাগরিকরাই সম-অধিকার ভোগ করে। এই প্রশ্নটাই করা যাক: কার থেকে এই স্বাধীনতা? উত্তরটা হবে খুব সুস্পষ্ট: শোষণ থেকে মুক্তি, প্রত্যেক ধরনের শোষণ থেকে প্রকৃত মুক্তি আর ফলতঃ শোষকদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আত্মিক, আধিপত্যে সৃষ্ট যুগ-যুগান্তের শৃঙ্খল থেকে মানব চিন্তা ও কার্যের মুক্তি। প্রকৃত স্বাধীনতা হ'ল একজনের সামর্থ্যের বিকাশের সম্ভাবনা, নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে প্রকাশ করা এবং অক্লান্ত হ'য়ে তার বিকাশ

করা। এই ধরনের স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় সুযোগ এবং মানব-জীবনে মহামূল্যবান, যেটা অগ্রগামী চিন্তানায়কেরা যুগ-যুগান্ত ধরে স্বপ্ন দেখছেন। এখন এমন সমাজ এসেছে যার প্রয়োজন যে প্রত্যেকে তার সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করুক। ওটাই সোভিয়েটের জীবনে আইন আর তার নৈতিক মানদণ্ড। এই নিয়ম থেকে যেটা প্রধান সিদ্ধান্ত করতে হয় সেটা হ'ল এই যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সোভিয়েটের সামাজিক সম্পর্কের বিকাশেই সমৃদ্ধ হয়। সমাজবিকাশের আধুনিক তত্ত্ব এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটিই করেছে।

আধুনিক সমাজের প্রগতিশীল লক্ষ্য মানুষের সৃজনশীল বৈভবের শৃঙ্খল মুক্তির দ্বারাই গড়ে উঠেছে। এর জন্য শোষণ এবং নিপীড়নের অবসান দরকার। তারপরে, লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রম প্রচেষ্টার দ্বারা সামাজিক সম্পদকে বাড়িয়ে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া দরকার যেখানে মানুষের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মানুষ নিজে নিজের সামর্থ্য বাড়াবে, নতুন সমাজ নির্মাণ করতে গিয়ে নিজের ইজ্জৎকে বাড়াবে—এটাও দরকার। আধুনিক সমাজের কর্তব্য হ'ল সৃজনশীল বিভবকে এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তির সামর্থ্যকে এবং ফলতঃ ব্যাপক জনসংখ্যার সামর্থ্যকে টেনে বের করে নিয়ে আসার জন্য সম্ভাব্য উৎকৃষ্টতর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এই আধুনিক যুগে গণ-সৃজনশীলতা একটা প্রধান দিক। এটাই সমাজের প্রগতিশীল বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

## বৌদ্ধিক ও নৈতিক প্রগতির পথ

একটা সময় ছিল যখন বুর্জোয়ারা যুক্তি ও জ্ঞানের অগ্রগতির পতাকাতলে অগ্রসর হ'য়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক বিজ্ঞান ও জনগণের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। প্রগতির এই দুটি শক্তিশালী শক্তি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যেই

তাদের ঐক্য অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের জন্যে দরকার বিজ্ঞানের শক্তিশালী ক্ষমতা-গুলিকে এবং জনগণকে একটা একক সমগ্রতায় মিলিয়ে দিতে হবে এবং সেটা নতুন সমাজের দ্বারাই হ'তে পারে। এটাই নতুন সমাজের নির্দেশক চিহ্ন যেটা সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচীতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের প্রধান ক্ষেত্রে প্রধান ধারা হিসাবে, নির্দেশিত হয়েছে।

পুঁজিবাদ শ্রমিককে যন্ত্রের লেজুড়ে পরিণত ক'রে শ্রমকে আত্মিক আধেয় থেকে বঞ্চিত করেছে। বাষ্পের যুগে এটাই ছিল বন্দোবস্ত এবং আজকের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের এবং দূর নিয়ন্ত্রণের যুগেও তাই আছে। কমিউনিজম শ্রমকে তার আত্মিক আধেয় ফিরিয়ে দেয় এবং তাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে। সামাজিক সম্পর্কের জন্যে দরকার এই যে প্রত্যেকটি কাজের মানুষকে জ্ঞান রাখতে হবে আর জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হবে আর সামাজিক বিকাশের প্রয়োজনকে মেটাতে হবে। আধুনিক সমাজে এটাই বৌদ্ধিক প্রগতির প্রধান ধারা এবং এই ক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদী দুনিয়াকে পেছনে ফেলে এসেছি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের নৈতিক প্রগতির উৎকর্ষতার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মননশীল ব্যক্তিরা ভেবেছেন কিন্তু নৈতিকতার অপ্রগতি ঘটানোতে নৈতিকতাবাদীরা সাফল্য লাভ করেন নি। পুঁজিবাদ মানুষকে লোভ, ঈর্ষা, বন্য ব্যক্তিত্ববাদ ও সামাজিক অবিচারের পঙ্কে টেনে নামিয়েছে।

মানুষের বৌদ্ধিক এবং নৈতিকতার প্রগতির কথা ভেবে অতীতের চিন্তানায়করা ব্যক্তির উৎকর্ষতা সাধনে এবং তার আত্মিক বৈভবের বিকাশে অনেক তত্ত্ব বানিয়েছেন কিন্তু এই সব মতবাদ কেবল ব্যক্তির নৈতিক এবং বৌদ্ধিক উৎকর্ষ সাধনের প্রচারই করেছে। ওটা ছিল ভুল পথ। নৈতিকতাবাদীরা ব্যক্তিত্ববাদের সমর্থনকারী এবং তাঁদের যুক্তিতে তাঁরা "মানব প্রকৃতি"র ত্রুটি এবং পাপের কথা

বলতে গিয়ে তাঁরা বলেননি যে পুঁজিবাদী দাসত্বই মানুষের নৈতিক চেতনাকে বিকৃত করে। নৈতিকতার ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের প্রচার শাসকশ্রেণীর স্বার্থকেই এগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য সাধন করেছে কারণ বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী মানুষকে সমস্ত মানব জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লড়াই থেকে বিচ্যুত করার জন্য ব্যবহার করেছে। অগ্রগামী চিন্তার মানুষরা ১৮শ শতাব্দীতে নৈতিক প্রগতি এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা নৈতিক চেতনাকে আলোক প্রাপ্তিতে পরিণত করেছিলেন। অবশ্য, মনের বিকাশের সঙ্গে নৈতিক চেতনার একটা সম্পর্ক আছে কিন্তু জ্ঞানার্জনই নৈতিক চেতনার বিকাশে দাঁড়ায় না।

পুঁজিবাদ বাস্তবে কাজের মানুষগুলোকে যন্ত্রের লেজুড়ে পরিণত করেছে আর নৈতিক চেতনাকে বিকৃত করে বহুদিন আগে থেকেই বুদ্ধিবাদ বিরোধিতা এবং অনৈতিকতাকে তাদের পতাকায় মুদ্রিত করে জ্ঞানকে লোভের হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

মার্কসের পূর্বেকার সমাজতন্ত্র সেইভাবেই মানবজাতির নৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নতির পথ দেখাতে ব্যর্থ হ'য়েছিল। কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করত যে নতুন মানুষ যে পুরনো সমাজের গর্ভে জন্মাবে সেই নতুন সমাজের কোষের মধ্যে, বিশেষ পরীক্ষণ নলের মধ্যে এবং সব্জী জন্মানো উষ্ণ রক্ষণগৃহ থেকে তারা উদ্ভূত হবে। ওটা অধিবিদ্যক, এবং ভাববাদী ধারণা, যেটা সত্য থেকে অনেক দূরে ছিল।

বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কেবল মার্কসবাদই নতুন সমাজ ব্যবস্থার বিজয়ের সংগ্রামের মধ্যে মানুষের চেতনাকে গড়ে পিটে নেবার রাস্তা দেখিয়ে ছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছিলেন যে নতুন সমাজ যারা তৈরী করবে সেই মানুষদের চেতনা প্রারম্ভে পুরনো বিশ্বদৃষ্টিকোণের দ্বারা ভারাক্রান্ত থাকবে আর মানুষের আত্মিক গঠনকে মৌলিকভাবে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন থেকে যাবে। মার্কসবাদ এই প্রধান প্রশ্নটির সম্পূর্ণ নতুন একটা উত্তর

তৈরী করলো যেটা দৃঢ়তার সঙ্গে অতীতের কল্পনাবাদী মতামতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করলো। লেনিন লিখেছেন: মার্কসবাদ কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্র থেকে এখানেই পৃথক যে শেষোক্তটি নতুন সমাজকে লোলুপ অর্থগৃধ্নু, রক্তমাখা, দোকানী পুঁজিবাদের সৃষ্ট মানুষ দিয়ে তৈরী করতে চায়নি বরং সব্জী উৎপাদনকারী উষ্ণ গৃহ আর কুমড়োর মাচায় কলানো সৎ নরনারী দিয়ে তৈরী করতে চেয়েছে। প্রত্যেকেই এখন দেখতে পাচ্ছে যে এই অসম্ভব ধারণাটি সত্যি অসম্ভব আর প্রত্যেকেই একে বাতিল করেছে কিন্তু সবাই যে বিপরীত মতবাদ মার্কসবাদের প্রতি মন নিবিষ্ট করতে ইচ্ছুক বা সমর্থ অথবা ভাবতে শুরু করেছে যে শত সহস্র বছরের দাসত্ব, ভূমিদাসত্ব, পুঁজিবাদের দ্বারা, ছোট ছোট ব্যক্তিগত উদ্যোগের ব্যবসা দ্বারা এবং বাজারে একটা জায়গা পাবার জন্যে তার প্রতি-বেশীর বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি মানুষের লড়াই দ্বারা বা তার উৎপন্ন মালের বা তার শ্রমের জন্য উচ্চমূল্য পাবার লড়াইয়ের দ্বারা দুর্নীতি-গ্রস্ত মানবিক উপাদান থেকে তৈরী করা যেতে পারে (বা করা উচিত) তা নয়।" (২৯)

মার্কসবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রের ভাববাদ ও অধিবিদ্যাকে বর্জন করে এবং কি করে বিশেষ গুণসম্পন্ন কৃত্রিম-ভাবে তৈরী মানুষের পরিবর্তে ব্যাপক মানব-উপাদান থেকেই নতুন সমাজ গড়তে হবে তা দেখিয়ে দেয় এবং মানুষকে কি ভাবে সীমাহীন বৌদ্ধিক ও নৈতিক প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হবে তার ব্যাখ্যা করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকেই উত্তরটা দেওয়া হ'য়েছিল যেটা নাকি জ্ঞানের এবং মানব চেতনার বিকাশে সামাজিক প্রয়োগের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

পরে, নানা ধরনের সুযোগ সন্ধানী, শোধনবাদী ও মেনশেভিক বিপ্লবী সংগ্রামের গতিপথে গণ চেতনা নতুন করে গড়ে তোলার ধারণা

---

২৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী. ২৮ খণ্ড, পৃ ৩৮৮

সহ বিপ্লবী মার্কসবাদ পরিত্যাগ করে দাবী করলো যে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্ভব কারণ মোটের ওপর পশ্চিমী ইয়োরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির লোকেদের চেয়ে ওদেশের মানুষের শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত মান নীচু। ওটা সেই পুরনো অধিবিদ্যারই পুনরাবৃত্তি এবং বিপ্লবী মার্কসবাদের আলোকে লেনিন এই মিথ্যা সুবিধাবাদী তত্ত্বকে বাতিল করেন এবং বলেন ঃ "সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য যদি একটা নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক মানেরই প্রয়োজন হয় ( যদিও কেউই ঠিক বলতে পারে না ঐ নির্দিষ্ট মানটা কি কারণ ওটা প্রত্যেকটা পশ্চিমী-দেশেই পৃথক পৃথক ) তাহ'লে কেন আমরা একটি বিপ্লবী পদ্ধতিতে ঐ নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক মানের জন্য পূর্বশর্ত অর্জন করা থেকেই শুরু করি না, আর তারপরে শ্রমিক ও কৃষক এবং সরকার ও সোভিয়েট ব্যবস্থার সাহায্যে অন্য জাতিগুলিকে ছাড়িয়ে যাই না?" (৩০) সেই সঙ্গে এই কর্তব্যের মোকাবিলা করার অসুবিধা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন ঃ "যে সমস্ত সমাজতন্ত্রীরা এ সম্বন্ধে লিখেছেন তাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে রচনা করেছেন এমন একজন সমাজতন্ত্রীকে বা প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রীর মত আমার মনে পড়ছে না যেটা, যখন শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করবে, যখন পুঁজিবাদের সঞ্চিত আমাদের প্রয়োজনীয় অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য সংস্কৃতির ও জ্ঞানের আর প্রযুক্তির ভাণ্ডারকে পুঁজিবাদের হাতিয়ার থেকে সমাজতন্ত্রের হাতিয়ারে পরিণত করাকে কর্তব্য হিসাবে নিজেদের সামনে রাখবে তখন যে নির্দিষ্ট, বাস্তব অসুবিধা শ্রমিকশ্রেণীর সামনে দেখা দেবে, তার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছে।" (৩১) যখন সে আরও অগ্রগতির জন্যে নিজের ভিত্তি গড়ে তুলবে তখনই জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তির সমগ্র ভাণ্ডারকে এই ভাবে সমাজতন্ত্রের হাতিয়ারে পরিণত করা সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান কর্তব্য হ'য়ে দাঁড়াবে।

---

৩০। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩৩ খণ্ড পৃ ৪৭৮-৭৯
৩১। ঐ, ২৭ খণ্ড, পৃ ৪১২

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি বিজ্ঞানসম্মত কমিউ-নিজমের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে মানবজাতির বৌদ্ধিক ও নৈতিক অগ্রগতির সমস্যাটির ওপরও কাজ করেছে। কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের গতিপথে পার্টি জনগণের পুনর্শিক্ষিতকরণের কাজও চালিয়েছে। "কমিউনিষ্টরা শোষকদের শ্রেণীগত নৈতিকতাকে বর্জন করে ; পুরনো ত্নিয়ার ভ্রষ্ট স্বার্থপর নৈতিকতার বিপরীতে তার কমিউ-নিষ্ট নৈতিকতাকে এগিয়ে দেয় যেটা মহান ও অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত নৈতিকতা, কারণ এটা গোটা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ ও আদর্শকে প্রকাশ করে।" (৩২) মানুষের নতুন আত্মিক গঠনকে নতুন করে ঢেলে সাজার পথ সমাজবিকাশের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত।

সোভিয়েটের মানুষদের শিক্ষা ও লালন পালন তার কর্মকাণ্ড ও শ্রম প্রক্রিয়া থেকে অবিচ্ছেদ্য কারণ নতুন মানুষের দৃষ্টিকোণ ও মানসিক গঠনের রূপান্তর পরীক্ষণ নল বা সব্জী উৎপাদক উষ্ণ ঘরের মধ্যে ঘটানো ধারণাকে মার্কসবাদ অস্বীকার করে। কেবল মাত্র শ্রমের মধ্যে, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে মানুষ সঠিক অভ্যাস, দক্ষতা ও ধারণা তৈরী করতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন প্রত্যেকের কাছ থেকে অনেকটা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের দাবী করে। একদিকে শ্রম প্রক্রিয়ার দাবী এই যে জ্ঞান একটা সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা হিসাবে থাকবে আর অন্যদিকে একে একটা ব্যবস্থার মধ্যে আনতে প্রয়োগের সঙ্গে জমিয়ে দিয়ে জ্ঞানের ভিত্তিকে জুগিয়ে দেয়। শ্রম প্রক্রিয়ার সংযোগে জ্ঞানাহরণ শুধু প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে না অধিকন্তু সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বদৃষ্টিকোণের রূপদান করে। যদি শিক্ষাকে সঠিক ধারায় সংগঠিত করা হয় তাহ'লে মানুষ সকল জিনিসের ও ঘটনার মূলে যেতে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনা ও আপতিত থেকে গুরুত্বপূর্ণকে পৃথক করতে, ঘটনার কারণ দেখাতে,

---

৩২। দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ ৫৬৬

নানা ঘটনার মধ্যে ভৌত, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক নিয়মকে চিনতে আর ঐ নিয়মগুলি অনুসারে ঐগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে শেখে। এই ধরনের শিক্ষা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের জন্য একটা শক্ত ভিত গড়ে দেয়। অবশ্য, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে রূপ পরিগ্রহ করে না বরং তারা যে জ্ঞান লাভ করে তার প্রতি একটা সক্রিয় মনোভাব গড়ে তোলার জন্য, শুধু মাথার মধ্যে নিছক পুঁজি না করে যাতে বোঝার চেষ্টা করে তার জন্যে অনেকটা শিক্ষাগত প্রচেষ্টার দরকার করে। এটাও দরকার যে এই মুহূর্তে যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেই টুকুকে জ্ঞান মণ্ডল থেকে নিয়ে আর বাকি অংশকে মানুষ যেন অকেজো মনে না করে। এই ধরনের দৃষ্টিকোণ জ্ঞানের প্রতি বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণেই অবশেষ। বুর্জোয়ারা সর্বদাই মনে করে এসেছে যে জ্ঞান ততটাই ভাল যতটা সে টাকা কামাতে সাহায্য করে। বুর্জোয়ারা সর্বদাই ভয় পেয়েছে যে তাদের উত্তরাধিকারীরা—শ্রমিকরা—একদিন এগুলোকে তাদের মনের মধ্যে সংহত ক'রে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসংহত বিশ্বদৃষ্টি-কোণে দাঁড় করাবে। একইভাবে সোভিয়েটের মানুষরা জ্ঞানকে একটা সময় কাটানোর খেলা মনে করার অভিজাত মনোভাব এবং বুর্জোয়াদের বিকৃত ও আত্মস্বার্থসন্ধানী মনোভাবকেও বর্জন করে। এটাই সামাজিক চিন্তার বিকাশে প্রধান জলবিভাজিকা সেটা মার্কসবাদের ও বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের আবির্ভাব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অতিক্রম করা গিয়েছে। যারা ইউ, এস, এস, আরের মালিক সেই শ্রমজীবী মানুষ তাদের অর্জিত জ্ঞানকে একটা ব্যবস্থার মধ্যে বিন্যস্ত করে, আর যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তব সমস্যা-গুলির মোকাবিলা করতে গিয়ে ভাবতে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও নীতিনিষ্ঠ ধারায় যুক্তি দিতে চেষ্টা করে।

উপরন্তু, এই প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ঝঞ্ঝাসদৃশ গতির দিনে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাড়িয়ে নিতে এবং সঞ্চয় বাড়িয়ে চলতে হবে। প্রশবছর আগে একজন শ্রমিক ও ইঞ্জিনীয়ারের কাছে বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান সন্তোষজনক ছিল আজকে তা স্পষ্টতঃই যথেষ্ট নয়। একই কথা সমাজ বিজ্ঞানের বেলাতেও খাটে। জীবনের দাবী এই যে সমাজের প্রত্যেকটি সভ্যকে পার্টির লাইন, সমাজ-বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলো এবং ক্রমবর্দ্ধমান ও উত্তমভিত্তিতে স্থাপিত আর্থনীতিক জ্ঞান আগের চেয়ে গভীরভাবে আয়ত্ব করতে হবে। এটা জ্ঞানের পুঁজি বাড়ানোর কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয় বরং এমন একটা প্রক্রিয়া যার মধ্যে মানুষের দৃষ্টিকোণ তার জীবনের ও কাজের অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হ'য়ে সম্প্রসারিত ও গভীর হ'য়ে বিকশিত হয়।

এই জ্ঞান ও শ্রমের সংযুক্তি বাস্তব কাজের সমর্থনপুষ্ট হ'য়ে শুধু যে এই জ্ঞান অনেক বেশী স্পষ্ট এবং কম অমূর্ত করে তা নয় অধিকন্তু তাকে আরও সমৃদ্ধ করে এবং গভীর করে। এটা শুধু পৃথক পৃথক নতুন ধারণাই সৃষ্টি করে না অধিকন্তু বড় বড় উৎপাদন সমস্যায় গোটা সমবায়ের দ্বারা উপস্থাপনা ও মোকাবিলা করার দিকে নিয়ে যায়।

একটা দলের বা ব্যক্তিগত শ্রমিকের, দ্বারা কর্তব্যের নির্বাচন বা অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য প্রযুক্তির ব্যাপক দৃষ্টিকোণেরই প্রয়োজন হয় না, অধিকন্তু দরকার অর্থনীতির জ্ঞান, উৎপাদনের সংগঠন, উদ্যোগের প্রধান কর্তব্য সম্পাদনে সংরক্ষিত সুপ্ত শক্তিকে ব্যবহার করার সামর্থ্য যেটা প্রদত্ত শিল্পে রাষ্ট্রের মোট কর্তব্যের সঙ্গে আর গোটা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত।

সোভিয়েট সমাজে, জ্ঞানের অর্থ প্রকৃতির শক্তিগুলি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সঠিক জ্ঞান গড়ে ওঠা, যে ধারণা কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির ওপর এবং জ্ঞানাতীত কিছুর ওপর আস্থাকে বাতিল করে দেয়। জ্ঞানের অর্থ সামাজিক শক্তিগুলি সম্বন্ধে জনগণের সঠিক এবং গভীর জ্ঞান একটা উপলব্ধি যেটা সমভাবেই কুসংস্কার, সেই সব শক্তির অন্ধ স্তুতি বা কাল্পনিক ভাববাদী ধোঁকা এবং মোহ সৃষ্টি করে সেগুলোকে অগ্রাহ্য করার বিরোধী মনোভাব। কমিউনিষ্ট শিক্ষার অর্থ মানুষের

ভূমিকা, তার শক্তি এবং বৈভবেরও বোধ, যে বোধ দাসত্ব, হীনমনস্কতা এবং নিঃস্বতার বা বেয়াড়াপনার মনোভাব এবং স্ফীতকায় ব্যক্তিত্ব-বাদকে বাতিল করে দেয়। এই সমস্ত বিজ্ঞানসম্মত বোধই মানুষের সমগ্র কার্যকলাপ এবং আচরণের ভিত্তি হ'য়ে ওঠে, বোধগুলিকে একত্রিত করে একটা সুবিন্যস্ত মতবাদে পরিণত ক'রে এবং মানব কর্মকাণ্ডকে গভীরভাবে প্রভাবিত ক'রে আত্মপ্রত্যয়ে পরিণত হয় এবং লোককে সঠিক কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আত্ম-প্রত্যয় মানুষের চরিত্রকে ইস্পাতদৃঢ় করে এবং তার মানসিক গঠনকে আকার প্রদান করে।

সোভিয়েট সমাজে প্রকৃতির নিয়মগুলির এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যয়ন সমাজের অর্থ ব্যবস্থার এবং সামাজিক জীবনের আর উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য ব্যবহার করে সোভিয়েট জনগণকে যে কর্তব্যের মোকাবিলা করতে হবে তার অধ্যয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত থেকে যাদের হাতিয়ার বিজ্ঞান সেই সামাজিক শক্তির সঙ্গে চলে। অন্য কথায়, সমাজের বিজ্ঞান, সমাজবিকাশের তত্ত্ব মানুষের আত্মপ্রত্যয়ের রূপদানের ভিত্তি। যখন মানুষ কমিউ-নিজমের মহান আদর্শ দেখতে পায়, তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে অন্তিম ও তাৎক্ষণিক লক্ষ্য দেখতে পায় তখন কমিউনিষ্ট চেতনার উচ্চমান, তার সৃজনশীল উদ্যোগকে এবং শ্রমের মধ্যে সক্রিয়তাকে জাগিয়ে তোলে এবং যৌথ যুক্তিসিদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং নতুন সাহ-সিকতাপূর্ণ দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করে।

কমিউনিষ্ট নির্মাণের প্রত্যেকটি স্তরে সোভিয়েট জনগণের বিজড়িত প্রত্যেকটি কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিপক্কতা ও কমিউনিষ্ট চেতনা পরিমাপের মানদণ্ড বদলে যায়। কয়েক শতকের শোষকদের আধিপত্যের দ্বারা সৃষ্ট "সুন্দর" স্বপ্ন আর "কুৎসিৎ" দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে ব্যবধানকে সোভিয়েট সমাজ কত চমৎকারভাবে পূরণ করে দিতে পারে এই প্রক্রিয়াটা তা ভালভাবেই দেখিয়ে দেয়। বুর্জোয়াদের দু'মুখো খেলা, ভণ্ডামি এবং বুলি কপচানোর সাফাই গাইবার জন্য

আর কথার ও কাজের মধ্যে দ্বন্দ্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য এই ব্যবধানকে নিরন্তর ব্যবহার করা হ'য়েছে।

একটা গভীর রাজনৈতিক শিক্ষা, সোভিয়েট সমাজের আর্থ-ব্যবস্থা-প্রক্রিয়ার একটা বোধ এবং আরও সুগভীর ও ব্যাপকজ্ঞান নতুন মানদণ্ডের জন্য দরকার। কেবল সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করার উদ্যোগই প্রয়োজনীয় নয় অধিকন্তু এই ধরনের মঙ্গল ক্রমবর্দ্ধিতভাবে সৃষ্টি করার সামর্থ্যও দরকার। হঠাৎ উচ্ছ্বাসে গদগদ হ'য়ে ওঠা থেকে হতাশা ও অলসতায় চলে যাওয়া যেটা বাতিল করে দেয় এই সামর্থ্যের অর্থ তেমনি আত্মসংযম, চরিত্রের দৃঢ়তার মনোভাব। আমরা বলি তড়িঘড়ি কাজের আয়ু বহুকাল আগেই শেষ হ'য়ে গেছে। তা বলার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে সোভিয়েটের মানুষের কাজের মধ্যে উচ্ছ্বাস, উৎসাহ এবং বৈপ্লবিক রোমান্টিকতা বাতিল করে দেওয়া হ'য়েছে। বিপরীতভাবেই, সোভিয়েটের মানুষ কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের পর্বে শ্রম-বীরত্বের এবং দেশের মঙ্গলে বিরাট কীর্তির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু বিষয়টা এই যে আজকের অবস্থায় বিরাট কীর্তির জন্য দৃঢ় সংকল্পের অতিরিক্ত কিছু চাই। তার জন্য চাই দক্ষতা এবং প্রচুর জ্ঞান। কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মে সমাজে বীরত্বের পরিবর্তনশীল চরিত্রের সমর্থন সোভিয়েট মহাকাশচারীদের সাফল্য থেকেই মেলে। সেই কারণেই অনাবাদী জমির বিকাশ লক্ষ লক্ষ সোভিয়েটের মানুষের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষায়তন হ'য়ে উঠেছে।

সাধারণের মঙ্গলে শিক্ষার অর্থ সাধারণ সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষ যে তার বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং নষ্ট করার পরিবর্তে এই সম্পদকে বহুগুণ বাড়িয়ে নৈতিক সন্তোষ লাভ করতে পারে এ রকম একটা বোধের বিকাশ। কমিউনিজমের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছনোর জন্য কাজের প্রতি এই নতুন মনোভাবের পালন পোষণ একটা প্রয়োজনীয় শর্ত। কমিউনিজমের দিকে সমাজ-

তান্ত্রিক সমাজের এগিয়ে যাওয়ার অর্থ শ্রমের একটা বিকাশ এবং শ্রমজীবী মানুষের চেতনায় বুনিয়াদী পরিবর্তন।

এই প্রসঙ্গে, ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমের উৎপাদনশীলতার একটা শর্ত হিসাবে একেবারে নিচের তলায় উদ্যোগের যে বিকাশ ঘটে তার উপর লেনিন গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সোভিয়েট ব্যবস্থার দ্বারা একটা বিশাল সৃজনশীল শক্তি জেগে উঠেছে এবং উদ্যোগের বিকাশ সমাজতান্ত্রিক সমাজের নিয়ামক নিয়মে পরিণত হ'য়েছে।

বিষয়টা এই যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রম মানব ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকটি দিক এবং তার নানা সামর্থ্যকে দেখিয়ে দিতে সাহায্য করে। শ্রম মানুষের মন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দ্রুত চিন্তার অভ্যাস, প্রধান ব্যাপারটাকে ধরাতেও এবং নিজের নজরের ক্ষেত্রটির মধ্যে তথাকথিত সামান্য বিস্তৃত বিষয়গুলিকে মনে রাখার শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের প্রয়োজনের অর্থ এই যে প্রথমতঃ, সকলের কল্যাণে শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে এই সামর্থ্যগুলির বিকাশের প্রয়োজন কারণ বিকশিত না হ'লে সামর্থ্যগুলো ঝিমিয়ে এবং নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়বে। দ্বিতীয়তঃ, এর অর্থ শ্রমে একজনের সামর্থ্যকে প্রয়োগ করার সামর্থ্য, শ্রম প্রক্রিয়ায় নিজের সমস্ত কিছুকে নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা। পরিণামে এর অর্থ, সাধারণের কল্যাণে কাজ করে নিজের সামর্থ্যকে পুরোপুরি বাড়িয়ে এবং দেখিয়ে যে স্বেচ্ছায় সমাজকে সব কিছু দিয়ে দেয় সেই মানুষের গড়ে ওঠা।

আমাদের কালে, সমাজের দ্বারা মানব শ্রমের উচ্চনৈতিক প্রশংসা পাওয়া, শ্রমের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতির আরও উচ্চমান, যান্ত্রিকীকরণ ও স্বয়ংক্রিয় সাজ-সরঞ্জামের অগ্রগতি এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার দিকে ঝুঁকছে যে "উঁচু" ও "নীচু" ধরনের শ্রমের মধ্যেকার পুরনো পার্থক্য বিলুপ্ত হওয়ার দিকে যাচ্ছে। এটা কমিউনিষ্ট নির্মাণ পর্বে কমিউনিষ্ট শ্রমের ও সমাজের নৈতিক চেতনার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক।

এই পরিস্থিতিতে, মানুষ তার কাজের দ্বারা কত সততার সঙ্গে কত দক্ষভাবে এবং নিবিষ্ট হ'য়ে সমাজকে সেবা করছে এবং তার প্রচেষ্টায় কতটা প্রচেষ্টা প্রয়োগ করছে তার উপরই যে কোন কাজের প্রতি মনোভাবটি নির্ভর করে।

মার্কসীয় চিন্তার ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে একটা কথা বলা হত যে কমিউনিষ্ট শ্রমের অর্থ হবে শিল্পগত ও পেশাগত তালিমের অবসান কারণ শ্রম সার্বিক হ'য়ে পড়বে। এটা এখন নিরাপদেই বলা যায় যে কমিউনিষ্ট নির্মাণের পর্বে যেগুলো এখনও প্রয়োজনীয় সেই পুরনোগুলি সহ নতুনগুলো মহান আধেয়-পূর্ণ হ'য়ে উঠছে তার জন্য প্রশস্ত দৃষ্টির এবং বহুবিধ জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। ইউ, এস, এস, আরে কিছু গো চারকের পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা হ'য়েছে এবং পশুপালনে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য শিক্ষা চলছে।

যান্ত্রিকীকরণ ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র প্রচলনে ক্রমবর্দ্ধিতভাবে কষ্ট-সাধ্য কাজের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যেমন কমিউনিষ্ট শ্রম মহান আত্মিক আধেয়তে পূর্ণ হ'য়ে উঠছে এবং একটা সামাজিক কর্ম হিসাবে বিকশিত হ'য়ে উঠছে তেমনই মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে, শহরের শ্রম ও গ্রামের শ্রমের মধ্যে পার্থক্য কমে আসছে।

সমাজ ব্যক্তির ওপর যে ক্রমবর্দ্ধমান দাবী জানাচ্ছে, যে দাবী তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটাচ্ছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এই ঘটনার মধ্যে যে নানা রূপের কমিউনিষ্ট শ্রমের আন্দোলনের মধ্যে অংশগ্রহণ করে মানুষ কমিউনিষ্টের মতই বাঁচার ও কাজ করার অঙ্গীকার করছে এবং ধাপে ধাপে সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করছে। এই সূত্র কার্যতঃ ব্যক্তির কার্যকলাপ, তার দৃষ্টিকোণ, মানসিকতা এবং চরিত্রের সকল প্রধান ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। শ্রমজীবী মানুষের সমগ্র কার্যকলাপের ভিত্তিতে কমিউনিজমের নীতি থাকবে এটাই এই সূত্রের দাবী।

একই সঙ্গে নতুন সমাজের নির্মাণে নতুন মানুষ যে সংস্কার ও আচরণের মধ্যে ছাঁচে ঢালাই হ'চ্ছে বিপ্লবী মার্কসবাদের উপস্থাপিত এই বিবৃতিটি, নতুন অবস্থায় নতুন পরিভাষায় এই সূত্র প্রকাশ করছে। সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচীতে মানুষের শিক্ষার প্রধান নীতিটি উপস্থিত করা হ'য়েছে, যাতে বলা হ'য়েছে : "কমিউনিজমের ধ্যান-ধারণা প্রত্যেকটি লোকের আচরণে, আর সমস্ত সমবায়ের ও সংগঠনের কাজ কর্মের মধ্যে মিশে যাবে।" (৩৩)

কমিউনিষ্টদের ধরনে কাজ করার প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করে সোভিয়েটের মানুষরা সাবোত্‌নিকের আকারে শ্রমের প্রতি কমিউ-নিষ্ট মনোভাবের প্রাথমিক প্রকাশ থেকে এগিয়ে যারা তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মে শ্রমের প্রতি কমিউনিষ্ট মনোভাবের প্রয়োগ করছে সেই অতিকায় সমবায়গুলিতে গিয়ে পৌছেছে।

সোভিয়েট জনগণের অতিক্রান্ত এই বিশাল পথটি এই ঘটনার দ্বারা বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে যে সাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করার ধারণাটি জনগণের মনে ক্রমশঃই অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে এবং প্রধান ধারণা হ'য়ে উঠছে।

একেবারে গোড়ার দিকে শিক্ষা লাভ করা, একজনের শিক্ষাগত মানের উন্নয়ন ঘটানোর দরকার বলতে সাধারণ এবং রাজনৈতিক স্বাক্ষরতার বেশী কিছু বোঝাতো না। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের থেকে যে সোভিয়েট বুদ্ধিজীবীর জন্ম হ'য়েছিল তাকেই গড়ে তোলার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকেই এই চাহিদা প্রকাশ হ'য়েছিল। আজকে, শেখবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের কাছে, সমগ্র জনগণের কাছে যে আহ্বান এসেছে সেটা হ'ল উচ্চমানের সংস্কৃতি, বিরাট সাধারণ জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞান আর রাজনৈতিক জ্ঞান পাবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। এই চাহিদা পূরণ মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের অবসান ঘটানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ।

৩৩। দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ ৫৬৫

কমিউনিজমের জন্য বাঁচার দরকার অর্থে মানুষের মানসিকতাকে, চরিত্রকে এবং জীবনযাপন পদ্ধতিকে পরিবর্তিত করা, মানুষের আচরণের মধ্যে কমিউনিজমের মূল, নতুন দৃষ্টিকোণ, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে নতুন সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করা বোঝায়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় তথাকথিত ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রটাকেই ব্যাপক ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। নিজের প্রতিষ্ঠানে পুঁজিবাদীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিন্যাসটি তার ব্যক্তিগত ব্যবসা বলে গণ্য করা হয়। কারুর স্ত্রী, শিশু এবং সহকর্মীদের প্রতি মনোভাবকে, তার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটানোর ফলে তথাকথিত ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রটিও পরিবর্তনের আওতায় এসেছে। মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে লোভের বিলুপ্তি বন্ধুত্ব ও প্রেমের মত বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে নতুন নীতির প্রয়োগ অনিবার্যভাবেই রাজনীতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে অনেক ধীরে ধীরেই হ'য়েছে। বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সহায়তাদান সহ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কে অধিকতর প্রয়োগ অন্য মানুষ সম্পর্কে সমস্ত মনোভাব ও অভ্যাসের পরিবর্তন দাবী করে। এমনকি সমবায়ের কোন একজন সভ্যের অধীরতা এবং আত্মসংযমের অভাব গোটা দলটারই কাজকর্মের বিকাশে বাধা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। যদি মানুষ তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরনো দৃষ্টিকোণের নানা বিশেষত্বকেই দেখতে থাকে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অহংবাদ ও ব্যক্তিত্ববাদ, দেখাতে থাকে তাহ'লে চরিত্রের বা দৃষ্টিকোণের এই বৈশিষ্ট্য, নানা মাত্রায় তার সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে কোন না কোনআকারে প্রকাশ পাবেই। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের সঙ্গেই ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ এবং চরিত্রের রূপ পাল্টানোর প্রয়োজনীয়তাও বাড়বে।

কমিউনিষ্ট নির্মাণ পর্বে, মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্ব ক্রমবর্ধিতভাবে সামাজিক জীবনে জড়িত হ'য়ে পড়ে, যেটা এমনই ক্ষেত্র

হ'য়ে ওঠে যে তার মধ্যে তার সামর্থ্য ও গুণগুলি প্রকাশিত হ'তে থাকে। সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি দিকে জনগণের সৃজনশীল উদ্যোগ ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে এবং শ্রমিক সমবায় ও গণসংগঠনের গুরুত্ব বেড়ে যায়।

তার অর্থ এই নয় যে ব্যক্তির জীবন নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বরং বিপরীত দিকে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে কারণ ব্যাঞ্জনাময় সামাজিক জীবন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকেও শোধন করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে বিরাট কোন ব্যবধান নেই। বুর্জোয়া সমাজে অফিসের পর মানুষের সামাজিক খোলসটা খুলে রাখা আর অলস আলাপে কাটানোর ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করায় খোলসটা পরে নেওয়াই যে মানুষের বৈশিষ্ট্য তাতে নাকি সমাজের করার কিছুই নেই। সোভিয়েট সমাজে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এবং অবস্থায় মানুষ কমিউনিষ্ট সমাজেরই সদস্য থাকে।

কারণ কমিউনিষ্ট সমাজে মানুষ তার সামাজিক প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিগত বলেই মনে করে যার একটা তাৎক্ষণিক প্রভাব তার ব্যক্তিগত জীবনের ওপর পড়ে। অন্যদিকে, বন্ধুত্ব ও সমসাথীত্বের ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের নানা দিকে ব্যক্তিগত সম্পর্কে যুক্ত হয় কারণ তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মানুষ অনিবার্যভাবেই সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কে বিজড়িত হয়।

যেটা মানুষকে 'নিজের চরকায় তেল দাও' মনোভাবাপন্ন করে তোলে তার জায়গায় মানুষের মনে সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে একটা সুগভীর আগ্রহ আর উৎপাদনের ক্ষেত্রেই কেবল যেটা সীমাবদ্ধ নয় এবং মানুষের নানা কাজকর্মের ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত সেই জনগণের প্রতি কর্তব্যবোধ স্থান গ্রহণ করে। অবশ্য, জীবনের সকল ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটি উপলক্ষে যে সবাই জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বের বোধ দেখাচ্ছে বা সব জিনিসের প্রতি তার মনোভাব মানুষের মধ্যে কমিউনিষ্ট সম্পর্কের নিয়মের দ্বারা সর্বদাই পরিচালিত হ'চ্ছে তা নয়।

কেউ কেউ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভালই কাজ করে কিন্তু পরিবারের মধ্যে এখনও পুরনো নৈতিকতার এবং আচরণের নিয়ম দ্বারা ভারাক্রান্ত। অন্যেরা এখনও ব্যক্তিত্ববাদ ছাড়েনি আর সেই জন্য কাজের প্রতি নৈতিক প্রেরণার সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, গৌরবের এবং সম্মানের প্রতি আসক্তিকে একাত্ম করে ফেলে। কেউ কেউ নানারকমের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লাভ করেছে কিন্তু নিজেদের দৃষ্টিকোণের মধ্যে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আসার জন্য জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়াকে টেনে আনেনি যেটা এখনও রয়ে গেছে অস্পষ্ট যার ফলে অনেক পুরনো কুসংস্কার বিজ্ঞানসম্মত বিষয়ের পাশাপাশি রয়ে গেছে। পরিণামে, জনগণের দ্বারা নতুন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির নৈতিকতার এবং আচরণের মূল বিষয়ের আত্তীকরণ তেমনি প্রক্রিয়া বলে মনে করা যায় না যার মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষের সমগ্র চেতনাটা যান্ত্রিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে এবং পরম নিয়মবদ্ধতার সঙ্গে জড়িয়ে হয়ে গেছে। এখনও অনেক মানুষ আছে যাদের দক্ষতা আর পুরনো কালথেকে প্রাপ্ত অভ্যাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে আর তাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি নতুন হ'লেও এখনও পুরোপুরি ঢালাই করে গড়ে নেওয়া বাকি আছে।

মানুষের মানসিক গড়নের ত্রুটি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শোষক সমাজের চর্চিত অভ্যাস এবং রীতি-নীতির অবশিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের আওতায় মানুষের ব্যক্তিত্বে যে বিকৃতি এসেছিল সেটা এখন নতুন মানুষের পালন পোষণের বিরাট বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মতাদর্শের পরিবর্তনে জনগণের মানসিকতায় পরিবর্তনকে একই সঙ্গে চালাতে হবে। মানসিকতার ত্রুটি কমিউনিষ্ট শিক্ষার পথে বাধা এবং নানারকম পূর্ব ধারণা, ভুলবোধ ও অবাঞ্ছিত ধারণার ভিত্তি সৃষ্টি করে।

মানুষের চিন্তার এবং প্রয়োগের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যেটা অনুপ্রবেশ করে সেই চেতনার উচ্চতম বোধ অনিবার্যভাবেই মানুষের মানসিকতাকে পুনর্গঠিত করে। কমিউনিষ্ট শিক্ষায় মানুষের মানসিকতা

ও চরিত্রের এই ধরনের পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের পক্ষে সাধারণ বিষয় সঠিক যুক্তি দেওয়া আর বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তাঁর সংকীর্ণ ভদ্রলোকের মানসিকতায় আটকে থাকাটা ঠিক নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, "পাতিবুর্জোয়া মেরুদণ্ডহীনতা, অনৈক্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং উচ্ছ্বাস আর হতাশার মধ্যে দোল খাওয়ার মনোভাবের পুনরুজ্জীবনের" (৩৪) মত ব্যাপার মানুষের মানসিকতার ও আচরণের মধ্যে ঘটলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুরুত্বের ওপর লেনিন খুব জোর দেন।

মেরুদণ্ডহীনতা এমনই একটা মানসিক ঝোঁক যেটা একজন সমর্থ মানুষকেও সমাজের অকেজো সদস্যে পরিণত করে। যখন মানুষের মন উৎসাহ ও হতাশার মধ্যে দোল খায় সেই আত্মসংবরণের অভাব সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকা আর অন্য লোকের সঙ্গে মিলতে অস্বীকার করা যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের এবং অনুরূপ আচরণের নিয়ম গ্রহণের ঘাটতিরই প্রকাশ। যখন মানুষের মানসিক গঠন বিকৃত হ'য়েছিল এগুলো সেই অতীত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। বুর্জোয়া মনোবিজ্ঞান বিশারদরা জোর দিয়ে বলেন মানুষের মানসিক গঠনের নানা বিশেষত্ব মানুষেরই বিমূর্ত প্রকৃতিরই ধর্ম। ওটা অবশ্যই ভুল। চিরকালই যারা বেশী সামাজিক, বেশী উত্তেজনাপ্রবণ এমন মানুষ থাকবে। কিন্তু বিষয়টা তা নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানে পৃথিবী যখন যুগ যুগ ধরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্কের মধ্যে বিকৃত হচ্ছিল তখন সেই মানসিক গঠনের পালন পোষণ হ'য়েছিল।

পরিণামতঃ, মতাদর্শগত এবং শিক্ষাগত কাজের জন্য মানুষের সমগ্র মানসিক গঠন ও তার আচরণের ওপর নির্ণায়ক প্রভাব বিস্তার করার জন্য কমিউনিষ্ট চেতনার মানকে উন্নত করা দরকার। ঠিকমত সংগঠিত হ'লে মতাদর্শগত ও শিক্ষাগত কাজের ফলে শুধু যে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান সহ প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাড়ে তাই

৩৪। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৪৪

নয় অধিকন্তু মানুষের মানসিক গঠন, তার অভ্যাস ও চরিত্রের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। তাদের শিক্ষামূলক কাজে, সোভিয়েত সমাজ এবং লেনিনবাদী পার্টি যারা ইতিমধ্যেই সুসংগত কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করার জন্য অনেক কিছু করেছে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। "সোভিয়েট চরিত্র" বলে যেটা পরিচিত তেমনি উচ্চতর কমিউনিষ্ট চেতনার আদর্শ এবং উল্লেখ-যোগ্য মানসিক গঠন যারা প্রদর্শন করেছে তেমনি হাজার হাজার মানুষের স্থাপিত প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তর ওপরই মানুষের শিক্ষার জন্য সোভিয়েট সমাজে গুরুত্ব দান করা হয়।

অনুভূতি আর ভাবাবেগ ও এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য মানুষের চরিত্রেরই অঙ্গ। সংবেদনশীলতা, ভাবাবেগ ছাড়া, মহান উদ্দেশ্যের জন্য তার সাহায্য এবং উন্নত আদর্শের জন্য তার উৎসাহ ছাড়া একটা প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ মানুষ হ'তে পারে না। লেনিন বলেছিলেন"……মানবিক ভাবাবেগ ছাড়া সত্যের জন্য মানুষের অনুসন্ধান কোন দিন ছিলও না, কোনদিন থাকতে পারে না।" (৩৫) এ সবই, যাতে মানুষের মন আচ্ছন্ন না হয়, বরং সাহায্য পায়, মানুষের বাধা না হ'য়ে, ভুল না করে যাতে সত্যকে খুঁজে পায় তার জন্য মানুষের ভাবাবেগ ও সংবেদনশীলতাকে সঠিক দিকদর্শন করানো ও উপযুক্ত পথ দেওয়া দরকার। ইচ্ছা, অধ্য-বসায় এবং অসুবিধা জয় করার উদ্যমের মতই সংবেদনশীলতা, ভাবাবেগ ও চরিত্রের অন্যান্য প্রবণতাকে সুসংগত কমিউনিষ্ট দৃষ্টি-কোণ এবং নৈতিক চেতনাকে না বাড়িয়ে পালন পোষণ করা যায় না।

অবশ্য, সমাজ মানুষের নানা সংবেদনশীলতার প্রতি নিস্পৃহ হ'তে পারে না। যখন মানুষ তার আনন্দ ও দুঃখকে মদ্য পানের মাধ্যমে প্রকাশ করে তখনই সংবেদনশীলতার প্রকাশটা বিকৃত হ'য়ে পড়ে। প্রায়ই কিছু লোক তাদের অবসরের 'ফাঁকা' মুহূর্তগুলি মদ্য পানে

৩৫। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২০ খণ্ড, পৃ ২৬০

আর ততই নিঃসঙ্গ নেকড়ের মানসিকতাটা দেখানো কমবে। যখন নির্ভরযোগ্য সদস্যের ওপর একটা প্রভাব বিস্তার করে, নৈতিক দিক থেকে বলীয়ান এবং সুসংহত সমবায়ের পক্ষে অসাধারণ অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সম্মুখ সারির শত সহস্র কর্মীর কার্য-কলাপ সমবায়ের নৈতিক বলকে বাড়িয়ে দেয়।

যেখানে ব্যক্তির আত্মিক প্রয়োজন (লাইব্রেরী সংগঠন, থিয়েটার দল নিয়ে বাইরে যাওয়া ইত্যাদি) মেটানোর জন্য উদ্বেগ দেখানো হয় এবং যেখানে নিরন্তর শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় সেখানে প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির আত্মিক প্রয়োজন সমবায়ের দ্বারাই মিটে যায় আর এটা ব্যক্তিটিকে সমবায়ের মধ্যে এবং তার সঙ্গে থাকতে সাহায্য করে।

সদস্যদের আত্মিক প্রয়োজন সমবায়ের দ্বারা মিটছে এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

এমনকি যখন সে শক্ত জায়গায় আছে বা ব্যক্তিগত ঝঞ্ঝাটে আছে যেখানে একজন ব্যক্তি সমবায় থেকে সাহায্য আশা করে যৌথ দৃষ্টিভঙ্গিরই সেখানে জয় হয় আর পৃথিবীতে সে একলা এমন কথা ভাবার ব্যক্তির পক্ষে কোন কারণই থাকে না।

কিন্তু যদি একটা ভুল শিক্ষাগত প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তির ওপর সমবায়ের প্রভাব কমে যায় তাহ'লে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ ও মনোবৃত্তির পুনরুজ্জীবন ঘটে। এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে সহজাত ধারণা বা সহজাত যৌথ ধারণা বলে কিছু নেই। যৌথসংস্থার সঙ্গে ব্যঞ্জনাময় সম্পর্কের অনুপস্থিতির ফলে সমবায় ও সমাজের বিপরীতে মানুষের অহংবোধ স্ফীতকায় হ'য়ে উঠতে পারে। এর ফলে সরাসরি সামাজিক কর্তব্যের অবহেলায়, ব্যক্তিগত নৈরাজ্যবাদে পৌঁছয় যার আদর্শ হ'ল "জ্যাক, আমি ঠিক আছি"। এটাই সমাজ-বিরোধী কাজ ও দালালীর মনোভাব সৃষ্টি করে।

যৌথ-সংস্থার সংযোগবর্জিত একজন মানুষ যৌথ জীবনের ও সমাজের বিরাট শক্তিকে অনুভব করতে পারে না। ঐ নিঃসঙ্গ

বাস্তিবাদী হতাশায় ভুগবে এবং কৃত্রিম শান্তি খুঁজবে। কেউ সুরার মধ্যে, কেউবা প্রার্থনা, মন্ত্র উচ্চারণ বা অতি প্রাকৃতিক শক্তি-সম্বন্ধে উপদেশের কৈবল্যভাবের মধ্যে এর আশ্রা খোঁজে।

অন্য কথায় ব্যক্তির ওপর যৌথ সংস্থার শিক্ষাগত প্রভাব যথোচিত পরিচালনায় কম হ'লে সেটা ব্যক্তির মনে পুঁজিবাদের নানা ধরনের জেরের পুনরুজ্জীবনের অনুকূল ভূমি তৈরী করে। দেশের মধ্যে এমন কোন একটি অংশ নেই যাদের সকলেই পুঁজিবাদের অবশেষের দ্বারা আক্রান্ত, কিন্তু যারা এখনও মনে মনে এই সব জের টেনে চলেছে তাদের কেউ আছে শ্রমিকদের মধ্যে, কেউবা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, কেউবা আছে সমবায়ের মধ্যে। পুঁজিবাদের জের ফিরে আনার জমি তৈরী হয় প্রতিষ্ঠান ও সমবায়ে দুর্বলভাবে সংগঠিত শিক্ষাগত কার্যকলাপ চলার দরুন। মানুষের মন থেকে পুঁজিবাদের সমস্ত জের নির্মূল করার উপায় প্রত্যেকটা সমবায়ে শিক্ষাগত কাজের ত্রুটি নির্মূল করা প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলের প্রতি মনোভাব পৃথক পৃথক ভাবেই নিতে হবে।

প্রত্যেকটি সমবায়ে পার্টি সংগঠনই মূলকেন্দ্র এবং ওটার পরিচালক শক্তি। কমিউনিষ্ট নির্মাণ পর্বে প্রত্যেকটি সংগঠন ও শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ সংস্থার ক্রমবর্দ্ধমান ভূমিকা রয়েছে। সমবায়ের সমস্ত কাজকর্ম যে ঐক্যবদ্ধ করে এবং জনগণের বিরাট শক্তিকে জড়ো করে পরিচালনা করে এবং সংগঠিত করে সকলের ওপর, সেই পার্টি সংগঠনের ওপরই এটা বেশী করে প্রযোজ্য। শিক্ষাগত কাজকর্ম সম্বন্ধে যেখানে পার্টি সংগঠন সি, পি, এস, ইউ-র লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ সম্পর্কে সৃজনশীল মনোভাব নেয় সেখানে কাজের মধ্যে তার সাফল্য প্রচণ্ড।

মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশের জটিল সমস্যার তত্ত্ব ও প্রয়োগকে পার্টি সমাধান করেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন, কাজে ও কথায় যা কোন পার্থক্য বরদাস্ত করে না তেমন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করে এবং উচ্চমানের

বাধ্যবাধ্যকতাপূর্ণ নৈতিক চেতনার রূপদান করা, ও প্রকৃতিপূর্ণ বোধ এবং মানবিক ধারায় মানুষের মানসিকতাকে রূপান্বিত করার মত একটা সুসংগত মতবাদ এর আছে।

নতুন মানুষের পালন পোষণে পার্টি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাহিত্যের শিক্ষামূলক গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তার কাছ থেকে সোভিয়েটের সাহিত্যিকদের কাছে আবেদন এসেছে। এই ক্ষেত্রে, জনমতের বিরাট ক্ষমতাও অনুভব করা গিয়েছে, কারণ যা কিছু প্রগতিশীল এবং যারা সাহসের সঙ্গে এগিয়েছে এবং অন্যকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করেছে তাকেই এটা সামনে নিয়ে এসেছে। মূল সমস্যার সমাধানে উদ্বুদ্ধ করে এবং জ্ঞানের বিকাশকে একটা রাষ্ট্রীয় ও দেশব্যাপী প্রচেষ্টায় পরিণত করে বৈজ্ঞানিক সাফল্যের মধ্যে সামাজিক প্রভাবের শক্তি প্রকাশিত হ'চ্ছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও পার্টি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক বৈভবের বিকাশ সম্বন্ধে উদ্বেগটি প্রকাশিত হ'য়েছে আর সোভিয়েট জীবনের অত্যাবশ্যক অনুষঙ্গী হ'য়ে পড়েছে।

এ যুগে, কয়েক শতাব্দী ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্কের আধিপত্যে সৃষ্ট পুরনো ধারণা, আদর্শ এবং কুসংস্কারের সংসক্তির ওপরই শোষকেরা তাদের আশা নিবদ্ধ রেখেছে। এই পূর্ব ধারণা কোন কোন লোককে অন্ধকার এবং বাস্তবের সঠিক সীমারেখা দেখার প্রতিবন্ধক হয় যার ফলে এটা ইচ্ছে ও বিপ্লবী কাজকর্মকে বাধা দিতে পারে। লেনিনবাদ তার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত হাতিয়ারের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করে এই মতলবের বিরুদ্ধে লড়াই করে। শ্রমজীবী মানুষের মনে গভীর পরিবর্তন এনে, সর্বত্র সামাজিক চিন্তাকে জাগ্রত করে, তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে, এবং জনগণকে যুগের জরুরী ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্বন্ধে বোধ সঞ্চার করে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের অপূর্ব আলো সারা পৃথিবীতে বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া পূর্ব কল্পনার অন্ধকারকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে।

সামাজিক সম্পত্তির জয় যেখানে হ'য়েছে আর মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য দিয়ে যেটা এর ভিত্তিতে বিকশিত হ'চ্ছে সেখানেই এর প্রকৃত বিকাশ মানবজাতির মতাদর্শগত শিক্ষার শক্তিশালী উপাদান।

সোভিয়েট সমাজ এখন কমিউনিজমের বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি নির্মাণ করছে। লেনিন যেমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, পুঁজি-বাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে অতি উচ্চস্তরে শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ঐতিহাসিক কর্তব্যের যারা মোকাবিলা করছে, সেই লক্ষ লক্ষ নরনারীর শ্রম প্রচেষ্টার দ্বারা ভবিষ্যৎ সমাজের ভিত্তি রচিত হ'চ্ছে। বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণের দ্বারা যাদের চিন্তা সীমাবদ্ধ কেবল সেই তাত্ত্বিকরাই দাবী করবে যে এটা বিশুদ্ধ আর্থনীতিক কর্তব্য। স্বাভাবিকভাবেই, কমিউনিজম যে শ্রমিকের মতাদর্শের বিপরীতে বুর্জোয়া পরগাছাবৃত্তিকে দেখিয়ে দেয় আর পূর্বোক্ত মতাদর্শই যে জিতছে এটা তারা দেখতে অক্ষম।

সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচীতে বিধৃত ধারণাগুলি আর ভবিষ্যতের প্রগতি ও নির্মাণের কর্মসূচী সারা ভূমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। দুশমন ও বন্ধু উভয়েই এই সব কথা শুনেছে। কমিউনিষ্ট মতাদর্শের জমকালো রূপ আগের চেয়ে অনেক বেশী চোখে পড়ছে। একসময় লেনিন "কি করতে হবে?" বইটাতে সমাজতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া মতাদর্শের মধ্যে সংগ্রাম সম্বন্ধে লিখেছিলেন আর জোর দিয়ে বলেছিলেন যে "সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের চেয়ে বুর্জোয়া মতাদর্শ অনেক পুরনো এবং এটা পুরোপুরি বিকশিত ও প্রচারের হাতিয়ার তার ভাণ্ডারে অনেক বেশী জমা আছে।" (৩৮)

বুর্জোয়াদের হাতে মজুত, ছড়িয়ে দেবার মত শক্তিশালী প্রযুক্তিগত হাতিয়ার থাকার ঘটনা সত্ত্বেও এটা হ'লো বুর্জোয়া মতাদর্শ আর যে ব্যবস্থা এর জন্ম দিয়েছে তার বার্দ্ধক্যের অবক্ষয় এবং জরাজীর্ণতার কাল। পার্টির কর্মসূচীতে বলা হ'য়েছে:

৩৮। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ ৩৮৬

"ইতিহাসের পরীক্ষায় বুর্জোয়া মতবাদ এবং অন্যান্য বিভিন্ন মতাদর্শ হেরে গেছে। জীবনের উপস্থাপিত প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর তারা দিতে পারেনি এবং এখনও পারছেনা। জনগণকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এমন ধ্যান ধারণা উপস্থিত করার মত অবস্থায় তারা আর নেই।" (৩৯) ইতিমধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ দেশগুলোর বিরাট অঞ্চল জুড়ে বিজয়ী হয়েছে, মানবজাতির ওপর তার প্রভাব প্রচণ্ড, আর সব দিক দিয়েই একে সুত্রায়িত করা হয়েছে। এটা জিতছে কারণ এটা শ্রমিকশ্রেণীর এবং যারা শান্তি ও প্রগতির আকাঙ্ক্ষা রাখে মানবজাতির সেই গরিষ্ঠ অংশের গুরুতর স্বার্থেরই এটা প্রকাশ।

আজকে, বিপ্লবী উদ্দেশ্যের সাফল্য শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের দ্বারা ঐতিহাসিক বাস্তবতার উপস্থাপিত কর্তব্যের এবং ব্যাপক কর্মকাণ্ডের যে ব্যাপক সুযোগ এটা উপস্থিত করেছে তার বিবেচনার ওপর, এই সব সমস্যার সমাধান যে পথে হবে তার জ্ঞানের ওপর এবং এই সমস্যাগুলির মোকাবিলার জন্য জনগণের সঠিক সংগঠনের ওপর নির্ভর করে। বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্যের জয়লাভের জন্য শান্তিপূর্ণ এবং অশান্ত পথের নির্দেশ দিয়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি জনগণকে সংগ্রামের পতাকাতলে জমায়েত করার জন্য কাজ করে চলেছে। বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ গঠনের জন্য, তাদের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডে সংগঠিত করা ও পালন পোষণের জন্য জনগণকে তাদের কাজ-কর্মের জন্য যেটা সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক সম্ভাবনা তুলে ধরছে কমিউনিজম নির্মাণ করতে গিয়ে তেননি একটা পার্টি কর্মসূচী সোভিয়েট ইউনিয়নের রয়েছে ইতিহাসে এই প্রথম, সমস্ত মানুষ, একটা গোটা দেশের মানুষের দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের নীতি গৃহীত হয়েছে।

---

৩৯। দি রোড টু কমিউনিজম, মস্কো, ১৯৬২, পৃ ৫৯৭

তাদের দৈনন্দিন প্রচেষ্টার মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের নীতি প্রতিষ্ঠা করে এবং কমিউনিষ্ট সামাজিক চিন্তাকে তাদের সংগ্রাম ও শ্রম প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাবার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে এখন যেহেতু জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সেহেতু তত্ত্ব শ্রমজীবী মানুষের মহান ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আর নতুন সমাজ নির্মাণরত জনগণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এটাই আধুনিক প্রগতি ও আধুনিক সামাজিক চিন্তায় বৃহত্তর শক্তি।

# তৃতীয় অধ্যায়

## পুরনো ধারণা টিকে থাকতে চায়

আপনার বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতি এবং সম্পত্তির রূপ—এই ঐতিহাসিক সম্পর্কটা যে উৎপাদনের অগ্রগতিতে উদ্ভূত হয়ে থাকে এবং অন্তর্হিত হয় তা থেকে উদ্ভূত সামাজিক রূপটিকে যে স্বার্থপর ভ্রান্ত ধারণা আপনাকে প্রকৃতির এবং যুক্তিশাস্ত্রের চিরন্তন নিয়মের মধ্যে রূপান্তরিত করতে উদ্বুদ্ধ করে সেই ভ্রান্ত ধারণাটিকে আপনি আপনার পূর্ববর্তী সমস্ত শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

(কার্ল মার্কস ও এফ্. এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, ৩ খণ্ডে, ১ম খণ্ড, পৃ ১২)

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তা পিছু হটছে।

কমিউনিষ্ট ইস্তেহারের প্রারম্ভিক পংক্তিটিতে কমিউনিজমের দৈত্যের দাপাদাপিতে ইয়োরোপের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে যে দিশেহারা ভাব ফুটে উঠেছিল তার বর্ণনা দেওয়া আছে। ইতিহাসের দ্বারা তাকে প্রদত্ত কর্মভার নিয়ে যে একটা স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছিল মানুষ সেই নতুন শক্তির কথা আলোচনা করছিল। নিরঙ্কুশ-সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া ও বুর্জোয়া উদারনীতিকদের দল-বলে ভীতি সঞ্চারিত হ'য়েছিল কারণ তারা একটা সাধারণ শত্রুর মুখোমুখি হ'য়েছিল। ঠিক সেই সময়টাতেই রাজনৈতিক মঞ্চটা একান্ত তাদেরই বলেই তারা মনে করেছিল।

এমনকি ১৯শ শতাব্দীর গোড়াতেই পুঁজিপতি ও জমিদারদের মধ্যে একটা নতুন শক্তির আবির্ভাবের ধারণা এসে গিয়েছিল। ফ্রান্সের লিয়ঁর তাঁতিদের আর ব্রিটেনের চার্টিস্টদের আন্দোলন স্পষ্টতঃই এটার নিদর্শন রেখেছিল। কেউ কেউ এই নতুন শক্তিকে ৪র্থ বর্গ (forth estate) আখ্যা দিয়েছিল, অন্যেরা বলতো প্রলেটারিয়েট। শ্রমিকশ্রেণী নিজের রাজনৈতিক সংগঠন এবং মতাদর্শ তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক জীবনে প্রগতিশীল পরিবর্তনের পূর্বশর্তের আবির্ভাব হ'ল। এইসব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হ'য়ে বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তার অবস্থাটা কি হ'লো?

## নির্লজ্জ প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব

বিষাক্ত আগাছার মত ১৯শ শতাব্দীতে নির্লজ্জ প্রতিক্রিয়ার তত্ত্বগুলির উদ্ভব হ'লো। তারা বিপ্লব, বিজ্ঞান আর যুক্ত চিন্তাকে তীব্র গালাগালি শুরু করলো, এমনকি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করলো। এগুলো ইতিহাসের দর্শনের প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনার মধ্যে প্রতিফলিত হ'য়েছিল। এই ঘটনাটির মধ্যেই ১৯শ শতাব্দীর অর্থকে দেখতে পেয়েছিল যে "প্রকৃতির সৃষ্ট সামাজিক স্তর পরম্পরাকে শিক্ষা ও বিপ্লবের অস্থির, সমালোচনাকারী এবং সমতলকারী শক্তি ভূপাতিত ও উৎপাটিত করেছে; ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠবে ঐক্য আর শৃঙ্খলা নিয়ে নতুন বিশ্ব।" যাঁরা "ঐক্যের" সম্বন্ধে লিখেছিলেন তার মধ্যে ছিল ফোরিয়ার ও সাঁ সিমঁ, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার মন্ত্রগুরুরা শব্দটার অন্য অর্থ করলো। প্রক্রিয়ার মধ্যে ধর্মের একটা বড় ভূমিকা রেখে প্রতিক্রিয়াঁর দরকার ছিল "আইন এবং শৃঙ্খলার।" এই সূত্রটাই বহুকাল ধরে লেসিং, হার্ডার এবং কনডর সেটের উপস্থাপিত বিতর্ক এবং অবাধপ্রগতির দর্শন থেকে পৃথক করে ফেলে ঐতিহাসিক ধ্যান

ধারণা ও ব্যাখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল।" (১)

অধ্যাপক ভাইপপার বলেছেন, "সবার ওপরে প্রতিক্রিয়া প্রগতির ধারণার মুখোমুখি হ'লো এবং বিপ্লবী সংগ্রামকে অভিসম্পাত ক'রে, ধর্ম ও চার্চের গুণকীর্তন করে এবং "শৃঙ্খলাই" সমাজের ভিত্তি ও "গোলমাল সৃষ্টিকারীদের" রাজনৈতিক এবং মতাদর্শ দিয়ে দাবিয়ে রাখাই প্রধান সামাজিক কাজ এই দাবী করে, প্রথম আঘাতটিকে এ দিকেই পরিচালিত করেছিল।" তারা দাবী করলো যে বিদ্যমান আধিপত্য ও মালিকানার সম্পর্কটা তার শত্রু "বিশৃঙ্খলা" অর্থাৎ বিপ্লবের বিরুদ্ধে সামাজিক "শৃঙ্খলা" গড়ে তুলেছে।

বিপ্লবী ঝঞ্ঝার পুনরাবৃত্তি থেকে যেটা তাদের বাঁচতে সাহায্য করবে সেই ফরাসী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে "শিক্ষা" বের করে আনার জন্য তার পুনর্মূল্যায়ন করাই প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা বুনানি করা তত্ত্বের প্রধান আধেয়। কূটনীতিবিদরা, লেখকগণ এবং চার্চম্যানরা প্রতিবিপ্লবের সপক্ষে মতাদর্শগত যুক্তি খাড়া করতে গিয়ে বিপ্লবকে তীব্র ভাষায় সব রকমে গালিগালাজ করলো।

সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে ওটা ছিল সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষতি দেখানোরই চেষ্টা। ঐ পর্বের একজন তাত্ত্বিক লুই ডি রোনাল্ড, দৃষ্টান্তস্বরূপ, দাবী করলেন যে বিপ্লবের অর্থ "বিশৃঙ্খলা,"—ওটা হয় যখন সমাজদেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়ে এবং থেমে যায়।" (২) "ত্রুটিহীন সমাজ"কে হ'তে হবে রাজতন্ত্র, কারণ মানুষ সমকক্ষকে মানতে সক্ষম নয়। সে অবস্থাটা খুবই খারাপ। সেই সমস্ত বিবর্তন ও পরিবর্তনকে ঐ সমাজই প্রতিরোধ করবে। (৩)

---

১। আর, ওয়াই, ভাইপ্‌পার, সোস্যাল ডকট্রিন এণ্ড হিস্টোরিক্যাল থিওরিজ অফ দি এইটিন্থ এণ্ড নাইটিন্থ সেঞ্চুরীজ, সেকেণ্ড এডিশন, মস্কো, ১৯০৮, পৃ ১৩৩

২। লেস্‌ ডকট্রিনস্‌ পলিটিকেস মডার্নেস্‌, নিউইয়র্ক, ১৯৪৭, পৃ ২২৪

৩। ঐ, পৃ ২৩০

সমস্ত দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং আইনগত "যুক্তিতর্কের" লক্ষ্য ছিল সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা, অপরিবর্তনীয়তা এবং সামাজিক সত্তার নিশ্চলতার ধারণা বজায় রাখার দিকে। সমস্ত উদ্ভাবন, এমনকি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে হলেও, ভালর চেয়ে মন্দই করে, যেটা ঐতিহ্যগত রূপকে পরিবর্তন করে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থায় তেমন কোন সংস্কার বিপদ্জনক।

বারুয়েল তার হিস্ট্রি অফ জ্যাকোবিনিজম নামক বিরাট গ্রন্থে যে "তিন ষড়যন্ত্রের" ফলে ফ্রান্সে বিপ্লব হ'য়েছিল তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে এবং সারা ইয়োরোপের মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সে দাবী করে যে প্রথমতঃ এটা যারা "দার্শনিক বলে নিজেরা দাবী করে" তাদের ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয়তঃ, "সমস্ত রাজসিংহাসনের বিরুদ্ধে কূটতার্কিকদের ষড়যন্ত্র, তৃতীয়তঃ, "সমস্ত পৌর সমাজের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।" (৪) এই রচনাগুলির উদ্দেশ্য ছিল ইতিমধ্যেই ভীতিগ্রস্ত বুর্জোয়াদের বিপ্লবের ভূতের ভয় দেখিয়ে সন্ত্রস্ত করা।

ঐ পর্বে প্রতিক্রিয়ার রাজনৈতিক প্রজ্ঞাটি ছিল খুব সাদামাঠা। সামাজিক অনৈক্য একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার, কারণ কিছু মানুষ ক্রীতদাস হবার জন্যই জন্মেছে। জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের ক্ষেত্রেই একই নিয়মের প্রাধান্য থাকে কারণ কিছু জাতি ঔপনিবেশিক দাসত্বের ভাগ্য নিয়ে এসেছে। ওটাই ছিল, কার্যতঃ, বিশ্বের শৃঙ্খলা যাকে বজায় রাখতে হবে সরকারকেই যে কোন গোলমাল সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে দাস মালিক, ব্রিটেনের টোরি, ফ্রান্সের লেজিটিমিষ্ট, রাশিয়ার ভূমিদাস মালিকরা এবং অন্যান্যরা কোন না কোন ভাবেই এই মত গ্রহণ করেছিল। কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীলরা নিজেদেরকে "ক্রুসেডারদের সন্তান" বলে জাহির করে

---

৪। ল্ এ্যাবি বারুয়েল, মেমোয়ারস পোর সারভির আ ল্ হিস্টোরি ডু জ্যাকোবিনজমে পারতেই লনড্রেস, ১৭৯৮, পৃ ১৭

সশস্ত্র শক্তির দ্বারা নিরঙ্কুশ সামন্ত শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ঘোষণা করলো। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সামন্ত-রাজতন্ত্রগুলির একটা সামরিক ও রাজনৈতিক মোর্চা "পবিত্র মৈত্রী" পরে এই "অধিকার" ঔদ্ধত্যের সঙ্গে জাহির করেছিল।

১৮২০ সালে নভেম্বরে ট্রোপ্‌পাউতে এই অতি প্রতিক্রিয়াশীল মোর্চার একটা কংগ্রেস যখন কোন একটা অভ্যুত্থানের ফলেও যদি কোন দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলে যায় এবং পবিত্র মৈত্রীর সদস্যের পক্ষে বিপদ উপস্থিত করে তখনও অন্যরাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা "আইন সঙ্গত" বলে ঘোষণা করে। স্বাভাবিকভাবেই, পবিত্র মৈত্রীর নেতারাই ঠিক করবে কখন সেই অবস্থাটা উপস্থিত হবে। ঐ সময়ই "বিপদ" নামক পঙ্গু কুটতর্কটা উদ্ভাবিত হ'য়েছিল। সেই সময় কতকগুলি শহর স্বাধীনতার মনোভাব দেখিয়ে অষ্ট্রীয় রাজতন্ত্রের সামনে বিপদ উপস্থিত করেছে এই অজুহাতে অষ্ট্রীয় সৈন্যরা নৃশংসভাবে ইটালির শহরগুলিকে পদদলিত করেছিল। জাতীয় স্বাধীনতাকে খোলাখুলি পদদলিত করাকে পবিত্র মৈত্রী নীতি হিসাবে উৎকীর্ণ করেছিল: যখনই প্রতিক্রিয়াশীলরা ঠিক করতো একটা "বিপদ" এসেছে তখনই তারা সশস্ত্র শক্তিকে ব্যবহার করতো।

আসলে এই ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন নতুন কিছু ছিল না। এটা নতুন অবস্থায় পুরনো প্রতিক্রিয়াশীল মতামতের নতুন মহড়া। এটা কয়েক শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাকে মুছে ফেলা, রোমান ক্রীতদাস মালিক ও সেণ্ট আগাস্টিনের প্রত্যাবর্তন এবং ১৮শ শতাব্দীতে বুর্জোয়া চিন্তাধারার বিকাশের কোন প্রগতিশীল ঐতিহ্যকে বাতিল করার প্রচেষ্টাকেই চিহ্নিত করেছে।

## উদারনীতিবাদের পুনরাবির্ভাব এবং বুর্জোয়া সমাজবিত্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক

১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে সমাজ সংগঠন সম্বন্ধে যে সব প্রগতিশীল তত্ত্ব ও মতবাদ বিস্তৃত হ'য়েছিল বুর্জোয়ারা ধীরে ধীরে তার গুরুভারকে বর্জন করতে শুরু করেছিল। বুর্জোয়া উদার নীতিবাদ, যেটা বুর্জোয়াদের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবণতা এবং বুর্জোয়াদের একটা দল হ'য়ে দাঁড়ালো সেটাই নতুন চাহিদা অনুযায়ী অতীতের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন করতে বসলো।

১৮শ শতাব্দীর তত্ত্বগুলি বিপ্লবে জনগণের অধিকারকে স্বীকার করে লোকায়ত সার্বভৌমত্বের ঘোষণা করেছিল। এই ধারণা যাঁরা প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন নেতৃত্বস্থানীয় রাজনীতিজ্ঞ টমাস জেফারসন্ও ছিলেন। বিজয়ী বুর্জোয়াদের এই নীতির আর কোন প্রয়োজন ছিল না। "মানুষের অধিকারের" জন্য সংগ্রামের পতাকা তুলে উদারনীতিক নেতারা জ্যাকোবিন একনায়কত্ব ও অবিভক্ত নিরঙ্কুশ সামন্তবাদকে সমভাবেই "অবৈধ" বলে ঘোষণা করেছিল। এই ধারণাটাকে সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশ করেছিল ফ্রান্সের বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের একজন প্রতিষ্ঠাতা বেঞ্জামিন কনস্টাণ্ট।

বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের মূল সম্বন্ধে বিবেচনা করে এঙ্গেলস লিখেছিলেন : "তাদের সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক সুবিধাগুলো আর টাকার একচেটিয়া অধিকারকে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক আধিপত্য, তাই, মূলতঃ উদারনৈতিক চেহারার।" উদারনীতিবাদের মুখপাত্ররা পুঁজির স্বাভাবিক সুযোগ ছাড়া আর সব সুবিধার নিপাত যাওয়ার ঘোষণা করলেন। পুঁজির ক্ষমতাকে

যে আইন পূর্ণ স্বাধীনতা দিল তা থেকে বর্গগুলির অধিকার বাদ দিয়ে দেওয়া হ'ল। এই ধারাতেই স্বাধীনতার আওয়াজটির পুনর্মূল্যায়ন করা হ'লো কঠোরভাবে।

ফরাসী বিপ্লবের সময় যেটা সামাজিক সাম্যের আহ্বান জানিয়েছিল বাবুফের নেতৃত্বে সমকক্ষদের সেই সংগঠন বা জ্যাকোবিন ক্লাবের মত গণতান্ত্রিক সংগঠনকে সমাজে অনুমতি দেওয়া বা শক্তিশালী করার জন্য স্বাধীনতাকে তেমনিভাবে ব্যাখ্যা করার কোন ইচ্ছাই বুর্জোয়াদের ছিল না। বুর্জোয়াদের জয় লাভের পর সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে ঐ ধরনের একক সংগঠন তৈরী করা হচ্ছিল না। এই সংগঠনকে পুঁজির আধিপত্যের নিশ্চিতি প্রদান করতে হবে, যে কারণে স্বাধীনতার পুরনো আওয়াজটাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হ'লো। বিজেতা শ্রেণীর তাত্ত্বিকরা এখন প্রধানতঃ এমনকি একেবারে শুধু ব্যক্তির স্বাধীনতার কথাই বলতে শুরু করলো।

কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতাটা কি? সম্পত্তির অধিকারীদের যে অধিকার তার সম্পত্তির (পুঁজির) আকার অনুযায়ী এইসব অধিকারকে ব্যবহার করতে সমর্থ করে এটা তারই আইনগত এবং মতাদর্শগত প্রকাশ। এমনকি তা হ'লেও বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ উদ্ভূত হওয়ার ও সমৃদ্ধশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের পূর্ণ সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতার আওয়াজটাকে দাঁড় করানো শুরু হ'লো। ফরাসী বিপ্লবে সন্ত্রস্ত হ'য়ে বুর্জোয়ারা লোকায়ত সার্বভৌমত্বকে স্বৈরাচার এবং ব্যক্তির ওপর বলপ্রয়োগ হিসাবে উপস্থিত করলো। যদি সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন লোকায়ত শাসনের ভিত্তিতে না হ'য়ে ধনী বা "অভিজাত" শাসনের ভিত্তিতে হয় তাহ'লে যে "ব্যক্তি-অধিকার" থাকে সেই অলীক অধিকারের জন্যই লোকায়ত সার্বভৌমত্বকে প্রচণ্ড আক্রমণ করা হ'লো।

প্রগতির তত্ত্বের প্রতিও বুর্জোয়া মতাদর্শীরা তাদের মনো-

ভাবকে পরিবর্তিত করেছিল। একবার গদীতে বসে যাওয়ার পর ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বুর্জোয়ারা সীমাহীন প্রগতির তত্ত্বের প্রতি নিজেদের মনোভাবকে পুনর্মূল্যায়ন করতে বসলো। আগে ওরা প্রগতির তত্ত্বকে নিজেদের ব্যবস্থার গুণকীর্তনে প্রচণ্ডভাবে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু প্রগতির ধারণা সম্বন্ধে তাদের উৎসাহ বেশীদিন টেকেনি। পল লাফার্গ লিখেছিলেন, "যখন বুর্জোয়াবা তাদের রাজনৈতিক জয় ও আর্থসম্পদের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির নেশায় বুঁদ হ'য়েছিল তখন প্রগতি ও বিবর্তনের ধারণা ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলোতে খুবই সাফল্য লাভ কবেছিল। দার্শনিক, ঐতি-হাসিক, নৈতিকতাবাদী, রাজনীতিজ্ঞ, লেখক ও কবিরা তাদের লেখায় ও ভাষণে প্রগতিশীল বিকাশের চাটনি দিয়ে প্রকাশ করছিলেন......। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই তাদের এই সীমাহীন উৎসাহকে খর্ব করতে হ'য়েছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রলেটারিয়েটের আবির্ভাব নিজেদের সামাজিক আধিপত্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের আত্মায় উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হ'লো যার ফলে প্রগতি আর প্রশংসনীয় বলে মনে হচ্ছিল না।" (৫) সীমাহীন প্রগতির তত্ত্ব যেটা নাকি মানুষের প্রগতিশীল বিকাশের নিশ্চিতি দেবে মনে করা হ'তো সেটা বুর্জোয়াদের অন্তহীন শাসন ব্যবস্থার ধারণাকে পথ দিতে বাধ্য হ'ল। তাই, যেমন জমির সঙ্গে জড়িত প্রতিক্রিয়াশীলরা সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাটাকেই পাশবদ্ধ করেছিল এবং নীতি হিসাবে সামাজিক জীবনের নিশ্চল-তাকে বেদীতে বসিয়েছিল তেমনি উদারনীতিক বুর্জোয়ারা সামাজিক জীবনে কোন প্রগতিশীল পরিবর্তনের এবং "নীতির ক্ষেত্রে আন্দোলনের" বিরুদ্ধতা করেছিল। বুর্জোয়া ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির আংশিক সংশোধনের গুণগান করা ছাড়া যেটা আর বেশী কিছু নয় তেমনি ভাবে সমাজবিকাশের তত্ত্বকে

৫। পল্ লাফার্গ—লে ডিটারমিনিজমে ইকোনমিকে ডি ক র্ল মার্কস, প্যারিস, ১৯০৯, পৃ ১৭

এই আলোকে নতুন করে সূত্রায়িত করা হ'লো।

বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ যে প্রধান কর্তব্যটা নিজের সামনে করনীয় বলে স্থাপন করলো সেটার অন্তর্গত হ'ল শ্রমজীবী মানুষের ওপর, প্রথমত শ্রমিকশ্রেণীর ওপর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখা আর বুর্জোয়া নীতির সঙ্গে বেঁধে রাখা। তাই, এই কারণেই, শ্রমজীবী মানুষকে দলে টানার জন্য বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত সমাজ বিকাশের তত্ত্ব বুর্জোয়া আধিপত্যের ভিত্তিতে সমাজের সকল উপাদানের সংহতি ও ব্যবস্থার উন্নয়নের সম্ভাবনাকে প্রারম্ভিক বিষয় বলে ঘোষণা করলো। শ্রমিকশ্রেণীর জন্য একটা স্বাধীন রাজনৈতিক লাইন নেওয়া এবং তার স্বার্থ এবং লক্ষ্যের জন্য কোন সংগ্রাম করাকে অবান্তর এমনকি ক্ষতিকর বলে ঘোষণা করার জন্যই এটা ছিল একটা তাত্ত্বিক আশ্রয় বাক্য। উদারনীতিকদের উপস্থাপিত সমাজবিকাশের সমগ্র তত্ত্বটাই বুর্জোয়া সম্পর্কের আধিপত্যের অজুহাত খাড়া করেছিল।

উদারনীতিবাদের মূল যেখানে তেমন শক্ত ছিল না বা পরিস্থিতি যেখানে পৃথক ছিল, তেমন মূর্ত অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন দেশের শ্রেণী সংগ্রামের অবস্থানুযায়ী উদারনীতিবাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল কিন্তু রাজনৈতিক এবং মতাদর্শগত প্রবণতা হিসাবে বুর্জোয়া উদার-নীতিবাদের সাধারণ চরিত্র তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সুস্পষ্ট ছিল।

ঐ পর্বে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের সঙ্গে যে অত্যন্ত অস্থির প্রগতিবাদের যে প্রবণতাটা যুক্ত ছিল সেটা নানাভাবে পাতি-বুর্জোয়া মনোভাবকেই নানাভাবে প্রকাশ করছিল। পুরনো দিনে ধর্মযাজক বিরোধী বা এমনকি নাস্তিকতাবাদের অবস্থান গ্রহণ করে আর চার্চ, জমির মালিক চক্রের সঙ্গে আপোষ, দুর্নীতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের উঁচু তলায় ঘুষ খাওয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ করে বুর্জোয়া প্রগতিবাদ সাধারণতঃ বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের থেকে পৃথকই ছিল। পরে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া প্রগতিবাদীদের প্রত্যক্ষ কর্মসূচীর ব্যবধান ক্রমশঃই কমে আসছিল।

খোলাখুলি প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের "বাড়াবাড়ি"কে সমালোচনা করে আর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণের সপক্ষে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া মতাদর্শীদের কিছু কিছু প্রধান ব্যক্তি উদারনীতির পতাকা তলে যে দাঁড়িয়ে ছিল এই ঘটনাটা সামাজিক চিন্তার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। এই সময়েই "সমাজবিদ্যা" শব্দটার আবির্ভাব হ'লো আর কোঁতে এবং স্পেন্সার তাঁদের সমাজবিদ্যার মতবাদ ব্যাখ্যা করলেন। প্রথমতঃ, উদারনীতিবাদের রাজনৈতিক লাইনের সঙ্গে যা মিশখাবে এমন জনমতের একটা আবহাওয়া তাঁরা তৈরী করবার চেষ্টা করলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা বিজ্ঞানগুলির একধরনের সংশ্লেষণ করা আর যারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছিলেন অতীতের সেই প্রবুদ্ধ এবং বস্তুবাদীদের আর তখন যে প্রাথমিক বিজয় লাভ করেছিল সেই মার্কসবাদের নতুন উদ্ভবশীল বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্ববাদের তত্ত্বের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ জ্ঞানতত্ত্ব তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা হিসাবের মধ্যে ধরেছিলেন। সমাজতত্ত্বের পরিকল্পনাকারীরা প্রকৃতির বিজ্ঞান এবং সমাজের বিজ্ঞানের মধ্যে কার সম্পর্ক সহ এবং সামাজিক চিন্তার বিকাশে তার গুরুত্বকে দেখাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের বিষয়টা হিসাবের মধ্যে ধরার চেষ্টা করলেন। বুর্জোয়া মতাদর্শীরা প্রকৃতির বিজ্ঞান থেকে, প্রথমতঃ জীববিজ্ঞান থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ করার জন্য শব্দ ও পদকে যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করলেন এবং "বিজ্ঞানগুলির সংশ্লেষণের" পক্ষে এটাই সমাধান বলে বিশ্বাস করলেন।

ইতিমধ্যে সামাজিক বিজ্ঞানগুলি অনেক তথ্য ভাণ্ডারে পুঞ্জীভূত করেছিল। প্রাচীন সমাজের ওপারে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচিত হ'য়েছিল আর সেই প্রথম প্রাচ্যের 'অতীত ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে অনুশীলিত হচ্ছিল। মধ্যযুগের ওপর গুরুত্বপূর্ণ রচনা বেরিয়েছিল আর অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস অনুশীলন করেছিলেন। জাতি বিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিকরা

আদিম সমাজের জীবনের ওপর বহু তথ্য প্রকাশ করে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

পুরনো ইতিহাসের দর্শন আর বুর্জোয়া মতবাদের আলোকে এই সমস্ত তথ্যকে সুবিন্যস্ত করার কর্তব্যের মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিল না কারণ এগুলো তাদের নক্সার সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না এবং ধারণাগুলি নতুন চাহিদা মেটাতে পারছিল না। বুর্জোয়াদের আধা বৈজ্ঞানিক নক্সার দরকার ছিল আর বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানের পুঞ্জীভূত নির্দিষ্ট উপাদানগুলির বৈচিত্র্য ও ঐক্য ব্যাখ্যার দাবী নিয়ে সেটা শীঘ্রই "সমাজবিদ্যার মতবাদ" আকারে আবির্ভূত হ'লো। কেমন করে "বিজ্ঞান ও যুক্তির" যুগে বর্বরতা ও মধ্যযুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাছে নতি স্বীকার করলো সেটা দেখানোর জন্যে সভ্যতার ইতিহাসের সার সংক্ষেপ করে বহু রচনা প্রকাশিত হ'লো। বুর্জোয়া সমাজ বিন্যাসকে সভ্যতার তুঙ্গ অবস্থা বলে আর পুঁজিবাদী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সভ্য মানবজাতির একটা প্রকৃত জয়লাভ বলে ঘোষণা করা হ'লো।

বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের আলোকে সমাজ বিকাশের তত্ত্বের ওপর সবচেয়ে সামান্যীকৃত রচনা সৃষ্টি হ'য়েছিল ১৯শ শতাব্দীর প্রত্যক্ষবাদী সমাজবিদ কোঁতে এবং স্পেন্সারের দ্বারা।

## কোঁতের সমাজ বিদ্যা

প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যেও একটা সাদৃশ্য টানার জন্য যিনি প্রথমে চেষ্টা করেন সেই সাঁ সিমঁই প্রথম প্রকাশ করেন যে পদার্থবিদ্যা যেমন প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান, রাজনীতিকেও তেমনি একটা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান হ'তে হবে। সমাজবিজ্ঞানকে রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে দাঁড় করানোর প্রয়োজনীতার একটা পূর্বাভাস ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। প্রথমে সমাজ বিজ্ঞানকে "সামাজিক পদার্থ বিদ্যা" ও পরে সমাজ

বিদ্যা নামে যিনি আখ্যাত করেন সেই কোঁতেই এই ধারণাকে ব্যবহার করেন। ল্যাটিন ও গ্রীক শব্দের মূল নিয়ে গড়া এই শব্দটি প্রথমে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছিল কিন্তু কোঁতের মতবাদটি উদারনীতিক বুর্জোয়াদের চাহিদা মেটাতে পেরেছিল আর তার মতামত ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদটিও গৃহীত হ'য়েছিল।

আরেকটি ধারণা যেটা কোঁতে সাঁ সিমঁর কাছ থেকে ধার করেছিলেন সেটা হ'লো এই যে সামাজিক বিজ্ঞানকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে কিন্তু কোঁতে সাঁ সিমর সমস্ত সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণাকে পরিত্যাগ করেন এবং ভবিষ্যৎ মানবজাতি সম্বন্ধে বলাই পছন্দ করলেন। যার দ্বারা তিনি "প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের" পরিচালনার আওতায় সমস্ত মানুষের ঐক্য সাধনকে বোঝাতে চাইলেন। ঐ সমাজ সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে থাকবে না। শিল্পপতিদের প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রের কর্ণধারের পদে উন্নীত করে প্রত্যক্ষবাদী দর্শন মজুর ও মালিকের মধ্যে দৃঢ় নৈতিকতার নিয়ম প্রচলিত করতে চেয়েছিল।

এই প্রতিনিধিদের যেহেতু সবচেয়ে সাধারণ ও বিমূর্ত কাজ করতে হয় সেই জন্যে তাদের এই "দার্শনিক" ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের মালিকদের দ্বারা পরিচালিত হ'তে হবে। সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন প্রজাতন্ত্রের রূপ নেবে। কোঁতের মতানুসারে এ সবের অর্থ মানবজাতির সম্পূর্ণ পরিপক্কতা এবং প্রকৃতির শক্তির ওপর তার আধিপত্য লাভ। সাঁ সিমঁ থেকে এটা বিরাট পশ্চাদপসরণ। কিন্তু কোঁতের স্তাবকরা সাঁ সিমঁর ওপর কোঁতের প্রভাবের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে থাকেন।

যদিও কোঁতে তার সমাজবিদ্যাকে "সামাজিক পদার্থ বিদ্যা" বলেছেন তবু তিনি মনে করতেন সমাজ একটা সামাজিক বা যৌথ জীবন যেটা একার্থে জান্তব জীবনেরই ধারাবাহিক বিকাশ। তিনি মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি দেখাতে পারেন নি এবং জীব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রভাবে পারস্পরিক ক্রিয়ার ভাসাভাসা উদাহরণ

দেওয়া ছাড়া তার বাইরে না গিয়ে পারস্পরিক ক্রিয়ার কথা বলেছেন। তার মৌলিক কোষ পরিবার সহ জীব জগত ও সামাজিক জগতকে বেষ্টন করে সামাজিক জীবের সকল অংশেই সঙ্গতিই হ'ল স্বাভাবিক অবস্থা। এ থেকেই গণ ও জনগণের মত সামাজিক সত্তা এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই কোঁতে জৈবিক এবং সামাজিকের দ্বন্দ্ব সমন্বয় দেখতে পান নি।

কোঁতে মানব সমাজের অগ্রগতি মানতেন আর এও বিশ্বাস করতেন যে এটা সমাজ বিকাশেরই নিয়ম কিন্তু তিনি এর স্বকীয় গতির ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। সমাজ যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বাঁচে তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রমবিভাজন ও সহযোগিতা হয় প্রগতির উপাদানগুলিকে উত্তেজিত করে না হয় প্রকাশিত করে। কিন্তু মানুষের আত্মিক শক্তিই সামাজিক পরিবর্তনের দিক নির্ণয় করে আর মানুষের মতাদর্শ ও সামাজিক বিকাশ মিলে যায়। মানবের আত্মিক শক্তি থেকেই শিল্প রাজনীতি এবং সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের বিকাশের প্রেরণা আসে। এটাই কোঁতের ভাববাদকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে দেয়। ভাবের শক্তিই সামাজিক ব্যবস্থা, ঐক্য এবং সমাজের সকল উপাদানের ভিত্তি রচনা করে। সামাজিক পরিবর্তনের "কৃত কৌশল"টা এই রকম: প্রথমে মতামতের, তারপর রাজনীতিতে এবং শেষ কালে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আসে।

যখনই কোঁতে মানবাত্মার কর্মকাণ্ডের অন্তরে কোন নিয়মতন্ত্রতার নির্দেশ দেখাবার চেষ্টা করেছেন তখনই আত্মিক শক্তির সীমাহীন স্বেচ্ছাচার করার সুযোগ থাকলে যে তার অর্দ্ধ-বিজ্ঞান-সম্মত সমাজতত্ত্বের সৌধটি ধসে পড়বে এই ভয়ে ভীত হ'য়ে বিশেষ করে তাঁর যুক্তি তর্ক বন্ধ্যা হ'য়ে পড়েছে। মানবাত্মার স্বেচ্ছাচার সীমাবদ্ধ করার জন্য তিনি গতির প্রথম সূত্রে ক্রিয়া আর বিক্রিয়ার শক্তি সমান সমান আর গতি এবং ভারসাম্যের রীতিতে ফিরে এলেন। কোঁতের কাঁচা ভাববাদ বস্তুবাদের কাঁচা

যান্ত্রিকতাবাদের সঙ্গে যুক্ত করা হ'য়েছিল এবং যান্ত্রিক নিয়মকে দিয়ে মানবাত্মার কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করা হ'ল। এসব যে হেগেলের আত্মিক শক্তির প্রপঞ্চবাদের ( phenomenology of spirit ) পরে লেখা হ'য়েছিল এটা ভাবা মুস্কিল হয়ে পড়ে।

কোঁতে মনে করতেন যে বিশ্ব সরল থেকে জটিলে বিকশিত হয়েছে, দুটি নিয়ম সমাজ বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করছে—সামাজিক কাজকর্মের পৃথগীভবন আর তাদের সমন্বয়। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সারমর্মের মধ্যে প্রবেশ না করে, ভাববাদ আর মরমীবাদের হাত ধরে সামাজিক ঘটনাবলীর মূল্যায়নে যান্ত্রিকতাবাদ আর অধিবিদ্যা প্রয়োগ করে দৃশ্যমান ঘটনাবলীর মধ্যে একটা ভাসাভাসা সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের বাহ্য বর্ণনা দেওয়াই হ'ল কোঁতের সমাজ বিদ্যা। জীববিদ্যা থেকে না নিয়ে পদার্থ বিদ্যা থেকে ধার করে কোঁতে সামাজিক স্থিতিবল ও সামাজিক গতিবলের মধ্যে একটা পার্থক্য করেছিলেন। সামাজিক স্থিতিবল অর্থে সর্বদা চালু উপাদানগুলি এবং রীতিনীতি, ধ্যান ধারণা ও প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিবেচনা করা। কিন্তু সামাজিক গতিবল কেবলমাত্র বিমূর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সামাজিক বিকাশের গতিপথের বর্ণনা ও মূল্যায়ন করার প্রচেষ্টা ছাড়া সমাজ বিকাশের পরিচালক শক্তি হিসাবে আর কিছুই দেখায় না। সমাজের সকল শক্তি আর তার সমস্ত সদস্য "একটি সামাজিক সমগ্রতার" গঠন উপাদন হ'য়ে যে অবস্থায় থাকে মিলই হ'ল ঐ বিকাশের গতিমুখ। তিনি মনে করতেন যে সামাজিক বিকাশে যুক্তগুলি মতাদর্শের বিকাশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত কিন্তু মানুষকে এগিয়ে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী প্রবুদ্ধরা যে বিদ্রোহাত্মক যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেছিলেন তা নিয়ে কিছু করছিলেন না বরং সেই যুক্তি দিচ্ছিলেন যেটা অধিবিদ্যা আর অজ্ঞেয়বাদের দ্বারা শান্ত এবং শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েছিল।

কোঁতে সমাজের বিকাশে তিনটি স্তরের ধারণা সাঁ সিমঁর কাছ থেকে ধার করেছিলেন। প্রথম-ধর্মীয়, এই স্তর পুরোহিত ও সৈনিক-

পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, ব্যক্তিস্ববাদ আর পরার্থবাদের সম্মিলন ঐক্য, যে শব্দটা প্রসঙ্গত, প্রচলিত করেছিলেন কোঁতে।

এটা সহজেই দেখতে পাওয়া যাবে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্ক থেকে যে ব্যক্তিস্ববাদের উদ্ভব সেটাই স্পেনসারের সমাজবিদ্যা সম্মত মতামতের ভিত্তি। পরিবার বা ক্ষুদ্র দল যখন ছিল একক সেই আদিম কালটি বাদ দিলে যেটা জীব বিজ্ঞানেরই কোষের সমান সেই ব্যক্তিকেই স্পেন্সার সমাজের একক বলে ঘোষণা করলেন। সমাজের পরবর্তীকালের ইতিহাসকে শুধু ব্যক্তিকে নিয়েই চলতে হয়েছে। সমাজবিদ্যার নিয়ম অপরিবর্তনীয় এই দাবী করে স্পেন্‌-সার বুর্জোয়া ব্যক্তিস্ববাদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থাকে যে কোন আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। কার্যতঃ যেটা স্পেন্‌সারের সমাজবিকাশ তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করেছে পল লাফার্গ তার সারসংক্ষেপ করেছিলেন: "যে বুর্জোয়ারা ঘোষণা করেছিল যে তাদের ক্ষমতা দখল ইতিহাসে সমাজ বিকাশের চরম ক্ষণ তারা দাবী করলো, যে প্রলেটারিয়েট দ্বারা তাদের গদীচ্যুতির অর্থ হবে বর্বরতায়, হার্বার্ট স্পেন্‌সারের ভাষায় দাসত্বে ফিরে যাওয়া।" (৮) পুঁজিবাদের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয় তা হ'লে সমাজের অধঃপতনের সম্ভাবনার ভয় দেখিয়ে ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধে বুর্জোয়া মতাদর্শীরা তাদের শ্রোতা ও পাঠকদের সন্ত্রস্ত করবার চেষ্টা করছিল। বুর্জোয়াদের ক্ষমতা দখলের পর, গোটা ইতিহাসকে শুধু পুঁজি-বাদের "উৎকর্ষতা সাধন" করে যেতে হবে, নির্মূল করা যাবে না কারণ তার অর্থ হবে "সভ্যতার খুঁটিটাকেই" ভিত্তিচ্যুত করা যা তার চেয়েও বেশী মানব সমাজের বেঁচে থাকার ভিত্তিটাকেই নষ্ট করে দেওয়া। শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ও চেতনার দ্বারা ভীত হ'য়ে এই সব অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুর্জোয়া উদারনীতিকদের মধ্যে প্রচলিত হ'লো।

তাঁর বর্তমান অনুগামীদের অনেক আগেই, স্পেন্‌সার কমিউ-

---

৮। পল লাফার্গ, লে ডিটারমিনিজমে ইকোনমিকে ডি কাল মার্কস, পৃ ১৫-১৬

নিজমকে "দাসত্বের আবির্ভাব" আমলাতন্ত্রের দুর্গ বলে ঘোষণা করেছিলেন আর ব্যাঙ্ক আর কারখানার এবং অন্যান্য উৎপাদনের উপায়গুলিকে জাতীয়করণ করায় সমাজের ব্যয় বৃদ্ধির অভিযোগ করেছিলেন। ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়ে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সামাজিক মালিকানার বিরোধিতা করেছিলেন।

তাই, ব্যক্তিকে যদি বলপূর্বক নতুন "দাসত্বের" মধ্যে না নিয়ে যেতে হয় তাহ'লে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ককে চিরস্থায়ী হতে হবে এই দাবী করে স্পেন্সার সামাজিক প্রগতির সীমানা টেনে দিলেন।

পল লাফার্গ স্পেন্সারের আগমনশীল দাসত্ব (The coming slavery) বইটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছিলেন যে: "স্পেন্সারকে ভুলবোঝা হয়েছে: তাকে ভুল করে বিবর্তনবাদী হিসাবে গণ্য করা হ'য়েছে কারণ উনি ঘটনার বাইরের চেহারাটা দেখে, আর ভেতরের ধর্মগুলিকে বা বাহ্য কারণকে বিশ্লেষণ করার ঝঞ্ঝাট না পুইয়ে এবং তাদের ওপর পরিস্থিতির প্রভাব ও পরিস্থিতির প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার অনুসন্ধান না করে নিজের কাজের তথ্যগুলোকে শ্রেণী বিভক্ত করাতেই তিনি অভ্যস্ত।" (৯)

স্পেন্সার যেহেতু সমাজ বিকাশের সীমা টেনে দিয়েছিলেন সেইহেতুই তাঁকে শর্তহীনভাবে বিবর্তনবাদীদের দলে না ফেলার কারণ নয় একথা লাফার্গ সঠিকভাবেই বলেছিলেন। আসল ঘটনাটা হ'লো স্পেন্সারের সমগ্র দর্শনটাই অজ্ঞেয়বাদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে আর তাঁর দাবী যে সমাজবিন্যাসহ বিজ্ঞান নিছক ঘটনার বাহ্য প্রকাশ নিয়েই কাজ করে যার সারমর্ম ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের সারমর্মের মধ্যে যদি নাই ঢুকতে পারা যায় তাহ'লে সামাজিক রূপের বিবর্তনের একটা তত্ত্বকে কি গড়ে তোলা যায়?

---

৯। পল লাফার্গ "এম হার্বার্ট স্পেন্সার এট্‌ লে সোশিয়ালিজমে" জিয়েরে লউভেলে ১৮৯৪, নং ৫, পৃ ৫২

বাস্তবিকই, স্পেন্সার বহিঃপ্রকাশ দেখেই ঘটনাকে বাছাই করতেন। অজ্ঞেয়বাদের আলোকে একজন বিবর্তনের একটা আকারগত তত্ত্ব খাড়া করার বেশী আর কিছুই করতে পারে না। স্পেন্সারের বিবর্তন তত্ত্বের প্রধান "নিয়ম" হ'ল অনুরূপ থেকে বৈচিত্র্যে উত্তরণ। বিবর্তনের এই প্রধান নিয়মানুসারে স্পেন্সার সমাজকে সরল ও জটিল, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার জটিলতা হিসাবে শ্রেণী বিভক্ত করেন—এই স্তরগুলোই গোটা সমাজের পৃথগীভবন ঘটায়। পরিণামে, স্পেন্সারের সমাজটার আরম্ভ হয় সরল, অনুরূপ, আদিম সমাজ থেকে। কিন্তু এটা বিশুদ্ধ আকারগত দিক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রকম "নিয়ম" দ্বারা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সারমর্ম পাওয়া অসম্ভব। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে: প্রথমতঃ আদিম সমাজে পৃথগীভবন কেন ঘটে? স্পেন্সারের অধিবিদ্যক দর্শন কোন জবাব দেয় না আর উনি তখন আরেকটি সমাজের শরণাপন্ন হন যেটা প্রথম অবিভক্ত অনুরূপ সমাজটাকে গিলে খায় আর তাই পৃথগীভবন প্রক্রিয়া চালু হয়, যেটা পরিণামে বাইরের ধাক্কায় ঘটে। এটাই স্পেন্সারের সমগ্র তত্ত্বের দুর্বলতা দেখিয়ে দেয়।

স্পেন্সারের যান্ত্রিকতাবাদী ভারসাম্যের তত্ত্ব তার সমাজবিদ্যার একটা বড় উপাদান। এটাকে ১৮৫০-এর দশকে সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা ( social statics ) শিরোনামযুক্ত তাঁর বইটিতে প্রথম উপস্থিত করা হয়। প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে, সমাজের ভেতরকার সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে আর ভিন্ন ভিন্ন সমাজগুলির মধ্যে সম্পর্কের ওপরই ভারসাম্য ও ভাঙ্গন ধরা নির্ভর করে। ভারসাম্য ও ভারসাম্যে ভাঙ্গন সুস্পষ্টভাবেই গুণগত সামাজিক পরিবর্তনের ওপর কোন আলোক সম্পাত করে না এবং তাকে অগ্রাহ্য করে। বাস্তবে যে বিবর্তন তত্ত্বের প্রতি স্পেন্সার মৌখিক সমর্থন জানায় ভারসাম্যের তত্ত্ব তার কোন ব্যাখ্যাই দেয় না। কেন ভারসাম্য ও ভাঙ্গন, এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে না রেখে মানব জাতির অগ্রগতি এগিয়ে আনে এ

প্রশ্নের উত্তর স্পেন্‌সার দেন নি।

সমাজ বন্ধনের প্রকৃতি এবং তার সারমর্ম আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক বিকাশে কোন বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব হ'তে পারে না। স্পেনসার সমাজকে বহু অংশযুক্ত জীবদেহের মত একটা বিরাট ব্যক্তি বলে মনে করতেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখেছিলেন: "বিজ্ঞানের দ্বারা যাদের চিন্তাধারা প্রভাবিত হ'য়েছিল জীব বিজ্ঞানের ইঙ্গিতের জন্য তারা যান্ত্রিক ধ্যান ধারণার পরিবর্তে জীব বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে পৃথিবীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছিলেন······বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিজ্ঞান সম্মত ও দার্শনিক ব্যাখ্যায় জীবদেহের ধারণাটিই মোক্ষম বলে মনে করা হত।" (১০) স্পেন্‌সারও "জীববিজ্ঞানের এই ইঙ্গিতের" সাহায্য নিয়ে সামাজিক বিকাশকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রত্যয়-গুলিকে ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু সামাজিক জীবনে জীববিজ্ঞানের ধ্যান ধারণাগুলির প্রয়োগ যান্ত্রিকতাবাদকে নিযুক্ত করার পরিবর্তে কার্যতঃ পরিবর্দ্ধনই করেছিল। পরিণামে একটা আনাড়ী নক্সা তৈরী হ'লো যার মধ্যে সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন দেহাংশের পরস্পর সংযোজন সহ একটা জীবায়ব হিসাবে, দেখা হ'ল। এই সব জীবের এবং দেহাংশের কার্যকলাপের ক্রমবর্দ্ধমান পৃথগীভবন হ'ল সামাজিক বিবর্তনের একমাত্র আধেয়। জীব বিজ্ঞানের শব্দ এবং প্রত্যয়-গুলিকে ব্যবহার করায় সমাজের এই ধরনের তত্ত্বের ওপর একটা বৈজ্ঞানিক সাজই মাত্র পরানো হ'ল।

সেই সঙ্গে পদগুলিকে চালান করার ফলে একটা প্রতিক্রিয়া-শীল ভূমিকাও গড়ে উঠলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্পেন্‌সার সমাজ জীবনের ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রত্যয়টিকে চাপালেন যেটা অনুযায়ী সবচেয়ে শক্তিশালীরাই টি'কে থাকবে এবং বললেন যে সেটা সমাজের পক্ষে মঙ্গল। পরে, তথাকথিত সামাজিক ডারুইন-বাদ মানব বিদ্বেষী একটা সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদে দাঁড়ালো।

১০। বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হিষ্ট্রী অফ ওয়েষ্টার্ণ ফিলোসফি, লণ্ডন, ১৯৪৬, পৃ ৭৫৫

# বিপ্লবের বিরুদ্ধে "সংস্কার"

"অস্পষ্ট প্রত্যাশা" সহ ও যুক্তি এবং সুখের যুগের আশা যার দিকে বুর্জোয়া উদারনীতিক তত্ত্বগুলি প্রমাণ করতে চেষ্টা করলো যে সংস্কার এবং উৎকর্ষতা সাধনের মাধ্যমে বুর্জোয়া ক্ষমতা ও সম্পত্তি ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি ও উন্নয়ন করার মধ্যেই প্রগতির বাঁধানো উঁচু পথটি রয়েছে। যখন একটা "চলমান ভারসাম্য" প্রতিষ্ঠিত হবে তেমনি একটা সুখের কালই ছিল স্পেন্সারের স্বপ্ন অর্থাৎ যখন কাঠামোকে না বদলে বা ভারসাম্যকে নষ্ট না করে কিছুটা গতির সঙ্গে শান্তি থাকবে। এই সমস্ত কিছুকে বিজ্ঞানের শেষ কথা বলে যে তত্ত্ব পুরনো প্রগতির তত্ত্বের "অত্যুক্তি" বাতিল করেছে তাকেই "প্রত্যক্ষ" এবং প্রগতিশীল তত্ত্ব বলে হাজির করা হোল।

১৯০৬ সালে লেনিন বলেছিলেন এই মার্কামারা "প্রগতিশীলরা" ইতিহাসের একমাত্র চালিকা শক্তি শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের জায়গায় "সমাজ" প্রগতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের "মিলন" তত্ত্বকে বসানোর চেষ্টা করছে। পুঁজিবাদের জীবনে তীব্র দ্বন্দ্বের বিকাশের ফলেই প্রগতি হ'চ্ছে একথা তারা মানতে রাজী নয়। বুর্জোয়া সমাজের প্রগতির পরিচালক শক্তি হিসাবে তারা শ্রেণীগুলির মধ্যে "মিল" ও "সংহতিকেই" ধরে থাকে। ওটাই প্রত্যক্ষবাদ এবং গোটা বুর্জোয়া উদারনীতিক তত্ত্বের প্রধান মতান্ধতা।

"সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থাৎ মার্কসবাদ ( অমার্কসীয় সমাজতন্ত্র এখনকার দিনে গুরুতর আলোচনার বিষয় নয় ) অনুযায়ী, বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের আসল পরিচালক শক্তি ; সংস্কার এই সংগ্রামেরই উপজাত ফল, এই কারণে উপজাত ওগুলোর ব্যবহার এই সংগ্রামকে দুর্বল করা, ভোঁতা করার প্রচেষ্টারই প্রকাশ। বুর্জোয়া দার্শনিকদের মতানুসারে প্রগতির পরিচালক শক্তি হ'ল সেই উপাদানগুলির ঐক্য, যাঁরা এর কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি ধরতে পারেন। প্রথম তত্ত্বটা বস্তুবাদী ; দ্বিতীয়টা ভাববাদী। প্রথমটা বিপ্লবী,

দ্বিতীয়টা সংস্কারবাদী। প্রথমটা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে প্রলেটারিয়েটদের কৌশলের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে দ্বিতীয়টা বুর্জোয়াদের কৌশলের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।" (১১)

সংহতির ধারণাটা কোঁতে এবং তাঁর অনুগামীদের বিশেষত্ব। কোঁতে প্রাণী জগতে সংহতি ভ্রূণাকারটাকে দেখেছিলেন এবং তার পরই তিনি সমাজ বিকাশে এই সংহতিকে মূল উপাদান হিসাবে দাঁড় করাতে গেলেন। বুর্জোয়া উদারনীতিকরা মনে করে যে প্রলেটারিয়েটদের সংগ্রাম এই "ঐক্য"কে খর্ব করে আর সমাজে "বিভেদ" ছাড়া অন্য কিছুই আনে না আর শ্রেণী সংগ্রাম প্রগতির উদ্দেশ্য সাধন করে না। প্রত্যক্ষবাদ এই তত্ত্বের তাত্ত্বিক প্রমাণ জুগিয়েছিল। প্রগতির সারমর্মকে পুঁজিবাদের নানা প্রতিষ্ঠান এবং দিকগুলির সংস্কার এবং "উন্নয়নে" পর্যবসিত করার চেষ্টা হ'লো।

বুর্জোয়া তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে করতে লেনিন লিখেছিলেন: "সাধারণ বুর্জোয়া প্রগতিশীলদের কৌশল হ'ল দ্বিতীয় তত্ত্বটা থেকে একটা যুক্তিসিদ্ধ অবরোহনাত্মক অবধারণ করা: 'যেটা ভাল' তাকে সর্বদা ও সর্বত্র সমর্থন কর; প্রতিক্রিয়া এবং চরম দক্ষিণ পন্থার শক্তিগুলির মাঝামাঝি, যারা প্রতিক্রিয়া বিরোধী, তাদের বেছে নাও। প্রথম তত্ত্ব থেকে যুক্তিসিদ্ধ অবরোহনাত্মক অবধারণা করলে এইটা দাঁড়ায় যে অগ্রগামী শ্রেণীকে অবশ্যই একটা স্বাধীন বিপ্লবী কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমরা অবশ্যই আমাদের কর্তব্যকে উদারনীতিক বুর্জোয়াদের মধ্যে যেটা চালু সেই পর্যায়ে নামিয়ে আনবো না। আমরা একটা স্বাধীন নীতির অনুসরণ করি আর সেই সংস্কারগুলোকেই উপস্থিত করি যেগুলি নিঃসন্দেহেই বিপ্লবী সংগ্রামের অনুকূল, যেটা নিঃসন্দেহেই প্রলেটারিয়েটের স্বাতন্ত্র্য, শ্রেণী সচেতনতা এবং সংগ্রামী দক্ষতা বাড়ায়।" (১২)

---

১১। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ১১ খণ্ড, পৃ ৭১
১২। ভি, আই, লেনিন, সংরচনাবলী, ১১ খণ্ড, পৃ ৭১

পরিণামে, প্রগতির বুর্জোয়া উদারনীতিবাদী, প্রত্যক্ষবাদী নক্সা, বিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই প্রলেটারিয়েটের শ্রেণীসংগ্রাম এবং স্বতন্ত্র কৌশল দ্বারা পরিচালিত একটা স্বাধীন শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এটাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের আরও বিকাশের প্রেরণা জোগায়। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেনঃ "সংস্কারবাদী কৌশল প্রকৃত সংস্কার আনবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। প্রকৃত সংস্কার আদায় করার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হ'ল বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামের কৌশলকে অনুসরণ করা।" (১৩) সমাজ বিকাশের সঠিক ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ছাড়া সংস্কারের গুরুত্বের মূল্যায়ন করা বা সেগুলো সামাজিক প্রগতি সাধন করে কিনা বা একটা চক্রাকার চলনে পরিণত হয় কিনা তা ঠিক করা অসম্ভব।

লেনিন, তাই, সঠিকভাবেই সংস্কারের প্রগতিশীল প্রকৃতির, বুর্জোয়া সমাজে ক্রমপরিবর্তন এবং সমাজ বিকাশে তাদের প্রয়োজনীয়তা বিচারের সঠিক মাপকাঠি দিয়েছিলেন।

সমাজ বিকাশেব প্রকৃত ভবিষ্যৎ এবং প্রবণতাকে দেখিয়েই কেবল কেউ বিশেষ পরিবর্তন সহ সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি দিকের প্রগতিশীল পরিবর্তনকে বিচার করার মানদণ্ড পেতে পারে। সমাজবিকাশের তত্ত্বকে অবশ্যই সমাজের ভবিষ্যতের প্রশ্নটা বিচার করতে হবে এবং কেমন করে বর্তমান ভবিষ্যতের রাস্তা গড়ে দিচ্ছে সেটা দেখিয়ে দিতে হবে। বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ সমস্যাটির দিকে এই ধরনের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যে কারণে তার সমাজ বিকাশের তত্ত্ব এগিয়ে যাওয়ার বদলে একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকায় অজুহাত হ'য়ে দাঁড়ালো। সামাজিক প্রগতির পক্ষে কোনটা "ভাল" আর কোনটা "খারাপ" তার সম্পর্কে তাদের ধারণা সমাজ বিকাশের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশায় বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়ে নেই বরং "সামাজিক ভাল ও মন্দ" এবং শোষক সমাজে পরম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত অর্থে

১৩। ভি, আই, লেনিন, সংগ্রহনাবলী, ১১ খণ্ড, পৃ ৭১

যা চূড়ান্ত কল্পনাপ্রসূত একটা "পরম সামাজিক আদর্শ" সম্বন্ধীয় যুক্তির ফলে উৎপন্ন হয়েছে। যেমন যেমন সমাজ বিকাশের তত্ত্ব ক্রমবর্দ্ধিতভাবে উন্নত ভবিষ্যতের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের তত্ত্ব হয়ে উঠতে লাগলো বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরাও তেমনি ক্রমবর্দ্ধিত-ভাবে প্রগতির তত্ত্ব এবং সমাজের ইতিহাসে সাদৃশ্যের ধারণাটাকেও পরিত্যাগ করতে লাগলো।

## সমাজতত্ত্বে বিষয়ীগত চিন্তার জয় হ'ল

সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের বিষয়গত নিয়ম সম্বন্ধে মার্কসীয় নিয়মের বিপরীতে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা দাবী করলো যে প্রগতির ব্যাপারটা একটা আপেক্ষিক এবং ইচ্ছাকৃত ধারণা যেটা গবেষকের দৃষ্টিকোণের ওপর নির্ভরশীল। মতাদর্শগত সংগ্রামের গতিপথে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সমাজতত্ত্বে বিষয়ীগত ভাববাদকে গ্রহণ করেছে।

তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে কোঁতে জ্ঞানের বিষয়ীগত প্রকৃতির ওপর জোর দিতেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে সমাজ-তাত্ত্বিক মতবাদগুলি বিষয়ীগত—বিষয়গত নয়। তারপর থেকেই, স্পেন্সার যে সমাজ বিবর্তনের আকারগত প্রত্যয় দাঁড় করিয়ে ছিলেন তার সমালোচনা করে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা তার মতামতকে ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার গবেষণায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে "স্থানান্তর" করা বা সাদৃশ্য দেখার বিরুদ্ধতা করেছে। তারা দাবী করলো যে সমাজের বিজ্ঞান হ'লো আত্মার বিজ্ঞান যার অর্থ হ'ল এই যে যেটা উপযুক্ত মনে করবে সে সেই "প্রগতির সূত্র" ব্যবহার করতে পারবে এবং প্রগতির ধারণাটিকে চিন্তাকারীর "সামাজিক আদর্শের" অনুযায়ী সংজ্ঞাদান করা হবে। আবার সামাজিক আদর্শ গড়ে ওঠে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ থেকে, বাস্তবের বিষয়ীগত মূল্যায়নের পরিণাম থেকে।

নব্য কাণ্টপন্থী রিকার্ট, উইণ্ডেলব্যাণ্ড এবং আরও কেউ কেউ শতাব্দীর শেষভাগে বিস্তৃতভাবে ইতিহাসের বিষয়ীগত ভাববাদী মতবাদ গড়ে তুলেছিল, যারা এই বলে জোর দিচ্ছিল যে সামাজিক বিজ্ঞান নানা সামাজিক ব্যাপারের বিষয়গত মূল্যায়নের বিন্যাস মাত্র। এটাকে তারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পক্ষে উপযুক্ত ধারণাগুলির অবাঞ্ছিত চালান বলে দাবী করে সামাজিক জীবনে নিয়ম ও সাদৃশ্যের ধারণাটির বিরুদ্ধতা করলো। এই ধরনের দৃষ্টিকোণ নিয়ে সবচেয়ে কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল এবং অচল সমাজ ব্যবস্থার ধ্বজাধারীরা প্রগতির দাবীদার হিসাবে নিজেদের উপস্থিত করার সুযোগ পেল। বুর্জোয়া ব্যবস্থার উকিলরা ঠিক তাই করেছিলেন। সমাজ বিকাশের ভবিষ্যৎ দর্শনে অসমর্থ হ'য়ে এবং পরিণামে কোনটা প্রগতিশীল তার যাচাই করার কোন মাপকাঠি না পেয়ে নব্য কাণ্টপন্থীদের প্রভাবে সামাজিক সংস্কারবাদীরা তাদের খুশীমত কোন কিছুর ওপরে প্রগতিশীল লেবেল এঁটে দিত আর এর অর্থ প্রধানতঃ বুর্জোয়া সংস্কার।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা, উৎপাদন পদ্ধতির মতবাদ, সমাজ ব্যবস্থার গঠন সম্পর্কিত মতবাদ এবং তাদের নিয়ম নিয়ন্ত্রিত বিকাশের মতবাদ ইত্যাদি সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত বুনিয়াদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করলো। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকে বিশ্লেষণ করে বের করা নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিকে তারা খণ্ডন করার চেষ্টায় ছিল: যা কিছু শ্রমিকশ্রেণীর এবং পুরনো অকেজো সমাজ ব্যবস্থার ওপরে নতুন সমাজ ব্যবস্থার জয়কে সক্রিয়ভাবে অগ্রসর করে এবং পরে তাকে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করে সেটাই প্রগতিশীল।

মতাদর্শগত সংগ্রামের গতিপথে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা প্রত্যক্ষবাদী তত্ত্বকে দক্ষিণপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণ করলো। এটা সমাজ-বিকাশের নিয়ন্ত্রণকারী কোন বিষয়গত নিয়মের স্বীকৃতি দানের বিরুদ্ধে মারমুখী বিষয়ীগত ভাববাদীদের আক্রমণ ছিল। নব্য কাণ্ট-

পন্থীরা এই আক্রমণ শানিয়েছিল এবং তাদের অনুগমন করেছিল অন্যান্য বিষয়ীগত ভাববাদীরা। এই তরঙ্গের তুঙ্গে আমরা দেখতে পাই জার্মান ঐতিহাসিক ও সমাজবিদ্ ম্যাক্সওয়েবারকে যিনি দাবী করলেন যে অর্থনৈতিক নিয়ম সহ সামাজিক জীবনের নিয়মগুলি মানুষের মনের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। ওটা বাস্তবকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। ইতিহাসের গতিপথে যে সমাজ বিন্যাস পরম্পরাগতভাবে এসেছিল সেগুলো মনের তৈরী "আদর্শ জাতিরূপ" ছাড়া আর কিছুই নয় যেটা নাকি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ঘটনা-গুলোকে সাজাতে সাহায্য করে।

একদিকে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বিশৃঙ্খলা এই ধারণাকে ওয়েবার এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন অন্যদিকে আবার এটাকে বিষয়গত ও নিয়ম নিয়ন্ত্রিত ধরে নেওয়াও এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। অদ্ভুত অদ্বৈত ঘটনা ও ব্যাপার নিয়ে ইতিহাস গড়ে ওঠে আর এখানেই ওয়েবার, রিকার্ট ও উইণ্ডেলব্যাণ্ডসহ অন্যান্য নব্য কান্টপন্থীদের সঙ্গে একমত হ'য়েছেন। কিন্তু তবু তুলনামূলক পদ্ধতি সমাজবিদ্যাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করছিল। এইসব অদ্বিতীয় ঘটনার মধ্যে কেউ একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে পারতো, কেউ সামান্যীকরণ করতে পারতো, যাতে নানা ধরনের আদর্শ জাতিরূপ সৃষ্টি করা যায়। এইভাবে ওয়েবার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নব্যকান্টিয় মতবাদকে কিছুটা পরিবর্তিত করেছিলেন।

সে যাই হোক, কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকি ছিল ঃ সমাজ-তাত্ত্বিকের মনের সামান্যীকরণ ক্রিয়ার সীমাটা কোথায়? আদর্শ জাতিরূপ বা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পারম্পর্যের মডেল সৃষ্টি যে সামান্যী-করণ থেকে হ'ল তার থেকে কি তাদের পরবর্তী পর্যায় ও পরিবর্তনে পৌঁছনো যায় যার দ্বারা, ভাববাদী হওয়া সত্ত্বেও, সামাজিক প্রক্রিয়ার একটা তত্ত্ব দাঁড় করানো যায়? নব্য কান্টিয় মতবাদের ভিত্তিতে ওয়েবার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় একটি মাত্র ধারা মেনে নিয়ে-ছিলেন যাকে বলা যায় মানব মনের বিমূর্তন ক্ষমতার বৃদ্ধি ও বিকাশ।

কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্যানুযায়ী তিনি এটাও রাশ টেনে করেছিলেন ঃ "অলীক চিন্তার হাত থেকে পৃথিবীর মুক্তি এবং তার অনুষঙ্গী যুক্তিবাদী হ'য়ে ওঠার ফল ভাল বা মন্দ দুইই হ'তে পারে কারণ ওটাই আমাদের অদৃষ্ট······বুদ্ধিকে যদি জবাই করার প্রয়োজন হয় তা হ'লে পুরনো চার্চগুলোর দরজা করুণাবশে উন্মুক্তই রয়েছে।" (১৪) "দার্শনিক পরিকল্পের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে" পুরনোকে ধ্বংস করার মধ্যেই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে। যারা এই পরিকল্পকে পরিত্যাগ করতে ভয় পায় তাদের কাছে একটাই বিকল্প থাকে সেটা হ'লো ঃ অতীতে ফিরে যাওয়া, বুদ্ধিকে জবাই করা।

তাই, ওয়েবার একটা তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন যাকে অনুসরণ করে সমাজবিদের দ্বারা বানানো একটা আদর্শ জাতিরূপের (ideal type) মাধ্যমেই কেবল সামাজিক জীবনকে বোঝা যায়। এর সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি যে আমাদের কালে এই ধরনের "আদর্শ জাতিরূপ" বা "রূপকল্প" (image) তত্ত্বের প্রবক্তারা, বাস্তবতা আদর্শ জাতিরূপের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয় এই দাবী করে প্লেটোর ধারণাকেই উপস্থিত করছে। অন্যেরা অভিজ্ঞতার পূর্বেই "জাতিরূপ" বা "রূপকল্পর" ধারণা উদ্ভূত হয় এই দাবী করে ধারণা সম্বন্ধে কান্টিয় মতবাদ প্রচারের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিকবা দাবী করেন যে, মোটের ওপর, রূপকল্প ধারণাগুলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের সামান্যীকরণ এবং সামান্যীকরণ করতে সাহায্য করে। মোটের ওপর ওয়েবারের তত্ত্ব বুর্জোয়া মতাদর্শীদের কাছে মূল্যবান বলে প্রমাণিত হ'লো। বুর্জোয়া মতাদর্শকে যে মার্কসবাদ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আক্রমণ করেছে সে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতবাদ উপস্থিত করেছে। ওয়েবারের ধ্যান ধারণাগুলি ব্যবহার করে

---

১৪। ম্যাক্স ওয়েবার, জেসাম্মেলটে আউফ্‌সাট্‌জি জুর উইসেনশাফ্‌টস্লেরে টুবিনজেন, ১৯৫১, পৃ ৫৯৬

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা বলে : সমাজের "জাতিরূপ" সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব মতবাদ আছে। তবে, যেহেতু এই জাতিরূপগুলি মনেরই ফসল সেহেতু বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের শিরঃপীড়ার কারণ নেই। কিন্তু এটা পশ্চিমী অনেক বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

## সংকটের আবর্তে মার্গীয় প্রত্যক্ষবাদী পরিকল্প

১৯শ শতাব্দীর শেষে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সঞ্চিত তথ্যগুলি বেড়ে উঠেছিল আর দেখা গেল যে সেগুলো গোঁড়া বিবর্তনবাদ এবং সমাজের জৈব অঙ্গ তত্ত্বের সঙ্গে মিল খাচ্ছে না। ইতিহাস বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে মানুষের ইতিহাস বিপ্লব, নতুন ও পুরনোর মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম এবং অকেজোগুলির পতনে পরিপূর্ণ। ২০শ শতাব্দীর প্রারম্ভিক দৃশ্য দেখিয়ে দিল যে প্রত্যক্ষবাদীদের মসৃণ, সংঘর্ষমুক্ত সমাজ বিকাশ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী অলীক কল্পনা। সামাজিক ঘটনাকে জীব বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাসাভাসাভাবে সাদৃশ্য দেখিয়ে এক করে দেখার যুক্তি দৃঢ় ভাবেই খণ্ডিত হ'তে লাগলো। সামাজিক ঘটনার নির্দিষ্ট চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলো। নব্য কাণ্টপন্থীরা দাবী করেছিল যে সামাজিক জীবনে আত্মিক উপাদানের আধিপত্যের দরুন এমন হয় কিন্তু ইতিমধ্যে সমাজবিজ্ঞান যে তথ্য পেয়েছিল তার সঙ্গে সেটার বিরোধ উপস্থিত হ'লো যেমন অর্থনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে পাওয়া গিয়েছিল। প্রত্যেকের কাছেই এটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো যে প্রত্যক্ষবাদী পরিকল্পগুলি অপ্রাসঙ্গিক।

বুর্জোয়া বিজ্ঞানে 'মার্গীয়' প্রত্যক্ষবাদী পরিকল্পের ভাঙন এবং গভীর সংকট সম্বন্ধে সবচেয়ে কড়া বিবৃতি যিনি দিয়েছিলেন তিনি হলেন ফরাসী সমাজবিদ্ এমিলি দুর্খাইম। তিনি "সামাজিক তথ্যের" এবং দৃশ্যমান সামাজিক ঘটনার বিবেচনা করেছিলেন এবং

তাঁর সমাজ বিদ্যার পদ্ধতি ( Method of Sociology) (১৮৯৫) বইটিতে ঘোষণা করলেন যে এগুলোকে মোটেই জীববিদ্যা বা মনোবিদ্যায় পর্যবসিত করা যায় না। তিনি মনে করতেন যে "সামাজিক তথ্যগুলি" ধারণা ও ক্রিয়া কাণ্ডের মিশ্রণ এবং এর দ্বারা স্পেন্সার ও কোঁতের উপস্থাপিত পরিকল্পের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। ব্যক্তি নয়, সমাজবিদ্যার গবেষণায় গোষ্ঠী যৌথ জীবনই নিম্নতম একক। পরিণামে সমাজবিদ্‌কে যেটার বিবেচনা করতে হবে সেটা হ'ল মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন এবং সম্পর্ক। আক্রমণের ধরনটা খুব সঠিক ছিল কিন্তু দুর্খায়েমের লেখার সমালোচনাত্মক গুরুত্ব প্রত্যক্ষবাদী অঙ্গগুলি থেকে তাঁর বেরুনোর পথ খোঁজার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, তিনি তাঁর "সমাজের ইতিহাসে শ্রম বিভাজনের" ওপর ( ১৮৯৩ )( on the Division of Labour in the history of society ) শিরোনামাঙ্কিত রচনায় একটা বেরোবার পথ খুঁজেছিলেন। মনে করা যেতে পারে যে সাঁ সিমঁ ও অন্যান্য কল্পনাবাদীদের যেটা বৈশিষ্ট্য ছিল তার প্রভাবে কোঁতে শ্রম বিভাজনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আইনের বিবর্তনকে যেটা ব্যাখ্যা করে সেই শ্রম বিভাজনের মধ্যেই দুর্খায়েম সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের ভিত্তি দেখতে পেয়েছিলেন। জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য শ্রমের উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে পূর্বাপেক্ষা বেশী কঠোর বিশেষজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমেই সেটা অর্জিত হোতো। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টি "সামাজিক ক্রিয়াকলাপের" ও সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থার দিকে আকর্ষণ করার প্রচেষ্টায় এটাই ছিল দুর্খায়েমের প্রারম্ভিক বিষয়। তবে তিনি শ্রেণীগুলো এবং শ্রেণী সংগ্রামকে অগ্রাহ্য করেছেন যে কারণে তাদের বিকাশে শ্রম বিভাজনের গুরুত্বসহ সামাজিক সম্পর্কের সমস্যাগুলো এমনই সমস্যা যার সমাধান তিনি করতে পারেন নি।

সামাজিক ঘটনাগুলিকে প্রকৃত ও বিষয়গত হিসাবে দেখতে হবে এই কথার ওপর জোর দিয়ে দুর্খায়েম পুরনো প্রত্যক্ষবাদী ঘরোয়ানার শূন্যগর্ভ বিমূর্তনকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় অগ্রগতির সাধারণ ধারণাকে পরিত্যাগ করে তাঁর প্রচেষ্টাকে সামাজিক জীবনে স্বতন্ত্র ঘটনাগুলির উদ্ভব ও বিকাশের গবেষণায় পর্যবসিত করলেন। সেই সঙ্গে এগুলোকে জীববিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের পরিবর্তে সামাজিক ঘটনায় অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার ওপর জোর দিয়ে দুর্খায়েম সমাজতাত্ত্বিক নিয়মগুলোর অনুশীলন এবং সামাজিক ঘটনার অনুশীলনে কঠোর নিমিত্তবাদের আনুকূল্য করতেন।

তাঁর "আত্মহত্যা" ( The suicide ) শীর্ষক রচনায় তিনি এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। আত্মহত্যার মত ঘটনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেটা তারা সহজেই করতেন, সেই রকম সামাজিক ঘটনাকে জীববিজ্ঞানের এবং মনোবিজ্ঞানের উপাদানে পর্যবসিত করার চেষ্টা যে সমস্ত সমাজবিদ্ করতেন তাদের কাছে এটা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানের মত। দুর্খায়েম প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে আত্মহত্যা একটা সামাজিক ঘটনা এবং তার কারণ প্রধানতঃ সামাজিক উপাদানের মধ্যেই আছে। এটা প্রমাণ করার মত তথ্য তাঁর কাছে ছিল যে বিরাট রাজনৈতিক সংকটের সময়ে খুব কম আত্মহত্যা ঘটে এবং সামাজিক শক্তিগুলির সংহতি বিপ্লব ও যুদ্ধের সময়েই গড়ে ওঠে। এর থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে আত্মহত্যার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে সামাজিক জীবনে ব্যক্তির অসন্তোষজনক অংশ গ্রহণের মধ্যে বা ব্যক্তি যে যৌথ জীবনের অংশীদার তার অপূর্ণ সংহতির মধ্যে। এই সিদ্ধান্তগুলির লক্ষ্য ছিল ক্ষতিকর জীববিজ্ঞানের এবং বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানগত তত্ত্বের বিরুদ্ধে কিন্তু তবু ওগুলি ছিল বেশ খানিকটা বিমূর্ত। "ধর্মীয় জীবনের প্রাথমিক রূপ" (Elementary form of religious life) (১৯১২) শীর্ষক অষ্ট্রেলীয় উপজাতি সম্বন্ধে

রচনার মধ্যে দুর্খায়েম সামাজিক ঘটনা হিসাবে ধর্মের উদ্ভবের প্রশ্নের মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন, এটা একটা বিরাট সাফল্য। তিনি আদিম যৌথ সমাজে পবিত্র ও "অপবিত্রের" ধর্মীয় ধারণার উৎপত্তির সঙ্গে এটাকে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল ভুল এবং ক্ষতিকর: তিনি মনে করেছিলেন যে ধর্ম ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে একটা বন্ধন এবং সেই জন্য সমাজ বিকাশে তার একটা সদর্থক ভূমিকা আছে। (১৫) ওখানেই আবার গবেষক সামাজিক বন্ধন সম্পর্কে একটা ভাববাদী মতবাদে বাঁধা পড়েছেন।

ব্যাপকভাবেই যা পড়া হচ্ছিল দুর্খায়েমের সেই রচনা প্রকাশিত হবার পর কোঁতে এবং স্পেনসারের ধ্যান ধারণাগুলোকে সামাজিক বিজ্ঞানে তর্কাতীত সাফল্য বলে চালানো আরও কঠিন হ'য়ে পড়লো। কিন্তু কোঁতে এবং স্পেন্সারের মতবাদ সমাজবিদ্যায় তাদের বুর্জোয়া সমালোচকদের চেয়েও জোরালো শক্তির হাতে পরাজয় বরণ করলো। পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বুনিয়াদী পরিবর্তনের ফলেই বুর্জোয়াদের প্রাচীন উদারনৈতিক প্রত্যক্ষবাদ ধসে পড়লো।

শতাব্দীর প্রারম্ভের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ইংরেজ রাজনীতির একজন ইতিহাস লেখক এ রকম বলেছেন: "১৯০১ সালের ১লা জানুয়ারীর সূর্য্য একটা সুখী ও আশাবাদী পৃথিবীকে আলোকিত করলো……লোকেরা আশা করেছিল আর বিশ্বাসও করেছিল যে নতুন শতাব্দী সম্ভবতঃ আরও বিষয়গত অগ্রগতি আনার সঙ্গে সঙ্গে আরও শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব, শান্তি ও সমৃদ্ধি আনবে।

"পেছনে ফিরে তাকালে এটা সহজেই দেখা যাবে যে মনের এই নিশ্চিন্ততা ঘটনার দ্বারা সমর্থিত নয়।" (১৬) পুঁজিবাদের অটলতা সম্বন্ধে পুরনো নিশ্চিন্ততা অতীতের বিষয় হ'য়ে গিয়েছিল।

---

১৫ জি, পি, ফ্রান্তসেভি দেখুন, দি অরিজিন অফ রিলিজিয়ন এণ্ড ফ্রিথট্। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ১৯৫৯, পৃ ২০৮ (রুশ)

১৬। চ, সি, ম্যাক্সে, পলিটিক্যাল ফিলোসফি, নিউইয়র্ক, ১৯২৮, পৃ ৬০৯

একজন আমেরিকান সমাজ বিজ্ঞানী এলটন মেয়ো লিখেছিলেনঃ "ভিক্টোরীয় যুগের মানুষরা তাদের অগ্রগতি, তার বাস্তবতা এবং মানব জাতির পক্ষে হিতকারিতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সুনিশ্চিত ছিল।" (১৭) তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন সেটা হ'ল, অবশ্য, পুঁজিবাদী অগ্রগতি এবং পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিতি। প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক আর্নল্ড টয়েনবি ঐ ধরনের কথাই বলেছেনঃ "লেখকের মন ৫০ বছর পেছনে চলে গেছে, ১৮৯৭ সালের লণ্ডনের এক বিকেলবেলায়, সে বাবার সঙ্গে ফ্লিট ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীর জানালায় বসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে যে কানাডীয় ও অষ্ট্রেলীয় অশ্বারোহী সৈন্য এসেছিল তাদের শোভাযাত্রা দেখছিল।" (১৮) ঐ আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির বাম্ময় সাক্ষ্য দিচ্ছিল, কিন্তু টয়েনবি মনে করেন হয়তো একজন দার্শনিকই মনে করতে পারতো "যেখানেই বৃদ্ধি সেখানেই ক্ষয়েব সম্ভাবনা।" (১৯)

সে যাই হোক, শতাব্দীর শুরুতে বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানীরা পুঁজিবাদের ক্ষয় সম্বন্ধে সামান্য চিন্তাই করেছিল। ব্রিটিশ বুর্জোয়া প্রচারকারীরা "ব্যাবসার সম্প্রসারণের" গান গাইছিল আর সাম্রাজ্যের চিরস্থায়ী সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎবাণী করছিল। যাকে ভণ্ডামি করে ভিক্টোরীয় ব্রিটেনের এরিষ্টট্ল বলা হ'তো সেই হার্বার্ট স্পেনসারই জনমনের নিয়ন্ত্রক ছিল আর তার বিবর্তনবাদ ও "জীবতুল্য সমাজের তত্ত্ব" সামাজিক চিন্তার উত্তুঙ্গ শিখর বলেই গৃহীত হ'ত জগতের সবকিছুই যে বিদ্যমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে উন্মুখ, যে কারণে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামও বন্ধ হবে, আর

১৭। ই, মেয়ো, দি সোস্যাল প্রবলেমস অফ এ্যান ইণ্ডাস্ট্রীয়াল সিভিলাইজেশন, বোষ্টন, ১৯৪৫, পৃ ৩

১৮। এ, টয়েনবি "দি প্রেজেন্ট পয়েন্ট ইন হিষ্ট্রী," ফরেন এ্যাফেয়ারস, ২৬ খণ্ড, ১লা অক্টোবর, ১৯৪৭, পৃ ১৮৭

১৯। ঐ

শ্রেণীগুলির মধ্যে মিলমিশ সহ পৃথিবী যে মিল ও ভারসাম্যের দিকে চলেছে, তার "সামাজিক স্থিতিবল" (social statics) বইতে এই ঘোষণা করে স্পেন্সার পৃষ্ঠপোষকতার সুরে বিজ্ঞানকে অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে তার কর্তৃত্বকে ভাগ করে নেবার সুপারিশ করেন। তার পরের দশকটি দেখিয়ে দিল যে এই আশাবাদী প্রত্যাশা ঐতিহাসিক বাস্তবতার কর্কশ সত্যের সঙ্গে ধাক্কা খেল। "সম্পূর্ণ সংহতির দিকে ক্রমান্বয়ে খাপ খাইয়ে এগিয়ে চলার প্রক্রিয়া হিসাবে বিবর্তন সম্বন্ধে স্পেন্সারীয় ধারণা আমাদের কাছে যে সব তথ্য আছে তার সঙ্গে মেলে না।" (২০) তার সমালোচকরা স্পেন্-সারকে একজন আনাড়ী বিজ্ঞানী ও অর্ধ দার্শনিকের চেয়ে বেশী কিছু নয় বলে ঘোষণা করেছে কারণ জীবন তার সংশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞাকে ধরাশায়ী করেছে।

---

২০। চ, সি, ম্যাকসে, পলিটিক্যাল ফিলোসফিজ, পৃ ৫৬২

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## বুর্জোয়া তত্ত্বের বিদ্বেষ সত্ত্বেও ইতিহাস এগিয়ে চলেছে

পুঁজিবাদ চিরস্থায়ী এই অন্ধবিশ্বাস থেকে শুরু করে বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তা আধুনিক ইতিহাসের প্রধান ঘটনাকে অলঙ্ঘনীয় বাধা বলে দেখতে পাচ্ছে। পুরনো দুনিয়ার বিরাট শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে পারছে না। যেখানে তাদের খুব শক্তিশালী বলে মনে হোতো, যেখানে, জারতন্ত্রী রাশিয়াতে তারা ইয়োরোপ ও এশিয়ায় প্রতিক্রিয়ার প্রধান অবলম্বন হিসাবে কাজ করেছিল সেখানেই তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত নপুংসতাটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। তাঁর রচিত "কি করতে হবে?" গ্রন্থে (১৯০২) লেনিন লেখেন: "যে কোন দেশের প্রলেটারিয়েটদের কাছে সমস্ত তাৎক্ষণিক কাজের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বিপ্লবী কর্তব্য ইতিহাস আমাদেরকেই সেই তাৎক্ষণিক কর্তব্যের মুখোমুখি করেছে। এই কর্তব্য সাধন, শুধু ইয়োরোপীয় নয়, অধিকন্তু (এখন বলা যায়) এশীয় প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গের ধ্বংস সাধন, রাশিয়ার প্রলেটারিয়েটকে আন্তর্জাতিক প্রলেটারিয়েটের নেতা করবে।" (১)

বুর্জোয়াদের তাত্ত্বিকরা ও মতাদর্শীরা বিশ্বাস করতো যে রাশিয়াতে বিপ্লব একটা অলৌকিক ব্যাপার। ওঁরা বহু বই লিখেছেন আর কুৎসা এবং সচেতন মিথ্যা ভাষণগুলো বাদ দিলে একটা বিষয়ে সবাই বিশ্বস্ত যে ওঁরা বুঝতেই পারেন নি কেমন করে

---

১। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ ৩৭৩

অলৌকিক কাণ্ডটা ঘটলো, ইতিহাসের মোড় ফেরার মুহূর্তে কেমন করে বিরাট বিপ্লবী শক্তি রূপ পরিগ্রহ করলো, কখন বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্যে প্রকৃত পূর্বশর্ত সৃষ্টি করা হোল, যার জন্যে লেনিন বলতে পারলেন যে এমন একটা পার্টি আছে যে ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারে। এই পার্টি ব্যাপক জনগণকে নেতৃত্ব দিল এবং বিরাট দক্ষতার সঙ্গে একটা বিরাট বিপ্লব ঘটানোর দিকে পরিচালিত করলো। অক্টোবর বিপ্লবকে নিয়ে যে সব বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ভেবেছে তারা রাশিয়াতে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও মতাদর্শগত দেউলিয়াপনার গোটা ইতিহাসটাকে ধরতে পারে নি। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বর্ণালীগুলোকে চেনার পক্ষে তাদের সামনে যে বাধা সৃষ্টি হ'য়েছিল সেটা বুর্জোয়া রাজনৈতিক চিন্তাধারার শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণের দৈন্যদশারই প্রকাশ। জনগণের পক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধ তার সমস্ত মারাত্মক পরিণাম নিয়ে উপস্থিত হলো যার পরিপূর্ণ প্রকাশ সেই সাম্রাজ্যবাদী যুগের দ্বন্দ্বের সঙ্গে বুর্জোয়ারা যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে মোকাবিলা করতে অক্ষম কেমন করে যে সেটা রাশিয়াতে এতো তীব্রভাবে সুস্পষ্ট হ'ল সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শীরা প্রথমতঃ, সেটা দেখতে পায়নি। দ্বিতীয়তঃ, তারা দেখতে পায় নি যে রাশিয়াতেই বুর্জোয়ারা দেশের অনগ্রসরতাকে জয় করতে, অনগ্রসর এলাকাকে টেনে তুলতে এবং দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে দিতে সক্ষম বলে প্রমাণ দিতে পারে নি। তৃতীয়তঃ লেনিনবাদী পার্টির রূপে একটা নতুন ঐতিহাসিক শক্তি কি করে জন্মালো যার সমস্ত কার্যকলাপ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের ওপর নির্ভর করে চলেছিল তা বুঝতে পারে নি—সেই মৈত্রীর মধ্যে সুপ্ত প্রচণ্ড সামাজিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য লেনিনবাদ ও কমিউনিষ্ট পার্টির গুরুত্বকে দেখতে পায় নি।

রুশ বিপ্লবের দ্বারা সামাজিক সুবিধাবাদের দেউলিয়াপনা কেমন করে ও কেন ত্বরান্বিত হ'ল বুর্জোয়া দলগুলির তাত্ত্বিকরা তা-ও বুঝতে অপারগ হ'য়েছিল। শ্রেণীসংগ্রামের বড় বড় দিক্ পরিবর্তন-

কেও তারা লক্ষ্য করতে পারেনি যার ফলে জনগণের ওপর সুবিধা-বাদীদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রভাব বেশী বেশী করে খর্ব হচ্ছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে ও পরে বলশেভিকদের ব্যবহৃত সঠিক কৌশল মেনশেভিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল এবং সুবিধাবাদীদের একঘরে করে দিয়েছিল আর শ্রেষ্ঠ কর্মী ও পাতিবুর্জোয়া গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি বলশেভিকবাদের পক্ষে এসে গিয়েছিল এটাও বুর্জোয়া তাত্বিকরা দেখতে পায় নি। সামাজিক সুবিধাবাদের পতাকা যে গৃহযুদ্ধের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল তা-ও তারা লক্ষ্য করতে অপারগ হ'য়েছিল।

তারও পরে এটা লক্ষ্য করা খুবই দরকারী যে রাশিয়াতে যে প্রক্রিয়াটা বিপ্লবের পথে শতগুণ ত্বরান্বিত হয়েছিল সেটা ধীর পদক্ষেপে হ'লেও সারা বিশ্বে যে পবিব্যাপ্ত হ'চ্ছে এটা বুর্জোয়াদের সমাজচিন্তা বুঝতে পারছে না। ক্রমবর্দ্ধমান সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদী যুগের গভীর দ্বন্দ্বের মোকাবিলা বুর্জোয়ারা করতে পারছে না। তাদের নীতি এই দ্বন্দ্বকে উগ্রতর করছে।

কিন্তু বুর্জোয়া সমাজচিন্তার বন্ধ্যাত্বকে যেটা সুস্পষ্টভাবে উদঘাটিত করে দিল সেটা হ'ল কমিউনিজম ও কমিউনিষ্ট বাস্তবতার প্রতি কি মনোভাব গ্রহণ করা হবে সেই ব্যাপারটা।

## বুর্জোয়া সমাজচিন্তার পথে বাধা

সমাজ বিকাশে একটা নতুন স্তরের অনিবার্য আগমন বার্তা ঘোষণা করে যখন বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের মহান ধারণাটি আবির্ভূত হ'লো তখন তার সামনে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের হল্লাবাজি শুরু হ'য়েছিল যেটার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল ওদের প্রভাবিত সমাজের যে অংশ, তাকে বোঝানো যে পুঁজিবাদের বিলুপ্তির অর্থ মানবজাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার আর সমাজের

নৈতিক ও আর্থ ব্যবস্থার, সামাজিক ও বৌদ্ধিক জীবনের অবদান। তারা সমাজ বিকাশের মৌলিক নতুন স্তরকে সমস্ত মানবজাতির পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় হিসাবে উপস্থিত করলো। কোঁতের যে প্রত্যক্ষবাদী সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা "দোষদর্শী" ধ্বংসাত্মক যুগকে নিন্দা করেছিল এবং "জীবদেহ সুলভ সুসংহত," সদর্থক এবং সংগঠন-মূলক যুগের গুণকীর্তন করেছিল সেটাই এই দৃষ্টিকোণকে সমর্থন দেয়, আর বুর্জোয়া প্রগতির তত্ত্ব একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি যুগিয়েছিল যেটাতে ঘোষণা করা হ'ল যে মানবজাতির বিকাশে পুঁজিবাদই শেষ ও চরম পর্ব।

তাঁদের কমিউনিষ্ট ইশতেহারে মার্কস ও এঙ্গেলস অকাট্য যুক্তি দিয়ে এইসব অপবাদের জবাব দিয়েছিলেন এবং ওদের সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা এটা স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দেন যে পুঁজিবাদই সব কিছু আর তার সঙ্গেই সব কিছুর সমাপ্তি, বুর্জোয়াদের এই দাবীর কোন সারবত্তাই নেই।

তৎসত্ত্বেও, পরবর্তী দশকগুলোতে কমিউনিষ্ট বিরোধিতার এইসব অলীক কাহিনী প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়ে চলেছিল। যে মানব গোষ্ঠীর নাকি ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতেই আর বুর্জোয়া শাসনেই থাকা উচিত তার ভিত্তির সামনে কমিউনিজম একটা মস্ত বিপদ হ'য়ে দেখা দিয়েছে এই অলীক কাহিনী প্যারিস কমিউন ও অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কালে সমস্ত বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমের ভেতর দিয়ে বিশেষ জোরের সঙ্গে প্রচারিত হ'য়েছিল। তাদের ভূমিকার দিক থেকে সামাজিক সংস্কারবাদীরা প্রতিক্রিয়াবাদীদের এই ঐকতানে যোগ দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরাট সৃজনশীল ক্ষমতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রভাগে এগিয়ে চলেছিল যে প্রলেটারিয়েট তাদের সৃজনশীল শক্তিকে বুর্জোয়ারা গোঁয়ারের মতই দেখতে অস্বীকার করছিল। জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা যে বিরাট সৃজনশীল শক্তি সৃষ্ট হ'য়েছিল তার বিবেচনা শুরু করতে বুর্জোয়া মতাদর্শী-

দের বহু বছর লেগে গিয়েছিল। কিন্তু কেউই বলতে পারে না যে সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিকরা "সভ্যতার পতনের" পুরনো গল্পটা একেবারে পরিত্যাগ করেছে আর যে কেউই সেটা ১৯২০-র দশকে "ইয়োরোপের অবক্ষয়" সম্বন্ধে যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেই স্পেঙ্গলারের প্রভাবিত অনুগামী সমাজবিদ্ ও দার্শনিকদের লিখিত বই এবং প্রবন্ধতে দেখতে পারে না। "পশ্চিমী সভ্যতার রক্ষক" বলে যারা দাবী করেছিল, দীর্ঘদিন ধরে সে ভূমিকা পালন না করতে পারলেও ঐ ঐকতানে উঁচু পর্দার স্বর ছিল নাজীদেরই। অবশ্য, নাজীদের প্রচার 'ঐতিহ্য' আজকের কমিউনিষ্ট বিরোধীরা নানাভাবে ব্যবহার করে থাকে কিন্তু পুরনো অলীক গল্পগুলোও বিভিন্ন ভাষ্যে বুর্জোয়া প্রচারে ছড়ানো হ'য়ে থাকে।

## কমিউনিষ্ট বিরোধী অলৌকিক পুরান কথা

ঘটনাটা এই যে কমিউনিজমের সমাজ জীবনের ভিত্তি ধ্বংস করা সম্বন্ধে আষাঢ়ে গল্পটা ১৯শ শতাব্দীতে এই ভাবে ছড়ানো হ'য়েছিল: দাবী করা হ'ল যে সামাজিক সম্পত্তি মানুষের উদ্যোগ ও উদ্দীপনাকে স্তিমিত করে, মানব প্রকৃতিরই বিরোধবাধক হ'য়ে ওঠে আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানব প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায়। শতাব্দীর শেষভাগে এই মতবাদ বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের নেতা হার্বার্ট স্পেন্সারের দ্বারা প্রচারিত হ'য়েছিল। বাস্তবিকই, এই একটি মাত্র অযৌক্তিক ধারণাটিকে প্রায় সমস্ত বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রী, দার্শনিক, সমাজবিদ্ ও আইনবিদরা কমিউনিজমকে খণ্ডন করার প্রচেষ্টায় আজও পর্যন্ত ব্যবহার করে চলেছে।

তাই, ক্যাথলিক দার্শনিক জে, এম, বচ্‌নেস্কি বলেছেন যে "প্লেটোর কাল থেকে পশ্চিমী সংস্কৃতি যৌথ মানবজাতির "বিমূর্ত"

ধারণা ইত্যাদির বিপক্ষে "ব্যক্তিকেই" বিবেচনা করার দিকে ঝুঁকেছে।" (২)

সে যাই হোক, যৌথজীবনের বিপরীতে 'ব্যক্তি' প্রত্যয়টিই রূপ পরিগ্রহ করেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধিপত্যের কয়েকটি যুগ ধরে।

লেনিন দেখিয়েছিলেন যে প্রতিযোগিতায় ছাড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব আর সাহসী ও সৃজনশীল উদ্যোগকে ম্রিয়মান করে দেওয়া দূরে থাকুক সমাজতন্ত্রবাদ কার্যতঃ জনগণকে সত্যিকারের ব্যাপক আকারে ইতিহাসে এই প্রথম এইসব মনোভাব প্রদর্শন করার সুযোগ দিচ্ছে। লেনিনের ধারণাকে জীবনই প্রমাণিত করেছে কিন্তু প্রতিক্রিয়ার প্রচারকরা তবু পুরনো অলীক পুরানকথা ছাড়তে অস্বীকার করছে যেটা ভবিষ্যৎ সমাজকে হেয় করার উদ্দেশ্যেই বানানো হয়েছে। স্বকীয় কেতায় সজ্জিত আজকের পুঁজিবাদ, "মুক্ত দুনিয়া" সম্বন্ধে তাদের গল্পের ভিত্তি হিসাবে তাদের সাময়িকী, বেতার, দূরদর্শন, বই ও পুস্তিকার মাধ্যমে একে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা কমিউনিষ্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ ও পুলিসী সন্ত্রাস যতটা চালাচ্ছে ততটা মতাদর্শগত সংগ্রামের ওপরে নির্ভর করছে না। কমিউনিজম মানব প্রকৃতির বিরোধবাধক এই কুৎসার উদ্ভাবন স্বাভাবিকভাবেই পুলিসকে সহায়তা করে কিন্তু আরও সরাসরি একটা মতাদর্শগত মঞ্জুরির প্রয়োজন ছিল। মোটের ওপর যদি কমিউনিষ্ট ধ্যান ধারণা "মানব প্রকৃতির" বিরোধী হয় তাহ'লে কেন এটা লুপ্ত হচ্ছেন বরং সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হ'চ্ছে? ঐতিহাসিক বিকাশে যারা সাদৃশ্যকে অস্বীকার করে, আর সমাজ প্রগতির ভিত্তি হিসাবে আত্মগত ভাব ও স্বেচ্ছা-

---

২। জে, এস, বচনেস্কি "ডের ফ্রেই মেনস্ ইন ডের আউস্নিানডার সেটজুং জুইসেন ওয়েষ্ট আণ্ড অস্ত" ইন অর্স পলিটিক আণ্ড জেইট জেসজিকটে, ৫ই জুন, ১৯৬৩, পৃ ৮

বাদকে উপস্থিত করে সেই সব প্রতিক্রিয়াশীলদের সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ধ্যান ধারণার সঙ্গে প্যারিস কমিউনের কাল থেকে রপ্তানী করা বিপ্লবের অলীক রূপকথা উপস্থিত করে একত্র ভাল-ভাবে জুড়ে দেওয়া হোলো। বিপ্লবের যে কোন অভ্যন্তরীণ কারণ নেই, এটা যে অভ্যন্তরীণ বিকাশের ফলে জন্মায় না বরং বাইরে থেকে আমদানী করা একটা "অনিষ্ট" এই দাবীই ওরা করেছিল। যাতে বিপ্লবী আন্দোলনে হিংসাকে ব্যবহার করে বিপ্লবকে খতম করা যায় তার জন্য বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা দাবী কবলো যে বিপ্লবগুলো স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের ফলেই ঘটে।

এটা জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীকে দমন করার বেশ একটা সুবিধাজনক অজুহাত সৃষ্টি করলো। যারা কমিউনিষ্ট ধ্যান ধারণা গ্রহণ করলো তাদেরকে জাতির নিকট অবাঞ্ছিত বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক বলে ঘোষণা করা হ'লো। যখন মার্কস এবং এঙ্গেসল সমস্ত দেশের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানালেন, তখন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা রপ্তানী করা বিপ্লবের কোন একটা "আন্তর্জাতিক কেন্দ্র" থেকে বিপ্লবী নেতাদের তালিম দিয়ে পরে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ষড়যন্ত্রকারী দালাল পাঠানোর অলীক কাহিনীর প্রচার বাড়িয়ে দিল।

মার্কস ও এঙ্গেলস রপ্তানী করা বিপ্লবের অলীক কাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন এবং প্যারিস কমিউনের সময় মার্কস লিখলেন: "পুলিশ পরিবেষ্টিত বুর্জোয়া মন নিজের মনে এই চিত্রটি আঁকে যে আন্ত-র্জাতিক শ্রমজীবী সঙ্ঘ গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করছে, এর কেন্দ্রীয় কমিটি আদেশ জারী করে, মাঝে মাঝে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে।" (৩) রপ্তানী-বিপ্লবের অলীক কাহিনী সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার রক্তাক্ত প্রতিহিংসা, সশস্ত্র হস্তক্ষেপ এবং পুলিসী জুলুমের অজুহাত সৃষ্টি করেছে এবং করছে।

৩। কার্ল মার্ক'স এণ্ড এফ এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্ক'স, ইন থ্রি ভলিউমস, ২য় খণ্ড, পৃ ২৪১

সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের তাত্ত্বিকরা রপ্তানী বিপ্লবের অলীক কাহিনীর আরেকটা ভাষ্য তৈরী করেছে: সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবার পর এখন বিপ্লব সোভিয়েট গুপ্তচরের মাধ্যমে বা সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হ'চ্ছে।

ইয়োরোপে জনগণতন্ত্রের আবির্ভাবকে সোভিয়েট "সম্প্রসারণ" হিসাবে আখ্যা দেওয়া হ'য়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে যে অনেকগুলি পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশে সোভিয়েট সৈন্যদল মোতায়েন করা হ'য়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে যে প্রতিরোধ করা হ'য়েছিল এই ঘটনাকে সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শীরা বিকৃত আলোকে উপস্থিত করেছিল। ঐ পর্বে যেমন বিরাট ভাবে এবং এমন প্রচেষ্টার সঙ্গে রপ্তানী বিপ্লবের অসম্ভব তত্ত্বকে ছড়ানো হ'য়েছিল ইতিপূর্বে কোনদিন তা হয়নি। কেন এটা করা হ'য়েছিল?

প্রথমতঃ, বিপ্লবী পরিবর্তন যে এদেশ বা ওদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনার বিকাশের ফলে হয় না বরং ওগুলো যে অস্বাভাবিক এবং বে-আইনী কারণ সেগুলি বিদেশী শক্তির সশস্ত্র শক্তির দ্বারা চাপানো এই কথাটি জনগণকে বিশ্বাস করানোর উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত হ'য়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীতে যে গভীর এবং স্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটেছে তাকে স্বীকার করতে অনিচ্ছা এবং কতকগুলি দেশে সমাজতন্ত্রের দিকে যে ঐতিহাসিক ঝোঁক এসেছে তাকে স্বীকার করতে অনিচ্ছাই বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক চিন্তা ধারার চরিত্রগত বিশেষত্ব।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতি-বিপ্লব রপ্তানীর অজুহাত খাড়া করার জন্য এবং অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের "অধিকারের" সপক্ষে যুক্তি খাড়া করার উদ্দেশ্যেই এটা পরিকল্পিত হ'য়েছিল। ১৯শ শতাব্দীর গোড়ায় পবিত্র মৈত্রীর অধীনে প্রতিক্রিয়া ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই "অধিকার" ঘোষণা করেছিল আর এখন আবার তাকেই গুঁটি পোকার গুঁটি ছিঁড়ে বের করে আনা হ'য়েছে:

তৃতীয়তঃ, পশ্চিম ইয়োরোপের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার বাড়িয়ে দেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করার জন্য আর যে নাকি গোটা পৃথিবীর কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কলকাঠি নাড়ছে "সেই মস্কোর হাতের" পুরনো গল্পটাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য জনগণতন্ত্রগুলি সম্বন্ধে এই মিথ্যা ভাষ্য পরিকল্পিত হ'য়েছিল। পুঁজিবাদী দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলির প্রতি জনগণের মনোভাবকে পরিবর্তিত করা এবং তাদের ইজ্জত খর্ব করার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলরা চেষ্টা করছিল। যুদ্ধোত্তর পর্বের গোড়ার বছরগুলিতে ফ্রান্স ও ইটালির সরকারগুলিতে কমিউনিষ্ট সদস্য ছিল এবং তখন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলরা রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে কমিউনিষ্টদের বহিষ্কৃত করার জন্যে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোর রাজনৈতিক জীবনকে বুর্জোয়া পার্টিগুলির নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করার জন্যে একটা রণনৈতিক পরিকল্পনা করে। প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধোত্তর পর্বে প্রতিক্রিয়ার ওটাই ছিল প্রথম বৃহত্তর আক্রমণ।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে দমন করার জন্যে হিংস্রতম আক্রমণের পথ অবলম্বন করে, সবচেয়ে আগ্রাসী একচেটিয়া পুঁজির গোষ্ঠীদের দ্বারা খোলাখুলি একটা একনায়কত্ব স্থাপন করার চেষ্টায় ফ্যাসিবাদকে প্রচলিত করে যখন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সমস্ত ঐতিহ্যকে পদদলিত করছিল তখন সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই এই জংলী আক্রমণ চালানো হ'য়েছিল। ওটা, সমাজে সাম্রাজ্যবাদের একটা নতুন এবং আরও বেশী সুবিধাজনক রাজনৈতিক সংগঠনের রূপ খোঁজারই একটা প্রচেষ্টা ছিল। সে যাই হোক, শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বহিষ্কার করার চেষ্টা একটা প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনাবাদ বলে প্রমাণিত এবং ব্যর্থ হয়েছে। তাই, ফ্যাসিবাদ দীর্ঘদিন শাসন চালাতে পারে নি, কারণ তার প্রধান বিশেষত্ব—আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি, সশস্ত্র হস্তক্ষেপ, একদা স্বাধীন দেশগুলিকে উপনিবেশ বানানো, আর বিশ্বে আধিপত্য

বিস্তার—স্বাভাবিকভাবেই সারা বিশ্বে বস্থ বৃদ্ধির ও দৃঢ় প্রতিরোধের কারণ হয়েছিল। একটি মহান সমাজতন্ত্রী শক্তি, ইউ, এস, এস, আরের উপস্থিতি যেটা ফ্যাসিবাদকে সমগ্রভাবে সামরিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে পরাজিত করেছিল সেটাই ছিল প্রধান উপাদান।

একচেটিয়া পুঁজির ভাড়াটে বাহিনী ফ্যাসিবাদের উৎখাত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে বিরাট গণতান্ত্রিক শক্তিকে মুক্ত করেছিল। এইসব শক্তির ওপব কিছুটা নির্ভর না করে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইউ, এস, এ, জার্মান ও জাপানী ফ্যাসিবাদের ধাক্কা সামলাতে পারতো না কিন্তু তা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বৃদ্ধি আর বামপন্থী উপাদানগুলি, বিশেষতঃ প্রতিরোধ আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিতে যুদ্ধের সময় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ভয় পেয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই ব্রিটেন ও ইউ, এস, এ-র সামনে সামরিক-রণনৈতিক কর্তব্যগুলিকে রাজনৈতিক লক্ষ্যের আলোকেই পূর্ণ করা হোতো যার উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক উপাদানগুলির শক্তি বর্দ্ধনকে প্রতিরোধ করা। যুদ্ধের পর, পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশে, বিশেষতঃ ইটালি ও ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক বিকাশের বিরুদ্ধে জোরালো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপে যেখানে সমাজতন্ত্রের পথ ধরা হয়েছিল, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল আর সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সেখানকার অনেকগুলি দেশেই প্রতিক্রিয়াশীলরা এটা করতে পারে নি।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে একটা বিশুদ্ধ "রুশী ব্যাপার" আর সোভিয়েট ইউনিয়নের পথ যে অন্য দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত এই দাবী করা যে পুঁজিবাদের উকিলরা অসম্ভব বলে দেখতে পেল এই ঘটনা মতাদর্শগত সংগ্রামের নতুন পর্বকে চিহ্নিত করেছিল। পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিষিদ্ধ এই অসত্য ধারণাও খণ্ডিত হ'য়েছিল। যে পরিস্থিতি এখন রূপ পরিগ্রহ করেছে তাতে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা ঐতিহাসিক কর্ম-

কাণ্ডের সম্ভাবনা বেড়ে গেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, মোটামুটি '৪৭ সালের মধ্যে যে নিয়ম-শাসিত বিকাশকে সাম্রাজ্যবাদীরা পশ্চিমে আটকে দিতে পারলো সেটা একেবারে নির্মূল হ'য়ে যায় নি। মোটের ওপর, যাদের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসানের মধ্যে নিজেদের স্বার্থ নিহিত আছে সেই সব দেশই সংখ্যাগরিষ্ঠ আর এর জন্যেই ফিনান্স পুঁজির রাঘব-বোয়ালদের বিরোধী সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে একটা শক্তি-শালী একচেটিয়া বিরোধী তরঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করা এটা সম্ভব করে তুলেছে। জনগণের পক্ষে যেটা সুবিধাজনক তেমনি শর্তে ব্যাপক জাতীয়করণ আর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ওপর এবং "লাঙ্গল যার জমি তার" আওয়াজের আওতায় প্রগতিশীল ভূমি সংস্কার সহ গোটা রাষ্ট্রের আর্থনীতিক কার্যকলাপের ওপর পার্লিয়ামেণ্ট, ট্রেড ইউনিয়নগুলির এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রণকেই, এই আন্দোলনের সামনের সারিতে অগ্রসরমান শ্রমিক-শ্রেণী আনুকূল্য করে। একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে সাধারণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তরকে চিহ্নিত করেছে কারণ এটা শ্রমিকশ্রেণীর চারপাশে শ্রমজীবী মানুষকে সমবেত করতে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে টেনে আনতে সাহায্য করে। বিকাশের সর্বাঙ্গীন ধারা সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই : শান্তির সপক্ষে এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির বিপক্ষে, উন্নততর জীবন ধারণ এবং কাজের পরিবেশের ( অধিকতর বেতন, খাটুনির সময় সামাজিক নিরাপত্তা ) জন্য নীতি নির্দ্ধারণে, সামাজিক জীবনের রূপ নির্ণয়ে এবং সামাজিক বিকাশের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে একটা বক্তব্য বলার জন্য শ্রমিকশ্রেণী তার অধিকার প্রয়োগ করে।

তাই, বুর্জোয়া মতাদর্শীরা যেমন ভাবেন তেমনিভাবে ধ্বংস না হ'য়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা এবং তার রূপ সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ জনগণ আরও বেশী করে ভাবছে। সমাজবিকাশের প্রধান প্রশ্নগুলোকে যারা প্রথম উপস্থাপিত করে—

ছিলেন এবং বিজ্ঞানসম্মত উত্তর জুগিয়েছিলেন সেই মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের বিরাট সাফল্যকে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে একজন অনুধাবন করতে পারে। তাহ'লে এইসব ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াদের সামাজিক চিন্তার অবস্থাটা কি?

## কমিউনিষ্ট বিরোধিতার আত্মিক নিঃস্বতার ইতিহাস

এখানে যুগের বাতাবরণের সাক্ষ্য হিসাবে কমিউনিষ্ট বিরোধিতার আত্মিক নিঃস্বতার ইতিহাস থেকে একটা দলিল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হ'লো। ১৯৫১ সালের ২৪শে আগষ্টের একনিষ্ঠ বুর্জোয়া পত্রিকা টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেণ্টে 'মতাদর্শ এবং আদর্শ' শীর্ষক একটা সম্পাদকীয়তে এইসব সমস্যার ঝাড়াই বাছাইয়ের চেষ্টা করা হ'য়েছিল। এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলাফলের সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করা হ'য়েছে: "আমাদের কালের একটা প্রধান মতাদর্শ—ফ্যাসীবাদ চূর্ণ হ'য়েছে, কিন্তু আরেকটা—মতবাদ কমিউনিজম তার ধ্বংস থেকে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে। তাই বর্তমান মুহূর্তে, নিজের রাজনৈতিক অগ্রগতির পেছনে লক্ষ লক্ষ লোকের ক্রিয়াকলাপকে টেনে আনতে সমর্থ একশিলাসদৃশ কমিউনিষ্ট মতাদর্শ আছে আর যদিও কমিউনিষ্ট মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে এটাকে কমিউনিজম ধ্বংস করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নানা ধরনের মতের জটিল সমাহার বলা যায় কিন্তু তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে যার কোন ঐক্য আনয়নকারী মতাদর্শ নেই সেই "পশ্চিমের" মধ্যে দুনিয়াটাকে দুভাগে বিভক্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক ডজন বিশ্বাস আর তবুও নিজের কোন বিশ্বাসই নেই এই নিয়ে পশ্চিমকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা অবয়বহীন, সামঞ্জস্য হীন.........

"......অর্দ্ধদুনিয়া যখন কমিউনিজমে আসক্ত তখন এটা না বোঝার কিছু নেই......উদারনৈতিক মতামতের ওপর অত্যাচার আর যাকে হ'তে হবে কমিউনিষ্ট বিরোধী তেমনি ধরনে সমস্ত চিন্তাকে একটা খাতে বইয়ে দেবার একটা চেষ্টাই হবে এর অনুগামী।

"......কমিউনিজমের আতঙ্কে যে সব দেশে ফ্যাসিবাদ খুবই সাফল্য লাভ করেছিল ঠিক সেই সব দেশেই আবার ফ্যাসিবাদী ধ্যান ধারণা পুনরুজ্জীবিত হতে পারে এমন বিপদও রয়েছে।" (৪)

কার্যতঃ এটা একটা পাপচক্রকে উপস্থাপিত করারই চেষ্টা : ফ্যাসিবাদ—ফ্যাসিবাদ উৎখাত কর—কমিউনিষ্ট বিরোধিতা কর আবার ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান। ফ্যাসিবাদের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে আরেকটা কলঙ্কজনক পরিণতির সম্ভাবনার ওপর জোর দেবার জন্য এ প্রবন্ধ লেখা হয় নি বরং আরেকটা পথের পরামর্শ দেবার উদ্দেশ্যে লিখিত হ'য়েছিল। এই পাপচক্র থেকে বেরুনোর কি প্রচেষ্টা হ'য়েছিল?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, বিশ্বসমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন, মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শে'র সাফল্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সাফল্য বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। যখন ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে মৃত্যু ও নির্যাতনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কমিউনিষ্টরা জনগণের সামনের সারিতে এগিয়ে চলেছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের সেই বীরোচিত সংগ্রামে সারা ভূমণ্ডলে সহানুভূতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কমিউনিজম আর কমিউনিষ্টদের ইজ্জত বেড়ে গিয়েছিল। বুর্জোয়া মতাদর্শে'র দিক থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলাফল বিবাদময় হয়েছিল। ফ্যাসিবাদ শুধু সামরিক পরাজয়ই বরণ করেনি, মতাদর্শ ও রাজনৈতিক পরাজয়ও বরণ করেছিল আর খোলাখুলি ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের পুনরুত্থানের কোন প্রশ্নই ছিল না। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুঁজিবাদী দুনিয়ার একটা "নতুন" মতাদর্শগত মঞ্চ গড়ার দরকার ছিল। কখনও

৪। দি টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট, ২৪শে আগস্ট, ১৯৫১,পৃ ২, ৩

ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়ার ধ্যান ধারণা চুরি করে, কখনও তার নীতিকে ধর্মীয় খোলসে মুড়ে বা যাদুঘর থেকে ১৯শ শতাব্দীর বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের পতাকা তুলে এনে সেই অনুযায়ী বুর্জোয়ারা এই কর্তব্য সমাধানে ব্রতী হোলো। এখন ঐ পথের ঐতিহাসিক দিক চিহ্নের দিকে নজর দিয়ে দেখা যাক।

যুদ্ধের ঠিক পরেই, যুদ্ধের সময় স্থাপিত বিরাট প্রচার যন্ত্রগুলি এবং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের কলাকৌশলগুলি সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়া দেশগুলির বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে ধরা হ'লো। ওদের নক্সাটা খুবই সরল এবং উন্নাসিকতাপূর্ণ: সোভিয়েট ইউনিয়নে ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে যে সামাজিক ব্যবস্থা বিকশিত হচ্ছে সেটা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি, ভবিষ্যতের অগ্রদূত যে নয় এটা সমস্ত লোককে বোঝানোর প্রচেষ্টায় যাতে তাদের চারদিকে একটা মিথ্যা ও কুৎসার পর্দা তৈরী করা যায় তার জন্য ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত অভ্যাসগত ধারণাগুলি, যুদ্ধকালের সুপরিচিত যুক্তিগুলি যান্ত্রিকভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হবে। প্রেস ও রেডিও সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে "স্বৈরতন্ত্র" আর পুঁজিবাদী দেশগুলি সম্পর্কে "মুক্ত দুনিয়া" কথাগুলো ব্যবহার করে যেতে লাগলো।

সেই সঙ্গে কমিউনিষ্টদের অপদস্থ করার জন্য ফ্যাসিবাদের প্রধান প্রচারগুলোকেও ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হোল। ডাঃ গোয়েবেলসের বুকনি থেকে ওরা "লৌহ যবনিকা" আর পশ্চিমী সভ্যতাকে নাকি ধ্বংস করতে উদ্যত "লাল সাম্রাজ্যবাদ" সেই অলীক কাহিনী ধার করলো।

একটা "কমিউনিষ্ট সামরিক বিপদের" কাহিনীর ওপর খুব জোর দেওয়া হোলো। যে নাজীরা সহজেই বহু পশ্চিমী দেশ আক্রামণ ও দখল করেছিল তাদের ওপর সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী পরাজয় চাপিয়ে দেওয়ায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে পশ্চিমের লোকেরা সোভিয়েট সৈন্য বাহিনীর প্রশংসাতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল আর

খোদ পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলি সে সম্বন্ধে লিখতে বাধ্য হ'য়েছিল। এখন বুর্জোয়া প্রচার বলে চলেছে যে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী পশ্চিমকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হচ্ছিল।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া ঐ মিথ্যাটা প্রচার করতে শুরু করলো যে দুটি ব্যবস্থার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাটার যুদ্ধের মাধ্যমেই মীমাংসা হতে বাধ্য। প্রতিদিন পুঁজিবাদী দেশের লোকেদের এই ধারণা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হ'ল যে যুদ্ধ অনিবার্য আর তাই পশ্চিমের পক্ষে সামরিক ব্যবস্থা বাড়ানো, অস্ত্র প্রতিযোগিতা চালানো আর সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্য যারা সমাজতন্ত্রের পথ ধরেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালানো অনিবার্য। এর জন্যে অনেকটা প্রচার প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়েছিল কারণ যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে-দিয়ে অতিক্রম করেছেন সেই সব নরনারীরা এখনও এই ধারণায় প্রভাবিত হ'য়েছিলেন যে ঐ যুদ্ধটাই শেষ যুদ্ধ। তা ছাড়া খুব খানিকটা যুদ্ধের ক্লান্তিও ছিল।

এই সব মনোভাবকে জয় করার জন্য, যুদ্ধ এবং তার মূল যে ধ্বংসাতীত, যুদ্ধের বীজ যে মানব প্রকৃতির মধ্যেই, আর যা ছাড়া মানবপ্রকৃতিকে উপলব্ধিই করা যায় না সেই অনিবার্য ভাবাবেগের মধ্যেই নিহিত এই কথাগুলো জোরের সঙ্গে গেঁথে দেওয়ার জন্যে বিরাট প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল।

পৃথিবীকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে এবং মানব জাতির জনিত (genetic) উপাদানকে শুদ্ধ রাখার জন্য যারা যুক্তি দিচ্ছিল সেই ম্যালথাস্‌পন্থীরাও ঐক্যতানে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিল।

অন্ত আরও অনেক তত্ত্বের বান ডাকল। হার্বার্ট রীড নামে একজন ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক যুক্তি দিলেন যে যুদ্ধ সব সময়েই মানব প্রকৃতিকে ও মানুষের আত্মিক শক্তিকে একটা বীরত্বের ব্যঞ্জনা দিয়েছে। এ সবই সেই পুরনো ফ্যাসিবাদী তত্ত্বের নতুন মহড়া কিন্তু এর অনুশাসক

করে এলো একটা দার্শনিক বিবৃতি: এমনকি শান্তির সময়েও যুদ্ধের পরিবর্ত কিছু চাই। ওটা ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের নীতির তাত্ত্বিক পৃষ্টপোষণের প্রচেষ্টায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে একটা ভুলের ফলে পশ্চিমী দুনিয়ায় একটা যে ফাটল ধরেছে এইটে প্রমাণ করার জন্যে জন ফষ্টার ডালেস একটি বই লিখে নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সোভিয়েট ইউ-নিয়নের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির একটা ব্লক স্থাপনের জন্য এবং ভাগাভাগি এড়ানোর জন্য পশ্চিমী শক্তিগুলির নীতি পরিকল্পিত হওয়া উচিত ছিল। সশস্ত্র শক্তির দ্বারা কমিউনিজমকে "পেছনে ঠেলে দাও" বা পরে "আটক রাখ"'র মত অতি বিখ্যাত পশ্চিমী নীতি বাচক শব্দ যুক্তরাষ্ট্রে এই কূটনীতিবিদ্‌টি চয়ন করেছিলেন। "শক্তির অবস্থান থেকে নীতি" শব্দটা উনিই প্রথম ব্যবহার করেন।

এটাই কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটা জেহাদের উন্মাদনা সৃষ্টি কোরে চার্চিলের বক্তৃতা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির একটা সামরিক ব্লক গঠনের পটভূমিকা তৈরী করতে সাহায্য করেছিল। যুদ্ধের ক্লান্তি সত্ত্বেও এবং শান্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেও পশ্চিমী জনমতে একটা পরিবর্তন আনার জন্য, মতাদর্শের ক্ষেত্রে একটা আক্রমণ চালানোর জন্য একটা সংকেত দেওয়া হল।

পশ্চিমী দেশগুলোকে মার্শাল পরিকল্পনার ফাঁসবন্দী এবং আটলান্টিক ব্লক সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রচার জোরদার হ'য়ে উঠলো। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা পুঁজিবাদী ক্ষমতাগুলির সামরিক আগ্রাসী ব্লকের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে যুক্তি দেখালেন, "পশ্চিমী সংস্কৃতির" ও "আটলান্টিক গোষ্ঠীর" গুণকীর্তণ করলেন।

কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে এ সব জঙ্গী কোলাহল সত্ত্বেও পুঁজিবাদের দুর্গে আক্রমণ করার মত তাত্ত্বিক অস্ত্র নেই আর তার মতাদর্শগত আবেদন নেতিমূলক। যিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম খোঁচাখুঁচি করেন সেই যুক্তরাষ্ট্রের লেখক আর্চিবল্ড ম্যাক লীশ "দি আটলান্টিক"কে একটা প্রবন্ধ লেখেন: "আমেরিকার

বৈদেশিক নীতি রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির দর্পণ প্রতিবিম্ব : রুশরা যা করেছিল আমরা তার বিপরীত করেছিলাম। আমেরিকার গার্হস্থ্য নীতি পরিচালিত হয় একটা উল্টোনো রুশী ভেটোর আওতায় : যদি না কোন ব্যক্তির রাশিয়ানদের প্রতি ঘৃণা পোষণের কথা দলিলে লেখা থাকে তবে তার সরকারী দপ্তরে চাকরি হয় না, শান্তি থেকে সামরিক বাজেট পর্যন্ত কোন প্রস্তাবই আইনে পরিণত হয় না যদি এটা না দেখানো যায় যে রুশীরা এটাকে পছন্দ করে না। রাশিয়ার তালে তাল না দিয়ে আমেরিকার কোন রাজনৈতিক বিতর্ক হয় না ; বামপন্থী অন্দোলন রাশিয়ার বিষয় নিয়েই দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ করে আমেরিকার বিষয় নিয়ে নয় আর দক্ষিণপন্থী আন্দোলন ঐ একই যুক্তিকে উল্টে নিয়ে জবাব দেয়।

"আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা রাশিয়ারই অনুরূপ তবে উল্টোমুখী : রাজনীতিজ্ঞ এবং সাধারণ সংবাদপত্রের দ্বারা স্বীকৃত প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হ'ল কমিউনিজম সম্বন্ধে অজ্ঞতা আর শিক্ষকের প্রধান যোগ্যতা যা দাবী করা হয় সেটা হ'ল এই যে সে কমিউনিষ্ট নয়, কমিউনিষ্ট হতে পারে এমন লোকের সঙ্গে তার দেখা শোনা হয় না এবং কখনই এমন বই পড়েনি যেটা তাকে কমিউনিজম কি তা বলে দিতে পারে। আমেরিকার বিদগ্ধ মহলের জীবন রুশী বুদ্ধিজীবীদের চারপাশে আবর্তিত হয় ; লেখকরা লেখা ছেড়ে একটা ব্যয়বহুল বড় হোটেলে সভা ডেকে কয়েকদিন ধরে রাশিয়া সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়ে যায় যার ফলে আমেরিকার সংস্কৃতি (যদি ঐ আত্মসচেতন এবং বৃহৎ পরিমাণের শব্দটা ১৯৮০ সালেও চালু থাকে) রুশী সংস্কৃতির সমস্যার প্রতিফলন হয়ে ওঠে। এমনকি ধর্মীয় মতান্ধতাও রুশী মতান্ধতার উল্টোপিট হ'য়ে ওঠে : ঐ সব দিনে যুক্তরাষ্ট্রে একজন সৎ খ্রীষ্টানের প্রথম কর্তব্য ছিল শত্রুকে ভাল না বাসা কিন্তু কমিউনিষ্টদের ঘৃণা করা—তারপর তাকে বলা হল যদি সে পারে তাহ'লে যেন তাদের জন্যে প্রার্থনা করে"। (৫)

৫। দি আটলান্টিক, ১৯৪৯, আগষ্ট, পৃ ৯৭

এই অংশটার উদ্দেশ্য ছিল একটা সরল সত্যের অনুকূলে যুক্তি দেওয়া: নৈতিকরণের ভিত্তিতে কোন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায় না। প্রবন্ধটা একটা বিপদের সংকেত। কমিউনিষ্ট বিরোধিতা বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তাকে যে একটা ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় নিয়ে গেছে এবং অধঃপতনের একটা চূড়ান্ত পর্যায়ের যে সূচনা হচ্ছে এটা দেখিয়ে অনেক বছর ধরে এ রকম সংকেত একটার পর একটা আসছিল।

দশ বছর পরে, ১৯৬০ সালের ১১ই মার্চ লেমণ্ডে পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বুর্জোয়া পত্রিকাসেবী সাংবাদিক পিয়েরে হেনরী সাইমন একই প্রশ্ন তুললেন। তিনি লিখেছিলেন: "তাই নির্মম আকস্মিকতার ফলে একটা সশস্ত্র সংঘর্ষের মাধ্যমেই হোক বা দীর্ঘকালব্যাপী শান্তিপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমেই হোক, যেখানে দুটো সভ্যতা মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত, আমাদের সেই জগৎটাতে আমি যেন শুনতে পাচ্ছি কমিউনিজম আমাকে চীৎকার করে বলছে: আমার পক্ষে অগণিত মানুষের গুরুভার রয়েছে, আমার নিয়মে, আমার আশায়; আমার পাশে রয়েছে তাদের ইচ্ছা, যা ঈশ্বর কর্তৃত্ব মুক্ত আর পৃথিবীর বুকেই আধিপত্য স্থাপনের লক্ষ্যে নিবদ্ধ; আমি আকাশে যার সৃষ্টি করেছি সেই নৃত্যপরা স্বর্গীয় নক্ষত্রকে রেখেছে আমার ল্যাবরেটরীর খাতু; আমার পাশে আছে শত শত বিশ্ববিদ্যালয়, আমার লক্ষ লক্ষ ছাত্র তোমাদের সংক্রমণ এবং ভ্রষ্টাচারিতাকে যারা ঘৃণা করে সেই স্পার্টাদেশীয় তরুণসদৃশ এবং মতবাদে বিশ্বাসী তরুণেরা আছে যারা প্রমিথিউসের শৃঙ্খল ভেঙে এবং তার শকুনকে মেরে এর সমস্ত শক্তিকে সহর্ষে ব্যবহার করবে।" (৬)

এই সব ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতির মাঝখান থেকে তিনটি বিবৃতিকে বের করে আনা দরকার। প্রথমতঃ ওরা কমিউনিজম ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার অচ্ছেদ্য বন্ধনকে এবং বিজ্ঞানের ওপর তার 'আস্থাকে'

৬। লেমণ্ডে, ১১ মার্চ, ১৯৬০, পৃ. ৪

স্বীকার করে। এই কিছুদিন আগেও বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা আমাদের যখন আশ্বস্ত করছিলেন যে বিজ্ঞান পুরোপুরি বুর্জোয়াদেরই পক্ষে আছে তখন এই বন্ধনের কথা অস্বীকার করা হোতো। ঐ পুরনো রূপকথাটাকে চিরদিনের জন্য চূর্ণ করা হ'য়েছে। অতীতে যেমন কথায় কথায় তারা বিজ্ঞানের দোহাই পাড়তো এখন আর তত সহজে তা করা যায় না এবং এটা তাদের লড়বার জায়গাকে ছোট করে দিয়েছে। এমনকি বুর্জোয়া মতাদর্শের কট্টর উকিলরাও বুঝতে পেরেছিল যে বুর্জোয়া চিন্তাকে লড়াইয়ের ময়দান থেকে পশ্চাদ-পসরণ করতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, তারা স্বীকার করে যে মানব-জাতির বিকাশে কমিউনিজম "সংস্কার মুক্ত প্রবণতার" সংশ্লেষণ, "মানবাত্মার বলিষ্ঠ প্রকাশের" পরিণাম অর্থাৎ সমাজবিকাশে যা কিছু প্রগতিশীল এটা তারই উত্তরাধিকারী। বুর্জোয়া তত্ত্ববাগীশরা যেখানে নড়তে চড়তে পারতো এটা সেখানেও তাদের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে এবং চিরায়ত ঐতিহ্যকে বর্জন করতে তাদের বাধ্য করেছে যার ফলে তাদের সামাজিক চিন্তা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হ'য়ে পড়েছে। তৃতীয়তঃ, পৃথিবীর পুনর্বিন্যাস ঘটানোই যার লক্ষ্য সেই কমিউনিজম ও বিজ্ঞানের মৈত্রীর সক্রিয় ও কার্যকরী চরিত্রের ওপর তারা জোর দিচ্ছে।

শতাব্দীর শুরুতে, বুর্জোয়া সমাজচিন্তা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করা যায় না আর কমিউনিজম কল্পনা বিলাস। ১৯১৭-র পর সমাজের বিপ্লবী পরিবর্তনকে "নিয়ম বহির্ভূত রুশী ব্যতিক্রম," পুঁজিবাদের পথে চলার একটা ঘটনা মাত্র আখ্যা দেওয়া হ'ল, যেটা দুঃখের ব্যাপার বটে। এখন এইসব পরিবর্তনের বাস্তবতাকে গ্রহণ করার এবং মানুষের মনের ওপর লড়াইয়ের জমা খরচ করার সময় এসে গেছে। পরিণামটা বুর্জোয়া-দের পক্ষে সান্ত্বনার নয়। কমিউনিজমের শক্তিকে পরোক্ষভাবে এবং নানা ভাবে রেখে ঢেকে স্বীকার করা হয়েছে এবং এই স্বীকৃতি সময় সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয়েছে।

আমরা, পুঁজিবাদী দুনিয়াতে আদর্শগত ধ্যান ধারণাকে ব্যবহার করে কাজ করার অসামর্থ্য সম্বন্ধে বেশী বেশী বিবৃতি দেখতে পাচ্ছি। সিনেটে একটা দীর্ঘ ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর ডজ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াই করতে সমর্থ এমন লোকজনকে তালিম দেওয়ার জন্য একটা বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেছিলেন ঃ" শত্রুর বিষয়ে প্রত্যবেক্ষণ নিয়ে এতো মত্ত হয়ে পড়েছি বলে মনে হয় যে এইসব অনুসন্ধানের ফলাফল কোন লক্ষ্যে প্রযুক্ত হবে তা ভাববার মত শক্তি ও মেধা আমাদের বাকি নেই। আমরা যেন প্রায় সম্মোহিত হয়ে মস্তিষ্কের আংশিক পক্ষাঘাতের অবস্থায় পৌঁছে গেছি।" যাদের রাজনৈতিক যুদ্ধের যে আদিম পদ্ধতি সহজেই বানচাল হয়ে যায় সেই আনাড়ীদের তিনি আক্রমণ করেন। "কেমন করে কর্মবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে হয় এবং কেমন করে আমাদের নেতা তৈরী হবে তা দেখাবার মত আমাদের মুক্ত দুনিয়ার কোন লেনিন নেই।" (৭)

একজন পেশাদার কমিউনিষ্ট বিরোধীদের কাছ থেকে আসা এইসব বিবৃতিগুলি দেখিয়ে দেয় যে পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত অবস্থান হারিয়েছে এবং আদর্শগত ধ্যান ধারণার লড়াইয়ের ক্ষেত্রের ওপর রণনীতিগত সম্মুখ সারি থেকে পশ্চাদপসরণ করেছে।

পরিণামে, জীবনই দেখিয়ে দিচ্ছে যে বর্তমানকালে একচেটিয়া পুঁজি সামাজিক চিন্তার জন্য সদর্থক খোরাক দিতে অক্ষম কারণ এর প্রধান কাজ আত্মরক্ষামূলক এবং নিষেধাজ্ঞামূলক। এর তাত্ত্বিকদের সামাজিক পরিবর্তনকে এবং সমাজের বুনিয়াদী পুনর্বিন্যাসকে ভয় করতে শেখানো হচ্ছে। সামাজিক চিন্তাকে প্রতারণার ছদ্মবেশ দিয়ে সাজিয়ে এবং বাস্তবতাকে অলঙ্কৃত করাই তাদের দরকার। গভীর প্রসারী সামান্যীকরণ এবং বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ছাড়াই

---

৭। ভাইটাল স্পিচেস অফ দি ডে, ২৭ খণ্ড, ৫নং, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬০, পৃ ১২৩

সমাজবিজ্ঞানে আংশিক ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার ওপর গবেষণার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞানকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে অর্থাৎ প্রগতি এবং তার শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত হাতিয়ার জোগান দিতে হবে। একচেটিয়ারা সামাজিক চিন্তার ওপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে যায় কারণ সমাজবিকাশে যে সামাজিক চিন্তা মৌল বিষয়-গুলিকে বিবেচনা করতে পারে না সে অনিবার্যভাবেই নিশ্চিহ্ন হবার দিকে এগিয়ে যায়, যেটা বিদায় নিচ্ছে তাকে রক্ষা করার শূন্য প্রচেষ্টায় পর্যবসিত করলে সামাজিক চিন্তাকেই ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হয়।

## নব্য উদারনীতিবাদের চরিত্রগত বিশেষত্ব

কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিষেধকের খোঁজে পশ্চিমে এখন এই মুহূর্তে নব্য উদারনীতিবাদের গুণগান শুরু হয়েছে কারণ দাবী করা হচ্ছে যে কমিউনিজমকে পরাজিত করার জন্য উদারনীতি-বাদ নাকি প্রতিক্রিয়াকে পেছনে ঠেলে দিয়েছে। বাস্তবিক, সাম্রাজ্য-বাদের পক্ষে ছদ্মবেশ হিসাবে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের নামাবলী গায়ে জড়ানো খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

যেমন আমি আগেই বলেছি, এই সব তত্ত্বকে যেটা দিক নির্ণয় করে দিয়েছিল, রাজনৈতিক আধেয় পূর্ণ করেছিল এবং রাজনৈতিক লাইনের সপক্ষে প্রমাণ দাখিলের জন্য এই সব তত্ত্ব যেটা খাড়া করেছিল সেই ১৯শ শতাব্দীর উদারনীতিবাদের সঙ্গেই বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তা ও সমাজ বিকাশের বুর্জোয়া তত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। এই কারণেই বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের ইতিহাস বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের এবং সমাজ প্রগতির তত্ত্বের বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

শতাব্দীর শুরুতে, বুর্জোয়া উদারনীতিবাদে গভীর পরিবর্তন হয়েছিল; নিরঙ্কুশ সামন্তশাসনের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তার এক কালের বিরোধিতা বহুদিন আগেই অর্থহীন হয়ে পড়েছিল যার ফলে বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের সঙ্গে জড়িত সামাজিক তত্ত্বকে তার আপেক্ষিকভাবে প্রগতিশীল বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত করেছিল। রক্ষণশীলতা আর উদারনীতিবাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্যটুকুও আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভিন্ন ভিন্ন নেতাদের নানা শিবিরে যাতায়াতে উদারনৈতিক পার্টিগুলি আগের চেয়ে অনেক বেশী সংকটে পড়তে লাগলো। অবশ্য শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ বন্ধ করেনি। বাস্তবিক, শ্রমজীবী মানুষকে সামান্য সুবিধা দানের নীতি এবং বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের মিষ্টি বুলি বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে এখনও চালু। সময় সময় এই নীতি শ্রমিক শ্রেণীর ওপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা ও দমন নীতির সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করা হয়। সাম্রাজ্যবাদের যুগে আমরা মঞ্চে কোন একটা বড় উদারনৈতিক দলের সাক্ষাৎ পাই না, পতাকা পড়ে আছে, পতাকাবাহী নেই। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজি তাদের সংগ্রহশালায় বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের রাজনৈতিক অস্ত্র আনতে অস্বীকার করেছে। একচেটিয়া পুঁজির দলগুলি ওদের কতকগুলি অস্ত্রকে ধার করতে চেষ্টা করেছে আর নতুন অর্থ সংযোগ করে মুক্ত প্রতিযোগিতা ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে বুর্জোয়া উদার-নীতিবাদের পুরনো ভাষণগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কিন্তু বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের বর্তমান পুনরুজ্জীবনের চেষ্টার মধ্যে বিরাট একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। একদিকে একচেটিয়া পুঁজি, পাতি ও মধ্য বুর্জোয়াদের ওপর নিজের প্রভাবকে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে, এই অংশ একচেটিয়া পুঁজির বিরোধী প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এই ভয়ও থেকে গেছে। শাসক একচেটিয়াদের বিরোধিতার রূপ নিয়ে বুর্জোয়া উদানীতিবাদের কিছু ধ্যান ধারণা বর্তমান দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার কোন ভিত্তি

পাবে না এমন কথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু বুর্জোয়াদের মধ্যে তাদের প্রভাবের ওপর নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত যাতে ওগুলো এক-চেটিয়াদের আধিপত্যই মেনে নেয় সেইভাবে ওগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টায় ঐ প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করার এবং যখনই বিপদ দেখা দেয় তখনই তাকে ছেঁটে কেটে দেবার চেষ্টা করে।

আধুনিক পুঁজিবাদ যাকে নাকি সুনিশ্চিত করেছে সেই "স্বাধীন উদ্যোগ"কে সামনে আনা হচ্ছে। গৎ বাঁধা ধারণাটা এমনি ধরনের ঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি "আর্থনীতিক গণতন্ত্র" সৃষ্টি করে আর উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত প্রেরণাকে নিবিড় করে তোলে। আর্থনীতিক কর্ম-কাণ্ডকে যেটা বাড়িয়ে দেয় সেই 'রাজনৈতিক গণতন্ত্রের' সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ আর সামাজিক সম্পত্তি আর পরিকল্পিত আর্থব্যবস্থা নাকি ব্যক্তিগত উদ্যোগের কণ্ঠ রুদ্ধ করে আর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশের বাধা সৃষ্টিকারী 'স্বৈরতন্ত্র', 'গোষ্ঠীতন্ত্র' এবং অন্যান্য রাজ-নৈতিক বিন্যাসের জন্ম দেয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আর্থ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু সমালোচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

কিন্তু গোটা ধারণাটাই ইচ্ছাকৃত বাগাড়ম্বর এবং প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনাবাদ। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত প্রেরণা ও উদ্যোগ পুঁজিবাদের বর্তমান নয়—অতীত আর সেখানে ফিরে যাবার কোন পথ নেই। বর্তমানকে পুঁজিবাদের একচেটিয়া-পূর্ব অবস্থা বলাটা বুর্জোয়া প্রচারকদের চোরের হাত থেকে বাঁচানোর আশ্বাস দিয়ে গচ্ছিত অলঙ্কার চুরি করার কৌশল। দ্বিতীয়তঃ, আজকে কেবল সমাজ-তন্ত্রই সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ ও ব্যক্তির উদ্যোগ এবং সৃজনশীল চিন্তার নিরন্তর বৃদ্ধির পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে।

সামন্তবাদের হাত থেকে যখন পুঁজিবাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল তখন সেটা উদ্যোগ, বলিষ্ঠ কার্যক্রম এবং সাহসী প্রেরণা সৃষ্টির পালন পোষণ করেছিল এবং এটা থেকেই রেনেসাঁর, ১৮শ শতাব্দী এবং অংশতঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিককার যুগের সৃজনশীল ক্ষমতার

ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যদিও তা সত্ত্বেও জনগণের ব্যাপক অংশ কোন উদ্যোগ দেখায় নি এবং সত্যিকারের ব্যাপক হয়েও ওঠেনি।

আজকের একচেটিয়া পুঁজিবাদের আওতায় কি 'স্বাধীন উদ্যোগ' থাকতে পারে? লেনিন লিখেছিলেন: "এই ধরণের পুঁজিবাদের আওতায় প্রতিযোগিতার অর্থ জনগণের ব্যাপক অংশের, তাদের গরিষ্ঠ অংশের, একশত জন খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে নিরানব্বই জনের উদ্যোগ, কর্মশক্তি ও বলিষ্ঠ প্রেরণার নির্মম দমন; এর অর্থ সামাজিক সিঁড়ির ওপরের ধাপের জালিয়াতি, স্বজনপোষণ, চাটুকারীতার দ্বারা প্রতিযোগিতারও অপসারণ।" (৮)

আজকে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের আওতায় প্রতিযেগিতার অর্থ মধ্য বুর্জোয়াদের মধ্যেও উদ্যোগকে দমন করা যাদেরকে মুষ্টিমেয় অতিকায় একচেটিয়াদের লুণ্ঠনের একটি দানাও ভাগ দেওয়া হয় না। বড় একচেটিয়ারা পাতিবুর্জোয়াকে হাতের মুঠোতে রেখে দেয়। এটা এই রকম হয় বলেই পুঁজিবাদের আওতায় শ্রমিকদের মধ্যে কোন প্রেরণা বা উদ্যোগ আসতে পারে কি? তাই 'অবাধ উদ্যোগের' লম্বা লম্বা গল্প অতীত যুগের ব্যাপার। তা হলে কি 'অবাধ উদ্যোগের প্রবক্তারা বর্তমান পরিস্থিতির অবসান এবং অতীতে ফিরে যেতে চায়? কিন্তু এটা করার মত কোন শক্তি আছে কি? যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক সহস্র কর্পোরেশনের মধ্যে মাত্র ৫০টিকে সরকার বড় বড় ঠিকেদারী দিয়ে থাকে। যারা মোটা মোটা ঠিকেদারী পায়, ইউ, এস নিউজ এণ্ড ওয়ার্লড রিপোর্ট জোর দিয়ে বলেছে, ছোট কোম্পানীগুলো তাদেরই উপগ্রহ হয়ে থাকে। কিন্তু ওই ব্যবস্থাটা অধীনস্থ সামন্ত ব্যবস্থা— 'অবাধ উদ্যোগ' নয়। গুরুতর সামাজিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে কি করে এটাকে বিলুপ্ত করা যাবে?

অবশ্য, একচেটিয়ার অধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় আর সেটা করার একমাত্র পথ হল যারা সামাজিক ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের দিকে এবং ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেই শ্রমিকশ্রেণীর

৮। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৬ খণ্ড, পৃ ৪০৪

ক্ষমতাকে বাড়ানো। তার গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী সমস্ত একচেটিয়া-বিরোধী উপাদানকে একটা তরঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করছে। অতীতে ফিরে যাওয়ার প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনাবাদ মধ্য ও ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদের তাদের স্বার্থের পরিপূরণের পথে না এগিয়ে দিয়ে একচেটিয়া-বিরোধী তরঙ্গ থেকে নিছক সরিয়ে দেওয়ার কাজটা করতে পারে।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্বার্থের উন্নয়নে বুর্জোয়া উদার-নীতিবাদের ঐতিহ্যের কিছু অংশ ব্যবহার করার নতুন পদ্ধতিটা পশ্চিম জার্মানীর ব্যাপারে বেশ ভালভাবে বোঝা গেল, যেখানে বাজারী আর্থ ব্যবস্থা, অবাধ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক স্থাপনের কথা বলা হচ্ছিল। এই 'নব্য উদারনীতিবাদের' সারমর্মটা কি? নব্য উদারপন্থী চ্যান্সেলার এরহার্ডের বিবৃতিগুলো পড়ে প্রত্যেকটা সুস্থ মনের অধিকারী মানুষ নিজেকে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করুক: অবাধ বাজারের আর্থ ব্যবস্থাকে মুক্ত করে আর মধ্য ও এমনকি ক্ষুদ্র বুর্জোয়াদেয় জন্য অন্যান্য সুবিধা আদায় করে একচেটিয়া পুঁজিকে দমন করতে যে সমর্থ এমন শক্তি আছে? এরহার্ড বলেছেন যে দেশের আর্থ ব্যবস্থাকে চালু রাখতে যে পারে বা অবশ্যই পারবে এমন একটা 'শক্ত রাষ্ট্রের' দরকার। কিন্তু দ্রুত প্রযুক্তিগত বিকাশের যুগে বিকাশের জন্য যেখানে প্রচুর লগ্নীর দরকার সেখানে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় আর্থ ব্যবস্থাকে কে নিয়ন্ত্রণ করবে? অবশ্য এরহার্ড নিশ্চয়ই মুহূর্তের তরেও বিশ্বাস করেন নি যে ক্ষুদ্র উৎপাদকরা বা এমনকি মধ্যম বুর্জোয়ারাও এটা করতে পারবে। শ্রমিকশ্রেণীর উপর আস্থা স্থাপন করবারও কোন ইচ্ছা তার ছিল না। আজকালকার পুঁজিবাদী অবস্থায় 'শক্ত রাষ্ট্র' হল একচেটিয়া পুঁজি-বাদী নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র। উদারনৈতিক কথাবার্তা দিয়ে শুরু করে এরহার্ড একচেটিয়া পুঁজিবাদের কৈফিয়ৎদার হয়ে দাঁড়ালেন।

পুঁজির ক্রমবর্দ্ধমান কেন্দ্রীভবন এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের বর্তমান স্তর একচেটিয়া পুঁজি সামাজিক জীবনের নানা দিকে বিজ্ঞান গবেষণা থেকে শুরু করে শ্রম সম্পর্ক পর্যন্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ার

মধ্যে যাতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করা যায় তার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যেকটি উপাদানে হস্তক্ষেপ করছে। এই প্রবণতা শ্রেণীসংগ্রামের উগ্রতা বৃদ্ধি করছে এবং আর্থ ব্যবস্থার ও সামাজিক ব্যাপারে অধিকতর বক্তব্য রাখার প্রচেষ্টায় একচেটিয়াদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে ধর্মঘট সংগ্রামকে বাড়িয়ে প্রলেটারিয়েটদের আরও জোরাল সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছে। একচেটিয়াদের ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যখন এই সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে তখন এই সংগ্রাম যাতে আরও গভীর ও সম্প্রসারিত না হয় তার জন্য একটা আপোষের প্রস্তাব দিয়ে এফ, আর, জি-র সরকার মধ্যস্থের ভূমিকা নেয়। এফ, আর, জি-র উদাহরণই দেখিয়ে দিচ্ছে যে যখনই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম বিশেষ করে তীব্র হয়ে ওঠে এবং যখন আপোষের ব্যাপারে একচেটিয়াদের অস্বীকৃতি গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনে তখনই সরকার মধ্যস্থ হবার উদ্যোগ নেয়। নব্য উদারপন্থীরা যেটা দাবী করেন যে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র মধ্যস্থ হয়ে পড়ে, এটা কি তাই? অবশ্যই এটা তা করে না। রাষ্ট্র গোটা পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থকে বাঁচাতে শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে একটা 'সামন্তর' কাজ করে।

নব্য উদারনীতিবাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে মধ্য ও পাতি বুর্জোয়া সহ গোটা জাতির কাছ থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অভিজাত অংশের ক্রমবর্দ্ধমান বিচ্ছিন্নতার বিপদ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক জীবনে পূর্বাপেক্ষা বর্দ্ধমান আর একচেটিয়াদের অনেক প্রতিনিধি এটা স্পষ্টভাবে জানে এবং আশঙ্কাও করে। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান বিচ্ছিন্নতা থেকে কেমন করে একজন নিষ্কৃতি পেতে পারে। তাঁর প্রেসিডেন্ট পদে আসীন থাকার সময় ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট মধ্য ও পাতিবুর্জোয়াদের সঙ্গে কিছু সাহসিকতাপূর্ণ আপোষ রফা করেছিলেন কিন্তু তাঁর নীতির অনিবার্য পরিণাম হল রাজনৈতিক জীবনে যারা একচেটিয়াদের বিরোধিতা করার প্রবণতা যুক্ত তেমনি একাংশের ক্রমবর্দ্ধমান প্রাধান্য

বৃদ্ধি। এই কারণেই রুজভেল্টের দৃঢ় পদক্ষেপে একচেটিয়াদের ক্রমবর্দ্ধমান বিচ্ছিন্নতা এখনও একচেটিয়া পুঁজির নেতাদের কাছে আশঙ্কার উৎস।

এখানে হিসাবে ধরার মত আরেকটা ঘটনা দেওয়া হল। স্যাটারডে রিভিউতে লিখতে গিয়ে নরম্যান কাজিনস যুক্তরাষ্ট্রের এই কূটাভাসটির কথা উল্লেখ করেন: "অবাধ উদ্যোগ ব্যবস্থার গুণকীর্তণ যারা সবচেয়ে জোরের সঙ্গে করেন, আসল ব্যাপারে এসে তাদের অবস্থাটা সামান্যই দেখতে পাওয়া যায়—ব্যাপারটা এই। তাঁরা ওদের যৌথ ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে কিন্তু সামরিক প্রকল্পের ব্যাপারে সরকারী উপাদান বিজড়িত হওয়াটাকে উপেক্ষা করে।" (৯) রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ থেকে অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর্বে ফিরে যাওয়াটা অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাপার। নব্য উদার-নীতিবাদের মিষ্টি কথা পুঁজিবাদের 'সৃজনশীল ক্ষমতার' ওপর মধ্য ও পাতিবুর্জোয়াদের আস্থা বজায় রাখার জন্য অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত যারা নাকি তাদের ক্ষমতাকে 'সাধারণ সমৃদ্ধির' জন্য ব্যবহার করতে ইচ্ছুক সেই একচেটিয়াদের ক্ষমতার কল্যাণকারী ফলাফলের উপরই নির্ভরশীল করে রাখার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যখন এই সব প্রতিশ্রুতি কাজের দ্বারা সমর্থিত হয় না, তখন শীঘ্র বা বিলম্বে মধ্য ও পাতিবুর্জোয়াদের কাছে তাদের আকর্ষণ কমে যাওয়ার দিকে গড়ায়। একচেটিয়াদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রকৃত পথ সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির একটি তরঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মধ্যেই রয়েছে।

## রাজনৈতিক উদ্বেগ এবং ব্যক্তির আত্মিক উৎকর্ষতা সাধন

আজকে উদারনীতিবাদের যা ঘটছে তার আরেকটা দিক দেখা যাক। উদারনীতিবাদের বাড় বাড়ন্ত এমন একটা সময়ে হয়েছিল

৯। স্যাটারডে রিভিউ, ১০ই আগষ্ট, ১৯৬৩, পৃ ১৪

যখন বড় বড় শক্তিশালী দল এটাকে তাদের পতাকা করে নিয়েছিল। দৃষ্টান্ত নিলে আজকের যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক মঞ্চে দুটি পার্টির আধিপত্য আছে যাদের রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্যে যদি কিছু পার্থক্য থেকেও থাকে তবে তা অতি সামান্য। যে দেশে শুধু বড় বুর্জোয়াই নেই, অধিকন্তু তার সঙ্গে মধ্য ও ক্ষুদ্র বুর্জোয়া আছে এবং সদৃশ গঠন যুক্ত নয় এমন শ্রমিকশ্রেণীও আছে আর বেশ বড় রকমের কৃষক শ্রেণীও আছে তেমনি একটা দেশে ওদের রাজনৈতিক মুষ্টিটা বেশ দৃঢ় সন্নিবদ্ধ। এই সমস্ত শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বার্থ আছে। আবার তার মধ্যে—ডেমোক্রাটিক পার্টি রিপাবলিকান এই দুটোই মাত্র পার্টির বিরাট টাকা আছে, যার মানে আধিপত্য করার ক্ষমতা আছে। পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স ও ইটালিতে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের প্রচেষ্টাটাও রাজনৈতিক মঞ্চে একচেটিয়া কর্তৃত্ব বজায় রাখাতে কেন্দ্রীভূত। এই ভাবে একচেটিয়াদের ক্রমবর্দ্ধমান শাসনের প্রভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাজনৈতিক জীবন বিকৃত হয়ে পড়ছে, আর যুক্তরাষ্ট্রে কোন উদার-নৈতিক দলও নেই।

রাজনৈতিক দৃশ্যপট জুড়ে অবস্থান গ্রহণ করে দুটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কার্যতঃ রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিবর্তে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধকে এনেছে যাদের মধ্যে পার্থক্যটা প্রান্তিক যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনের একজন বিশেষজ্ঞ ক্লিনটন রস্‌সিটার এর 'বিশেষ আত্মশক্তি'র বিশেষত্বটাকে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে "জাতি হিসাবে এবং ব্যক্তি হিসাবে আমাদের অচরণে রাজনীতিক জীবন ধারণের একটা উপায় হিসাবে ধরে এবং জনসেবার কাজ করে একটা গভীর অঙ্গীকার বদ্ধ হওয়ার কোন ব্যাপার অনুপস্থিত। কোন কোন লেখক একে বলেন 'অসমবেদী,' অন্যেরা বলেন 'নিস্পৃহতা'।" (১০) এটাই

১০। সি. রোসসিটার, পার্টিজ অ্যাণ্ড পলিটিকস্ ইন আমেরিকা ইথাকা, নিউইয়র্ক, ১৯৬০, পৃ ২৪

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার পরিণাম। ফরাসী ভাষ্যকার জিওর্জে'স লাভাউ বলেন যে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের কালে সোরগোল তোলার ফলে "ভোটদান পদ্ধতির কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে যার জন্যে শতখানেক বা কিছু ভোটপত্র বাড়ে।" (১১) রোস্‌সিটার আরও বলেন যে আমেরিকার দুটি পার্টির প্রত্যেকটাই তাদের অনুগামীদের কাছ থেকে যা চায় সেটা হল ভোট। তার সঙ্গে যোগ করুন যে পার্টি তার সাধারণ অনুগামীদের জন্য কিছুই দেয় না আর নেতারা ভোটে জিতলে একটা দায়িত্বহীন পদ পাবার আশা করতে পারে, আর এটাই 'অসমবেদীতার' কারণ।

একচেটিয়া পুঁজিবাদের আওতায় রাজনৈতিক জীবন প্রবল একচেটিয়া পুঁজির অধীনস্থ বাজারের মতই সংগঠিত যেখানে ভোক্তাদের জন্য এক বা একাধিক—কখনও একটি মাত্র কর্পোরেশনের উৎপাদিত 'নানা ধরনের' মার্কামারা মাল বের করা হয় কারণ নানা মার্কা দেয় অধীনস্থ কোম্পানীগুলি। এটা একচেটিয়া পূর্ব যুগের বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের অধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন রকমেই সাদৃশ্যযুক্ত ?

অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে একচেটিয়া পুঁজিবাদের ও তার রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকাশ যুক্তরাষ্ট্রের স্তরে পৌঁছনো বাকি আছে কিন্তু একচেটিয়ারা ঐ একই ধারায় সমাজের রাজনৈতিক জীবনকে সংগঠিত করার চেষ্টায় আছে। ইটালিতে, একচেটিয়া পুঁজি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের রাজনৈতিক ব্যাপারে শাসক সংস্থা হিসাবে স্থাপন করার চেষ্টা করছে। ফ্রান্সেও ঐ একই ঝোঁক ছিল কিন্তু প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত ক্ষমতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ওটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্য ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। একচেটিয়াদের বিরুদ্ধতা করার ব্যাপক জনগণকে সমাবেশ করার শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা উচ্চস্তরের সংগঠন ও চেতনা দেখানোর কারণেই কেবল এই সব দেশে

১১। জি, ই, লাভাউ, পার্টিস. পলিটিকেস এট্ রিয়ালিটিজ সোসিয়ালে প্যারিস, ১৯৫৩, পৃ ৮০

এই প্রবণতাগুলির আধিপত্য হয় নি। বৃহৎ বুর্জোয়া উদারনৈতিক পার্টিগুলির অধীনে যে রাজনৈতিক জীবন ছিল তার স্মৃতির সঙ্গে এগুলো মেলে না।

অতীতে, বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের একটা রাজনৈতিক অবস্থান সহ একটা রাজনৈতিক প্রবণতা ছিল। আজ অনেক বুর্জোয়া পর্যবেক্ষক যুক্তরাষ্ট্রে একচেটিয়াদের দ্বারা রাজনৈতিক জীবনের কণ্ঠ রোধ করার মধ্যে বিপদ আছে বলে মনে করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রোস্‌সিটার স্বীকার করেন যে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে একমাত্র মতাদর্শ ইঞ্জেক্‌শন দেওয়া দরকার। উভয় পার্টির বর্তমান মতাদর্শ অত্যন্ত দুর্বল: "এক দলের রক্ষণশীলতা সম্পূর্ণ রকমে আন্ত্রিক, আর অন্যের উদারনীতিবাদ জেফারসন ও উইলসনের আদর্শবাদের ভেংচানি। (১২) ১৮শ শতাব্দীর রাজনৈতিক নেতা জেফারসন আর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই উইলসনকে একটা ছাতার তলায় আনা হচ্ছে এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে যে উদারনীতিবাদের ধারণা খুবই ঝাপসা তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। "উভয়ের কাছ থেকে আমরা যা চাই সেটা হল আরেকটু কম কূটনীতি এবং আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কিছু ধারণা।" (১৩) রাষ্ট্র-যন্ত্রকে কব্জা করার জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে যে কামড়া কামড়ি সেটাই হোল গোষ্ঠীগত কূটনীতি। বুর্জোয়ারা আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন আদর্শ সৃষ্টি করতে পারে নি আর এখানেই আজকের বুর্জোয়া মতাদর্শের দুর্বলতম স্থানে রোস্‌সিটার তাঁর আঙুল দিয়েছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সামনে যে সম্ভাবনা উন্মুক্ত হ'তে যাচ্ছে, ১৯৬১ সালের ১৫ই অক্টোবর সি, পি, এস, ইউ-র ২২শ কংগ্রেসের প্রাক্কালে তার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ব্রিটিশ রক্ষণশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা

---

১২। সি, রোসসিটার, পার্টিজ এণ্ড পলিটিকস্‌ ইন আমেরিকা, পৃ ১৭৫
১৩। ঐ

অবজারভার সঠিক যুক্তিতেই লিখেছিল : "এই ধরনের একটা উচ্চাকাঙ্খী কর্মসূচী যে লোকায়ত কল্পনাকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারে এবং সোভিয়েটের শক্তিকে যে 'সমাবেশ' করতে পারে তাতে কোন সন্দেহই নেই আর পশ্চিমের যে বিবৃতি জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করা হ'চ্ছে তাতে এর আকর্ষণের তুলনায় জনগণের সামনে কোন ভবিষ্যতের স্বপ্নই নেই।" (১৪) পুঁজিবাদীরা যেটা ভয় করে সেটা হ'ল এই যে সমাজতন্ত্র মানুষকে ভবিষ্যতের দিকে নজর আকর্ষণ করছে আর সমাজ বিকাশের সম্ভাবনা সম্বন্ধে চিন্তা করাচ্ছে।

যেমন এক সময় হুইগরা টোরিদের বিরোধিতা করেছিল আর পরে লিবারেলরা কনজারভেটিভদের বিপক্ষে ছিল ঠিক তেমনি কনজারভেটিভদের বিপক্ষে লেবার বা উদারনীতিক ঐতিহ্যকে বিকশিত করার জন্য উদারনীতি গ্রহণ করছে বলে ব্রিটেনের বুর্জোয়া লেখাতে মন্তব্য দেখতে পাচ্ছি। পরিণামে উদারনীতিবাদ একটু বাঁদিকে হেলে পড়েছে। ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে যিনি একটা বড় গ্রন্থ লিখেছেন সেই রবার্ট ম্যাকেঞ্জি শতাব্দীর গোড়ার দিককার একজন নেতা লোয়েলের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছিলেন, যিনি লিবারেল ও কনজারভেটিভদের সম্পর্কে এই কথা বলেছিলেন : "দুটোই ধোঁকা, তবে পার্থক্য এইটুকু, কনজারভেটিভদের সংগঠনটা স্বচ্ছ আর লিবারেলদেরটা অস্বচ্ছ, ধোঁকাবাজি।" ম্যাকেঞ্জিও তার সঙ্গে যোগ করে বলেছেন যদি "লিবারেলদের" বদলে "লেবার বসানো যায়" তাহলে এমন একটা অর্থ দাঁড়াবে যাতে লোয়েলের মন্তব্য আজও প্রযোজ্য হবে।" (১৫)

কনজারভেটিভ ও দক্ষিণপন্থী লেবার নেতারা প্রধান ব্যাপারটায় একমত যার নাম বুর্জোয়া ব্যবস্থার নীতি। একর্থে এ কথাটা সত্যি যে দক্ষিণপন্থী লেবার নেতারা এখন বুর্জোয়া নীতির পদচিহ্ন অনুসরণ

১৪। অবজারভার, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬১, পৃ ১৩
১৫। রবার্ট টি ম্যাকেঞ্জি, ব্রিটিশ পলিটিক্যাল পার্টিজ, লণ্ডন ১৯৫৫, পৃ ৫৮১

করে শ্রমিকশ্রেণীকে এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে পরিচালনা করে কিন্তু লেবাররা প্রতিযোগিতা, "অবাধ বাজার" ইত্যাদি সহ একচেটিয়া পূর্ব পুঁজিবাদের স্তুতিগান করে না বরং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির প্রভাবকে পরিচালিত করে আর শ্রমজীবী মানুষ এবং পাতি-বুর্জোয়াদের কাছে সমকালীন পুঁজিবাদের, যার নাকি "শোষণকারী নখদন্ত খসে গেছে" আর "কল্যাণ রাষ্ট্রে" পরিণত হয়েছে বলে তার সম্পর্কে অলীক মোহ বিস্তার করে পরামর্শ দেয়।

১৯২০ সালে লেনিন লিখেছিলেন "লিবারেলরা হয় লেবার নেতাদের বন্ধু নয়তো (তাদের নতুন প্রভু)।" (১৬) লেবার পার্টির নেতারা বারবারই দেখিয়েছে যে তারা "শ্রমিকদের থেকে পুঁজিবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখাই বেশী পছন্দ করে।" (১৭) কনজারভেটিভদের সঙ্গে মিলে লেবার নেতাদের কৌশল হ'ল রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর বামপন্থী বিপ্লবী উপাদানগুলি এবং কমিউনিষ্টদের হটিয়ে দেওয়া গদীতে আসীন ও বিরোধিতায় নিযুক্ত দুটি দলেরই অন্যান্য শক্তিকে বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনীর পার্টিকে ঐ মঞ্চে আসাকে প্রতিহত করার জন্য ভোটের প্রচারের বিরাট বৈষয়িক সুবিধা এবং প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মঞ্চটি দখল করে রাখাতেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু এই ধরনের 'দুই পার্টি' ব্যবস্থা কিছু মতদাতাকে ভোটদান থেকে দূরে রাখার অবস্থা তৈরী করে আর জনগণকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অনাস্থা আনতে সাহায্য করে।

হালে ব্রিটেনে উদারনীতিবাদের পুনরুজ্জীবনের ঝোঁক দেখা যাওয়ায় ব্রিটেনের রাজনৈতিক মঞ্চে লিবারেল পার্টির পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা হচ্ছে। লেবার পার্টির একটা ক্রমবর্দ্ধমান বামপক্ষ থাকায় আর তার প্রার্থীরা শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন পাওয়ায় লেবার পার্টি

১৬। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৮৬
১৭। ঐ, পৃ ৮৭

এখনও বুর্জোয়াদের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়ে রয়েছে। সাদা কলারওয়ালা শ্রমিক অর্থাৎ যারা শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হয়ে উঠেছে বা এর ঘনিষ্ঠ মধ্যবর্তী অংশের প্রতিনিধি কর্মচারী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের দলে টানবার আশা একটা জরুরী দিক।

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সার্বিক সংকটে বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন প্রগতিশীল বিকাশের এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রধান বিষয় হয়ে উঠছে। একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালানো, বুর্জোয়া সমাজের একচেটিয়া বিরোধী উপাদানগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে জড়ো করা সম্ভব। মধ্য ও পাতিবুর্জোয়াদের ওপর তাদের প্রভাবকে বজায় রাখার জন্য নানা রকম ছল চাতুরি ও ঠেকো দিতে হচ্ছে। পাতিবুর্জোয়াদের কথা দূরে থাক, একচেটিয়ারা মধ্য বুর্জোয়াদেরও জন্য রাজনৈতিক মঞ্চে আসার কোন পথ করে দিতে প্রস্তুত নয় কারণ এই উপাদানগুলি একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে একটা বিরোধী শক্তি হয়ে উঠতে পারে। এই রকম হওয়ায়, তাদের পক্ষ থেকে কোন স্বাধীন রাজনৈতিক সংগ্রামকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করে এবং তার দ্বারা উদারনৈতিক আওয়াজকে নিছক কথার কথা ও ধাপ্পাবাজিতে পরিণত করে একচেটিয়ারা তাদের নিজেদের স্বার্থে সমাজের এই অংশের মধ্যে তাদের মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রতিযোগিতা, অবাধ উদ্যোগ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যে পুরনো উদারনীতিবাদ সংগ্রাম করতো তা কোঁতে এবং স্পেনসারের পরিকল্প এবং তত্ত্ব সহ তাদের ব্যবস্থার মূল ছিল। সমকালীন উদারনীতিবাদ হয় একচেটিয়া-পূর্ব স্তরে ফিরে যাওয়ার একটা বন্ধ্যা কল্পনাবাদ আর তা না হলে এটা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের একটা আড়াল করার পর্দা। যে দিকেই হোক, নব্য উদারনীতিবাদ বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তাকে অবক্ষয় ছাড়া আর কোথাও নিয়ে যাবে না।

## বুর্জোয়া উদারনীতিবাদী আওয়াজের কি হ'ল।

আজকের বুর্জোয়ারা যে সব আওয়াজ বাজিয়ে চলেছে তার মধ্যে সব চেয়ে জালিয়াতিপূর্ণ আওয়াজ হলো পুরনো দিনে উদার-নীতিবাদীরা যেটাকে তুলে ধরতো সেই 'ব্যক্তির স্বাধীনতার' আওয়াজটাই প্রধান। আজকের পুঁজিবাদী সমাজে, যার বিরুদ্ধে একচেটিয়া পুঁজি কার্যতঃ তার আক্রমণ চালাচ্ছে সেই বলিষ্ঠ ও জোরালো গণতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমেই ব্যক্তি অধিকার বজায় থাকতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলনে গণতন্ত্রের যে কোন চিহ্নকেই গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রভুদের দ্বারা বিদূরিত ও অপসারিত করা হয়। অন্য দেশের একচেটিয়া পুঁজিও এটাই অর্জন করতে চায়। সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সংস্থা, শ্রমজীবীদের ও পাতিবুর্জোয়াদের ক্লাব যেগুলো ১৯শ শতাব্দীতে খুবই জনপ্রিয় ছিল তার কোন চিহ্নই রাখা হয় নি। সাধারণ মানুষ একচেটিয়া পুঁজির পাপাসক্ত মুষ্টির মধ্যে নিজেদের দেখতে পাচ্ছে। একচেটিয়ারা তাকে বিচ্ছিন্ন করতে, আত্মসন্তুষ্টির ভদ্রজনোচিতভাব ঢুকিয়ে দিতে আর তার মানস জগতকে উপভোক্তা বাজারী খরিদ্দারের সংকীর্ণ মানসিকতার মধ্যে আটকে দিতে চাইছে। ব্যক্তির নিজস্ব কোন স্বাধীনতা থাকতেই পারে না। কারণ একচেটিয়ারা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ওপর জবরদস্তির একটা গোটা ব্যবস্থা কায়েম করেছে।

সমাজবিজ্ঞানী ডেভিড রায়েসম্যান এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি করেছেন: "......গণতন্ত্রের যেটা বৈশিষ্ট্য, বাস্তবে সেটা হ'ল কিছু করার সামর্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, যেটা বেঁচে আছে শুধু খেলাধুলার মধ্যে।" (১৮) পুঁজিবাদী দুনিয়ার "গণতন্ত্র" সর্বদাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্কের চৌহদ্দির মধ্যে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বাঁধা। একচেটিয়ার অধীনে এটা সম্পূর্ণই উবে যায় আর

১৮। ডেভিড রায়েসম্যান, দি লোনলি ক্রাউড, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৩, পৃ ৮৩

এই কথাটাই ম্যানহেইম বোঝাতে চাইছেন।

অবশ্য, যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে ততক্ষণ বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদ বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিকোণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'য়ে থাকবে আর এই ঘটনাটাকেই নব্য উদারনীতিবাদের মতাদর্শীদের দ্বারা ব্যবহৃত হ'চ্ছে। কিন্তু একচেটিয়াদের আধিপত্যে ব্যক্তিত্ববাদ বিকৃত হয় এবং অবক্ষয়ের দিকে ঝোঁকে। সমাজ জীবনের সংগ্রামটা এবং যেখানেই মানব সামর্থ্য ব্যবহৃত হয় সেখানেই অতিকায় একচেটিয়ারা আধিপত্য করে। তাদের বিধ্বংসী গুরুভারে, সাধারণ মানুষ অজানা সামাজিক শক্তির আধিপত্যে পিষ্ট হয়ে সমাজের মধ্যে তাল হারিয়ে ফেলে এবং তার সত্যকারের ভূমিকা ও সামাজিক মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না। সে স্ফীতকায় অহংবোধ, আত্মজ্ঞানসর্বস্ব এবং কামুকতা প্রভৃতি এবং দাস মনোভাব, হীনমনস্কতা, মরমীবাদ এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির ভীতির মধ্যে দোদুল্যমান হ'য়ে থাকে।

চরম ব্যক্তিত্ববাদ ব্যক্তিত্বকে নিঃস্বতার দিকে নিয়ে যায়, বুর্জোয়া মনোবিকলনবিদ্‌রা যেটা স্বীকার করেন তেমনি অসহায় নিঃসঙ্গতা থেকে উদ্ভূত হয়ে আকস্মিক মতি পরিবর্তন ও এমনকি অসুস্থতা সৃষ্টি করে। মানব চেতনা অন্য মানুষের সম্পর্কে এসেই বিকশিত হয় এটা মনোবিজ্ঞানের একটা প্রাথমিক বিবৃতি। যেখানে সামাজিক সম্পর্কই নিঃস্ব সেখানে মানুষের চেতনাও ঐ রকমই ফুরিয়ে যায়। অনেক দিন ধরে যে সব মানুষ একলা বাস করে এবং কাউকে বলার মত যদি তার কিছু না থাকে তবে সে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে। বুর্জোয়া পশ্চিমী সংস্কৃতিতে সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের নিঃস্বতার আভাস দিয়ে 'আধুনিক বিমূর্ত' চিত্রকলা ও অন্যান্য ঘটনাগুলির অন্যতম মূল এর মধ্যেও থাকতে পারে। কোন কোন বুর্জোয়া তাত্ত্বিক মনে করেন "অবাধ শিল্পের" নীতি সম্বন্ধীয় বাধ্য-বাধকতা থাকলে চলবে না। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাকে যা পরিচালিত করে তেমন একটা স্থায়ী এবং নির্দেশক নীতির ভিত্তিতে গড়া বিশ্বদৃষ্টিকোণ ছাড়া সৃজনশীলতা অসম্ভব:। নীতি ছাড়া কোন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ভেঙ্গে পড়বে এবং

অধঃপাতে যাবে ও সৃষ্টিছাড়া খেয়ালখুশী ছাড়া আর কিছুই হবে না।

তাই, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ পুরনো বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিকোণকে নিজেদের মত করে পরিবর্তিত করে নেয়। অবশ্য এই দৃষ্টিকোণের ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্ক—এখনও বর্তমান, কিন্তু এখন আর ব্যক্তির পক্ষে একই উদ্যোগী মনোভাব প্রদর্শন সম্ভব নয়। ব্যক্তির সক্রিয় ও সৃজনশীল উপাদানকে হত্যা করে পরগাছাবৃত্তির মতাদর্শ ক্রমবর্দ্ধিতভাবে ব্যক্তিকে বাধা দিতে থাকে। এই এক-ঘেয়েমিপূর্ণ মতাদর্শেরই প্রতিচ্ছবি হ'ল বিমূর্ত চিত্রকলা।

পুঁজিবাদ যত নীচে নামছে ততই পুঁজিবাদের পরগাছাবৃত্তির মনোভাবটা নিবিড় হচ্ছে। বিশ্বের রূপান্তর ঘটাচ্ছে এমন সক্রিয় সৃজনশীল ব্যক্তিত্বকে আজ আর মডেল হিসাবে তুলে ধরা হয় না। উপন্যাসে চারপাশের দুনিয়াকে যে অগ্রাহ্য করছে তেমন অন্তর্মুখী লোক জয়ী হচ্ছে। কর্মে নিযুক্ত হওয়ার পরিবর্তে সে অনেকগুলো মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলে। বোধহয় একমাত্র সক্রিয় নীতি পাওয়া যাবে গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যে যেখানে উত্তেজনাকর উপাখ্যানটা গড়ে ওঠে গোয়েন্দা এবং অপরাধীর মধ্যে সংগ্রাম নিয়ে। যে সব লেখার মধ্যে কিছুই ঘটেনা সেগুলো পড়ে পড়ে বিরক্ত হ'য়ে ওঠা পাঠকদের মধ্যে গোয়েন্দা কাহিনী এবং অস্বাভাবিক ঘটনার রোমহর্ষক রিপোর্টের জনপ্রিয়তার বোধ হয় এটাই ব্যাখ্যা।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে আর্থব্যবস্থা ও রাজনীতির বর্তমান অবস্থায় আত্মিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমনকি বুর্জোয়া উদারনৈতিক অর্থেও স্বাধীনতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বইয়ের বাজার, সিনেমা প্রভৃতি একচেটিয়াদের কবলে আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংস সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মারাত্মক ক্ষতি করেছে। সকল দিক থেকে যে একচেটিয়াদের নিয়ন্ত্রিত বাজারের সম্পর্কের দ্বারা পরিবেষ্টিত বারা ঐ পরিস্থিতিকে শুধু দাম নিয়ন্ত্রণেই ব্যবহার করে না অধিকন্তু শ্রোতাদের পছন্দাপছন্দকেও নিয়ন্ত্রণ করে, যার সদস্যেরা একটা নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত আত্মিক খাদ্য পায় সেই মুক্ত দুনিয়ার

বুর্জোয়া 'ব্যক্তি' বর্জিত একজন নপুংসক এবং অরক্ষিত মানুষ।

বুর্জোয়া মতাদর্শের মধ্যে পুরনো দিনের উদারনৈতিক ধ্যান ধারণা ক্রমশঃ কমে আসছে আর পুরনো প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক মতান্ধতা বাড়ছে। সামন্তযুগে 'ধর্ম' এবং 'শৃঙ্খলার' যে অর্থ প্রতিক্রিয়াশীলরা করতো এখনও সেই অর্থই চালু। যারা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার 'অধিকার' জোর করে স্থাপন করেছিল সেই পবিত্র মৈত্রীর পুরনো ধারণা খোলাখুলি পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। ১৯শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে জাতিগুলির 'প্রাকৃতিক' অসাম্যের কথা প্রচার করেছিলেন কাউন্ট গবিন্যুর জাতি বিদ্বেষী প্রলাপ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত বলে এমনকি বিজ্ঞান বলেও (স্বজাতি মানসিকতাবাদ) প্রচার করা হচ্ছে।

বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ থেকে সরে যেতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় এক-চেটিয়া পুঁজিবাদ নিজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনকে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে নি এ কথাটা এখানে উল্লেখ করা দরকার। এই নীতি পরিত্যাগ করার তার ইচ্ছা বা সম্ভাবনা নেই। বাস্তবিকই, বুর্জোয়া গণতন্ত্র নামে পরিচিত বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন পুঁজিবাদের একচেটিয়া পূর্ব অবস্থায় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। নতুন পর্বে যাতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনকে আইনসঙ্গত রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বাদ দিয়ে একটা অনুগ্রহভাজন বুর্জোয়া পার্টিকে পুরনো বুর্জোয়া পার্টির কার্যক্রমকে হস্তান্তরিত করা যায় তার পরিকল্পনাকে সৃষ্টি করে একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত নতুন পর্বে বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনে পরিবর্তন এনেছে। নিজেদের স্বার্থে গণ-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের সুযোগ শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে যত বাড়ছে ততই একচেটিয়ারা সরকারী যন্ত্র-গুলিকে গণতান্ত্রিক চাপের কাছে নতিস্বীকারের সম্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। এই উদ্দেশ্যে ধর্মীয় পার্টিগুলিকেও

কাজে লাগানো হচ্ছে। ইটালিতে ভ্যাটিক্যানের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের এই আশায় সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ওটা চার্চের বিরাট যন্ত্রটিকে ব্যবহার করতে পারে এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের রাজনৈতিক স্বার্থের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য জনগণের ধর্মীয় ধ্যান ধারণাকে ব্যবহার করতে পারে। ঠিক যুদ্ধের পরেই, ফ্রান্সের ক্যাথলিক এম, আর, পি এবং পশ্চিম জার্মানীতে আদেনাউএরের ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট, যেটাও নাকি ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন ছিল তাদেরকে ঐ একই উদ্দেশ্যে এগিয়ে দেওয়া হ'ল।

কিন্তু কতকগুলি পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশে রাজনৈতিক জীবনকে ধর্মীয়করণ করার ওপর বাজি ধরা সাফল্য লাভ করে নি কারণ শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে একচেটিয়ার পক্ষে বিনা বাধায় ঐ ধরনের চালাকি খেলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ধর্মীয় পার্টির মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর লোক ঢুকিয়ে তাদেরকে অনুগামী বানানোটাও একচেটিয়াদের পক্ষে নিরাপদ নয়। শ্রমিকশ্রেণীর সত্যিকারের মনোভাব, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের উদ্দীপনা, শান্তির জন্য তাদের উদ্বেগ এবং একচেটিয়াদের অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশনীতির বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতা নানা ভাবে এই সব পার্টির মধ্যেই ফুটে উঠতে লাগলো। ইতিমধ্যে ক্যাথলিকদের মধ্যে বামপন্থী ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের পুঁজিবাদ বিরোধিতা প্রকাশ করছে এবং শ্রমিকশ্রেণীও কমিউনিষ্টদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে ইচ্ছুক। পোপতন্ত্রকেও এই প্রবণতার স্বীকৃতি দিতে হয়েছে এবং ২৩ তম পোপের জীবনের শেষ প্রান্তে এই লাইনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। শিল্পে কাজ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন এমন কিছু ক্যাথলিক পুরোহিত স্বীকার করেন যে তাঁরা পুঁজিবাদের সঙ্গে তাল দিতে পারছিলেন না আর বুর্জোয়া ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর চেয়ে তার বিলুপ্তি ঘটানোই উচিত। যদিও এখনও এটা

বিপদজনক তত্ত্ব বলা যায় যে যুদ্ধোত্তর বৎসরগুলিতে ধর্মীয় মতবাদকে রাজনৈতিক ব্যাপারের সামনে আনার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

আজকেও একচেটিয়া পুঁজি ফ্যাসিবাদের মতাদর্শ, উগ্রজাতিদম্ভী মতাদর্শ, বর্ণবাদ এবং উন্মত্ত কমিউনিষ্ট বিরোধিতার জন্ম দিতে পারে এ কথা কারুরই ভোলা উচিত নয়। পুঁজিবাদী জগতের উপান্তে একচেটিয়ারা নগ্ন ফ্যাসিষ্ট শাসন চাপিয়ে দিচ্ছে। পদানত ও অর্দ্ধ-পদানত দেশে সরাসরি বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসবাদী সামরিক একনায়কত্ব স্থাপন করা হচ্ছে। এ রকমই ঘটেছে ল্যাটিন আমেরিকায়, যেখানে আইন কানুন নেই, একটা বিশাল পুলিশ বাহিনী হত্যা করছে, রাজনৈতিক খুন চলছে, প্রগতিশীলদের ওপর জুলুম চালাচ্ছে, উস্কানি দেওয়া হচ্ছে আর রাজনৈতিক ব্যবস্থার নামে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে। এ সবই বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ থেকে শত যোজন দূরে।

অবশ্য, এটা বলা ভুল হবে যে বুর্জোয়া সমাজ ভাবনা একেবারেই অস্থিভূত হয়ে গিয়েছে। এখনও এরা বেশ চালাকি খেলতে এবং ঝুঁকি নিতে পারে বিশেষ ভাবে যার ওপর একচেটিয়াদের মুনাফা হয় সেই আর্থনীতিক সমস্যার মোকাবিলায়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে যে তীব্র দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে, উৎপাদনে সর্বদাই যে আকস্মিক বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, বিভিন্ন অংশের এবং অঞ্চলের মধ্যে বিকাশের অনুপাতে গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে এবং সমগ্র ভাবে বিকাশের ধীর গতি—এই সমস্ত সমস্যার সমাধান পুঁজিবাদী বিজ্ঞান করতে পারে নি। শ্রম-জীবী মানুষের কিছু অংশের অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটানো যাকে নাকি শোষণের অবসানকল্পে পরিকল্পিত বলে উপস্থিত করা হচ্ছে তেমনি কিছু প্রস্তাব সামজিক সমস্যার মোকাবিলা করার নামে উপস্থিত করা হচ্ছে আর পুঁজিবাদী দেশের মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আর সম্পত্তির প্রশ্নটার আগের মত গুরুত্ব আর নেই। এটাই হ'ল আজকের দিনের পুঁজিবাদের রূপান্তর ঘটানোর গল্পের সারমর্ম।

পুঁজিবাদের সমাজ ভাবনার বিকাশের জন্য এই বিচ্ছিন্ন অর্থ এই দাবী করা যে—সামাজিক ও জাতীয় পীড়নের উৎপত্তি এবং ঐতিহাসিক বিকাশের গতিপথে শোষণের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে—এই মূল বিষয়টা অতিক্রম করা গিয়েছে। ঐ প্রশ্নটারই উত্তর সমাজচিন্তাবিদরা শতাব্দীর পর শতাব্দী উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ একে চিরস্থায়ী এবং অনিবার্য বলেছেন আর কেউ সামাজিক সম্পত্তি সৃষ্টি করে শোষণ ব্যবস্থার অবসানের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। বুর্জোয়া দুনিয়ার বর্তমান সমাজ চিন্তাবিদদের এই কূট তর্কের সপক্ষে প্রমাণ দিতে হবে: আজকের 'পশ্চিমী' সমাজে নাকি শোষণও নেই, সামাজিক সম্পত্তিও নেই।

বস্তুবাদ ও ভাববাদের ঊর্ধ্বে উঠে দুই বিপরীত মেরুকে নাকি পর্যুদস্ত করা এখন যে সম্ভব হয়েছে এই বুর্জোয়া দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশের সঙ্গে এটা উপমিত হতে পারে। দর্শনের মূল প্রশ্নের জায়গায় ওরা নাকি অন্যান্য দিকের বিষয় উত্থাপন করেছে যার জন্য বস্তু ও মনের মধ্যেকার সম্পর্কটা পূর্বেকার গুরুত্ব হারিয়েছে। বুর্জোয়া দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা ঘোষণা করেছে যে এই সব 'অভিশপ্ত প্রশ্নগুলি' অস্তিত্বহীন এবং পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশে অবদমিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী সমাজ বিজ্ঞান সহ সমস্ত বিজ্ঞানকে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সর্বপ্রধান বিষয়টা থেকে সরিয়ে রেখে 'বিশেষ' ও 'মূর্ত' বিষয়ের গবেষণায় নিজেকে 'প্রত্যক্ষবাদ' ও 'অভিজ্ঞতাবাদের' মধ্যে আটকে রেখে অন্য 'দিক' নিয়ে কাজ চালাতে হবে। তবে, আমাদের কালে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানগুলির, বিশেষতঃ সমাজবিজ্ঞানের বিশেষ সমস্যাগুলো বিশ্ব দৃষ্টিকোণের সাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে পূর্বাপেক্ষা বেশী জড়িত রয়েছে। এটা সামাজিক জীবনের এবং বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের বিকাশেরই যুক্তি।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## সামাজিক নিশ্চলতার ধারণাগুলি

সমাজবিদ্যা পশ্চিমের বিরাট সংকটের দুহিতা। এটাই ছিল বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মানীর প্রয়াত অধ্যাপক আলফ্রেড ওয়েবারের ধারণা। ওঁর সঙ্গে অবশ্যই আমাদের একমত হতে হচ্ছে।

## ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ দর্শনে অপারগ

পশ্চিমের জীবনে বৃহত্তম সংকটের দুহিতা সমাজবিদ্যা আর তাই আধুনিক পুঁজিবাদের কিছু জটিল দ্বন্দ্বের বিবেচনা করা তার পক্ষে খুবই দরকার। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে ওরা এগুলোর অপব্যাখ্যা করে কারণ এর উৎপত্তি সংকট থেকে এবং এই দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে এবং নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপিত হবে এটা হ'তে দিতে ওরা ভয় পায়। বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তা এখন এই ঘটনাটা আর বুঝতে পারে না যে বর্তমানটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় একটা পর্যায় আর এটা এমনি জিনিস যাকে বাদ দিয়ে সামাজিক চিন্তা বিকশিত হ'তে পারে না। তাই, সমাজ বিকাশে তার তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে ছিন্ন হ'ল যার ফলে সমস্ত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার শৃঙ্খলটা পৃথক হ'য়ে পড়লো এবং আর নিয়ম নিয়ন্ত্রিত প্রগতিশীল স্তরের ধারণাটাই অন্তর্হিত হ'লো।

উৎপাদন শক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেকার সম্বন্ধ দেখানোর মত কতগুলি সামাজিক ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝেই বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের কতগুলি ঘটনা নিয়ে বিশ্লেষণ করে।

এখনকার বুর্জোয়া ইতিহাসের দর্শনের ব্যাখ্যার মতই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের মতামতের বৈশিষ্ট্যগুলো হয়ে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক সমাজবিদ্যার একজন প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম অগবার্ণ ১৯২২ সালে একটা তত্ত্ব উপস্থিত করেন যার মতে বর্তমান দিনে অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশ আর আত্মিক বিকাশের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। "সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা" নামে পরিচিত এই তত্ত্বটা খুবই জনপ্রিয়। একটা দিককেই ধরা যাক: আধুনিক পুঁজিবাদের আওতায় প্রযুক্তিবিদ্যা, উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঐ ব্যবস্থার সৃষ্ট আত্মিক সংস্কৃতিকে ছাড়িয়ে গেছে। এটা অনেক সমাজবিদেব মনে ভাবনা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য, এখান থেকে কেউ প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানকে গালাগালি শুরু করতে পারেন —বলতে পারেন এর পরিণাম "অমানবিক" এবং একে ত্বরস্ত করা দরকার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতিকে আক্রমণ করে, যা নাকি আদৌ মানব প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না সেই "যন্ত্র সভ্যতাকে" আক্রমণ করে ঠিক এই কাজটা অনেক বুর্জোয়া সমাজ-বিদ করেছেন। এটা সরাসরি তাদের নিয়ে গেছে প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনাবাদী সমাজ জীবন থেকে "শহুরে জীবন হটাও" তত্ত্বের পক্ষে আর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির অগ্রগতিকে থামিয়ে দেওয়ার পক্ষে। অন্যেরা আধুনিক মানুষের বৌদ্ধিক ও নৈতিকতার বিকাশের "ত্রুটির" ওপর জোর দিয়েছেন এবং এই ত্রুটি দূর করার নানা রকম দাওয়াই বাতলানোর চেষ্টা করেছেন। স্পেনসারের পরে অগবার্ণ মানুষকে তার "প্রযুক্তিগত পরিবেশের" সঙ্গে "খাপ খাইয়ে" নেবার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে এই ধরনের ব্যাপারই করেছেন।

একজন আমেরিকান সমাজবিদ একদিকে "আধুনিক বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তি বিস্তার আর অন্যদিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে—অসামঞ্জস্যের" (১) ওপর প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি মনে করেন পুঁজিবাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো "আধুনিক শিল্প সভ্যতার" সৃষ্ট সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবে না। কিন্তু তিনিও স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি যে পুঁজিবাদের সামাজিক সম্পর্কের বিকাশ উৎপাদন শক্তির বিকাশের পেছনে পড়ে আছে। ঐ একই অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিম জার্মানীর সমাজবিদ্‌দের রচনাতেও দেখতে পাওয়া যায় যাঁরাও সামাজিক কাঠামো প্রযুক্তির বিকাশের পেছনে পড়ে আছে বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। পরিণামতঃ, আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশ মসৃণ নয়ঃ তার আত্মিক জীবন ও সামাজিক কাঠামো অনগ্রসর। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের একটা দ্বন্দ্বের ওপর আঙ্গুল রেখে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা পুঁজিবাদের ঘটনাক্রমিক ধ্বংসের প্রশ্নটা এড়িয়ে যান এবং বলতে ভয় পান।

ইংরেজ দার্শনিক এ, ডি, রীচি "প্রগতিকে জয় করার" কথাটাকে বিভ্রান্তিমূলক বলে ঘোষণা করে মানুষের বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিকাশের ওপর প্রযুক্তিবিদ্যা ও আত্মিক সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধানের প্রভাবকে দায়ী করেন। উনি বলেছেনঃ বন্য প্রকৃতি চিরকালের মত অজেয় থেকে গেছে। বিজয়ের দৃশ্যপটটা যন্ত্রের কৃত্রিম জগৎ; আর সত্যিই যারা বিজিত তারা হ'ল মানুষ, যে ভাবেই হোক যন্ত্রের আধিপত্যের।" (২) তিনি নিম্নোক্ত নিরাশাবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেনঃ "মানব বিবর্তন প্রক্রিয়াটা এর বেশী আর কিছু নয় যে একদা তারা সরল ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল আর এখন তারা বিরাট যন্ত্র সজ্জিত দল।" (৩) প্রায় একই ধরনের মত দিয়ে ছিলেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল, যিনি বলেছিলেন যে মানব প্রকৃতি এবং মানুষের নিয়তিজাত

---

১। হ্যারি এলমার বার্নেস, হিস্টোরিকাল সোসিওলজি : ইটস ওরিজিন এণ্ড ডেভেলোপমেণ্ট, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৮ পৃ ১৬৮

২। এ, ডি, রীচি, সায়েন্স এণ্ড পলিটিকস্‌, ১৯৫৭, পৃ ২২

৩। ঐ, পৃ ৪৬

লালসা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে, আর বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা নিছক সেই পুরনো লালসা মেটানোর উপায়ে পরিণত হ'য়েছে। এই কারণেই মানব জাতির বিকাশে এই জাজ্বল্যমান বিষয়াভুপাত সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এর জন্য দোষটা পড়ছে ত্রুটিপূর্ণ মানব প্রকৃতির ঘাড়ে।

তাই,—জোর দিয়ে বলা দরকার—পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের ভূমিকা যেমন স্তিমিত হ'য়ে আসছে এবং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে উৎপাদন শক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে বিকৃত করছে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা তাদের .মত করে স্বীকার করছে যে পুঁজিবাদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব আছে। বাস্তবিক তাঁদের অনেকে পুঁজিবাদের এই ব্যাধিকে সারিয়ে এই স্তরে রেখে দেবার উপায় খুঁজছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, অগবার্ণের "সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার" বিবৃতি থেকে যা শুরু হ'য়েছিল তেমনি আধুনিক "শিল্প সমৃদ্ধ সমাজ" তত্ত্বের কতকগুলি মূল ধারণা এই উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করছে। একদল "শ্রমশিল্পের সমাজবিজ্ঞানী" এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তাদের প্রধান কর্তব্য হ'ল শ্রমিকের মানসিকতাকে "প্রযুক্তিগত" পরিবেশের সঙ্গে "খাপ খাওয়াতে" সাহায্য করা।

মানুষ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে স্পেনসারের এই পুরনো ধারণাটাকে পুনরুজ্জীবিত করা হোল। এই ধরনের "খাপ খাইয়ে নেওয়ার" অনেক রকম দাওয়াই বাতলানো হ'য়েছে। সমাজ বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা কারখানায় কারখানায় যাচ্ছেন এবং মালিককে তাদের পরামর্শের সুযোগ নিতে দিচ্ছেন। এই সব সমাজ বিজ্ঞানীরা শ্রম সংগঠনের বাস্তব সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন এবং তাদের কতকগুলি নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত মূল্য রয়েছে। তবে, তারাও শ্রমিকদের মধ্যে এই বুর্জোয়া মতাদর্শ প্রচার করছে যে শ্রেণীস্বার্থ "সঠিক দৃষ্টিকোণ" থাকলে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়। তাই, অগবার্ণের যে বিবৃতিটা শেষ পর্যন্ত সঠিক রাস্তায় যেতে পারতো সেটা কার্যতঃ বুর্জোয়া

সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের বর্তমান কালের পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বগুলির সঠিক বিশ্লেষণ থেকে বহু দূরে টেনে নিয়ে গেছে।

## প্রগতির পরিবর্তে "সামাজিক পরিবর্তন"

সামাজিক ইতিহাসে প্রগতির ধারণাকে কেন তিনি অন্যতম আক্রমণকারী করলেন তার পেছনে উপযুক্ত যুক্তি রয়েছে। তিনি দাবী করলেন এটা "অবৈজ্ঞানিক" এবং বিকল্প—"সামাজিক পরিবর্তনের" ধারণা প্রস্তাব করলেন যেটা নাকি সমাজবিজ্ঞান থেকে স্তর পারম্পর্যের এবং সমাজের অগ্রগতির ধারণাকে দূর করতে সাহায্য করবে। কিন্তু "সামাজিক পরিবর্তনের" ধারণা সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের ধারণাকে বাতিল করা দূরে থাকুক কার্যতঃ তাই বোঝায়। যখন অগবার্ণ নবীকরণকে "সামাজিক পরিবর্তনের" একটা উপাদান মনে করেন তখন কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু, সামাজিক বিজ্ঞান থেকে প্রগতি এবং প্রগতিশীল পরিবর্তনের ধারণাকে বাদ দেওয়ার কথায় আমরা আপত্তি করি কারণ এই ধরনের ধারণা ছাড়া কোন বিজ্ঞানসম্মত সমাজ বিকাশের তত্ত্ব থাকতে পারে না।

সামাজিক বিকাশের তত্ত্বের বিরোধীদের যুক্তি ধোপে টেঁকে না। ঠিক কোনটা পরিবর্তিত হয় আর কি দিয়ে এই পরিবর্তন গড়ে ওঠে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে "সামাজিক পরিবর্তনের" ধারণা সমাজতাত্ত্বিকদের রেহাই দেয় না, কার্যত এই ঘটনা প্রতিষ্ঠিত করা দরকার হ'য়ে পড়ে যে কোন প্রসঙ্গ ব্যাপারে পরিবর্তন ঘটেছে। সেই পরিবর্তনটা কি তাও নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজন থাকে। ভবিষ্যৎ যার অন্তর্ভুক্ত হবে এটা কি সেই নতুন উপাদানের বৃদ্ধির চিহ্ন বা এটা পুরনোরই মাজা-ঘষা যেটা নাকি অতীতেই পড়ে থাকতে বাধ্য? কিন্তু এর অর্থ সমাজতাত্ত্বিকের পছন্দসই হোক আর না হোক, তাকে বিকাশ,

সমাজরূপ, পরিবর্তনের প্রবণতা এবং পরিবর্তনের দিশার প্রশ্ন-গুলির মোকাবিলা করতেই হবে। এটা বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ কোন মতেই এড়াতে পারে না।

প্রগতি তত্ত্বের বিরোধীরা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্মত তথ্য উল্লেখ করে থাকে যেটা তাদের দাবী অনুযায়ী নাকি বিজ্ঞানীদের প্রগতি-শীল সমাজ বিকাশের দাবী পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। তারা বলে যে ১৯শ শতকের সামাজিক বিজ্ঞানে তথ্যের ঘাটতি থাকায় তারা একটা অতি সরলীকৃতি সোজা একটা প্রগতিশীল বিকাশের তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিল আর সেখানে এখনকার সমাজবিজ্ঞান, সমৃদ্ধতর আধেয় নিয়ে বিকাশের আদিম তত্ত্বকে হারিয়ে দিয়েছে এবং বাতিল করেছে।

বিজ্ঞানের আধেয় নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ হয়েছে। অজ্ঞেয়বাদী দৃষ্টি-কোণ নিয়ে স্পেনসার ও কোঁতে "মানব জ্ঞানের সীমা" টেনে দিতে লজ্জা পান নি। বিজ্ঞান অনেক দিন আগেই সে সীমা পেরিয়ে এসেছে। গণিতে, পরমাণবিক পদার্থ বিদ্যায়, রসায়নে, জ্যোতি-র্বিজ্ঞানে, ও জীব বিজ্ঞানে অনেক দিন আগেই ১৯শ শতাব্দীর অজ্ঞেয়বাদীদের "মানব জ্ঞানের" সীমা নিয়ে বলা কথাবার্তাগুলোকে বাতিল করা হ'য়েছে। সমাজবিজ্ঞানেও মানবজ্ঞানের সীমা বহুদূর প্রসারিত হ'য়েছে। সমাজ বিকাশে নতুন এবং এ পর্যন্ত অজানা স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর থেকে মানব জাতির ইতিহাস সমাজ বিকাশের নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে একটা নতুন যুগে প্রবেশ করেছে আর সোভিয়েট ইউনিয়ন কমিউনিজমের সাফল্যজনক নির্মাণ কর্মে ব্যাপৃত আছে।

তাহ'লে যে তথ্য নাকি বিকাশের তত্ত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে সেটা কি? আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষে একটা পূর্ণতর এবং গভীর রূপের বিকাশের তত্ত্ব দরকার—সেটা হ'ল বস্তুবাদী দ্বন্দ্ব-সমন্বয়বাদ। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ব্যাপারের অনুশীলন দেখিয়ে দেয় যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী বস্তুবাদই সঠিক আর একটানা বিবর্তনবাদের তত্ত্ব নহে

স্পেনসার ও কোঁতের প্রত্যক্ষবাদী পরিকল্প সম্পূর্ণ ভুল। বিজ্ঞানের বিকাশ এবং প্রকৃতি ও সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি বিকাশকে উল্লম্ফন ও পশ্চাদপসরণ ছাড়া ক্রমাগত সঞ্চয় হিসাবে দেখার আধিবিদ্যক পরিকল্পকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে।

অনেক বুর্জোয়া তাত্ত্বিকই বিশ্বাস করে যে নতুনের আবির্ভাব বিকাশের রেখায় একটা ছেদকে চিহ্নিত করে, যেটাকে তারা দুটি বিন্দুর মধ্যে একটা সরলরেখা হিসাবে দেখে। প্রত্যক্ষবাদীরা যেটার প্রবক্তা বিকাশের সেই ভুল ও সীমাবদ্ধ ধারণা পরিত্যাগ করার বদলে তারা প্রকৃতি এবং সমাজে যেটা প্রযুক্ত তেমনি বিকাশের ধারণাটাকেই বাতিল করতে চায়।

একজন প্রখ্যাত ফরাসী দর্শনের ঐতিহাসিক এমেলি ব্রেহাইয়ের লিখেছেন: "ইতিহাসে উৎপত্তির সমস্যার ওপরে গুরুত্বদানটা ডারউইনের প্রজাতির উদ্ভবের মতবাদের সঙ্গে বিজড়িত ছিল···

···কিন্তু উৎপত্তির বিষয় নিয়ে গবেষণা মনে হয় ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ফলাফলের সম্মুখীন করেছে।······

"এমন সামাজিক কাঠামো দেখা যায় যেটা কোন পূর্বতনের পরিণাম নয় আবার পববর্তীর ভিত্তিও নয় কিন্তু সেগুলির উদ্ভব হ'য়েছিল নিজস্ব সত্তার তেজে এবং অপরিবর্তনীয় স্বতন্ত্রতা থেকে; এটা রূপান্তরও নয়, একটা আরেকটাতে পরিণত হওয়াও নয় বরং মৃত্যু ও ধ্বংস।" (৪) "তাদের নিজেদের সত্তার তেজ এবং তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্রতা সহ" গুণগতভাবে নতুন উপাদানের আবির্ভাবকে বিকাশের মতবাদ যে স্বীকার করে না এটা ভুল ধারণারই প্রকাশ, বিকাশের তত্ত্বকে এই রকম কিম্ভূতকিমাকার ভাবে প্রকাশ করে ব্রেহাইয়ের দাবী করেছেন যে ইতিহাসে "সমাজ বিন্যাস" আছে যেটা "পূর্বতনের পরিণামও নয়, পরবর্তীর ভিত্তিও নয়।" এই ধারণাটি অনেক বুর্জোয়া ঐতিহাসিক এবং সমাজবিদ্‌দের

৪। ই, ব্রেহাইয়ের, ট্রান্সফরমেশন ডিলা ফিলোসোফি ফ্রান্সইসে, প্যারিস, ১৯৫০, পৃ ১৫৯

মধ্যে খুব জনপ্রিয় হ'য়েছে আর ব্রেহাইয়ের মনে করেন যে এর আবির্ভাব বর্তমানের দর্শনে যে পরিবর্তন ঘটেছে তারই চিহ্ন। এই আধিবিদ্যক ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এখনকার "দার্শনিক চিন্তার রূপান্তর" যার দাবী হল যে পরস্পর বিযুক্ত "সমাজ বিন্যাস" ইতিহাসে অস্তিত্ব ছিল। এটা বুর্জোয়া তাত্ত্বিক চিন্তার সত্যিকারের অধঃপতন।

তিনি যা বোঝাতে চাইছেন তার ব্যাখ্যায় ব্রেহাইয়ের ক্রীটের (খৃঃ পূঃ ২০০০) ঈজিয়ান সংস্কৃতির আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেটা প্রাচীন গ্রীসের আগের ছিল। এই দাবীর প্রতি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখা যাক। উদাহরণটা কার্যতঃ ইতিহাস বিজ্ঞানে নতুন আবিষ্কারকে পুরনো একটানা বিবর্তনবাদের আলোকে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা যায় না এছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। এই উদাহরণটা আরেকবার এই তথ্যটাই দেখিয়ে দিল যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তত্ত্ব যে ভিন্ন ভিন্ন পথে দাস মালিকানার সমাজ গড়ে উঠেছিল এবং কেমন করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার ব্যাখ্যা দিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, ব্রেহাইয়ের মনে যে দাস মালিকানার সমাজের বিকাশের কথা রয়েছে, ক্রীটের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার বিচার করতে গেলে বোঝা যায় যে ব্যাপারটা খুব জটিল এবং এক অর্থে সোজা একটা ব্যাপার নয়। দাস-মালিকানার সূত্রপাতটা খুবই আদিম, জমির যৌথ মালিকানার সঙ্গে যুক্ত। অতীত প্রাচ্যে এই রূপটি ব্যাপক ছিল আর ক্রীটের সভ্যতাতেও এই প্রারম্ভিক দাস-মালিকানার রূপটি ছিল। প্রারম্ভিক পর্বে, দাসত্ব গৃহ নির্মাণ, শিল্পকলা এবং লেখার আবিষ্কারে বিরাট অগ্রগতি এনেছিল। যে বর্বর জাতিরা দ্বীপটিকে আক্রমণ করে তারাই ক্রীটের সভ্যতাকে ধ্বংস করে। অনেক পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা "গ্রীক মধ্যযুগের" কথা বলেন কিন্তু উপমাটা শুদ্ধ ভাসাভাসা ব্যাপার। প্রাচীন দাসমালিকানার সমাজের ইতিহাসে এমন অজস্র উদাহরণ আছে যেখানে উন্নয়নশীল

দাস মালিকানাধীন সুমের এলাকাটি বর্ব্বর জাতির আক্রমণের প্লাবনে নিমজ্জিত হ'য়ে গিয়েছিল। যাই হোক, এই ধরনের প্রসঙ্গ উল্লেখ প্রগতির তত্ত্বকে খণ্ডন করতে সাহায্য করে না। তখন যে দাস-মালিকানার সমাজের উদ্ভব হয়েছিল, সেটা দাস শ্রমিকের শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশে একটা উচ্চতর এবং নতুন স্তরকে চিহ্নিত করেছিল। শুধু এইটুকু মনে করলেই যথেষ্ট যে প্রাচীন সমাজ অক্ষর আর ইউরিপিডিসের এবং এস্‌কাইলাসের রচনা, এরিষ্টটল ও এপিকিউরাসের দর্শনের স্রষ্টা। ক্রীটের আদিম দাস মালিকানার ব্যবস্থায় এ সব সাফল্যের কিছুই অর্জিত হয় নি। যদিও মূর্তিশিল্প ও দাস মালিকানা সমাজের অন্যান্য কতগুলি দিকের বেশ উঁচু স্তরের বিকাশই হ'য়েছিল। কিন্তু প্রাচীন প্রাচ্যের স্বৈরাচারী দাস মালিকানা প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রের স্তরে পৌঁছয় নি। পরিণামে, আপেক্ষিক পশ্চাদপসরণ একই সঙ্গে নতুন করে অগ্রসর হবার জন্যেও উলম্ফনের প্রস্তুতি কাল।

প্রগতিতত্ত্বের বিরোধীরা প্রাচীন ভারতে (৩য়, ২য় খৃঃপূ সহস্রাব্দ) মহেঞ্জোদারোর (হারাপ্পা) সংস্কৃতিরও উল্লেখ করেন। তাঁরা এর অট্টালিকা নির্মাণের কৃৎকৌশলে উৎফুল্ল এবং ঐ সংস্কৃতি বেশ উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল বলে মনে করেন। মহেঞ্জোদারোও আদিম দাস মালিকানার সমাজ ছিল যেটা বিজেতা উপজাতিদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয় আর যার অর্থ কিছুটা পশ্চাদপসরণ কিন্তু দাস মালিকানার প্রগতিশীল বিকাশ কোন রকমেই স্তব্ধ হ'য়ে যায় নি। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতির উদ্ভব হ'য়েছিল যার ভেতর থেকে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শাস্ত্র, সুগভীর দর্শন এবং কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি হ'য়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। (৫)

সমাজের ইতিহাসে ছেদ পড়া থেকে এটা বোঝায় না যে অগ্রগতি নেই। বরং বিপরীতভাবে এই সব ছেদের বিশ্লেষণ ঐতি-

৫। সোভিয়েট ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের মতে দাস মালিকানার সমাজের এই প্রক্রিয়া "বিশ্ব ইতিহাস" ১ম খণ্ড মস্কো, ১৯৫৫ (রুশ) বইটিতে পাওয়া যাবে।

হাসিক প্রক্রিয়ার বাস্তবিকতাকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। আজকালকার বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা যারা আধিবিদ্যক চিন্তাধারায় বন্দী ঠিক তারাই এটা বুঝতে অস্বীকার করে।

হোয়াইয়েরের উদাহরণ যে একটানা বিবর্তনবাদের পরিকল্প এবং সরল রেখায় বিকাশের ধারণাকে ধরাশায়ী করে এটাই হ'ল ঘটনা কিন্তু তাতে প্রগতিশীল সমাজ বিকাশের তত্ত্বের কিছু আসে যায় না। বিপরীত দিকে এই সব উদাহরণ দেখিয়ে দেয় যে সমাজ বিন্যাসের মধ্যেই প্রগতিশীল বিকাশ এগিয়ে যায় আর বিন্যাসটা চিরকালের জন্য স্থায়ী নয়।

প্রাচীন প্রাচ্যে, গ্রীসে ও রোমে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এবং পৃথক পৃথক সময়ে যে সব দাস মালিকানার সমাজ উদ্ভূত হ'য়েছিল সেগুলো একটা সাধারণ দাস শ্রমের ভিত্তিতে দাস মালিকানার সমাজ বিন্যাসের ও সামাজিক সম্পর্কের বিকাশে নির্দিষ্ট পর্যায় হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ছিল। দাস-মালিকানার সমাজ জীবনে এগুলো ছিল পৃথক পর্ব।

ঐতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে লেনিনের ধারণা কি ছিল? প্রথমতঃ তিনি বিবেচনা করতে বলেন "যুগের প্রধান আধেয়কে বিকাশের প্রধান দিককে, সেই যুগের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যকে নির্দ্ধারণ করে কোন শ্রেণী এ যুগ বা ঐ যুগের কেন্দ্রবিন্দু হ'য়ে আছে? (৬) প্রাচীন যুগের যে ইতিহাস বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটা অবশ্যই দাস-মালিক শ্রেণী। কিন্তু ক্রীটের দাস মালিক অভিজাতরা আর প্রাচীন যুগের দাস মালিকানার গণতন্ত্রগুলি দাস-মালিকানার সম্পর্কের বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়কে সূচিত করে।

দ্বিতীয়তঃ, লেনিন জোর দিয়েছিলেন যে "কেবল মাত্র একটা প্রদত্ত যুগের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানই কোনও একটি দেশের বা

৬। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২১ খণ্ড, পৃ ১৪৫

জাতির বিশেষত্বের উপলব্ধির ভিত্তি হ'তে পারে।" (৭) এই প্রসঙ্গে লেনিন বলেছিলেন যে ভিন্ন ভিন্ন যুগের প্রধান বিশেষত্বের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে আর পৃথক পৃথক দেশের ইতিহাসের আলাদা ঘটনাগুলোর গবেষণার মধ্যে আটকে থাকা কারুর পক্ষেই উচিত হবে না। "অনন্যসাধারণ এবং নজরে পড়ার মত ঘটনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক আন্দোলনের দিক চিহ্ন হিসাবে কেবল মোটা-মুটি জেনে নিতে হবে।" (৮) তাহ'লে, "ঐতিহাসিক ঘটনা" এবং "ঐতিহাসিক যুগের" মধ্যেকার বিজ্ঞানসম্মত সম্পর্কটা স্থাপিত হ'ল। বর্বর জাতির আক্রমণে ক্রীটের পতনের মত একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে একটা বৃহত্তর ঐতিহাসিক আন্দোলনের মধ্যে দূরত্ব চিহ্ন হিসাবে গণ্য করতে হবে। এই ঘটনাটা ক্রীটের সমাজের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দেখিয়ে দিল যার ফলে দাস মালিকানার সভ্যতাধারী স্থানটি বর্বরদের তাড়না করতে পারলো না।

প্রাচীন ইতিহাস থেকে নেওয়া ব্রেহাইয়েরের দৃষ্টান্তটি ভিন্ন ভিন্ন যুগের সংজ্ঞা নির্ণয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতিগত নীতির নির্ভুলতাকে কেবল প্রাঞ্জলভাবে দেখাতে সাহায্য করলো। যে সব বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা বিজ্ঞানসম্মত সমাজবিদ্যার একটা প্রধান ধারণা সমাজ বিন্যাসকে বর্জন করে তারা যুগের প্রশ্নটাকে বোঝে না কারণ সমাজ বিন্যাসের প্রসঙ্গের বাইরে যুগের কোন অর্থই নেই এবং গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে গুণগত পৃথক পর্যায়-গুলোকে আলাদাও করতে পারে না এবং সমাজ বিন্যাসের বিকাশের পথে দূরত্ব চিহ্নও হ'য়ে উঠতে পারে না। সমাজ বিন্যাসের দ্বান্দ্বিক বিকাশ ছাড়া যুগ বা ঐতিহাসিক ঘটনা কোনটাকেই বোঝা যায় না। বিকাশের মধ্যে সামাজিক ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গেলে ইতিহাস-গত ও যুক্তিগত দুটো পদ্ধতির ঐক্য দরকার আর এই ঐক্যের মধ্যে কোন ছেদ সমাজ বিদ্যা এবং ইতিহাস বিজ্ঞানের পরাজয় ঘটায়।

৭। ঐ
৮। ঐ, পৃ ১৪৬

পৃথক ঘটনাগুলি, যুগগুলি, সংস্কৃতিসমূহ এবং সভ্যতাগুলোর "জন্ম ও মৃত্যু" বিশ্লেষণের বিষয় হ'য়ে উঠবে না যদি আগেই ধরে নেওয়া হয় যে এগুলো সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা আর তার সঙ্গে আগে পেছনের ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই। এই ঘটনাগুলোকে কালের সঙ্গে গেঁথে মালা বানালেও চলবে না।

লেনিন আধুনিক ইতিহাসে যুগকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন? তিনি ওগুলোকে পুঁজিবাদের বিকাশের পর্যায় হিসাবে দেখেছেন। ১৭৮৯ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত একটা যুগ—বুর্জোয়াদের উত্থানের যুগ এবং তাদের পূর্ণ জয়কে চিহ্নিত করেছে। "উদীয়মান শ্রেণী থেকে বুর্জোয়ারা অধঃপতিত, ক্ষয়িষ্ণু এবং প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীতে পরিণত হল। এখন সম্পূর্ণ অন্য একটা শ্রেণী একটা ব্যাপক ঐতিহাসিক পরিমাপে ওপরে উন্নীত হচ্ছে।" (৯) তাই, ঐতিহাসিক যুগ প্রধানতঃ সমাজ বিন্যাসের বিকাশের যুক্তিটা প্রকাশ করে। ওটা অবশ্য, ইতিহাসের উত্থান পতনকেও প্রকাশ করতে পারে কেননা সমাজ বিন্যাসের বিকাশ দ্বন্দ্ববাদী এবং বিরোধিতাপূর্ণ প্রক্রিয়া যার গতি-পথে প্রগতিশীল শক্তি কখনও কখনও সাময়িক পরাজয় বরণ করে। কিন্তু এই উত্থান পতনকে ঐতিহাসিক বিকাশের বাইরে বোঝা যায় না।

যখন কেউ মানব ইতিহাসে প্রচণ্ড পরিবর্তনের বর্তমান যুগের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করে ঠিক তখনই বুর্জোয়া তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে। অধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণধারী কোন ব্যক্তিই বলতে পারবে না কোনটা বর্তমান যুগের প্রধান আধেয় এবং বিকাশের প্রধান ধারাকে নির্দ্ধারণ করছে। তাদের কেউই নতুনের আবির্ভাবকে বুঝতে পারে না এবং আমাদের যুগকে নিছক পুরনো পর্বেরই অনুবৃত্তি বা মানব ইতিহাসে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করে। বর্তমান যুগকে যারা সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রলেতারিয় বিপ্লবের যুগ বলে গোঁয়ারের মত জোর দিচ্ছে তারা

৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২১ খণ্ড, পৃ ১৪১

এর দ্বারা জোর করেই বলতে চায় যে সাম্রাজ্যবাদই আমাদের কালের প্রধান আধেয়কে নির্দ্ধারণ করছে। কিন্তু ঘটনা হ'ল এই যে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিকশিতও হ'চ্ছে। এর বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের দরুণ হ'চ্ছে না কারণ এর ভিত্তি এ নিজেই রচনা করছে এবং সেই ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই বেড়ে চলেছে। এ রকম হওয়ায় এ কথা মনে করা আর সম্ভব নয় যে বুর্জোয়ারাই যুগের কেন্দ্রে আছে আর তার দিশা নির্ণয় করছে। শ্রেণী সংগ্রাম প্রলেটারিয়েট ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি, সংগঠন এবং চেতনারই চিহ্ন। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপস্থিতিতে, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম বিকাশমান নতুন সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ও অবিচলতার দ্বারা প্রভাবিত হ'চ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের শক্তি বাড়ছে এবং তাদের পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম নতুন গুণ অর্জন করছে কারণ শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের এখন একটা সংগঠিত রাষ্ট্র রয়েছে যেটা পুঁজিবাদ থেকে স্বতন্ত্র অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে। এটা শোষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য শ্রমজীবী মানুষকে একটা নতুন হাতিয়ার দিয়েছে এবং সমাজতন্ত্রকে পুঁজিবাদের শক্তি-গুলির ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। যুগ সম্পর্কে একটা সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত মত কখনই স্থিতিশীল নয়; ঐতিহাসিক আন্দোলনের সঙ্গে, পরিচালক শক্তির সঙ্গে এবং সমাজ বিকাশের প্রবণতার সঙ্গে জড়িত হওয়ায় এটা গতিশীল।

পুঁজিবাদের ইতিহাসের ওপরই লেনিন তাঁর ঐতিহাসিক যুগের মতবাদ প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী বৈরিতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাতেও ওটা সমভাবেই প্রযোজ্য। যখন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না তখনকার সেই আদিম যৌথ সমাজের সম্বন্ধে বলা যায় যে ওগুলি সরাসরি উৎপাদন দ্বারা নির্দ্ধারিত ঐতিহাসিক যুগ এবং উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিল খায় আর আদিম উৎ-পাদন সম্পর্কও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংক্ষেপে, ঐতিহাসিক

যুগকে সমাজ বিকাশের স্তর হিসাবে দেখেই মার্কসবাদী সমাজ বিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। এখানে বুর্জোয়া সমাজবিদরা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, কারণ ঐতিহাসিক যুগ এবং ঐতিহাসিক ঘটনার পরিমাপ ও প্রকৃতিকে একটা সমাজ বিন্যাসের চৌহদ্দির মধ্যেই একটা স্বতন্ত্র দেশের বিকাশের বিশেষত্বগুলিকে এবং ইতিহাসের পৃথক পৃথক ঘটনার অর্থ বের করে নিয়ে আসার ভিত্তি হিসাবেই নির্দ্ধারণ করা যায়। বুর্জোয়া সমাজবিদরা সমাজ বিন্যাসের তত্ত্বকেই বাতিল করেছে, আর সেই জন্যেই ঐতিহাসিক ঘটনা ও যুগগুলি তাদের হাতের মধ্যে তাসের বাড়ীর মত ধসে পড়ে। তারা তাসগুলোকে ইচ্ছামত কাটে, নানারকম অর্দ্ধ বৈজ্ঞানিক মার্কা তার গায়ে লাগায়, তাদের আকস্মিক জন্ম ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুকে সামনে ধরে।

এই দৃষ্টিকোণ স্বভাবতঃই বিজ্ঞানীদের একটানা বিবর্তনবাদ থেকে বিকাশের ধারণাকে বর্জন করার দিকেই নিয়ে যায়। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ইতিহাস বিজ্ঞানের প্রধান ধারণাটিকেই বর্জন করেছে এবং তার দ্বারা ঘটনা ও যুগের এলোমেলো জটের মধ্যে অন্ধকারে হাতড়ে মরছে এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে বিকাশের কোন ধারণাই অনুরূপভাবে ত্রুটিপূর্ণ। ফরাসী সমাজবিদ্ এরিক দার্দেল বলেছেন যে "অলীক কল্পনা বাস্তবের আগুনে পুড়ে গেছে," অলীক কল্পনা কথাটাকে উনি ব্যবহার করেছেন সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বকে বোঝানোর জন্যে, যার মধ্যে পড়ে ১৮শ শতকের ফরাসী প্রবুদ্ধদের এবং হেগেলের ইতিহাসের দর্শনের মত ভাববাদী মত, যেগুলো সমাজের ইতিহাসে বিকাশকে মানে— সেগুলোও।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কেবল ভাববাদী তত্ত্বগুলি, বিকাশের উদার-নৈতিক-প্রত্যক্ষবাদী পরিকল্পগুলিই 'বাস্তবতার আগুনে' জ্বলে গেছে আর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অগ্নিশুদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এই বিষয়টাতেই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা 'সামাজিক পরিবর্তনের' ধারণাকে সদর্থক আবেগ থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টায় নানারকমের

অপ্রত্যাশিত ব্যাখ্যা হাজির করলো। 'মানব জাতির প্রগতিশীল বিকাশ' বা 'বিশ্ব ইতিহাসে বিবর্তনের' মত উক্তি ব্যবহার করা মোটেই ঠিক নয় বরং কেবল 'দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন'ই আছে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্যে তারা এই ধারণাটাকে ব্যবহার করলো। বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা বললো যে সামাজিক জীবন পরিবর্তনপ্রবণ তবে কোন দিকে ঐ পরিবর্তন হবে সেটা বলা অসম্ভব।

যেখানে ইতিহাস পৃথক পৃথক সভ্যতায় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে থাকে বা পরস্পরের মধ্যে কোন জনিত ( generic ) বন্ধন থাকে না বা কোন পর্বে পৃথক ক্ষেত্রে কেটে কেটে দেখানো হয় যার মধ্যে আবার পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন হয়ে 'সামাজিক পরিবর্তনও' অংশ গ্রহণ করে, সুসঙ্গত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে পৃথক পৃথক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসাবে টুকরো করে দেখানোর জন্য সেখানেই 'সামাজিক পরিবর্তনের' ধারণাটাকে ব্যবহার করা হল। এই বিশৃঙ্খল প্রক্রিয়ার মধ্যে কেবল যে বন্ধনটাকে স্বীকার করা হল সেটা মানুষের মনের যার উপর মানুষে মানুষে সম্পর্ক নির্ভর করে কিন্তু এই বন্ধন বিষয়গত প্রক্রিয়ার কোন কিছুই ব্যাখ্যা করে না। সুসঙ্গত বিশ্ব ইতিহাস, সামাজিক সত্তার নিয়ম নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনের স্তর, তার বিকাশের বিষয়গত স্তরগুলি, নানা ধরনের পরিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তরের প্রবণতাগুলি সবই অন্তর্হিত হল। এইভাবে এখনকার বুর্জোয়া ইতিহাসের দর্শন বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে, ঐতিহাসিক যুগ এবং তার উত্তরাধিকারী যুগ উভয়ের মধ্যে সামাজিক ঘটনার জীবন্ত বন্ধনকে ধ্বংস করে। এখনকার বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব ইতিহাসের দর্শনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখতে চেয়ে আসলে ওই ধরনের ধ্যান ধারণার ঘনিষ্ঠ হিসাবেই নিজেদের দেখতে পাচ্ছে।

সমাজের বিকাশের ইতিহাসে মূর্ত স্তরের ধারণা, সামাজিক জীবনের নানা দিকের ঐক্যবন্ধনকারী একটা সামাজিক সমগ্রতার ধারণার অনুপস্থিতিই এই ইতিহাসের দর্শনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ১৯শ শতাব্দীর

প্রত্যক্ষবাদী নিজেদের মত করে 'জীবদেহের' মতই গোটা সমাজ দেহটা বিবর্তিত হচ্ছে বলে বিশ্বাস করতেন এবং কথাটার ওপর জোর দিতেন। ২০শ শতাব্দীতে বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা 'জীব দেহ সদৃশ" সমাজের অবৈজ্ঞানিক ধারণা বর্জন করেছে কিন্তু সেই সঙ্গে তারা শুধু সমাজ বিকাশের ধারণাটাকেই বাতিল করে নি—বাতিল করেছে সামাজিক সমগ্রতার ধারণাকে সমাজ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা ছেড়ে পিছিয়ে গিয়ে।

## সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বুর্জোয়া ধ্যান ধারণা

কিন্তু মূর্ত ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এখনকার বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা সামাজিক সমগ্রতা এবং মূর্ত ঐক্যের ধারণা নিয়ে কাজ না করে পারছে না। সেই জন্যেই পশ্চিমী সমাজবিদ্‌রা 'সভ্যতা' ও 'সংস্কৃতি' ইত্যাদি পদ নিয়ে যাদুর খেলা দেখাচ্ছে। এখনকার বুর্জোয়া সমাজবিদ্যায় এই সব পদের নির্দিষ্ট অর্থ হারিয়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে সস্তা কথার মারপ্যাঁচে এসে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে কোন একটা ঐতিহাসিক পর্বের এবং কোন নর গোষ্ঠীর চৌহদ্দির মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের নানা দিকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ঐক্যের ধারণা ছাড়া আর কিছুই নেই। এই পদগুলোকে নিয়ে যে জোড়াতাপ্পি চলেছে এই ঘটনা শুধু এইটুকুই দেখিয়ে দিচ্ছে যে নানা ধরনের সংস্কৃতি, সভ্যতা বা সমাজের পরিবর্তনকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। ইতিহাস বিজ্ঞানের পুঞ্জীভূত বিশাল তথ্যগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি কেউ মানব কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র উৎপাদনের দিকে অন্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যদি ইতিহাস বিজ্ঞান থেকে উৎপাদন নামক প্রধান ধারণাটিকে বিলুপ্ত করে, যদি মানব শ্রমের উৎপাদক শক্তির পরিমাণগত ও গুণগত বৃদ্ধি ও সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করে তা হলে,

বাস্তবিকই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটাতে 'সভ্যতা', 'সংস্কৃতি' বা সমাজের বিশৃঙ্খল ওলট পালট ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

কিন্তু পরস্পর থেকে গুণগতভাবে পৃথক পরিবর্তনশীল পর্বগুলোর সংজ্ঞা নির্ণয় করা কি ভাবে যাবে, 'সভ্যতা' আর 'সংস্কৃতি' কি বস্তু? বৈষয়িক ও আত্মিক বিকাশে সমাজের সাফল্যের যোগফলই সংস্কৃতি। সভ্যতার ধারণাটা সাধারণভাবে মূলতঃ রাজনৈতিক ও আইনগত বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজের সাফল্য প্রসঙ্গেই প্রযুক্ত হয়। এখনকার বুর্জোয়া সমাজবিদরা 'সংস্কৃতিতে' আত্মিক আধেয় চাপিয়ে আর 'সভ্যতাতে' বৈষয়িক আধেয় দিয়ে হয় ধারণা দুটোকে সমার্থক বলে ধরে না হলে বিপরীতার্থক বলে গণ্য করে। সে যাই হোক মূর্ত সামাজিক-আর্থনীতিক সমাজ বিন্যাসের গবেষণা না করে 'সংস্কৃতি' বা 'সভ্যতার' ধারণাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি সহ করা যায় না এটা সুস্পষ্ট। আমি ক্রীট ও মহেঞ্জোদারোর সমাজের সংজ্ঞা নির্ণয়ে ব্রেহাইয়েরের "সংস্কৃতি" কথাটা ব্যবহারের বিশেষত্বের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই অর্থে "সংস্কৃতি" ও "সভ্যতা"র ধারণা দাস মালিকানার সমাজের বিকাশের মূর্ত যুগ ও স্তরের সঙ্গে একাত্ম। কিন্তু এই প্রসঙ্গের বাইরে, শূন্যগর্ভ ভাববাদী বিমূর্তন হয়ে পুরো অর্থহীন হয়ে পড়ে যেটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে মোটেই এগিয়ে দেয় না বরং বিজ্ঞানের জঘন্য পশ্চাদপসরণই হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত দার্শনিক এবং সমাজবিদ্ এফ, এস, নরথ্রূপ' সামাজিক সমগ্রতার ধারণাকে বাদ দেওয়া অসম্ভব বুঝে একটা অদ্ভুত "সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক এককের" ধারণা গড়ে তুলেছেন যেটা ওঁর কথায় ধারণা, প্রত্যয় এবং অঙ্গীকারের দ্বারা সৃষ্ট। সংস্কৃতির ভিত্তি হল নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যাদিকে সংগঠিত করা ও তাদের প্রকৃতিগত ও পারস্পরিক সম্পর্ককে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করার জন্য লোকেদের মধ্যে পূর্বস্বীকৃত "মৌলিক প্রত্যয় এবং অঙ্গীকারের" (১০)

১০। এফ্, এস, নরথ্রূপ, দি টেমিং অফ দি নেশনস্, এ স্টাডি অফ দি কালচারল বেসেস অফ ইনটারন্যাশানাল পলিসি, নিউইয়র্ক, ১৯৫৪, পৃ ৫

জটিল সমাহার। যে মানব শ্রম প্রকৃতি ও সামাজিক সম্পর্ককে জয় করে, যেটা উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্ভূত হয় তাকে উনি দেখতে পেলেন না। শুধু ধারণা রয়ে গেল।

এমনকি ধারণার আলোচনাটাও হ'ল ভাববাদীদের মত: ওগুলো 'অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যকে সংগঠিত করে।' পরিণামে, বাস্তবের সঠিক বা বেঠিক প্রতিফলন হ'ল কিনা আর এর ওপর নির্ভর করে, তারা সমাজের ইতিহাসে একটা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করছে এবং মানব কর্মকাণ্ডকে ভুল বা শুদ্ধ পথে পরিচালিত করতে সমর্থ বা অসমর্থ কিনা সে সম্বন্ধে কোন কথাই নেই। বিস্ময়ের কিছু নেই যে নরথ্রপ শেষ পর্যন্ত যে ধারণা 'অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যকে সংগঠিত করে' তাকে ধর্মীয় ধ্যান ধারণায় বা ভাববাদী দার্শনিক প্রবণতায় টেনে নামিয়েছেন যেটাই নাকি কোন একটা 'সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক একককে' পরিচালনা করে।

নরথ্রপের মতে 'প্রটেষ্ট্যাণ্টবাদী ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ঐতিহ্যই 'ব্রিটিশ' 'সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক একককে' পরিচালিত করে। অবশ্যই অদ্ভুত ব্রিটিশ প্রটেষ্ট্যাণ্টবাদ ব্রিটেনের ধর্মীয় জীবনে একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার আর অভিজ্ঞতাবাদ ব্রিটিশ দর্শনের বিশেষত্ব বটে কিন্তু কেন এই দুটি অধ্যাত্ম বিষয়ই সাধারণ প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে গোটা "সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঐক্যকে" নির্দ্ধারণ করবে? বাস্তবতঃ, মনে হয় নরথ্রপ বুঝেছেন যে এই ধরনের সংজ্ঞা নির্ণয় তুচ্ছ ব্যাপার আর তাই ব্রিটেনের সামাজিক জীবনের অন্যান্য বিষয় জুড়ে দিতে ছাড়েন নি, যেগুলো একই ধরনের খেয়ালখুশীমত ঘটনা সাজিয়ে 'সংস্কৃতির মূল একক' হিসাবে চিরায়ত শিক্ষা ব্যবস্থা, ব্রিটিশ আইন ও রাজকীয় পরিবারকে ধরে নিয়ে একই ভাবে করা হয়েছে। এটা হ'ল নানা উপাদানের জগাখিচুড়ি এবং তর্কশাস্ত্র অগ্রাহ্য করে করা। নিজের খেয়ালখুশী মাফিক ভাববাদী দৃষ্টিকোণ সত্ত্বেও তাঁর "ইতিহাসের দর্শনে" হেগেল চলমান ধারণার পেছনে চলমান বৈষয়িক জগতের আন্দোলনকে লক্ষ্য করেছিলেন। এখনকার কালের ভাববাদ বিকারের

ধারণাকে বাতিল করে সমাজবিদ্‌দের সামাজিক ঘটনা নিয়ে কাজ-করতে গিয়ে চরম খেয়ালখুশীপনা এবং বিষয়ীব ইচ্ছাতন্ত্রের অধীন করে ফেলেছে।

শব্দার্থবিদ্যাবাদী দর্শনের (Semantic Philosophy) সঙ্গে যুক্ত কিছু বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌ আরও বেশী এগিয়েছেন আর সংস্কৃতিকে নানা প্রকার "সংকেতের" যোগফল বলে ঘোষণা করেছেন যেটা নাকি সেই বিশেষ সংস্কৃতির অধীনে লোকেরা গ্রহণ করে থাকেন। তাহ'লে সংস্কৃতির ব্যাপারটা যেন পোকার খেলার কতকগুলি নিয়মের মত দাঁড়াচ্ছে। যারা এই নিয়ম মানে তারাই ঐ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য, এই সব তত্ত্বের প্রবক্তাবা বলতে পারেন না যে কেন ঐ লোকেরা "জীবনের খেলায়" ঐ নিয়ম গুলোকেই "মানতে" গেল, অন্য-গুলোকে মানলো না।

এখানেও আবার একেবারে খুশীমত নির্বাচিত চিহ্নের ভিত্তিতে "যুগের মানসিকতা" বলে আখ্যাত করার বাইরে তারা আর বেশী দূর এগোয় নি। তাই, 'চেতনা ও সমাজের' মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ওলন্দাজ সমাজবিদ্‌ ল্যানধীর পশ্চিমে সংস্কৃতির পরম্পরাগত উত্তরাধিকারের বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাব দিয়েছেন: ১) ৪০০-১৫০০ মধ্যযুগীয় সমাজ। তপস্বী সমাজ; ২) ১৫০০-১৮০০ নবযুগ। আদিম সুখবাদী সমাজ; ৩) ১৮৫০-১৯১৪ আধুনিক পর্ব—আত্মসুখবাদী পর্ব। ব্যক্তিতান্ত্রিক পুঁজিবাদের কাল; ৪) ১৯১৪-১৯৩৯ সর্বশেষ আধুনিক পর্ব। শেষের আত্মসুখবাদী পর্ব। তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের পর্ব; ৫) পশ্চিমী সমাজের বর্তমান কাঠামো। নব্য নির্বিকারপন্থী পর্ব, নতুন ভারসাম্য খুঁজছে। (১১) পরিণামতঃ পশ্চিম ইয়োরোপের সংস্কৃতিতে উত্তরাধিকার পারম্পর্য চিহ্নিত হয়েছে তপস্বীবাদ, আত্মসুখবাদ ও নির্বিকারবাদের দ্বারা। স্বভাবতঃই অর্থনৈতিক মতবাদ এমনকি শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশকেও খুশীমত

১১। বি, ল্যানধীর, পজ্‌ ফর ট্রানজিশন। অ্যান অ্যানালিসিস্‌ অফ রিলেশন অফ ম্যান মাইণ্ড এণ্ড সোসাইটি—দি হেগ, ১৯৫৭, পৃ ৫৯

"পরিচালক ধ্যান ধারণার" অধীনস্থ করার উৎসাহ সহ গোটা সাংস্কৃতিক বিকাশকে এই ধরনের একটা ছকের মধ্যে জবরদস্তি আঁটানোর প্রচেষ্টায় গ্রন্থকার খুব সামান্যই সাফল্যলাভ করেছেন।

কৃত্রিম সমাজতাত্ত্বিক ছক সমাজ বিজ্ঞানের সংগৃহীত বিপুল তথ্য সম্ভারের সঙ্গে কিছুতেই মেলে না। আজকে বিজ্ঞানীরা অসমান্তরাল বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিগুলিকে এতাবৎ অজ্ঞাত পারস্পরিক ক্রিয়া সহ নজরে আনতে পারছে। তার ভেলায় চড়ে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এবং ইষ্টার দ্বীপে এক অভিযান চালিয়ে থর হেয়েরদহল বাহ্যতঃ আমেরিকার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত একটা সংস্কৃতির আগ্রহোদ্দীপক মাল মশলা নিয়ে এসেছেন। আমেরিকার মায়া সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান গভীরতর হ'চ্ছে এবং আরও সুস্পষ্ট হ'চ্ছে। আফ্রিকার জনগণের মধ্যযুগীয় প্রাচীন সংস্কৃতির ওপর নতুন তথ্য জ্ঞানগোচর হয়েছে। সাহারাতে প্রস্তরযুগকালীন শিল্পকলার স্মৃতিধারী ফলক আবিষ্কার হ'য়েছে। বিগত ৩০/৪০ বছরে বিশ্বের সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান লক্ষণীয় ভাবে বেড়েছে যেটা নতুন সমস্যার জন্ম দিয়েছে যার সমাধান এবং মানুষের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিষয়গত ভাববাদী পদ্ধতি এই সব সমস্যার মোকাবিলা করা অসম্ভব করে তুলেছে।

আজকে সংস্কৃতির বিকাশ আরও ঐশ্বর্যময় চিত্র তুলে ধরছে। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির মহান সৌধ দাঁড় করানো হয়েছে। পুঁজিবাদের অজুহাত প্রদর্শনকারী অনেকেই বুর্জোয়া সংস্কৃতির গভীর সংকটে ডুবে যাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না। এখনকার মানব জাতির সংস্কৃতির বিকাশের প্রবণতাগুলিকে বিজ্ঞানীদেরই চিনে নিতে হবে কিন্তু ভাববাদের গোঁড়ামীতে শৃঙ্খলিত হয়ে সে প্রত্যয় উদ্রেককারী কোন কিছুই আমাদের বলতে পারে না। তার সামাজিক সত্তার দ্বারা যেটা নিয়ন্ত্রিত মানবজাতির সেই সাংস্কৃতিক বিকাশের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা সম্বন্ধে বাস্তবিক কিই বা একজন বলতে পারে যদি সে পার্থিব মূলকে, তার সামাজিক প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে? কেউ

হয়তো সামান্য কিছু পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তার বেশী কিছু নয়।

এখনকার বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা যে স্বেচ্ছায় "সভ্যতা" প্রত্যয়-টিকে গ্রহণ করেছে তা আগাগোড়া ভাববাদে সম্পৃক্ত আর সেই জন্যে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। এটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ প্রাচীন দুনিয়া থেকে মিশর বা গ্রীসের মত কোন একটা রাষ্ট্রসত্তা বা মধ্যযুগ থেকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজানটিয়াম প্রভৃতি নিয়ে থাকে। বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা যাকে সভ্যতা বলেন সেই রাষ্ট্রীয় সত্তার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করেন। এই "সভ্যতার" বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে তারা রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ভাবসৌধের কিছু বৈশিষ্টকে খুশী-মত জোড়াতালি দেন। কোন একটা রাষ্ট্রের আবির্ভাবকে "সভ্যতার" আরম্ভ আর ঐ রাষ্ট্রের অধোগতিকে ঐ "সভ্যতার" মৃত্যু বলে ঘোষণা করা হয়। এখানে "সংস্কৃতি" আর "সভ্যতার" ধারণা দুটির মধ্যে রেখা টানা মুস্কিল। পশ্চিম জার্মানীর সমাজবিদ্যার অভিধানে, কার্যতঃ, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। (১২)

পদটিকে আরও ব্যাপক প্রসঙ্গে লাগানো হ'য়ে থাকেঃ তাই "পশ্চিমী সভ্যতা" বলতে মধ্যযুগীয় এবং পুঁজিবাদী ইয়োরোপকে, কখনও বা প্রাচীন যুগকেও বোঝানো হয়। প্রায়ই এই ধারণাগুলোকে "প্রাচ্যের সভ্যতার" বিপরীতে দেখানো হয়। দুটি ধারণার আধেয়ই অস্পষ্ট আর প্রত্যেকটি ভাববাদী দার্শনিকই তার নিজস্ব অর্থ এটার ওপর চাপাতে পারে। ঔপনিবেশিকরা প্রাচ্যের লোককে হেয় করার জন্য এই বৈপরীত্যের ব্যবহার করতো। শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণের বদলে যারা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করে, যারা "প্রাচ্যের সংস্কৃতি" ও "পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির" মধ্যে বৈপরীত্য প্রদর্শন করে তেমনি অন্য তাত্ত্বিকরাও আজকে, এই অবৈজ্ঞানিক পদ ব্যবহার ক'রে।

উদার-মনা তাত্ত্বিকরা "পশ্চিমী সভ্যতা" বলতে ইয়োরোপীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে, বিশেষত ১৮শ ও

১২। ওর্টেরবাক্ ডের জোজিয়োলগি ষ্টুট গার্ট, ১৯৫৫, পৃ ৬৩৭

১৯শ শতাব্দীর ঐতিহ্য মনে করেন। ইয়োরোপীয়রাই আমেরিকায় বসবাস শুরু করে আর তাদের সংস্কৃতি যে ইয়োরোপের আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও মতাদর্শগত পদগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরে যুক্ত হ'য়েছিল এই অজুহাতে হালে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় "আটলান্টিক সভ্যতা" কথাটা প্রচলন করার চেষ্টা হ'য়েছিল। অবশ্য এ রকম বন্ধন ছিল কিন্তু এই ধরনের পদ প্রচলন করা এই বন্ধনকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার উৎসাহকেই দেখিয়ে দিচ্ছে যেটা নাকি পরে ইতিহাসে এখনকার ন্যাটো নামে পরিচিত সামরিক-রাজনৈতিক জোট ও সংগঠনের "মূল" খোঁজার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

বহু ঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌রা সমাজ জীবনের বৈষয়িক ভিত্তি পর্যবেক্ষণ করার ধারণা পরিত্যাগ করে "সভ্যতা" ও "সংস্কৃতির" ধারণাকে খুশীমত গড়ে নিচ্ছে, যে গড়ার পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর এই শূন্য বিমূর্তনের কোন বিজ্ঞানসম্মত মূল্যই থাকছে না।

বহু বছর ধরে যিনি একদল পশ্চিম জার্মানীর সমাজবিদ্‌দের স্বীকৃত নেতা ছিলেন সেই আলফ্রেড ওয়েবার (১৮৬৮-১৯৫৮) "সভ্যতা" ও "সংস্কৃতি" পদ দুটো নিয়ে জালিয়াতির ব্যাপারটা মনে, হয়, বুঝতে পেরেছিলেন এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজবিদ্যার মধ্যে দুটি ক্ষেত্রকেই "শৃঙ্খলা" আনবার চেষ্টা করেছিলেন। অনেকগুলি "সংশোধন" ও"ব্যাখ্যার" পর মোটামুটি ওঁরা একটা জটিল আকারের সমাজতাত্ত্বিক নক্সা তৈরী করলেন যাতে স্বতন্ত্র সভ্যতাগুলোকে একটা "সাধারণ ধারার" মধ্যে ফেলা হ'ল আর বহু বিচিত্র সামাজিক ঘটনা-গুলোর প্রত্যেকটির আলম্ব হ'ল এক ধরনের দণ্ডায়মান কাঠামো। এই মতবাদের স্রষ্টারা ইঙ্গিত দিলেন যে তাঁরা মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত তবে সামাজিক চেতনার ওপর সামাজিক সত্তার একটা নির্দিষ্ট প্রভাব আছে মার্কসবাদের এই বিবৃতিকে তাঁরা গ্রহণ করেন না। মার্কসবাদ থেকে কিছু উপাদান ধার করে তাদের ভাববাদী ধারণাকে

সাজে খাপ খাওয়ানোর জন্যে সব জিনিসকে নিজেদের মাথায় ঢোকালেন।

ওয়েবারের অনুগামীরা প্রত্যেকটি সভ্যতার মধ্যে তিনটি "স্তরের" ঘটনা বা তিনটি সামাজিক প্রক্রিয়ার সংযুক্তি দেখেন। প্রথম প্রক্রিয়াটা প্রযুক্তিগত সভ্যতা প্রদানকারী, যার মধ্যে উৎপাদন রয়েছে; দ্বিতীয়টা সামাজিক এবং সমাজের একটা নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো তৈরী করে আর তৃতীয়টা সাংস্কৃতিক আন্দোলন। যে কেউ এই পরিকল্পের মধ্যে কিছু কিছু মার্কসীয় ধারণা দেখতে পাবে কিন্তু বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের দ্বারা সংশোধিতভাবে। সে যাই হোক এই সব "সংশোধনের" ফলে মার্কসীয় তত্ত্বের অর্থ সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করা হ'য়েছে। তিনটি "ক্ষেত্রই" স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করে, কিন্তু পরস্পরকে প্রভাবিত করে, নিয়ন্ত্রণ করে, বিকাশের পথে "মিলে" যায় অথবা "মিলে" যায় না কিন্তু সামাজিক সত্তার মধ্যে সাধারণ ভিত্তি নেই। ভাববাদকে উদ্ধার করা হ'ল কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা আরেকটা বদ্ধ গলিতে ঢুকলো—এমনকি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত মত থেকে অনেক দূরে রয়ে গেল।

প্রথমতঃ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট স্তরকে সনাক্ত করার মাপকাঠি অদৃশ্য হ'লো। এই ঘরোয়ানার সমাজতাত্ত্বিকরা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার এই চিত্রটি উপস্থিত করে: "প্রথম স্তর" হিসাবে মিশরীয়-বাবিলনীয় সভ্যতা; দ্বিতীয় স্তর—পারসিক-জুডীয় ও অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা; তৃতীয় স্তর—বাইজেনটাইন-স্লাভ-প্রাচ্য, ইসলামী এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা; চতুর্থ স্তর—এ্যাপোক্যালিপসের কাছে পার করে বলা হ'য়েছে, ভয়ঙ্কর কতকগুলি ব্যাপার নিয়ে আসছে। এই ধরনের ছক আধেয়র দিক থেকে শূন্য আর মনগড়া। কেউ ধরুন জিজ্ঞাসা করতে পারে, উদাহরণ হিসাবে, "প্রথম স্তরটার" শেষ কোথায়? পারসিক বিজয়ের পর কি মিশর একটা নতুন "পারসিক জুডীয়" স্তর উপস্থিত করলো অথবা ওটা তখনও "মিশরীয়-ব্যাবিলনীয়" স্তরেই রয়ে গেল? প্রাচীন পৃথিবীর সংস্কৃতি সম্বন্ধে

যার জ্ঞান আছে তারা মিশরীয় এবং ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতির আর জুডীয় সংস্কৃতির পারস্পরিক অনুপ্রবেশের কথা যে জানে আর ব্যাবিলন ও এ্যাসিরীয় সংস্কৃতির অনুশীলন ছাড়া প্রাচীন পারসিক সংস্কৃতিকে জানা যে কি রকম অসুবিধাজনক তাও জানে এই তথ্য সত্ত্বেও কেন "পারসিক-জুডীয়" সভ্যতা পৃথক হ'ল। এই সব সংস্কৃতির জলবিভাজিকাটা কোথায়? আরও কথা এই পশ্চিমী তৃতীয় স্তরটা কি? সেটা কি শার্লমান, স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ আর প্যারিস কমিউনও? এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া অসম্ভব। মূর্ত ইতিহাসকে কখনও কৃত্রিম ছকে ফেলা যায় না। ঐতিহাসিক তথ্যে এই ধরনের ভাগ করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, এই সব সভ্যতা বিকশিত হয় কেন, এই বিকাশের পরিচালক শক্তি এবং প্রেরণা কি? কেন প্রথম স্তরটি দ্বিতীয় স্তরকে পথ ছেড়ে দেয় আর কেনই বা সেটা তৃতীয় স্তরে যায়? সভ্যতার মধ্যে তিনটি "স্তরের' অবস্থান কোন কিছুকেই ব্যাখ্যা করে না। যখনই উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক ঐক্যকে বাতিল করা হ'ল তখনই "ঈশ্বর ইচ্ছা" থেকে "যৌথ ইচ্ছার" কাছে আবেদন করা আর প্রকৃত সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তে একটা ভাববাদী উদ্ভাবন বসিয়ে দেওয়া ছাড়া সমাজবিদের পক্ষে অন্য কোন গত্যন্তর থাকে না।

তাই, যে ত্রুটিপূর্ণ ভাববাদী পদ্ধতি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বিকৃত করে তার সংশোধনে পশ্চিম জার্মানীর সমাজবিদ্‌দের 'সংশোধন' কিছুই করে নি। পুঁজিবাদী পশ্চিমে প্রকৃত আত্মিক সমৃদ্ধির অনুপস্থিতিকে যেটা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে এই "পরিবর্তগুলি" তাই। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন ও পারস্য এবং অন্যান্য রাষ্ট্র যে তাদের সমস্ত নিয়মানুগতা ও বিশেষত্ব সহ দাস মালিকানার সমাজ বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত "তা না দেখে" ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে সামাজিক ইতিহাসে পৃথক পৃথক সভ্যতাকে, একটা 'পারসিক-জুডীয়' স্তরের সভ্যতাতে বিন্যস্ত করা ঐ ধরনের কোন কৃত্রিম স্তরে খুশীমাফিক ভাগ করাই এই ধরনের

পদ্ধতি সম্ভব করে তোলে।

খুশীমত নাম দিয়ে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে সুসঙ্গত পৃথক পৃথক স্তরে ভাগ করার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্বেও ইতিহাস সভ্যতার বিশৃঙ্খল জটই থেকে গেল কারণ এই সব পারম্পর্যের মধ্যে কোন সঙ্গতি থাকলো না।. আধুনিক ভাববাদী পদ্ধতির সাহায্যে এই পাপচক্র থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা অসফল হতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে যুদ্ধের আগে লেখা এস ক্যাসনের বই প্রগতি ও বিপর্যয় (progress and catastrophe) একটা চিত্তাকর্ষক উদাহরণ দিয়েছে। এতে তিনি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনুরূপতা আবিষ্কারের চেষ্টা না করে বিশ্ব ইতিহাসের পৃথক পর্বগুলি, জাতি ও রাষ্ট্রের নিয়তি নিয়ে বিবেচনা করেছেন। উনি প্রত্যেকটি সমাজকে সভ্যতার একটা বিশিষ্ট রূপ বলে, কোন বিদ্যমান জাতিব অদ্ভুত জীবন-পথ পরিক্রমা বলে মনে করেন। তিনি বিশ্বইতিহাসকে সভ্যতার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর ল্যাবরেটরী বলে গণ্য করেন। (১৩)

মিশরের প্রাচীন সংস্কৃতি ছিল একটা অদ্ভুত পরীক্ষা যাতে অভিজাতদেরই নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ছিল। আরেকটা পরীক্ষা করেছিল এশিয়া মাইনরের হিটাইটরা ; এর স্থপতিরা সমুদ্রকে এড়িয়ে স্থল-ভাগে কেন্দ্রীভূত হ'য়েছিল, সেই কারণেই সমুদ্রে যাতায়াতকারী জাতির হাতেই ওরা পরাজিত হ'য়েছিল। এর উল্টো, ক্রীটের সভ্যতা ছিল নাবিক ভিত্তিক, কিন্তু এই ধরনের পরীক্ষার সময় হয় নি আর তাই ঐ রাষ্ট্র শত্রুর আক্রমণ সহ্য করতে পারে নি কারণ আত্মরক্ষার প্রতি মনোযোগ দেয় নি। এটাই হোল ক্যাসনের যুক্তিধারা, কারণ উনি মনে করেন যে বিশ্ব ইতিহাসটা প্রদর্শনীর বিভিন্ন দ্রষ্টব্য বস্তুর সংগ্রহ। প্রখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক গুচ্ এই সব মতামতের সারসংক্ষেপ করেছিলেন। তিনি লেখেন ঃ প্রত্যেকটা সভ্যতাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা লাভ করে আর বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রক্রিয়ার অধীনস্থ হয়। এখানে আবার ..........পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা হয়ে থাকে, নানা তাৎপর্য ও সাফল্য নিয়ে।

১৩। এস, ক্যাসন—প্রগেস এণ্ড ক্যাটাস্ট্রফি। লণ্ডন ১৯৩৭

যদি অতীত আমাদের পথ প্রদর্শক হয় তাহ'লে নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ধারা ছাড়া আমরা আর কিছুই আশা করতে পারি না। (১৪)

তাহলে বিশ্ব ইতিহাস হ'ল নানা ধরনের অন্তিমে ব্যর্থ পরীক্ষার বিশৃঙ্খল সঞ্চয়। ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যারা দেখতে পায় না আর গোলক ধাঁধাঁ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে যেটা তাদের সাহায্য করতো সেই আরিয়াদনের সুতোটাকে যারা হারিয়ে ফেলেছে সেই সব লোকেদের দ্বারাই এই ধরনের ইতিহাসের দর্শন সৃষ্টি হয়। সে যাই হোক, "পরীক্ষা নিরীক্ষার" তত্ত্ব গৃহীত হয়নি কারণ সামাজিক ঘটনা পুনরাবৃত্তি প্রবণ এই তথ্যটা এতে অস্বীকৃত হ'য়েছে আর কেবল ভুল আর অন্তিমে অসাফল্যের ওপর মন্তব্য করে এমনকি স্বতন্ত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার-অন্তর্নিহিত যুক্তিকে দেখানো হয় নি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যে প্রাচীন দুনিয়া এবং সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ও অবক্ষয়ের এবং পুঁজিবাদের আসন্ন বিপর্যয়ের নির্ণায়ক সুগভীর নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করেছে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এ ধরনের তত্ত্ব কোন কাজে আসে না।

## "আবর্ত্তন তত্ত্বের" পুনরুজ্জীবন

তবে সম্ভবতঃ, অতিশয় তীব্র সামাজিক সংঘর্ষের ধাক্কায় অভ্যন্তরীণ কারণে "সমাজের" ধ্বংস সম্বন্ধে বলা হ'য়েছিল এমন একটা তত্ত্ব ছিল কি কিন্তু তাতে এই সিদ্ধান্ত করা হয়নি যে পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রকে অনিবার্যভাবেই পথ ছেড়ে দেবে? এ রকম একটা তত্ত্ব পাওয়া গেল। এটা ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়ে একটা ইতিহাসের দর্শন সৃষ্টি করা আর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে পৃথক পৃথক "সমাজের" ও "সভ্যতার" উদয় ও অস্ত হিসাবে উপস্থিত করার সেই পুরনো উৎসাহেরই প্রকাশ। এটা পুনরুজ্জীবিত "আবর্ত্তন তত্ত্ব" বা চিরন্তন

১৪। জি, পি, গুচ, "সাম কনসেপসন অফ হিস্ট্রি" দি সোস্যিওলজিক্যাল রিভিউ, ৩১ খণ্ড, নং ৩, জুলাই ১৯৩৯, পৃ ২৩৪

পুনরাবৃত্তির তত্ত্ব। বিকাশ আছে কিন্তু সেটা গোলাকার পথে চলে আর ঐ সীমার মধ্যেই থাকে। সমাজ চক্রপথে বিকশিত হয় নির্দিষ্ট স্তরের মাধ্যমে কিন্তু তুঙ্গে ওঠার পরে আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসে। অনেক ঐতিহাসিক এবং সমাজবিদ দাবী করেন যে প্রাচীন দুনিয়াতেও পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদী স্তর অতিক্রম করেছিল এবং মধ্যযুগে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর সমাজ আর কোন নতুন স্তরে প্রবেশ করেনি বরং আবার সেই একই পথে চলতে শুরু করেছে।

আজকে অনেক বুর্জোয়া ঐতিহাসিক পুরোপুরি এই ধরনের ধারণাকে সমগ্রভাবে না লাগালেও তাদের লেখাতে "আবর্তন তত্ত্বে"র নানা উপাদান প্রচার করে পাঠকদের অভ্যাস করানোর জন্য ঐ অঙ্গীকার থেকেই শুরু করে।

প্রায় খৃষ্ট পূর্ব ৩০০০ সহস্রাব্দে প্রাচীন মিশরেও যে "প্রাচীন অভিজাত" ও "নব বুর্জোয়া" ছিল বলে যারা জোর দেন তেমনি মনোভাব গ্রহণ করেন এখনকার ঐতিহাসিকরা। ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের তুলনা করার জন্য তাদের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ভাসাভাসা সাদৃশ্য প্রদর্শন যেটা ঘটনার সারবস্তুর মধ্যে ঢোকেনা আর বিভিন্ন বিষয়ের অতিরঞ্জন থাকে। যাতে পাঠকদের বোঝানো যায় যে মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসে তারা কোন দিনই সামন্ততন্ত্র আর পুঁজিবাদের সীমা অতিক্রম করে নি তার জন্য এই ধরনের তত্ত্বগুলি সামাজিক বিকাশকে অতীতের পুনরাবৃত্তি বলে ঘোষণা করার জন্য ব্যাপকভাবে তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে। এইগুলো হল সমাজ বিকাশের "চিরন্তন ধারণা": পুঁজিবাদকে বাতিল করলে সমাজকে নিছক বর্বরতায় ঠেলে দেওয়া হবে, যার ফল হবে সামন্ততন্ত্রে প্রত্যাবর্তন।

আবর্তন তত্ত্বকে বিস্তৃতরূপে দাঁড় করিয়েছেন বৃটিশ অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবি, (১৫) যাঁর ১০খণ্ডের বিরাট রচনাটির নাম "এ ষ্টাডি

১৫। টয়েনবির বিস্তৃত বিবরণের জন্য ই, এ, আরব-ওগ্লির "কনসেপসন অফ দি হিষ্টোরিক্যাল সাইক্ল" ইন হিষ্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম অ্যাণ্ড দি সোস্যাল ফিলসফি অফ দি বুর্জোয়াজি টুডে, মস্কো ১৯৬০, পৃ ১৫৩-৯৭ (রুশ)

অফ হিষ্ট্রি" (১৯৩৪-১৯৫৫)।

বৃদ্ধির প্রক্রিয়া থেকে যেটা ক্ষয়ের পথ উন্মুক্ত করে এমন একটা ছক, একটা বিশেষ মডেল উপস্থিত করার প্রচেষ্টায় তিনি এই ধারণার থেকে শুরু করেছেন যে প্রত্যেকটা সভ্যতাই বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের মাধ্যমে অগ্রসর হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দেখিয়েছে যে উৎপাদন শক্তি গুলি এবং উৎপাদন সম্পর্ক একটা ঐক্য হিসাবে সমাজ বিকাশের ভিত্তি গড়ে। যখন ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন শক্তি পুরনো সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে বিরোধ বাধক হ'য়ে ওঠে তখনই বিপ্লবের সময় উপস্থিত হয়, নতুন সমাজ বিন্যাসের ও একটা নতুন ও উচ্চতর স্তরের সমাজ বিকাশ ঘটিয়ে। টয়েনবি সমাজ বিকাশের এই বিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দ্বিক ধারণার বদলে একটা "পরিবর্তন" চান। তিনি দাবী করেছেন যে সেটা তিনি আবর্তন তত্ত্বের মধ্যে পেয়েছেন, যেটা অনুযায়ী সমাজ প্রত্যেকটা পাকে ছুটো প্রধান স্তরের মধ্যে দিয়ে যায়। প্রথম স্তর তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত: সৃজনশীল "সংখ্যালঘু" একটা "অসৃজনশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ" আর "পরিবেষ্টনকারী আদিম সমাজ"। টয়েনবি বলেছেন যে কোন সমাজের সাফল্যের জন্য বর্দ্ধমান ও বিকাশশীল সভ্যতাকে শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে বাতিল করে তিনটি অংশের মধ্যে একটা সরল গ্রাম্য ছবির মত সুস্থির সম্পর্কের অবস্থা অর্জন করতে হবে। এই আদর্শানুগ অবস্থায় "সৃজনশীল সংখ্যালঘুরা" জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করবে আর "অসৃজনশীল লোকেদের" সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। পরিবেশের "বর্বর উপজাতিদের" সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঐ আদর্শ ছবির মতই।

টয়েনবি বলেন, বর্দ্ধমান সভ্যতায় সংকট ঐ আদর্শ সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত। প্রথমতঃ "সৃজনশীল সংখ্যালঘু" দৃশ্যপট ছেড়ে যায়, "আধিপত্যকারী সংখ্যালঘুদের" জায়গা দিয়ে, যারা জনগণের ওপর বলপ্রয়োগ করে। "অসৃজনশীল জনগণের" মধ্যে ফাটল ধরে আর ওটা নিয়ে যায় একটা "অভ্যন্তরীণ প্রলেটারিয়েট" সৃষ্টির দিকে। দ্বিতীয়তঃ, "আধিপত্যকারী সংখ্যালঘুদের" পরিবেশের

অসভ্যজাতির প্রতি ভিন্ন নীতি অনুসরণ করায় শেষোক্তরা "বাইরের প্রলেটারিয়েটে" পরিণত হয়। রাজ্য জয়ের ফলে এই "বাইরের প্রলেটারিয়েটরা" "অভ্যন্তরীণ প্রলেটারিয়েটে" পরিণত হয়। তার পর আসে "সমাজে একটা মারাত্মক বিভেদ" আর এর অর্থ তার অধঃপতন, ভাঙ্গন।

টয়েনবির চক্র প্রাচীন সমাজের ধসে পড়ার কিছু বাহ্যিক দিকের ধারণা দেয়, এবং পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের বর্তমান স্তর সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার আসল আধেয়র মুন্ডচ্ছেদন করা হ'য়েছে আর সমাজ বিকাশের সামাজিক-আর্থনীতিক ভিত্তিকে সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য করা হ'য়েছে। এটা বিকাশের আধিবিদ্যক তত্ত্বের ঢাকা খোলা অবস্থা। শুরু করা হ'লো শান্তি ও মিল থেকে; বিপরীতের সংগ্রাম অনিষ্টকর, আর প্রগতির বদলে অধঃপতনে গিয়ে পৌঁছবে।

এখনকার পুঁজিবাদ টয়েনবির ঐতিহাসিক চক্রে দ্বিতীয় স্তর। তাহ'লে, উনি স্বীকার করেন যে পুঁজিবাদী সমাজে সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠকে শাসন করছে। কিন্তু তাঁর তত্ত্ব বুর্জোয়া সমাজের কোন প্রগতিশীল আর্থনীতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক পুনর্গঠনের সম্ভাবনা দেখতে পায় নি। উনি পুঁজিবাদকে স্বাভাবিক বলেই মনে করেন আর তাই প্রলেটারিয়েটদের তরফ থেকে কোন পরিবর্তন করার চেষ্টা হ'লে সেটা হবে সভ্যতার পক্ষে বিপদ।

টয়েনবি শোষক আর শোষিতের মধ্যে একটা "আদর্শ মিলের" পর্ব বিন্যাস করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে কেউই শোষণকারী ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেই, যেটা কোনদিন ছিল না সেই 'আদর্শ' অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। এই লক্ষ্য পুরণে পুঁজিবাদকে সাহায্য করার জন্য তিনি খ্রীষ্টধর্ম ও ধর্মকে ডেকেছেন।

টয়েনবি মনে করেন যদি আধুনিক পুঁজিবাদ খ্রীষ্ট ধর্মের ওপর নির্ভর করে তাহ'লে সমাজে "ফাটল" বুজিয়ে দেওয়া যাবে এবং পুনর্বার শান্তি এবং "সংহতি" ফিরে আসবে। তিনি বিস্ময়কর

ভাবে খোলাখুলি লিখেছেন যে যদি খ্রীষ্টধর্ম ১৮শ এবং ১৯শ শতাব্দীতে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ দাস মালিক ও কৃষ্ণকায় দাসদের মধ্যে "ঐক্য সৃষ্টি" করতে পেরে থাকে তাহ'লে আশা করা যায় যে খ্রীষ্টধর্ম আধুনিক পুঁজিবাদকে বিভক্ত হওয়া থেকে এবং শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের সংগ্রামের ব্যাধি থেকে "বাঁচিয়ে" তুলতে পারবে। তিনি ধরে নিয়েছেন যে তিনি প্রাচীন সভ্যতার বিপরীতে যে পুঁজিবাদী সভ্যতাকে "পাশ্চাত্য সভ্যতা" নাম দিয়েছেন সেটা অধঃপাতের লক্ষণ সত্ত্বেও ধ্বংস আর সামাজিক সমগ্রতায় ভাগাভাগি ও শ্রেণী সংগ্রাম এড়াতে সক্ষম হবে। যুক্তরাষ্ট্রের টাইম পত্রিকা এই ক্ষেত্রে টয়েনবির "মেধাকে" তারিফ করেছে এবং এর একটি সংখ্যাতে টয়েন-বির ছবি ছেপে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে শীর্ষস্থানে ছেপেছেঃ "আমাদের সভ্যতা অনিবার্যভাবেই ধ্বংসোন্মুখ নয়।" গ্রন্থকার দাবী করেছেন "কার্লমার্কসের "পুঁজির" পর ইংলণ্ডে লিখিত ঐতিহাসিক তত্ত্বের সবচেয়ে চিন্তা উদ্রেককারী বই হল "এ ষ্টাডি অফ হিষ্টরি"। (১৬) কিন্তু টয়েনবির তত্ত্ব এতো খানা খন্দে পূর্ণ আর ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে তিনি এতো মুচ্‌ড়িয়েছেন যে সৎ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে বিরাট আপত্তির বান ডেকে গেল আর পক্ষ নেওয়ার মত খুব সামান্য লোককেই পাওয়া গেল। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানানো যায় কিন্তু তত্ত্বটা বিশেষ প্রযোজ্য নয়।

টয়েনবির একজন অনুগামী হলেন অধ্যাপক রাইট। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি সভ্যতাই বীরত্বের যুগ দিয়ে শুরু হয়, তারপর "বীরত্বের যুগের" মধ্যে উদ্ভূত হয়ে নানা ধরনের আন্দোলনের মধ্যে বিরোধের একটা পর্ব আসে। তীব্র সংঘাতের পর্বটা টয়েনবির "সামাজিক ঐক্যের ভাঙ্গনের" সঙ্গে মেলে আর যাকে বলা হয় "গোলমালের সময় যে কথাটাকে বৃটিশ ও আমেরিকার ঐতিহাসিকরা ১৭শ শতাব্দীর গোড়াকার রুশ ইতিহাস থেকে ধার করেছে আর যেটাকে প্রয়োগ

---

১৬। টাইম, ৪৯ খণ্ড, মার্চ ১৭, ১৯৪৭, পৃ ২৯

করা হয় প্রাচীন মিশর ও আধুনিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব সম্বন্ধে। "গোলমালের সময়" শুরু হয় যখন অভ্যন্তরীণ বিরোধ চলে আর অর্থ-নৈতিক ওলট পালট ঘটে। এই পর্বের পর একটা ভারসাম্যের পুন-প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের সংহতি ও সম্প্রসারণ ঘটে যেটা টয়েনবি বলেন নি। তবে, যে পর্বে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার হয় তারও নেতিমূলক দিক আছে কারণ এটা একটা ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণের এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হরণের দ্বারা চিহ্নিত, যেটা শেষ পর্যন্ত সমাজকে অধঃপাতে নিয়ে যায়। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একটা প্রকাশ পায় পলায়নী শিল্পকলার মধ্যে আর "ভেতরকার ও বাইরেকার প্রলেটারিয়েটদের" মধ্যে প্রকাশ পায় নতুন ধর্মের জন্মের মধ্যে। "নতুন সামাজিক আদর্শ" নতুন আবর্তনের অগ্রদূত হ'য়ে ওঠে, নতুন সভ্যতার জন্ম দেয় এবং নতুন বিকাশের দিকে পাক খায়। এই ধারণাটাতে আদি খ্রীষ্টধর্ম ও কমিউনিজমের মধ্যে তুলনা করার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এ সময়ে এ ব্যাপারে রাইট কেবল একলাই যে করছে তাও নয়। একজন লেবার তাত্ত্বিক হ্যারল্ড, জে, লাস্কি এ সম্বন্ধে অনেক লিখেছিলেন। কিন্তু ইতি-হাসের ওপর ওঁরা যত জবরদস্তিই করুন না কেন এই ধরনের তাত্ত্বিকরা কখনই বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমকে- ক্রীতদাসদের সেই স্বপ্ন ও বাসনাতে পর্যবসিত করতে পারবে না যেটা নাকি কার্যতঃ দাস-মালিকানার সমাজ অধঃপাতে যাওয়ার এবং ভূমিদাস প্রথার দ্বারা তার অপসারণের পূর্ব ঘোষণা করেছিল। এই প্রচেষ্টা তাদের রাজ-নৈতিক মতলব প্রকাশ করে দিচ্ছে এবং তাদের তাত্ত্বিক অসহায়তা দেখিয়ে দিচ্ছে।

রাইটের ছক টয়েনবির মতই প্রাচীন দাস মালিকানার সমাজের অধঃপতন ও ভাঙ্গনের এবং আধুনিক পুঁজিবাদের কিছু দিকের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অতিসরলীকৃত হ'য়েছে। কারণ প্রাচীন গ্রীকও ইয়ো-রোপীয় মধ্যযুগ দুটিরই নিজস্ব মহাকাব্য ছিল যেটা তাদের প্রারম্ভিক পর্বের বর্ণনা দিয়েছে—এ থেকেই একটা বীরত্বের যুগ বানানো হ'য়েছে। মধ্যযুগে পুঁজিবাদ সংযুক্ত করে একটা সাধারণ সভ্যতায়

দাঁড় করানো হয়েছে যেটা আরম্ভ হ'য়েছিল বীরত্বের যুগে আর এখন নিম্নগামী। পুঁজিবাদী পর্বে নির্মিত বিরাট সাম্রাজ্য রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে উপমিত হচ্ছে। এই ছক থেকে যে সিদ্ধান্ত টানা যায় তাহ'ল "বর্তমান" সভ্যতার পরে আবার "বর্বরতা" ফিরে আসবে।

টয়েনবি-রাইটের ছক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অসহ্য সরলীকরণ এবং পুনরাবৃত্তির সমস্যাটি সমাধানের অতীত। ইতিহাসে কোন সোজা পথ নেই এবং সরলরেখার পরিবর্তনে পুরনো ছক ঘটনার চাপে ধরাশায়ী হয়েছে এই ঘটনাব প্রসঙ্গ তুলে ওঁরা তার আশ্রয়ও িতে পারবে না। ইতিহাসে যে কোন সোজা বা সংকীর্ণ পথ নেই আর ইতিহাসের গতিপথ যে বন্ধুর এবং দ্বন্দ্বময় এটা মার্কসবাদীরা ভাল করেই জানে "বন্ধুর পথে এবং ঘোরা পথেই ইতিহাসের গতি"। (১৭) অনুরূপভাবেই ইতিহাসে যে কোন প্রগতি নেই এ থেকে এ রকম সিদ্ধান্ত করাও ঠিক নয়।

অবশ্যই, ইতিহাসে অনেক সভ্যতা ও সমাজ ছিল, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, আপন গতিপথ পরিক্রমা করেছে, কিন্তু এ রকম গতিপথ পরবর্তীটির আবির্ভাবের কিছু বৈষয়িক ও সামাজিক পূর্ব শর্ত সৃষ্টি করে গেছে যা ছাড়া পরেরটা অসম্ভব হোত। একবার ইতিহাসকে টুকরো করলে, একবার ইতিহাসকে ভেঙ্গে পৃথক ও অসম্পর্কিত চক্রে ভাগ করে ফেললে ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জনের সম্ভাবনাকে খর্ব করা হবে।

ইতিহাসে কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন চক্র ছিল না। বিকাশের অপ্রতি-রোধ নিয়মের প্রভাবে, আর উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের ফলে বৈরিতাপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক সমাজ-বিন্যাস নিম্নগামী হয়েছে এবং ভেঙ্গে পড়েছে। আগের স্তর থেকে পরের স্তরটা উঁচু। বৈরিতাপূর্ণ সমাজে যেটা সহজাত সেই উৎ-পাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত নতুন ভিত্তিতে বিকশিত হয়। বিকাশের প্রত্যেক স্তরে সমাজ গোড়া থেকে শুরু

১৭। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৭খণ্ড, পৃ ১৬৩

করে না, আগের সমাজ বিন্যাসের উৎপাদন শক্তি অন্তর্হিত হয় না,- তার সাংস্কৃতিক সাফল্যগুলি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় না।

নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বে, যে পর্বে কিছু রাষ্ট্র উন্নত হয়েছিল এবং অন্য একটার পথ ছেড়ে দিয়েছিল সেগুলো বৈরিতাপূর্ণ সমাজ-বিন্যাসের মূর্ত প্রকাশ ছিল।

একটা নির্দিষ্ট সমাজ বিন্যাসের সহজাত নিয়মিকতার বিশ্লেষণ ছাড়া এই সব রাষ্ট্র ও দেশের মূর্ত ইতিহাসকে বোঝা অসম্ভব। এখন আমাদের যতটুকু জ্ঞান আছে তাতে কেবল একজন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিই দৃষ্টান্ত স্বরূপ দাবী করবে যে ক্রেটান সমাজ কোন চিহ্ন না রেখেই মিলিয়ে গিয়েছিল তার পরে অনুসরণ করে যে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা এসেছিল তাকে কিছু না দিয়েই। বেশ কিছুকাল বিরতির পরে, অতীতের প্রাচ্যের প্রারম্ভিক দাস মালিক স্বৈরতন্ত্র দাস-মালিকানার গণতন্ত্রকে পথ ছেড়ে দিয়েছিল। এটা মানব সমাজের বিকাশে একটা প্রচণ্ড অগ্রগতি। ইতিহাসে কোন পশ্চাদপসরণই তার অগ্রগতিকে নস্যাৎ করে দেয় না।

সে যাই হোক, কিছু বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক ঘোষণা করেন যে সমাজ বিকাশের তত্ত্বের প্রধান বিপদটা এই ঘটনার মধ্যেই রয়েছে যে ওগুলো বিকাশের পারম্পর্যের অনিবার্যতা স্বীকার করে। বিকাশের স্তরের পারম্পর্যের ধারণাটাকেই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সবচেয়ে কম পছন্দ করে কারণ শেষ পর্যন্ত এটা থেকে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে পুঁজিবাদী সমাজও এমন একটা সামাজিক প্রক্রিয়ার স্তরে রয়েছে যেটা আরেক উচ্চতর স্তরকে, কমিউনিজম নামে অভিহিত নতুন স্তরের জন্য পথ ছেড়ে দেবে।

বুর্জোয়া মতাদর্শীরা "আবর্তন তত্ত্বকে" গ্রহণ করতে এত ইচ্ছুক কেন? "আবর্তন তত্ত্বের" বক্তব্য অনুযায়ী মানুষকে ভবিষ্যতে না গিয়ে পেছনে ফিরে যেতে হবে। সেই জন্যেই এটা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই সজোর প্রচেষ্টা।

স্বকপোল কল্পনার কোন সীমা থাকে না যেটা সব সময়ই সাধারণ

এবং ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তির ওপরে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ লেখক অলড্‌স হাক্সলি নিম্নোক্ত ছকটি বানিয়েছেন: "প্রাচীন মার্গীয় পর্ব রোমান্টিকতার পর্বের সঙ্গে, ভক্তির পর্ব নাস্তিকতার পর্বের সঙ্গে, শান্তিবাদী এবং আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তাবাদের ও সমরবাদের জন্য জায়গা বদল করে।" (১৮) এই ধরনের "তত্ত্ব" নিছক যাজকবাদের "অনিবার্য জয়," আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের ও সমরবাদীদের দ্বারা সংঘটিত কাজ কর্মেরই উদ্দেশ্য সাধন করে। কারণ হাক্সলির মতে মানবজাতি চিরকালের মত 'শান্তির পর্ব' থেকে 'সমরবাদের পর্বে', 'নাস্তিকতার পর্ব' থেকে 'ভক্তির পর্বে'র মধ্যে দোদুল্যমান থাকবার নিয়তি নিয়েই এসেছে।

নব্য ম্যালথাসপন্থীরাও সমাজের ইতিহাসে তাদের "আবর্তন তত্ত্বের' ভাষ্য রচনা করেছে। তাদের কেউ কেউ বলে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ প্রমাণ করেছে যে সভ্যতার উত্থান ও পতন সমাজের সদস্যদের জনিত 'গুণের' ওপর নির্ভর করে, যাকে তারা দুটি ধারণায় ভাগ করে: 'সমস্যা সমাধানকারী' এবং 'সমাজের বোঝা'। এগুলি টয়েনবীর 'সৃজনশীল সংখ্যালঘু' ও 'অসৃজনশীল জনগণের' ধারণা থেকেও অতি সরলীকৃত ধারণা। প্রত্যেকটি সভ্যতার বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের দায়ভার থাকে সমস্যা সমাধান-কারীদের হাতে আর 'সমাজের বোঝা'দের মধ্যে যে ব্যাপক জনগণ পড়ে তারা অনাহার ও উচ্চহারে শিশু মৃত্যুর মত 'প্রাকৃতিক' প্রক্রিয়া-গুলির চাপে নির্মূল হয়। নব্য ম্যালথাসপন্থীদের মতে যত তীব্রতার সঙ্গে এই সব কারণ শ্রমজীবী মানুষকে আঘাত করবে ততই মঙ্গল।

যখন বাঁচবার পরিস্থিতি উন্নত হয় আর যারা 'সমাজের ভার' শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার হ্রাস পায় আর জন-সংখ্যা তাদের হার বৃদ্ধি পায় তখনই সমাজের "সংকটের বিপদজনক

১৮। এপ্রোচেস্ টু দি ওয়ার্লড পীস, ফোর্থ সিম্পোসিয়াম, নিউইয়র্ক, লণ্ডন, পৃ ৪৭৬

স্তর শুরু হয়। এর পরিণামে সমাজের 'জনিত গুণের' ভীষণ অধঃপতন শুরু হয় যেটা নিয়ে যায় 'জনিত ক্ষয়ের' দিকে যার জন্যে সভ্যতার অবনতি ঘটে এবং শেষে ভেঙ্গে পড়ে। প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়মের পুনর্প্রতিষ্ঠা হলে, জীবন ধারণ পরিস্থিতির প্রচণ্ড অবনতি ও 'উর্দ্ধতনের সংগ্রাম' তীব্রতর হ'লে সমাজ 'বোঝা' মুক্ত হয় এবং নতুন আবর্তন নিজস্ব বিকাশের পথ ধরে। এখানে "আবর্তন তত্ত্বকে জীববিজ্ঞানের ধারণা সজ্জিত করে পরিপক্ক করা হয় এবং 'সামাজিক ডারুইনবাদের' কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয় যেটা সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চক্রের মতাদর্শ-গত হাতিয়ার সরবরাহ করে আসছে।

'আবর্তন তত্ত্ব' নানা ধরনের জল্পনার পথ খুলে দিয়েছে কারণ এটা উল্টোদিকে চলার গুণকীর্তনের ভিত্তিতে নানারকম পরিবর্ত তত্ত্বের জন্ম দিয়ে ইতিহাসে পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটাকে নিছক অতীতে প্রত্যাবর্তন হিসাবে দেখায়। যেখানে "আবর্তন তত্ত্বের প্রবক্তাদের সমাজের বিপরীতমুখী গতির সম্ভাবনা জনগণকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে আর যাতে সমাজ আবার মধ্যযুগের অন্ধকারে না নিমজ্জিত হয় সেই জন্য এখনকার পুঁজিবাদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হ'তে জনগণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, সেখানে যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকটের ব্যাপারটা জানে সেরকম অন্যান্য বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সমাজ বিকাশের অতীত যুগের স্তরের মধ্যে মুক্তির পথ খোঁজে এবং উল্টো দিকের গতিকে আশীর্বাদ হিসাবে উপস্থিত করে।

তাই, জার্মানীতে যিনি বিশেষ জনপ্রিয় সেই উইলহেলম রোপ্‌কে দাবী করেন যে পুঁজিবাদের সমস্ত ব্যারামের উৎপত্তি হ'য়েছিল ১৭৮৯ এর ফরাসী বিপ্লব থেকে আর ঐটাই ঠিক সেই তারিখ যে দিন সমাজ পেছনে হটছে। তিনি একদিকে ফরাসী বিপ্লব এবং বিপ্লবী ফ্রান্সকে আর অন্য দিকে যেটা নাকি "আরও বেশী ও পূর্বতন অজাতীয়সংহত" গণতন্ত্র ও উদারনীতিবাদ (১৯) থেকে উদ্ভূত সেই

১৯। উইলহেলম রোপকে, লা ক্রাইসে ডি নোত্‌রে টেম্পস, ন্যু চ্যাটেল ১৯৪৩,পৃ ৬২

ইংরেজী বিপ্লব ও এ্যাংলো স্যাক্সন দেশগুলোর বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। তিনি সমাজ কর্তৃক ফরাসী বিপ্লবের "ক্ষতিকর" মনোভাব বর্জন ও "পূর্বতন, আরও বেশী অঙ্গাঙ্গীসংহত" জীবনযাপন প্রণালী ও চিন্তায় প্রত্যাবর্তনের মধুর স্বপ্নে প্রত্যাবর্তনের মধ্যেই পথ আছে বলে বিশ্বাস করেন। প্রলেটারিয়েটদের পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে শ্রম শিল্পে "অপ্রলেটারিয় করণের" অসম্ভব এবং প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব প্রচার করেন। ওটা অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল কল্পনাবাদ·কিন্তু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখনকার বুর্জোয়া তাত্বিকদের কি ধরনের ধারণা এটা তাই দেখিয়ে দিচ্ছে। যারা ঘোষণা করেন যে পুঁজিবাদকে একচেটিয়া পূর্ব স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা অলৌকিক উপায় খুঁজে পেয়েছেন সেই সব "নব্য উদারনীতিবাদের" পশ্চিমী জার্মান প্রবক্তারা রোপকের কিছু লেখাকে নিজেদের মত করে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন।

সে যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদীদের বাগাড়ম্বরের পক্ষে ক্যাথলিকদের প্রতিক্রিয়াশীল, কল্পনাবাদী লেখাগুলিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।(২০) ফরাসী ক্যাথলিক সমাজবিদ বারদেত যেটা আবিষ্কার করেছেন এবং যার অর্থ একটা ধর্মীয় সামন্ত সমাজ ও রাষ্ট্র, সেই সামন্ত শাসনে, "বহুধ্বনি বিশিষ্ট সংগঠনে" যেখানে নাকি মানুষ যন্ত্র. দাসত্ব থেকে মুক্ত হ'তে পারে যেখানে নাকি ঈশ্বরের বিশ্বজগতের ছন্দকে আবার ফিরে পেতে পারে, পল্লীগ্রামের সেই একমাত্র পরিবেশে ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। সামন্ত শাসনের পুনর্জীবন, আধুনিক শ্রমশিল্প ও বড় শহর ভেঙ্গে ফেলার (তার সঙ্গে প্রলেটারিয়েট) উদ্দেশ্যেই এটা সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগের "স্বর্ণযুগে" ফিরে যাবার উৎসাহ দিয়ে তিনি বুর্জোয়া দেশগুলিতে আধা-ফ্যাসিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট ব্যবস্থা কায়েম করার সম্ভাবনা বাতিল না করে সামাজিক সম্পর্কের ধর্মীয় করণের স্বপক্ষে প্রচার করছেন।

বুর্জোয়া তাত্বিকদের দ্বারা ব্যাখ্যাত মতবাদগুলির মধ্যে আর

২০। জি, বারদেত ডিমেইন, সেন্ট লান ২০০০! প্যারিস, ১৯৫২

সামাজিক বিকাশে তাদের বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য সত্বেও তাদের মধ্যে যেটা অভিন্ন রয়েছে সেটা হ'ল প্রগতির ধারণার প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা। কেউ কেউ "আবর্তন তত্ত্বের" স্তুতিকীর্তন করে এটাকে বাতিল করে। অন্যেরা দাবী করে। অন্যেরা দাবী করে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া পেছনে হটতে পারে। আবার অন্য-জনেরা ( এরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ ) কোন লাইনে এটা চলবে তা ঠিক করতে অস্বীকার করে "সামাজিক পরিবর্তনের" বহুদৃষ্ট নতুম প্রত্যক্ষ বাদী ধারনাকে গ্রহণ করাই পছন্দ করে। কিন্তু এরা সবাই সমাজের অগ্রগতির ধারনাকেই বাতিল করে। এই সব তত্ত্বের আবির্ভাবের একটাই মাত্র কারণ আছেঃ আধুনিক পশ্চিমী তুনিয়ার প্রগতির ওপর আস্থার বিলুপ্তি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভবিষ্যতে আস্থা হারানোর সঙ্গেই জড়িত। দৃষ্টান্ত হিসাবে, এল, বার্ণার্ড বলেছেন, যে ১৮শ শতাব্দীর দর্শনের বিপরীতে ২০শ শতাব্দীর সামাজিক চিন্তা (অবশ্যই বুর্জোয়া চিন্তা অর্থে) এই বিশ্বাসের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে যে "বিবর্তন অনিবার্য ভাবেই এবং প্রয়োজনার্থে প্রগতিশীল নয়" আর "প্রগতি প্রকৃতির সহজাত নিয়মও নয়।" (২১) সমস্যা হিসাবে প্রগতি ২০শ শতাব্দীর সমাজবিদদের লেখা থেকে অদৃশ্য হচ্ছে। এই ঘটনাকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছেঃ বিষয়টাতে আগ্রহ কমে যাওয়া বা অন্ততঃপক্ষে এটাকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা পরিত্যাগ করার পেছনে অনেকগুলি কারণ ইন্ধন জুগিয়েছে। যারা বিশ্বাস করেন যে প্রগতি মাপার ও প্রগতি ও পশ্চাদগতির মধ্যে পার্থক্য করার কোন পদ্ধতি আমাদের বিশেষ নেই এমন সমাজ তাত্ত্বিকের সংখ্যা বড় একটা কম নয়। অন্যেরা মনে করেন যে আমরা যে লক্ষ্য স্থাপন করি প্রগতি তারই সাপেক্ষ আর ভাবেন যে কোন পরম লক্ষ্য স্থাপন সম্ভবই না। অন্যেরা বিষয় বস্তুর জটিলতায় নিরুৎসাহিত হন আর সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকের ওপর কাজ

---

২১। কনটেমপোরারি সোস্যাল সায়েন্স, এডি, বাই পি এর এচ্ হ্যারিম্যান, জে, এস রউসেক জি, বি, ভি হস্জার, ১ম খণ্ড, ১৯৫৩, পৃ ১৮২-১৮৩

করাই পছন্দ করেন অন্ততঃপক্ষে যতদিন পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত কোন সামাজিক লক্ষ্য অর্জন না করি ততদিন। যাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞান শুধু বর্ণনা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে আর মূল্য নির্ণয় এড়িয়ে যাবে তাঁদের কাছে প্রগতি কথাটাই বিরক্তকর...... আবার অন্য সমাজবিদরা হালের সামাজিক ঘটনাবলীতে ভীষণ ভাবে নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়েছেন আর ভাবছেন যে সমাজ একটা সাধারণ অধোগতির প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। সেই জন্য তার প্রগতির প্রশ্নটার আলোচনাই এড়িয়ে যাচ্ছেন।" (২২)

কিন্তু "হালের সামাজিক ঘটনা" কি যেটা বুর্জোয়া সমাজবিদ্দের নিরুৎসাহিত করেছে? কোন সমাজ সাধারণ অবক্ষয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে চলেছে? এটা কি পরিষ্কার নয় যে মোটের ওপর, শোষণ থেকে জনগণের মুক্তি, উৎপাদন উপায়গুলিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ আর সামাজিক সম্পত্তি স্থাপন, রক্তাক্ত আগ্রাসী যুদ্ধ থেকে মানব জাতির মুক্তি, আর লোভের ও লাভের নেতিকতার উচ্ছেদ— এগুলিই মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে? এটা কি সামাজিক লক্ষ্য নয়? কিন্তু ঠিক এইগুলিই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা আলোচনা করতে অস্বীকার করে। সেই জন্যেই "প্রগতি" পদটিই পশ্চিম জার্মানীর সমাজতত্ত্বের অভিধানে নেই। এই কারণেই এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকেও এটা অদৃশ্য হ'য়েছে।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একজন বিজ্ঞানী যদি তার তাল ঠিক না রাখতে পারে তাহ'লে যে ঐতিহাসিক ঘটনার গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য, বড় জোর ছিটে ফোঁটা ঘটনা বা কোন স্বতন্ত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। এটাই কার্যতঃ এখনকার বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাসের দর্শনের দ্বারা ঐতিহাসিক করতে বাধ্য হবে।

---

২২। ঐ, পৃ ১৮৩-৮৫

## বিষয়গত নিয়মানুগতার পরিবর্তে আপতনবাদ

সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সংযোগ, বিষয়গত যুক্তি এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করা—এটাই হ'ল বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বের প্রজ্ঞার ছক। তবু বহু ঐতিহাসিকই এই ধারণা পোষণ করে চলেছেন।

তাই, ফিশার ঘোষণা করেছেন যে ইতিহাসে কোন নিয়মানুগতা নেই—আছে কেবল সময় ধরে একটার অনুসরণকারী আরেকটা ঢেউ এর মত। একটা জরুরী অবস্থা আরেকটা জরুরী অবস্থার ওপর পড়ছে। (২৪) ফিসার বলেছেন, এই কারণেই মানব নিয়তির বিকাশে আকস্মিকতা ও অদৃষ্টকে চিনতে পারাটাই ঐতিহাসিকের কর্তব্য।

এই মত যে তাত্ত্বিক দিক থেকেই অযৌক্তিক তা নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও ক্ষতিকর। আকস্মিকতার তত্ত্ব, যা নাকি ইতিহাসে আধিপত্য করে, সেটা স্বেচ্ছাবাদেরই আশ্রয় বাক্য, যেটা রাজনীতিতে কোন নিয়মানুগতা মানতে অস্বীকার করে। মানবজাতির অগ্রগতি, সমাজতন্ত্রের জয় এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যকে সাম্রাজ্য-বাদের মতাদর্শীরা দুঃখজনক আকস্মিকতা হিসাবে গণ্য করে, এবং তার সংশোধনের দরকার বলে মনে করে। ইতিহাসকে আকস্মিক ঘটনার সঞ্চয় বলে দাবী করার অর্থ স্বেচ্ছাচারী নীতির সাফাই গাওয়া। এখানেই কমিউনিজমকে 'আটকে দেওয়া' ও 'পেছনে হটিয়ে দেওয়া' ইত্যাদি যত কথার মূলকে দেখতে পাওয়া যাবে। এই দার্শনিক ধারণার মধ্যেই এই সজোর উক্তিটির মূল প্রোথিত আছে যে বল প্রয়োগ ইতিহাসের তরঙ্গকে আটকাতে বা এমনকি "সঠিক" দিকে উল্টে দিতে পারে। এই ভাবেই, ইতিহাসের দর্শন এখনকার দিনের সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে বুনট হ'য়ে যায়।

অবশ্য, মার্কসবাদ প্রকৃতিতে এবং সমাজে আকস্মিকতাকে এবং ঘটনার গতিপথে তাদের বিরাট প্রভাবকে অস্বীকার করে না। কিন্তু

---

২৪। ঐ, পৃ ১৮৪-১৮৫

আকস্মিকতা ইতিহাসের গতিপথকে নির্দ্ধারণ করে না এবং যুক্তি দেখাতে গিয়ে সেগুলির স্মরণাপন্ন হওয়ার চেষ্টা করার অর্থ, স্পিনোজার কথায়, 'অজ্ঞতার আশ্রয় নেওয়া'। প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশে আকস্মিকতার ভূমিকার স্বীকৃতি, প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশ নিয়মানুগ এই বক্তব্যের বিরোধী নয়। বিজ্ঞানের কাজ এই নিয়মানুগতার জ্ঞানার্জন করা। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে একটা আকস্মিক ঘটনার বিশৃঙ্খলা হিসাবে যে সমাজ বিকাশের তত্ত্ব উপস্থিত করে সেটা সামাজিক ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত মতকেই উড়িয়ে দেয়। সমাজ বিকাশে নিয়মানুবর্তিতার ধারণাকে বাতিল করলে গাণিতিক পদ্ধতি, প্রায়িকতার নিয়ম বা বৃহত্তর সংখ্যার তত্ত্বের (Theory of large number) কোন পরিমাণই সামাজিক চিন্তাকে সম্পূর্ণ অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

পশ্চিমের কিছু কিছু সমাজতাত্ত্বিক বুঝতে পারছেন যে সমাজ-বিকাশের বুর্জোয়া তত্ত্ব একটা ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় এসে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ইয়োরোপ ও আমেরিকার ২০শ শতাব্দীর সমাজবিদ্যার সমালোচনা বিধৃত আর, বি, বেইলির লেখা একটা বই যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চার করেছে। ঐতিহাসিক প্রগতিকে যেটা অস্বীকার করে সেই সব ধারণাকে বেইলি মানেন না এবং "আবর্তন তাত্ত্বিকদের এবং অযুক্তিবাদীদের ধ্বংসকারী আক্রমণ থেকে সমাজ বিদ্যাকে বাঁচানোর জন্য" (২৫) আবেদন করেছেন। আশাবাদ যে যুগে ছিল সেই যুগে সমাজবিদ্যার জন্ম হ'য়েছিল কিন্তু এখনকার দিনের সমাজবিদ্যা আগা গোড়া নিরাশাবাদপূর্ণ, এটা বেইলি লক্ষ্য করেছেন। ২০শ শতাব্দীতে, প্রধানতঃ ইয়োরোপের চক্রগুলোর মধ্যেই আশাভঙ্গের মনোভাব ব্যাপক হ'য়েছিল, আজকে আমেরিকা থেকেই আশাভঙ্গের গুঞ্জন যে কেউ শুনতে পাবে। (২৬) সমাজবিদ্যার তত্ত্ব শুধু

---

২৫। আর, বি, বেইলি, সোসিওলজি ফেসেস পেশিমিজম, হেগ পৃ ১৬৬

২৬। আর, বি, বেইলি, সোসিওলজি ফেসেস 'পেসিমিজম', দি হেগ ১৯৫৮ পৃ ১৬৬

সমাজের নিরাশাবাদী মনোভাবকেই প্রকাশ করে না, এগুলি থেকে আবার ওটা ছড়াতে সাহায্য করে। বেইলি সমাজবিদ্যার এই ধরনের ভূমিকার তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং ঠিকই বলেছেন যে ১৮শ শতাব্দীতে প্রগতির ধারণা এবং প্রগতিতে আস্থা এই বিশ্বাস থেকেই উদ্ভূত হ'য়েছিল যে মানব যুক্তিবোধ সর্বশক্তিমান আর মানুষের আচরণ যুক্তিসম্মত।

এখনকার সমাজবিদ্যা এই ধারণাকেই বাতিল করেছে। জনগণ সম্পর্কে নানা তত্ত্ব আর জনতার তত্ত্ব মানব কর্মকাণ্ডকে অযৌক্তিক মনে করে। প্রগতিতে আস্থাহীনতা, সভ্যতার পতনের ভবিষ্যদ্বাণী, আর মানুষকে অযৌক্তিক প্রাণী এবং সে অলৌকিক পুরাণ, অন্ধ-বিশ্বাস এবং মোহের দ্বারা পরিচালিত বলে মনে করা—সব কিছুই এ যুগের সমাজবিদ্যার মধ্যে একটা মারাত্মক হতাশা ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

আমার মনে হয় প্রগতি তত্ত্বের পুরোপুরি বিরোধীদের প্রেরণার আরেকটি উৎসের ইঙ্গিত গ্রন্থকার সঠিক ভাবেই দিয়েছেন। বাস্তবিকই, যে জনগণ ইতিহাস সৃষ্টি করে, তাদের বিরাট সামাজিক শক্তিকে যেটা অস্বীকার করে প্রগতির তেমন কোন তত্ত্ব আমাদের কালে হ'তেই পারে না। তাদের ধারণা যাই থাকুক বুর্জোয়া সামাজিক তত্ত্ব সব সময়ই ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষকে অগ্রাহ্য করেছে। আজকে, জনগণের প্রতি এই অবিশ্বাস এবং ঘোরতর অবজ্ঞা তুঙ্গে উঠেছে এবং এটা প্রধানতঃ এগিয়ে দিয়েছে অযুক্তিবাদের নানা ধরনের দার্শনিক এবং মনোবিদ্যার প্রবণতা। কিছু সামাজিক মনোবিদ, জনগণের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ব্যাপকভাবে ফ্রয়েডবাদ ব্যবহার করে অর্দ্ধচেতনা, অনুভূতি ইত্যাদির ভূমিকা সম্পর্কে বিকৃত ধারণা গড়ে তুলেছে। জনগণের ওপর গভীর অবিশ্বাস, তাদের ঐতিহাসিক সৃজনশীলতায় আস্থার অভাব, আর জনগণের ভীতি—এর মধ্যেই বর্তমান দিনে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের সমাজ প্রগতিকে অস্বীকার করার অন্যতম মূল রয়েছে।

গ্রন্থকার বলেছেন যে মানবজাতির বিকাশের সম্ভাবনা সম্বন্ধে

নিরাশাবাদী মনোভাব যে সমাজবিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেছে তারা সমাজের রূপান্তর ঘটানোর ব্যাপারে সমাজবিদ্যার গুরুত্বকে বুঝতে অস্বীকার করছে। এর সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি যে এইসব সমাজবিদ্‌রা নিজেদের তত্ত্বের দ্বারা এত অন্ধ হ'য়ে গেছেন যে তারা আর জীবনের বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছেন না। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে সমাজ বিকাশের সত্যিকারের বিজ্ঞান, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমাজ পরিবর্তনের একটা বিশাল শক্তিতে পরিণত হ'য়েছে।

সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচীর প্রয়োগ, দীর্ঘ মেয়াদী সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের পরিকল্পনা, আর সামাজিক জীবনের জটিল সমাহারের ব্যবস্থাপনায় পার্টির কর্মকাণ্ড ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্গঠন আর মানুষেরই পুনর্গঠন সামাজিক বিজ্ঞানেরই জয়।

বেইলি বলেছেন পশ্চিমী সমাজবিদ্যাকে সত্যিকারের জ্ঞানে পরিণত করা এবং মানুষ ও তার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। উনি বলেছেন যে ১৮শ শতাব্দীর ও বর্তমান যুগের মতবাদের মধ্যে একটা সংশ্লেষণ খুঁজে দেখা দরকার: "এই সংশ্লেষণকে, ১৮শ শতাব্দীর দার্শনিকদের যে বিশ্বাস ছিল যে যুক্তিবাদী মানুষের কাছে উপস্থাপিত সত্য থেকে সমাজ প্রগতি ঘটে সেই বিশ্বাসকে ঝাড়াই বাছাই করে গ্রহণ করতে হবে।" (২৭) এটা মহৎ ইচ্ছা। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ করতে হবে যে আজকের সামাজিক প্রগতির প্রধান প্রবণতা বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের দ্বারা প্রকাশিত হ'চ্ছে। আমাদের কালে সামাজিক প্রগতির ধারণা, বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের তত্ত্ব, আর সমাজ বিকাশের তত্ত্ব একত্র সংযুক্ত হ'য়েছে।

অনেক বুর্জোয়া তাত্ত্বিক এখন বুঝতে পেরেছেন যে মহান প্রগতিশীল প্রবণতার বিজয়ের যুগে প্রগতির ধারণাকেই অস্বীকার করার জন্য জিদ্ ধরে বসে থাকার প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত তাদের শ্রোতাদের

---

২৭। আর, বি, বেইলি- সোসিওলজি ফেসেস্ পেসিমিজম, পৃ ১৬৮

থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। এইসব অবস্থায় বেশী বেশী সংখ্যায় বুর্জোয়া মতাদর্শীরা, যেটা নাকি একে অর্থহীন করে ফেলবে প্রগতির সেই সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি থেকে, তাকে গ্রহণের দিকে ফেরার জন্য, প্রগতি তত্ত্ব থেকে হুলটাকে টেনে বের করে ফেলার জন্য মাথা খুঁড়ছে।

প্রগতি যে যুক্তি ও শিক্ষারই বিকাশ, এটা থেকে প্রগতি একধরনের আকার গত বিবর্তন যা থেকে সমাজদেহে স্বতন্ত্র আকারে বিকশিত হয়, এই অঙ্গীকারগুলির মধ্যে ভুল করে করে বুর্জোয়া দার্শনিক চিন্তাসহ প্রগতি তত্ত্বের স্বপক্ষে কোন যুক্তি মার্কসবাদের আবির্ভাবের আগে ছিল না।

## "আর্থনীতিক ক্রমবৃদ্ধির" তত্ত্ব : প্রগতির পরিবর্ত তত্ত্ব

মার্কসবাদী প্রগতির তত্ত্ব এখন ব্যাপকভাবে গৃহীত হ'য়েছে এবং তাকে "আবর্তন তত্ত্ব" ইত্যাদির দ্বারা অস্বীকার করা আগের চেয়ে অনেক বেশী অসুবিধাজনক হ'য়ে পড়ছে। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা যেটা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন সেটা হ'ল মার্কসবাদী প্রগতি তত্ত্বের স্বপক্ষে আর্থনীতিক প্রমাণ। এই কারণে এখনকার দিনের বুর্জোয়া রাজ-নৈতিক অর্থশাস্ত্র "আর্থনীতিক ক্রমবৃদ্ধির" তত্ত্বের আকারে নিজেদের প্রগতি-তত্ত্ব গড়ে তুলেছে যেটা প্রগতিশীল সমাজ বিকাশের ভিত্তি দর্শনে সাফল্য লাভ করেনি। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ঘোষণা করেছে যে মানবজাতির প্রগতির সার হল "আর্থনীতিক ক্রমবৃদ্ধি," ধনসম্পদবৃদ্ধি; কিন্তু তারা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি যে কেমন করে এবং কেন ক্রমবৃদ্ধি ঘটে। অভ্যাসানুযায়ী বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা আসল উৎপাদক, শ্রমজীবী মানুষকে দেখতে অস্বীকার করে। তাদের "ক্রমবৃদ্ধির" তত্ত্ব "লগ্নী," "সঞ্চয়" ইত্যাদি পদের ভোজ বাজি দেখায় কিন্তু তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার চেষ্টা করে নি। মনে হবে যেন পুঁজিই ক্রমবৃদ্ধি অর্জন করে,

শ্রমজীবী মানুষের অংশ গ্রহণ ছাড়াই। ফলতঃ মানবজাতিকে তাহলে যা থেকে সকল সুবিধা পাওয়া যায় আর প্রগতির জন্যেও বটে পুঁজিকেই ধন্যবাদ দিতে হবে। এই তত্ত্বের একজন নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা অধ্যাপক ওয়াল্ট রস্‌টও সূর্য্যের তলায় সমস্ত কিছুরই বিচার বিবেচনা করতে চান ঃ নিউটনের অধিযন্ত্রবাদ, জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনা "ক্রমবৃদ্ধির" উপাদান হিসাবে কাজ করছে, তবে তিনি শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে সামান্যই বলেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর শোষণের নানারকম রূপকে যেটা নাকি বৈর-শ্রেণীসমাজে আর্থনীতিক ক্রমবৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করে, তাকে অগ্রাহ্য করেছেন ; আর যার দ্বারা এইসব সমাজে বৈষয়িক সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে তার উপায়ের বিশ্লেষণেও সাফল্য লাভ করেন নি। সংক্ষেপে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে আর্থনীতিক বৃদ্ধি হয়েছিল মানুষের ওপর মানুষের শোষণের মাধ্যমে এবং এমন একটা মোড় ফেরার জায়গায় পৌছনো গেছে যেখানে আর্থনীতিক বৃদ্ধির জন্য শোষণের দরকার করবে না বরং কার্যতঃ সমাজ বিকাশের গতি হ্রাস ও বাধা সৃষ্টি করে আর সেই জন্যই তার উৎসাদন প্রয়োজন, এই ঘটনাটাকেই এই তত্ত্বের প্রবক্তারা গোপন করতে চায়। এটাই হল প্রগতির আধুনিক তত্ত্বের সারমর্ম।

"বৃদ্ধি তত্ত্বের প্রবক্তারা ঘোষণা করে যে সমাজ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকরা যে কেউই সম্পদের মালিক হোক বা সঞ্চয় করুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না কারণ মোটের উপর সারা দেশটাই সমৃদ্ধতর হবে। এটাই হলো রসটওয়ের তত্ত্ব। কিন্তু একচেটিয়ার হাতের মধ্যে ধনবৃদ্ধি আর সামাজিক সম্পত্তির বৃদ্ধি মোটেই এক জিনিস নয়। যেখানে আধুনিক সমাজে পূর্বোক্তটি প্রগতির বাধা সেখানে শেষোক্তটি সীমাহীন সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করবে।

রসটও বলেন যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ধনবৃদ্ধির অর্থ জন উপভোগের বৃদ্ধি। কিন্তু যেখানে পুঁজিবাদী দেশের জনগণের জিনিসপত্রের ঘাটতি সেখানে সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ প্রস্তুতিতে অপচয় করছে। যেখানে কৃষিকে কৃত্রিমভাবে কমিয়ে আনা হচ্ছে সেখানে

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। উৎপাদনের সুযোগের বিরাট অংশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজের সন্ধানে ঘুরে মরছে। অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির সাফল্য এবং উৎপাদন শক্তির বিরাট বিকাশের এই যুগে ভূমণ্ডলের লক্ষ লক্ষ মানুষ ভয়াবহ দারিদ্রের মধ্যে বাস করে। ওখানে "গণ উপ-ভোগের" যুগ এসে গেছে এইটা দেখানোর জন্যে বুর্জোয়া অর্থ-নীতিবিদ্‌রা "গড়" নিয়ে কাজ করে। কিন্তু ঘটনাটা হ'ল এই যে যেটা অসাম্যকে ঢেকে রাখে সেই "গড়" নিয়ে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না তারা চায় সাম্য, তারা এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা চায় যেখানে "গড়গুলি" মিথ্যা বলবে না বরং সামাজিক সুবিচারকেই প্রকাশ করবে।

রসটও বিশ্বাস করেন যে সমস্ত সামাজিক বৈরিতাকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার চৌহদ্দির বাইরে যেখানে এখনও "গণ উপভোগের" যুগ আসেনি সেখানেই দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু পুঁজিবাদী সভ্যতার কেন্দ্র পুঁজিবাদী শহরকে সমীপস্থ এলাকা থেকে, যেগুলো গরীব ও অভাবী সেই ছড়ানো ছিটানো গ্রামগুলি থেকে পৃথক করা অসম্ভব। এটাকে আরাম কেদারার কসরতের মধ্যে হ'য়তো করা যায়।

যতদিন বৈজ্ঞানিক বুর্জোয়া সমাজকে 'কতগুলি স্বতন্ত্র ব্যক্তির সমষ্টি হিসাবে', "সমন্বয়পূর্ণ শক্তি সমূহের" একটা মঞ্চ হিসাবে আর "ধ্বংসাত্মক শক্তির" কোন প্রকাশকে পঙ্গু করে ফেলতে সমর্থ হিসাবে দেখবে, যতদিন শ্রেণীর অস্তিত্বকে স্বীকার করতে অস্বীকার করবে এবং শোষণের দিকে অন্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করবে ততদিন সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার আশা করতে পারে না। এই দৃষ্টিকোণ বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সহজাত এবং এখন-কার পশ্চিমী সমাজবিদ্যার প্রবণতাগুলির মতাদর্শগত অধঃস্তর। পুরনো প্রত্যক্ষবাদ প্রকৃতি বিজ্ঞান থেকে কিছু ধারণা ও পদ্ধতি ধার করে ইতিহাসের দর্শনের জায়গায় একটা বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা তৈরী করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু ওটা শুরু থেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

প্রনোদিত সমাজ ভাবনার দ্বারা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। "অর্থনৈতিক উপাদানের" গুরুত্ব বুঝতে পেরে "অর্থনৈতিক যুক্তিকে" সমাজ বিকাশের একটা "নিয়ম" হিসাবে সামনে তুলে ধরে নানা তত্ত্বের দ্বারা প্রত্যক্ষবাদের পাঁক থেকে মুক্তি লাভের আধুনিক প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হ'তে বাধ্য কারণ তারা সমাজের সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক মত ত্যাগ করে নি।

১৯শ শতাব্দীর প্রত্যক্ষবাদীরা সমাজকে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত অংশযুক্ত জীবদেহ হিসাবে দেখেছিল কিন্তু শতাব্দীর শেষের দিকে বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা ইতিমধ্যেই ধারনাটাকে পরিত্যাগ করেছিল। তার পরিবর্তে তারা যে ধারনাটাকে উপস্থাপিত করলো তার বক্তব্যটা মোটামুটি এই: "সমাজ একটা সরল ব্যাপার নয় বরং বিপরীত ভাবে এটা জটিল। কিন্তু কোঁতে সর্বদাই চাইতেন যে "সমাজকে একটা গোটা জিনিস হিসাবে গণ্য করতে হবে, যেমন স্বতন্ত্র জীবদেহের মধ্যে অনুসন্ধানে একজনকে সমগ্রতা থেকে অংশে যেতে হয়, বিপরীত পন্থায় না গিয়ে, যাতে কোন মতেই অংশকে বিচ্ছিন্ন ভাবে অনুসন্ধান না করতে হয় ঠিক তেমন ভাবেই এর মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে।", (২৮)

"সামাজিক সমগ্রতা" সম্বন্ধে প্রত্যক্ষবাদী ধারণাটা আধিবিত্তক, বিমূর্ত এবং আগাগোড়া ভাববাদী। এই বিমূর্তন থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য এবং "প্রকৃত জিনিসের" অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে দুর্খায়েম পুরনো ছকটাকে বাতিল করেছিলেন কিন্তু জীবনই "সমগ্রতার" ওপর সবচেয়ে কঠিন আঘাত হেনেছিল। "সামাজিক সমগ্রতা একটা সমিল সমগ্রতা" স্পেনসার ও কোঁতের দ্বারা গৃহীত এই ধারণাটি জীবনের দ্বারাই ধরাশায়ী হল: সাম্রাজ্যবাদী যুগে পৌঁছে পুঁজিবাদী দুনিয়া তীব্রতম সামাজিক দ্বন্দ্বের দ্বারা প্রকম্পিত হল।

রসটও এখন সামাজিক সমগ্রতার ধারণা তৈরীর একটা চেষ্টা করেছেন। তিনি এমনকি সমাজ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব শ্রেণী বিভাগও

২৮। পি, বার্থ ডাই ফিলোসফি ডের গেসচিস্টে আলস সোজিওলগি এরস্টার টেইল, লেইপজিগ, ১৮৯৭ পৃ ৬৮

দিয়েছেন, যাতে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আদিম সমাজ থেকে শুরু করে, গোটা প্রাচীন ইতিহাস, সামন্ততন্ত্রের গোটা যুগ এবং পুঁজিবাদী পর্বের অংশের গোটা প্রারম্ভিক পর্বটার ওপর "ঐতিহ্যানুসারী সমাজ" নামক মার্কা মেরে দিয়েছেন। উদাহরণটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে রসটও সমাজ সম্পর্কে বিমূর্ত ও আধিবিদ্যক ধারণায় ফিরে এসেছেন। তিনি সমাজের আর্থনীতিক ভিত্তিকে মানতে প্রস্তুত কিন্তু এর সামাজিক কাঠমোর সারমর্ম ও তাৎপর্যের মধ্যে প্রবেশে সক্ষম নন্। রসটওর সমাজও "বৃদ্ধি" পায় এবং ধনীও হয় কিন্তু তিনি জানেন না সমাজটা কি কারণে হয়, এটা এমন একটা ধারণা যেটা এখনও কুয়াসাচ্ছন্ন।

বাস্তবিকই যার উৎপাদন সম্পর্ক নেই ও শ্রেণী নেই সেটা কোন ধরণের সমাজ? ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভিত্তি অদৃশ্য আর প্রক্রিয়াটাই নানা ধরনের পুঞ্জীভবন এবং খেয়ালখুশীর গড়া 'ধরণের' সমাজ হয়ে পড়েছে।

## বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা: সামাজিক সম্পর্কের সমস্যার কোন সমাধান নেই

প্রখ্যাত আমেরিকান সমাজবিদ্ ট্যালকট পারসন প্রাচীনকাল থেকে সমাজ বিকাশের মোটামুটি এই ধরনের একটা চিত্র দিয়েছেন: প্রথম এলো উপজাতীয় ব্যবস্থা এবং উপজাতীয় গোষ্ঠী। তার পর রহস্য জনক প্রক্রিয়ায় পৃথগীভবনের ফলে একটা 'আলোক প্রাপ্ত' অভিজাত দল উদ্ভূত হল, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপ সহ একটা আমলাতন্ত্র, যুদ্ধ বিশারদ ও নাগরিক আবির্ভূত হল। (২৯)

এই বর্ণনার মধ্যে ধর্মীয় শাসন সহ সব কিছু আছে কিন্তু যে জিনিসটা এতে নেই সেটা হল শ্রেণীর উৎপত্তি; সমাজে শোষক ও শোষিতের বিরাট ভাগাভাগি কি করে হল। কিন্তু শ্রেণী গঠন

---

২৯। 'থিওরিজ অফ সোসাইটি' ফাউণ্ডেশন অফ মডার্ন সোসিওলজিক্যাল থিওরিজ, ১ম খণ্ড, দি ফ্রি প্রেস অফ গ্লেনকোয়ে. ১৯৬১ পৃ ২৪২-৪৯

প্রক্রিয়াকে ভুলে গিয়ে সমাজবিদটি সমাজ বিকাশের সারবস্তুটাকে বোঝার ধারে কাছে না গিয়ে বরং ক্রমবর্দ্ধিতভাবে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে রহস্যময় করে তুলে তা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন।

লেনিন বলেছিলেন যে সমস্ত প্রকারের সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে উঠেছে "সামাজিক শ্রমের মধ্যে জনগণের পালিত ভূমিকা থেকে উদ্ভূত পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে।" (৩০) এই সম্পর্ক ছাড়া কোন সমাজ নেই আর সামাজিক শ্রমের বিকাশের মাত্রা ও শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষে মানুষে সম্পর্কের চরিত্র থেকে সামাজিক ইতিহাসের স্তর নির্ণিত হয়। এই সব সম্পর্কের বিশ্লেষণ না করে কোন বিজ্ঞানসম্মত সমাজবিদ্যা হ'তেই পারে না সামাজিক সম্পর্কের এই প্রস্তর ভিত্তির দিকে যে সামাজিক চিন্তার নজর আসে না সেটা অনিবার্যভাবেই অন্ধগলির মধ্যে ঢুকে পড়বে।

এটাই বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তার ইতিহাসের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। ১৯শ শতাব্দীর প্রত্যক্ষবাদী তত্ত্ব বাতিল করার পর এখনকার কালের বুর্জোয়া সমাজবিদ্যা এক সমাধানাতীত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। জৈব নিয়মের কাছাকাছি নিয়মের দ্বারা বিবর্তিত হয়ে যদি সমাজ একটা বিশাল জীবদেহ সদৃশ জিনিস না হয় তাহলে সেটা কি?

অনেক বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌ রসটও থেকে ভিন্ন পথ ধরেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফরাসী সমাজবিদ, জি, বওথউল বিশ্বাস করেন সমাজকে একটা গোটা হিসাবে ধরা ঠিক নয় কারণ পদটা অত্যন্ত 'ভাসাভাসা'। লোক যখন সমাজ পদটা ব্যবহার করে তখন আসলে তাদের মনে থাকে গোটা মানবজাতি। ওটা কোঁতেরও মতছিল। (৩১) অন্য সমাজবিদ্‌রা আরও এগিয়েছেন ঃ "মানব জাতিও" আর ওদের নজরে আসে না, তাই ওদের জন্যে শুধু ব্যক্তিই পড়ে আছে আর বাকিটা বিমূর্ত বলে ঘোষিত হ'য়েছে।

মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক দার্শনিকরা (scholastics) যে সংজ্ঞাবাদী

---

৩০। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ২৬৫

৩১। জি বওথউল, ট্রেইটে দি সোসিওলজি, প্যারিস, ১৯৪৯, পৃ ১৮৪

(nominalist) ও সত্তাবাদী (realist) এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল,- আধুনিক সমাজবিদদের যুক্তরাষ্ট্রের সমাজবিদ, ই, বার্জেস ঐ দুই ঘরোয়ানায় বিভক্ত করেছেন। উনি বলেছেন যে সেই সব সমাজবিদই সত্তাবাদী যাঁরা "সমাজের সত্তাকে" (৩২) মানেন। কিন্তু সমাজের "সত্তা"কে প্রধানত উপস্থিত করা হয় "সমষ্টিগত উপস্থাপনা," "সমষ্টিগত আচরণ" হিসাবে যেটা নাকি সামাজিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক। ওঁরা সমাজকে এক ধরণের 'ব্যাপক মন' বলে মনে করেন। অন্য ভাবে বললে, পুরনো ভাববাদী দর্শনের 'বিশ্বাত্মার' জায়গায় এখনকার "সত্তাবাদীরা" অতি আধুনিক একটা ধারণা বসিয়েছেন, সেটা হ'ল 'যৌথ আত্মা'। কিন্তু পুরনো যুক্তিবাদকেও ওঁরা নির্মূল করেছেন। 'যৌথ আত্মা' অযৌক্তিকতার, অর্দ্ধচেতনাব লীলা ক্ষেত্র। সমাজজীবনে মানুষের যুক্তিতর্কেব ভূমিকা খুবই সামান্য। সমাজে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক মানুষকে ধরে রাখে তা অনাবিষ্কৃত এবং রহস্যাবৃত করে রাখা হয়।

এই দিক থেকে, যাবা সমাজকে 'গবেষণার বিষয় বস্তু' বলে গণ্য করে না এবং ঘোষণা করে যে সমাজের বাইরে, সামাজিক সম্পর্কের বাইরে একমাত্র ব্যক্তিরই অস্তিত্ব আছে সেই আধুনিক "সংজ্ঞাবাদীদের" থেকে আধুনিক "সত্তাবাদীদের" পার্থক্য যদি নেহাতই থাকে তবে তা খুবই সামান্য।

অন্য অনেক সমাজবিদ, যেটা "সমাজেব বিষয়গত বাস্তবতার" আকার ধারণ করে এবং ব্যক্তির কোন সমষ্টিতে যাকে পর্যবসিত করা যায় না সেই 'সামাজিক সত্তাবাদ' আর 'সামাজিক পরমাণুবাদ' যা নাকি দাবী করে যে ব্যক্তিই একমাত্র বিষয়গত বিনিশ্চায়ক অভিজ্ঞতা প্রদানকারী সত্তা (৩৩) তার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

---

৩২। ই, ডব্লিউ, বার্জে'স "রিসার্চ মেথড ইন সোসিওলজী," টোয়েন্টিয়েত সেনচুরি সোসিওলজি এণ্ড, বাই গুরভিচ এণ্ড ওবিউ মুর, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৫, পৃ২১

৩৩। এফ্, জানিয়েস্কি 'সোস্যাল অর্গানাইজেশন এণ্ড ইনিস্টিটিউসনস' টোয়েন্টিয়েত সেনচুরি সোসিওলজি, নিউ ইয়র্ক', ১৯৪৫, পৃ ১৭৮

পূর্বোক্ত প্রবণতাটির সার হল প্রকৃত জনগণ ও প্রকৃত সামাজিক সম্পর্ক থেকে সমাজের ধারণার ভাববাদী বিচ্ছিন্নতা আর শেষোক্তটি সামাজিক মানুষের জায়গায় "সাধারণভাবে মানুষ" এই ভাববাদী বিমূর্তনকে বসিয়ে দেয়।

সামাজিক পরমাণুবাদের পক্ষ অবলম্বনকারী প্রখ্যাত বুর্জোয়া দার্শনিক ও সমাজবিদ্ কার্ল পপার বিশ্বাস করেন যে 'সমাজ' 'সামাজিক গোষ্ঠী,' 'সামাজিক প্রতিষ্ঠান' ইত্যাদি বিমূর্ত প্রত্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। (৩৪) বাস্তবিকই, তিনি ঘোষণা করেছেন যে মূর্ত ব্যক্তি মানুষেরই অস্তিত্ব আছে আর এরা পরস্পরের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত। পপারের কাছে এমনকি 'যুদ্ধ' এবং 'সৈন্যদল' ও 'বিমূর্ত প্রত্যয়'। (৩৫)

এই ধরনের সর্বধ্বংসী বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদ নিঃসন্দেহেই বিজ্ঞান হিসাবে সমাজবিদ্যার বিলুপ্তিরই চিহ্ন। বেশীর ভাগ বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌রাই অবশ্য 'আত্মধ্বংসের' এই আমূল পরিবর্তনের পথ নেয় নি। তাদের অনেকেই বোঝে যে যদি তারা তাদের গবেষণার বিষয় হিসাবে 'নগ্ন পৃথিবীর বুকে নগ্ন মানুষ'কে নেয় তবে 'সামাজিক' কথাটাকেই উড়িয়ে দিতে হবে আর যেটা মানুষদের মধ্যেকার পারস্পরিক ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত আর যেটা এই মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতেই থাকে সেই সামাজিক ব্যাপারের গবেষণাকেই তারা নির্মূল করবে। কিন্তু এই মিথস্ক্রিয়ার স্বীকৃতি এখনও সমাজবিদ্যাকে বিজ্ঞানে পরিণত করে নি। সামাজিক জীবনে এমন অগণিত মিথস্ক্রিয়া আছে আর যদিনা এইসব মিথস্ক্রিয়ার এবং মানুষের মধ্যেকার বন্ধনের প্রকৃত ভিত্তিকে আবিষ্কার করা যায় তাহলে জীবন একটা বিশৃঙ্খল চিত্রকেই সামনে উপস্থিত করবে। বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌রা এই বন্ধনের মধ্যে নিছক মনের ভূমিকার ওপরই জোর দেয় কিন্তু নানা মিথস্ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা থেকেই যায়। পারসন সমাজে যেটা সহজাত নয় বরং

৩৪। দি ফিলোসফিক্যাল রিভিউ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃ ৯৮

৩৫। ঐ

শিক্ষার মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়। সেই মৌলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন। এই ঐতিহ্য সমাজকে কালব্যাপী স্থায়িত্ব ও আয়ু দেয় এবং মিথস্ক্রিয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কি, তার ভিত্তি কি, কেমন করে এর নিজের স্থায়িত্ব, বৃদ্ধি ও পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যাবে? উত্তরটা হল: মানুষের মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা। আবার ওগুলোর দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের' দ্বারা। এই হল ভাববাদের পাপচক্র। সামাজিক সমগ্রতাকে নানা ক্ষুদ্র সামাজিক গোষ্ঠীর সমাবেশ এবং ক্ষুদ্রতম মানসিক ব্যাপারের যোগফল হিসাবে দেখে, সামাজিক সম্পর্ককে মানুষদের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্যক্তিগত মানসিক সম্পর্ক হিসাবে উপস্থাপিত করে এবং বহু পথের সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়ে বেশীর ভাগ বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌ই ১৯শ শতাব্দীর প্রত্যক্ষবাদীদের তাদের 'একটানা সরল রেখার' সামাজিক প্রক্রিয়ার তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে থাকে। এইসব মানসিক সংযোগকে একটা সুশৃঙ্খল বিন্যাসে আনার জন্য তাদের সকল চেষ্টাই অসফল হয়েছে কারণ মানসিক ব্যাপারের বদ্ধ চক্রের মধ্যে ওগুলোকে, কেবল কতকগুলোকে কিছু আকারগত সাদৃশ্যের দিক থেকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

সার্বিকের সঙ্গে বিশেষের, আর বিশেষের সঙ্গে এককের যে দ্বন্দ্ব, ভাববাদ তার মীমাংসা করতে পারছে না আর সেই দ্বন্দ্বের মুষ্টির মধ্যে বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব যন্ত্রনা ভোগ করছে। কিছু গবেষক সমাজ জীবনে বিশেষ এবং একককে অগ্রাহ্য করে শূন্য বিমূর্তন করেছেন। অন্যেরা ব্যক্তি ও বিশেষকে বিচ্ছিন্ন করেছেন কারণ তাঁরা ঘটনার মধ্যে সাধারণ কিছু বা সামাজিক বিকাশে সহজাত কোন নিয়মানুগতা দেখতে পান না। এই দৃষ্টি ভঙ্গির সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী প্রবক্তারা কেবল ব্যক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করতে রাজী আছেন। অনেক বেশী সংখ্যক সমাজবিদ্ সাধারণ থেকে বিশেষকে অধিবিদ্যক কায়দায় বিচ্ছিন্ন করে নানা ধরনের "স্বতন্ত্র সমাজের," "মূর্ত সামাজিক গোষ্ঠীর" সত্তা

বানিয়ে তুলছেন।

এ সবই সমাজের মূর্ত ধারণা পরিত্যাগের এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতবাদ গ্রহণে সফল না হওয়ার অনিবার্য ফল। মানব সমাজের বৈশিষ্ট্যের খুশীমত নির্বাচনের ভিত্তিতে বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌রা কৃত্রিম পরিকল্প সৃষ্টি করে। পুরনোটার মতই তাদের নতুন বানানোটাও সমভাবেই বিমূর্ত।

১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মান সমাজবিদ্ এফ্. টন্‌নিজ, প্রস্তাব করেছিলেন যে দু ধরনের সামাজিক সংযোগের মধ্যে পার্থক্য করতে হবেঃ আঙ্গিক, জৈবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে 'গোষ্ঠী' (gemeinschaft) আর কৃত্রিম বন্ধনের ভিত্তিতে 'সমাজ' (gesellschaft)। সামাজিক বন্ধনের এই ধরনের শ্রেণী বিভাগ গ্রহণ যোগ্য নয় কারণ মানব সমাজে কোন জৈবিক বন্ধনই নেই যেটা নাকি একই সঙ্গে সামাজিক বন্ধন নয় এই যুক্তিতে যে যখন রক্তের সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্কে পরিণত হ'য়েছিল তখনই মানব সমাজ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কার্যতঃ, 'কৃত্রিম সম্পর্কটা' লোকেদের দ্বারা তাদের সামাজিক শ্রমে, উৎপাদনে স্থাপিত বন্ধন। নিজ ইতিহাসের গতিপথে যে সব স্তরের মধ্যে দিয়ে সমাজ অতিক্রম করেছে তাকে এইসব সম্পর্কের বিকাশের ও উৎপাদনে সামাজিক শ্রমের স্তর পৃথক করতে সাহায্য করে।

বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ককে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে। ১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজবিদ আর ম্যাকআইভের প্রস্তাব করেছিলেন যে মানুষের উদ্দেশ্যের বা স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সম্পর্ককে দেখা। আর সেই জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজেরও শ্রেণী বিন্যাস করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যদি উনি শ্রেণী স্বার্থের অস্তিত্বকে স্বীকার করতেন তাহ'লে তাঁর প্রচেষ্টা অন্য আলোকে আবির্ভূত হোতো কিন্তু উনি যে ঘটনার বর্ণনা করছিলেন তার প্রকৃত সারসত্তা আবিষ্কার করার চেষ্টা না করে আকারগত শ্রেণী বিভাগের পথই বেছে

নিয়েছেন। উনি আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাগত স্বার্থকে এনেছেন আর ক্ষমতা, ইজ্জতের, উপজাতীয় ও পারিবারিক স্বার্থকেও এনেছেন। এই ধরনের ব্যাপার অন্যান্য সমাজবিদরাও সুপারিশ করেছেন। অবশ্যই, মানব গোষ্ঠীতে এ ধরনের আগ্রহ আছে কিন্তু যদি এটাকে ভিত্তি হিসাবে নেওয়া হয় তাহ'লে এই প্রশ্ন উঠবে: সামাজিক সমগ্রতা হিসাবে কোনটা সমাজের ঐক্যকে নির্দ্ধারণ করে? এটা নানারকম বন্ধনের সমাবেশ যেটা দেশ ও কালে পাশাপাশি থাকে। বিস্ময়ের কিছু নেই যে কিছু তাত্বিক দাবী করেছেন যে আসল বাস্তব হ'ল ব্যক্তি আর সমাজটা বিমূর্তন।

যারা লেস্টার ওয়ার্ডসের মতামত গ্রহণ করেছিলেন সেই সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজ বিজ্ঞানীরা সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজের শ্রেণী বিভক্ত করণে মনস্তাত্বিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং অর্থনৈতিক স্বার্থকে বাতিল করেছিলেন। তাই, গিডডিং জোর দিয়ে বলেন যে সমাজ জীবদেহ সদৃশ নয় বরং একার্থে প্রকৃতিরই ধারাবাহিকতা শুধু বিকাশের প্রারম্ভিক স্তরে আছে (পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতীয়)। পরে, সচেতন সিদ্ধান্ত প্রধান নিয়ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ জীবনে মনোগত, ইচ্ছাগত উপাদান আধিপত্য করতে লাগলো। যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতাত্বিক ক্রমে ক্রমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে সামাজিক সিদ্ধান্ত আদর্শের অধীন আর এটা আরেকটা পাপচক্র তৈরী করলো।

কার্যতঃ, অনুভূতির ভিত্তিতে কোন সমাজের অস্তিত্ব নেই। ওরকম ধরনের একটা অঙ্গীকার তখনই কেবল করা যায় যদি আমরা ঐ ঘটনাকে অগ্রাহ্য করি যেটা পশুদের দল থেকে মানব-সমাজকে পৃথক করে অর্থাৎ শ্রমকে। যুক্তির ভিত্তিতে এবং মনের গভীর বিবেচনা প্রসূত হ'য়ে কোন সমাজই গড়ে ওঠেনি আর ও মতটা পোষণ করতো 'সামাজিক চুক্তি' তত্বের প্রবক্তারা।

এইসব শ্রেণী বিভাগ করা একটা জিনিসকে নির্দিষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেয় যে বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌রা একটা অখণ্ডনীয় তথ্যকে সম্পূর্ণ

অগ্রাহ্য করে যে শ্রমের প্রক্রিয়ায়, উৎপাদনে মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে। এই ভিত্তি ছাড়া মানব পরিবার, ইজ্জতের জ্ঞান বা ক্ষমতা বোধ কিছুই উদ্ভূত হোতো না। মৌলিক সামাজিক সম্পর্কের বদলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের বা অন্য কোন সিদ্ধান্তকৃত সম্পর্ক বা আসল বাদ দিয়ে কোন ধরনের কৃত্রিম সম্পর্ক উদ্ভাবন করার ফলে বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা আলোক দেখতে পান না।

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার আরম্ভ-'সামাজিক গোষ্ঠী'-যেটা ভাসাভাসা বৈজ্ঞানিক পদ। কারণ সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি আবিষ্কৃত হয় নি। সমাজকে এই ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর জট আর তাদের মোট যোগফল এর 'সামাজিক কাঠামো' গড়ে তোলে বলে মনে হয়। 'সামাজিক প্রক্রিয়ার' দ্বারা গোষ্ঠী সৃষ্টি হয় যেটা নাকি শেষ পর্যন্ত 'সামাজিক প্রেরণায়' পর্যবসিত। এই ধরনের যুক্তি কিছুরই ব্যাখ্যা দেয় না কারণ আসল ব্যাপারটা হল ঠিক কোন সামাজিক প্রক্রিয়া গোষ্ঠী তৈবী করে, যে প্রেরণা লোকেদের গোষ্ঠীর মধ্যে টেনে আনে তার উৎপত্তি কোথেকে হয়। কেউ বলেন লোকেদের টেনে আনায় প্রেরণা উৎপন্ন হয়। কেউ বলেন যে সামাজিক প্রক্রিয়া জন্মায় 'সামাজিক অনুভূতি' থেকে আর অন্যেরা 'অনুভূতির' বদলে নতুন পদ 'পরাবর্ত,' 'উদ্দেশ্য,' এবং 'প্রেরণা' বসিয়ে দেয়। বুর্জোয়া সমাজতত্ত্ব মানব ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক কথা লিখেছে কিন্তু তারা সামাজিক কাঠামো, শ্রেণী, এবং শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রেণী স্বার্থ এবং সামাজিক বিকাশের বিষয়গত প্রয়োজনের প্রশ্নকে অবহেলা করে। আব সেই জন্যেই অত্যন্ত অস্বচ্ছ মনস্তাত্ত্বিক বিমূর্তনের মধ্যে আটকে থাকে। তারা 'মানব প্রকৃতি' ও মানব মানসিকতা সম্বন্ধে সাধারণ যুক্তির বাইরে যায় নি। কারণ সামাজিক সত্তার রহস্যের মধ্যে না ঢোকাই তাদের পছন্দ। সমাজ সম্পর্কে সমস্ত প্রকৃত ধারণা বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ সামাজিক সম্পর্ক আর শ্রেণীগুলি যেটা শ্রেণী সমাজ গড়ে তোলে সেই মৌলিক সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃত ভিত্তিকে অগ্রাহ্য করেন।

যেকোন ধরনের গোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা করতে, 'পাঁড় ক্লাব সদস্যদের' সমাজতত্ত্ব উদ্ভাবন করতে, বা একদল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বিষয় গবেষণা করতে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতাত্ত্বিকরা প্রস্তুত। এই উদ্দেশ্যে সাদৃশ্য ভিত্তিক গোষ্ঠী (যার মধ্যে কলেজের অধ্যাপক, প্রবীণ যোদ্ধা ইত্যাদি পড়ে) নৈকট্য ভিত্তিক গোষ্ঠী (চার্চের সমাবেশ) আর মিথষ্ক্রিয়ার (পরিবার, ক্লাব) ওপর এই ধরনের গোষ্ঠী গুলোকে শ্রেণী বিভাগ করার জন্য তারা অনেক ছক তৈরী করেছে।

কোন কোন বুর্জোয়া সমাজবিদ্ "গ্রুপ"গুলোকে প্রাথমিক, দ্বিতীয় এবং সমিতিতে ভাগ করতে চান। কেউ, অঞ্চলের অন্যেরা পরিমাণগত উৎপাদনের এবং আরও অন্যেরা সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্কের স্থায়িত্বের হিসাব নেয় কিন্তু এই সমস্ত শ্রেণী বিভাগ সদস্যদের মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্যের উল্লেখ করে।

এই সব খুশীমাফিক বিন্যস্ত গ্রুপগুলি তাদের স্রষ্টাদের ইচ্ছানুযায়ী অবশ্যই, স্পষ্টতঃই আরও বড় বড় গ্রুপের বা গ্রুপ জোটের সঙ্গে মিলে শান্তিতে পাশাপাশি বাস করবে। অবশ্য মাঝে মাঝে গ্রুপগুলোর মধ্যে বিবাদ হ'তে পারে কিন্তু এগুলো বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রের এবং নির্মূল করা যেতে পারে এবং করতেই হবে। কতকগুলো সমাজতাত্ত্বিকের কাছে সমাজ নিছক এই 'গ্রুপ গুলির'ই জোট আর তারা পরস্পরের সঙ্গে নানারকমের 'মিথষ্ক্রিয়ায়' লিপ্ত থাকে। বিরোধকে এক ধরনের মিথষ্ক্রিয়া হিসাবে ধরে নানা ধরনের মিথষ্ক্রিয়ার পারস্পরিক রূপান্তরিত হওয়ার ওপর, ধরা যাক, মালিক ও ট্রেড ইউনিয়ন গ্রুপগুলির মধ্যেকার সম্পর্কের মত বিরোধী সম্পর্কগুলি সহজেই সহযোগিতার সম্পর্কে পরিণত হওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়।

এই সব 'শ্রেণী বিভাগ' বুর্জোয়া সমাজতত্ত্বকে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে এবং কিছু সমাজতাত্ত্বিককে অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা ঘটানোর সুযোগ দিয়েছে। এই সব শ্রেণী বিভাগ আনুষ্ঠানিক যুক্তিতেও ধোপে টেঁকে না কারণ 'বিভক্ত করার ভিত্তিকে' আঁকড়ে

থাকার কোন চেষ্টাই নেই। আকারগত তর্কবিদ্যা বলে যেমন ধরুন, যে মানবজাতিকে সাদাচুল, কালোচুল, মোটা, রোগা হিসাবে ভাগ করা ঠিক নয় কারণ এই ক্ষেত্রে ভাগের 'ভিত্তিটাই' ধসে পড়ে, আর কোন আঁটসাঁট শ্রেণীবিভক্ত করা সম্ভব হয় না যেহেতু বহু লোকেই নিজেদের একই সঙ্গে একই এবং নানা গ্রুপে বিভক্ত দেখবে। কিছু বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিক যারা এই ত্রুটিকে লক্ষ্য করেছেন তাঁরা বলেন যে এগুলো ফাঁকা বিমূর্তনের ফল কারণ একই মানুষ ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের সদস্য হ'য়ে যায়। তাহ'লে আধুনিক সংজ্ঞাবাদীরা বলে যে এটা জোর দিয়ে বলা দরকার 'সামাজিক গ্রুপ গুলো' একটা সিদ্ধান্তমূলক ব্যাপার, যার সঙ্গে ব্যক্তিই হ'ল একমাত্র বাস্তবতা। সমাজের ধারণাটাই উবে গেল।

অবশ্য, নানারকম সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক গ্রুপ পুঁজি-বাদী সমাজে আছে। সামাজিক মনোবিদ্যা সহ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব সম্পর্ক ও গ্রুপকে পর্যবেক্ষণ করতে পারা যায় এবং করতে হবে কিন্তু যদি একজন সমাজের শ্রেণী ভাগাভাগিকে অগ্রাহ্য করে বা যদি এই গ্রুপগুলোকে শ্রেণী সংগ্রামের প্রসঙ্গের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহ'লে ওগুলোকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা যায় না। কেবলমাত্র সামাজিক কাঠামোর ভিত্তির সঠিক বোধই মানুষের মধ্যেকার সিদ্ধান্তজাত ও অতিরিক্ত সামাজিক সম্পর্ককে এবং কোন নির্দিষ্ট সমাজের পৃথক পৃথক অংশের এবং গ্রুপের বিশেষত্বকে বের করে আনতে সাহায্য করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাস্তবিকই আমরা 'কলেজের অধ্যাপকদের গ্রুপ', সম্পর্কে কি বলতে পারি, যদি না বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেণী বিন্যাস, বুর্জোয়া সমাজের বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর মতাদর্শগত সংগ্রামসহ শ্রেণী সংগ্রামের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান না থাকে? একজনকে ভাসাভাসা পর্যবেক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে যেটা সামাজিক সারসত্তার এবং গ্রুপের মধ্যেকার সহজাত দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রবেশ করে না। সমাজবিদদের প্রস্তাবিত শ্রেণীবিভাগ এই সোচ্চার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সমস্ত

-সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি, উৎপাদন সম্পর্ককে না দেখিয়ে সমাজ ও তার কাঠামোকে বোঝা অসম্ভব।

উৎপাদন শক্তিগুলি, উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন পদ্ধতির মত সমাজ বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে বাদ দিয়ে সমাজ সম্পর্কে কোন বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ স্পষ্টতঃই থাকতে পারে না। সমাজের মার্কস-বাদী লেনিনবাদী মতবাদই সমাজ বিজ্ঞানে বিমূর্ত ও ছক বাঁধা দৃষ্টিকোণের অবসান ঘটায় আর ভিন্ন ভিন্ন সমাজের রূপে সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যাসগুলি ঠিক যেমন আছে তেমনি মূর্ত ঐতি-হাসিক শর্তে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করে। এটাকেই ঠিক বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌রা আক্রমণ করে থাকে।

'অধিবিদ্যক পদ্ধতির বিরুদ্ধে যাকে মার্কস-এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বলেছেন সেটা সমাজবিদ্যায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয় যেটা গড়ে উঠেছে সমাজকে একটা নিরন্তর বিকাশ-মান (একটা যান্ত্রিকভাবে জোড়া লাগানো একটা কিছু নয় এবং সেই জন্যে পৃথক পৃথক সামাজিক উপাদানের জোড়াতালি মারা বানানো ধারণার সুযোগ নেই) জীবন্ত দেহের মত।" (৩৬) এখন-কার বুর্জোয়া সমাজবিদ্যার ত্রুটি সম্পর্কে এর চেয়ে সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় খুশীমত জোড়াতালি দেওয়া যায় না আর এটা বিজ্ঞানসম্মত সমাজবিদ্যায় সমানই অযৌক্তিক। ইতিমধ্যে, মূল এবং নিশ্চিত সামাজিক সম্পর্কগুলিকে অগ্রাহ্য করে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানীয় ব্যাপারগুলির ওপরে জোর দিয়ে বুর্জোয়া সমাজবিদ্‌রা বাকি সমস্ত থেকে কিছু সামাজিক উপাদানকে কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন করার এই পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে চলেছে।

সামাজিক মনস্তত্ত্বে এখনকার বুর্জোয়া গবেষণার মূল ত্রুটি হল, প্রথমতঃ বাস্তব ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে ভাববাদী বিচ্ছিন্নতা আনা এবং এই ভাববাদী মত পোষণ করা যে মন সামাজিক সম্পর্ক গড়তে সক্ষম আর দ্বিতীয়তঃ, জনগণের চেতনায় অযৌক্তিক উপাদানের

৩৬। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ১৬৫

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দেখা। জনগণের জন্য তাদের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতি চিরস্থায়ী অবজ্ঞা সহ বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গেই এই মনোভাব জড়িত। এই মনোভাব বর্তমান বুর্জোয়া মতাদর্শের অযৌক্তিকতার জন্য আরও বেড়ে গেছে। তাদের বৈষয়িক ভিত্তিকে বাদ দিয়ে মানুষের মধ্যেকার মানসিক বন্ধনকে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা এমনকি জ্ঞাত গবেষকের গবেষণাতেও সামান্যই ফলপ্রসূ হ'য়েছে। অন্যদিকে, এটা অবিশ্বাস্য রকমের জল্পনা কল্পনার জন্ম দিচ্ছে। একটা নমুনা দেওয়া গেল। বুর্জোয়া সমাজবিদ দাবী করেছেন বৈপরীত্য এবং বিরোধ, দমন ও অভ্যুত্থান ব্যক্তির জীবনে এবং সমাজের জীবনে সমভাবে থাকবেই। এখনকার দিনের 'যৌথ মনস্তত্ত্ব'র অনেক ধারণাকে বিন্যস্ত করার জন্য এই পদ্ধতিই ব্যবহার করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সমাজবিদ আর, স্ট্রাউজ, হুপে বহু বুর্জোয়া রাজনীতিবিদের মূলমন্ত্রকে এইভাবে সূত্রায়িত করেছেন: এর আগে (অর্থাৎ সামাজিক-মনোবিদ্যা বিশারদদের দ্বারা বিজ্ঞানে 'বিপ্লব' ঘটানোর আগে—জি, এফ) রাষ্ট্রনায়ক ও ঐতিহাসিক-দের দ্বারা বিরোধের কারণ বলে বিবেচিত হোতো সেইসব আঞ্চলিক, আর্থনীতিক আর এমনকি মতাদর্শগত বিষয়গুলোকেও এখন মানসিক ব্যাধি, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, এবং সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণেরই প্রকাশ হিসাবে দেখা হ'চ্ছে। এই অর্থে এসব বিষয় অনুরূপভাবে অস্তিত্ব-বিহীন।" (৩৭) উনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে বুর্জোয়া মতাদর্শী ও রাজনীতিবিদ্‌রা যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি সেগুলো এখন খুব সহজ একটা প্যাঁচেই 'নির্মূল' করতে পারে: ..."ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব থেকে গ্রুপের বা রাষ্ট্রের মনস্তত্ত্বে মনোবিদ্যা-বিশারদের একটি উল্লম্ফনে।" (৩৮) তবে এরকম 'উল্লম্ফন' ঘটেনি। এটা ব্যক্তির মনস্তত্ত্বকে গোটা সমাজের ঘাড়ে চালান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এইসব তত্ত্ব ছড়ানোর অর্থ হ'ল বিকাশের বিজ্ঞান

৩৭। আর স্ট্রাউজ-হুপে, দি জোন অফ ইনডিফারেন্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫২, পৃ ৩৭
৩৮। ঐ

পূর্ব যুগে, নরমূর্তিধারী ঈশ্বর কল্পনার যুগে প্রত্যাবর্তন। ১৯শ শতাব্দীর 'জীবদেহ সদৃশ সমাজ'তত্ত্ব থেকেও এখনকার "মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের" মধ্যে ভাববাদ আরও বেশী সোচ্চার। আমাদের কালের প্রত্যক্ষবাদীরা তাদের ভাববাদকে মনস্তাত্ত্বিক পোষাক পরিয়েছেন।

১৯শ শতাব্দীর সমাজবিদ্যার বিকাশের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন লিখেছিলেন যে এইসব বুর্জোয়া তত্ত্বগুলি ফলপ্রসূ নয় এবং সমাজ সম্বন্ধে পূর্বকল্পিত আলোচনা; সামাজিক ব্যাপার নিয়ে গবেষণা ও ব্যাখ্যা না করে তারা কেবল কৌশলে বুর্জোয়াদের সমাজ ভাবনাগুলোকেই চালান করেছে। (৩৯) হালের বানানো 'যৌথ মানসিকতার' তত্ত্বের মধ্যেও আমরা একই ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।

একবার গ্রামশ্চি মন্তব্য করেছিলেন যে "ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে ছেড়ে দিয়ে সমাজতত্ত্বের অর্থ বাস্তব পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের যোগফল।" (৪০) এখনকার পশ্চিমী বিজ্ঞানীদেরা মধ্যে 'ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ সমাজবিদ্যা'র জনপ্রিয়তা থেকেই এটার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 'কিন্তু যখনই তাদের কেউ কেউ তাদের সংকীর্ণ ক্ষেত্রের ইন্দ্রিয়জ পর্যবেক্ষ-ণের উর্ধ্বে উঠে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চায় তখনই তারা অসফল হয় আর গ্রামশ্চি যখন বলেন যে সামাজিক গণিতের এবং বাহ্য শ্রেণী বিভাগের একটা পদ্ধতি 'বিমূর্ত সমাজবিদ্যা' ছাড়া আর কিছুই আনে না। (৪১) এখানেই একটা অদ্ভুত কূটাভাস রয়েছেঃ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষবাদী হওয়ার এবং নির্দিষ্ট গবেষণার আনুকূল্য করার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া সমাজবিদরা সবচেয়ে ফাঁকা বিমূর্তন করে থাকে।

আজকে বুর্জোয়া সমাজবিদ্যায় যেটা খুব জনপ্রিয় সেই 'সামাজিক ইজ্জত' ধারণাটিকেই নেওয়া যাক। ওঁরা বলে চলেছেন যে নিজের গ্রুপের মধ্যে মানুষের প্রতিষ্ঠার উপরই মানুষের ইজ্জত নির্ভর

---

৩৯। ভি, আই লেনিন, সং রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ ১৪৫

৪০। এ, গ্রামশ্চি, সিলেকশন ফ্রম দি, নোটবুকস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭৩ পৃ ৪২৮

৪১। ঐ, পৃ ৪৩০

করে। কিন্তু বাস্তবত এই মূলগত ধারণাটি কার্যত একার্থক ছাড়া' আর কিছুই নয়। প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে ইজ্জতের উপর আর ইজ্জত নির্ভর করে প্রতিষ্ঠার উপর। কেউ যদি সমাজের শ্রেণী কাঠামো' ও শ্রেণী সংগ্রামের প্রকৃত আকারকে অবহেলা করে তবে এই পাপ চক্র ভেঙ্গে ফেলা খুব মুস্কিল। একজন বিপ্লবী, একজন শ্রমিক শ্রেণীর নেতা বা একজন পুঁজিপতির ইজ্জত কি? এগুলো' একেবারে বিপরীত ব্যাপার। কেমন করে কেউ 'সামাজিক ইজ্জতের' সপক্ষে যুক্তি দেখাতে পারে আর এই ঘটনাকে ঢেকে রাখতে পারে যে টাকা ছাড়া, তার পুঁজি ছাড়া পুঁজিপতির কোন ইজ্জত নেই। যারা এই সব ধ্যান-ধারণা নিয়ে কাজ করেন তারা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-বাদী এবং তথ্যের পূজারী বলে দাবী করা সত্ত্বেও বহু দৃষ্টান্তই দেখিয়ে দেয় যে বুর্জোয়া সমাজবিত্তার ধারণাগুলি মূর্ত নয়, বরং বিমূর্ত ও ভাসাভাসা।

বাস্তবিকই, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ধারণাগুলির সামান্তীকরণের দিকে মোড় ফেরাকে সমাজবিত্তার বিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে গণ্য করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সমাজবিদ কার্ল টেলর লিখেছেন: "আমার মনে হচ্ছে যে গত চল্লিশ বছরে সমাজতত্ত্বে যে ছুটো বড় বিকাশ ঘটেছে সে ছুটো হল যে সামাজিক তত্ত্ব এখন একটু কম দার্শনিক ও ঐতি-হাসিক হ'য়েছে......আর ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ গবেষণা আধিপত্যশীল হয়ে উঠেছে।" (৪২)

এখনকার প্রত্যক্ষবাদীরা দাবী করে যে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ধারণা সমাজবিত্তাকে বিজ্ঞান হয়ে ওঠার পক্ষে বাধা দেয় কারণ ও-গুলো নাকি বিজ্ঞানীদের নানা রকম পূর্ব ধারণা দেয় আর তার প্রচেষ্টাকে দার্শনিক তত্ত্বের কোন একটা আশ্রয় বাক্যের উদাহরণ খোঁজাতে পর্যবসিত করে। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়া থাকতে পারে না আর বিষয়টা হল এই যে দার্শনিক তত্ত্বটা বস্তুবাদী

৪২। সোসিওলজি অ্যাণ্ড সোস্যাল রিসার্চ, ৪০ খণ্ড, নং ৬ লস্ এঞ্জেলস, ১৯৫৬, পৃ ৫১২

কিনা এবং তথ্যের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ কিনা বা যেটা গবেষককে ভুল পথে নিয়ে যায় সেই ভাববাদী কি না। সমাজ ব্যাপারে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে ঐ একই কথা প্রযুক্ত।

এখনকার দিনের বুর্জোয়া সমাজবিদরা সগর্বে ঘোষণা করে যে তারা মূর্ত এবং সমকালীন গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। কিন্তু বর্তমান সম্বন্ধে একজন কিই বা বুঝবে যদি সে ঐতিহাসিক সূত্র হারিয়ে ফেলে? লেনিন জোর দিয়ে বলতেন যে বুর্জোয়া সমাজবিদদের যুক্তি বিন্যাসের প্রধান ত্রুটি হল "নির্দিষ্টতার ও ঐতিহাসিক লক্ষ্যের অভাব।" মূর্ত তথ্যের বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে সামাজিক ব্যাপারের বিবেচনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ সাধারণ বিবৃতির পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হয় আর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ ছাড়া মূর্ত ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বুর্জোয়া সমাজবিদরা বলে যে তারা 'সামাজিক নিশ্চলতা' পছন্দ করে না আর তারা 'সামাজিক গতিশীলতা' এবং সব ধরনের বহমানতা পছন্দ করে। তারা ঘোষণা করে যে তারা এখনকার কালে পুঁজিবাদী সমাজের 'সামাজিক পরিবর্তনের' অনুশীলন করার জন্য অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করে কিন্তু একচেটিয়া-পূর্ব পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হওয়ার এবং খোদ সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছুই জানতে ইচ্ছা করে না। তারা এও দাবী করে যে তারা পশ্চিমের এখনকার সমাজের অংশগুলির ও গ্রুপগুলির ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছে কিন্তু তারা সমাজের কাঠামো, তার শ্রেণী বিভাজন এবং শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্বের ভিত্তিকে অগ্রাহ্য করে।

বিমূর্ত পদগুলির সমষ্টি সামাজিক সম্পর্কের সারমর্মকে ব্যাখ্যা করতে বা তাদের ভিত্তিকে প্রকাশ করতে কিছুই করে নি। এই সব সম্পর্কের মধ্যে সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটা বিষয়গত অধঃস্তর অদৃশ্য হয়ে যায়। কোনভাবেই সামাজিক বিজ্ঞানকে অগ্রসর না করে, যার কোন মূর্ত আধেয় নেই সমাজবিদ বা তার খুব জটিল

সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারে আর অনেক বিমূর্ত ধারণা তৈরী করতে পারে।

বুর্জোয়া সমাজবিদরা যে ঐতিহাসিক বিকাশের সূত্রকে হারিয়েছে এই তথ্যটিতে বিশেষ করে এই ঘটনাতেই দেখা যাবে যে ঐতিহাসিক সমাজবিদ্যা, একজন যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজবিদের স্বীকৃতি অনুযায়ী, বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষার একটা ধারা হিসাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে ঃ "এটা এখন মৃত এবং সমস্ত প্রবণতাই এর পুনরুজ্জীবনের বিপক্ষে।" (৪৩) সমাজবিদরা ইতিহাসের সমস্ত সম্পর্ক হারিয়েছে। তাদের তথা-কথিত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, বা মূর্ত গবেষণা সমাজবিদ্যা থেকে ঐতি-হাসিক দৃষ্টিকোণকে বিদায় দিয়েছে আর ওটা ছাড়া কোন গভীর মূর্ত গবেষণা হতে পারে না।

এখনকার বুর্জোয়া সমাজবিদরা কেবল তথ্যের অনুশীলনের জন্য দার্শনিকতন্ত্রের প্রভাব কাটিয়েছেন বলে যে দাবী করছেন সেটা হাস্যকর আর সেটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যায় যখন কেউ এখন-কার বুর্জোয়া সমাজবিদ্যার প্রধান প্রবণতা সামাজিক মনোবিদ্যাকে বিবেচনা করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রত্যক্ষবাদী সমাজবিদদের মধ্যে আচরণবাদীরা পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাদের তথ্যকে পরিমাণ ভিত্তিক বিশ্লেষণের আওতায় এনেছেন। তাঁরা ঘোষণা করেন যে তাঁরা সামাজিক সম্পর্কের 'সঠিক' বিশ্লেষণে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু এগুলোকে মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কে পর্যবসিত করা যায় না। চেতনা এই সব সম্পর্কের সত্য বা মিথ্যা প্রতিফলন ছাড়া আর বেশী কিছু নয়। আমরা তাই দেখতে পাই ওদের আরম্ভটাই হ'ল ভাববাদী, এই ঘটনা সত্ত্বেও যে তাঁরা সাধারণভাবে দর্শন বর্জন করেছেন, বিশেষতঃ ভাববাদকে। তাদের পদ্ধতি সামাজিক সম্পর্কের কোন সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারে না।

৪৩। কনটেমপোরারি সোসিওলজি, এড, বাই জে, এস রাউসেক, লণ্ডন, ১৯৫৯ পৃ ২৬৬

একজন আমেরিকান লেখক লিখেছেন : "ক্ষেত্রটি এখন ব্যাপক ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আগ্রহ থেকে বিভৃত, নিয়ন্ত্রিত পরিমাণগত সমীক্ষা বা মতদানের অধীনস্থ করে সীমাবদ্ধ বিশেষজ্ঞের বিষয়ের ওপর প্রযুক্তিগত গবেষণার দিকে সরে গেছে।" (৪৪) কিন্তু বিষয়টা হ'ল কেমন করে সমাজবিদ 'সীমাবদ্ধ বিষয়কে নির্দিষ্ট করে,' আর তাদের গবেষণা খুশীমত বিষয়ীর ইচ্ছাভিত্তিক হয়, না কি সমাজ বিকাশের বিষয়গত নিয়মানুযায়ী হয়।

ইতিমধ্যে, এখনকার দিনের প্রত্যক্ষবাদীরা কারণ বিশ্লেষণের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ঘটনার মধ্যে কৃত্রিমভাবে স্থাপিত সংযোগের বর্ণনা বসিয়ে দেবার জন্য প্রায়ই গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই, কার্মিক সংযোগ স্থাপিত করা যেতে পারে এবং অবশ্যই করতে হবে কিন্তু কারুরই এইসব সম্পর্কের প্রকৃত ভিত্তিকে এবং সমাজ বিকাশের অন্তঃস্থলে মৌলিক নিয়মানুগতাকে অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না। একজন আমেরিকান সমাজবিদ বেন হাল পার্ন বলেন : বিষয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের বিপক্ষে একটা কার্মিক সম্পর্ককে, যেমন ধরা যাক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উপাদানের মধ্যে সম্পর্ককে, ব্যাকরণসম্মতভাবে দুদিকেই গঠন করা যায়।" (৪৫) তাহলে আর্থনীতিই ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করুক বা উল্টোটাই হোক তাতে কোন তারতম্য হয় না। এর পূর্ব পরিকল্পিত বানানো ধারণা নিয়ে এই হল ভাববাদী পদ্ধতির পরামর্শানুযায়ী সিদ্ধান্ত।

গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বর্তমান দিনের গবেষণার কড়াকড়ি একটা আমেরিকান পত্রিকার সংগৃহীত কিছু উদাহরণ থেকে নির্ণয় করা যায়। (৪৬) নানা রকম সামাজিক ঘটনার 'বর্ণনা'

---

৪৪। দি স্টেট অফ দি সোস্যাল সায়েন্সস্, চিকাগো, ১৯৫৬, পৃ ৪

৪৫। দি আমেরিকান জার্নাল অফ সোসিওলজি, জুলাই ১৯৫৭, খণ্ড ৬৩, সং ১, পৃ ৫

৪৬। ম্যাথমেটিক্যাল থিঙ্কিং ইন দি সোস্যাল সায়েন্সেস্, এড বাই পল, এফ লাজারসফেল্ড

দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাণিতিক মডেলের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এন, রাসেভস্কি এবং জে, কোলম্যানের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধে বণ্টন মডেলের বিশ্লেষণের প্রাচুর্য আছে। তাদের আরম্ভটাকেই বিবেচনা করা যাক্। সমাজকে দেখা হয়েছে পারস্পরিক ক্রিয়ারত মানুষদের জট হিসাবে, যেখানে প্রত্যেকের দুটো বৈশিষ্ট্য আছেঃ 'সামর্থ্য' এবং 'সম্পদ'। বৈশিষ্ট্যের এই বন্দোবস্তটি গ্রন্থকারদের গুপ্ত রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে কারণ এর সুপারিশটা এই যে উচ্চমানের সামর্থ্যই সম্পদ সৃষ্টি করে। বাস্তবিকই কোলম্যানের সিদ্ধান্তটা ছিল এই যে মডেল অনুযায়ী সম্পদের বণ্টন 'উচ্চসামর্থ্য বিশিষ্ট ব্যক্তির দিকে তির্যক ভাবে চলে যায়।' তাই রকফেলারের ক্ষমতা এখন যুক্ত-রাষ্ট্রের সমাজবিজ্ঞানীদের 'গাণিতিক মডেলের' উপরই দাঁড়িয়ে আছে। সম্পদ "উচ্চ সামর্থ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিকে তির্থক ভাবে যায়," আর বুর্জোয়া সমাজবিদরা এই সব ব্যক্তিদের স্বার্থের সেবা করে। উচ্চ সামর্থ্য বিশিষ্ট কত ব্যক্তিকে পুঁজিবাদ পদদলিত করেছে, মুচড়িয়ে দিয়েছে, এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নিম্নতম সামর্থ্যের মানুষে পরিণত করেছে এই সব বিজ্ঞানীরা তার হিসাব রাখেনি? বুর্জোয়া সমাজে 'সম্পদ' ও 'সামর্থ্যের' মধ্যে সম্পর্কের বিবেচনা করতে গিয়ে ঠিক এই বিষয়টাকেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

মার্কসবাদীরা অবশ্যই, সামাজিক ব্যাপারের গবেষণায় গণিত ও পরিসংখ্যান ব্যবহার কবার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না কিন্তু একে অবশ্যই খেয়াল খুশীর দৃষ্টিভঙ্গিকে বাতিল করতে হবে এবং বিষয়মুখী হতে হবে। কেবল তখনই নানারকম সামাজিক নিয়মানুগতাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। তবে, এখনকার দিনের সমাজবিদ্যায় পরিমাণগত পদ্ধতির প্রবক্তারা আত্মগত সমাজবিদ্যার সমস্ত নিয়মানুযায়ী গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে।

গবেষণার দিকে এগোনোর নিহিতার্থ হল সমাজ জীবন সম্বন্ধে এক প্রস্থ মতবাদ এবং সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট তত্ত্ব থাকা। মোট বিষয়টা হল এই যে যদি কেউ এই সব

প্রক্রিয়ার গবেষণার সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাহলে এই তত্ত্ব নানা রকম সামাজিক প্রক্রিয়ার সঠিক সনাক্তকরণে কতটা সুযোগ দেয়। মতদানের জন্য নির্বাচিত একদল লোক কেমন করে কাঠামোর সঙ্গে মিলবে তা একজনের পক্ষে ব্যাখ্যা করতে পারার জন্য সমগ্র সমাজের কাঠামো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। যে সব মালমশলা নির্বিচারে এবং খুশীমত নির্বাচন করা হয়েছে বুর্জোয়া সমাজবিদরা তার উপর শক্তিশালী আধুনিক গাণিতিক হাতিয়ার ব্যবহার করছে। মতদাতা লোকদেরও ওরা বেছে নেয় তাদের পছন্দমত ছুটির সময় সৈনিক উর্দ্দি পরতে পছন্দ করে কি করে না এবং মার্গীয় সঙ্গীতে আগ্রহের ওপর ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণায় তারা একই দৃষ্টি-কোণ গ্রহণ করে। প্রায়ই কৃত্রিম ভাবে নির্বাচিত বা দ্বিতীয় সারির ঘটনার বিশ্লেষণে, অল্প মানুষদের গ্রুপের বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফলকে সামান্যীকরণ করা হয় এবং ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সাধারণ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পরিণত করা হয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মূর্ত ঘটনা ও চলতি সামাজিক ঘটনার গবেষণার উপর খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে কিন্তু এ থেকে জোর দিয়ে বলা হয় যে ঘটনাগুলিকে একটা মূর্ত ঐতিহাসিক পরিস্থিতি থেকে, সম্পর্কিত অবস্থায় এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে নিতে হবে। কেবল তখনই বিশ্লেষণ গভীর ও বিজ্ঞানসম্মত হবে।

উল্লেখযোগ্য, সমাজ বিকাশ সম্পর্কে মূর্ত সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার উদাহরণ আমরা লেনিনের লেখায় পাই। তাঁর চমৎকার লেখা 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশে,' নির্দিষ্ট মালমশলা ও পরিসংখ্যান-গত তথ্য নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে লেনিন সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রবণতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। মূর্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করতে এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাদের ন্যস্ত অংশ ধরে কৃষি খামারকে গ্রুপে ফেলার জন্য স্থানীয় পরিসংখ্যানে ব্যবহৃত পদ্ধতির বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে, তিনি লিখেছিলেন 'ন্যস্ত জমি অনুযায়ী কৃষকদের শ্রেণী বিভাগ করতে গিয়ে আমরা যে সব গরীব কৃষক যারা জমি লিজ, দেয় এবং

যে সব ধনী কৃষক খাজনায় জমি দেয় বা জমি কেনে ; যারা জমি সংগ্রহ করে সেই সব ধনী কৃষক আর যারা জমি ছেড়ে যায় সেই সব গরীব কৃষক ; যারা অতি সামান্য সংখ্যক প্রাণী নিয়ে হতাভাগ্য খামার চালায় সেই গরীব কৃষক এবং যাদের অনেক পশু, নিজের জমিতে সার দেয় এবং নানা উন্নয়ন ঘটায় সেই ধনী কৃষককে এক করে ফেলি। অন্য কথায় আমরা গ্রাম্য প্রলেটারিয়েট এবং গ্রামের বুর্জোয়াদের লোকগুলোকে এক করে ফেলি। এই ভাবে যে গড় পাওয়া যায় সেটা পার্থক্যকে ঢেকে দেয় আর সেই জন্যেই কৃত্রিম।' (৪৮) আর্থনীতিক বিজ্ঞানে গ্রুপ করার পদ্ধতিকে মার্কস-বাদীরা ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করেছে কিন্তু মূর্ত তথ্য নিয়ে তাদের বিশ্লেষণ বাস্তব কাজ কর্মের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান কারণ সেটা সমাজ বিকাশে দীর্ঘ মেয়াদী প্রবণতাকে দেখিয়ে দেয়।

পরিমাণগত নির্দেশক ও পরিসংখ্যানগত তথ্যের সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থার গুণগত পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। ঐ একই রচনায় লেনিন কৃষকদের মধ্যে সামাজিক গ্রুপের বিশ্লেষণ করেছিলেন আর বলেছিলেন যে ক্ষুদ্র গ্রাম্য বুর্জোয়ারা (রাশিয়াতে এবং অন্যান্য পুঁজি-বাদী দেশে) ক্ষুদ্র জোতের কৃষকদের সঙ্গে আর যাদের জন্য এক টুকরো জমি ন্যস্ত হ'য়েছে সেই গ্রাম্য প্রলেটারিয়েটদের সঙ্গে অনেক-গুলো উত্তরণকালীন স্তরের সঙ্গে যুক্ত। এই পরিস্থিতিই যে সব তত্ত্ব 'কৃষকদের মধ্যে' (৪৯) গ্রামীণ বুর্জোয়াদের এবং গ্রামীণ প্রলেটারিয়েটের অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য করেন তাদের টিঁকে থাকার কারণ নিহিত রয়েছে। এটা আকারগত তুলনার পদ্ধতি, সামাজিক বিকাশের প্রবণতা ও সম্ভাবনা ও পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করার পদ্ধতি যেটা সম্পূর্ণ একটা কৃত্রিম 'মধ্য শ্রেণী' তৈরী করার জন্য বুর্জোয়া সমাজবিদদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং যার মধ্যে বুর্জোয়াদের একটা নির্দিষ্ট অংশ ও প্রলেটারিয়েটরাও থাকে। কিন্তু নারোদনিকদের

৪৮। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩ খণ্ড, পৃ ১০৩
৪৯। ভি, আই, লেনিন সং রচনাবলী, খণ্ড ৩, পৃ ৩১১

পর্বে যেটা ছিল সেটা আজকে যারা 'মধ্য শ্রেণী'কে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করছে তাদের ভিত্তি অনুপস্থিত।

লেনিন মূর্ত তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণকে অত্যন্ত নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খতার স্তরে উন্নীত করেছিলেন। শতাব্দীর শুরুতে কুটিরশিল্পীদের মধ্যে পারিবারিক শ্রমের পরিবর্তনশীল ভূমিকার বিশ্লেষণ লেনিন কি ভাবে করেছিলেন আর রাশিয়ার নানা ধরনের মজুরীজীবী গোষ্ঠীদের সম্বন্ধে তাঁব উল্লেখযোগ্য সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লে-ষণকে আমরা মনে করে দেখতে পারি। তিনি দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন আর এটা পার্টিকে তার সংগ্রামে সঠিক দিকে মোড় ঘুরতে সাহায্য করেছিল। পুঁজিবাদী সমাজের সমাজ বিজ্ঞানের যে কোন মূর্ত তথ্য বা প্রক্রিয়াকেই লেনিন বিশ্লেষণ করেছিলেন তাতেই আমরা দেখতে পাই যে তিনি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কোন বিশ্লেষণ করার বিরুদ্ধতা করতেন এবং সমাজ বিকাশেব সম্ভাবনা ও প্রবণতার অনুশীলনের উপর জোর দিতেন। নতুন সোভিয়েট সমাজের জীবনের মূর্ত ঘটনাগুলির গবেষণাতেও এটাই ছিল ওঁর দৃষ্টিকোণ।

অক্টোবর বিপ্লবের পরেকার মূর্ত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যেটা রচিত, তাঁর সেই উল্লেখযোগ্য লেখা 'মহান সূত্রপাত'কে ধরুন। এর সামাজিক সংগঠন এবং নতুন শ্রম সংগঠন যে এবং শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে নতুন স্তরে উন্নীত করতে সমর্থ করে, এই ঘটনার মধ্যেই যে নতুন সামাজিক ব্যবস্থার আসল সুবিধাটা শেষ পর্যন্ত রয়েছে এই সমাজতাত্ত্বিক নিয়মটাকে, তিনি উল্লেখযোগ্য গভীরতার সঙ্গে সূত্রায়িত করেন। লেনিন ভূমিদাস মালিকানা এবং পুঁজিবাদী শ্রম সংগঠনের একটা সুগভীর এবং সঠিক চরিত্র চিত্রন করেন। নতুন সমাজের বিকাশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আসল সমস্যার উপর একটা চমৎকার সামান্যীকরণ করার জন্য তিনি ঘটনার বহিঃপ্রকাশ, প্রবণতা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিশ্লেষণ থেকে শুরু করেন। 'মহান সূত্রপাতের' মধ্যে সোভিয়েট-

বাস্তবতা থেকে নেওয়া সম্পূর্ণ মূর্ত তথ্যের বিশ্লেষণ রয়েছে। লেনিন ১৯১৯ সালের ১৭মে থেকে ৮ই জুন পর্যন্ত কমিউনিষ্ট সাবোতনিক্ সম্পর্কে সংবাদ পত্রের রিপোর্টগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন। এটা করে 'মহান সূত্রপাতের' গোড়ার পৃষ্ঠাগুলিতে, তিনি বলেন: আমি কমিউনিষ্ট সাবোতনিকদের সম্বন্ধে পূর্ণতর এবং বিস্তৃত সংবাদ এখানে দিয়েছি কারণ এর মধ্যেই আমরা কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের অন্যতম প্রধান দিককে নিঃসন্দেহেই লক্ষ্য করেছি যেটার প্রতি আমাদের সংবাদ পত্র যথেষ্ট নজর দেয় নি এবং আমাদের সবাই যেটাকে ঠিক মত বুঝে উঠতে পারে নি।' (৫০)

প্রলেটারিয় একনায়কত্বের মতবাদকে বিকশিত করতে গিয়ে, শ্রেণী গুলি সম্পর্কে তাঁর সুপরিচিত সংজ্ঞা উপস্থাপিত করে, রাশিয়ার সামাজিক ও আর্থনীতিক বিকাশের বিশেষত্বকে দেখিয়ে এবং ঐ বিষয়ের সম্পর্কিত অন্য অনেক বিষয়ের প্রধান প্রধান প্রশ্নের বিবেচনা করে লেনিন তাঁর তথ্যগুলিকে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে অগ্রসর হওয়ার জন্য কর্তব্য কর্মের আলোকে বিশ্লেষণ করেন। এই পথেই লেনিন নির্দিষ্ট তথ্যের বিশ্লেষণ করেন, ঐতিহাসিক বিকাশের গতি-পথে তাদের গুরুত্ব নির্ণয় করেন এবং সমাজের পূর্ববর্তী বিকাশের আলোকে তাদের মূল্যায়ণ করেন আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বিবেচনা করেন। লেনিন দেখিয়ে দেন যে তাঁর তথ্যগুলি বিচ্ছিন্ন নয় বরং সেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিয়মানুগতার নির্দিষ্ট প্রকাশ। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এবং সমাজ বিকাশের প্রসঙ্গের বাইরে একটা একটা করে নিলে যেটা উপর উপর দেখতে অভ্যস্থ বুর্জোয়া পর্যবেক্ষক-দের কাছে গুরুত্বহীন বলে অগ্রাহ্য হতে পারতো সেটা কার্যতঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর এটা লেনিন প্রমাণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে "১৯১৯ এর ১০ই মেতে মস্কোয়, মস্কো—কাজান রেল শ্রমিকদের দ্বারা সংগঠিত প্রথম কমিউনিষ্ট সাবোতনিকরা ১৯১৪-১৯১৮ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে হিণ্ডেনবার্গ বা ফচের অথবা ইংরেজদের

৫০। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ ৪১৮-১৯

জয় লাভের চেয়ে ঐতিহাসিক দিক থেকে অনেক বেশী তাৎপর্য-পূর্ণ।" (৫১) কিন্তু লেনিন এটাও জোর দিয়ে বলেন যে আসল বিষয়টা হ'ল একটা বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্ণয় এবং দৃশ্যমান ঘটনার সারমর্মের বিশ্লেষণ: "ক্ষীণ শিখাটিকে আমাদের গভীর ভাবে পর্য-বেক্ষণ করতে হবে, তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশী নজর দিতে হবে, তাদের বৃদ্ধির জন্য সব কিছু করতে হবে এবং পরিচর্যা করতে হবে। তাদের মধ্যে কিছু অনিবার্য ভাবে বিলুপ্ত হবে। আমরা অঙ্গীকার করতে পারি না যে "কমিউনিষ্ট সাবোতনিকরা" "গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কিন্তু বিষয়টা তা নয়। বিষয়টা হ'ল প্রত্যেকটা নবীন শিখাকে পালন করা; আর জীবন তাদেরই বেছে নেবে যারা টিঁকে থাকতে পারবে"। (৫২) সামাজিক বিকাশের প্রবণতা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে টেনে বের করে নিয়ে আসাই যে সমাজবিজ্ঞানের কাজ এটা তারই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষণ। সমাজবিদ্যার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ভক্তদের পক্ষে লেনিনের লেখা মূর্ত সামাজিক ঘটনার সুগভীর গবেষণাগুলি মডেল স্বরূপ। আর হালের গাণিতিক পদ্ধতির ব্যবহার এর কোন তারতম্য ঘটাবেনা। লক্ষ্যটা হল মানবজাতির এগিয়ে যাবার পথকে আলোকিত করা।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দেখিয়ে দেয় যে কিভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে সার্বিক, বিশেষ এবং ব্যষ্টির ঐক্য স্থাপিত হয়। মূর্ত প্রকাশ, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্টগুলি আর এমনকি স্বতন্ত্র ঘটনার বিশ্লেষণ না ক'রে সমাজ বিকাশের সাদৃশ্য নিয়মের গবেষণা করা অসম্ভব। সামাজিক ঘটনার গবেষণায় তত্ত্ব এবং মূর্ত বিশ্লেষণের মধ্যে বৈপরীত্য প্রদর্শন করা একটা প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিকোণ। রাজনৈতিক ও আর্থ-নীতিক ঘটনার সমস্ত নির্দিষ্ট বিশেষত্ব সহ সামাজিক ঘটনার সুগভীর বিশ্লেষণ পার্টিকে পুঁজিবাদের উপর আঘাত হানতে জনগণের, নেতৃত্ব দিতে সক্ষম করেছিল। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সূত্রায়ণে

৫১। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৯ খণ্ড, পৃ ৪২৪
৫২। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ২৯ খণ্ড, পৃ ৪২৫-২৬

নতুন সমাজ নির্মাণে সমস্ত স্তরই একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ স্তর এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গঠন ও বিকাশে অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের গবেষণায় দূরত্ব চিহ্ন। সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচী এবং অন্যান্য পার্টি দলিলে আজকের সামাজিক প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ বিধৃত হয়েছে। সুগভীর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যেটা অসাধারণ ও তাত্ত্বিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইউ, এস, এস, আরে কমিউনিষ্ট সমাজ নির্মাণের সেই বিবৃতিটি উপস্থিত করা হ'য়েছে। এই দেশের আর্থনীতিক ও সামাজিক ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মহান সোভিয়েট পরিকল্পনাটি সূত্রায়িত হয়েছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আর লেনিনবাদী পার্টির কর্মকাণ্ড যেটা এর বিরাট ক্ষমতাকে দেখিয়ে দিচ্ছে সেটা হ'ল ব্যাপক জনগণের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব কাজকর্মসহ জীবনের সঙ্গে তার বিরাট সংযোগ আর এটাই এখনকার কালের সামাজিক চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যেটা সমস্ত অপ্রচলিত এবং প্রতিক্রিয়াশীল মতামতকে বর্জন করে ও দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে যায়।

# উপসংহার

## সামাজিক প্রগতি ও মতাদর্শগত সংগ্রাম

### একটি সমাজ বিন্যাস থেকে আরেকটি সমাজ বিন্যাসে উত্তরণ এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম

যে পর্বে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হ'য়েছিল তখন বিশ্বমঞ্চে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল প্রধানত ধর্মীয় আকারে; খ্রীষ্টধর্মের প্রসার দাস মালিকানার সমাজের উদ্ভব এবং সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবের সূচনা করেছিল। বিদায়ী দাস মালিকানা সমাজ ব্যবস্থার ধর্মীয় ঐতিহ্য নতুন সমাজের দ্বারা আত্তীকরণে তার নতুন সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে খ্রীষ্টধর্মকে পরিবর্তিত করেই এই প্রক্রিয়াটি গড়ে উঠেছিল। প্রাচ্যে ইসলাম উদীয়মান সামন্ততন্ত্রের মতাদর্শ হ'য়ে উঠেছিল। ধর্মীয় মতাদর্শে পরিবর্তন ভারতবর্ষ ও চীনে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাবের সূচনা করেছিল। সেই সঙ্গে ধর্মীয় ধ্যান ধারণার মধ্যে রাজনৈতিক তত্ত্বও ঢোকানো হচ্ছিল।

ধর্মীয় মতাদর্শের ক্ষেত্রে সংগ্রাম বিশেষ করে তীব্র হ'য়ে উঠেছিল 'পুঁজিবাদী যুগের প্রারম্ভে' যখন খ্রীষ্টধর্মের বুর্জোয়া ভাষ্য সামন্ততন্ত্রের ভাষ্যের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ালো। রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে, জাতীয় রাষ্ট্রের অধিকার ও সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করছিল যে নিরঙ্কুশ সামন্তবাদী মতবাদ তার বিরুদ্ধে লড়াই চলছিল। পুঁজিবাদ জাতীয় সার্বভৌমত্বের পতাকা উত্তোলিত করেছিল আর দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার চিন্তানায়কেরা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে জনগণের বিপ্লব করার অধিকার আছে। প্রত্যেক জায়গায় 'শৃঙ্খলা' স্থাপনের জন্য, অন্য রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে

হস্তক্ষেপ করায় তাদের অলীক 'অধিকার' নিয়ে নিরঙ্কুশ সামন্তবাদী প্রতিক্রিয়া গোঁয়ারের মত জিদ করছিল। এইভাবে বিশ্বমঞ্চে 'সম্রাটের উত্তরাধিকার' কথাটা এলো এবং সংগ্রামের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠলো।

তবে, সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠলো এইটি যেখানে বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান মানুষের প্রগতিশীল বিকাশের নেতৃত্ব দেবার অচ্ছেদ্য অধিকারকে তুলে ধরলো আর দার্শনিক বস্তুবাদকে সমাজের নেতৃ-স্থানীয় শক্তির পতাকা করা হল। আত্মিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে লড়াই শুরু হয়ে গেল আর তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল শিল্পকলা ও সাহিত্যে। অবশ্য, এই সংগ্রাম ঐতিহাসিক বিকাশে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ম্যাক্স ওয়েবার থেকে শুরু করে অন্যান্য বুর্জোয়া সমাজবিদরা গোটা প্রক্রিয়াটাকে এই যুক্তি দিয়ে মাথার দিকে উল্টে দিল যে এমনকি অর্থনীতিও নাকি মতাদর্শগত সংগ্রামের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল আর পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল ধর্মীয় মতাদর্শের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে।

এটা অবশ্যই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভাববাদী বিকৃতি সাধন। মতাদর্শগত ও রাজনীতিগত সংগ্রামকে পরম মনে করা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতি। সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব কার্যতঃ জোরের সঙ্গেই বলে যে নতুন উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতাদর্শের গঠন তার জয়লাভ ও সংহতির জন্য বিরাট ভূমিকা নেয়। সন্দেহ নেই যে সামন্ততন্ত্র ইয়োরোপে ক্যাথলিক মতাদর্শের সম্প্র-সারণ ঘটিয়ে তার আধিপত্য এবং সামন্ততন্ত্রের সপক্ষে উচ্চতম সমর্থনের জন্য শক্তিশালী আধ্যাত্মিক হাতিয়ার তৈরী করেছিল। পুরনো রাস্ এ খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের অর্থ উপজাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ এবং দেশকে সামন্ততন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া। আরবদের মধ্যে উদীয়মান একটা সামন্ত ব্যবস্থা ও শোষক ব্যবস্থাকে অনুমোদন করেছিল যে ইসলাম তার উদ্ভব উপজাতীয় ব্যবস্থার অবশেষ ও তার অনুসঙ্গী উপজাতীয় ধর্ম পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের

মধ্যে। ক্যালভিনবাদের মত বুর্জোয়া ধরনের খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব ও প্রসার বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও বিকশিত করতে এবং বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তিতে যেটা উদ্ভূত হয়েছিল তার শাসন কায়েম করতে সাহায্য করেছিল।

বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল অংশ বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছিল এবং নতুন রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে দার্শনিক বস্তুবাদের দিকে ঝুঁকেছিল এই সব ঘটনারই নিরঙ্কুশ সামন্তবাদী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল।

ঐ পর্বে, মতাদর্শগত সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতে হাত মিলিয়ে চলেছিল এবং শেষোক্তটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মতাদর্শগত অনুমোদন ছাড়া কখনই বিকশিত হতে পারতো না। কিন্তু রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম ঐ পর্বে, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে ওঠারই প্রকাশ ছিল।

আজকে সত্যিকারের এবং আপোষহীন বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণের ওপর, পরগাছা মতাদর্শের বিরুদ্ধে শ্রমিকের মতাদর্শের জয়ের জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম চলছে। বিশ্ব সমাজতন্ত্রিক ব্যবস্থাকে ঐতিহাসিক বিকাশের নির্ণায়ক শক্তিতে পরিণত করার জন্য এর বিরাট ভূমিকা আছে। আজকে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রামে মূল বিষয়টা হল সমাজতন্ত্রের শক্তিকে বাড়ানো এবং নতুন ব্যবস্থার সম্মুখে উপস্থিত মহান ঐতিহাসিক কর্তব্য পরিপূরণ করা।

কিছু বুর্জোয়া তাত্ত্বিক এখনকার সমরবাদের সাফাই গাইবার প্রচেষ্টায় সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রামের দোষ দেয়। এখানে তারা সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের ফলে বিশ্বের পরিমাপে কমিউনিজম জিতবেই কমিউনিষ্টদের এই দৃঢ় প্রত্যয়ের ওপর জোর দেয়। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের মতে এই তথ্যটাই বর্তমানের মতাদর্শগত বিরোধ এতো তীব্র করেছে, যার ফলে 'ঠাণ্ডা' এবং 'গরম' যুদ্ধ লাগছে। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইতে বুর্জোয়া প্রচার এই ধারণাটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে আর স্বীকার করতেই

হয় যে এটা অনেক পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীদের মনে প্রবেশ করেছে।

বুর্জোয়া মতাদর্শীদের নতুন চালটা হলো দুটো বিপরীত ব্যবস্থার মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্যের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা আর তার থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যে এই ধরনের দ্বন্দ্বের উপস্থিতিতে দুটো ব্যবস্থার পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে সহঅবস্থান করা অসম্ভব। যেহেতু দুটি ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ রয়েছে সেহেতু শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কোন ভিত্তি নেই এবং অন্যদিকে আর্থব্যবস্থার সামরিকী-করণ অস্ত্র প্রতিযোগিতার সপক্ষে সব যুক্তিই আছে এইটা প্রমাণ করারই এটা যুক্তি।

কিছু বুর্জোযা মতাদর্শী লোকেদের দ্বারা এই ধারণাটিকে গ্রহণ করানোর প্রচেষ্টা ত্যাগ করে নি যে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হতে পারে না। তারা বলে যে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম গুটিয়ে ফেলা হবে।

নমুনা হিসাবে, দক্ষিণপন্থী লেবার নেতা ক্রিষ্টোফার ম্যাহিউ 'সহ অবস্থান বিশ্বশান্তির দিকে সদর্থক দৃষ্টিকোণ' শিরোনামায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের প্রতিষ্ঠিত ধারণার সঙ্গে ম্যাহিউ মতাদর্শগত সহ অবস্থান এবং 'তথাকথিত পুঁজিবাদের' সঙ্গে 'তথাকথিত কমিউনিজমের' মধ্যে মতাদর্শগত সং-গ্রামের বিরতিকে যুক্ত করতে চান। ম্যাহিউ কোদালকে কোদাল বলতে চান না। তিনি পুঁজিবাদকে পুঁজিবাদ বলতে, এবং মুক্ত দুনিয়াতে শোষণ আছে একথা বলতে ঘৃণা বোধ করেন। তিনি কমিউ-নিজমকেও কমিউনিজম বলতে এবং ঐ ব্যবস্থা যে শোষণ বিলুপ্ত করছে সে কথাও স্বীকার করতে চান না। দু'টি ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বটা কি এবং তার ফলে তাদের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই আবশ্যিক কিনা সেটা দেখার চেষ্টা না করে অনেক বুর্জোয়া তাত্ত্বিক শুধু ওপর ওপর দেখে থাকেন।

গোটা বুর্জোয়া প্রচার ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও মতাদর্শগত বিরোধকে একাত্ম করার সৌখিন ধারণাটি তুলে নিয়েছে। তাই ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ করার দাওয়াই হল: মতাদর্শগত সংগ্রামের অবসান ও মানুষের মতৈক্যই যুদ্ধের জন্য সমর সজ্জা নির্মূল করবে।

এট যে একটা সঠিক বিবৃতিকে ভুল বিবৃতি দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে সেটা স্পষ্ট। কেউ কি তর্ক করবে যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অর্থ যুদ্ধের প্রস্তুতি? কেউ কি আপত্তি করবে যে সমরবাদী প্রচার দ্বারা লোকেদের মনোভাবই ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং যেটা চালিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র নেতা, গোটা পার্টি এবং সংগঠন? সেটাও ঠিক। কিন্তু ঠাণ্ডা যুদ্ধকে মতাদর্শগত সংগ্রাম মনে করা, ছুটো ঘটনাকে একাত্ম করা, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে মতাদর্শগত সংগ্রাম বন্ধ করাকে একটা শর্ত হিসাবে ধরার বিরুদ্ধে কিছু না বলা হ'ল তাত্ত্বিক দিক থেকে অযৌক্তিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে একটা ক্ষতিকর কস্‌রতে লিপ্ত হওয়া। ঠাণ্ডা যুদ্ধেব অবসান ঘটানো লোকেদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের অনুকূল। কিন্তু মতাদর্শগত সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামেরই একটা রূপ এবং যতদিন বিপরীত মতাদর্শসহ বৈর শ্রেণীগুলি থাকবে ততদিন এটা সমাজ বিকাশের একটা উপাদান হ'য়ে থাকবে।

সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচী জোর দিয়ে বলেছে: "আজকের পৃথিবীতে—কমিউনিষ্ট এবং বুর্জোয়া—এই ছুটি মতাদর্শের মধ্যে মারাত্মক সংগ্রাম চলছে। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার এই সংগ্রামের রূপ মানবজাতির আত্মিক জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে।" (১)

মতাদর্শগত বিরোধ যুদ্ধের জন্ম দেয় এই ধারণা আগাগোড়া ভাববাদী কারণ এটা শেষ পর্যন্ত ধারণা ও মনোভাবকে সামাজিক সত্তার ভিত্তি করে। যারা ভাববাদী ঐতিহ্যে মানুষ হয়েছেন পশ্চিমের কয়েকটি প্রজন্মের তেমনি ধরনের মানুষ তাদের এই ধারণা গৃহীত হয়েছে।

---

১। দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ ৪৯৭

সমাজের ভাববাদী মতবাদ এবং ইতিহাস স্কুল থেকেই মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে বাচ্চাদের বলা হয় যে ক্রুসেডের যোদ্ধারা ধর্মভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল। আধুনিক ইতিহাস বিজ্ঞানের একটা প্রাথমিক পৃষ্ঠাতেই এই উদ্ভাবনের মুখোস খুলেই শুরু হ'য়েছে ঃ ক্রুসেডের প্রকৃত, পার্থিব কারণ প্রতিষ্ঠা করা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বদৃষ্টি-কোণের একটা বিরাট সাফল্য। প্রাচ্যের 'রূপকথাসদৃশ' সমৃদ্ধ দেশগুলি জয় করার লালসায় ইরোয়োপীয় সামন্ত রাজগণের পরিচালিত লুণ্ঠনকারী আক্রমণকে নিছক ধর্মীয় রূপ ও 'পবিত্র শবাধার উদ্ধারেব' আওয়াজের আড়ালো লুকনো হয়েছিল। যার ফলে ১২০৪ সালে 'সবচেয়ে বেশী খ্রীষ্ট ভক্ত দেশ' বাইজেনটিয়ামকে দানবীয় উন্নাসিকতায় লুণ্ঠিত হতে হয়েছিল সেইসব সামরিক উপনিবেশ দখলকারী আক্রমণের অস্বর্গীয় লক্ষ্যের মুখোশ নেতৃস্থানীয় ঐতিহাসিকগণ খুলে দেন। যারা শুধু বুর্জোয়া অজ্ঞতার দ্বারা অন্ধ হয়ে আছে তারা ছাড়া আর কেউই যুদ্ধ যে আদর্শের কাবণে ঘটে এই তত্ত্বের 'সাক্ষ্য' হিসাবে বাইজেনটিয়ামের প্রসঙ্গ তুলবে না।

১৬শ শতাব্দীর ধর্মীয় যুদ্ধের উল্লেখ করা সমভাবেই ভুল। যেটা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো এই যে এগুলি, কার্যতঃ ফ্রান্সের নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারের সংকটের প্রকাশক গৃহযুদ্ধ। ঐ পর্বে হুগেনট এবং ক্যাথলিক এই দু'টি শক্তিশালী পার্টি ধর্মীয় পতাকার নীচে উদ্ভূত হয়েছিল এ ঘটনা এই দু'টি পার্টির যে রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুসরণ করেছিল সেই সত্যকে কোনমতেই খণ্ডন করে না। হুগেনটদের হত্যাকাণ্ডের সময় (১৫৭২) যে সেণ্ট বার্থোলোমিউ খুন হন সেটা-রাজনৈতিক ব্যাপার। ধর্মীয় আবরণটা শুধু এটাই বোঝায় যে ঐতিহাসিক কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী সামাজিক শক্তিগুলির রাজনৈতিক মতাদর্শ পুরোপুরি বিকশিত হয় নি। ধর্মীয় মতাদর্শ সংগ্রামে ব্যবহৃত পদ্ধতিকে উন্মত্ততা ও নৃশংসতায় নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ধর্মীয় ধ্যান ধারণা গৃহযুদ্ধ লাগিয়েছিল একথা বলার অর্থ ইতিহাস বিজ্ঞানকে শৈশবে নিয়ে যাওয়া।

বুর্জোয়া সামাজিক চিন্তার দ্বারাই প্রশ্নটাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হ'য়েছিল। কিন্তু তবু ইতিহাস বিজ্ঞান সমাধানের রাস্তা বের করেছিল। বুর্জোয়া প্রবুদ্ধদের মধ্যে যারা যাজক সম্প্রদায় বিরোধী, যারা সমাজের গবেষণায় ভাববাদী মনোভাব নিয়েছিল তারা দাবী করেছিল যে ধর্মীয় উন্মত্ততা মানুষকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার মধ্যে আবার প্রতিক্রিয়াশীল ও যাজকবাদীরা জোর দিচ্ছিল যে মানুষদের দ্বারা সত্যিকারের বিশ্বাসে অবহেলাই ছিল এর কারণ যেটা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ধর্মীয় বিরোধকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত করলো। আসলে, লোকগুলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হ'য়েছিল সম্পূর্ণ পার্থিব কারণে, ধর্ম সুবিধাজনক সংগঠন ছাড়া আর বেশী কিছু দেয় নি।

ধর্মীয় পতাকার তলায় যে লড়াইগুলো হয়েছিল সেগুলো কিন্তু ছিল সামন্ত অভিজাত ও উদীয়মান বুর্জোয়াদের বিরোধপূর্ণ স্বার্থের প্রকাশ এবং ১৬শ শতাব্দীর সেই সব যুদ্ধের আসল পার্থিব কারণে পৌঁছে ইতিহাস বিজ্ঞান-পূর্ব কল্পনার কুয়াশা ভেদ্ করেছিল। কিন্তু বুর্জোয়া মধ্যযুগীয় পণ্ডিতির তত্ত্ব ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যাই পছন্দ করতো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ইতিহাসে এই ধরনের ব্যাখ্যাকে ধারণা যুদ্ধ ঘটাচ্ছে দার্শনিক সামান্যীকরণে পৌঁছে দিয়েছিল। যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে মিথ্যা মতবাদের প্রচার ইয়োরোপের ভাববাদে-উর্বর জমিতে পড়লো, যেখানে ভাববাদ রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

বিস্ময়ের কিছু নেই যে এমনকি যাঁরা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শান্তির জন্য লড়ছেন তাঁরা ক্রুসেড ধর্মীয় যুদ্ধগুলিকে মতাদর্শগত বিরোধ হেতু যুদ্ধ লাগার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে পারেন। এই ধরনের মতামত বুর্জোয়া শান্তিবাদীদের মধ্যে ব্যাপক।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে নতুন শক্তির উদ্ভবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা লাগানো রক্তাক্ত যুদ্ধ ঘটতো কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব মোটেই যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায় না, কারণ সশস্ত্র শক্তি ব্যবহার করে

পুঁজিবাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করার বা বিপ্লব রপ্তানী করার কোন প্রয়োজন সমাজতন্ত্রের নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশে আর্থ-নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ পুঁজিবাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে তলোয়ার দিয়ে কাটবার মত কোন গর্ডিয়ান গ্রন্থি সৃষ্টি হয় না। বর্দ্ধমান ও সংহতি সৃষ্টিকারী সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদকে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছে। বুর্জোয়া তাত্বিকরা সহজে এই ধারণাকে গ্রহণ করবে না।

কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম যে যুদ্ধ বাধাবে এই ধারণার সূত্রপাত ও প্রসারের এইগুলিই তাত্বিক পূর্বশর্ত। এর আবির্ভাবের আসল কারণ ভিন্ন এবং সেটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার ওপর এখনকার দিনের বুর্জোয়া সমাজের শাসক শ্রেণীর দ্বারা গৃহীত রাজনৈতিক মনোভাবের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসক শ্রেণীর ভীতি সুবিদিত। বুর্জোয়া তাত্বিকরা যতই গর্ব করতে ইচ্ছুক যে সোভিয়েট ইউনিয়ন কখনও যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের স্তরে পৌঁছতে পারবে না ততই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ ও রাজ-নীতিজ্ঞরা বিপদ্‌সঙ্কেত দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের কিছু তাত্বিক ও প্রচারকারী শুধু আর্থনীতিক প্রতিযোগিতাই নয় চলতি মতাদর্শের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতার পরিণাম সম্বন্ধে আশঙ্কা করছেন। অবশ্য, পশ্চিমী পত্রিকাগুলি বুর্জোয়া মতাদর্শের অবিনয়ী আত্মপ্রশংসা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেগুলি প্রায়ই ত্রুটিপূর্ণ অবগুণ্ঠনে আবৃত শঙ্কারই প্রকাশ।

মানুষের মন ও হৃদয়ের জন্য তীব্র বেগে চলন্ত সংগ্রামে পুঁজি-বাদ কমিউনিজমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কি'খাড়া করবে সাম্রাজ্য-বাদের প্রবক্তারা কঠোরভাবে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। 'মুক্ত দুনিয়ার আদর্শের' উচ্চ নিনাদ নিছক সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শগত দৈন্যকেই ফাঁস করে দিচ্ছে। ধারণাগুলিকে যে পুঁজিবাদের এক-

চেটিয়া-পূর্ব স্তর থেকে ধার করা হ'চ্ছে সেটা আগের চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্ট। বিগত ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর তারিখ যুক্ত মতাদর্শগত যে বর্মগুলোকে যাদুঘর থেকে ধার নেওয়া হ'য়েছে তা জীর্ণ হ'য়ে গেছে। নতুন কোন আদর্শ নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে সামাজিক বিকাশে নিজেকে নিঃস্ব করে ফেলেছে এগুলি তারই ইঙ্গিত।

মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম করে, সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে, ঐতিহাসিক আশাবাদ এবং নিজ শক্তিতে আস্থা এবং বিরাট সম্ভাবনায় তাদের উৎসাহিত করে যেটা মানবজাতিকে সামাজিক সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার পথ দেখাচ্ছে সেই বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিষ্ট ধ্যান ধারণার দিকে একটা অনিবার্য প্রেরণা রয়েছে।

এই অবস্থায়, পশ্চিমের কিছু মানুষ মতাদর্শগত সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করার এবং অবসান ঘটানোর জন্য আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত করেছেন। এই প্রচেষ্টার দিকে একটু নজর দিলে দেখা যাবে যে 'সাধারণ ভাবের মতাদর্শগত সংগ্রাম' বাতিল করার দাবী করার অর্থ কমিউনিজমের মতাদর্শগত প্রভাবকে কমিয়ে দেওয়া। এই ধারণার প্রবক্তারা দাবী করেছেন যে স্থায়ী শান্তির জন্য 'মতাদর্শগত নিরস্ত্রীকরণই' একমাত্র শর্ত। এইভাবে, প্রথমতঃ যারা শান্তির জন্য কাজ করছেন সেই শক্তিকে বিভক্ত করার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ, মতাদর্শগত পার্থক্য সহ যে কোন সম্ভাব্য অজুহাতে যারা যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে তাদের রক্ষা করতে সচেষ্ট। যারা 'মতাদর্শগত নিরস্ত্রীকরণের' জন্য পীড়াপীড়ি করছে ক্যাথলিকবাদের সেই সব সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের ইতিমধ্যে জীবন হাস্যাস্পদ করেছে। তাই, ফরাসী ক্যাথলিক চার্চের একজন নেতা গুয়েরি তাঁর 'চার্চ অ্যাণ্ড দি কমিউনিটি অফ পিপলস' বইতে নিম্নোক্ত ধারণা উপস্থিত করেছেন: "দুটি ব্লকের মধ্যে ব্যবধানকে সেতু দ্বারা যুক্ত করতে একটা সাধারণ নীতি দরকার, যাকে বলা যায়, একটা মানবিক এবং নৈতিক সভ্যতার সদর্থক আদর্শ। প্রত্যেকেই জানে কমিউনিষ্টরা

পুঁজিবাদী সভ্যতাকে আদর্শ বলে মনে করে না এবং দৃঢ়তারসঙ্গে বুর্জোয়া নৈতিকতার সমালোচনা করে চলেছে। পরিণামে, ক্যাথলিক লেখকটি যুক্তি দিয়েছেন যে দুটি ব্যবস্থার মধ্যে ব্যবধান দূর করার জন্য সেতু নির্মাণের কোন আশা নেই।" (২) কিন্তু লেখক একটা স্থূল চালাকির আশ্রয় নিয়েছেন। ঘটনাটা হ'ল এই যে কমিউনিষ্ট এবং ক্যাথলিকরা মানব সভ্যতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে কিন্তু কেন কমিউনিষ্টরা একজন ক্যাথলিক শ্রমিকের সঙ্গে একটা অত্যন্ত সদর্থক ব্যাপারে একমত হতে পারে না। যেটা হল চোখের মণির মতন শান্তিকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা, যুদ্ধ শুরু করা থেকে আগ্রাসককে প্রতিরোধ করা এবং যুদ্ধকে বাদ দিয়ে মানবজাতি যাতে শান্তিতে থাকতে পাবে তাব প্রয়োজনীয়তা। ফলতঃ, সারা ভূমণ্ডলে সৎ মানুষেরা শান্তিকে রক্ষা করা ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তাব ধারণায় ঐক্যবদ্ধ আর এই ধারণাটিই শ্রমিকশ্রেণী মনে মনে পোষণ করে। এটা ত্রয়োবিংশতি পোপ জনের মত ক্যাথলিক চার্চের নেতারা বুঝেছেন যিনি শান্তি এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

সি, পি, এস ইউ-র কর্মসূচী যেমন বলেছে তেমনি ক্যাথলিক ধর্মের চর্চাকারী ক্যাথলিককে শান্তি রক্ষা করতে আর নৈতিকতা ও সুবিচারের সরল নিয়মের ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকে আটকাতে পারে না।

কমিউনিষ্টরা যুদ্ধের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে, ঘৃণার মতাদর্শের বিরুদ্ধে এবং জাতিতে জাতিতে রেষারেষির বিরুদ্ধে অবিচলিতভাবে সংগ্রাম করে চলেছে।

মতাদর্শগত সংগ্রামই যে ঠাণ্ডাযুদ্ধের গঠন উপাদান এবং এটা একটা এমন সংগ্রাম যেটা গোলবর্ষণে দাঁড়াবে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের এই সজোর উক্তি গভীরভাবে ত্রুটিপূর্ণ। একটা ঠাণ্ডাযুদ্ধ ঠিক মতাদর্শগত সংগ্রাম নয় বা মতাদর্শগত বিরোধও নয়, বরং যুদ্ধের

২। কহিয়ের দ্যু কমিউনিজমে, নং ১১, ১৯৫৯, পৃ ১০৫১

জন্য মতাদর্শগত প্রস্তুতি। মতাদর্শগত সংগ্রামের তীব্রতা ও গভীরতা মোটেই এটা সূচিত করে না যে এটা যুদ্ধের মতাদর্শগত প্রস্তুতি করবে। মতাদর্শগত সংগ্রাম তখনই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দাঁড়ায় যখন সংগ্রামের মধ্যে এই ধারণাটা উহ্য থাকে যে মতাদর্শ-যন্ত্রটি ন্যূন, সাফল্য অর্জনে অকার্যকরী অর্থাৎ যখন সশস্ত্র সংগ্রামের অনিবার্যতার ওপর দেওয়া হয় আর 'মতবাদের বদলে বন্দুকের' আওয়াজ ওঠে।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ও শক্তি বৃদ্ধি হওয়াতে বিশ্ব-ইতিহাসের যে নতুন স্তর উন্মুক্ত হ'ল, ওপরে যা বলা হ'য়েছে তা দেখিয়ে দেয় যে সেই বৈশিষ্ট্যের দিকগুলো ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এবং সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের গোটা ধারণাকেই সমৃদ্ধতর করেছে। প্রারম্ভে বিশ্ব ইতিহাসের গতির ওপর নতুন ব্যবস্থার কোন নির্ণায়ক ভূমিকা থাকে না এবং পরেই যে কেবল এই সম্ভাবনা অর্জন করে এ ধারণা গভীরভাবে বিজ্ঞান-সম্মত।

বিশ্ব বিকাশে সমাজতন্ত্র নির্ণায়ক উপাদান হ'যে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান যুগকে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ বলে সংজ্ঞাদান করা সৃজনশীল মার্কসবাদের একটা বিরাট সাফল্য। কারণ এটা ছাড়া বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন বর্তমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে দিক নির্ণয় করতে বা লেনিনবাদের ভিত্তিতে সঠিক রাজনৈতিক লাইন সূত্রায়িত করতে পারতো না।

লেনিন জোর দিয়ে বলতেন যে যদি বিশ্ব ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করতে হয় তাহ'লে অন্ততঃ পক্ষে বেশ কিছু সংখ্যক অগ্রসর দেশে প্রলেটারিয় একনায়কত্বকে জিততে হবে। লেনিন কেন অগ্রসর দেশের ওপর জোর দিয়েছেন? তিনি মনে করতেন যে কয়েকটা অনগ্রসর দেশে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জিতেছে সেটা চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারে না কারণ পর্যাপ্ত আর্থনীতিক শক্তি ছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পুঁজিবাদী প্রভাবকে সম্পূর্ণ মুছে

ফেলাতে পারে না। পরিণামে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে টেনে নিয়ে প্রলেটারিয় একনায়কত্বকে একটা আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত করায় কেবল দেশের সংখ্যা বাড়ানোর চেয়েও আরও বেশী কিছু দরকার। এই সব দেশকে যদি বিশ্ব ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রভাব প্রয়োগ করতে হয় তাহলে, দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে এই সব দেশকে অগ্রসর দেশ হ'তে হবে, এই গুণগত দিকটির ওপরও লেনিন জোর দিয়েছিলেন।

প্রযুক্তি ও আর্থনীতিক দিক থেকে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের পেছনে পড়েছিল শুরুতে সেখানেই সমাজতন্ত্র জিতেছিল। সমাজতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করে প্রযুক্তি ও আর্থনীতিক দিক থেকে শক্তিশালী হ'য়ে ওঠা দেশগুলি সহ সমাজতন্ত্রকে নির্ণায়ক শক্তি হ'য়ে উঠতে হ'লে তাকে অনেকগুলো দেশে জিততে হবে। একটা শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শক্তি গড়ে তুলে কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েটের জনগণ এই কর্তব্য সমাধা করেছে।

তাদের পূর্বজদের বিরুদ্ধে দুটি শোষক ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের জয় থেকে বিশ্ব ইতিহাসে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত শক্তি হ'য়ে ওঠা একটা পৃথক ব্যাপার। দেশ জয়ের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র নিজের ক্ষমতা অর্জন করে না কারণ ধনবৃদ্ধির জন্য তার যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না। উল্টো দিকে, সে প্রতিযোগিতাকে কামান ও বোমার ভাষায় অনুবাদ করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদকে বাধা দেয়। শান্তির সপক্ষে দাঁড়িয়ে, বিশ্বমঞ্চে সাম্রাজ্যবাদীদের খুশী মাফিক কাজ এবং বলপ্রয়োগকে বাধা দিয়ে সমাজতন্ত্র বিশ্ব ইতিহাসে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। এই পথে সমাজতন্ত্রের সাফল্য সুস্পষ্টভাবে তার নিয়ন্ত্রক শক্তি হ'য়ে ওঠাকে দেখিয়ে দিচ্ছে।

## বর্তমান মতাদর্শগত সংগ্রামের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে

(১)

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা পরিচালিত মতাদর্শগত সংগ্রামের আকার ও আধেয়ের এখন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রারম্ভে বলা যাক, ন্যাটোর সেনাপতিরা, কূটনৈতিক কর্মকর্তারা, পেশাদার গুপ্তবার্তা সংক্রান্ত কর্মকর্তাগণ এবং রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদী যন্ত্রের নানা অংশের প্রতিনিধিরা ক্রমবর্দ্ধিতভাবে এর নানা সমস্যার মোকাবিলা করছে।

বড় বড় কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং সব ধরনের ভাড়াটে লেখককে নিযুক্ত করে কমিউনিষ্ট বিরোধিতা একটা বড় শিল্প হ'য়ে উঠেছে। বেতার, দূরদর্শন এবং সংবাদপত্র যেগুলি রাষ্ট্রীয় পুঁজি-বাদের দাসানুদাস সেই সব গণমাধ্যমের কাছে কমিউনিষ্ট বিরোধিতা ব্যবসা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সংক্ষেপে, সমাজতন্ত্রের মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের এবং তাদের নীতির একটা প্রধান কাজ হ'য়ে উঠেছে।

এই ধরনের কাজের সম্বন্ধে পুরনো অর্থে মতাদর্শগত সংগ্রাম কথাটি খুব কমই প্রয়োগ করা যেতে পারে আর বুর্জোয়াদের উকিলরা যে 'মতাদর্শগত সংগ্রামের' পরিবর্তে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' কথাটাকে ব্যবহার করা পছন্দ করে তার পেছনে ভাল যুক্তিই আছে। 'ডাহা মিথ্যা,' অপপ্রচার এবং তথ্যের বিকৃতি সহ যে কোন হাতিয়ার ব্যবহারে এই 'যুদ্ধের' স্থপতিরা সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের মনকে যে সব বিবৃতি বিষাক্ত করে তুলতে পারে তাকে বিশেষ মূল্য দিয়ে অন্য সব কিছুই একই উদ্দেশ্যের সেবা করে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে নিষিদ্ধ মতাদর্শ চোরাই চালান করার জন্য 'সেতু বন্ধন' সহ 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের' অস্ত্রভাণ্ডার বহু ক্রিয়াপ্রণালীতে পূর্ণ।

সশস্ত্র শক্তি ব্যবহার ক'রে, আর্থনীতিক অবরোধ ও কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে যে সমাজতন্ত্রকে দমন করা যায় এই পুরনো বুর্জোয়া তত্ত্বকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিচূর্ণ করা হয়েছে। সমাজতন্ত্র একটা বিশাল অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং একটা বিশ্ব ব্যবস্থায় পরিণত হওয়ার সামর্থ্য প্রদর্শন করেছে। পুরনো তত্ত্ব ত্যাগ না করে সাম্রাজ্য-বাদীরা ওগুলোকে সংশোধন ও সংযোজন করতে বাধ্য হ'য়েছে। একটা দিকেই প্রধানতঃ তাদের অনুসন্ধান পরিচালিত: তারা সমাজ-

তান্ত্রিক সমাজের মতাদর্শগত ভিত্তি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে আকাঙ্ক্ষিত 'ভাঙন' আনার জন্য, তার রাজনৈতিক সংগঠনকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য বা যে কোন দেশের মধ্যে সমাজতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপ খোলাখুলি চালানোর জন্যে পথ বের করার ফিকিরে আছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সমাজতান্ত্রিক সাফল্যের বিরুদ্ধে প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিগুলির আক্রমণ হাতেকলমে সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল দেখিয়ে দিয়েছে।

গভীরভাবে বিশ্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সি, পি, এস, ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটি বর্তমান স্তরে সংগ্রামের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত রূপের মধ্যে সম্পর্ককে দেখিয়ে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে বর্তমান সংগ্রামে মতাদর্শগত ফ্রন্টের প্রচণ্ড গুরুত্বের সম্বন্ধে একটা সময়োচিত সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। ভ্রাতৃপ্রতিম মার্কসবাদী-লেনিন-বাদী পার্টিগুলিও এই ফ্রন্টের দিকে ক্রমবর্দ্ধমান মনোযোগ দিচ্ছে।

(২)

এখনকার দিনের মতাদর্শগত সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে, পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক ও প্রচারকরা 'মতাদর্শ' ধারণাটিকেই ঘৃণা করেছে। তারা 'মতাদর্শের অবসান' সম্পর্কে লিখেছে এবং মানবজাতির আত্মিক জীবনের 'মতাদর্শ বিলোপনের' আদর্শ তুলে ধরেছে। এই সব নাবালকদের আসল উদ্দেশ্য কি, এই তাড়াহুড়োর মতলব কি?

বিষয়টা হ'ল পুঁজিবাদের মতাদর্শীরা এমন একটা শক্তিশালী বিরোধীর সম্মুখীন হ'য়েছে যার শক্তি তারা বুঝতে পেরেছে: প্রচুর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেড়ে উঠে লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে যেটা সুব্যাখ্যাত এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হ'য়েছে সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ তেমন ধরনের ধারণা, মতামত এবং প্রত্যয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ। জনগণকে আকর্ষণ করতে পারে এমন একটা মতবাদ উপস্থাপিত করতে যে তারা অসমর্থ এটা বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা বারবার স্বীকার করেছে। সেই জন্যে তারা মতাদর্শের ধারণাটাকেই

নির্মূল করতে চায়, অর্থাৎ প্রথমতঃ সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে।

পুঁজিবাদকে বাঁচানোর জন্য যে চিনির প্রলেপ দেওয়া মিথ্যা গুলোকে পরিকল্পনা করা হ'য়েছে এবং যেটা এখনকার দিনের গোটা বুর্জোয়া মতাদর্শকে সম্পৃক্ত করেছে সেটা জীবনের পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে পারে নি। যুগের প্রচণ্ড ঝঞ্চা বুর্জোয়া মতাদর্শীদের বোনা লুতাতন্তুকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, এখন তাকে ছিন্ন অবস্থায় ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, পুঁজিবাদ একটা 'কল্যাণ রাষ্ট্র', এই অলীক গল্প কোথায় গেল? মোটের ওপর এটা পুঁজিবাদের একটা স্তম্ভ হিসাবে ব্যবহৃত হোতো। হতাশায় তাড়িত দরিদ্র কৃষ্ণকায় মানুষদের দাঙ্গা যুক্তরাষ্ট্র 'সকল মানুষের সমান অধিকারের' দেশ এই অলীক রূপকথাকে দূর করেদিল। যারা বিশ্বাস করে যে বুর্জোয়া সমাজ 'মানবতা ও গণতন্ত্রের' ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে এমন লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রে উন্মুক্ত দিনের আলোয় প্রথমে প্রেসিডেন্ট তারপর তার ভাই একজন সিনেটর আর একজন কৃষ্ণকায় মানুষদের প্রবক্তা এবং সুপরিচিত নয় এমন অনেক লোকের ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের পর অতিদর্পী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আর কি বাকি আছে?

শেষ পর্যন্ত যেটা পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটকেই প্রকাশ করছে এটা বুর্জোয়া মতাদর্শের সেই গভীর সঙ্কটেরই ইঙ্গিত।

সাধারণভাবে সমস্ত মতাদর্শের বিরুদ্ধে বিশেষতঃ মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পুঁজির প্রবক্তারা নানা ধরনের স্থূল চতুর যুক্তি উপস্থিত করে এই ধরনের দাবী করছে যে যদি বিশ্বদৃষ্টিকোণ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, সমিল এবং নীতিনিষ্ঠ হয় তাহ'লে সেই যুক্তিতেই যেটা 'মতান্ধ' এবং 'কেতাবী বিদ্যা' আর তাদের নিজেদের নীতি-বিহীন ও ভাঙ্গাচোরা চেতনাকে 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তি' বলে ঘোষণা করছে।

বুর্জোয়া মতাদর্শীদের প্রতিধ্বনি করে কিছু কিছু শোধনবাদী 'মতান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই' করার অজুহাতে নীতিনিষ্ঠতার বিরুদ্ধেই

আক্রমণ শানাচ্ছে এবং বৈপ্লবিক বিশ্বাস'সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে'র নীতির বিলুপ্তি ও তার পরিবর্তে সৌখীন বুর্জোয়া রাজনৈতিক, দার্শনিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিচ্ছে। সমকালীন সংশোধনবাদের অর্থ পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ, একটা সুসংহত ধারণা, মতামত ও বিশ্বাসের একটা মতবাদ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে বিসর্জন দেওয়া যেটা নাকি বিশ্বে পরিবর্তন ঘটাতে শ্রমিক-শ্রেণীকে সাহায্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চেকোশ্লোভাকিয়াতে লেনিনবাদকে আন্তর্জাতিক নয় বরং এটা এমন একটা বিশুদ্ধ পূর্বাঞ্চলীয় মতবাদ যেটা পশ্চিমের অগ্রসর দেশে প্রযুক্ত হ'তে পারে না বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে সংশোধনবাদীরা খোলাখুলি 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে' টেনে নামানোর জন্য উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছিল। পুঁজিবাদ ও সমাজ-তন্ত্রের মধ্যে সংগ্রামকে অস্বীকার করাকে আজকের মানব জাতির জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক মনে করার সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনবাদীরা সমাজতান্ত্রিক ধারণার শ্রেণীগত আধেয়কে মুছে ফেলাই পছন্দ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের শক্তি তার সুসামঞ্জস্যতা আর জীবন ও প্রয়োগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে।

(৩)

সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে'র বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের এখনকার সংগ্রামে আরেকটি পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ঃ বুর্জোয়া মতাদর্শী 'বহু' মতাদর্শে'র ওপর জোর দেয়। আসলে, তারা বুর্জোয়া মতা-দর্শে'র বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্যে 'পছন্দ' করে নেবার সুযোগ উপস্থাপিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে এর অর্থ এই যে কেউ ডেমোক্রাট বা রিপাবলিক্যান অথবা মার্কামারা ফ্যাসিষ্টদের বেছে নিতে পারে। দর্শন, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব, নীতি বিজ্ঞানের মধ্যেও ঐ ধরনের 'পছন্দের' ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু যেটা সরাসরি অস্বীকার করা হচ্ছে সেটা হ'ল বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও বুর্জোয়া মতাদর্শে'র বিরুদ্ধে লড়াই করাতে একজনে অধিকার।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শকে ক্ষইয়ে দেওয়ার এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পুঁজিবাদের প্রবক্তারা জোর দিয়ে দাবী করছে যে বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের 'সমাজতান্ত্রিক' আদর্শ থাকা উচিত। সমাজ-তন্ত্রের ইজ্জৎ এখন বিরাট এবং বহু সামাজিক স্তরকে আকর্ষণ করছে। সেই জন্যেই আরেকটা 'সমাজতান্ত্রিক' মতাদর্শ বুর্জোয়াদের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাজতন্ত্রের আরেকটি মতবাদ তৈরী করার ও ঐ মত-বাদকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপরীত হিসাবে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের একটা "সংশোধনের" ব্যবস্থা সূত্রায়িত করার চেষ্টা হ'চ্ছে যাতে 'অন্য ধরনের' করে ফেলা যায়। সং-শোধনের ব্যবস্থাটা 'উদারনীতিকরণ' নামে আখ্যাত হবে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক দেশের নানা ধরনের সমাজতন্ত্র-বিরোধী উপাদানের কার্যকলাপ। যখন সমাজতন্ত্র-বিরোধী উপাদানগুলি রাজনৈতিক মঞ্চ দখল করবে তখন সেখানে কোনরকম সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের চিহ্ন না থাকা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থার নাম 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র।' চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনায় সেটা ভালই দেখতে পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের উদ্ভব এবং বিকাশের পর আর কোন সমাজতন্ত্র বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভিত্তিক নয় তেমন কোন 'অন্য' সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ থাকতে পারে না কারণ এখনকার দিনে সত্যের এই মহান কষ্টি পাথরকে—লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতাকে নির্মূল করা অসম্ভব।

এই শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলিতে লেনিন লিখেছিলেন যে'একটাই বেছে নিতে হবে—বুর্জোয়া অথবা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। মাঝা-মাঝি কোন পথ নেই।' এটা থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছে-ছিলেন ঃ "তাই, কোনরকমেই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে তুচ্ছ করার, এ থেকে সামান্যতম মাত্রায় সরে যাবার অর্থে বুর্জোয়া মতাদর্শকে শক্তিশালী করা।" (৩)

৩। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ ৩৮৪

বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মত এই জন্যেই বলা হয় যে এটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আর এটা সত্য ও ভুলের মধ্যে কোন সমতাকে স্বীকার করে না। অবশ্য সত্য সন্ধানের অর্থ সৃজনশীল আলোচনা ও বিতর্ক, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত নীতির ভিত্তিতে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দ্বারা তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সংগ্রামে ও বিজয়ে পরীক্ষা করে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

'হরেক রকম' সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের বুর্জোয়া প্রচারের লক্ষ্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আন্তর্জাতিক চরিত্র এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ভিত্তিনাশ করা। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞান যেটা আবিষ্কার করেছে সেই সমাজতান্ত্রিক সমাজের গঠন ও বিকাশের অন্তর্নিহিত মৌলিক সাদৃশ্যকে খণ্ডন করার জন্য বুর্জোয়া তাত্ত্বিক ও সংশোধনবাদীরা বৃথাই চেষ্টা করেছে।

ইউ, এস, এস, আরে নির্মিত সমাজতন্ত্র শুধু ঐ দেশেব পক্ষে ভাল এই দাবী করে পশ্চিমী অনেক অনেক বই, পুস্তিকা এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছে। কিন্তু জারতন্ত্রী রাশিয়া সমকালীন সাম্রাজ্যবাদী জগতেরই সংক্ষিপ্তসার ছিল, কারণ শ্রমিকশ্রেণী সহ তার এমন শিল্পায়িত অঞ্চল ছিল যেটা পুঁজিবাদী দুনিয়ার অন্য কেন্দ্রের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সংগঠনে, চেতনায় এবং বিপ্লবী ঐতিহ্যে সমাবস্থায় ছিল। আজকের শিল্পায়িত পুঁজিবাদী দেশের প্রলেটারিয়েটদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান হ'য়ে থেকে, রাশিয়ার শিল্পকে সমাজতান্ত্রিক লাইনে রূপান্তরিত করার অভিজ্ঞতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সম্পদাগারকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

রাশিয়ার কৃষি অঞ্চলও আছে আর যেখানে কৃষি সম্পর্কের আধিপত্য রয়েছে সেই সব দেশের সামনে সমাজতান্ত্রিক লাইনে ঐ গুলির বিকাশের অভিজ্ঞতা উদাহরণ হিসাবে আছে। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা যখন বুঝতে পারে যে প্রাচ্যের জনগণ মধ্য এশিয়ার সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমৃদ্ধির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করছে তখন একটা ভীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। নতুন সমাজকে

যে শ্রমিকশ্রেণীর এবং তার কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা এবং যার অর্থ সমাজে আত্মিক পরিবেশের রূপান্তরিত ঘটানো সেটা যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া নির্মাণ করা যায় না, সেটাও ইউ, এস, এস, আরে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে।

তাই, সোভিয়েটের অভিজ্ঞতার মধ্যে সর্বজনীন নিয়মানুগতা রয়েছে যা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ অসম্ভব। ইউ, এস, এস, আরে বিকাশের বিশেষ পরিস্থিতিও আছে আর যেটা অবশ্যই, যান্ত্রিক-ভাবে সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণকারী অন্য কোন দেশ অনুকরণ করতে পারে না।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মৌলিক নীতিগুলি এবং বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য, বিভিন্ন দেশের পৃথক পরিস্থিতিতে তাদের সৃজনশীল প্রয়োগ আর বুর্জোয়া মতাদর্শ ও সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে অবিচলিত সংগ্রাম—এইগুলি সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের সাফল্যের পূর্বশর্ত।

(৪)

সমাজতান্ত্রিক সমাজে—সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্পকলা —মানব কর্মকাণ্ডের নানা ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর 'স্বার্থ' মুক্ত হ'য়ে যাতে বুর্জোয়া মতামত অনুপ্রবেশ করতে পারে তার জন্য আরেকটা বুর্জোয়া প্রচারের ধারা হ'ল সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের মধ্যে 'ফাটল ধরানোর' চেষ্টাকরা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আর্থনীতিক তত্ত্ব, পুঁজি-বাদের অন্তিম স্তর হিসাবে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের মূল্যায়ন, আর সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে সামাজিক সম্পত্তির প্রতিষ্ঠানগুলি ও পরিকল্পনার ভিত্তিনাশ করাও এই লাইনের লক্ষ্য। এইভাবেই যে তারা সমাজতান্ত্রিক সমাজে পার্টির নেতৃত্বমূলক ভূমিকাকে খাটো করে দিতে পছন্দ করে সে ঘটনাটা বুর্জোয়া মতাদর্শীরা গোপন করে না।

যাদের শক্তি ঐক্যেই নিহিত সেই শ্রমিক বাহিনীকে বিভক্ত করাই হ'ল 'ফাটল' ধরানোর কসরতের প্রধান লক্ষ্য। বুর্জোয়া মতাদর্শীরা

বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীকে পৃথক করার বা অন্ততঃপক্ষে শ্রমিক-শ্রেণী ও অন্যান্য সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সর্বজনীন সংগ্রাম থেকে কিছু গ্রুপকে বিচ্ছিন্ন করার স্বপ্ন দেখে। তারা আশা করে যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিষ জাতির ভিত্তিতে শ্রমজীবী মানুষকে বিভক্ত করবে।

শ্রমজীবী শ্রেণী যাতে তালহারা হ'য়ে যায় এবং যারা ওদের প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায় তার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া প্রচারকারীরা শ্রমজীবী মানুষের চেতনার মধ্যে 'ফাটল' ধরানোর চেষ্টা করেছে। তারা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতিকে, প্রথমতঃ, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে আক্রমণ করেছে অপপ্রচার, মিথ্যা এবং জালিয়তির মাধ্যমে কারণ তারা এর শক্তি জানে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র উচ্চতর রূপের গণতন্ত্র কারণ এটা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্যোগ এবং কার্যকলাপকে জাগিয়ে তোলে এবং সমাজ বিকাশকে অগ্রসর করার জন্য তাদের সৃজনশীল শক্তিকে পুরোপুরি মুক্ত করে দেয় আর যে সব লোক-বিরোধী ও সমাজতন্ত্র-বিরোধী সমাজের বিকাশকে উল্টে দিতে চায় এবং নিশ্চলতায় ডুবিয়ে দিতে চায় তাদের পথে অলঙ্ঘনীয় বাধাব প্রাচীর তুলে ধরে। মার্কস-বাদী-লেনিনবাদী পার্টি, রাষ্ট্র, এবং গণসংগঠনের দ্বারা সঙ্গতিপূর্ণ-ভাবে প্রযুক্ত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি ব্যাপক উদ্যোগকে জাগিয়ে তুলতে, সাধারণ সমস্যার সমাধানে সকলের আপ্রাণ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে, লক্ষ লক্ষ লোকের দ্বারা সবচেয়ে বেশী ফলপ্রদ কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিছু লোক প্রধান নীতিগুলির ওপর রেয়াত দিতে ইচ্ছুক, আর তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তিনাশে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নির্মূল করতে এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিকে খুশীমত কাজ করার সুযোগ দিতে এবং পরিণামে, পুঁজিবাদের প্রত্যাবর্তনের স্বাধীনতা

দিতে সম্মত।

সি, পি, এস, ইউ, সুসঙ্গত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের খণ্ডিকরণের এবং তাকে জাতীয় ও আঞ্চলিক বাহিনীর মধ্যে বন্টনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতার নীতির ভিত্তিতে বিশ্ব-কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ঐক্যকে শক্তিশালী করার জন্য সি, পি, এস, ইউ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আর্থনীতিক, সামাজিক এবং রাজ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সমাজতন্ত্রের মতাদর্শের একটা অটল ভিত্তি আছে। যাদের সে সমাবেশ করে সেই সমস্ত শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী মানুষের অন্যান্য অংশের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থকেই সে প্রকাশ করে। এই মতাদর্শ বিশ্ব-ইতিহাসের প্রগতিশীল প্রবণতাগুলিই প্রকাশ করে আর পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে তার সাফল্য-মণ্ডিত বিকাশের রাস্তা অবরোধ করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় নেই আক্রমণাত্মক ভূমিকায় রয়েছে।

যখন বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গতিপথে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ গভীর থেকে গভীরতর স্থান করে নিচ্ছে, বিকাশলাভ করছে, ত্রুটিহীন হ'য়ে উঠছে তখন বুর্জোয়া মতাদশ সম্পূর্ণ অন্য অবস্থায় পড়ে আছে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে তার অস্ত্রবাহীদের নাশকতার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হ'চ্ছে আর এটাই মতাদর্শের দুর্বলতা। এখনকার পুঁজিবাদের আওতায় বুর্জোয়ারা ক্রম-বর্দ্ধিত ভাবে পুরনো ঐতিহ্য ত্যাগ করছে যেটা আর তাদের শ্রেণী স্বার্থের দাবী মেটায় না কারণ যে পর্বে বুর্জোয়ারা উদীয়মান ছিল ঐতিহ্যগুলি সেই পর্বের। আজকে অতীতের অনেক মূল ধ্যান ধারণাই বুর্জোয়াদের কাছে মুখরোচক নয়। বিপরীত দিকে, অতীতে যা কিছু প্রগতিশীল ছিল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিই তার ন্যায় সঙ্গত উত্তরাধিকারী।

সেই সঙ্গে নতুন নতুন সামাজিক অংশের মধ্যে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব থেকে ক্রমবর্দ্ধিতভাবে মুক্তি লাভ প্রক্রিয়া ঘটছে।

বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মতাদর্শগত সংকটের ক্রমবর্দ্ধমান সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে, যার বহু সদস্যই ধরাবাঁধা স্তর বিভক্ত কাঠামোসহ রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ দ্বারা আমন্ত্রিত হ'য়ে যে সংকীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যে তাদের সামর্থ্য ও জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হ'চ্ছে তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করছে। বুর্জোয়া সমাজের নির্বিকারভাব ও আত্মিক দৈন্য দশার বিরুদ্ধে, উপভোক্তার মনোভাবের বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে। প্রলেটারিয় বাহিনীর সাধারণ সদস্য এবং তার সহযোগী শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রচারের জন্য কমিউনিষ্টদের দ্বারা সংগ্রাম জমে উঠছে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের তরঙ্গে প্লাবিত দেশগুলিতে বুর্জোয়া মতাদর্শের ইজ্জৎ দ্রুত নেমে যাচ্ছে কারণ ঘনিষ্ঠভাবে ঔপনিবেশিকতা ও নব্য-ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে যুক্ত, আর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ইজ্জৎ বেড়ে চলেছে। এগুলি তথ্য। আদর্শের যে হিংস্রতম সংঘাত চলেছে তাতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শই জিতবে। সারা ভূমণ্ডলের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে আর সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের দিকে মানবজাতির অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিকে প্রকাশ করে কেবল সমাজতন্ত্রবাদই সমাজবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনকে মেটাতে পারছে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পেছনে জীবন-সত্য রয়েছে আর সত্য দুর্ভেদ্য।

## বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ওপর দৃষ্টান্তের প্রভাব

বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা বলে চলেছে যে শ্রেণী বৈরিতার ভিত্তিতে নতুন সমাজ বিন্যাসের আবির্ভাব সর্বদাই যুদ্ধ,

সম্প্রসারণ এবং বিদেশ দখলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। কিন্তু বিশ্বমঞ্চে সমাজতন্ত্রের পক্ষে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করবার রয়েছে আর যারা মার্কসবাদের প্রতি বৈর মনোভাব গ্রহণ করে সেই সব বুর্জোয়া রাজনীতিজ্ঞরা বুঝতে পারে না। শক্তির ভূমিকা এবং সমাজতন্ত্রের জয়লাভের জন্য সামরিক শক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে লেনিনের প্রধান ধারণা এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দে প্রকাশিত হ'য়েছিল: "যারা তাদের শাসনকে ফিরিয়ে আনতে চান বলপ্রয়োগ তাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী। কিন্তু এই স্তরে শক্তির তাৎপর্য শেষ, আর এর পর শুধু প্রভাব এবং দৃষ্টান্তই কার্যকরী।" (৪)

লেনিন বিপ্লবের দুটি কর্তব্য বের করেছিলেন: শ্রমজীবী মানুষের শাসন ক্ষমতাকে সশস্ত্র শক্তি দ্বারা রক্ষা করা এবং নতুন সমাজ নির্মাণে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। আর্থনীতিক কার্যকলাপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুনিয়াদী শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করে আর এটাই শেষপর্যন্ত পুরনোর ওপর নতুন সমাজের জয়কে সুনিশ্চিত করে। বিশ্ব-বিকাশের পরিণামে ভূমণ্ডলব্যাপী কমিউনিজমের জয় ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য। নতুন সমাজের সামাজিক কাঠামো তার সুবিধা, তার বিকাশ এবং রাজনৈতিক সংগঠনের জোরকে আর বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে এবং প্রত্যেকটি জিনিসে জনগণের ওপর আস্থাস্থাপন করে পার্টি ও রাষ্ট্রের শক্তিকে প্রকাশ করে সমাজতন্ত্রের আর্থনীতিক সাফল্য ঐতিহাসিক নিয়মানুগতারই প্রতিফলন ঘটায়। আর্থনীতিক সাফল্য শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার আর উন্নত নৈতিকতা, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানেরও প্রকাশ করে। যখন তিনি বলেছিলেন যে নতুন সমাজের কর্তব্য হ'ল শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে উচ্চতম মাত্রায় ওঠানো তখন লেনিন ঠিক এই কথারই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

নতুন সমাজে সৃজনশীল সাফল্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে লেনিনের ধারণা অতি সুস্পষ্টভাবে সূত্রায়িত হ'য়েছিল: "সাধারণভাবে পুঁজি-

৪। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৪৫৭

বাদকে পরাজিত করার জন্য প্রথমত শোষকদের পরাজিত করা এবং শোষিতদের ক্ষমতাকে তুলে ধরা, যেমন বিপ্লবী শক্তির দ্বারা শোষকদের উৎখাত করা ; দ্বিতীয়ত, গঠনমূলক কাজ সম্পন্ন করা, নতুন আর্থনীতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং কেমন করে করতে হবে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটনের কর্তব্যের এই দুটি প্রধান দিক অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত এবং আমাদের বিপ্লব পূর্ববর্তী সেইসমস্ত বিপ্লব থেকে এই দিক থেকে পৃথক যেগুলি ধ্বংসাত্মক দিকের বাইরে যায় নি।......আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের দিক থেকে দেখলে এটাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৃহত্তম কর্তব্য।" (৫) যদিও এই সৃজনশীল কাজ প্রারম্ভে, শুধু এক দেশেই পূর্ণ করা হয় তাহ'লেও তার গুরুত্ব আন্তর্জাতিক এবং লেনিন সাধারণভাবে 'পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের দৃষ্টিকোণ থেকে' এর মূল্যায়ন করেছেন।

যেসব পূর্বতন বিপ্লবে ধ্বাংসাত্মক দিকের আধিপত্য ছিল সেগুলো থেকে সোভিয়েট বিপ্লবের এই পার্থক্যের ওপর লেনিন জোর দিয়েছেন। বাস্তবিকই ধ্বংসই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল, কারণ যে সমাজ-ভাব-সৌধ উৎপাদন শক্তির বিকাশে বাধা দিচ্ছিল তাদের ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন অতিরিক্ত কর্তব্য ছিল না। নতুন বুর্জোয়া সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই পরিপক্ক হ'য়ে উঠেছিল। নূতন যে ব্যবস্থা রূপ পরিগ্রহ করেছে তাকে যা কিছু বাধা দেয় তাকে ধ্বংস করাই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য। বাস্তবিকই এই ধরনের বিপ্লবে একটা সৃজনশীল উপাদান কেবল সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যেই আছে আর বিপ্লবের বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া তত্ত্বগুলি বিপ্লবের রাজনৈতিক দিকের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে।

বিপরীতভাবে, অতীতে যার অস্তিত্ব ছিলনা তেমনি একটা নতুন অর্থনীতি এবং সমাজব্যবস্থা যে সৃষ্টি করে সেই সমাজতান্ত্রিক

৫। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৪১৭

বিপ্লবের সৃজনশীল কর্তব্যই আধিপত্য করে। যে কোন অপক্ষপাতী পাঠকই এটা দেখতে পাবে যে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের ধারণা লেনিনবাদ থেকে অনেক পৃথক কারণ তারা এটা মোটেই বোঝে না যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিষ্টদের কর্তব্য একটা নতুন সমাজ নির্মাণ করা আর 'কি করে করতে হয়' সেটা দেখানো। উদীয়মান জাতিগুলির ওপর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্তের দ্বারা কি প্রভাব বিস্তৃত হয় সেটা বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা দেখতে অস্বীকার করে। নতুন সমাজ নির্মাণে সমাজতান্ত্রিক দেশে কমিউনিষ্টদের দ্বারা প্রত্যহ স্থাপিত দৃষ্টান্তকে বাদ দিয়ে বিশ্ব-বিপ্লবীপ্রক্রিয়া স্বাধীনভাবে যে আর বাড়তে পারে না এ কথাটা তারা বুঝতে অস্বীকার করে।

বিপ্লবের সঠিক পথ যে সব দেশ গ্রহণ করছে সে সব দেশে বিষয়গত উপাদানকে সংহত করা এবং জনগণের শক্তিকে পরিচালিত করার জন্য নতুন সমাজ নির্মাণের দৃষ্টান্তের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। এই কারণেই লেনিন বলেছিলেন 'সমাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হওয়ার ক্ষমতা আছে' এবং উদাহরণের দ্বারা, 'কমিউনিজমের তাৎপর্যকে প্রয়োগের মধ্যে দেখানোর' (৬) প্রয়োজন রয়েছে।

আজকে, বিপ্লবী আন্দোলদের স্বতঃস্ফূর্ত দিকটি অন্তর্হিত হচ্ছে। জনগণ তাদের সংগ্রামে যতই তাৎক্ষণিক লক্ষ্য এবং অন্তিম লক্ষ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে অবগত হবে ততই ঐতিহাসিক মঞ্চে তাদের ক্রিয়াকলাপ কার্যকরী হবে। মহান অক্টোবর বিপ্লব শোষকদের ক্ষমতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল আর এটাই জনগণের ওপর, তাদের সংগ্রামী ইচ্ছার ওপর, বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিষয়ীগত উপাদানের বিকাশে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হলে এর গুরুত্বকে কমিয়ে দেওয়াই হবে। বিষয়ীগত উপাদানকে সংহত করতে হ'লে বিপ্লব কি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হ'চ্ছে, শ্রমজীবী মানুষের জন্য কি ফল লাভ হ'য়েছে আর

৬। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৪৫৭

নতুন সমাজ নির্মাণের প্রকৃত সাফল্য ও ফলাফল কি সেটা দেখানো খুবই দরকার। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকটির ওপরই সি, পি, এস, ইউ অক্লান্তভাবে জোর দিয়ে এবং ব্যাখ্যা করে চলেছে। এটা ছাড়া আজকে জনগণের শক্তিকে এবং তাদের বিপ্লবী কর্মোদ্দীপনাকে সংহত করার চেষ্টা করা অসম্ভব। উদাহরণের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা সম্পর্কে লেনিনের ধারণার গভীরতা যারা বুঝতে পারে না তারা এখনকার দিনের বিপ্লবী প্রক্রিয়ার বিকাশের প্রধান দিকটিকে বোঝার আশা করতে পারে না। আজকের বিশ্ব-বিপ্লব আর ১৬শ শতাব্দীর কৃষক যুদ্ধের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণের মত নয়। এটা ভুলে যাওয়ার অর্থ বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার গতিকে শ্লথ করে দেওয়া।

লেনিন সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র নির্মাণের আন্তর্জাতিক গুরুত্বের ওপর নিরন্তর জোর দিতেন এবং প্রায়ই এই উদাহরণের ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক, দুটি দিকের কথা বলতেন: "বিপ্লবী সংগঠন দ্বারা শোষিতদের ওপর পরিচালিত যে কোন বলপ্রয়োগ হটিয়ে দেওয়া যায় এটা প্রমাণিত করার পর, আমাদের উদাহরণ দিয়ে ঐ একই জিনিসকে অন্য একটি ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে যেটা বিরাট সংখ্যক কৃষক, পাতিবুর্জোয়া উপাদান এবং অন্য দেশের কাছেও কথায় নয় কাজে বুঝিয়ে দেবে যে যারা যুদ্ধে জয় লাভ করেছে সেই প্রলেটারিয়েট একটা কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা ও জীবন ধারণ প্রণালী সৃষ্টি করতে পারে।" (৭) তাই, লেনিন আরেকবার নতুন সমাজ বিকাশের দুটি দিক সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখলেন: শোষকদের বলপ্রয়োগকে প্রতিহত করা আর নির্মাণে উদাহরণ রাখা। বিশ্বের পরিমাপে জয়ের দ্বিতীয়ার্দ্ধকে সোভিয়েট অর্থনৈতিক নির্মাণের সাফল্য আর সমস্ত দেশের শ্রমজীবী মানুষের ওপর সোভিয়েট উদাহরণের প্রভাবই গড়ে তুলবে। এটাই লেনিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য।

---

৭। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৪১৮ ১৯

উদাহরণ স্থাপনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে একটা শক্তি হ'য়ে উঠতে সমর্থ তাঁর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ইতিহাসের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে লেনিন বার বার বিবেচনা করতে ফিরে এসেছেন।

"শোষকদের উৎখাত করার এবং অত্যাচারীদের প্রতিহত করার বৈপ্লবিক পদ্ধতির জায়গায় আমাদের অবশ্যই গঠনমূলক সংগঠনের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে; সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা আমাদের চূর্ণ করার কোন প্রচেষ্টাকেই শুধু আমরা প্রতিহতই করতে পারি না "অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেও পারি। মহত্তম সমাজতন্ত্রীদের সমস্ত লেখায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই দুটি দিক সর্বদাই নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে যেটা একই কর্তব্যের দুটি দিক হিসাবে উভয়তঃ যে সব রাষ্ট্র পুঁজিবাদের হাতে রয়েছে সেই বহির্বিশ্বের এবং নিজের দেশের অপ্রলেতারিয়দেরই দিকে উদ্দিষ্ট।" (৮)

লেনিনের নির্দেশিত উভয় কর্তব্যকেই সমাধান করা হ'য়েছে এই ঘটনার মধ্যে রয়েছে সি, পি, এস, ইউ-র শক্তি। নতুন সামাজিক ব্যবস্থার বর্দ্ধমান সাফল্যে, এর শক্তিবৃদ্ধি ও বিকাশে প্রধান হ'য়ে ওঠার জন্য দ্বিতীয় কর্তব্যটি সামনে এসে গেছে। এটাই নতুন ব্যবস্থার বিকাশের অন্তর্নিহিত যুক্তি। সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রে আর্থনীতিক নির্মাণের গুরুত্বকে এবং এ রকম নির্মাণ কর্মের সম্ভাবনা-কেই অস্বীকার করে ট্রটস্কির মতামতের বিরুদ্ধে লেনিন ১৯২১ সালের মে মাসে যা যা করা হ'য়েছে এবং যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ করতে গিয়ে নিম্নলিখিত প্রধান বিবৃতিটি সূত্রায়িত করেন ঃ

"আমরা এখন আমাদের আর্থনীতিক নীতির মাধ্যমে আন্ত-র্জাতিক বিপ্লবের ওপর আমাদের প্রধান প্রভাব বিস্তার করছি। বিনা ব্যতিক্রমে এবং অত্যুক্তি না করে সমস্ত দেশের শ্রমজীবী

৮। লেনিন, সং রচনাবলী, ৩১ খণ্ড, পৃ ৪১৭-১৮

মানুষ সোভিয়েট রুশ প্রজাতন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্ততঃ এইটুকু সাফল্য অর্জিত হ'য়েছে। পুঁজিবাদীরা আর কিছু ঢেকে রাখতে বা লুকিয়ে রাখতে পারবে না। সেই জন্যেই ওরা আমাদের প্রত্যেকটা আর্থনীতিক ভুল ও দুর্বলতা ধরে। এই ক্ষেত্রে সংগ্রাম এখন বিশ্বব্যাপী, একবার যদি আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি তাহলে আমরা নিশ্চিত এবং চূড়ান্তভাবে আন্তর্জাতিক পরিমাপে জিতবো।" (৯)

সোভিয়েট ইউনিয়নের মত দেশে একটা নতুন সমাজ নির্মাণের দৃষ্টান্তের বিশ্বব্যাপী আসল তাৎপর্যকে ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে এবং বার বার দেখাবে। আর্থনীতিক, ভৌগোলিক এবং জাতিগত দিক থেকে ইউ, এস, এস, আর গোটা পৃথিবীরই মত আর সেই কারণেই এর দৃষ্টান্ত বহুমুখী।

প্রথমতঃ সেটা হ'ল অতিকায় পুঁজিবাদী শ্রমশিল্পকে সমাজতান্ত্রিক ধারায় রূপান্তর ঘটানোর একটা দৃষ্টান্ত। দক্ষিণের ধাতু শিল্প ও কয়লা শিল্পের এলাকা প্রভৃতি দেশের অংশ, উচ্চস্তরে বিকশিত এবং শিল্পায়িত কেন্দ্র (পেট্রোগ্রাদ, মস্কো) এবং আর অনেকগুলি স্থান পুঁজিবাদী পশ্চিমী ইয়োরোপের আর্থনীতিক ও সামাজিক কাঠামো থেকে সামান্যই পৃথক বা মোটেই পার্থক্য নেই। ১৯১৭ সালের মধ্যেই দেশের শ্রমিকশ্রেণী সচেতনতায় ও সংগঠনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। পুরনো রাশিয়ার বিকশিত শ্রম শিল্পের সমাজতন্ত্রী রূপান্তর শিল্পায়িত পুঁজিবাদী দেশের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করবে।

দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েটের মানুষ আধা-সামন্ততান্ত্রিক পরাধীনতা-জালে আচ্ছন্ন এবং পুঁজিবাদের শৃঙ্খলে অনগ্রসরতায় নিক্ষিপ্ত কৃষি অঞ্চলগুলির পুনর্বিন্যাসের পথের নির্দেশ দিয়েছে। এই ধরনের এলাকাকে কি করে শিল্পায়িত করতে হয় এবং সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে নিয়ে যেতে হয় সেটা ইউ, এস, এস, আর দেখিয়েছে।

৯। ভি, আই, লেনিন, সং রচনাবলী, ৩২ খণ্ড, পৃ ৪৩৭

ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মৈত্রীর বিরাট সৃজনশীল গুরুত্ব এবং প্রগতিশীল সামাজিক বিকাশে এই মৈত্রীর ভূমিকাকে এটাই প্রথম দেখালো।

তৃতীয়তঃ, কি করে একটা শ্রমিকশ্রেণীকে গড়ে তুলতে হয় এবং পালন পোষণ করতে হয় এবং ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে পীড়িত এলাকাগুলিতে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটাতে এবং প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশ ঘটানো যায় সোভিয়েট ইউনিয়ন তা দেখিয়ে দিয়েছে। আজকে এইগুলি মধ্য এশিয়ার সমৃদ্ধশালী এলাকা। এই ধরনের অভিজ্ঞতা ভূমণ্ডলের মানুষের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। পুঁজিবাদ যেসব দেশের মানুষকে প্রস্তর যুগের অবস্থায় রেখেছে তাদেরকে কি ভাবে প্রগতির পথে টেনে আনা যায় ইউ. এস, এস, আর তাও দেখিয়েছে। এরা সুদূর উত্তরের মানুষ, যাদের লেখকদের লেখা বই ইয়োরোপের বহু ভাষায় অনূদিত হ'য়েছে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বাইরে তাদের বিকাশের পথে পেছনে পড়ে ছিল তাদের অবস্থা অপরিবর্তিতই আছে।

সংক্ষেপে, আধুনিক দুনিয়ার সমগ্র বিভিন্নতা কোন না কোন ভাবে ইউ, এস, এস, আরের অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত হ'য়েছে যার জন্যে লেনিনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পার্টি, যেটা সব সময়েই তার মতবাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল তাকে প্রচণ্ড ঐতিহাসিক কর্তব্যের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। সেই জন্যেই সি, পি, এস, ইউ-র বিরাট অভিজ্ঞতা গোটা এই যুগেব পক্ষে বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন।

সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচীতে বলা হ'য়েছে, "সোভিয়েট জনগণের ঐকান্তিক শ্রমের ও সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক ও বাস্তব কাজকর্মের ফলে পৃথিবীতে একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ রয়েছে, যেটা বাস্তব এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের একটা বিজ্ঞান রয়েছে যেটা হাতে কলমে পরীক্ষিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের উঁচু সড়ক বাঁধানো হ'য়ে গেছে"। (১০) এই উঁচু সড়ক বিভিন্ন অবস্থায়

---

১০। দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ ৫৬৩

জীবনযাপনকারী মানুষের [illegible]
অভিজ্ঞতা অত্যন্ত শিল্পোন্নত দেশ, কৃষি-প্রধান [illegible] দেশেও প্রযুক্ত হ'তে পারে যেখানে হয় উপনিবেশবাদী শাসন চলছে বা বিতাড়িত হয়েছে। এখানেই সোভিয়েট দৃষ্টান্তের বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার মত উন্নত শিল্পায়িত দেশ, পূর্ব ইয়োরোপের ও এশিয়ার কৃষি-প্রধান দেশগুলি এর অভিজ্ঞতা সৃজনশীলভাবে আয়ত্ত করেছে। আজকে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার মানুষরা এর অভিজ্ঞতার দিকে নজর দিচ্ছে কারণ কেমন করে অনগ্রসর দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা যায় তারা সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তাদের সামনে সাহায্যের জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদের কাছে ভিক্ষা চাওয়া সমাজতন্ত্রকে ভবিষ্যতের জন্য রাখার বিকল্পই রয়েছে। এখনকার দিনে সামাজিক বিকাশের পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উত্তরটা সি, পি, এস, ইউ জুগিয়ে দিয়েছে। আজকে, ইউ, এস, এস, আরের অভিজ্ঞতা বহু দেশের এবং ভূমণ্ডলের বহু মানুষের আর সমস্ত বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সৃজনশীলভাবে বহুগুণ বর্দ্ধিত হ'য়েছে।

আজকে সমাজের দ্বিতীয় স্তর হিসাবে ইউ, এস, এস, আরের সীমাহীন বিস্তারের মধ্যে কমিউনিজম গড়ে উঠছে। প্রধান কর্তব্যটা হ'ল কমিউনিজমের বৈষয়িক এবং প্রযুক্তিগত ভিত্তি গড়ে তোলা এবং এই ক্ষেত্রে তার বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি অংশের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলছে। যেমন লেনিন কথাটা বলেছিলেন, আজকে এটাই হ'ল সেই ক্ষেত্র যেখানে সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে।

কোন কোন তাত্ত্বিক বলে যে কমিউনিষ্ট নির্মাণে সোভিয়েট ইউনিয়নের আরম্ভটা এক ধরনের 'বিষয়ীগত' এবং এখনকার দিনে সামাজিক বিকাশে 'সংযোজন'। তারা এটা বুঝতে পারে না যে এটা গোটা বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ

বিশ্বের মুক্তি প্রক্রিয়ার ওপর প্রভাব ফেলবে। যারা এই প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়াকে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের গুরুত্বকে অবহেলা করে তারা বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার গোটা চিত্রটাকে বিকৃত করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পক্ষে, কমিউনিষ্ট নির্মাণের দৃষ্টান্ত সমাজতান্ত্রিক পথে আরও এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখিয়ে দেয়। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ যে পর্বে সম্পূর্ণ হ'চ্ছে তখন লেনিনের এই পদ্ধতিগত ধারণা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হ'চ্ছে। আজকে, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ভবিষ্যৎ রূপায়িত হ'চ্ছে ঐতিহাসিক বাস্তবতার অংশ হিসাবে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অধিকতর বাস্তব পূর্বশর্ত তৈরী হচ্ছে। কমিউনিজম যে দেশে নির্মিত হচ্ছে তার ক্রমবর্দ্ধমান আর্থনীতিক বৈভবের দ্বারা এর উন্নয়ন ঘটছে। সোভিয়েটের সাফল্য বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে, তার ইজ্জত এবং বিশ্ব বিকাশে তার ভূমিকা বাড়াতে সাহায্য করে।

এই পর্বে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাজনের বিকাশ ও উন্নতি একটা প্রধান ঐতিহাসিক কর্তব্য। পুঁজিবাদ নিজের আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ তৈরী করে সামন্ততন্ত্রকে পর্যুদস্ত করেছিল। অধিকতর সুবিধা লাভের জন্য কমন মার্কেটের মত একচেটিয়াদের ব্লক ও মৈত্রী গঠন করে পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার লড়াইতে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগকে আজকেও ব্যবহার করছে। কিন্তু এর প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ইতিহাসের দ্বারা ধিকৃত হ'য়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে দেখতে হবে এবং দেখাচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় শ্রম বিভাগ মুলতঃ অধিকতর সুযোগ দিতে পারে।

নিজের অন্তিম লগ্নকে পিছিয়ে দেবার জন্য যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র জুড়ে নানা কৌশল প্রয়োগ করে; ভিন্ন ভিন্ন চাতুরি ও ধোঁকা যে শত্রু দিচ্ছে বিশ্ব-সমাজতন্ত্র সেই পুঁজিবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম বিভাগ সমাজতন্ত্রের উৎপাদন শক্তির বিকাশকে শক্তি জোগায় এবং পুঁজিবাদের সঙ্গে

আর্থনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাজতন্ত্রের জয় আনে। কমন মার্কেটের মত একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মৈত্রীর কেবল রাজনৈতিক দিককে দেখা আর তাদের আর্থনীতি ও সামাজিক দিককে (বিশ্বমঞ্চে, পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে সম্পদের জড়াজড়ি) না দেখার অর্থ মার্কসবাদ ও বস্তুবাদের প্রাথমিক উপাদানগুলোকে ভুলে যাওয়া, আর তার অর্থ পুঁজিবাদের সামনে মতাদর্শগত, রাজনীতিগত এবং অর্থনীতিগত নিরস্ত্রীকরণ। সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাজনের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাহ্য করে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ একলাই তার অর্থনীতিকে বিকশিত করতে পারে এই প্রস্তাব করার অর্থ সামাজিক-আর্থনীতিক বিন্যাসের সম্বন্ধে, তাদের পারম্পর্য সম্পর্কে এবং পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের জয়লাভ সম্পর্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল কথাকে ভুলে যাওয়া।

ইউ, এস, এস, আরে এমন একটি সমাজ নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে সামাজিক সম্পত্তির মালিক সমস্ত জনগণ যেটা শুধু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপরই প্রভাব বিস্তার করে না অধিকন্তু 'ধনী' ও 'দরিদ্র' উভয় ধরনের পুঁজিবাদী দেশের ওপরেও করে। ধন সম্পদ শুধু অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশেরই সুযোগ সুবিধা এই দাবী আর তার পক্ষে করা চলবে না। ইতিহাসের এই বিরাট দিক পরিবর্তনকে বাড়িয়ে দেখা হ'চ্ছে একথা বলা চলে না। দীর্ঘকাল ধরে উচ্চবিকাশপ্রাপ্ত পুঁজিবাদী দেশগুলি তাদের সম্পদের বড়াই করতো এবং বুর্জোয়া প্রচারকারীরা প্রযুক্তিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলিকে নিরন্তর বলে যেত যে পুঁজিবাদই সম্পদের পথ বাতলে দিতে পারে। তারা অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের শ্রমজীবী মানুষকে বলত যে পুঁজিবাদই কেবল দারিদ্র থেকে মুক্তির পথ করে দেয়। আজকে পুঁজিবাদীরা 'সম্পদের একচেটিয়া' অধিকার হারাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে যে সম্পদ সৃষ্টি হ'চ্ছে তা ধনীশ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী দেশকেও ছাড়িয়ে যাবে কারণ এ সম্পদ গোটা জনগণের হাতে আছে। যারা অন্যের খাতে বেঁচে থাকে সমাজতান্ত্রিক দেশে তাদের কোন স্থান নেই।

এটা ইতিহাসের স্থপতি, জনগণের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।

পুঁজিবাদী দেশে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ওপরও এটা বিরাট প্রভাব ফেলেছে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ ছাড়া পুঁজিবাদীদের কাছ থেকে শ্রমিকশ্রেণী যে সুবিধা আদায় করেছে তার ভগ্নাংশও তারা আদায় করতে পারত না, যে সুবিধা নিরবচ্ছিন্ন শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পথ খুলে দিয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও বেশী কিছু আছে। ইউ, এস, এস, আরে কমিউনিষ্ট নির্মাণ কার্যের সাফল্যে জনগণ নিজেরাই স্পষ্ট-ভাবে দেখতে পাবে তাদের জন্য কমিউনিজমের ভাণ্ডারে দেয় কি আছে আর পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজেদের সিদ্ধান্ত টানতে, বেছে নিতে এবং শিখতে পারবে। প্রধানতঃ শ্রমেরই বিপ্লবী রূপান্তর ঘটিয়ে কমিউনিজমের নির্মাণ শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের অন্যান্য অংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কোন সৃজনশীল উপাদান, উদ্যোগ বা উদ্ভাবন প্রেরণা বঞ্চিত হওয়ায় এমনকি পুঁজিবাদী দেশে আপেক্ষিকভাবে উচ্চহারের মজুরি এই তথ্যকে ঢাকতে পারে না যে কারখানার কাজ একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে আর শ্রমিকশ্রেণী কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। এই ক্ষতিকর ব্যাপারটার মোকাবিলা করার চেষ্টায় বেশীরভাগ পশ্চিমী সমাজ-বিদ্রা প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছেন, যার বিকাশের ফলেই নাকি তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, শ্রমজীবী মানুষরা এই কঠোর অদৃষ্টের মুখে সমর্পিত হ'য়েছে। তারা দাবী করেছে যে এটা নাকি প্রগতির জন্য দেয় অপরিহার্য মূল্য। সমাজতন্ত্র এই বুর্জোয়া মতান্ধতার বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। পুঁজিবাদের মারাত্মক অপরাধ মানব কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্রে উৎ-পাদনকারী শ্রমজীবীর আত্মিক ধ্বংসসাধন।

বেশ কিছু কাল ধরে যিনি একটি শ্রম শিল্পে কাজ করেছেন এমন একজন মানুষের লেখা উদারনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৫৭

সালের আগস্টে প্রকাশ করে। এর শিরোনামা ছিল "সুখী শ্রমিকের অলীক কাহিনী" এবং এতে বলা হয়েছিল : "নিছক প্রতিষ্ঠা অর্জনের ক্ষুধায় একজন মানুষ মননহীন, সীমাহীন, হতবুদ্ধিকর, ঘর্মাক্তকারী, নোংরা, কান্তিকর এবং ভবিষ্যতের দিক থেকে অরক্ষিত আর বাস্তবতঃ উন্নতির আশাশূন্য কাজকে ঘৃণা করে না।"

"সাদামাটা সত্য হ'ল কারখানার কাজ অপকর্ষকর।"......

"গতবছর আমি যে সমস্ত শ্রমিকের সঙ্গে সংযোজন লাইনে কাজ করেছি, বিনা ব্যতিক্রমে তাদের প্রায় সবাই নিজেদের জালে আবদ্ধ জন্তুর মতই মনে করছে। তাদের বয়স ও ব্যক্তিগত পরিস্থিতি অনুযায়ী হয় তারা যা করছে তাতে নিজেদের ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে না হয় বেপরোয়াভাবে অন্য কাজ খুঁজছে, যেটাতে একই বেতন পাওয়া যাবে আর অতিরিক্ত কিছু বৈচিত্র্য, কিছুটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং উন্নতি আনতে পারে। তারা চারদিক থেকে তাড়া দেওয়া ফোরম্যানের (ঘৃণার চেয়ে যাদের করুণাই করা যায়) গুঁতোয় পীড়িত, ঠুলিপরা গাধার মত কাজ করে পীড়িত, তাদের জীবিকার জন্য একটা উন্মত্ত উৎপাদন—একটা পণ্যশালার বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পীড়িত, যেখানে বার মিনিট বিশ্রাম সময়ে একটু আরাম করার সামান্য স্থানটুকুও নেই এমন একটা জায়গায় কাজ করে পীড়িত হ'য়ে পড়ে।........."

"কাজের প্রতি শ্রমিকের মনোভাবটা সাধারণভাবে ঘৃণা, লজ্জা ও অবসাদের দ্বারাই গড়ে ওঠে।" (১১)

কমিউনিজম শ্রমে বিরাট সৃজনশীল আধেয় দেয়, তাকে বিরাট নৈতিক ও বৌদ্ধিক মূল্যে পরিণত করে এবং মানুষের গোটা শ্রম প্রযুক্ত কাজকে মতাদর্শগতভাবে অর্থবহ করে তোলে। শ্রম একটা নৈতিক মূল্য হ'য়ে ওঠে কারণ সাধারণের কল্যাণে তার কাজের প্রতি মানুষের মনোভাব তার নৈতিক চেতনার পরিপক্-

১১। দি নেশন, ১৭ই আগস্ট, ১৯৫৭, পৃ ৬৫, ৬৭

তার প্রধান মাপকাঠি। শ্রম বৌদ্ধিকমূল্যযুক্ত হয়ে ওঠে কারণ এর জন্য বেশী বেশী করে মগজ ও জ্ঞানের দরকার হয়। শ্রম বিরাট নৈতিক সন্তোষের উৎস কারণ যে সামাজিক কর্তব্যের সঙ্গে তার দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ যুক্ত তা সে জানে তা সে যেখানেই কাজ করুক না কেন। কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের যে কোন ক্ষেত্রে শ্রম সমাজের এবং তার প্রত্যেকটি সদস্যের শ্রদ্ধার বস্তু। শ্রমের দীর্ঘ ইতিহাসে এটা একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছে। লেনিনবাদকে বিকৃত করে বা মিথ্যা দোষ দিয়ে কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের পর্বে ইউ, এস, এস, আরে মানবজাতির যে বিরাট মুক্তি-দায়ক প্রক্রিয়া চলেছে তাকে ঢাকা যাবে না। কেবল যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে তারাই এর গুরুত্বকে অস্বীকার করবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব যেটা শ্রম ও মানব সমাজের ইতিহাসে তার ভূমিকা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করেছে। শোষণের শৃঙ্খল থেকে যে পথে মানবজাতি শ্রম মুক্তির দিকে এগোতে পারে এ তা দেখিয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের গোটা দৃষ্টিকোণটাই সামাজিক শ্রমের মুক্তির ধারণা এবং এর বিরাট সৃজনশীল সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর আদর্শের দ্বারা সম্পৃক্ত। শোষণকারী সমাজ মানব শ্রমের যে সা বাধা সৃষ্টি করেছে তাকে অপসারণ করা এবং যাতে ক্রটিহীন সামাজিক কাঠামো গড়া যায় তার জন্যএকটা নিখুঁত সাংগঠনিক রূপ গড়ে তোলাই বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের একটা অন্যতম মূল নীতি।

পুঁজিবাদ আধুনিক বিজ্ঞানে সজ্জিত হ'য়ে, প্রধানতঃ মানুষের নিজেরই বিরুদ্ধে মানুষের উৎপাদনশীল শ্রমকে পরিচালিত করেছে। এটা মস্ত অপরাধ। কমিউনিজম মহত্তম বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যকে উৎপাদনশীল শ্রমের যন্ত্রপাতির মধ্যে চালান করে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করে। এখানেই ইউ, এস, এস, আরের দৃষ্টান্তের বৃহত্তম ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

একটা গোটা প্রজন্মের বুর্জোয়া বিপ্লবীরা জাঁ জ্যাকয়েস

রুশোর 'দি সোস্থাল কন্ট্রাক্টে'র প্রারম্ভিক লাইনে চমৎকারভাবে সূত্রায়িত ধারণাকে মনে রেখে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল: 'মানুষ স্বাধীন হ'য়ে জন্মেছে কিন্তু সর্বত্র শৃঙ্খলিত।' ১৭৮৯-এ ফরাসী বিপ্লবের নেতারা এই কথাগুলোকে হৃদয় দ্বারা গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐতিহাসিক অবিচারের সংশোধনের জন্য শপথ নিয়েছিলেন। পুঁজিবাদের দুই শতাব্দী কেটে গেলে, ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ ফ্রাঙ্কোয়েস পেররোখ্ এই অস্বস্তিকর সিদ্ধান্ত করলেন: জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ মানুষে ক্ষুধা, ব্যাধি, অজ্ঞতা ও দারিদ্রের যন্ত্রণা ভোগ করছে। যে যুগে প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক সম্পদ সত্যিকারের প্রাচুর্যের মধ্যে বাঁচা সম্ভব করে তুলেছে সে যুগেই মানবজাতির বৃহদংশের এই ভাগ্য।

আধুনিক সামাজিক চিন্তা এই প্রশ্নের সরাসবি উত্তর দিয়েছে: কোন্ শৃঙ্খল মানুষকে শৃঙ্খলিত করেছে, কেন সে আর্থনীতিক ও প্রযুক্তিগত প্রাপ্ত সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে পাবে না? সমস্ত সদিচ্ছাযুক্ত ও শুভবুদ্ধিযুক্ত মানুষকে এ প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে হবে এবং উত্তর খুঁজতে হবে। পশ্চিমের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা প্রায়ই যে প্রশ্নের উত্তর নিজেদেব জিজ্ঞাসা করছে সেটা এই প্রশ্ন কারণ এর উত্তরের ওপরই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আর মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজম প্রমাণ করেছে যে সমাজের কিছুদিন পূর্বেকার আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে এবং মানবজাতির প্রগতিশীল বিকাশের পক্ষে শৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। খেটে খাওয়া মানুষরা কি আরেকটা উন্নততর ব্যবস্থা করে নিতে পারে? ইউ, এস, এস, আর-এর দৃষ্টান্ত বলছে—হ্যাঁ।

সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচী বলেছে: "কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাণশক্তির আর শুধু বিজ্ঞানসম্মত কমিউনিজমের আদর্শের মহত্ত্বেরই প্রচার করে নি অধিকন্ত প্রয়োগ

করেছে।" (১২) পরিণামে, কমিউনিষ্ট ধ্যানধারণার প্রসার একটা নতুন চরিত্র অর্জন করেছে কারণ এটা ইউ, এস, এস, আরে এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলিতে কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের সঙ্গে যুক্ত আর তথ্য ও উদাহরণ দ্বারা প্রচারে পরিণত হ'য়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের উচ্চতম রূপ যেটা শ্রমজীবী শ্রেণীর নেতৃত্ব দেয় এবং ইউ, এস, এস, আরে বৈষয়িক উৎপাদনে ও বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে সত্যিকারের গল্পকথার মত অগ্রগতি আনার জন্য জনগণের সামাজিক তেজকে জাগিয়ে তুলেছে আর সে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ এবং শেষ বিজয়ের পর সমস্ত জনগণের পার্টি হ'য়ে উঠেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অভিজ্ঞতাকে হেয় করা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের ক্ষমতাকে খর্ব করার প্রচেষ্টাই এখনকার কালের কমিউনিজম বিরোধিতার প্রধান আধেয়। সেই জন্য কিছু দিন ধরে কমিউনিজম বিরোধিতার প্রচারকরা সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য আমদানী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্রাটরাই প্রথম এই ধারণা এগিয়ে দেয় যে সমাজতন্ত্র নতুন বুর্জোয়া উপাদানের জন্ম দেবার দিকে ঝুঁকছে। এই উদ্ভাবনাটি গৃহীত হয়েছে এবং বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা সমাজতন্ত্রকে "রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ" বলে লেবেল এঁটে দিচ্ছে। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করার জন্যই এই তথ্য উদ্ভাবিত হ'য়েছে।

উত্তরণ পর্ব থেকে সমাজতন্ত্রের পার্থক্য এইখানে যে সে আর পুঁজিবাদের জন্ম দেয় না—এবং বাস্তবতঃ জন্ম দিতেও পারে না কারণ উৎপাদন উপায়ে ক্ষুদ্র-পণ্য উৎপাদক ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি উৎখাত করা হ'য়েছে এবং সামাজিক সম্পত্তির সার্বিক শাসন চলছে। অবশ্য এখনও আমাদের সমাজে অলস, পরগাছা, হল্লাবাজ এবং বুর্জোয়া ধারণায় আচ্ছন্ন মানুষ রয়েছে কিন্তু তাদের একটা

১২। দি রোড টু কমিউনিজম, পৃ ৪৮৮

শ্রেণী বলে বা সামাজিক গোষ্ঠী বলে গণ্য করার অর্থ এই যে মানুষের ভাবার ওপরই যেন শ্রেণী অবস্থান করে।

সমাজতন্ত্রের আওতায় শোষণকারী শ্রেণীগুলির অবশেষের অস্তিত্ব এবং তারা পুঁজিবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে এবং "নতুন বুর্জোয়া উপাদান" নাকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট হ'চ্ছে ইত্যাদি উদ্ভাবনগুলির কোন ভিত্তিই নেই। সোভিয়েট সমাজে যে সামাজিক প্রক্রিয়া চলছে এই তত্ত্ব তাকে প্রকাশ তো করছেই না বরং বিপরীত কথা বলছে।

ঘটনা বিকৃত করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর কমিউনিষ্ট নির্মাণের সাফল্যের এখন একটা বিরাট ভূমিকা পালন করতে হবে কারণ দৃষ্টান্তের শক্তি বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। বলশেভিকবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে যে সংগ্রামের সূত্রপাত, সমাজতন্ত্রের খেলো ধারণা এবং নতুন ঐতিহাসিক পর্বে এই মহান ধারণার শিশুসুলভ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, যেটা সোভিয়েটের মানুষের বিরাট সাফল্য এনে দিয়েছে, সেটা বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করার স্বার্থে এবং কমিউনিজমের বিজয়ের স্বার্থে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সি, পি, এস, ইউ বহন করে চলেছে। কমিউনিষ্টরা শুধু কথাতেই নয় বরং—আর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—কাজেও, কমিউনিজম নির্মাণের দৃষ্টান্ত দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য এটা নিরাপদেই বলা যায় যে সোভিয়েট জনগণ এবং প্রত্যেকটি সোভিয়েট নাগরিক কমিউনিজমের জন্য আমাদের কালের মহান মতাদর্শগত সংগ্রামে তাদের দৈনন্দিন শ্রম প্রচেষ্টার মাধ্যমে এখন অংশগ্রহণ করছে।

এমনকি কমিউনিজম বিরোধী কিছু কিছু প্রবক্তাকেও স্বীকার করতে হ'চ্ছে যে সোভিয়েটের উদাহরণ শক্তিশালী প্রভাব ফেলছে। তাদের মধ্যে একজন, আলেকনোভে তাঁর 'ফোর্স অফ একজাম্পল' শীর্ষক গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে বলেছেন: "কোন কোন অংশে সোভিয়েট আশঙ্কাকে সোভিয়েট বা তার কোন সহযাত্রীর তরফ থেকে একান্ত সামরিক, "আর্থনীতিক অনুপ্রবেশ" ইত্যাদি হিসাবে দেখবার

প্রবণতা আছে। তবু আমাদের অসুবিধার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশই অনগ্রসর দেশে জনমতের বাতাবরণের ওপর সোভিয়েটের সাফল্যের মনস্তাত্ত্বিক ফল থেকেই উদ্ভূত হ'চ্ছে।" (১৩)

বর্তমান পৃথিবীর বিষয়গত অবস্থা কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের দৃষ্টান্ত থেকে ফলপ্রসূ পরিণাম সৃষ্টির পক্ষে পরিপক্ক হ'য়ে উঠেছে।

এমনকি বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের অনুসারে যদি প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে বাস্তবায়িত করতে হয় তাহ'লে আজকের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে আগাগোড়া বিপ্লবের দরকার। বুর্জোয়া সমাজ এই অপ্রতিরোধনীয় বিপ্লবের মোকাবিলা করতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজবিজ্ঞান প্রযুক্তি-বিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলিকে সামাজিক বিকাশের সেবায় নিয়োজিত করে যার দ্বারা সাধারণের মঙ্গলে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বিপ্লবের চরম সংব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

আলেকনোভে আরও বলেছেন: "এই প্রসঙ্গেই রাশিয়ার রাজনৈতিক আবেদন ও দৃষ্টান্তের শক্তিকে অবশ্যই দেখতে হবে। এই কারণেই ক্রমবিকাশবাদী বা রক্ষণশীল প্রস্তাবগুলিকে দেশের সমস্যা সমাধানে অকেজো বলে গণ্য করার ঝোঁক বাড়ছে।" (১৪)

অন্য কথায়, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এতে বিজড়িত করার জন্য বিপ্লবী পদ্ধতি, বিপ্লবী চিন্তা, এবং সকলরকম রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই চাই। এটাই হ'ল যুগের দাবী, এ রকমই হল সমাজের প্রয়োজন আর এর মুখোমুখি হতেই হবে। তাহ'লে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে

---

১৩। এ, নোভে, কমিউনিষ্ট ইকোনমিক স্ট্র্যাটাজি, সোভিয়েট, গ্রোথ অ্যাণ্ড কেপেবিলিটিজ, ইউ, এস, এ-ন্যাশনাল প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন ১৯৫৯, পৃ ৫০

১৪। এ, ন্যেভে, কমিউনিষ্ট ইকোননিক স্ট্র্যাটাজি: সোভিয়েট গ্রোথ অ্যাণ্ড কেপেবেলিটিজ ইউ, এস, এ ন্যাশানাল প্ল্যানিং এসোসিয়েশন, ১৯৫৯, পৃ ৫০

সে ক্ষেত্রে কি করে দেখতে অস্বীকার করতে পারে? একে অগ্রাহ্য করলে পুঁজিবাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং সোভিয়েট জাতীয় অর্থনীতিতে সবচেয়ে অগ্রসর পদ্ধতি, প্রযুক্তি বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক সাফল্যকে প্রযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাকে অর্থাৎ কমিউনিজমের বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি নির্মাণ করাকে অস্বীকার করা হবে।

দীর্ঘকাল ধরে বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকরা বলেছিল যে একমাত্র পুঁজিই 'উদ্ভাবনের ঝুঁকি' বহন করতে পারে আর "উদ্যোগ নেবার শক্তি" রাখে। আসলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের এবং তার সংগঠনের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে সংগঠক ও শ্রমিকদের দ্বারা সৃজনশীল চিন্তা ও উদ্ভাবন ক্রমবর্দ্ধিতভাবে শ্রমের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এই উদ্যোগ, সৃজনশীলতা, অতিব্যয় নিবসন এবং উদ্ভাবনের মনোভাব সমস্ত সোভিয়েট সমাজের সেবা করছে এবং উৎপাদনের দ্রুত এবং দৃঢ় বৃদ্ধির পেছনে প্রধান কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কস যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি এটা সোভিয়েট সমাজের একটা যুগে প্রবেশ করারই ইঙ্গিত, "সামাজিক ব্যক্তির বিকাশ উৎপাদন ও সম্পদের প্রধান নীতি হিসাবে কাজ করবে।" (১৫) সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সবচেয়ে দৃঢ়পণ স্তরকে চিহ্নিত করে এটা পরিপূর্ণ কমিউনিষ্ট নির্মাণ কার্যের পর্ব হ'য়ে উঠেছে।

আলেকনোভে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চিন্তার মোটামুটি যথাযথ একটি চিত্র দিয়েছেন: "তারা যুক্তি দেয়, রাশিয়া আমাদের মতই ছিল এবং একটা বিরাট শিল্পোন্নত শক্তিতে পরিণত হয়েছে……"

"এ সবের জন্য একজন সংস্কারককে কমিউনিষ্ট বনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই; এটা পুরনো পথের প্রতি একটা অসহ মনোভাবের দিকে টেনে নিয়ে যায়, চরমপন্থীদের কথা শুনতে ইচ্ছা হয়… পশ্চিমী দেশের অভিজ্ঞতাগুলিকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়:

---

১৫। গ্রুনড্রিস্সে ডের ক্রিটিক ডের পলিটিশেন আকোনোমি (রোহেনটাফ) ১৮৫৭-১৮৫৮ মস্কো ১৯৩৯, পৃ ৫৯৩

তাদের সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, আর তাদের অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত হ'তে পারে না।" (১৬) এ থেকে কি বোঝা যায়? প্রথমতঃ বিষয়গত পরিস্থিতি এবং ঐতিহাসিক বিকাশের গতিপথ জনমতকে বাড়িয়ে সোভিয়েটের অভিজ্ঞতার ওপর আস্থা রেখে বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের বর্দ্ধিত ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এটা দেখিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমী দেশের অভিজ্ঞতা ক্রমবর্দ্ধিতভাবে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় কারণ তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রগতির পথ দেখাতে পারে নি—এটাই হ'ল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার আজকের প্রবণতা।

সবচেয়ে স্বচ্ছদৃষ্টিধারী পশ্চিমী পর্যবেক্ষকগণ বুঝতে পেরেছেন যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে সোভিয়েট যন্ত্রপাতি সহ সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ারগণ যাওয়াতে সোভিয়েট অভিজ্ঞতা সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনের রূপান্তর ঘটাচ্ছে। ১৯৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকা 'বিজিনেস উইক' একটি সংখ্যায় ভারতে ভিলাই ইস্পাত কারখানা নির্মাণের মূল্যায়ন করে বলেছিল যে এটা একটা "আর্থনীতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সোভিয়েট সাফল্য," আর তার সঙ্গে জোর দিয়ে বলেছিল যে প্রতিযোগিতা শুধু প্রযুক্তির ওপরে চলেনি অধিকন্তু মানবিকতার ধারাতেও চলেছে। এতে আরও বলা হ'য়েছিল যে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের কার্যকলাপ, তাদের জীবনযাপন প্রণালী এবং ভারতীয় সহযোগীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শুধু ভারতীয় ইস্পাত শ্রমিকদেরই মুগ্ধ করে নি অধিকন্তু ভারত সরকারের কিছু খাঁটি কমিউনিষ্ট বিরোধীদের এবং শিল্পপতিদেরও মুগ্ধ করেছে।"

বিজিনেস উইক এমন একটা কাগজ যেটা সাধারণতঃ দার্শনিক বা সমাজতান্ত্রিক বিষয় নিয়ে লেখে না কিন্তু ঐ বিবরণে সেটা দুটি মতাদর্শের মধ্যে চলতি সংগ্রামের মূলে পৌঁছেছিল। সোভিয়েটের

---

১৬। কমিউনিস্ট ইকোনোমিক স্ট্র্যাটাজি: সোভিয়েট গ্রোথ অ্যাণ্ড কেপেবেলিটিজ, পৃ ৫১-৫২

আর্থনীতিক দৃষ্টান্ত সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সঙ্গে আর সোভিয়েট নৈতিক মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আর্থনীতিক প্রতিযোগিতার নিহিতার্থ হ'ল রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম এবং বুর্জোয়া পত্রিকার সম্পাদকরা তাদের শ্রেণী অনুভূতির দ্বারা সেটা বুঝতে পেরেছিল।

বিগত কয়েক দশকে প্রাচ্যের দেশগুলি গভীর যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে: ভয়াবহ এবং নিরাশাজনক অভাব এবং দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি কোন পথে? পুঁজিবাদের দোষ স্খালনকারীরা বলে চলেছে যে বিকাশের বুর্জোয়া পথই একমাত্র পথ, ওটা অনিবার্য আর ইতিহাসে অন্য কোন পথ জানা নেই। এশিয়ার দেশগুলির কিছু বুদ্ধিজীবী বলেছেন যে মুনাফার জন্যে ছুটে চলার চেয়ে তাদের কাছে দারিদ্র্যই উত্তম এবং মহান। বাস্তবিকই, কেউ কেউ অনগ্রসরতার, পবিত্র অন্নবস্ত্রহীনতা এবং মহান দারিদ্র্যের প্রশংসা করেছে। সামাজিক চিন্তা একটা অদ্ভুত পথ ধরেছিল কারণ এটা কোথাও পৌঁছে দেয় নি। আজকে প্রাচ্যের এই সব দেশের সামাজিক চিন্তা কমিউনিজমের উঁচু সড়ক ধরবার জন্যে ঐ নিঃসঙ্গতার পথ ছেড়ে দিচ্ছে আর সেখান থেকে এখনকার দিনের পাতিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্র যতই চেষ্টা করুক "পবিত্র দারিদ্র্যের" দিকে আর কেউ ফিরবে না। ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য পথে হাঁটছে।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণে সোভিয়েটের অভিজ্ঞতাকে তাদের দেশের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বলে 'দক্ষিণ' ও 'বাম' দিকে নানা পরামর্শদাতারা যতই প্রাচ্যের লোকদের বলুক না কেন জীবন সত্যকে লুকনো যাবে না। যখন সোভিয়েটের জনগণকে শক্তিশালী শত্রুর পরিবেষ্টনের মধ্যে এক একটা পাথর গেঁথে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনে সাংঘাতিক অসুবিধার বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে লড়তে হচ্ছিল, কিছু কিছু পশ্চিমী তাত্ত্বিক সোভিয়েটের উন্নয়নের অসুবিধার দিকে সহর্ষে তাকিয়েছিল আর পেছনে-পড়া শ্রমজীবী মানুষকে ঐ

সম্ভাবনা দেখিয়ে ভীত করার চেষ্টা করেছিল। বহু ভাষণ দেওয়া হয়েছিল আর হাজার হাজার দিস্তা কাগজ লেখা হ'য়েছিল ঐ বিষয়ে। এখন যে সোভিয়েটের মানুষ সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্বে দেশের চেহারা এবং তাদের নিজেদের সত্তাকে মৌলিকভাবে বদলে দিয়েছে তাতে তাদের কি বলার আছে? আগে বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়াতে যেটা তৈরী করতে এক বছর সময় লাগতো এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতু শিল্প সেটা একদিনে উৎপাদন করে। বিপ্লবের আগে জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ ছিল নিরক্ষর, ষাটের দশকের প্রারম্ভে শ্রমিকদের ৪০ শতাংশ আর সমবায় খামারের ২৩ শতাংশ কর্মীর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা আছে; সোভিয়েট ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ গুণ বেশী ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করে। এই তথ্য বিপ্লবীকরণের প্রভাব বিস্তার করে এবং কমিউনিষ্ট ধ্যান ধারণার পক্ষে বাস্তব যুক্তি দেয়।

জারতন্ত্রী রাশিয়ায় একদা অনগ্রসর প্রাচ্য উপান্তগুলি আধুনিক শিল্প ও সমবায়খামারসহ অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হ'য়ে উঠেছে। ষাটের দশকের প্রারম্ভে কাজাকস্তান ও মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্র-গুলির বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ৬০ গুণ বেড়েছে। কাজাকস্তানের জনসংখ্যার মাথাপিছু শিল্পোৎপাদন ইটালির সমান; তার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ জাপানের সমান ও ইটালির বেশী। উজবে-কিস্তানে প্রতি ১০,০০০ মানুষে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ফ্রান্সের দ্বিগুণ, তুরস্কের ৭গুণ এবং ইরাণের ২৮ গুণ।

লেনিন বলেছিলেন যে বিশাল ও অনগ্রসর গ্রামাঞ্চলগুলি "পুঁজি-বাদী সভ্যতার আসন" ঘিরে আছে, তার উন্নয়নের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হ'ল বৃহৎ শিল্প। তিনি লিখেছিলেন: "আমরা সমৃদ্ধিশালী বড় বড় শিল্পের কথা বলি, যেগুলি কৃষকদের জরুরী জিনিসগুলো সরবরাহ করতে সমর্থ আর এ সম্ভাবনা আছে; যদি আমরা বিশ্বের পরিমাপে সমস্তটার চিন্তা করি তাহ'লে আমরা দেখি যে সব রকমের মালপত্র সরবরাহ করতে সমর্থ এমন একটা

শক্তিশালী শিল্পের অস্তিত্ব আছে, শুধু তার মালিকরা ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত কামান, গোলা ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে সাফল্যের সঙ্গে ব্যাপৃত থেকে এগুলি নির্মাণ করা ছাড়া এ সবের আর কোন ব্যবহার জানতো না। সে সময় আসতে বাধ্য যখন বৃহদাকার শিল্পগুলি কৃষক অধ্যুষিত দেশগুলোকে সমাজতন্ত্রের পথে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী জিনিসপত্র সরবরাহ করতে সমর্থ হবে। ইতি-মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি সামরিক প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদীদের তাদের শ্রমশিল্পকে ব্যবহার করার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করছে। ভূমণ্ডলের অনগ্রসর দেশকে শিল্পোন্নত করার প্রয়ো-জনে নিজেদের সম্পদকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া পুঁজিবাদকে নিরস্ত্রীকরণ করার পথে চেপে ধরছে। সমাজ-তন্ত্রের আর্থনীতিক শক্তিকে আরও শক্তিশালী করার এই ঐতি-হাসিক সম্ভাবনা উন্মুক্ত হচ্ছে।

তবে, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে শিল্পজাত পণ্যের প্লাবন উন্নয়ন-শীল দেশগুলোর দিকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে এই সব দেশকে প্রগতির পথে কার্যকরীভাবে ঠেলে দেবার জন্য একটা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন শীর্ণ ক্ষুদ্রকায় খামার-গুলি এই জিনিস পত্রের প্লাবনকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে পারে না; অন্য ধরনের সামাজিক কাঠামোর প্রয়োজন আছে আর এখানেই মানবজাতির বিরাট অভিজ্ঞতা রয়েছে। সমাজ বিকাশের একটা প্রধান সমস্যা কৃষি সমস্যাকে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে ভাবে মোকা-বিলা করা হ'য়েছে তার অভিজ্ঞতা এই প্রসঙ্গে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। এ, নোভে বলেছেন: "সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষি সমবায়কে প্রায়ই এশিয় বুদ্ধিজীবীরা তাদের প্রয়োজনের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক মনে করে। তাঁদের নিজেদের দেশে কৃষি, সামাজিক, আইনগত এবং প্রযুক্তির ধরনের পরিবর্তনে যেগুলি জরুরী, সেগুলির পক্ষে সোভিয়েট যৌথ খামারকে প্রায়ই গ্রামীণ সহযোগিতার প্রগতিশীল রূপ হিসাবে গণ্য করা হ'চ্ছে…এই সব দেশের কৃষিকে আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজন খুবই

জরুরী আর সোভিয়েটের সাফল্যের খতিয়ানের বিশুদ্ধ নেতিবাচক সমালোচনা সম্ভবতঃ অকেজো হবে যদি না খামারের প্রয়োজনে যথাযোগ্য একটা বিকল্প পথের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়। কয়েকজন বা খুব অল্প সংখ্যক পশ্চিমী বিশেষজ্ঞ ঠিক এই কাজটি করছেন।"(১৭) কিন্তু ঘটনাটা হ'লো এই যে ইতিহাসে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী ছাড়া আর কোন পথ নেই। কৃষিতে যৌথ চাষ ছাড়া কৃষি দারিদ্র থেকে মুক্তির আর কোন উপায় নেই। সমৃদ্ধিশালী অর্থনীতিকে বিকশিত করতে যেটা সাহায্য করেছিল সেই শিল্পায়ন ও সমবায় চাষই জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উর্ধ্বগামী হওয়ার পথ। নিজেদের মুক্ত বিকাশে অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণই জাতির সঙ্গে বিজড়িত। আর্থনীতিক সাফল্য মানুষের মনের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে কারণ সেটা কি করে জাতীয় প্রশ্নের মোকাবিলা করতে, জাতিগুলিকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ করতে, তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য এবং মৌলিক পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে বিশ্বস্ত এবং গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তা দেখিয়ে দেয়।

কমিউনিষ্ট নির্মাণ কর্মের কোন দিকটা সমস্ত দেশের পক্ষে মূল্যবান সেটা ঠিক করতে আসুন আমরা রুশোর চমৎকার ধারণাটিকে মনে করে দেখি, যেটা এই বইয়ের শুরুতে উদ্ধৃত করেছি: "রাষ্ট্রের সংবিধান যত ভাল হবে নাগরিকদের মনে ততই জনস্বার্থ প্রাধান্য পাবে। বাস্তবিকই, ব্যক্তিগত ব্যাপার খুব কমই আছে, কারণ সমগ্র সাধারণ মঙ্গল থেকে একটা বড় অংশই প্রত্যেকটি ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য রাখা হয় যাতে তার নিজের উদ্বেগে মাথা ঘামানোর বিষয় কমই থাকে।" (১৮) ঐ ঐতিহাসিক পথেই সোভিয়েটের মানুষ চলছে এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাদের অভিজ্ঞতা

---

১৭। এ নোভে, কমিউনিস্ট ইকোনোমিক স্ট্র্যাটাজি: সোভিয়েট গ্রোথ অ্যাণ্ড কেপেবিলিটিজ, পৃ ৫২

১৮। জে, জে, রুশো-লে কনট্রাক্ট সোসিয়েল, প্যারিস, লিভরে ১৫ অধ্যায়, পৃ ৩০৫

সমস্ত কর্মরত মানুষ এবং সমস্ত মানবজাতির পক্ষে খুবই মূল্যবান।

বুর্জোয়া মতাদর্শীরা যত জোরের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদকে নিয়ে বড়াই করুক না কেন, পুঁজিবাদের অধীনে একটা নিশ্চিত ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বজায় রাখার কোন সামাজিক গ্যারান্টি থাকতে পারে না। সবচেয়ে বেশী বিকশিত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই সোভিয়েট ইউনিয়ন শ্রমিকদের জন্য সুবিধাদানের ব্যাপারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অবৈতনিক শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও জীবিকা-সংস্থানের গ্যারান্টি সোভিয়েট ইউনিয়নে অতি সাধারণ ব্যাপার। সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচী বলেছেঃ "শ্রমিক, কৃষক, এবং বুদ্ধি-জীবী—গোটা জনসংখ্যার জীবন ধারণের মানের দ্রুত উন্নতির সান্ত্বনা রয়েছে। যে কোন পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় উন্নততর জীবন ধারনের মান সোভিয়েট ইউনিয়নে স্থাপনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন কর্তব্যই সি, পি, এস, ইউ উপস্থাপিত করেছে।" (১৯) এটা কেমন করে লাভ করা যাবে কর্মসূচীতে সেটা স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হ'য়েছে। তাই, "সাধারণ মঙ্গলের" ধারণা অবশ্যই পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে সবচেয়ে 'বিত্তবান' শ্রমজীবী মানুষ সহ সমস্ত শ্রম-জীবীদের কাছে আকর্ষণীয় হবেই কারণ সমাজে পুঁজির অন্ধ শক্তির আধিপত্যে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রত্যহ একটা নিরাপত্তাহীন অবস্থাকে বুঝতে পারে। যতটা সম্ভব সঞ্চয় করার জন্য শ্রমিকদের উৎসাহ ব্যক্তিগত অস্তিত্বের নিরাপত্তার অভাবেরই প্রকাশ। যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট, কে, মার্টন লিখেছেনঃ "আমেরিকার সংস্কৃতিতে আর্থিক সাফল্যের লক্ষ্য দৃঢ় প্রোথিত একথা বলাও যা আর আমেরিকানদের বারবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও চারপাশ থেকে ঐ প্রত্যক্ষের বোমাগুলি বর্ষিত হচ্ছে যেটা ঐ অধিকারের স্বীকৃতি দিচ্ছে বা প্রায়ই, ঐ লক্ষ্যকে ধরে রাখাই কর্তব্য হ'য়ে উঠছে একথা বলাও তাই।" (২০) বুর্জোয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির

১৯। দি রোড টু কমিউনিজম-পৃ ৫৩৭

২০। ভাইটাল স্পীচেস্ অফ দি ডে, ১৫ অক্টোবর ১৯৬১, পৃ ২২

এই নীতিগুলিকে দৃঢ়তার সঙ্গে পর্যুদস্ত করা হ'চ্ছে আর শ্রমজীবী মানুষরা শেষে বুঝতে পারবে যে সমাজতান্ত্রিক দেশে যে সম্পদ সৃষ্টি হ'চ্ছে সেটা উন্নত পুঁজিবাদী দেশকে ছাড়িয়ে যাবে আর প্রত্যেকের জন্য বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ হ'য়ে দাঁড়াবে।

তবে, পুঁজিবাদী দুনিয়া শুধু যুক্তরাষ্ট্রের মত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিয়েই গড়ে ওঠেনি অধিকন্তু তার মধ্যে সেই সব দেশও আছে যারা পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ বিকাশে পৌঁছয় নি। এই সব দেশে শ্রমজীবী মানুষকে বারবার এই কথাই বলা হ'চ্ছে যে তাদের অবশ্যই যুক্ত-রাষ্ট্রের স্তরে পৌঁছতে হবে, কারণ ওটাই নাকি সমৃদ্ধি ও সুখের একমাত্র পথ। সেই উদ্দেশ্যে তাদের প্রায়ই ঔপনিবেশিক যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হয়, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয় এবং সব জিনিসের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেবার এবং দেশকে পুঁজিবাদী সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবার জন্য একটা শক্তিমান সরকারের সম্ভাবনাকে তাদের সামনে ধরা হয়।

এই সব দেশের শ্রমজীবী মানুষ এখন যে ভাবেই হোক বেশী বেশী করে বুঝতে পারছে যে আরও রাস্তা রয়েছে—সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের রাস্তা, যেটা সামাজিক সম্পদ ও লোকায়ত কল্যাণের শক্তিশালী এবং অফুরন্ত বিভবকে টেনে বের করে আনতে ও শোষণ-মুক্ত জাতিগুলির আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে সাহায্য করে। এটা সম্পূর্ণ বাস্তব পথ। এটা কমিউনিজম নির্মাণে সোভিয়েটের আর্থনীতিক সাফল্যের বৈপ্লবিক প্রভাবেরই প্রকাশ। অন্যদেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে সোভিয়েটের অভিজ্ঞতার একটা বিরাট শিক্ষা আছে কারণ, সি, পি, এস, ইউ-র কর্মসূচী জোর দিয়ে বলেছে, বিশ্বের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এখন উচ্চতর কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার দ্বারা অপসৃত হবার মত পরিপক্ক অবস্থায় এসেছে।

বহু দশক ধরে পশ্চিমের বহু মতাদর্শী ও রাজনীতিজ্ঞরা, বৈর পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনে যুদ্ধ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নতার জটিল অবস্থার মধ্যে, সমাজতন্ত্র নির্মাণে যে পথে সোভিয়েট ইউনিয়ন অগ্রসর হ'য়ে-

ছিল তাকে বিকৃত করে আসছে। আজকে এটা সকলের কাছেই পরিষ্কার যে ঐতিহাসিক অবস্থা বদলেছে। অভূতপূর্ব অসুবিধা এবং ভয়ঙ্কর দুঃখকষ্টকে আমাদের পেছনে ফেলে এসেছি। ঐ অসুবিধার অবস্থায় যে বীজ বপন করা হ'য়েছিল তা প্রচুর ফল দিয়েছে। যারা সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ গ্রহণ করেন এমন বহু মানুষে। কাছেও সমাজতন্ত্র আরও জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। সে সময় এ-- হাতের কাছেই যখন সমাজতন্ত্রের পথ সমস্ত দেশের সামাজিক বিকা। উঁচু সড়ক হ'য়ে দাঁড়াবে।

এমনকি যেসব বুর্জোয়া তাত্ত্বিকের পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভেতর ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার মধ্যে 'পুঁজিবাদের আদর্শের উদ্ধার' উদ্বেগের বিষয় তাদেরও সোভিয়েটের দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতার বি। ভাবতে হবে। তাদের মধ্যেএকজন, রেমণ্ড, ডব্লিউ, মিলার এই সিদ্ধা। পৌছেছেন: "কমিউনিজমই লাভবান হ'চ্ছে......আফ্রিকা, এশি। ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক উন্নয়নশীল দেশেই ঘৃণার দৃষ্টিতে পুঁজিবাদকে দেখা হচ্ছে।" (২১) কমিউনিজমের সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মিলার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন: 'আমরা' শব্দটি কমিউনিষ্ট দুনিয়ার সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি হয়েছে।" (২২) তিনি সমাজতান্ত্রিক সমষ্টিবাদ এব, সামাজিক সম্পত্তির সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার দিকে নজর আকর্ষণ করেছেন।

মিলারের বক্তৃতার একটা লোকায়ত সংস্করণ বেরিয়েছে যার শিরোনামটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ: 'চলতি জাতীয় প্রশ্নের ওপর উন্নতমনের উন্নত চিন্তা'। মনে হয় মিলারের যুক্তি বৃহৎ সংখ্যক মানুষের আগ্রহ সঞ্চার করবে। উনি যা বলেছেন সেটা এখানে দেওয়া হ'ল: "যখন আমরা টাকা বানানোর জন্যে এতো ব্যস্ত যে আন অন্য কিছুই আমরা ভাবতে পারি না তখনই পুঁজিবাদের সম ধারণাটিই শেষ হ'য়ে গেছে।" (২৩) কিন্তু এটাই পুঁজিবাদের সারমম

২১। ভাইটাল স্পীচেস্ অফ দি ডে, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬১, পৃ ২২
২২। ঐ ২৩। ঐ

যার জন্যে মিলারের যুক্তি ঐ ঘটনারই অদ্ভুত সমর্থন। ইউ, এস, এস, আরের আর্থনীতিক সাফল্য সামাজিক সম্পত্তি থেকে উদ্ভূত হচ্ছে, সেটা জাতীয় স্বার্থের প্রকৃত গুরুত্বকে দেখিয়ে দিচ্ছে। 'আমরা' প্রত্যয়টির শক্তি এই ঘটনা থেকে উদ্ভূত হচ্ছে যে এর জন্ম হ'য়েছে উৎপাদন ও শ্রম থেকে আর উৎপাদনের মধ্যে মানুষে মানুষে সম্পর্ক তাদের বিভক্ত করে না বরং সমগ্র মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। সোভিয়েটের অর্থনৈতিক সাফল্য একই সঙ্গে যৌথ শ্রমেরই সাফল্য।

সমাজতন্ত্রের সাফল্যজনক নির্মাণে, দৃষ্টান্তের গুরুত্ব সম্পর্কে লেনিন যা বলেছিলেন তার কথা যখন আমরা চিন্তা করি তখন এটা পরিষ্কার হয় যে মানবজাতির প্রগতিশীল বিকাশ প্রধানতঃ এই উদাহরণের শক্তি ও গভীরতার ওপর এবং মানবজাতির বাকি অংশের দ্বারা এর আত্তীকরণের ওপর নির্ভর করে। এইখানেই আজকের বিশ্ব প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকটি রয়েছে।

আধুনিক মানুষ বিশ্ব বিকাশের দুটি বিষয়গত লাইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে: সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী পথ। এটা গোটা মতাদর্শগত সংগ্রামের ওপরে একটা ছাপ রেখে দেয়। এই আলোকেই মানুষ সামাজিক ঘটনাবলীর বিচার করে আর তাই সেটা রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে।

নতুন উদ্ভবশীল সামাজিক ব্যবস্থা আর পুরনো, অকেজো এবং প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার শক্তিগুলির মধ্যে সংগ্রামের পটভূমিকায় প্রত্যেক টন দানা শস্যের, প্রত্যেক টন কয়লার বিরাট রাজনৈতিক গুরুত্বের বিষয় লেনিন আমাদের দেখতে শিখিয়েছেন। আজকে সমাজতান্ত্রিক দেশে 'বিশুদ্ধ আর্থনীতিক' বা 'বিশুদ্ধ প্রযুক্তিগত' সাফল্য বলে কিছু নেই: তাদের প্রত্যেকটি সাফল্য কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের মধ্যে সংগ্রামে তাদের খাতে জমা পড়ে আর কমিউনিষ্ট ধ্যান ধারণার ইজ্জৎ বাড়াতে, বিশ্বমঞ্চে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির গোষ্ঠীর ভূমিকাকে বাড়াতে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির কর্তৃত্ব বাড়াতে সাহায্য ক'রে রাজনৈতিক তাৎপর্যসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে

যতদিন দুটো বিপরীত এবং প্রতিযোগী ব্যবস্থা থাকবে ততদিন মানুষ তাদের এবং ওগুলির ফলাফলের তুলনা করবে। ঘটনার তুলনা সামান্তীকরণ ও সিদ্ধান্তের এবং দুটো ব্যবস্থার বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে বিচার করার দিকে নিয়ে যায়। আজকের সামাজিক চিন্তায় এটা অনিবার্য প্রক্রিয়া। কমিউনিষ্টরা মানুষকে তথ্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত করতে, স্বচ্ছ আলোকে সব জিনিস দেখতে এবং সাহসের সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে সাহায্য করার জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে বুর্জোয়াদের প্রচার বাস্তবতার রূপরেখাকে ঢাকতে, তথ্যকে বিকৃত করতে বা ভুল ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছে যাতে পুরনো এবং কার্যক্ষম মতামতগুলোর প্রভাব বাঁচিয়ে রেখে বা বাড়িয়ে মানুষকে সামাজিক জীবনের ঘটনা ও প্রক্রিয়ার সঠিক ধারণা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়। কমিউনিজমের মতাদর্শ ক্রমশঃ বেশী বেশী নর-নারীর দ্বারা গৃহীত হ'য়ে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে কারণ এটা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাফল্য এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান আদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি, 'আমার' কোনটা অর্থাৎ সব কিছুর ওপরে ব্যক্তি-সম্পত্তির এই ধারণার আধিপত্য আর সামাজিক সম্পত্তি, সমষ্টিবাদের, সাধারণ কল্যাণের আর সকলের জন্য সুখের ধারণার মধ্যে যুগ যুগ ধরে ঐতিহাসিক বিভাগকে মানবজাতি এখন অতিক্রম করছে। কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে এগিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে সামাজিক সম্পত্তির রূপ নিরন্তর উন্নত হ'য়ে উঠছে। গোটা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক সম্পত্তি স্থাপিত হয়েছে আর বিকশিত হ'য়ে চলেছে। ইতিহাস সমস্ত দেশের সামনে সামাজিক সম্পত্তিতে উত্তরণের প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে, সামাজিক সম্পত্তির বিকাশে সাফল্যের দ্বারা প্রদত্ত বর্দ্ধমান আর্থ-নীতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার প্রধান উপাদান। এখনকার সমাজ ভাবনার এটাই অনিবার্য সিদ্ধান্ত

---

# —ঃ বিষয় সূচী ঃ—

## —ঃ নাম সূচী ঃ—